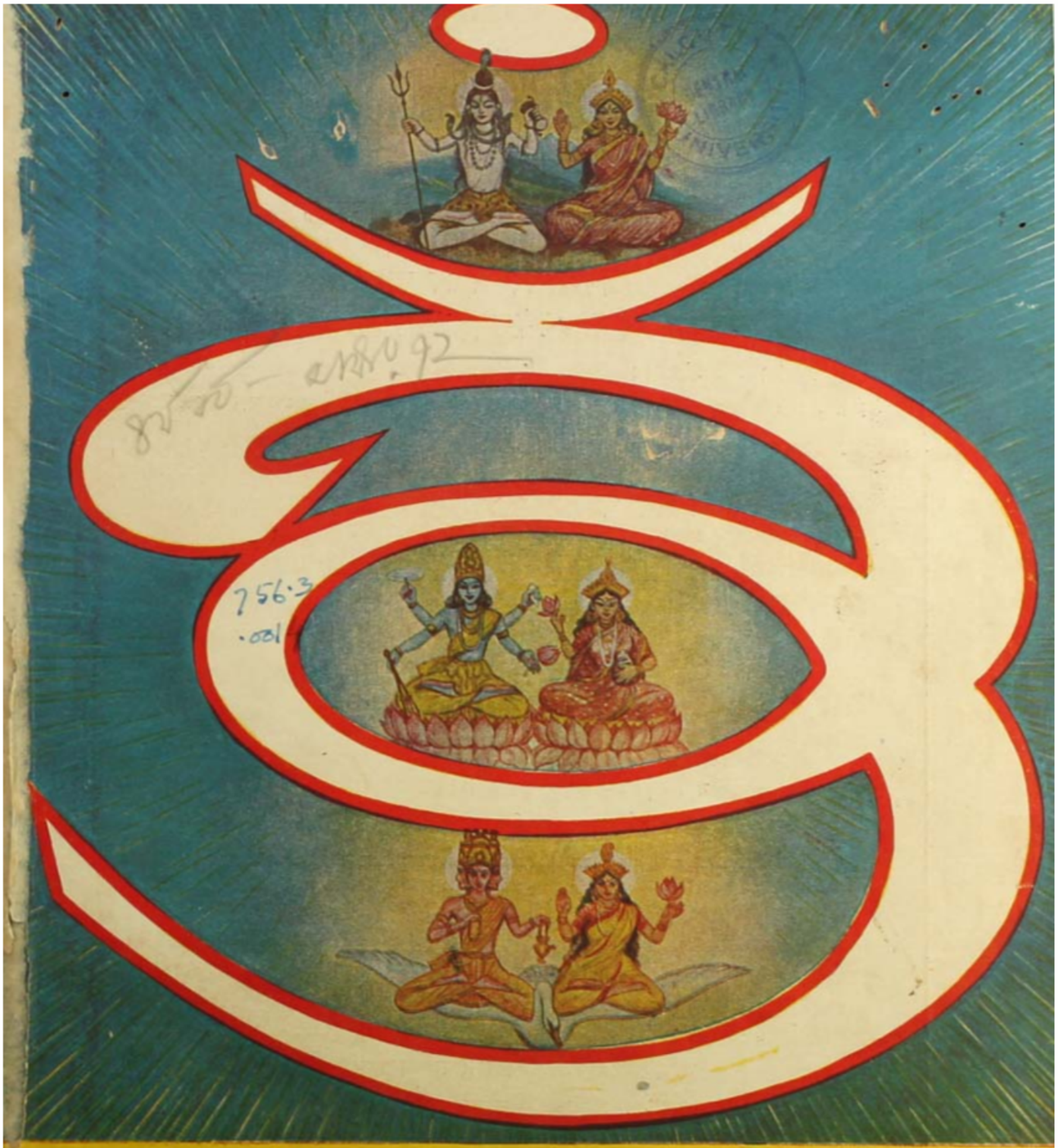

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

যে কোন পুরুষ গ্রাসে গ্রাসে রামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভোজন করেন, তিনি অন্ন-দোষের দ্বারা লিপ্ত হ'ন না।

মানব যদি বহুজন্মকৃত সুকৃতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে শ্রীরামনামরূপ পরম মন্ত্রে নরগণের উত্তমরূপে রতি হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ স্মৃতৌ

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ।
পাপকোটিসহস্রেভ্যস্তেষামুদ্ধরণং ক্ষণাৎ॥

শনৈশ্চর-স্মৃতৌ

মৎকৃতা যা ভবেদ্ বাধা মহাদুঃখৌঘদায়িনী।
রামনামজপাৎ সা হি মুচ্যতে স্বল্পকালতঃ॥

বৃহস্পতি-স্মৃতৌ

যাবচ্ছ্রীরামনাম্নস্তু স্মরণং নাস্তি ভো মুনে।
তাবদ্ যমভটাঃ সর্ব্বে বিচরন্তীহ নির্ভয়াঃ॥
যথা প্রলপতে মূর্খো দেশরাজ্যাদিকং বহু।
তথা চেৎ প্রলপেদ্ রামং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

শাতাতপ-স্মৃতৌ

জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমো লয়ঃ।
যোগানাং পরমো যোগো রামনামানুকীর্ত্তনম্॥
অয়মেব পরো লাভঃ সর্ব্বেষাং জগতীতলে।
নামব্যাহরণং নিত্যং শ্রীরামস্য সনাতনম্॥

'শ্রীরাম রাম রাম' অত্যন্ত পাপকারিগণও উচ্চারণ করিলে ক্ষণকালমধ্যে সহস্রকোটি পাপ হইতে তাহাদের বিমোচন হয়।

শনিদেব বলিতেছেন—মহাদুঃখদায়িনী আমার কৃত যে সকল বাধা, রামনাম জপ করিলেই (মানব) অতি অল্পকালমধ্যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

"আর্য্যশাস্ত্রে"র চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে ছয় মাসের জন্য

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

ও তৎপরে

শ্রীমদ্ভাগবতের

প্রকাশন চলিবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ পড়িলে আপনি ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, ঐতিহাসিক তথ্য ও বেদের সারমর্ম অবগত হইবেন এই মহাশাস্ত্র গ্রন্থটির পাঠ অতি বহুধ মহজবোধ্য ও সকলের শ্রুতিমধুর।

এই মহাপুরাণমধ্যে সৃষ্টির আদি কারণ, দেবতাদির উৎপত্তি, মন্বন্তরসমূহ, দক্ষাদি প্রজাপতির বৃত্তান্ত, ধ্রুব, পৃথু, বরুণ ও প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের চরিত্র বর্ণিত আছে। বেদব্যাসের অবতার, পাতাল ও নরক উপাখ্যান, দ্বীপবর্ষ নিরূপণ, কর্মের গতি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমধর্মের বিধান, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বর্ণনা, কৃষ্ণাবতার বিষয়ে প্রশ্ন, গোকুলীয় কথা, শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন, অষ্টাবক্র ঋষির কথা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা, শ্রীবিষ্ণুধর্মের কথা, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন উপাখ্যান অতিবিশদভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"শ্রীভগবান্ আর্য্যশাস্ত্ররূপে অবতরণ করে সমস্ত নরনারীকে পরমানন্দের পথে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান করছেন। আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহক পরম রত্ন লাভ করবে এবং বংশধরগণ পর্য্যন্ত আনন্দের পথ পাবে।"

"আর্য্যশাস্ত্র পড়ুক আর না পড়ুক বাড়ীতে থাকলেও বাড়ীর মঙ্গল। যে গৃহে আর্য্যশাস্ত্র পঠিত হয় সেখানে শান্তি ও শ্রী ফিরে আসে।"

চতুর্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭২]

[প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA UNIVE

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

756.3
.001/4

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকবৃন্দ
শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গৌস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রমত মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি. বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৮৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় এই আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

দৈত্যৈর্নিশাচরৈশ্চৈব স রথঃ পরিবারিতঃ।
সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্ত্তত ॥৩১
পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।
সোঽপি যুদ্ধাদ্ বিনিষ্ক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ ॥৩২
ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তন্তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
শস্ত্রাণি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে ॥৩৩
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত ॥৩৪
দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈস্তৈস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।
যেন তেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতাঃ ॥৩৫
স তু রুদ্রৈর্মহাবীর্যৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ।
প্রযুদ্ধস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্ ॥৩৬
বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষরন্নসৃক্।
বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোয়দঃ ॥৩৭
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুদ্ধং সমরুদ্গণৈঃ।
রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা ॥৩৮
কেচিদ্ বিনিহতাঃ কৃত্তাশ্চেষ্টন্তি স্ম মহীতলে।
বাহনেষ্ববসক্তাশ্চ স্থিতা এবাপরে রণে ॥৩৯
রথান্ নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা।
শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি ॥৪০
তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টব্ধাঃ কেচিদুত্থিতাঃ।
দৈবৈস্তু শস্ত্রসম্ভিন্না মন্ত্রিরে চ নিশাচরাঃ ॥৪১
চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বেষাং রণসংপ্লবঃ।
নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥৪২

দৈত্য এবং নিশাচর রাক্ষসগণ ঐ রথ বিরিয়া থাকিত। রণাঙ্গনে গমনোদ্যত রাবণের দিব্য রথ মহেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল।৩১

রাবণ নিজ পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া নিজেই যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান রহিল। মেঘনাদ যুদ্ধস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজরথে (চুপচাপ) উপবিষ্ট হইল।৩২

অনন্তর রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে নানাপ্রকার শস্ত্র বর্ষণকারী তাহাদিগকে জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।৩৩

রাজন্! দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় সে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছিল না। (অর্থাৎ যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহার সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল—কোন নিয়ম ছিলনা। মদ্যপানজনিত মত্ততাবশতঃ নিজ সৈন্য ও পরসৈন্য উভয় সৈন্যের সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল।) ৩৪

ঐ রাক্ষস (কুম্ভকর্ণ) অত্যন্ত কুপিত হইয়া দন্তদ্বারা (দংশন করিয়া) পদদ্বারা (লাথি মারিয়া) হস্ত ও ভুজদ্বারা (হস্তের চড় বা চাটি দিয়া কিংবা ঠেলা দিয়া বা কনুইয়ের গুঁতা দিয়া) এবং শক্তি, তোমর ও মুদ্গর যখন যাহা সম্ভব তাহা দ্বারাই দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।৩৫

কুম্ভকর্ণ মহাভয়ঙ্কর রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে রুদ্রগণ তাহার সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন যে, একটুও স্থান অক্ষত রহিল না।৩৬

কুম্ভকর্ণের শরীর শস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহাকে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।৩৭

তারপর ঐ ঘোর যুদ্ধে বিবিধ অস্ত্রধারী রুদ্র ও মরুদ্গণ রণস্থল হইতে সকল রাক্ষস সৈন্যকে প্রহারপূর্বক বিতাড়িত করিলেন।৩৮

কত নিশাচর মৃত হইল, কত রাক্ষস ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল ও যন্ত্রণায় বা জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অপর কেহ কেহ আবার যুদ্ধভূমিতে নিজ বাহনের উপর অবসন্ন (সংলগ্ন) হইয়া রহিল।৩৯

কত রাক্ষস রথ, হস্তী, গাধা, উষ্ট্র, সর্প, অশ্ব, শিশুমার (শুশুক), বরাহ ও পিশাচমুখাদি নিজ নিজ

শোণিতোদকনিষ্পন্দা কাকগৃধ্রসমাকুলা।
প্রবৃত্তা সংযুগমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥৪৩

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
নিরীক্ষ্য তু বলং সর্বং দৈবতৈর্বিনিপাতিতম্ ॥৪৪

স তং প্রতিবিগাহ্যাশু প্রবৃদ্ধং সৈন্যসাগরম্।
ত্রিদশান্ সমরে নিঘ্নঞ্ শক্রমেবাভ্যবর্তত ॥৪৫

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং বিস্ফার্য্য সুমহাস্বনম্।
যস্য বিস্ফারনির্ঘোষৈঃ স্তনন্তি স্ম দিশো দশ ॥৪৬

তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণমূর্ধনি।
পাতয়ামাস স শরান্ পাবকাদিত্যবর্চসঃ ॥৪৭

তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
শক্রং কার্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৪৮

প্রযুধ্যতোরথ তয়োর্বাণবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ সর্বং হি তমসা বৃতম্ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

বাহনকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গনের মত ধরিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইল। কত রাক্ষস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত ছিল, তাহারা মূর্চ্ছান্তে উঠিয়া পুনরায় দেবগণ কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইল ।৪০-৪১

যুদ্ধে নিহত হইয়া মহীতলে পতিত ও প্রসুপ্ত (হতচৈতন্য) সমস্ত রাক্ষসগণের এইরূপে মরণ কোন যাদুকরের আশ্চর্য্যজনক কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল ।৪২

যুদ্ধে নিহত ও ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল। যাহার মধ্যে পতিত বিবিধ অস্ত্রসকল শোণিত নদীর হিংস্র জলজন্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছিল এবং তাহার চতুর্দিক্ কাক ও গৃধ্রসকলে পূর্ণ ছিল ।৪৩

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী ক্রুদ্ধ দশগ্রীব রাবণ দেখিল যে, তাহার সমস্ত সৈন্যকে দেবতাগণ নিহত করিয়াছেন ।৪৪

রাবণ সুবিস্তারী বিশাল দেবসৈন্যরূপ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে দেবগণপ্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল ।৪৫

তখন ইন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে টঙ্কারকারী স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিলেন। তাহার বিস্ফারণশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ।৪৬

ইন্দ্র নিজ ধনু বিস্ফারিত করিয়া রাবণের মস্তকে সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।৪৭

এইরূপে মহাবাহু নিশাচর রাবণও স্বীয় ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণে ইন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল ।৪৮

ইন্দ্র ও রাবণ উভয়ে যখন যুদ্ধে তৎপর হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল—কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইল না ।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[দেবসেনামধ্যে রাবণস্য নির্গমনম্, রাবণাবরোধায় দেবানাং প্রচেষ্টা, মায়য়া মেঘনাদেনেন্দ্রস্য বন্ধনম্ ।
অয়ং লব্ধ্বা লঙ্কায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ ।]

ততস্তমসি সঞ্জাতে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ ।
অযুধ্যন্ত বলোন্মত্তাঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥১
ততস্তু দেবসৈন্যেন রাক্ষসানাং বৃহদ্ বলম্ ।
দশাংশং স্থাপিতং যুদ্ধে শেষং নীতং যমক্ষয়ম্ ॥২
তস্মিংস্তু তামসে যুদ্ধে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ ।
অন্যোন্যং নাভ্যজানন্ত যুধ্যমানাঃ পরস্পরম্ ॥৩
ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিশ্চ মহাবলঃ ।
তস্মিংস্তমোজালবৃতে মোহমীয়ুর্ন তে ত্রয়ঃ ॥৪
স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ ।
ক্রোধমভ্যাগমৎ তীব্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥৫
ক্রোধাৎ সূতঞ্চ দুর্ধর্ষঃ স্যন্দনস্থমুবাচ হ ।
পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্ ॥৬
অদ্যৈতাংস্ত্রিদশান্ সর্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়ম্ ।
নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥৭
অহমিন্দ্রং বধিষ্যামি ধনদং বরুণং যমম্ ।
ত্রিদশান্ বিনিহত্যাশু স্বয়ং স্থাস্যাম্যথোপরি ॥৮
বিষাদো নৈব কর্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্ ।
ধিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥৯
অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তাবহে বয়ম্ ।
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্বতঃ ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[দেবসেনার মধ্য হইতে রাবণের নির্গমন, রাবণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য দেবগণের প্রযত্ন, মায়া দ্বারা মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের বন্ধন এবং বিজয়ী হইয়া সেনার সহিত লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন ।]

যখন সর্ব দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন বলোন্মত্ত ঐ সব দেবতা ও রাক্ষস পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।১

অনন্তর দেবসৈন্য রাক্ষসদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দশভাগমাত্র যুদ্ধে অবশিষ্ট রাখিলেন, বাকী সব রাক্ষস-সৈন্যদিগকেই তাঁহারা যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।২

ঐ তামস যুদ্ধে সকল দেবতা ও রাক্ষস পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না ।৩

ইন্দ্র, রাবণ ও রাবণপুত্র মহাবল মেঘনাদ—এই তিন ব্যক্তিই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমরাঙ্গনে মোহিত হন নাই ।৪

রাবণ দেখিল—তাহার সমস্ত সৈন্য ক্ষণমধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল ।৫

ঐ দুর্জয় রাক্ষস রাবণ রথে অবস্থিত নিজ সারথিকে ক্রোধভরে বলিল,—(সূত !) শত্রুসৈন্যগণের শেষভাগে আমার রথ ঐ সৈন্যগণের মধ্য দিয়া লইয়া চল ।৬

অদ্য আমি স্বয়ং পরাক্রমে এই সমস্ত দেবতার উপর নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা বর্ষণ করত উহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিব ।৭

আমি ইন্দ্র, কুবের, বরুণ এবং যমকেও বিনাশ করিব । সমস্ত দেবতাকে সংহার করিয়া আমি স্বয়ং সকলের উপরে অবস্থান করিব ।৮

তুমি বিষাদ করিও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল । তোমাকে দুইবার বলিতেছি,—অদ্য আমাকে সেখানে শত্রুসৈন্যের শেষ, সেইখানে লইয়া চল ।৯

ইহা নন্দনবনের প্রদেশ, যেখানে আমরা দুইজনে অবস্থান করিতেছি । (এইস্থান হইতেই দেবসৈন্য আরম্ভ হইয়াছে ।) আজ তুমি আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল, যেখানে উদয়াচল আছে । (কারণ,

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্।
আদিদেশাথ শক্রাণাং মধ্যেনৈব চ সারথিঃ ॥১১
তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা।
রথস্থঃ সমরস্থস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥১২
সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যৎ তাবন্মম রোচতে।
জীবন্নেব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্ ॥১৩
এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনৌজসা।
গমিষ্যতি প্রবৃদ্ধোর্মিঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥১৪
নহ্যেস হন্তুং শক্যোঽদ্য বরদানাৎ সুনির্ভয়ঃ।
তদ্গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্তা ভবত সংযুগে ॥১৫
যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া।
এবমেতস্য পাপস্য নিরোধো মম রোচতে ॥১৬

ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রঃ সন্ত্যজ্য রাবণম্।
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ন্ রণে ॥১৭
উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ নিবর্তকঃ।
দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥১৮
ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥১৯
ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রনষ্টং তু স্বকং বলম্।
ন্যবর্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্ ॥২০
এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥২১
ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্ ॥২২

দেবসৈন্য নন্দনবন হইতে উদয়াচল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে) ।১০

রাবণের এই কথা শুনিয়া সারথি মনের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণকে শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া চালনা করিল ।১১

রাবণের এতাদৃশ নিশ্চয় (অভিপ্রায়) অবগত হইয়া তখন দেবরাজ ইন্দ্র রথে অবস্থান পূর্বক দেবগণকে বলিলেন ।১২

হে দেবগণ ! আমার বাক্য শ্রবণ কর,—ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় (আমাদের হিতকর) বলিয়া জানিবে যে, দশানন রাবণকে জীবিতাবস্থায় উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলি ।১৩

অত্যন্ত বলশালী রাক্ষস রাবণ বায়ুতুল্য বেগবান্ রথের দ্বারা এই সেনাগণের মধ্যে পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বদিনে উত্তালতরঙ্গমালাযুক্ত সাগরের ন্যায় বেগে অগ্রসর হইবে ।১৪

ইহাকে বিনাশ করিতে কেহ সক্ষম হইবে না ; কারণ, ব্রহ্মার বরদানে সে নির্ভয় হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে আমরা বাঁধিয়া ফেলিব। তোমরা সেই বিষয়ে পূর্ণরূপে চেষ্টা কর ।১৫

যেরূপ রাজা বলির বন্ধনের পর আমি ত্রিলোকের রাজত্ব উপভোগ করিতেছি, সেইরূপ এই পাপী রাবণের বন্ধনও আমার উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে ।১৬

মহারাজ শ্রীরাম। ইন্দ্র এই কথা বলিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করত অন্য স্থলে গমনপূর্বক রাক্ষসদিগের ভয়োৎপাদন করত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।১৭

যে যুদ্ধে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না, সেই রাবণ উত্তরদিকে দেবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, আর ইন্দ্র দক্ষিণদিকের পার্শ্ব দিয়া রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।১৮

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ শত যোজন (চারিশত ক্রোশ) পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যকে বাণবর্ষণে ঢাকিয়া ফেলিল ।১৯

নিজ বিশাল সেনা নষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্র অসম্ভ্রান্তচিত্তে রাবণের সম্মুখে আগমনপূর্বক তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধ হইতে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন ।২০

এই সময়ের মধ্যে ইন্দ্র কর্তৃক রাবণকে ধৃত দেখিয়া সকল দানব ও রাক্ষস 'হায়, আমরা মরিলাম' ইহা বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল ।২১

তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা।
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবৎ ॥২৩
স সর্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত।
মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ ॥২৪
বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ।
ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্য্যৈর্ন চকার চ কিঞ্চন ॥২৫
স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ।
মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ ॥২৬
ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসসর্জ্জ চ সারথিম্।
ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্ ॥২৭
স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ।
ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ ॥২৮
স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ রাবণিঃ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ ॥২৯
তস্ত দৃষ্ট্বা বলাৎ তেন নীয়মানং মহারণাৎ।
মহেন্দ্রমমরাঃ সর্বে কিং নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্ ॥৩০
দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বিদ্যাবানপি যেনেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ ॥৩১
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্বে সুরগণাস্তদা।
রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৩২
রাবণস্তু সমাসাদ্য আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা।
ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শক্রভিরর্দিতঃ ॥৩৩
স তং দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতম্।
রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেঽদর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্ ॥৩৪

তখন রাবণপুত্র মেঘনাদ ক্রোধে অধীর হইয়া রথে আরোহণ করত অত্যন্ত কুপিতচিত্তে শত্রুর ভয়ঙ্কর সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল।২২

পূর্বে পশুপতি মহাদেবের নিকট হইতে তমোময়ী যে মহামায়া (বিদ্যা) প্রাপ্ত হইয়াছিল, মেঘনাদ তাহা অবলম্বনপূর্বক (নিজেকে গোপন করিল এবং) ক্রোধভরে শত্রুসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল।২৩

মেঘনাদ সমস্ত দেবসেনাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু মহাতেজস্বী ইন্দ্র নিজ শত্রু রাবণের পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না।২৪

মহাপরাক্রমী দেবগণকর্তৃক প্রহৃত হইয়া সেখানে যদিও রাবণকুমারের কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে কিছু মাত্রও ভীত হইল না।২৫

সে সম্মুখে আগত মাতলিকে উত্তম বাণসমূহে তাড়িত (অবশ) করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণে ইন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল।২৬

তারপর ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া সারথিকে বিদায় দিলেন এবং ঐরাবতে আরোহণপূর্বক রাবণ পুত্র মেঘনাদকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২৭

কিন্তু মেঘনাদ মায়াবলে অত্যন্ত বলীয়ান ছিল সে অদৃশ্য হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তারপর ইন্দ্রকে মায়ায় ব্যাকুল করিয়া সে বাণ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল।২৮

রাবণকুমার যখন বুঝিতে পারিল যে, ইন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে মায়াদ্বারা বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্যমধ্যে আনয়ন করিল।২৯

মেঘনাদকর্তৃক মহাযুদ্ধ হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—অতঃপর কি হইবে?৩০

যুদ্ধবিজয়ী মায়াবী রাক্ষসকে দেখিতে না পাওয়ায় সে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে। যদিও ইন্দ্র রাক্ষসী মায়ার সংহারিণী বিদ্যা জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি ঐ রাক্ষস স্বীয় মায়ায় বলপূর্বক অপহরণ করিয়াছে।৩১

এইরূপ চিন্তার মধ্যেই সকল দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করত বাণবর্ষণে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলেন।৩২

রাবণ সেই সময় আদিত্য ও বসুগণকে সম্মুখে পাইয়াও সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল; কারণ, সে শত্রুগণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত ছিল।৩৩

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম্ম নিবর্ত্ততাম্।
জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ ॥৩৫
অগ্র্যং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।
স গৃহীতো দেববলাদ্ ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ ॥৩৬
যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।
বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমস্য তু নিষ্ফলম্ ॥৩৭
ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মণঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥৩৮
অথ রণবিগতঃ স উত্তমৌজা-
ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।
স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ
সমনুনিশম্য জগাদ চৈব সূনুম্ ॥৩৯
অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমৈস্ত্বং
মম কুলবংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো।
যদয়মতুল্যবলস্ত্বয়াদ্য বৈ
ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জ্জিতাঃ ॥৪০
নয় রথমধিরোপ্য বাসবং
নগর মিতো ব্রজ সেনয়া বৃতস্ত্বম্।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং
সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ ॥৪১
অথ স বলবৃতঃ সবাহন-
ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমধিগম্য বীর্য্যবান্
কৃতসমরান্ বিসসর্জ্জ রাক্ষসান্ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

মেঘনাদ পিতাকে দেবগণের প্রহারে ম্লান ও অর্দ্ধবিত দেখিয়া অদৃশ্য থাকিয়াই রাবণকে বলিল ।৩৪

পিতঃ! আপনি চলিয়া আসুন। আমরা লঙ্কায় গমন করি। যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিন। আমাদের জয়লাভ হইয়াছে—ইহা বিদিত হউন। আপনি অতঃপর স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হউন ।৩৫

দেবসৈন্যগণের ও ত্রিলোকের যিনি প্রভু, সেই ইন্দ্রকে আমি দেবসৈন্যমধ্য হইতে বন্দী করিয়াছি। তাহাতে দেবগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে ।৩৬

আপনি শত্রুকে বলপূর্বক নিগ্রহ করিয়া ইচ্ছানুসারে ত্রিলোকের রাজ্য ভোগ করুন, আর ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া কি লাভ হইবে? অতঃপর যুদ্ধ নিষ্ফল ।৩৭

মেঘনাদের এই কথা শ্রবণ করত সমস্ত দেবতাগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্র ভিন্ন সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ।৩৮

নিজ পুত্রের এই প্রিয়বচন সাগ্রহে শ্রবণ করত মহাবলশালী দেবদ্রোহী সুবিখ্যাত রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং স্বীয় পুত্রকে বলিল ।৩৯

সামর্থ্যশালী পুত্র! নিজের অত্যন্ত বলের যোগ্য পরাক্রম দেখাইয়া আজ তুমি যে এই অতুলনীয় বলশালী দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ এবং দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছ, ইহাতে আমার এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, তুমি আমার কুল ও বংশের যশ এবং সম্মান বৃদ্ধিকারী ।৪০

পুত্র! ইন্দ্রকে রথে বসাইয়া তুমি স্বসৈন্যে এইস্থান হইতে লঙ্কাপুরীতে গমন কর। আমিও নিজ সচিবগণের সহিত শীঘ্রই হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি ।৪১

পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমী রাবণকুমার মেঘনাদ দেবরাজকে সঙ্গে লইয়া সৈন্য ও যানবাহনের সহিত নিজ ভবন লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদ যে রাক্ষসগণ যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে বিদায় দিল ।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রজিতে বরং দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ তৎসমীপাদিন্দ্রায় মুক্তিদানম্, পূর্বকৃতপাপকর্ম সংস্মার্য্য ইন্দ্রং প্রতি ব্রহ্মণো যজ্ঞকরণোপদেশঃ, যজ্ঞপূর্ণায়েন্দ্রস্য স্বর্গলোকে গমনঞ্চ।]

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা ॥১
তত্র রাবণমাদায় পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্।
অব্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্বং প্রজাপতিঃ ॥২
বৎস রাবণ! তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে।
অহোঽস্য বিক্রমৌদার্য্যে তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা ॥৩
জিতং হি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে ॥৪
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ! বীর্য্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি ॥৫
বলবান্ দুর্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ।
যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে ॥৬
তন্মুচ্যতাং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
কিমস্য মোক্ষণার্থায় প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ ॥৭
অথাব্রবীন্মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অমরত্বমহং দেব বৃণে যজ্ঞেষু মুচ্যতে ॥৮
চতুষ্পদাং খেচরাণামন্যেষাং বা মহৌজসাম্।
বৃক্ষগুল্মক্ষুপলতাতৃণোপলমহীভৃতাম্ ॥৯
সর্বেঽপি জন্তবোঽন্যোন্যং ভেতব্যে সতি বিভ্রতি।
অতোঽত্র লোকে সর্বেষাং সর্বস্মাচ্চ ভবেদ্ভয়ম্ ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[ইন্দ্রজিৎকে বরদান করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক ইন্দ্রকে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি দান, ইন্দ্র পূর্বকৃত পাপকর্মের স্মরণ করাইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে উপদেশ দান এবং যজ্ঞপূর্ণ করত ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন।]

রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন অতিশয় বলশালী ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া যাইল, তখন সমস্ত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।১

ব্রহ্মা আকাশে অবস্থানপূর্বক পুত্র ও ভ্রাতৃগণের পরিবেষ্টিত রাবণের নিকট যাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন।২

বৎস রাবণ। যুদ্ধে তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অহো। ইহার উদার পরাক্রম তোমার তুল্য অথবা অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।৩

তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত ত্রিলোকই জয় করিয়াছ এবং নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। সেইজন্য পুত্র সহিত তোমার উপর আমি প্রসন্ন হইয়াছি।৪

রাবণ! তোমার এই পুত্র অতিশয় বলশালী ও পরাক্রমী। আজ হইতে সে লঙ্কাতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইবে।৫

রাজন্! এই রাক্ষস অতিশয় বলবান্ ও দুর্জয় হইবে, যাহার আশ্রয় লইয়া তুমি দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ।৬

মহাবাহো! আজ তুমি পাকশাসন ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দাও এবং আর বল—ইন্দ্রের মুক্তির বদলে দেবগণ তোমাকে কি প্রদান করিবে?৭

ব্রহ্মার এই বচনের পর যুদ্ধবিজয়ী ও মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ বলিল,—দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হয়, তবে ইহার বদলে আমি 'অমরত্ব' প্রার্থনা করিতেছি।৮

ইহা শুনিয়া মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা মেঘনাদকে বলিলেন,—(বৎস!) এই ভূতলে পক্ষী, চতুষ্পদ গো প্রভৃতি এবং মহাতেজস্বী মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে কোন প্রাণী সর্বদা 'অমর' হইতে পারে না। ভগবান্

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা মেঘনাদং প্রজাপতিঃ।
নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভুবি ॥১১
পক্ষিণশ্চতুষ্পদো বা ভূতানাং বা মহৌজসাম্।
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভূণাব্যয়ম্ ॥১২
অথাব্রবীৎ স তত্রস্থং মেঘনাদো মহাবলঃ।
শ্রূয়তাং যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে ॥১৩
মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্মন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্।
সংগ্রামমবতর্তুঞ্চ শক্রনির্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৪
অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেৎ তু বিভাবসোঃ।
তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ ॥১৫
তস্মিন্ যজ্ঞসমাপ্তে চ জপ্যাহোমে বিভাবসৌ।
যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্ বিনাশনম্ ॥১৬
সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্।
বিক্রমেন ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্তিতম্ ॥১৭

ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রবিজয়ী মহাবল মেঘনাদ সেখানে অবস্থিত অবিনশ্বর ব্রহ্মাকে বলিল,—ভগবন্! (যদি অমরত্ব পাওয়া অসম্ভব হয়, তবে) ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্তে আমার যা দ্বিতীয় প্রার্থনা অভীষ্ট, তাহা শ্রবণ করুন। আমার ইহা সর্বদা শিরস্থ হউক যে, আমি যখন শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব ও মন্ত্রযুক্ত হবির আহুতিতে অগ্নিদেবের পূজা করিব, তখন অগ্নি হইতে আমার জন্য এইরূপ অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে যে, তাহাতে অবস্থান করিলে আমাকে কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না—ইহাই আমার নিশ্চিত বর।৯-১৪

যদি আমি যুদ্ধের জন্য জপ ও অগ্নিতে হোম কর্ম করিতে বসিয়া তাহা সমাপ্ত করিতে না পারি অথচ সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করি, তাহা হইলে আমার বিনাশ হইবে।১৫

দেব! সমস্ত লোক তপস্যা করিয়া 'অমরত্ব' বর লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি পরাক্রম দ্বারা 'অমরত্ব' বর লাভ করিলাম।১৬

এবমস্ত্বিতি তস্যাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ ॥১৮
এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥১৯
তস্য দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।
শতক্রতো কিমু পুরা কৃতবানসি দুষ্কৃতম্ ॥২০
অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ ॥২১
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্ ॥২২
সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্মমে।
যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তৎ তদুদ্ধৃতম্ ॥২৩
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ ॥২৪

ইহা শুনিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—'এবমস্তু'—ইহাই হউক। তারপর ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দান করিল এবং দেবগণ (তাঁহার সহিত) স্বর্গে গমন করিলেন।১৭

হে রাম! ঐ সময়ের মধ্যে ইন্দ্রের দেবোচিত তেজ নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি দুঃখিত ও চিন্তাক্রান্ত হইয়া (এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জানিবার জন্য) ধ্যাননিবিষ্ট হইলেন।১৮

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—শতক্রতো (শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা)! (আজ তুমি নিজের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যে দুঃখ করিতেছ? তবে) কেন তুমি পূর্বে অত্যন্ত দুষ্কর্ম করিয়াছ? প্রভো! দেবরাজ! প্রথমে আমি নিজ বুদ্ধিতে যে প্রজাসকল উৎপন্ন করি, তাহাদের সকলের অঙ্গকান্তি, ভাষা, রূপ ও অবস্থা সবই একপ্রকার।১৯-২০

তাহাদের রূপ ও রং আদিতে পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সেইজন্য একাগ্রচিত্তে আমি প্রজাদিগের বিশেষত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।২১

যস্মা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যায়েব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্ ॥২৫
নির্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ ॥২৬
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জ্ঞাত্বাসে মনসা প্রভো।
স্বানাধিকতয়া পত্নী মমেয়েতি পুরন্দর ॥২৭
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
স্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ ॥২৮
ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাবৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থ্যং স্পর্শিতা তদা ॥২৯

স তয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।
আসশ্রিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া ॥৩০
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥৩১
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন দুরাত্মনা।
দৃষ্টস্ত্বং স তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা ॥৩২
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্য্যয়ম্ ॥৩৩
যস্মাত্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ।
তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি ॥৩৪

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ঐ সৃষ্ট প্রজাদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট প্রজা সৃজনের জন্য একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলাম। প্রজাগণের প্রত্যেক অঙ্গে যে যে অদ্ভুত বিশিষ্টতা সারভূত সৌন্দর্য্য ছিল, উহার অঙ্গেও তাহা একত্রিত করিলাম।২২

ঐ অদ্ভুত রূপ-গুণ বিশিষ্ট যে নারী আমি সৃজন করিলাম, তাহার নাম হইল অহল্যা। এই জগতে কুরূপতাকে 'হল' বলিয়া থাকে, তাহা হইতে যে (নিন্দনীয়তা) উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে হল্য। যে নারীতে হল্য (নিন্দনীয় রূপ) নাই, তাহাকেই 'অহল্যা' বলিয়া থাকে। সেইজন্য আমিও ঐ নারীর নাম রাখিলাম—অহল্যা।২৩-২৫

হে দেবেন্দ্র! সুরশ্রেষ্ঠ! যখন ঐ নারীর নির্মাণ কার্য্য শেষ হইল, তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই নারী কাহার পত্নী হইবে?২৬

প্রভো! পুরন্দর! শক্র! সেই সময় তুমি নিজ জ্ঞান ও পদের শ্রেষ্ঠতায় (আমার বিনা অনুমতিতেই) মনে মনে তাহাকে নিজের পত্নী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে।২৭

আমি ন্যস্তা সৌতমের নিকট তাহাকে গচ্ছিত রূপে রাখিয়া দিলাম। এইরূপে বহুবর্ষ অতিবাহিত হইল। তারপর গৌতম তাহাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিল।২৮

মহামুনি গৌতমের ঐ মহান্ বৈর্য্য (ইন্দ্রিয় সংযম) ও তপস্যাবিষয়ক সিদ্ধি জ্ঞাত হইয়া আমি ঐ কন্যাকে পুনঃ তাঁহার নিকট পত্নীরূপে সমর্পণ করিলাম।২৯

ধর্ম্মাত্মা মহামুনি গৌতম তাহার সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যখন গৌতমের নিকট আমি অহল্যাকে দিয়া দিই, তখন দেবগণ নিরাশ হইয়া পড়েন।৩০

তুমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া পড়। তোমার মন কামে পূর্ণ ছিল; এইজন্য মুনির আশ্রমে যাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী সেই রমণীকে দর্শন করিলে।৩১

ইন্দ্র! তুমি কুপিত এবং কামপীড়িত হইয়া তাহার প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করিলে। সেই সময় ঐ মহর্ষি তোমাকে নিজ আশ্রমে দর্শন করিলেন।৩২

দেবেন্দ্র! তাহাতে ঐ পরম তেজস্বী মহর্ষির অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তখন তিনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার শাপের জন্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তুমি এই বিপরীত দশায় পতিত হইয়াছ।৩৩

বাসব! শক্র! যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি যুদ্ধে যাইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইবে।৩৪

অয়ং তু ভাবো দুর্বৃত্তে ত্বয়ৈবেহ প্রবর্ত্তিতঃ।
মানুষেষ্বপি লোকেষু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৫
উত্তরার্ধং তস্য যঃ কর্ত্তা ত্বমধর্মং নিপতিষ্যতি।
ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৬
যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্ ধ্রুবং স ন ভবিষ্যতি।
এষ শাপো ময়া ভুক্ত ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ ॥৩৭
তাঞ্চ ভার্য্যাং সুনির্ভর্ৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ ॥৩৮
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাদ্ রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যতি ॥৩৯
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যৎ তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ ॥৪০

তদা প্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা।
সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা ॥৪১
অজ্ঞানাদ্ধরিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দ্বিজৌকসা।
ন কামকারাদ্ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥৪২
অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ।
উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥৪৩
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপগাস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ ॥৪৪
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৪৫
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্ধং তদা হি বরবর্ণিনি ॥৪৬

দুর্বৃত্তে! যেহেতু তুমি এস্থলে এই জারভাব প্রচলিত করিলে, সেইহেতু ঐ ভাব মনুষ্যলোক মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩৫

যে জারভাবে পাপাচার করিবে, তাহার উপর ঐ পাপের অর্দ্ধভাগ পতিত হইবে। আর তোমার উপর অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ পতিত হইবে; কারণ, তুমি ইহার প্রবর্ত্তক। নিঃসন্দেহে তোমার এইস্থান স্থিতিশীল, হইবে না।৩৬

যে যে ব্যক্তি দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই সেই ব্যক্তি ঐ পদে স্থির থাকিতে পারিবে না। এই শাপ আমি ইন্দ্রমাত্রকেই দিলাম, এই বাক্য তখন তুমি তোমাকে বলিয়াছিলেন।৩৭

তারপর ঐ মহাতপস্বী তুমি নিজ ভার্য্যাকেও অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—দুষ্টে! তুমি আমার এই আশ্রমের নিকটে অদৃশ্য হইয়া বাস কর এবং নিজরূপ ও যৌবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাও। যেহেতু তুমি রূপ যৌবনসম্পন্না হইয়াও স্বীয় মর্য্যাদায় স্থির থাকিতে পার নাই। সেইহেতু এই লোকে তুমি একাই রূপবতী থাকিবে না (বহু রূপবতী স্ত্রী উৎপন্ন হইবে।)৩৮—৩৯

সেই হইতে বহু প্রজা রূপবতী হইয়া জন্মাইতে লাগিল। অহল্যা তখন বিনীতভাবে মহর্ষি গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া বলিল,—বিপ্রবর! ব্রহ্মর্ষে! দেবরাজ আপনারই রূপ ধারণ করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে; আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। অতএব না জানিয়া এই অপরাধ হইয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারবশে নহে। সেইজন্য আপনি আমার উপর কৃপা করুন।৪০-৪১

অহল্যা মহর্ষিকে এই কথা বলিলে তিনি উত্তর দিলেন,—ভদ্রে! ইক্ষ্বাকুবংশে এক মহাতেজস্বী মহারথী বীরের আবির্ভাব হইবে, যিনি সংসারে 'শ্রীরাম' নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণদিগের জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মনুষ্যদেহধারী হইয়া মহাবাহু শ্রীরামরূপে প্রকটিত হইবেন এবং তপোবনে গমন করিবেন। যখন তুমি তাঁহাকে দর্শন করিবে, তখনই তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে পাপকর্ম করিয়াছ, একমাত্র তিনিই তোমাকে তাহা হইতে পবিত্র করিতে পারেন।৪২-৪৫

বরবর্ণিনি (বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বর্ণ কান্তি (রং) আছে যাহার, তাহাকে বলে বরবর্ণিনী অর্থাৎ সুন্দরী)। তুমি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া আমার নিকট আগমন করিবে এবং পুনরায় আমারই সহিত বাস করিবে।৪৬

এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।
তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪৭

শাপোৎসর্গান্তি তস্যেদং মুনেঃ সর্বমুপস্থিতম্।
তৎস্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যত্ত্বয়া কৃতম্ ॥৪৮

তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নান্যেন বাসব।
শীঘ্রং বৈ যজ্ঞ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ ॥৪৯

পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ।
পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে ॥৫০

নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্য্যকেণ মহোদধৌ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু যজ্ঞমিষ্ট্বা চ বৈষ্ণবম্ ॥৫১

পুনস্ত্রিদিবমাক্রামদ্বশাসচ্চ দেবরাট্।
এতদিন্দ্রজিতো নাম বলং যৎ কীর্ত্তিতং ময়া ॥৫২

নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ।
আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চাব্রবীৎ তদা ॥৫৩

অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদা।
বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪

আশ্চর্য্যং স্মারিতোঽস্ম্যদ্য যত্তদ্দৃষ্টং পুরাতনম্।
অগস্ত্যং ব্রুবীদ্ রামঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতঞ্চ মে ॥৫৫

এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া ব্রহ্মর্ষি গৌতম নিজ আশ্রম মধ্যে চলিয়া আসিলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঐ মুনির পত্নী অহল্যা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৪৭

মহাবাহো! মহর্ষি গৌতম শাপদান করায় তোমার মধ্যে এই সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর।৪৮

বাসব! ঐ শাপের জন্য তুমি শত্রুর কবলে পতিত হইয়াছ, অন্য কোন কারণে নহে। অতএব একাগ্রচিত্তে শীঘ্র বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।৪৯

দেবেন্দ্র! ঐ যজ্ঞে পবিত্র হইয়া তারপর তুমি পুনঃ স্বর্গে গমন করিবে। তোমার পুত্র জয়ন্ত সেই মহাযুদ্ধে নিহত হয় নাই।৫০

তাহার দাদামহাশয় পুলোমা তাহাকে মহাসাগর মধ্যে লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া দেবরাজ স্বর্গলোকে আগমন করিলেন এবং দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। (রঘুনন্দন!) আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের এতাদৃশ বলের কথা কীর্তন করিলাম। সে নিজ সামর্থ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে, সুতরাং সেখানে অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব? মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে বলিয়া উঠিলেন—'আশ্চর্য্য'।৫১-৫৩

অগস্ত্যের বাক্য শুনিয়া সেই সময় বানর এবং রাক্ষসগণও বিস্মিত হইল। তখন শ্রীরামের পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ বলিল,—আমি পূর্বে যে আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছিলাম, আজ মহর্ষি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এই সময় অগস্ত্যকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। আমি ইহা পূর্বে বিভীষণের নিকট শুনিয়াছিলাম।৫৪-৫৫

পুনরায় মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—রাম! এইরূপে সপুত্র রাবণ সম্পূর্ণ জগতের কণ্টক স্বরূপ ছিল, যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয় করিয়াছিল।৫৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[মাহিষ্মতীপুর্য্যাং রাবণস্য গমনম্, তত্রত্যরাজানমপ্রাপ্য মন্ত্রিভিঃ সহ বিন্ধ্যগিরি-
সমীপং গত্বা নর্মদায়াং তস্য স্নানম্, ভগবতঃ শিবস্য পূজা চ।]

ততো রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেব হি।
উবাচ প্রণতো বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥১
ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদাপ্রভৃতি মেদিনীম্।
পর্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ॥২
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।
ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩
উতাহো হতবীর্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
বহিষ্কৃতা বরাস্ত্রৈশ্চ বহবো নির্জিতা নৃপাঃ ॥৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥৫

ইত্যেবং ব্রুবমাণস্য পথিবান্ পার্থিবর্ষভ।
চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥৬
ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্।
সম্প্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং সদাসীদ্ বহ্নরেতসঃ ॥৭
তুল্য আসীন্নৃপস্তস্য প্রভাবাদ্ বহ্নরেতসঃ।
অর্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশয়ঃ সদা ॥৮
তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্বলী।
অর্জুনো নর্মদাং রন্তুং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ ॥৯
তমেব দিবসং সোঽথ রাবণস্তত্র আগতঃ।
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত ॥১০

একত্রিংশ সর্গ

[মাহিষ্মতী পুরীতে রাবণের গমন, সেখানকার রাজাকে না পাইয়া মন্ত্রিগণের সহিত বিন্ধ্যগিরিসমীপে যাইয়া নর্মদা নদীতে স্নান এবং ভগবান্ শিবের আরাধনা।]

তারপর মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন ।১

ভগবন্। দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যখন ক্রূর রাক্ষস রাবণ পৃথিবী বিজয় করিতে করিতে পর্য্যটন করিতেছিল, তখন কি সকল লোক শৌর্য্যগুণশূন্য ছিল ? ২

কারণ, এমন কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা ক্ষত্রিয়েতর রাজা অধিকবলশালী ছিল না, যাহাদের নিকট হইতে রাক্ষসেশ্বর রাবণ পরাজিত হইয়া অপমানিত হয় ? ৩

অথবা সেই সময় সকল রাজাই পরাক্রমশূন্য ও উত্তম-শস্ত্রজ্ঞানহীন ছিল, যাহার জন্য রাবণের নিকট বহু নৃপতি পরাস্ত হইয়াছিল ।৪

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ অগস্ত্যমুনি উপহাস পূর্বক মহাদেবের সহিত ব্রহ্মার বাক্যালাপের ন্যায় শ্রীরামকে বলিলেন ।৫

মহীপতে। নরপতিশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাম। এইরূপে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল ।৬

তারপর সে স্বর্গপুরী অমরাবতীসদৃশ সুশোভিতা মাহিষ্মতী নাম্নী নগরীতে উপস্থিত হইল। ঐ নগরীতে অগ্নিদেব সতত বিরাজ করেন ।৭

অগ্নিদেবের প্রভাবে সেখানে অগ্নিতুল্য তেজস্বী অর্জুন নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। যাঁহার রাজত্বকালে কুশাস্তরণযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্বদা অগ্নিদেব বিরাজিত থাকেন ।৮

যে দিন রাবণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, সেইদিন বলবান্ হৈহয়রাজ রাজা অর্জুন নিজ স্ত্রীগণের সহিত নর্মদানদীতে জলক্রীড়া করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন ।৯

ঐ দিনেই রাবণ মাহিষ্মতীপুরীতে আসিল।

কার্ত্তবীর্য্যো নৃপতিঃ শীঘ্রং সম্যগাখ্যাতুমর্হথ।
রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধেপ্সুর্নৃপতেরস্য হ ॥১১
মমাগমনমপ্যগ্রে যুষ্মাভিঃ সন্নিবেদ্যতাম্।
ইত্যেবং রাবণেনোক্তাস্তেঽমাত্যাঃ সুবিপশ্চিতঃ ॥১২
অব্রুবন্ রাক্ষসপতিমদান্নিধ্যং মহীপতেঃ।
শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনং গতম্ ॥১৩
অপস্যত্যাগতো বিন্ধ্যং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্।
স তমভ্রমিবাবিষ্টমুদ্ভ্রান্তমিব মেদিনীম্ ॥১৪
অপশ্যদ্ রাবণো বিন্ধ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্।
সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্ ॥১৫
প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ পাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোভিঃ সকিন্নরৈঃ ॥১৬
স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্।
নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্ ॥১৭
ফেনাভিশ্চলিতাভিরন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
উৎক্রামন্তং দরীষন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্ ॥১৮
পশ্যমানস্ততো বিন্ধ্যং রাবণো নর্ম্মদাং যযৌ।
চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥১৯
মহিষৈঃ সমরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ।
উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥২০
চক্রবাকৈঃ সকারণ্ডৈঃ সহংসজলকুক্কুটৈঃ।
সারসৈশ্চ সদা মত্তৈঃ কূজদ্ভিঃ সুসমাবৃতাম্ ॥২১
ফুল্লক্রমকৃতোৎসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্ ॥২২

সেখানে আসিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রাজার মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।১০

শীঘ্র ও যথার্থরূপে আমাকে বল,—রাজা অর্জুন কোথায়? আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, তোমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে এখানে আসিয়াছি।১১

তোমরা অগ্রে আমার আগমনের কথা রাজাকে জানাও। রাবণ এইরূপ বলিলে সেই বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণ রাক্ষসপতিকে বলিল,—মহারাজ বর্ত্তমানে রাজধানীতে নাই। পুরবাসীদিগের মুখে রাজার বহির্গমনের কথা শুনিয়া বিশ্রবাপুত্র রাবণ সেখান হইতে হিমালয়-সদৃশ বিশাল বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিল। ঐ পর্ব্বত এরূপ উচ্চ ছিল যে, তাহাকে মেঘের ন্যায় মনে হইত (অর্থাৎ তাহার শিখরসমূহ আকাশস্পর্শী থাকায় মেঘ বলিয়া ভ্রম হইত) এবং ঐ পর্ব্বত যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছে—ইহা প্রতীত হইত। বিন্ধ্যের ঐ গগনচুম্বী শিখর আকাশের বেষ্টনের ন্যায় ছিল। রাবণ এতাদৃশ মহান্ পর্ব্বতকে দেখিল। বিন্ধ্য সহস্র সহস্র শিখরে সুশোভিত, উহার শিখরসমূহে (পশুরাজ) সিংহ বাস করে।১২-১৫

তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে যে শীতল জলধারা পতিত হইত, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন ঐ পর্ব্বত অট্টহাস্য করিতেছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত সেখানে ক্রীড়া করেন। অত্যন্ত উচ্চ ঐ পর্ব্বত তাহাতে স্বর্গ তুল্য সুশোভিত ছিল। স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল জলের স্রোতযুক্তা নদীসমূহ থাকায় বিন্ধ্যপর্ব্বত চঞ্চল জিহ্বা ও ফণাধারী শেষ নাগের ন্যায় প্রতীত হইত। হিমালয়সদৃশ বিশাল এবং বিস্তৃত বিন্ধ্যগিরি বহু গুহাযুক্ত ছিল। রাবণ এতাদৃশ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে দেখিতে দেখিতে পুণ্যসলিলা নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইল। শিলাখণ্ডযুক্তা ঐ নদীতে চঞ্চল জল প্রবাহিত হইত এবং উহা পশ্চিম সমুদ্র-গামিনী ছিল।১৬-১৯

নিদারুণ গ্রীষ্মে তাপিত হইয়া তৃষিত মহিষ, সৃমর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও গজরাজ নর্ম্মদার জলাশয় বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে।২০

সর্ব্বদা মত্ত হইয়া কলরবকারী চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট এবং সারস আদি জলপক্ষী নর্ম্মদার জলরাশিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত।২১

তখন নদীসমূহশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা পরম সুন্দরী প্রিয়তমা নারীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী

পুষ্পরেণ্বনুলিপ্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্।
জলাবগাহসুস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্ ॥২৩
পুষ্পকাদবরুহ্যাশু নর্মদাং সরিতাং বরাম্।
ইষ্টামিব বরাং নারীমবগাহ্য দশাননঃ ॥২৪
স তস্যা পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতে।
উপোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সার্ধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥২৫
প্রখ্যায় নর্মদাং সোঽথ গঙ্গেয়মিতি রাবণঃ।
নর্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননঃ ॥২৬
উবাচ সচিবাংস্তত্র সলীলং শুকসারণৌ।
এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্স্নেব কাঞ্চনম্ ॥২৭
তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ।
মামাসীনং বিদিত্বৈব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ ॥২৮

নর্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ।
মন্থয়োদনিলো হ্যেষ বাত্যসৌ সুসমাহিতঃ ॥২৯
ইয়ং বাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্মদা নর্মবর্দ্ধিনী।
নক্রমীনবিহঙ্গোর্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥৩০
তত্তবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্ন পৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি।
চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥৩১
তে যূয়মবগাহধ্বং নর্মদাং শর্মদাং শুভাম্।
সার্বভৌমমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥৩২
অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মানো বিপ্রমোক্ষ্যথ।
অহমপ্যদ্য পুলিনে শরদিন্দুসমপ্রভে ॥৩৩
পুষ্পোপহারং শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দিনঃ।
রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥৩৪

ফুল্ল বৃক্ষ সকল তাহার ভূষণ, চক্রবাকযুগল তাঁহার স্তন, উচ্চ ও বিস্তৃত পুলিন তাঁহার নিতম্বদেশ, হংসসমূহ তাঁহার সুন্দর মেখলা (কাঞ্চীদাম), পুষ্পপরাগ অঙ্গরাগরূপে উহার শরীরে অনুলিপ্ত, জলের উজ্জ্বল ফেন উহার শ্বেত ও স্বচ্ছ শাড়ী, নর্মদার জলে অবগাহন (ডুব দেওয়া) হইল—তাহার সুখদ স্পর্শ এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন তাহার নেত্র স্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশমুখ রাবণ অতি সত্বর পুষ্পক বিমান হইতে নামিয়া ঐ নর্মদার জলে অবগাহন (ডুব দিয়া স্নান) করিয়া মামামুনিগণসেবিত তাহার রমণীয় তীরে মন্ত্রীদিগের সহিত উপবেশন করিল।২২-২৫

'ইনি সাক্ষাৎ গঙ্গা' এই কথা বলিয়া রাবণ নর্মদার প্রশংসা করিল এবং আনন্দের অনুভব করিতে লাগিল।২৬

পুনরায় রাবণ ঐস্থানে বসিয়াই শুক, সারণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে লীলাচ্ছলে বলিল,—এই সূর্য্যদেব নিজ সহস্র কিরণে সম্পূর্ণ জগৎকে যেন স্বর্ণময় করিয়া প্রচণ্ড তাপ দান করত বর্ত্তমানে আকাশের মধ্যভাগে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আমি এইস্থানে বসিয়া আছি। ইহা জানিয়াই যেন তিনি চন্দ্রের ন্যায় শীতল হইয়াছেন।২৭-২৮

আমার ভয়ে ভীত পবন (বায়ু) যেন নর্মদাজলস্পর্শে শীতল, সুগন্ধযুক্ত ও শ্রমনাশক হইয়া অতি সাবধানে ধীর গতিতে বহিতেছেন।২৯

নদীশ্রেষ্ঠ এই নর্মদাও আমাদের ক্রীড়ারস ও সুখ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহার তরঙ্গ সমূহে কুম্ভীর, মৎস্য ও জলপক্ষী খেলা করিতেছে, আর এই নর্মদা ভয়ভীত নারীর ন্যায় অবস্থিতা আছে।৩০

তোমরা যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী নরপতিগণের অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ, সেইজন্য মনে হইতেছে—তোমরা রক্তচন্দনের রস লেপন করিয়াছ।৩১

অতএব তোমরা সকলে সার্বভৌমাদি মদমত্ত বিশাল দিগ্‌গজগণের গঙ্গাস্নানের ন্যায় সুখদায়িনী ও মঙ্গলকরী এই নর্মদা নদীতে স্নান কর।৩২

এই মহানদীতে স্নান করিয়া তোমরা (সকল) পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আমিও আজ শরৎকালীন চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল নর্মদাতীরে জটাজূটধারী শিবের উদ্দেশে ধীরে ধীরে (শান্ত ভাবে) পুষ্পের উপহার প্রদান করিব। রাবণ এই কথা বলিলে প্রহস্ত শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ (প্রভৃতি) রাক্ষসবৃন্দ নর্মদাতে স্নান করিল। যেরূপ বামন, অঞ্জন ও পদ্ম আদি বড় বড়

সমহোদরধূত্রাক্ষা নর্মদাং বিজগাহিরে।
রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা নর্মদা নদী ॥৩৫
বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ।
ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্মদায়াং মহাবলাঃ ॥৩৬
উত্তীর্য্য পুষ্পাণ্যাজহ্রুর্বল্যর্থং রাবণস্য তু।
নর্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ॥৩৭
রাক্ষসৈস্তু মুহূর্ত্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ।
পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩৮
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ।
তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্ ॥৩৯
নর্মদাসলিলাৎ তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ।
ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতঃ ॥৪০

রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমনুযুঃ সর্বরাক্ষসাঃ।
তদ্গতীবশমাপন্না মূর্ত্তিমন্ত ইবাচলাঃ ॥৪১
যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥৪২
বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥৪৩
ততঃ সভামাভিহরং পরং বরং
বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্।
সমর্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ
প্রসার্য্য হস্তান্ প্রণনর্ত্ত চাগ্রতঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দিগ্‌গজগণ গঙ্গার জল বিক্ষুব্ধ করে, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণের হস্তী সকল নর্মদাতে নামিয়া তাহার জলকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তারপর ঐ মহাবলশালী রাক্ষসগণ নর্মদায় স্নান করত তীরে উঠিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘতুল্য উজ্জ্বল ও মনোরম নর্মদাতীরে ঐ রাক্ষসগণ পুষ্প আনিয়া মুহূর্তমধ্যে এক পুষ্পপর্বত সৃষ্টি করিল। এইরূপে পুষ্পসংগ্রহ হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ নর্মদাতে স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় স্নান করিতে ইচ্ছুক গজরাজের গঙ্গায় অবতরণের ন্যায় নর্মদানদীতে অবতরণ করিল। তারপর রাবণ ঐ নদীতে বিধি অনুসারে স্নান করত অতি উত্তম জপনীয় মন্ত্র জপ করিয়া নর্মদার জল হইতে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র (ভিজে কাপড়) ত্যাগ করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিল। মূর্তিমান্ কোন পর্বত গমন করিলে তাহার গতিবেগে বশীভূত বৃক্ষাদি যেরূপ তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তারপর রাবণ কৃতাঞ্জলি হইয়া গমন করিতে থাকিলে তাহার গতিবেগে বশীভূত হইয়া মূর্তিমান্ পর্বতের ন্যায় রাক্ষসগণ তাহার অনুগমন করিল।৩৩-৪১

রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে যেখানে গমন করে, সেখানে সেখানে সে এক সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ লইয়া যায়।৪২

রাবণ বালীর বেদির উপর ঐ শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া গন্ধ (চন্দন) ও অমৃততুল্য সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।৪৩

যিনি স্বীয় ললাটে চন্দ্রকিরণের (চন্দ্রকিরণরূপ) ভূষণ ধারণ করেন, যিনি সৎপুরুষগণের পীড়াহরণকারী এবং ভক্তগণকে যিনি মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, ঐ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট দেবতা ভগবান্ শঙ্করের উত্তমরূপে পূজা করিয়া রাক্ষস (-রাজ রাবণ) তাঁহার সমীপে হস্ত প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[অর্জ্জুনহস্তৈর্নর্মদাপ্রবাহস্যাবরোধঃ, তত্র রাবণস্য পুষ্পোপহারস্য গমনম্, রাবণাদিরাক্ষসৈঃ সহ পুনরর্জ্জুনস্য সংগ্রামঃ, রাবণং বদ্ধ্বা স্বনগরে আনয়নঞ্চ ।]

নর্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স দারুণঃ ।
পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্দেশাদদূরতঃ ॥১
অর্জ্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।
ক্রীড়তে সহ নারীভির্নর্মদাতোয়মাশ্রিতঃ ॥২
তাসাং মধ্যগতো রাজা বরাজ চ তদার্জ্জুনঃ ।
করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ ॥৩
জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্ ।
রুরোধ নর্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ ॥৪
কার্ত্তবীর্য্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্ম্মলম্ ।
কূলোপহারং কুর্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবতি ॥৫
সমীননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ ।
স নর্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্কাল ইবাবভৌ ॥৬
স বেগঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ সম্প্রেষিত ইবাম্ভসঃ ।
পুষ্পোহারং সকলং রাবণস্য জহার হ ॥৭
রাবণোঽর্চ্চনমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা ।
নর্মদাং পশ্যতে কান্তাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্ ॥৮
পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্ ।
বর্দ্ধন্তমম্ভসো বেগং পূর্ব্বামাশাং প্রবিশ্য তু ॥৯
ততোঽমুদ্ভ্রান্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্ ।
নির্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্ রাবণো নদীম্ ॥১০

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[অর্জুনের হস্তসমূহদ্বারা নর্মদার প্রবাহের অবরোধ, সেখানে রাবণের পুষ্পোপহারের গমন, পুনঃ রাবণাদি নিশাচরের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও রাবণকে বন্দী করিয়া নিজ নগরে আনয়ন ।]

সেই নিদারুণ রাক্ষসপতি রাবণ নর্ম্মদাতীরের যে স্থানে পুষ্পোপহার রচনা করিতেছিল, তাহারই অদূরে বিজয়ী বীরগণ শ্রেষ্ঠ মাহিষ্মতী নগরীর শক্তিশালী রাজা অর্জ্জুন নিজরমণীগণের সহিত নর্ম্মদা জলে ক্রীড়া করিতেছিলেন ।১-২

তৎকালে রাজা অর্জ্জুন সহস্র হস্তিনীদিগের মধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় তাহাদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন ।৩

সেই রাজা নিজ সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে অভিলাষী হইয়া বহু সংখ্যক বাহু দ্বারা আবরণপূর্ব্বক নর্ম্মদার বেগ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।৪

কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জুনের বাহু দ্বারা অবরুদ্ধ নর্ম্মদার ঐ নির্ম্মল জল তীরে পূজানিরত রাবণের নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল এবং স্রোতের বিপরীত গতিতে বহিতে লাগিল ।৫

মৎস্য, মকর, নক্র, পুষ্প এবং কুশাস্তরণশোভিত নর্ম্মদার ঐ জলবেগ বর্ষাকালের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।৬

সেই জলবেগ কার্ত্তবীর্য্য কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন রাবণের সকল পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল ।৭

তখন রাবণ নিজ পূজাসম্বন্ধীয় নিয়ম অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা অথচ রমণীয়া প্রেয়সীর ন্যায় নর্মদার দিকে চাহিয়া রহিল ।৮

পশ্চিম দিক্ দিয়া আসিয়া পূর্বদিকে প্রবেশ করত ঐ জলবেগ বিপরীতগামী সাগরের জলোচ্ছ্বাসের (জোয়ারের) ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।৯

ঐ নদীর তীরে বৃক্ষোপরি অবস্থিত পক্ষিগণ নিরুদ্বেগে বাস করিত, কারণ, নর্মদার তখন নিজ স্বাভাবিক উত্তম শান্তভাব ছিল। রাবণ নির্ব্বিকারা নারীর ন্যায় ঐ নদীকে দেখিতে লাগিল ।১০

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা হুশব্দান্তো দশাননঃ।
বেগপ্রভবমন্বেষ্টুং সোঽদিশচ্ছুকসারণৌ ॥১১
তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ।
ব্যোমান্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ ॥১২
অর্ধযোজনমাত্রস্থ গত্বা তৌ রজনীচরৌ।
পশ্যেতাং পুরুষং তোয়ে ক্রীড়ন্তং সহযোষিতম্ ॥১৩
বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্ধজম্।
মদরক্তান্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্ ॥১৪
নদীং বাহুসহস্রেণ রুদ্ধস্রোতমরিন্দমম্।
গিরিং পাদসহস্রেণ রুদ্ধন্তমিব মেদিনীম্ ॥১৫
বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্।
সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্ ॥১৬
তমদ্ভুততরং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ ॥১৭

বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বর।
নর্মদাং রোধয়ন্ রুদ্ধ্বা ক্রীড়ত্যপ্যতি যোষিতঃ ॥১৮
তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা নদী।
সাগরোদ্গারসঙ্কাশানুদ্গারান্ সৃজতে মুহুঃ ॥১৯
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ।
রাবণোঽর্জুন ইত্যুক্ত্বা স যযৌ যুদ্ধলালসঃ ॥২০
অর্জুনাভিমুখে তস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে।
চক্ষুঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা ॥২১
সকৃদেব কৃতো রাবঃ সরক্তপৃষতো ঘনৈঃ।
মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ ॥২২
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্য তত্রাগাদ্ যত্র চার্জুনঃ।
অলীকেনেব কালেন স তদা রাক্ষসো বলী ॥২৩
তং নর্মদাদ্রুনং ভীমমাজগামাঙ্গনপ্রভঃ।
স তত্র ক্রীড়পরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্ ॥২৪

সেই দশানন মুখে শব্দ না করিয়া নর্মদা নদীর বেগের মূলস্থান অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ করাঙ্গুলি দ্বারা শুক ও সারণকে আদেশ করিল।১১

সেই ভ্রাতৃযুগল বীরবর শুক এবং সারণ রাবণের অনুমতি অনুসারে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিল।১২

ঐ দুই রাক্ষস অর্দ্ধ যোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল যে, এক পুরুষ অবলাগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন।১৩

তাঁহার শরীর বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, মত্ততাবশতঃ তাঁহার নয়নপ্রান্ত লোহিত ও চিত্ত ব্যাকুল এবং নর্মদার জলে কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়াছে।১৪

পর্বত যেমন সহস্র পাদ দ্বারা মেদিনী অবরোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অরিন্দম ঐ পুরুষও সহস্র বাহু দ্বারা নদী প্রবাহের গতিরোধ করিয়াছেন।১৫

অধিক কি, তিনি সহস্র করেণু (হস্তিনী) দ্বারা পরিবেষ্টিত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নব যৌবনযুক্তা শ্রেষ্ঠ সহস্র সুন্দরীতে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন।১৬

রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অতি অদ্ভুত পুরুষ দর্শনানন্তর রাবণসমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল।১৭

রাক্ষসেশ্বর! বৃহৎ শালতরুসদৃশ বিশাল কোন পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্মদারোধ করিয়া রমণীগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন।১৮

ঐ পুরুষের বাহুসহস্র দ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নর্মদা নদী পর্ব্বকালে সাগর পরিবৃদ্ধির ন্যায় মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পাইতেছে।১৯

দশানন শুক এবং সারণের নিকট এইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও অর্জুন! এই কথা বলিয়া সংগ্রাম-লালসায় গমন করিল।২০

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে, বায়ু রজো (ধূলি) মিশ্রিত হইয়া শব্দের সহিত প্রচণ্ড বেগে বহিতে লাগিল।২১

মেঘবৃন্দ শোণিত দ্বারা বর্ষণ করত একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যেখানে অর্জুন আছে, সেই স্থানে রাক্ষসরাজ রাবণ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক এবং

নরেন্দ্রং পশ্যতে রাজা রাক্ষসানাং তদার্জুনম্।
স রোষাদ্ রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ ॥২৫
ইত্যেবমর্জুনামাত্যানাহ গম্ভীরয়া গিরা।
অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য বৈ ॥২৬
যুদ্ধার্থং সমনুপ্রাপ্তো রাবণো নাম নামতঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জুনস্য তে ॥২৭
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তত্র রাবণং বাক্যমব্রুবন্।
যুদ্ধস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ সাধু রাবণ ॥২৮
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীগতঞ্চৈব যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্।
স্ত্রীসমক্ষগতং যত্নং যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপ ॥২৯
বাসিতামধ্যগং মত্তং শার্দ্দূল ইব কুঞ্জরম্।
ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব উষ্যতাং রজনী ত্বয়া।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা তু যস্যস্তি ত্বরিতস্য সমরেঽর্জুনম্ ॥৩০
যদি বাপি ত্বরা তুভ্যং যুদ্ধতৃষ্ণাসমাবৃত।
নিপত্যাস্মান্ রণে যুদ্ধমর্জুনেনোপযাস্যসি ॥৩১
ততস্তৈ রাবণামাত্যৈরমাত্যাস্তে নৃপস্য তু।
সূদিতাশ্চাপি তে যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥৩২
ততো হলহলাশব্দো নর্মদাতীরগো বভৌ।
অর্জুনস্যানুযাত্রাণাং রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্ ॥৩৩
ইষুভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈস্ত্রিশূলৈর্বজ্রকর্ষণৈঃ।
সরাবণানর্দয়ন্তঃ সমন্তাৎ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩৪
হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ।
সনক্রমীনমকরসমুদ্রস্যেব নিঃস্বনঃ ॥৩৫
রাবণস্য তু তেঽমাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।
কার্ত্তবীর্য্যবলং ক্রুদ্ধা নিহন্তি স্ম স্বতেজসা ॥৩৬
অর্জুনায় তু তৎকর্ম রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।
ক্রীড়মানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ ॥৩৭

সায়ণের সহিত সমর করিল। সেই অঞ্জন (কাজল) তুল্য কৃষ্ণবর্ণ বলবান্ রাক্ষস অচিরকাল মধ্যেই সেই ভয়ানক নর্মদাহ্রদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসরাজ দশানন মৈথুনেচ্ছু হস্তিনীগণে পরিবৃত হস্তীর ন্যায় রমণীবেষ্টিত নরপতি অর্জুনকে নিরীক্ষণ করিল। সেই সময় বলগর্বিত রাক্ষসেন্দ্র রাবণের নয়ন রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে গম্ভীরস্বরে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে এইরূপ বলিল,—মন্ত্রিবৃন্দ। তোমরা হৈহয়-নরপতি অর্জুনকে অবিলম্বে বল যে, রাবণ (আপনার সহিত) যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনের সেই মন্ত্রী সকল রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সশস্ত্রে উত্থিত হইয়া তাহাকে বলিল,—বা! রাবণ! বা! তোমার যুদ্ধের সময়জ্ঞান অতি উত্তম।২২-২৮

আমাদের মহারাজ যখন মদ্যপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, তুমি তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ। যেরূপ কোন ব্যাঘ্র কামবাসনাবাসিত ও হস্তিনীমধ্যস্থিত গজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুমি স্ত্রীসমক্ষে ক্রীড়াবিলাসে তৎপর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছ। দশগ্রীব! যদি তোমার একান্তই যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তবে আজ এই রাত্রি এখানে অতিবাহিত কর, কল্য অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিবে। তাত! অদ্য যুদ্ধের যে কালবিলম্ব হইল, তাহা ক্ষমা কর।২৯-৩০

যুদ্ধপিপাসু রাক্ষসরাজ। যদি তোমার নিতান্তই যুদ্ধের ত্বরা হইয়া থাকে, তবে আগে আমাদিগকে যুদ্ধে নিপাতিত কর, তারপর অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবে।৩১

ইহা শুনিয়া রাবণের সেই মন্ত্রিগণ নরপতির মন্ত্রীদিগকে সমরে বিনষ্ট করিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কতকগুলি রাজমন্ত্রীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।৩২

অবশেষে অর্জুনের অনুগমনকারিগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের হলহলা শব্দে নর্মদাতীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।৩৩

অর্জুনের অমাত্যগণ বাণ, তোমর, প্রাস, ত্রিশূল ও

শ্রুত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স তদার্জুনঃ।
উত্ততার জলাৎ তস্মাদ্গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥৩৮
ক্রোধদূষিতনেত্রস্য স তদার্জুনপাবকঃ।
প্রজজ্বাল মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥৩৯
স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্।
অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ ॥৪০
বাহুবিক্ষেপকরণাৎ সমুস্থম্য মহাগদাম্।
গারুডং বেগমাস্থায় আপপাতৈব সোঽর্জুনঃ ॥৪১
তস্য মার্গং সমারুধ্য বিন্ধ্যোঽর্কস্যেব পর্বতঃ।
স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ প্রহস্তো মুসলায়ুধঃ ॥৪২
ততোঽস্য মুসলং ঘোরং লোহবদ্ধং মহোদ্যতঃ।
প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রুদ্ধো ররাস চ যথান্তকঃ ॥৪৩
তস্যাগ্রে মুসলস্যাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ।
প্রহস্তকরমুক্তস্য বভূব প্রদহন্নিব ॥৪৪
আধাবমানং মুসলং কার্তবীর্যস্তদার্জুনঃ।
নিপুণং বঞ্চয়ামাস গদয়া গতবিক্লবঃ ॥৪৫
ততস্তমভিদুদ্রাব সগদো হৈহয়াধিপঃ।
ভ্রাময়াণো গদাং ঊর্ধ্বং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রয়াম্ ॥৪৬
ততো হতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।
নিপপাত স্থিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা ॥৪৭
প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ ॥৪৮
অপক্রান্তেষমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।
রাবণোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণমর্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥৪৯

বস্ত্র কর্ষণ প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে চতুর্দিকে ধাবিত হইল ।৩৪

নক্র, ঝষ ও মকর সহিত সাগরের যেমন ভীষণ বেগ হইয়া থাকে, সেইরূপ হৈহয়াধিপতির যোধবৃন্দের সুদারুণ বেগ হইল ।৩৫

শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণ-মন্ত্রীসকল কুপিত হইয়া স্বীয় তেজোবলে কার্তবীর্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল ।৩৬

এমন সময়ে অর্জুনের কতিপয় সেবক পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া রাবণ এবং তদীয় মন্ত্রিবর্গের সেই কার্য্য ক্রীড়ারত অর্জুনকে নিবেদন করিল ।৩৭

তখন সেই অর্জুন স্ত্রীগণকে 'ভয় নাই' বলিয়া গঙ্গাসলিল হইতে সমুত্থিত অঞ্জননামক দিগ্‌গজের ন্যায় নর্মদাজল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ।৩৮

তখন তাহার নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময় অর্জুনরূপ অগ্নি যুগান্তকালীন মহাভয়ঙ্কর বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন ।৩৯

সুন্দর সুবর্ণমণ্ডিত অঙ্গদধারী অর্জুন অবিলম্বে গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকার অভিমুখী দিবাকরের ন্যায় রাক্ষসগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ।৪০

বাহুদ্বারা যে গদা ঘুরান হয়, সেই বিশাল গদা উদ্যত করিয়া গরুড়ের ন্যায় তীব্রবেগের আশ্রয় গ্রহণ করত রাজা অর্জুন রাক্ষসদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ।৪১

বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন সূর্য্যের পথ রোধপূর্ব্বক অবস্থিত ছিল, সেইরূপ প্রহস্ত মুসলাস্ত্র ধারণ করত তাঁহার মার্গ অবরোধ পূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ।৪২

পরে মদোদ্ধত প্রহস্ত কুপিত হইয়া লৌহবদ্ধ ঘোরতর মুসল (তাঁহার সংহারের নিমিত্ত) নিক্ষেপ করিয়া, কালের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ।৪৩

প্রহস্তের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত ঐ মুসলের অগ্রভাগে অশোকপুষ্পের শিখাসদৃশ রক্তবর্ণ অগ্নি যেন তাহাকে (কার্তবীর্য্যার্জুনকে) দগ্ধ করিবার জন্যই উদ্ভূত হইতে লাগিল ।৪৪

কিন্তু কার্তবীর্য্য অর্জুন তাহাতে অল্পমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিজের দিকে বেগে আগত সেই মুসলকে নিপুণভাবে নিবারণ করিলেন ।৪৫

সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশবাহোশ্চ দারুণম্ ।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্ ॥৫০
সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ ।
তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥৫১
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ ।
মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥৫২
রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ ।
পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্ ॥৫৩
বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিসেহিরে ।
গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ ॥৫৪
যথাশনিরবেভ্যস্ত জায়তেঽথ প্রতিশ্রুতিঃ ।
তথা তয়োর্গদাপোথৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥৫৫
অর্জুনস্য গদা সা তু পাত্যমানাহিতোরসি ।
কাঞ্চনাঙ্গং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা ॥৫৬
তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা মুহুর্মুহুঃ ।
অর্জুনোরসি নির্ভাতি গদোল্কেব মহাগিরৌ ॥৫৭
নার্জুনঃ গেদমায়াতি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ ।
সমমাসীত্তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্বং বলীন্দ্রয়োঃ ॥৫৮
শৃঙ্গৈরিব বৃষাযুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ ।
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষসসত্তমৌ ॥৫৯
ততোঽর্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা ।
স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি ॥৬০
বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি ।
দুর্বলেব যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ ॥৬১

অবশেষে গদাধারী হৈহয়পতি অর্জুন পঞ্চশত বাহু দ্বারা গুর্ব্বী (অত্যন্ত ভারী) গদা উত্তোলন করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন ।৪৬

প্রহস্ত তখন গদা দ্বারা অতিবেগে আহত হইয়াও বাসব কর্তৃক বজ্রাহত শৈলের ন্যায় কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে ভূতলে পতিত হইল ।৪৭

প্রহস্তকে পতিত হইতে দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল ।৪৮

প্রহস্ত নিপতিত এবং অমাত্যসকল পলায়ন করিলে রাবণ অবিলম্বে নৃপসত্তম অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৪৯

তারপর সহস্রবাহু নরপতি অর্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের মধ্যে রোমাঞ্চকারী নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ।৫০

সংক্ষুভিত সাগরযুগল, চঞ্চলমূল পর্বতযুগল তেজস্বী আদিত্যযুগল, দহনকারী অনলযুগল, বলোদ্ধত গজযুগল, কামবাসনাযুক্তা গাভীর জন্য লড়াই করিতে উদ্যত বৃষবর গর্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্বিত সিংহযুগল এবং রুদ্র ও কালের ন্যায় সেই রাক্ষসরাজ রাবণ এবং অর্জুন উভয়ে গদা গ্রহণ করিয়া তখন পরস্পরকে অতিশয় তাড়ন করিতে লাগিলেন ।৫১-৫৩

পর্বতসকল যেমন ঘোরতর বজ্রপ্রহার সহ্য করে, তদ্রূপ সেই অর্জুন ও রাবণ তৎকালে গদাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন ।৫৪

যেমন বজ্রপাতের শব্দের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরূপ তাহাদের গদাপাতের রবের প্রতিধ্বনিতে তখন দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে শোনা গেল ।৫৫

অর্জুনের সেই গদা শত্রুর বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় নভোমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ।৫৬

রাবণের গদাও সেইরূপ বারংবার অর্জুনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া মহাপর্ব্বতের উপরে পতিতা উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ।৫৭

তখন অর্জুন বা রাক্ষসপতি রাবণ কেহই বিষণ্ণ হইলেন না। প্রত্যুত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের সমান সংগ্রাম হইতে লাগিল ।৫৮

স তস্যার্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ।
অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিষ্টনন্ ॥৬২
স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবং ততোঽর্জুনঃ।
সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥৬৩
স তু বাহুসহস্রেণ বলাদ্ গৃহ্য দশাননম্।
ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥৬৪
বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।
সাধ্বীতি বাদিনঃ পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যর্জুনমূর্ধনি ॥৬৫
ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাডিব কুঞ্জরম্।
ররাস হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবন্মুহুঃ ॥৬৬
প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্।
সহসা রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো হৈহয়মভিদুদ্রাব ॥৬৭
নক্তঞ্চরাণাং বেগস্তু তেষামাপততাং বভৌ।
অদ্ভুত আতপাপায়ে পয়োদানামিবাম্বুধৌ ॥৬৮
মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ।
মুসলানি চ শূলানি সোঽসসর্জ তদা রণে ॥৬৯
অপ্রাপ্তানেব তান্যাশু অস্ত্রাস্ত্রেণার্জুনঃ।
আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহারিনিসূদনঃ ॥৭০
তত স্তৈরেব রক্ষাংসি দুষ্কৃতৈঃ প্রবরায়ুধৈঃ।
ভিন্না বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব ॥৭১

বৃষযুগল যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে এবং হস্তিদ্বয় যেমন দন্তাগ্র (বিষাণ) দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ নরপতি অর্জুন ও রাক্ষসপতি রাবণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ।৫৯

পরে অর্জুন কুপিত হইয়া সবলে সেই গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মোচন করিলেন ।৬০

রাবণের বক্ষঃস্থল বরদানপ্রভাবে রক্ষিত, সুতরাং সেই গদা বলহীনের ন্যায় স্বীয় বেগানুসারে প্রহার করিতে অসমর্থ এবং বিগলিত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল ।৬১

কিন্তু সেই রাবণ অর্জুনমুক্ত গদাপ্রহারে বিমুখ হইয়া একদম্ভপ্রমাণ পশ্চাদ্ গমন করিল এবং আর্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল ।৬২

তখন অর্জুন গদাঘাতে দশাননকে ব্যাকুল দেখিয়া সহসা উৎসাহিত হইল এবং সর্পকে যেমন গরুড় গ্রহণ করে, সেইরূপ তিনি দশাননকে গ্রহণ করিলেন ।৬৩

অধিকন্তু নারায়ণ যেমন বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা অর্জুন সহস্র বাহুদ্বারা বলপূর্বক দশাননকে গ্রহণ করিয়া বন্ধন করিলেন ।৬৪

দশানন বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া অর্জুনের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৬৫

ব্যাঘ্র যেমন মৃগ এবং মৃগরাজ (সিংহ) যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ হৈহয়রাজ অর্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের ন্যায় গভীরস্বরে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করিতে লাগিলেন ।৬৬

এদিকে রাক্ষস প্রহস্ত আশ্বাসিত হইয়া অর্থাৎ চৈতন্য পাইয়া রাবণের বন্ধন শ্রবণে কুপিত হওত সহসা হৈহয়পতির অভিমুখে ধাবিত হইল ।৬৭

(প্রহস্তকে ধাবিত হইতে দেখিয়া অন্যান্য রাক্ষসগণ ধাবিত হইল ।) সেই সময় নিশাচরদিগের আগমনবেগ বর্ষাকালীন সাগরগামী মেঘসমূহের উত্তয়নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল ।৬৮

তখন রাক্ষসেরা 'মুক্ত কর, মুক্ত কর, দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে বলিতে মুসল ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রসকল বারংবার সমরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।৬৯

তাহাতে অর্জুন শত্রুনাশন উৎকণ্ঠিত হইলেন না। তিনি দেবরিপুগণের সেই অস্ত্রসকল স্বীয় শরীরে না লাগিতে লাগিতেই ধরিয়া ফেলিলেন ।৭০

বায়ু যেমন মেঘবৃন্দকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন দুর্ধর্ষ উত্তম অস্ত্রদ্বারা সেই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া বিতাড়িত করিলেন ।৭১

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জুনস্তদা।
রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্বৃতঃ ॥৭২

স কীর্য্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈ-
দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।
ততোঽর্জ্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং
বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ ॥৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তখন কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন রাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত করত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাবণকে গ্রহণপূর্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরগণ এবং দ্বিজগণ সেই ইন্দ্রতুল্য অর্জুনের মস্তকে পুষ্প ও আতপ চাউল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন বালিকে নিগ্রহ করিয়া স্বনগর অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন রাবণকে লইয়া আপনার সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৭২-৭৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[অর্জ্জুনসমীপাৎ পুলস্ত্যস্য রাবণায় মুক্তিদানম্।]

রাবণগ্রহণং তত্তু বায়ুগ্রহণসন্নিভম্।
ততঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥১
ততঃ পুত্রকৃতস্নেহাৎ কম্প্যমানো মহাদ্যুতিঃ।
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ ॥২
স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ।
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ॥৩
সোঽমরাবতীসঙ্কাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্।
প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥৪
পাদচারমিবাদিত্যং নিপতন্তং সুদুর্দৃশম্।
ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্ ॥৫
পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাত্তৈহয়াধিপঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রত্যুদ্গচ্ছৎ তপস্বিনম্ ॥৬

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[পুলস্ত্যকর্ত্তৃক অর্জুনের নিকট হইতে রাবণের মুক্তি দান।]

মহর্ষি পুলস্ত্য বায়ু গ্রহণের (বায়ুকে রোধ করার) ন্যায় রাবণের এই গ্রহণ অর্থাৎ অর্জুনকর্ত্তৃক বন্ধন স্বর্গে দেবগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলেন।১

যদিও ঐ মহর্ষি মহান্ ধৈর্য্যশালী ছিলেন, তথাপি সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ কৃপাপরবশ হইয়া কম্পিত-চিত্তে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে আগমন করিলেন।২

বায়ুসমানগতি দ্বিজবর পুলস্ত্য বায়ুপথ অবলম্বন করিয়া মনের ন্যায় ত্বরিত গমনে মাহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হইলেন।৩

ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হন, সেইরূপ তিনি হৃষ্ট ও পুষ্ট জনে পরিপূর্ণা অমরাবতীসদৃশ শোভাসম্পন্না মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৪

আকাশ হইতে নিপতিত আদিত্যের মত সুদুর্দ্দর্শ পাদচারী মুনিকে অবগত হইয়া দ্বারীরা অর্জুনের নিকট তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।৫

অর্জুন তাহাদের বচনানুসারে পুলস্ত্য বলিয়া

পুরোহিতোঽস্য গৃহ্যার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব চ।
পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥৭

ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
অর্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্ ॥৮

স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ।
পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥৯

অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা।
অদ্যাহন্তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দৃশম্ ॥১০

অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥১১

যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব।
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্।
ব্রহ্মন্! কিং কুর্মঃ কিং কার্য্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥১২

তং ধর্মেঽগ্নিষু পুত্রেষু শিবং পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জুনম্ ॥১৩

নরেন্দ্রাম্বুজপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন।
অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ ॥১৪

ভয়াদ্ যস্যোপতিষ্ঠেতাং নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ।
সোঽয়ং মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জয়ঃ ॥১৫

পুত্রকন্যা যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া।
মদ্বাক্যাদ্ যাচমানোঽদ্য মুঞ্চ বৎস দশাননম্ ॥১৬

পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যোচে ন কিঞ্চন বচোঽর্জুনঃ।
মুমোচৈব পার্থিবেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ ॥১৭

স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ ॥১৮

অবধারণ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক সেই তপস্বীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন।৬

রাজা অর্জুনের পুরোহিত উহার অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক লইয়া ইন্দ্রের অগ্রগামী বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার অগ্রে যাইতে লাগিলেন।৭

যেরূপ ব্রহ্মাকে দেখিয়া ইন্দ্র সসম্ভ্রমে প্রণাম করেন, সেইরূপ উদিত ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী সেই ঋষিকে সমাগত দেখিয়া রাজা অর্জুন সসম্ভ্রমে তাঁহার বন্দনা করিলেন।৮

সেই রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যকে মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন।৯

দ্বিজরাজ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, তথাপি আজ আপনাকে আমরা দর্শন করিলাম। সুতরাং অদ্যই মাহিষ্মতী নগরীকে আপনি অমরাবতীর ন্যায় গৌরবশালিনী করিলেন।১০

দেব! অদ্য দেবগণের বন্দনীয় আপনার চরণযুগল বন্দনা করিলাম, অতএব আজ আমার তপস্যা নিষ্ফল, জন্ম সফল এবং ব্রত সুসম্পন্ন হইল।১১

অধিক কি; আমার সমস্তই কুশল। ব্রহ্মন্! এই রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি আমরা উপস্থিত হইয়াছি (কারণ, আমরা আপনারই অতএব) আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব—আপনি তাহা আদেশ করুন।১২

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য পৃথিবীপতি হৈহয়রাজ অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নি ও পুত্রদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপ বলিলেন।১৩

কমলপলাশনয়ন! পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোহর মুখধারিন্! তুমি দশাননকে পরাজয় করিয়াছ, অতএব তোমার বলের তুলনা নাই।১৪

যাহার ভয়ে সাগর ও বায়ু নিষ্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই আমার পৌত্রকে সংগ্রামে জয় করিয়া তুমি তাহাকে বন্দী করিয়াছ।১৫

বৎস! পৌত্র দশাননের যশ অপহরণ করিয়াছ এবং রাবণবিজয়ী বলিয়া আপনার নাম বিখ্যাত করিয়াছ

পুলস্ত্যেনাপি সম্ভাক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
পরিষক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ ॥১৯
পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ ।
মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥২০
এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীর্য্যাৎ প্রধর্ষণম্ ।
পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মুক্তো মহাবলঃ ॥২১
এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন ।
নাবজ্ঞা হি পরে কার্য্যা য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥২২

ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং
সহস্রবাহোরুপলভ্য মৈত্রীম্
পুনর্মুনীনাং কদনং চকার ।
চকার সর্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অতএব আমার বাক্যানুসারে অদ্য দশাননকে মুক্ত কর। ইহাই আমার তোমার নিকট যাচ্ঞা ।১৬

রাজাধিরাজ অর্জুন পুলস্ত্যঋষির আজ্ঞা শুনিয়া কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাক্ষসপতিকে মুক্তি দান করিলেন ।১৭

অর্জুন দেবশত্রু দশাননের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব্য আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং অগ্নিসমক্ষে হিংসাবিহীন মৈত্রী সম্পাদন করিয়া সেই ব্রহ্মসুত পুলস্ত্যকে প্রণামপূর্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন ।১৮

পুলস্ত্যকর্তৃক মোচিত হইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসপতি দশানন পরাজয়হেতু লজ্জিতভাবে আতিথ্য অঙ্গীকার করত অর্জুনকে আলিঙ্গন করিল ।১৯

মুনিবর ব্রহ্মসুত পুলস্ত্য দশাননকে মোচন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।২০

মহাবল রাবণ কার্ত্তবীর্য্যের নিকট এইরূপে পরাভূত হইয়াছিল এবং পুলস্ত্যের বচনানুসারে পুনর্ব্বার মুক্ত হইয়াছিল ।২১

রঘুনন্দন ! বলবান্ হইতেও এইরূপ অনেক বলবান্ আছেন, অতএব যদি কেহ আপনার শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অপরকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে ।২২

সহস্রবাহু অর্জুনের নিকট মিত্রতা লাভ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ দর্পবশতঃ রাজগণের সংহার করিতে করিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল ।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[বালিনা রাবণস্য পরাভবঃ, তেন সহ রাবণস্য মিত্রতাস্থাপনঞ্চ।]

অর্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চচার পৃথিবীং সর্বামনির্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ ॥১
রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শৃণুতেঽয়ং বলাধিকম্।
রাবণস্তং সমাসাদ্য যুদ্ধে হ্বয়তি দর্পিতঃ ॥২
ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধাং নগরীং বালিপালিতাম্।
গত্বাহ্বয়তি যুদ্ধায় বালিনা হেমমালিনম্ ॥৩
ততস্তু বানরামাত্যাস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ।
উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্ ॥৪
রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তে প্রতিবলো ভবেৎ।
কোঽন্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥৫
চতুর্ভ্যোঽপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যানস্যস্য রাবণ।
ইদং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ॥৬
এতানম্বিচয়ান্ পশ্য য এতে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ।
যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥৭
যদ্যমৃতরসঃ পীতস্ত্বয়া রাবণ রাক্ষস।
তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥৮
পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিমং বিশ্রবসঃ সুত।
ইদং মুহূর্তং তিষ্ঠস্ব দুর্লভং তে ভবিষ্যতি ॥৯
অথবা ত্বরসে মর্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্।
বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব পাবকম্ ॥১০

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[বালী কর্তৃক রাবণের পরাভব এবং তাহার সহিত রাবণের মিত্রতা স্থাপন।]

রাক্ষসরাজ রাবণ অর্জুনের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করত (তাহার সহিত মিত্রতা হওয়ায়) নির্বেদ-(খেদ, অনুতাপ) হীন হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে লাগিল ।১

অধিক কি, মনুষ্য বা রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিক বলশালী শুনিল, দাম্ভিক রাবণ (দর্প বশতঃ) তাহার নিকট গিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল ।২

কোন সময়ে দশানন বালিপালিত কিষ্কিন্ধানগরে উপনীত হইয়া সুবর্ণমালাধারী বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল ।৩

তখন সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, তারার পিতা সুষেণ ও তার প্রভৃতি বানর অমাত্যসকল যুদ্ধকামনায় উপস্থিত দশাননকে বলিল ।৪

রাক্ষসেন্দ্র ! যিনি আপনার প্রতিবল অর্থাৎ আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বালী এখন সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন। আর অন্য কোন্ বানর আপনার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে ? ৫

অতএব রাবণ ! মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন ; বালী চারি সাগরে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া এই মুহূর্তেই আগমন করিবেন ।৬

রাজন্ ! এই যে শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণ অস্থিসকল অবলোকন করিতেছেন, ইহা বানররাধিপতি বালীর তেজঃপ্রভাবে পরাজিত যুদ্ধশালী যোদ্ধাগণের কঙ্কাল ।৭

রাক্ষস রাবণ ! যদি আপনি অমৃতরসও পান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বালীর নিকটে গমন করিলেই আপনার জীবন শেষ হইবে ।৮

বিশ্রবানন্দন ! আপনি বর্ত্তমানে এই আশ্চর্য্যময় জগৎ এখন দর্শন করিয়া লউন এবং তাহা দেখিতে দেখিতে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন ; কারণ, ক্ষণকাল পরেই আপনার জীবন দুর্লভ হইবে ।৯

অথবা যদি মরিবার জন্য আপনার একান্ত ত্বরা হইয়া থাকে, তবে দক্ষিণসাগরে গমন করুন, সেখানে ভূমিস্থিত অগ্নির ন্যায় বালীকে অবলোকন করিবেন ।১০

স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য প্রযযৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥১১
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।
রাবণো বালিনং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্ ॥১২
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোঽঞ্জনসন্নিভঃ।
গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমব্রজৎ ॥১৩
যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টো বালিনাপি স রাবণঃ।
পাপাভিপ্রায়কং দৃষ্ট্বা চকার ন তু সম্ভ্রমম্ ॥১৪
শশমালক্ষ্য সিংহো বা পন্নগং গরুড়ো যথা।
ন চিন্তয়তি তং বালী রাবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥১৫
ভিবৃক্ষমাণমায়ান্তং রাবণং পাপচেতসম্।
কক্ষাবলম্বিনং কৃত্বা গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥১৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যরিং মমাঙ্কস্থং ভ্রংসদূরুকরাম্বরম্।
লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়েনেব পন্নগম্ ॥১৭

ইত্যেবং মতিমাস্থায় বালী মৌনমুপাস্থিতঃ।
জপন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রাংস্তস্থৌ পর্বতরাডিব ॥১৮
তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরি-রাক্ষসপার্থিবৌ।
প্রযত্নবন্তৌ তৎকর্ম ঈহতুর্বলদর্পিতৌ ॥১৯
হস্তগ্রাহন্তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্।
পরাঙ্মুখোঽপি জগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥২০
গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥২১
তঞ্চ পীড্যমানং তু বিভুদন্তং নখৈর্মুহুঃ।
জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥২২
অথ তে রাক্ষসামাত্যা ব্রিয়মাণে দশাননে।
মুমোক্ষয়িষবো বালিং রথমাণা অভিদ্রুতাঃ ॥২৩
অন্বীয়মানস্তৈর্বালী ভ্রাজতেঽম্বরমধ্যগঃ।
অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্ ॥২৪

তখন লোকভয়ঙ্কর রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া সেই পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণসাগরে গমন করিল।১১

প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ মুখশোভিত ও সুবর্ণপর্ব্বতসদৃশ কান্তিমান্ ও বৃহদাকার বালীকে তখায় সন্ধ্যা উপাসনায় তৎপর দেখিয়া কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাবণ তাহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া নিঃশব্দপদে গমন করিল।১২-১৩

তখন বালীও যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টি নিক্ষেপে রাবণকে দেখিল, কিন্তু তাহার মন্দ অভিপ্রায় অবগত হইয়াও সে উৎকণ্ঠিত হইল না।১৪

সিংহ যেমন শশককে বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ বালী পাপে কৃতসঙ্কল্প রাবণকে অবলোকন করিয়া ভাবিত হইল না।১৫

পাপচেতা রাবণ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেছে, অতএব ইহাকে নিজ কক্ষ দ্বারা গ্রহণ করিয়া অপর তিনটি মহাসাগরে গমন করিব।১৬

দেবতাগণ গরুড়গৃহীত সর্পের ন্যায় শত্রু দশাননকে মদীয় কক্ষদেশে লম্বমান এবং ইহার উরু, হস্ত ও বস্ত্রসকলকে ভ্রষ্ট হইয়া (লটকাইয়া) থাকিতে দেখিবেন।১৭

বালী মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্রসকল জপ করত, পর্বতরাজ সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল।১৮

সেই বলদর্পিত বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ উভয়ে পরস্পরকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রযত্নসহকারে পরস্পরকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।১৯

তারপর বালী সামান্য পদশব্দ দ্বারা জানিল যে, রাবণ হস্তগ্রহের উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছে, অমনি বিমুখ থাকিয়াই গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে গ্রহণ করিল।২০

বালী সেই গ্রহণাভিলাষী রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কক্ষদেশে (বগলে) গ্রহণ করিয়া সবেগে আকাশ মার্গ উল্লঙ্ঘন করিল।২১

রাবণ নিপীড়িত হইয়া নখের দ্বারা বারংবার মর্ম্ম পীড়া দিতে লাগিল, তথাপি বায়ু যেমন মেঘসকলকে

তেঽশক্নুবন্তঃ সম্প্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ।
তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥২৫
বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্বতেন্দ্রাপি গচ্ছতঃ।
কিং পুনর্জীবনপ্রেপ্সূবিভ্রদ্ বৈ মাংসশোণিতম্ ॥২৬
অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেন্দ্রো মহাজবঃ।
ক্রমশঃ সাগরান্ সর্বান্ সন্ধ্যাকালমবন্দত ॥২৭
সম্পূজ্যমানো যাতস্তু খচরৈঃ খচরোত্তমঃ।
পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥২৮
তস্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা স্নাত্বা জপ্ত্বা চ বানরঃ।
উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্ বহমানো দশাননম্ ॥২৯
বহুযোজনসাহস্রং বহমানো মহাহরিঃ।
বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শক্রণা ॥৩০
উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্।
বহমানোঽগমদ্ বালী পূর্বং বৈ স মহোদধিম্ ॥৩১
তত্রাপি সন্ধ্যামাস্থায় বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ ॥৩২
চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামাস্থায় বানরঃ।
রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধোপবনেঽপতৎ ॥৩৩
রাবণস্তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসত্তমঃ।
কুতস্ত্বমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুহুঃ ॥৩৪
বিস্ময়ং তু মহদ্ গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো হরীন্দ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫
বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাত্ত রাক্ষসেন্দ্রোঽস্মি রাবণঃ।
যুদ্ধেপ্সুরিহ সম্প্রাপ্তঃ স চাস্থাসাদিতস্ত্বয়া ॥৩৬

অপসারিত করে, সেইরূপ বালী তাহাকে হরণ করিল।২২

রাবণকে অপহরণ করিলে সেই রাক্ষস-অমাত্য-সকল তাহাকে মুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া চীৎকার করিতে করিতে বালীর অভিমুখে ধাবিত হইল।২৩

অনুগামী মেঘসমূহ দ্বারা আকাশস্থিত অংশুমান্ সূর্য্য যেমন শোভা পায়, আকাশ-মধ্যস্থিত বালী অনুগামী রাক্ষসগণের দ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।২৪

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ বালীকে লাভ করিতে সমর্থ হইল না, পরন্তু তাহার বাহু এবং উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।২৫

শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসকলও গমনপরায়ণ বালীর গমন পথ হইতে অপসৃত হয়, অতএব মাংস ও শোণিতধারী প্রাণিগণের ত কথাই নাই।২৬

অতিশয় বেগশালী বানরেন্দ্র বালী পক্ষিগণ অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সাগরসকলে গমন করিয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার ধ্যেয় দেবতার ধ্যান করিতে লাগিল।২৭

আকাশচারিশ্রেষ্ঠ বালী আকাশচারী প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাবণ সহ পশ্চিম সাগরে গমন করিল।২৮

তাহাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপকরত বালী দশাননকে লইয়া উত্তর সাগরে প্রস্থান করিল।২৯

বানররাজ বালী শক্র রাবণের সহিত সেই বহুযোজন বিস্তৃত পথ বায়ু এবং মনের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে সত্বর গমন করিল।৩০

বালী উত্তর সাগরে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া দশাননকে লইয়া পূর্ব্ব মহাসাগরে গমন করিল।৩১

ইন্দ্রপুত্র বানররাজ বালী তথায় সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া রাবণকে গ্রহণ করত পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধার অভিমুখে আগমন করিল।৩২

বানর সাগর চতুষ্টয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করত রাবণের নিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে নিপতিত হইল।৩৩

কপিসত্তম বালী স্বীয় কক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া দিল এবং বার বার উপহাস পূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?।৩৪

রাক্ষসপতি দশানন পরম বিস্ময় লাভ করিয়া

অহো বলমহো বীর্য্যমহো গাম্ভীর্য্যমেব চ।
যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রাময়িতশ্চতুরোঽর্ণবান্ ॥৩৭
এবমশ্রান্তবদ্ বীর শীঘ্রমেব চ বানর।
মাং চৈবোদ্বহমানস্য কোঽন্যো বীর ভবিষ্যতি ॥৩৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম।
মনোঽনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥৩৯
সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥৪০
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্।
সর্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥৪১
ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥৪২

অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরি-রাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধাং বিপতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥৪৩
স তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ।
অমাত্যৈরাগতৈর্নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥৪৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।
ধৃষিতশ্চ বৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ ॥৪৫
বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্।
সোঽপি ত্বয়া বিনির্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গ ॥

ভ্রমবশতঃ চঞ্চললোচনে সেই বানরপতিকে এই কথা বলিল।৩৫

মহেন্দ্র-প্রতিম বানরেন্দ্র! আমি রাক্ষসপতি রাবণ, তোমার সহিত যুদ্ধাভিলাষে এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে কক্ষমধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তাহা পূরণ করিয়াছেন।৩৬

বীর! আপনি আমাকে পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া সাগর চতুষ্টয়ে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য এবং বল সকলই বিচিত্র।৩৭

বীর বানর! আপনি আমাকে এইরূপ সত্বর বহন করিয়াও অশ্রান্ত রহিয়াছেন। অহো! এইরূপ বহন করিতে আর কে সমর্থ হইবে?৩৮

বানর(রাজ)! মন, বায়ু ও সুপর্ণ এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি ছিল, আপনারও সেইরূপ গমন শক্তি আছে—ইহাতে সংশয় নাই।৩৯

হে কপিশ্রেষ্ঠ! আপনার বল প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব অনলসমীপে আপনার সহিত সুস্নিগ্ধ চিরসখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি।৪০

বানররাজ। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন,—এই সমস্তই আমাদের অবিভক্ত হইবে।৪১

পরে সেই বানর এবং রাক্ষস অনল প্রজ্বালন পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে ভ্রাতৃত্ব লাভ করিল।৪২

অবশেষে সেই বানর এবং রাক্ষস হৃষ্ট হইয়া পরস্পরের কর অবলম্বনপূর্ব্বক সিংহদ্বয়ের গিরিগুহা প্রবেশের ন্যায় কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিল।৪৩

পরে ত্রৈলোক্যবিনাশাভিলাষী সমাগত অমাত্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাবণ সুগ্রীবের ন্যায় তথায় এক মাস বাস করিল।৪৪

প্রভো! বালী রাবণকে এইরূপ নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে অগ্নির নিকট তাহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করে।৪৫

রাম! বালীর অতুলনীয় ও অতি উত্তম বল ছিল; কিন্তু অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তুমি সেই বালীকেও দগ্ধ করিয়াছ।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গঃ

[হনুমত উৎপত্তিঃ, শৈশবে সূর্য্যস্য রাহোরৈরাবতস্য চোপরি আক্রমণম্, ইন্দ্রস্য বজ্রাঘাতেন তস্য মূর্চ্ছা, বায়ুকোপেন প্রাণিনাং ক্লেশঃ, বায়ুং প্রসাদয়িতুং দেবতাভিঃ সহ ব্রহ্মণস্তস্য সমীপে গমনঞ্চ ।]

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রয়ং মুনিম্।
প্রাঞ্জলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ ॥১
অতুলং বলমেতদ্ বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
ন ত্বেতাভ্যাং হনুমতা সমং দ্বিতি মতির্মম ॥২
শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ ॥৩
দৃষ্ট্বৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥৪
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণাভঃপুরং তদা।
দৃষ্টা সম্ভাষিতা চাপি সীতা হ্যাশ্বাসিতা তথা ॥৫

সেনাগ্র্যা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজঃ।
এতে হনুমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥৬
ভূয়ো বন্ধাদ্ বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী ॥৭
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ ॥৮
এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তা মন্ত্রঃ জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥৯
হনুমান্ যদি যে ন স্যাদ্ বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥১০

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[হনুমানের উৎপত্তি, শৈশবকালে সূর্য্য, রাহু ও ঐরাবতের উপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রে উহার মূর্চ্ছা, বায়ুর কোপে সকল প্রাণীর ক্লেশ এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত ব্রহ্মার তাঁহার নিকট গমন ।]

তখন রাম হাত যোড় করিয়া বিনীতভাবে দক্ষিণ-দিক্‌বাসী মুনিকে এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন ।১

বালী এবং রাবণের এই বলের উপমা নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়—ইহাদের বল হনুমানের সমান নহে ।২

বিশেষতঃ শৌর্য্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, বিক্রম এবং প্রভাব—এই সকল সদ্‌গুণ হনুমানে প্রতিষ্ঠিত আছে ।৩

সাগর দর্শন করিয়া বানরবাহিনী অবসন্ন হইলে মহাবাহু হনুমান্ ইহা অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাস দান করত শতযোজন সাগর উল্লম্ফন করিয়াছিল ।৪

তখন হনুমান্ লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরাস্ত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শন লাভান্তে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়াছিল ।৫

অধিক কি, সেনাপতিগণ, মন্ত্রীপুত্র সকল, কিঙ্করবৃন্দ এবং রাবণপুত্র অক্ষকে হনুমান্ একাকীই তথায় নিপাতিত করিয়াছে ।৬

পুনর্ব্বার হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত দশাননের সহিত সম্ভাষণ করিয়া প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সারা লঙ্কাপুরীকে ভস্মীভূত করিয়াছিল ।৭

যুদ্ধসময়ে হনুমানের যে পরাক্রম দর্শন করিয়াছি, তাহা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা ধনপতি কুবেরেরও শ্রুত হয় না ।৮

ইহার বাহুবীর্য্য প্রভাবে রাজ্য জয়, মিত্র, বান্ধব,

কিমর্থং বালী চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া।
তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধো বীরুধো যথা ॥১১
নহি বেদিতবান্ মন্যে হনূমানাত্মনো বলম্।
যদ্ দৃষ্টবাল্যবিচেষ্টং ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্ ॥১২
এতন্মে ভগবন্ সর্বং হনূমতি মহামুনে।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত ॥১৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমরিন্দমঃ।
হনূমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
সত্যমেতদ্ রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ ব্রবীষি হনূমতি।
ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ ॥১৫
অমোঘশাপৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা।
ন বেত্তা হি বলং সর্বং বলী সমরিমর্দন ॥১৬

বাল্যেঽপ্যেতেন যৎ কর্ম কৃতং রাম মহাবল।
তত্র বর্ণয়িতুং শক্যমিতি বাল্যতয়াস্ততে ॥১৭
যদি বাস্তি শ্রুতিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব।
সমাধায় মতিং রাম নিশাময় বদাম্যহম্ ॥১৮
সূর্য্যদত্তবরস্বর্ণঃ সুমেরুর্নাম পর্বতঃ।
যত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যস্য কেসরী নাম বৈ পিতা ॥১৯
তস্য ভার্য্যা বভূবেষ্টা অঞ্জনেতি পরিশ্রুতা।
জনয়ামাস তস্যাং বৈ বায়ুরাত্মজমুত্তমম্ ॥২০
শালিশূকনিভাভাসং প্রসূতেমং তদাঞ্জনা।
ফলান্যাহর্তুকামা বৈ নিষ্ক্রান্তা গহনে বরা ॥২১
এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভৃশার্দিতঃ।
রুরোদ শিশুরত্যর্থং শিশুঃ শরবণে যথা ॥২২

লক্ষণ এবং সীতাকে লাভ করিয়াছি ও লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছিল।১

অধিক কি, বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার সহায় না থাকিত, তাহা হইলে আমকীর অনুসন্ধান করিতে কে সমর্থ হইত? ১০

যে সময়ে বালী ও সুগ্রীবের বিরোধ জন্মিয়াছিল, সেই সময় এই হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় দাবানল কর্তৃক বৃক্ষদহনের ন্যায় কি জন্য বালীকে দগ্ধ করে নাই? (ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।)১১

প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বানরাধিপতি সুগ্রীবের যে ক্লেশ দর্শন করিয়াছিল, তাহাতে আমি বোধ করি, হনুমান তৎকালে নিজ সামর্থ অবগত ছিল না।১২

অমরপূজিত ভগবান্ মহামুনে! আমি হনুমানের বিষয় যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথরূপে বর্ণনা করুন।১৩

অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৪

রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; বল, গতি বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ নাই।১৫

শত্রুনাশন! যাঁহাদিগের শাপ কখন ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিসকল পুরাকালে ইহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য হনুমান্ বলবান্ হইয়াও সমস্ত বল অবগত নহে।১৬

মহাবল রাম! হনুমান্ যখন বালকরূপে অঞ্জনার নিকট ছিল, সেই অতি বাল্যকালেও যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তোমার নিকটে ইহার সেই কার্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহি।১৭

অথবা হে রাঘব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি বুদ্ধি স্থির করিয়া শ্রবণ কর,—আমি বলিতেছি।১৮

সূর্য্যের বরপ্রভাবে সুবর্ণরূপী সুমেরুনামক এক পর্ব্বত আছে। ইহার পিতা কেশরী সেখানে রাজ্য শাসন করে।১৯

অঞ্জনা নামে বিখ্যাতা তাহার প্রিয়া এক ভার্য্যা ছিল। বায়ু তাহার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন।২০

বরাঙ্গনা অঞ্জনা শালিধান্যের অগ্রভাগসদৃশ পিঙ্গল-

তদোজস্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্ ।
দদর্শ ফললোভাচ্চ হ্যুৎপপাত রবিং প্রতি ॥২৩
বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্ ।
গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বরমধ্যগঃ ॥২৪
এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনূমতি ।
দেব-দানব-যক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ ॥২৫
নাপ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা ।
যথাঽয়ং বায়ুপুত্রস্তু ক্রমতেঽম্বরমুত্তমম্ ॥২৬
যদি তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ ।
যৌবনং বলমাদায় কথং বেগো ভবিষ্যতি ॥২৭
তমনুপ্লবতে বায়ুঃ প্লবন্তং পুত্রমাত্মনঃ ।
সূর্য্যদাহভয়াদ্ রক্ষংস্তুষারচয়শীতলঃ ॥২৮
বহুযোজনদাহস্রং ক্রমণেব গতোঽম্বরম্ ।
পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করাভ্যাশমাগতঃ ॥২৯
শিশুরেষ ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা দিবাকরঃ ।
কার্য্যং চাস্মিন্ সমাযত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥৩০
যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ ।
তমেব দিবসং রাহুর্জিঘৃক্ষতি দিবাকরম্ ॥৩১
অনেন চ পরামৃষ্টো রাহুঃ সূর্য্যরথোপরি ।
অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ ॥৩২
ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ ।
অব্রবীদ্ ভ্রুকুটিং কৃত্বা দেবং দেবগণৈর্বৃতম্ ॥৩৩
বুভুক্ষাপনয়ং দত্ত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব ।
কিমিদং তত্ত্বয়া দত্তমন্যস্য বলসূদন ॥৩৪

বর্ণ এই শিশুকে প্রসব করত ফল আহরণ করিতে অভিলাষী হইয়া আশ্রম হইতে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল ।২১

তখন এই শিশু মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শরবণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ।২২

তৎকালে জবাকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ সূর্য্য উদিত হইতেছিলেন, শিশু ইহা অবলোকন করিয়া ফললোভে তাঁহার অভিমুখে উল্লম্ফন করিল ।২৩

মূর্ত্তিমান্ প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ ঐ বালক বালসূর্য্যকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অভিমুখে নভোমণ্ডলের মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্লবন করিতে লাগিল ।২৪

এই হনুমান্ বাল্যাবস্থায় ঐরূপে উড়িতে থাকিলে দেব, দানব ও যক্ষগণের সকলেরই অতিশয় বিস্ময় হইল ।২৫

এই বায়ুপুত্র হনুমান্ উত্তম (উচ্চ) আকাশ যেরূপ বেগে অতিক্রম করিতেছে, বায়ু, গরুড় বা মনও এইরূপ বেগবান্ নহেন ।২৬

যদি এই বাল্যাবস্থাতেই শিশুর ঈদৃশ বেগ ও পরাক্রম, তাহা হইলে যৌবনকালের বল প্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ বেগ হইবে ? ২৭

স্বীয় পুত্র আকাশে উড়িতে থাকিলে বায়ু তুষারাবলির ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ।২৮

পিতার শক্তিপ্রভাবে বহু সহস্রযোজন আকাশ অতিক্রম করিয়া হনুমান্ বাল্যস্বভাববশতঃ সূর্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল ।২৯

কিন্তু 'এ শিশু, সুতরাং গুণ ও দোষের জ্ঞান নাই ; বিশেষতঃ দেবকার্য্য ইহার সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত', দিবাকর এই বিবেচনা করিয়াই ইহাকে দগ্ধ করিলেন না ।৩০

এই বানর যে দিবসে সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য উল্লম্ফন দেয়, সেই দিবসেই রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে যায় ।৩১

কিন্তু এই হনুমান্ যখন সূর্য্যদেবের রথের উপরি রাহুকে স্পর্শ করে, তখন চন্দ্র-সূর্য্যবিমর্দ্দন রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করে ।৩২

সিংহিকাপুত্র রাহু রোষবশতঃ ইন্দ্রালয়ে গমন

অদ্যাহং পর্ব্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্য্যমাগতঃ।
অথান্যো রাহুরাসাদ্য গ্রহাং সহসা রবিম্ ॥৩৫
স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সম্ভ্রমান্বিতঃ।
উৎপপাতাসনং হিত্বা উদ্বহন্ কাঞ্চনীং স্রজম্ ॥৩৬
ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদস্রবম্।
শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্ ॥৩৭
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।
প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনূমতা ॥৩৮
অথাতিরভসেনাগাদ্ রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্।
অনেন চ স বৈ দৃষ্টঃ প্রধাবন্ শৈলকূটবৎ ॥৩৯
ততঃ সূর্য্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেক্ষ্য চ।
উৎপপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্ ॥৪০

উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রধাবন্তং প্লবঙ্গমম্।
অবেক্ষ্যৈবং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ ॥৪১
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সন্ত্রাসাদ্মুহুর্মুহুরভাষত ॥৪২
রাহোর্বিক্রোশমানস্য প্রাগেবালক্ষিতং স্বরম্।
শ্রুত্বেন্দ্রোঽথ মা ভৈষীরহমেনং নিষূদয়ে ॥৪৩
ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহতদিদমিত্যপি।
ফলং তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ ॥৪৪
তথাস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া।
মুহূর্তমভবদ্ ঘোরমিন্দ্রাগ্ন্যোরিব ভাস্বরম্ ॥৪৫
এবমাধাবমানং তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।
হস্তাত্তাদতিমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ ॥৪৬

করিয়া ভ্রূকুটিপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত দেবসুরপতিকে বলিল।৩৩

বল ও বৃত্রাসুরনাশিন্! বাসব! আমার ক্ষুধা অপনয়নের নিমিত্ত আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমার দান করিয়াছেন, কিন্তু আপনি এখন তাহা কেন অন্যকে দান করিলেন? ৩৪

পর্ব্বকাল (অমাবস্যা) উপস্থিত হওয়ায় অদ্য সূর্য্যের গ্রহণাভিলাষী হইয়া আমি সূর্য্যসকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা অন্যরাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল।৩৫

সেই বাসব (ইন্দ্র) রাহুর বাক্যশ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া সুবর্ণমালা ধারণ করত আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।৩৬

পরে কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ বৃহদাকার, চতুর্দন্ত, মদস্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী, অতীব উন্নত স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাস্য সমন্বিত হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যেখানে হনুমানের সহিত সূর্য্য অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় ইন্দ্র গমন করিলেন।৩৭-৩৮

কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করত অতিবেগে তাঁহার পূর্ব্বেই গিয়া উপস্থিত হইল। তখন হনুমান্ পর্ব্বতশিখরতুল্য বৃহদাকার রাহুকে দৌড়াইতে দেখিল।৩৯

সেই সময় রাহুকে ফলবোধ করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহিকা-তনয়কে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় হনুমান্ পুনর্বার আকাশে উৎপতিত হইল।৪০

রাম! এই বানর হনুমান্ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলে, মুখমাত্র অবশিষ্ট রাহু ইহার বৃহৎকায় দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল।৪১

পরন্তু সিংহিকাসুত রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার বাসনায় ভয়বশতঃ 'ইন্দ্র, ইন্দ্র' এই কথা বারংবার বলিতে লাগিল।৪২

ইন্দ্র পূর্ব্বলক্ষিত রাহুর কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ভয় নাই, আমি ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি।৪৩

পরে মারুত-তনয় হনুমান্ ঐরাবতকে অবলোকন করিয়া 'এই ফল বৃহত্তর' এই বিবেচনায় সেই গজরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৪

রাঘব! হনুমান্ ঐরাবতগ্রহণ অভিলাষে ধাবিত হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ইহার রূপ ইন্দ্রও কালানলের ন্যায় ঘোরতর হইল।৪৫

পরন্তু শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়াই এইরূপে

ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাড়িতঃ।
পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজ্যত ॥৪৭
তস্মিংস্তু পতিতে চাপি বজ্রতাড়নবিহ্বলে।
চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ ॥৪৮
প্রচারং স তু সংগৃহ্য প্রজাস্বন্তর্গতঃ প্রভুঃ।
গুহাং প্রবিষ্টঃ স্বসুতং শিশুমাদায় মারুতঃ ॥৪৯
বিণ্মূত্রাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পবনার্তিকৃৎ।
রুরোধ সর্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ ॥৫০
বায়ুপ্রকোপাদ্ ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্বতঃ।
সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে ॥৫১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্।
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ ॥৫২

ধাবমান হনুমান্‌কে ইন্দ্র হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা প্রহার করিলেন।৭৬

ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া হনুমান্ পর্বতে পতিত হইল, তাহাতে ইহার বাম হনু ভগ্ন হইল।৭৭

সেই হনুমান্ বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে, পবন প্রজাগণের অমঙ্গলকামনায় ইন্দ্রের উপর কুপিত হইলেন।৭৮

সামর্থ্যশালী ও সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত মারুত নিজগতি রুদ্ধ করত (ইহাতে সকলের শ্বাস রোধ হইয়া পড়িল এবং সকলে অত্যন্ত কাতর হইল।) স্বীয় শিশুতনয়কে লইয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন।৭৯

অধিক কি, ইন্দ্র যেমন বর্ষণ আবরণ পূর্বক জীব সকলকে নিরোধ করেন, সেইরূপ বায়ুদেব পরম ক্লেশপ্রদ প্রজাদের মলমূত্রাশয় আবরণ করিয়া প্রাণিবর্গকে নিরুদ্ধ করিলেন।৮০

সুতরাং বায়ুর কোপবশতঃ সকল প্রাণীর সর্বতোভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইল এবং সন্ধিসকল (জোড়স্থান সকল) ভিন্ন (বিযুক্ত) হওয়ায় তাহারা কাষ্ঠতুল্য হইয়া রহিল।৮১

তখন বায়ুর কোপে ত্রিলোক অধ্যয়ন, যাগ, ধর্ম এবং ক্রিয়াহীন হইলে নরকস্থিত প্রাণীর ন্যায় ত্রিলোকের প্রাণিগণ কষ্ট পাইতে লাগিল।৮২

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ।
প্রজাপতিং সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া ॥৮৩
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ।
ত্বয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজা নাথ চতুর্বিধাঃ ॥৮৪
ত্বয়া দত্তোঽয়মস্মাকমায়ুষঃ পবনঃ পতিঃ।
সোঽস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদেনোঽদ্য সত্তম ॥৮৫
রুরোধ দুঃখং জনয়ন্নন্তঃপুর ইব স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্ ॥৮৬
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো মুদ দুঃখহন্।
এতৎ প্রজানাং শ্রুত্বা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৭
কারণাদিতি চোক্ত্বাদৌ প্রজাঃ পুনরভাষত।
যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চুক্রোধ চ রুরোধ চ ॥৮৮

তখন প্রজাসকল দুঃখিত হইয়া সুখবাসনায় প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন।৮৩

বায়ু রোষবশতঃ উদরীরোগীর ন্যায় স্ফীতোদর দেবতাসকল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! নাথ! আপনি চতুর্বিধ প্রাণী সৃজন করিয়াছেন। সত্তম! আপনি পবনকে আমাদিগের আয়ুর অধিপতি করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই বায়ু প্রাণেশ্বর হইয়া অদ্য সহসা আমাদিগকে ক্লেশ প্রদানকরত অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায় অবরোধ করিয়াছেন। সেইজন্য বায়ু কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম।৮৪-৮৬

দুঃখহারিন্! আপনি আমাদের এই বায়ু-সংরোধ-জনিত দুঃখ অপসারণ করুন। প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাবর্গের এই কথা শুনিয়া, 'এ বিষয়ের কারণ আছে' এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—প্রজাসকল! বায়ু যে কারণে কুপিত হইয়া রোধ করিয়াছেন, তাহা আমার বলা উচিত এবং তোমাদেরও

প্রজাঃ শৃণুধ্বং তৎ সর্বং শ্রোতব্যং চাস্মনঃ ক্ষমম্।
পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ ॥৫৯

বাহোর্বচনমাস্থায় ততঃ স কুপিতোঽনিলঃ।
অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্ ॥৬০

শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ।
বায়ুঃ প্রাণঃ সুখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥৬১

বায়ুনা সম্পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা ॥৬২
অদ্যৈব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ স্থিতাঃ।
তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুক্‌প্রদো হি নঃ ॥
মা বিনাশং গমিষ্যাম অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতাঃ ॥৬৩

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ
সদেব-গন্ধর্ব-ভুজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ।
জগাম তত্রাস্তি যত্র মারুতঃ
সুতং সুরেন্দ্রাভিহতং প্রগৃহ্য সঃ ॥৬৪

ততোঽর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভং
সুতং তদোৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ।
চতুর্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ
সদেব-গন্ধর্ব-ঋষি-যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

শ্রবণ করা কর্তব্য, অতএব তোমরা তাহা শ্রবণ কর। সুরপতি ইন্দ্র রাজার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অদ্য বায়ুর পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেই কারণবশতঃ বায়ু সর্বতোভাবে কুপিত হইয়াছেন। বায়ু অশরীর হইয়া পলায়ন করত সমস্ত শরীরেই বিচরণ করিতেছেন।৫৭-৬০

বিশেষতঃ বায়ু ব্যতীত সকলের শরীর কাষ্ঠতুল্য হয়, সুতরাং বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সুখ ও বায়ুই সমস্ত জগৎ। বায়ু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জগতের জীবসকল সুখলাভ করিতে সমর্থ নহে। জগতের আয়ুরূপী বায়ু অদ্য সকলপ্রাণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।৬১-৬২

অতএব তোমরা বায়ুকর্তৃক নিষ্প্রাণ হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছ, অতএব আমাদের পীড়াপ্রদ মারুত যেস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, চল—আমরা তথায় গমন করি। বিশেষতঃ অদিতিতনয় বায়ুকে প্রসন্ন না করিলে আমরা বিনষ্ট হইব।৬৩

তারপর প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অভিহত পুত্রকে লইয়া অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।৬৪

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি এবং যক্ষগণের সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মা বায়ুর ক্রোড়ে সূর্য, অগ্নি ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান্ বায়ুপুত্রকে দেখিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিলেন।৬৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং হনুমতে জীবনদানম্, তস্মৈ নানাবিধবরদানম্, হনুমন্তং নীত্বা পবনস্যাঞ্জনাসমীপে গমনম্, ঋষীণাং শাপেন তস্য স্বীয়বলবিস্মরণম্, অগস্ত্যাদিমুনীনাং সমীপে যজ্ঞকরণেচ্ছাং বিজ্ঞাপ্য গমনানুমতিদানঞ্চ।]

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দিতঃ।
শিশুকং তং সমাদায় উত্তস্থৌ ধাতুরগ্রতঃ ॥১
চলকুণ্ডলমৌলিস্রক্ তপনীয়বিভূষণঃ।
পাদয়োর্ন্যপতদ্ বায়ুস্ত্রিরুপস্থায় বেধসে ॥২
তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা।
বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্ ॥৩
স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোঽথ সলীলং পদ্মজন্মনা।
জলসিক্তং যথা শস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্ ॥৪
প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা প্রাণো গন্ধবহো মুদা।
চচার সর্বভূতেষু সন্নিরুদ্ধং যথা পুরা ॥৫
মরুদ্‌রোধাদ্ বিনির্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতাভবন্।
শীতবাতবিনির্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সাম্বুভাঃ ॥৬
ততস্ত্রিমুখস্ত্রিককুৎ ত্রিধাম্না ত্রিদশার্চিতঃ।
উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া ॥৭
ভো মহেন্দ্রাগ্নি-বরুণা মহেশ্বর-ধনেশ্বরাঃ।
জানতামপি বঃ সর্বং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্ ॥৮
অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি।
তদ্ দদধ্বং বরান্ সর্বে মারুতস্যাশু তুষ্টয়ে ॥৯
ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ।
কুশেশয়ময়ীং মালামুৎক্ষিপ্যেদং বচোঽব্রবীৎ ॥১০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ কর্তৃক হনুমানের জীবনদান ও তাহাকে নানাবিধ বরদান, হনুমান্‌কে লইয়া পবনদেবের অঞ্জনার নিকট গমন, ঋষিবৃন্দের শাপে তাহার স্বীয় বলের বিস্মরণ, অগস্ত্য আদি মুনিগণের নিকট যজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া শ্রীরামকর্তৃক তাঁহাদিগকে বিদায় দান।]

পুত্রের মৃত্যুতে পবনদেব অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তিনি পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করত শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন ।১

সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত বায়ু তিনবার সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিধাতার পদতলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার কুণ্ডল, মাল্য ও শিরোভূষণ দুলিতে লাগিল ।২

লম্বমানভূষণে শোভিত বেদবিদ্ বিধাতা বায়ুকে পদতল হইতে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ হাতে শিশুর শরীর স্পর্শ করিয়া (আপাদ মস্তক) বুলাইতে লাগিলেন ।৩

তৎকালে এই শিশু পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক লীলার সহিত স্পৃষ্ট হইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্বার জীবন লাভ করিল ।৪

হনুমান্‌কে জীবিত দেখিয়া জগতের প্রাণস্বরূপ গন্ধবহ বায়ু হৃষ্টান্তঃকরণে সেই শ্বাসরোধ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বের ন্যায় সর্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৫

তখন সকল প্রাণী মারুতের কোপ হইতে মুক্ত হইয়া হিমমুক্ত বায়ুর আঘাতে বিকসিত পদ্মপূর্ণ পুষ্করিণীর ন্যায় হর্ষ লাভ করিল ।৬

যশ ও বীর্য, ঐশ্বর্য ও শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্মসমন্বিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্তিমান্, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন দশা (অবস্থা) সম্পন্ন দেবগণ কর্তৃক পূজিত এবং ত্রিলোকরূপ গৃহে বাসকারী ব্রহ্মা বায়ুর প্রিয় কামনায় দেবগণকে বলিলেন ।৭

মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর, ধনেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তোমরা যদিও জান, তথাপি আমি তোমাদিগকে সমস্ত হিতকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৮

মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি ॥১১

অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্।
ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥১২

মার্তণ্ডস্তব্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
তেজসোঽস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্ ॥১৩

যদা চ শাস্ত্রাণ্যধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি।
ন চাস্য ভবিতা কশ্চিৎ সদৃশঃ শাস্ত্রদর্শনে ॥১৪

বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি ॥১৫

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ দত্তবান্।
বরং দদামি সন্তুষ্ট অবিষাদঞ্চ সংযুগে ॥১৬

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি।
ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ ॥১৭

মত্তো মদায়ুধানাঞ্চ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ ॥১৮

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্ট্বৈনং বালসূর্য্যোপমং বলী।
শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদাদ্ বরমস্য মহামতিঃ ॥১৯

মৎকৃতানি চ শস্ত্রাণি যানি দিব্যানি তানি চ।
তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥২০

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্ বচঃ।
সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥২১

ততঃ সুরাণাস্তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্।
চতুর্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ ॥২২

অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥২৩

এই শিশুর দ্বারা তোমাদিগের কর্তব্যকার্য্য সম্পাদন হইবে, অতএব এই বায়ুপুত্রের তুষ্টির জন্য তোমরা ইহাকে বরদান কর।৯

প্রসন্নবদন সহস্রনেত্রধারী ইন্দ্র প্রীত হইয়া স্বর্ণময় পদ্মমালা দান করত এই কথা বলিলেন।১০

আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, অতএব এই বানরশ্রেষ্ঠ অদ্য হইতে 'হনুমান্' নামে খ্যাতি লাভ করিবে।১১

ইহা ব্যতীত আমি অপর একটি উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বরদান করিতেছি যে, আজ হইতে হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে।১২

তিমির (অন্ধকার) নাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন— মদীয় তেজের শতভাগের একভাগ ইহাকে দান করিলাম।১৩

তারপর হনুমান্ যখন শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে সামর্থ লাভ করিবে, তখন ইহাকে আমি অতি উত্তম শাস্ত্রজ্ঞান দান করিব, যাহাতে হনুমান্ বাগ্মী হইবে। শাস্ত্রজ্ঞানে কেহ ইহার সমান হইতে পারিবে না।১৪

বরুণ বর দিলেন যে, আমার পাশ অস্ত্র অথবা উদক (জল) হইতে শত অযুত (দশ লক্ষ) বর্ষেও ইহার মৃত্যু হইবে না।১৫

যম সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে বর দিলেন যে, হনুমান্ আমার দণ্ডের অবধ্য ও সতত নীরোগ হইবে এবং সমরে সে কখনও বিষাদ প্রাপ্ত হইবে না।১৬

আমার এই গদা সংগ্রামে ইহাকে বধ করিবে না। একাক্ষিপিঙ্গল ধনদ কুবের তৎকালে হনুমান্‌কে বরদান করিলেন।১৭

'আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে' শঙ্করও হনুমান্‌কে এইরূপ উৎকৃষ্ট বর দিলেন।১৮

শিল্পিগণশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্মা নবসূর্য্যতুল্য অরুণবর্ণ বালককে দেখিয়া এইরূপ বর দিলেন।১৯

মৎকর্তৃক নির্মিত যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে।২০

ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, তুমি মহাত্মা, দীর্ঘায়ু এবং সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য হইবে।২১

কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাং বরঃ।
ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি ॥২৪
রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ।
রোমহর্ষকরাণ্যেব কর্তা কর্মাণি সংযুগে ॥২৫
এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং ত্বমরৈঃ সহ।
যথাগতং যযুঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥২৬
সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ।
অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ ॥২৭
প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ।
জীর্ণেনাস্থনি সংস্থেন সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥২৮
তরসা পূর্য্যমাণোঽপি তদা বানরপুঙ্গবঃ।
আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নির্ভয়ঃ ॥২৯
স্রুগ্‌ভাণ্ডাগ্নিহোত্রাণি বল্কলানাঞ্চ সর্বশঃ।
ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধ্বস্তান্ সংশান্তানাং করোত্যয়ম্ ॥৩০
এবংবিধানি কর্মাণি প্রাবর্তত মহাবলঃ।
সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যঃ শম্ভুনা কৃতঃ ॥৩১
জানন্ত ঋষয়ঃ সর্বে সহস্তে তস্য শক্তিতঃ।
তথা কেসরিণা তেন বায়ুনা সোঽঞ্জনীসুতঃ ॥৩২
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্য্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেব বানরঃ।
ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ ॥৩৩
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুদ্ধাতিমন্যবঃ।
বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম ॥৩৪
তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ধতে বলম্ ॥৩৫

তারপর জগদ্-গুরু চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের বর দ্বারা ইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া সন্তুষ্টমানসে বায়ুকে বলিলেন।২২

মারুত! তোমার এই পুত্র মারুতি অমিত্র(শত্রু)গণের ভয়ঙ্কর ও মিত্রদিগের অভয়ঙ্কর হইবে এবং যুদ্ধে ইহাকে কেহ জয় করিতে পারিবে না।২৩

এই হনুমান্ ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ ও গমন করিতে পারিবে। ইহার গতি ইহার ইচ্ছানুসারে তীব্র ও মন্দ হইবে এবং ইহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কপিগণশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অতি যশস্বী হইবে।২৪

এই হনুমান্ যুদ্ধে রাবণের মৃত্যুর জন্য রামপ্রীতিকর রোমহর্ষণ কার্য্যসকল সম্পাদন করিবে।২৫

পিতামহ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা এইরূপ বলিয়া সেই মারুতের নিকট বিদায় গ্রহণ করত যেরূপে আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।২৬

গন্ধবহ বায়ুও পুত্রকে লইয়া অঞ্জনার গৃহে গমন করিলেন এবং দেবগণের নিকট হইতে হনুমানের বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।২৭

রাম! এইরূপে হনুমান্ বহু বরলাভ করত বরদানজনিতশক্তিতে পরিপূর্ণ হইল এবং স্বীয় অন্তঃকরণে বিদ্যমান অনুপমবেগে পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বেগে পরিপূর্ণ হইয়াই নির্ভয়চিত্তে ঋষিগণের আশ্রমে উপদ্রব করিতে লাগিল।২৯

এই হনুমান্ শান্তচিত্ত মুনিগণের যজ্ঞোপযোগী পাত্র, অগ্নিহোত্রের সাধনভূত স্রুক্ এবং স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণসকল ভগ্ন, বল্কলসকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।৩০

মহাবলী পবনকুমার এইরূপ উপদ্রবপূর্ণ কার্য করিতে লাগিল। ইহাকে কল্যাণকারী (ভগবান্) ব্রহ্মা সর্বপ্রকার ব্রহ্মদণ্ড হইতে অবধ্য করিয়া দিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত ঋষিগণ জানিতেন, সেইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মার শক্তিতে বিবশ হইয়া হনুমানের সমস্ত অপরাধ (নির্বিবাদে) সহ্য করিতে লাগিলেন। যদিও বায়ুদেব এবং কেশরী ঐ অঞ্জনাপুত্রকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, তথাপি সে মর্য্যাদা (নীতি) উল্লঙ্ঘন করিয়াই চলিল। তাহাতে ভৃগু এবং অঙ্গিরামুনির বংশ হইতে উৎপন্ন মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইলেন।৩১-৩৩

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! ঐ মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়ে অতিশয় ক্রোধ ও অধিক দুঃখের স্থান না দিয়া সেই

ততস্তু হৃততেজৌজা মহর্ষিবচনৌজসা।
এষোঽভ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোঽচরৎ ॥৩৬
অথর্ক্ষরজসো নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা।
সর্ববানররাজাসীৎ তেজসা ইব ভাস্করঃ ॥৩৭
স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং মহেশ্বরঃ।
ততঋক্ষরজা নাম কালধর্মেণ যোজিতঃ ॥৩৮
তস্মিন্নস্তমিতে চাথ মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
পিত্র্যে পদে কৃতো বালী সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥৩৯
সুগ্রীবেণ সমং তস্য অবৈধং ছিদ্রবর্জিতম্।
অবাল্যাৎ সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥৪০
এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ।
বালি-সুগ্রীবয়োর্বৈরং যদা রাম সমুত্থিতম্ ॥৪১

ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোঽপি বালিনা।
দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ ॥৪২
ঋষিশাপাদ্ধৃতবলস্তদৈব কপিসত্তমঃ।
সিংহ-কুঞ্জররুদ্ধো বা আস্থিতঃ সহিতো রণে ॥৪৩
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ-
সৌশীল্যমাধুর্য্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্য-চাতুর্য্য-সুবীর্য্য-ধৈর্য্যৈ-
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে ॥৪৪
অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখপ্রস্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ব্যাকরণপ্রমেয়ঃ ॥৪৫

হনুমান্‌কে শাপ দিলেন যে, বানর! তুমি যে বলের (শক্তির) আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে পীড়া দিতেছ, আমাদিগের শাপে মোহিত হইয়া তুমি তোমার সেই বল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃত (ভুলিয়া) থাকিবে—তোমার বলের কথা স্মরণই থাকিবে না। কিন্তু যদি কেহ তোমার কীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।৩৪-৩৫

তারপর হনুমান্ মহর্ষিগণের ঐ অভিশাপবাক্যের প্রভাবে নিজ তেজ ও ওজঃ (প্রতাপ) শূন্য হইয়া সেই সকল আশ্রমেই শান্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।৩৬

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং সমস্ত বানরদিগের রাজা ছিলেন।৩৭

ঐ বানররাজ ঋক্ষরজা বহুকাল ধরিয়া বানররাজ্য শাসন করত (অন্তিমকালে) কালধর্ম্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইল।৩৮

উহার দেহাবসান হইলে মন্ত্রবেত্তা মন্ত্রিগণ পিতার স্থানে বালীকে রাজা এবং বালীর স্থানে সুগ্রীবকে যুবরাজ করিলেন।৩৯

যেরূপ অগ্নির সহিত বায়ুর স্বাভাবিক মৈত্র আছে, সেইরূপ সুগ্রীবের সহিত বালীর বাল্যকাল হইতেই সখ্যভাব ছিল। তাহাদের দুইজনের কোনরূপ ভেদভাব ছিল না। তাহাদের গাঢ় প্রেম ছিল।৪০

হে রাম! তারপর যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরভাব জাগিল, তখন এই হনুমান্ মহর্ষিগণের অভিশাপবশতঃ নিজ সামর্থের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। রাম! সেই জন্যই বালীর ভয়ে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকিলেও সুগ্রীবের তাহার (হনুমানের) বলের কথা স্মরণ হয়নি এবং বায়ুপুত্রেরও নিজ বলের কথা স্মরণ ছিল না।৪১-৪২

সুগ্রীবের উপর যখন ঐ বিপত্তি আসিয়াছিল, তখন তাহাদের দুইজনেরই ঋষিশাপের কারণ তাহার (হনুমানের) বলের কথা বিস্মরণ হইয়াছিল; সেইজন্য যেরূপ কোন সিংহ হস্তী দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াও নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধে হনুমান্ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল—কিছুই করিতে পারিল না।৪৩

সংসারে এমন কে আছে যে, পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মধুরতা, নীতি, অনীতি, বিবেক, গম্ভীরতা, চতুরতা, উত্তম বল ও ধৈর্য্যে হনুমানের অপেক্ষা অধিক (গুণশালী)।৪৪

অপরিমেয়শক্তিশালী হনুমান্ কপিশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ

সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
ন হ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব ॥৪৬
সর্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে
প্রস্পর্ধতেঽয়ং হি গুরুং সুরাণাম্।
সোঽয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা
ব্রহ্মা ভবিষ্যত্যপি তে প্রসাদাৎ ॥৪৭
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য
লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য
লোকক্ষয়েচ্ছোরিব যান্তকস্য
হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ ॥৪৮
এষ চান্যে চ মহাকপীন্দ্রাঃ
সুগ্রীব-মৈন্দ-দ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
সতার-তারেয়-নলাঃ সরম্ভা-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥৪৯
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো
মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেন্দ্রৈ-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥৫০
তদেৎ কথিতং সর্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হনূমতো বালভাবে কর্মৈতৎ কথিতং ময়া ॥৫১
শ্রুত্বাগস্ত্যস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ ॥৫২
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্ রামং সর্বমেতচ্ছ্রুতং ত্বয়া।
দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাসি রাম গচ্ছামহে বয়ম্ ॥৫৩
শ্রুত্বৈতদ্ রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥৫৪

অধ্যয়ন করিবার জন্য সূর্য্যের নিকট শব্দশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সূর্য্যের দিকে মুখকরত মহান্ গ্রন্থ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রভাগে উদয়াচল (পূর্ব্বদিক্‌স্থিত) হইতে অস্তাচল (পশ্চিমদিক্‌স্থিত) পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল ।৪৫

কপিবর হনুমান্ সূত্র, বৃত্তি, বার্ত্তিক, মহাভাষ্য ও সংগ্রহ—এই সমস্ত মহান্ অর্থযুক্ত শব্দশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ছন্দশাস্ত্রের নিপুণতা সম্বন্ধে ইহার সমতুল্য কেহ ছিল না ।৪৬

সকলবিদ্যার জ্ঞান এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে হনুমান্ দেবগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। নূতন ব্যাকরণের অর্থবেত্তা এই হনুমান্ আপনার কৃপায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় আদরণীয় হইবে ।৪৭

প্রলয়কালে পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার ইচ্ছা করত অম্বরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক মহাসাগর সমস্ত লোককে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া উদ্যত (সংবর্ত্তক) অগ্নি এবং লোকক্ষয় করিতে বাসনা করিয়া প্রজাসংহারী যমসদৃশ এই হনুমানের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারিবে ? ৪৮

হে রাম ! এই হনুমান্‌কে এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, তারেয় (অঙ্গদ) নল ও রম্ভ প্রভৃতি মহা মহা কপিসকলকে তোমার সহায়তার জন্য দেবগণ সৃজন করিয়াছেন ।৪৯

প্রভো রাম ! দেবতারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, প্রভ, জ্যোতিমুখ ও নল এইসমস্ত বানরেশ্বর এবং ঋক্ষসকলকেও তোমার সহায়তার জন্য সৃজন করিয়াছেন ।৫০

রাম ! হনুমান্ বাল্যকালে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে নিবেদন করিলাম ।৫১

রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের বাক্য শুনিয়া রাক্ষসগণ ও বানরগণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।৫২

পরন্তু অগস্ত্যমুনি রামকে বলিলেন,—রাম ! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে এবং আমরাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাষণ করিলাম, অতঃপর আমরা স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেছি ।৫৩

রঘুনন্দন রাম উগ্রতেজা অগস্ত্যঋষির এই কথা শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন ।৫৪

অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রপিতামহাঃ।
যুষ্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্টাঃ সবান্ধবাঃ ॥৫৫

বিজ্ঞাপ্যং তু ময়েতদ্ধি যদ্ বদাম্যাগতস্পৃহঃ।
তদ্ভবদ্ভির্মম কৃতে কর্ত্তব্যমনুকম্পয়া ॥৫৬

পৌরজানপদান্ স্বাপ্য স্বকার্য্যেষ্বহমাগতঃ।
ক্রতূনহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ ভবতাং সতাম্ ॥৫৭

সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু।
ভবিষ্যথ মহাবীর্য্যা মমানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫৮

অহং যুষ্মান্ সমাশ্রিত্য তপোনির্দ্ধূতকল্মষান্।
অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্ব্বৃতঃ ॥৫৯

তদাগন্তব্যমনিশং ভবদ্ভিরিহ সঙ্গতৈঃ।
অগস্ত্যাদ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৬০

এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য প্রযাতুমুপচক্রমুঃ।
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥৬১

রাঘবশ্চ তমেবার্থং চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ।
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্ ॥৬২

সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাস্তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ ॥৬৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

(মুনীশ্বর !) আজ আমার উপর দেবতা, পিতৃগণ ও প্রপিতামহগণ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কারণ, আপনাদের দর্শনলাভে আমরা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ করিলাম ।৫৫

আমার মনে এক বাসনা জাগিয়াছে, সেইজন্য আপনাদের নিকট আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আপনারা তাহা সম্পাদন করিবেন ।৫৬

আমি বনবাস হইতে এখন প্রত্যাগত হইয়াছি; পরে পৌর এবং জনপদবাসীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের প্রভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ।৫৭

আপনারা আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, বিশেষতঃ মহৎ তপোবীর্য্যসমন্বিত ও সাধুশীল, অতএব আপনারা আমার যজ্ঞে নিয়তই সদস্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন ।৫৮

আপনারা তপস্যা দ্বারা পাপবিহীন হইয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে নিরন্তর আশ্রয় করত সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণকর্তৃক অনুগৃহীত হইব ।৫৯

আপনারা যজ্ঞআরম্ভের সময় একত্র সমবেত হইয়া এ স্থানে আগমন করিবেন। কঠোরব্রতপালনকারী অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত "তাহাই হইবে" এই কথা তাঁহাকে বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে আলাপ আলোচনা করিয়া ঋষিগণ যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সকলে সেখানে চলিয়া যাইলেন ।৬০-৬১

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যসকল বিচার করিতে লাগিলেন। তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে নৃপগণকে ও বানরবৃন্দকে বিদায় দিয়া নরপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিলেন এবং তারপর রাত্রি হইলে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।৬২-৬৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[সভাসদ্ভিঃ সহ শ্রীরামস্য রাজসভায়ামুপবেশনম্ ।]

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্মেণ বিদিতাত্মনি ।
ব্যতীতা সা নিশা পূর্বা পৌরাণাং হর্ষবর্ধিনী ॥১
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ ।
বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি ॥২
তে রক্তকণ্ঠিনঃ সর্বে কিন্নরা ইব শিক্ষিতাঃ ।
তুষ্টুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ ॥৩
বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ব কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধন ।
জগদ্ধি সর্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে নরাধিপ ॥৪
বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপং চৈবাশ্বিনোরিব ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো ভুবি ॥৫
ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ ।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্য্যমুদধেরিব ॥৬
অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্ ।
নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্বং ভবিতারো নরাধিপ ॥৭
যথা ত্বমসি দুর্ধর্ষো ধর্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ ।
ন ত্বাং জহাতি কীর্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ ॥৮
শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ ।
এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৯
সূতাশ্চ সংস্তবৈর্দিব্যৈর্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ।
স্তুতিভিঃ স্তূয়মানাভিঃ প্রত্যবুধ্যত রাঘবঃ ॥১০

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[সভাসদ্গণের সহিত সহিত শ্রীরামের রাজসভায় উপবেশন ।]

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কাকুৎস্থ রামের ধর্মানুসারে রাজ্যাভিষেক হইবার পর পুরবাসীদিগের হর্ষবর্দ্ধনকারিণী প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইল ।১

ঐ রাত্রি বিগত হইলে প্রাতঃকাল আসিল, তখন মহারাজ শ্রীরামকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য বন্দিগণ রাজভবনে উপস্থিত হইল ।২

তাহারা সকলেই কিন্নরের ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর অতিমধুর । তাহারা আনন্দের সহিত যথারীতি নরপতি শ্রীরামের স্তবগান আরম্ভ করিল ।৩

সৌম্য নরাধিপ ! আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রামগ্ন থাকে, অতএব কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন বীর ! আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ।৪

আপনার পরাক্রম বিষ্ণুর ন্যায় এবং আপনি অশ্বিনীকুমার তুল্য রূপবান্ । আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ ও প্রজাপালনে সাক্ষাৎ প্রজাপতির সমান ।৫

আপনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি, পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ।৬

নরাধিপ ! আপনি শিবের ন্যায় যুদ্ধে অকম্পনীয় এবং চন্দ্রেই এইরূপ সৌম্য গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ আপনি চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যগুণসম্পন্ন । আপনার তুল্য রাজা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না ।৭

পুরুষোত্তম ! আপনি যেমন দুর্দ্ধর্ষ ; তেমনি নিয়ত ধর্মপরায়ণ হইয়া প্রজার হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব কীর্তি এবং লক্ষ্মী আপনাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না ।৮

কাকুৎস্থ ! ধর্ম এবং শ্রী (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । বন্দিগণ এইরূপ এবং অন্যান্য মধুরবাক্যে শ্রীরামের যশোগাথা কীর্ত্তন করিল ।৯

সূতগণও দিব্যস্তব দ্বারা রঘুনন্দন রামকে প্রবোধিত

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাস্তৃতম্ ।
উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা ॥১১
তমুত্থিতং মহাত্মানং প্রহৃষ্টাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ ।
সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরুপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥১২
কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হুতহুতাশনঃ ।
দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্ ॥১৩
তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি ।
বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥১৪
উপতস্থুর্মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥১৫
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ ।
রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেব যথামরাঃ ॥১৬

ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ ।
উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টা বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ॥১৭
যাতাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ ।
মুদিতা নাম পার্শ্বস্থা বহবঃ সমুপাবিশন্ ॥১৮
বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা বিংশতিঃ কামরূপিণঃ ।
সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসঃ ॥১৯
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ ।
উপাসতে মহাত্মানং ধনেশমিব গুহ্যকঃ ॥২০
তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যে চ মানবাঃ ।
শিরসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ ॥২১
তথা পরিবৃতো রাজা শ্রীমদ্ভির্ঋষিভির্বরৈঃ ।
রাজভিশ্চ মহাবীর্য্যৈর্বানরৈশ্চ সরাক্ষসৈঃ ॥২২

করিতে (জাগাইতে) লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বন্দিদিগের স্তবে জাগরিত হইলেন ।১০

পাপহারী নারায়ণ যেমন অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হন, সেইরূপ রাম শুভ্র আচ্ছাদন দ্বারা আস্তৃত সেই শয়নতল পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন ।১১

সহস্র সহস্র বিনীত কিঙ্করগণ উজ্জ্বল পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিদ্রা হইতে উত্থিত সেই রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল ।১২

রাম যথাসময়ে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি হইয়া অনলে আহুতি দান করত ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ।১৩

তথায় দেবগণ, পিতৃগণ ও বিপ্রগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করত সভ্যজনের সহিত বহির্ভবনে গমন করিলেন ।১৪

সেই সময় প্রজ্বলিত অনলতুল্য তেজস্বী বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মা, মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণ উপস্থিত হইলেন ।১৫

তৎকালে নানা জনপদের অধীশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায় রামের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন ।১৬

যেরূপ তিন বেদ যজ্ঞের জন্য সর্বদা বর্তমান থাকেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতা রামের সেবাকার্য্যের জন্য উপস্থিত ছিলেন ।১৭

এই সময় মুদিতনামে প্রসিদ্ধ পার্শ্বচর ভৃত্যগণ প্রসন্নবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল ।১৮

মহাতেজস্বী, শক্তিশালী ও কামরূপী সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক * বানর রামের সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল ।১৯

যেরূপ গুহ্যক(যক্ষ)গণ ধনপতি কুবেরের সেবার জন্য উপস্থিত থাকে, সেইরূপ বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা রামের সমীপে উপস্থিত হইল ।২০

যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এবং যাঁহারা কুলীন,—সেই বিচক্ষণ মানবেরা মস্তক দ্বারা রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন ।২১

এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী বহু ঋষি, মহাপরাক্রমী

* সুগ্রীব, অঙ্গদ হনুমান্ জাম্ববান্, সুষেণ, তার, নীল, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, শতবলি, পনসমাধন, রম্ভ, গবাক্ষ, গবয়, সুভ, রম্ভ ও জ্যোতিমুখ—এই বিংশতিসংখ্যক বানর।

যথা দেবেশ্বরো নিত্যমৃষিভিঃ সমুপাস্যতে।
অধিকস্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্ বিরোচতে ॥২৩

তেষাং সমুপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
কথ্যন্তে ধর্মসংযুক্তাঃ পুরাণৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাজা, বানর ও রাক্ষসগণে পরিবৃত রাজা রামচন্দ্র শোভা পাইতে লাগিলেন ।২২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সদা ঋষিবৃন্দে সেবিত হন, সেইরূপ মহর্ষিমণ্ডলে পূর্ণ শ্রীরামচন্দ্র ঐ সময় সহস্রলোচন ইন্দ্র হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা পুরাণবিদ্‌গণ সভায় উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসংযুক্ত সুমধুর কথা বলিতে লাগিলেন ।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞে জনকায়, যুধাজিতে, প্রতর্দনায় অন্যেভ্যোঽপি নরপতিভ্যঃ শ্রীরামস্য গমনানুমতিদানম্।]

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্যহনি রাঘবঃ।
প্রশাসৎ সর্বকার্য্যাণি পৌর-জানপদেষু চ ॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
ভবান্ হি গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্।
ভবতস্তেজসোগ্রেণ রাবণো নিহতো ময়া ॥৩
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ সর্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্বশঃ।
অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ ॥৪
তদ্ ভবান্ স্বপুরং যাতু রত্নান্যাদায় পার্থিব।
ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুযাস্যতি ॥৫
স তথেতি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি ভবতা রাজন্ দর্শনেন নয়েন চ ॥৬

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন ও অন্যান্য নরপতিগণকে বিদায় দান।]

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম এইরূপ প্রতিদিন রাজসভায় বসিয়া পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের সমস্ত কর্ম পর্য্যবেক্ষণ করত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন ।১

তারপর কতিপয় দিবস গত হইলে রাঘব কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন ।২

আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমাদের লালনপালন করিয়াছেন। (অধিক কি,) আপনার উগ্র তপোবীর্য্য বলে আমি রাবণকে নিহত করিয়াছি ।৩

রাজন্! আপনার জন্য সমস্ত ইক্ষ্বাকুগণের এবং মৈথিলগণের যে সকল সম্বন্ধ এবং প্রীতি, তাহার তুলনা নাই ।৪

অতএব পার্থিব! আপনি মৎপ্রদত্ত রত্ন লইয়া ভবনে (রাজধানীতে) গমন করুন; ভরতও আপনার সাহায্যের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে ।৫

যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিতানি বৈ।
দুহিত্রে তান্যহং রাজন্ সর্বাণ্যেব দদামি বৈ ॥৭
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং জনকো হৃষ্টমানসঃ।
প্রযযৌ মিথিলাং শ্রীমাংস্তমনুজ্ঞায় রাঘবম্ ॥৮
ততঃ প্রয়াতে জনকে কেকয়ং মাতুলং প্রভুম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
আত্মতন্ত্রং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষর্ষভ ॥১০
রাজা হি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপযাস্যতি।
তস্মাদ্ গমনমস্যৈব রোচতে তব পার্থিব ॥১১
লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতে।
ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥১২

যুধাজিৎ তু তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘব।
রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয্যেবাস্ত্বয্যমিত্যুত ॥১৩
প্রদক্ষিণঞ্চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্দ্ধনঃ।
রামেণ চ কৃতঃ পূর্বমভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্ ॥১৪
লক্ষ্মণেন সহায়েন প্রযাতঃ কেকয়েশ্বরঃ।
হতেঽসুরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ ॥১৫
তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্থমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥১৬
দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥১৭
তদ্ ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্ ॥১৮

তখন জনকরাজ 'তাহাই হউক' বলিয়া শ্রীরামের কথা স্বীকার করত রাঘবকে বলিলেন—রাজন্! তোমার নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম।৬

পরন্তু তুমি যে সকল রত্ন আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, রাজন্! আমি সেই সমস্ত রত্ন সীতা প্রভৃতি কন্যাদিগকে প্রদান করিলাম।৭

শ্রীরামকে এই কথা বলিয়া শ্রীমান্ রাজা জনক প্রসন্নমনে শ্রীরামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক মিথিলাতে গমন করিলেন।৮

জনকরাজ গমন করিলে রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সামর্থ্যশালী কেকয়রাজপুত্র মাতুল যুধাজিৎকে বলিলেন।৯

পুরুষপ্রধান! রাজন্! আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই অযোধ্যারাজ্য সকলই আপনার অধীন; অধিক কি, আপনিই আমাদিগের আশ্রয়।১০

বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনার জন্য চিন্তিত হইবেন, অতএব পার্থিব! আপনার অগ্রেই গমন করা আমার অভিপ্রেত।১১

বহুধন এবং বিবিধ রত্নসকল লইয়া লক্ষ্মণ আপনার সহায়তার জন্য অনুগমন করিবে।১২

তখন যুধাজিৎ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রামকে বলিলেন,—রাঘব! এই ধন এবং রত্নসকল তোমার অক্ষয় হউক।১৩

রাম প্রথম তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন পরে কেকয়কুলবর্দ্ধন রাজকুমার যুধাজিৎ রাজা শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন।১৪

যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধের পর বিষ্ণুর সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেকয়েশ্বর যুধাজিৎ লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন।১৫

রাম তাঁহাকে বিদায় দিয়া অকুতোভয় বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন।১৬

রাজন্! আপনি রাজ্যাভিষেকের সাহায্যার্থ ভরতের সহিত উদ্যোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন।১৭

এক্ষণে আপনি সুন্দর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিতা, উত্তম তোরণশোভিতা এবং রমণীয়া কাশীপুরীতে গমন করুন; কারণ, ঐ বারাণসীপুরী আপনিই রক্ষা করেন।১৮

এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।
পর্য্যস্বজত ধর্ম্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্ ॥১৯
বিসর্জয়ামাস তদা কৌসল্যাপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ ॥২০
বারাণসীং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জিতঃ।
বিসৃজ্য তং কাশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্ ॥২১
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্।
ভবতাং প্রীতিরব্যগ্রা তেজসা পরিরক্ষিতা ॥২২
ধর্ম্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যঞ্চ ভবতাং সদা।
যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্ ॥২৩
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ॥২৪
রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রামাত্য-বান্ধবঃ।
ভবদ্ভিশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ॥২৫
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাৎ তনয়াং হৃতাম্।
উদ্যুক্তানাঞ্চ সর্বেষাং পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৬
কালোঽপ্যতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচয়াম্যতঃ।
প্রত্যুচুস্তঞ্চ রাজানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ ॥২৭
দিষ্ট্যা ত্বং বিজয়ী রাম স্বরাজ্যেঽপি প্রতিষ্ঠিতম্।
দিষ্ট্যা প্রত্যাহৃতা সীতা দিষ্ট্যা শত্রুঃ পরাজিতঃ ॥২৮
এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।
যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাত্রবম্ ॥২৯
এতৎ ত্বয্যুপপন্নঞ্চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসে।
প্রশংসার্হে ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্তুমীদৃশীম্ ॥৩০

ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে রাখিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন।১৯

তখন কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম এইরূপে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সেই অকুতোভয় কাশীরাজও রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে বারাণসীতে গমন করিলেন। রাঘব কাশীপতিকে বিদায় দিয়া সহাস্য মধুর বাক্যে ভিন্নদেশ মহীপতিকে বলিলেন,—আমার প্রতি আপনাদের যে অবিচল প্রেম, তাহা আপনাদের নিজ নিজ প্রভাবেই রক্ষিত। আপনাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও সত্য নিয়তরূপে নিরন্তর বিদ্যমান আছে। আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের প্রভাব ও তেজেই দুর্বুদ্ধি, দুরাত্মা ও রাক্ষসাধম রাবণ ধ্বংস হইয়াছে। আমি কেবল উহার মধ্যে নিমিত্ত মাত্র; রাবণ পুত্র, অমাত্য, বান্ধব ও স্বজনের সহিত আপনাদের তেজোবলেই বিনষ্ট হইয়াছে। জনকদুহিতা সীতার হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছে। মহামনা সকল ভূপতিই রাক্ষসবধে আমার সাহায্যের জন্য উদ্যোগী আছেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি এই স্থানে আপনাদের বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের স্ব স্ব রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তখন নরপতিগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।২০-২৭

রাম! আপনি ভাগ্যক্রমে বিজয়লাভ করিয়াছেন এবং রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অধিক কি, আপনি সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুকে পরাজয় করিয়াছেন ও ভাগ্যক্রমে সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন।২৮

রাম! আমাদের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কামনা ও অতিশয় আনন্দের কথা যে, আপনাকে আমরা বিজয়ী দেখিতেছি এবং আপনার শত্রুকুল বিনষ্ট হইয়াছে।২৯

প্রশংসনীয় রাম! আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিলেন, তাহা তো আপনার যোগ্যকর্ম্ম। কিন্তু আমরা আপনার প্রশংসা করিতে পারি—এরূপ বাক্‌শক্তি আমাদের নাই। এখন আমরা আজ্ঞা চাহিতেছি—আমরা স্বপুরীতে গমন করিব। আপনি যেরূপ আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমরাও সেইরূপ যাহাতে আপনার হৃদয়ে সপ্রেমে অবস্থান করিতে পারি, আপনি তাদৃশ প্রেম আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত রাখুন। মহারাজ! আমাদের প্রতি আপনারও যেন এইরূপ অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকে।

আপৃচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিস্থো নঃ সদা ভবান্।
বর্তামহে মহাবাহো প্রীত্যাত্র মহতা বৃতাঃ ॥৩১

ভবেচ্ছ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা।
বাঢ়মিত্যেব রাজানো হর্ষেণ পরমান্বিতাঃ ॥৩২

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাঘবং গমনোৎসুকাঃ।
পূজিতাস্তে চ রামেণ জগ্মুর্দেশান্ স্বকান্ স্বকান্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

নৃপগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন। রাম তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি করিলেন; সেই গমনোৎসুক নৃপতিগণও রামকর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন ।৩০-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামায় রাজ্ঞামুপহারদানম্, শ্রীরামেণাপি তেষাং মিত্র-বানর-রাক্ষস-ভল্লুকেভ্যঃ প্রদানম্, যথাসুখং তত্র বানরাদীনাং কালযাপনঞ্চ।]

তে প্রযাতা মহাস্থানঃ পার্থিবাস্তে প্রহৃষ্টবৎ।
গজ-বাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১
অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।
ভরতস্যাজ্ঞয়ানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনঃ ॥২
উচুস্তে চ মহীপালা বল-দর্পসমন্বিতাঃ।
ন রাম-রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥৩
ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্।
হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥৪

রামস্য বাহুবীর্য্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ।
সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেম বিগতজ্বরাঃ ॥৫
এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ ॥৬
স্বানি রাজ্যানি মুখ্যানি ধন্যানি মুদিতানি চ।
সমৃদ্ধধনধান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ ॥৭
যথাপুরাণি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ।
রামস্য প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥৮

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[রাজগণ কর্তৃক শ্রীরামকে উপহার দান, তৎসমস্ত শ্রীরাম কর্তৃক মিত্র, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ-মধ্যে বিতরণ এবং সুখে বানরাদির তথায় অবস্থান।]

রামচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাত্মা রাজগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব সকলের পাদভরে ভূমণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব রাজ্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১

অত্যন্ত আনন্দিত-বলবাহনযুক্ত বহু অক্ষৌহিণী সেনার সহিত যে সকল রাজা ভরতের আজ্ঞানুসারে উদ্যোগী হইয়া রামের সাহায্যার্থে তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই মহীপালেরা বল ও দর্পবশতঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমরা রাম ও রাবণকে সম্মুখসমরে উপস্থিত দেখিতে পাইলাম না।২-৩

রাবণ বধের পর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভরত আমাদিগকে বৃথা আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি অগ্রে আনীত হইয়া যুদ্ধ করার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এই সকল ভূপতি রাক্ষসদিগকে অবিলম্বে নিহত করিতেন—ইহাতে সংশয় নাই।৪

আমরা রাম-লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া

অশ্বান্ যানানি বস্ত্রাণি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।
চন্দনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৯
মণিমুক্তাপ্রবালাংশ্চ দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ।
অজাবিকঞ্চ বিবিধং রথাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥১০
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
আদায় তানি বস্ত্রাণি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ ॥১১
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
তানি বস্ত্রাণি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্ ॥১২
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ।
সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে ॥১৩
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ।
রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ যৈর্বৃতো জয়মাপ্তবান্ ॥১৪
তে সর্বে রামদত্তানি বস্ত্রাণি কপিরাক্ষসাঃ।
শিরোভির্ধারয়ামাসুর্ভুজেষু চ মহাবলাঃ ॥১৫

হনূমন্তঞ্চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥১৬
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাত্মজঃ ॥১৭
সুগ্রীবমন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিতে রতৌ।
অর্হতো বিবিধাং পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা ব্যপমুচ্যাঙ্গাদ্ ভূষণানি মহাযশাঃ।
স বব্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ ॥১৯
আভাষ্য চ মহাবীর্য্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্।
নীলং নলং কেসরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥২০
সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
জাম্ববন্তং গবাক্ষঞ্চ বিনতং ধূম্রমেব চ ॥২১
বলীমুখং প্রজঙ্ঘঞ্চ সন্নাদঞ্চ মহাবলম্।
দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুঞ্চ যূথপম্ ॥২২

অক্লেশে শত্রুপুরে গমন করত সুখে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ তৎকালে হৃষ্টান্তঃকরণে এইরূপ ও অন্যান্য সহস্র সহস্র কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।৭-৯

তাঁহাদের নিজ নিজ প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যসকল মহারত্ন, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ এবং সুখ ও আনন্দপ্রদ ছিল। নৃপতিগণ পূর্ব্ববৎ অক্ষতশরীরে নিজ নিজ নগরে উপস্থিত হইয়া রামের প্রিয়কামনায় নানাবিধ বস্ত্র, অশ্ব, দাস, মদমত্ত মাতঙ্গ, উত্তম চন্দন, দিব্য আভরণ, মণিমুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ ছাগ ও ভেড়া এবং বিবিধ রথসকল তাঁহাকে (শ্রীরামকে) উপহার দিলেন। মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেই রত্ন লইয়া পুনরায় স্বীয় পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।৭-১১

রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে আসিয়া ঐ তিন পুরুষ-প্রধান রামকে সেই বিচিত্র বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন।১২

মহাত্মা রাম পরমাদরে সেই রত্ন লইয়া কৃতকর্ম্মা (উপকারী) বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ অন্য রাক্ষস ও বানরগণকে বিতরণ করিলেন। কারণ, রামচন্দ্র তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করত জয়লাভ করিয়াছিলেন।১৩-১৪

সেই মহাবল রাক্ষস এবং বানরগণ রামদত্ত বস্ত্ররাজি মস্তকে এবং হস্তে ধারণ করিল।১৫

ইক্ষ্বাকুনরপতি, মহারথ, বীর্য্যবান্ ও কমললোচন রাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলেন,—এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং বায়ুপুত্র হনুমান্‌ও তোমার সুমন্ত্রী। সুগ্রীব! ইহারা উভয়েই তোমার মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমার হিতকর কার্য্যে নিরত; অতএব হে বানররাজ! তোমার জন্য ইহারা আমার যথেষ্ট সম্মানের যোগ্য।১৬-১৮

মহাযশস্বী রাম এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণসকল উন্মোচন পূর্ব্বক অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন।১৯

তারপর শ্রীরাম নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, মহাবল সন্নাদ, দধিমুখ, দরীমুখ ও ইন্দ্রজানু প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী বানরযূথপতি-

মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব।
সুহৃদো মে ভবন্তশ্চ শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥২৩
যুষ্মাভিরুদ্ধৃতশ্চাহং ব্যসনাৎ কাননৌকসঃ।
ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাং বরৈঃ ॥২৪
এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সম্বজে চ নরর্ষভঃ ॥২৫
তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ ॥২৬
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্তমিব তে সর্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥২৭

রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্দ্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্য্যৈর্ঋক্ষৈশ্চৈব মহাবলৈঃ ॥২৮
এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ ॥২৯
ইক্ষ্বাকুনগরে রম্যে পরাং প্রীতিমুপাদধতাম্।
রামশ্চ প্রীতিকরণৈঃ কালস্তেষাং সুখং যযৌ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

দিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—(বানরবীরবৃন্দ !) তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ্ এবং ভ্রাতা ।২০-২৩

অধিক কি ; হে বনবাসিগণ ! তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ ; তোমাদিগের ন্যায় উত্তম সুহৃদের সাহায্যে রাজা সুগ্রীব ধন্য হইয়াছেন ।২৪

নরবর রাম এই বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বসন ও হীরকাদি ভূষণ দান করত আলিঙ্গন করিলেন ।২৫

তারপর মধুপানে পিঙ্গলবর্ণ বানরসকল সুগন্ধি মধু পান, রাজভোগ্য বস্তুসকল ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল ।২৬

বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপে তথায় অবস্থান করত একমাসের অধিক কাল অতিবাহিত করিল, কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহা মুহূর্তের ন্যায় মনে হইতে লাগিল ।২৭

রামও সেই কামরূপী বীর্য্যবান্ বানর, রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষগণের সহিত অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।২৮

সন্তুষ্টচিত্ত বানর এবং রাক্ষসগণ এইরূপে সর্বপ্রকার সুখে শীতকালের আরও একমাস অতিবাহিত করিল ।২৯

রামের আদরযত্নে তাহারা সেই ইক্ষ্বাকুনরপতি-গণের সুরম্য রাজধানী অযোধ্যানগরীতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল ।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বানরর্ক্ষ-রাক্ষসানাং গমনানুমতিঃ।]

তথা স্ম তেষাং বসতামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্।
রাঘবস্তু মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥১
গম্যতাং সৌম্য কিষ্কিন্ধাং দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ।
পালয়স্ব সহামাত্যো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥২
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
পশ্য ত্বং হনুমন্তঞ্চ নলঞ্চ সুমহাবলম্ ॥৩
সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারঞ্চ বলিনাং বরম্।
কুমুদং চৈব দুর্দ্ধর্ষং নীলং চৈব মহাবলম্ ॥৪
বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভঞ্চ মহাবলম্ ॥৫
ঋক্ষরাজঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্।
পশ্য প্রীতিসমাযুক্তো গন্ধমাদনমেব চ ॥৬
ঋষভঞ্চ সুবিক্রান্তং প্লবঙ্গঞ্চ সুপাটলম্।
কেসরিং শরভং শুম্ভং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্ ॥৭
যে যে মে হুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
পশ্য ত্বং প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥৮
এবমুক্ত্বা চ সুগ্রীবমাশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা ॥৯
লঙ্কাং প্রশাধি ধর্ম্মেণ ধর্মজ্ঞস্ত্বং মতো মম।
পুরস্য রাক্ষসানাঞ্চ ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ ॥১০
মা চ বুদ্ধিমধর্ম্মে ত্বং কুর্য্যা রাজন্ কথঞ্চন।
বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্ ॥১১
অহঞ্চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া।
স্মর্ত্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ ॥১২

চত্বারিংশ সর্গ

[বানর, ঋক্ষ (ভল্লুক) ও রাক্ষসগণের বিদায়।]

এইরূপে সুখে ঋক্ষ (ভল্লুক) বানর ও রাক্ষসগণ অযোধ্যাতে বাস করিতেছে, এমন সময় তাহাদের মধ্যে সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া মহাতেজস্বী রঘুনন্দন রাম—এই কথা বলিলেন।১

সৌম্য! দেবতা ও অসুরগণের দুর্জ্জয় কিষ্কিন্ধা-নগরীতে গমন কর এবং সেখানে অমাত্যের সহিত বাস করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর।২

মহাবাহো! তুমি মহাবল অঙ্গদ, হনুমান্ এবং নলকে সর্ব্বদা অতিশয় প্রীতিপূর্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিবে।৩

তোমার শ্বশুর সুষেণ, বলশালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল, শরভ, অতিশয় বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং গন্ধমাদনকে তুমি প্রেমপূর্ণ-নয়নে দেখিবে।৪-৬

পরাক্রমশালী ঋষভ, বানর সুপাটল, কেসরী, শরভ, শুম্ভ এবং মহাবল শঙ্খচূড়কে প্রীতিপূর্ণচিত্তে দর্শন করিবে।৭

অধিক কি, যে যে মহাত্মা বানরেরা আমার নিমিত্ত জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে প্রসন্নহৃদয়ে দেখিবে এবং ইহাদের অনিষ্ট আচরণ করিবে না।৮

রাম এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে বারংবার আলিঙ্গন করত বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। তুমি ধর্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। আমি তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া মনে করি। সেইরূপ পুরবাসিগণ, সকল রাক্ষস এবং ভ্রাতা কুবেরও তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া মনে করেন।৯-১০

রাজন্! তুমি কোন প্রকারে অধর্ম্মে মতি রাখিবে

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৩
তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্য্যমদ্ভুতমেব চ।
মাধুর্য্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা ॥১৪
তেষামেবং ব্রুবাণানাং বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্।
হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫
স্নেহো মে পরমং রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু ॥১৬
যাবদ্ রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তু প্রাণা মম ন সংশয়ঃ ॥১৭
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ ॥১৮

তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ ॥১৯
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনূমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সম্বজে স্নেহাদ্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২০
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা ॥২১
তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেষ্বপ্যবস্তথা।
লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ ॥২২
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্ ॥২৩
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যৎ ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্ ॥২৪

মা; কারণ যাঁহারা বুদ্ধিমান, সেই রাজারাই ধর্মপথে থাকিয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিয়া থাকেন।১১

রাজন্! তুমি আমাকে এবং সুগ্রীবকে সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এক্ষণে পরমানন্দে অক্লেশে গমন কর।১২

ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল।১৩

মহাবাহো রাম! আপনার বুদ্ধি ও পরাক্রম অদ্ভুত। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্বভাবে সদা পরম মাধুর্য্য রহিয়াছে। বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপে রামের গুণগাথা বলিতেছে, এমন সময় হনুমান্ প্রণত হইয়া রামকে বলিল।১৪-১৫

হে বীর, হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার সতত মহান্ স্নেহ থাকে, আপনাতে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি থাকে ও আমার চিত্ত যেন বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হয়।১৬

হে বীর! মহীতলে যে পর্য্যন্ত রামকথা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার প্রাণ নিঃসন্দেহে আমার শরীরে বাস করিবে।১৭

রঘুনন্দন নরোত্তম রাম! আপনার এই যে দিব্য চরিত্র ও কথা রহিয়াছে, ইহা অপ্সরোগণ আমাকে শ্রবণ করাইবে।১৮

প্রভো বীর! যেরূপ বায়ু মেঘখণ্ড অপসারণ করে, সেইরূপ আমিও আপনার চরিত্রামৃত শ্রবণ করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।১৯

হনুমান্ এই কথা বলিলে, রাম উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন।২০

কপিবর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে,—ইহাতে সংশয় নাই। যে পর্য্যন্ত আমার কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে; সেইপর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং শরীরে প্রাণধারণ করিয়া বাস করিবে। অধিক কি, যাবৎকাল লোকসকল থাকিবে, তাবৎকাল আমার কথাও থাকিবে।২১-২২

কপিবর! তোমার এক একটি উপকারের পরিবর্ত্তে আমার প্রাণ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু শেষ উপকারের জন্য আমি তোমার নিকট ঋণী থাকিলাম।২৩

বানর! তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক (ইহাই আমি কামনা করি।)

ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুক্ত্বা কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে বব্ধ চ হনূমতঃ ॥২৫
তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
বরাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥২৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥২৭
সুগ্রীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা সর্বে তে বাষ্পবিক্লবাঃ ॥২৮
সর্বে চ তে বাষ্পকলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ।
সম্মূঢ়া ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা ॥২৯

কৃতপ্রসাদাস্তেনৈবং রাঘবেণ মহাত্মনা।
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥৩০

ততস্তু তে রাক্ষস-ঋক্ষ-বানরাঃ
প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্ধনম্।
বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ
প্রতিপ্রযাতাস্তু যথা নিবাসিনঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কারণ, আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে মানব প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। (সুতরাং ইহা আমি চাহি না যে, তুমি বিপদে পতিত হও, আর আমি সেই বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করি) ।২৪

তারপর রাম মধ্যদেশে বৈদূর্য্যমণিশোভিত চন্দ্রমাতুল্য উজ্জ্বল হার কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন ।২৫

যেরূপ সুবর্ণপর্ব্বতরাজ সুমেরু শিখরস্থিত চন্দ্র(কিরণ) দ্বারা শোভিত হয়, সেইরূপ হনুমান্ বক্ষঃস্থলে উৎকৃষ্ট হার দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ।২৬

তারপর সেই মহাবল বানরগণ রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে উত্থিত হইয়া পদযুগলে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নির্গত হইল ।২৭

রামচন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ ও সুগ্রীবকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সকলেরই নয়ন বাষ্পজলে পূর্ণ হইল ও তাহারা ভাবী রামবিরহে ব্যথিত হইয়া উঠিল ।২৮

রামকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া তৎকালে বানরগণের নয়নযুগল বাষ্পজলে পূর্ণ হইয়া যাইল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল—কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না; পরন্তু তাহারা প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ।২৯

মহাত্মা রাঘব কর্তৃক আপ্যায়িত হইলেও বানরগণ দেহহীন প্রাণীর ন্যায় বিষমনে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল ।৩০

অনন্তর সেই বানর, রাক্ষস এবং ঋক্ষগণ রামবিচ্ছেদ-শোকে অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া রঘুবংশবর্দ্ধন রামকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিল ।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[কুবেরপ্রেষিতপুষ্পকবিমানস্যাগমনম্, শ্রীরামেণ পূজিতস্যানুগৃহীতস্য চ পুষ্পকস্য অদৃশ্যেন গমনম্ ; ভরতস্য শ্রীরামরাজ্যপ্রভাববর্ণনঞ্চ ।]

বিসৃজ্য চ মহাবাহুর্ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসান্ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখং সুখী ॥১
অথাপরাহ্ণসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরিক্ষান্মহাপ্রভুঃ ॥২
সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্ ।
কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো ॥৩
তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ভবনং প্রতি ।
উপস্থাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত ॥৪
নির্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥৫
মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ।
রাবণে সগণে চৈব সপুত্রে সহবান্ধবে ॥৬
স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জিতঃ পরমাত্মনা ।
বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥৭
পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্ ।
বহেলোকস্য সংযানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৮
সোঽহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥৯
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া ।
চরাম্যহং প্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥১০
এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ ।
উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥১১
যদ্ধেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক ।
আনুকূল্যাদ্ ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥১২

একচত্বারিংশ সর্গ

[কুবেরপ্রেরিত পুষ্পক বিমানের আগমন এবং শ্রীরামকর্তৃক পূজিত ও অনুগৃহীত পুষ্পকবিমানের অদৃশ্য হইয়া গমন। ভরতকর্তৃক শ্রীরাম রাজ্যের প্রভাব বর্ণন।]

সুধী মহাবাহু রাম ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে ও আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।১

একদিন অপরাহ্ণকালে নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মধুর আকাশবাণী শুনিলেন ।২

হে সৌম্য রাম! আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে নিরীক্ষণ করুন। প্রভো! আমি পুষ্পকরথ কুবেরভবন হইতে আসিয়াছি ।৩

হে নরশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার আদেশমত কুবেরের সেবা করিতে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন ।৪

(বিমান!) নরপতি মহাত্মা রঘুনন্দন রাম রাক্ষসপতি দুর্জয় রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছেন ।৫

সেই দুরাত্মা রাবণ সেবকগণ, পুত্র, বান্ধব এবং স্বজনের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছে ।৬

বিশেষতঃ পরমাত্মা রাম শত্রুকে জয় করত তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে হে সৌম্য। আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি সেই রামেরই বাহন হও ।৭

রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীরাম সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়। তুমি তাঁহাকে বহন করিবার জন্য গমন কর,—ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট গমন কর ।৮

মহাত্মা কুবেরের আজ্ঞানুসারে আমি আপনার

লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥১৩
গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা।
সিদ্ধানাঞ্চ গতৌ সৌম্য মা বিষাদেন যোজয় ॥১৪
প্রতিঘাতশ্চ তে মা ভূদ্ যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ।
এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ॥১৫
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা।
এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাত্মনি ॥১৬
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্।
বিবুধাস্ত্বমি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ॥১৭
অমানুষাণি সত্ত্বানি ব্যাহৃতানি মুহুর্মুহুঃ।
অনাময়শ্চ মর্ত্যানাং লাভো মাল্যে গতো হ্যয়ম্ ॥১৮

জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নায়াতি রাঘব।
অরোগপ্রসবা নার্য্যো বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ ॥১৯
হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্য পুরবাসিনঃ।
কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ ॥২০
বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ।
ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বরঃ ॥২১
কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌর-জানপদাস্তথা।
এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ ॥
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন ।৯

যখন কুবেরের আজ্ঞায় আমি সর্ব্বভূতের অজ্ঞেয়, অতএব আমি নিজ প্রভাববশতঃ আপনার আজ্ঞা পালন পূর্বক সর্ব্বত্র বিচরণ করিব ।১০

পুষ্পকরথ এইরূপ বলিলে তখন মহাবল রাম পুনরাগত বিমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ।১১

বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপই হয়, তবে স্বচ্ছন্দে আগমন কর; অধুনা ধনেশ্বরের আদেশমত কার্য্য করায় আমার কোন মর্য্যাদাভঙ্গাদি দোষ হইবে না ।১২

তখন মহাবাহু রাম পুষ্প, লাজ (খৈ) ও সুগন্ধ ধূপদ্বারা পুষ্পক-বিমানের-পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি গমন কর। বিভু সৌম্য। যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি সিদ্ধগণের প্রদর্শিত শূন্য (আকাশ) পথে আগমন করিবে। আমাদের বিয়োগজনিত দুঃখে বিষণ্ণ হইও না ।১৩-১৪

তোমার গতি কেহ প্রতিহত করিতে পারিবে না, অতএব তুমি নির্বিঘ্নে যেদিকে ইচ্ছা গমন কর। তখন পুষ্পক বিমান বলিল—তাহাই হউক। তারপর রাম পুষ্পকবিমানের পূজাকরত তাহাকে বিদায় দিলেন ।১৫

তখন পুষ্পক বিমান সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল। ঐ পুষ্পক বিমান কৃতার্থ হইয়া এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দনকে বলিলেন,—বীর! আপনি দেবতাস্বরূপ, এই কারণে আপনার রাজ্যশাসনকালে মনুষ্যেতর অন্য প্রাণীও মনুষ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ কথা বলিতেছে। আপনার রাজ্যাভিষেকের পর একমাসেরও অধিককাল গত হইয়াছে; তথাপি মনুষ্যগণের কোন পীড়া হয় নাই ।১৬-১৮

রাঘব! জীবগণ জরাগ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে না। নারীগণ নীরোগ সন্তান প্রসব করিতেছে ও মানবগণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে ।১৯

রাজন্! পুরবাসী জনগণের অধিকতর হর্ষ হইয়াছে, মেঘ যথাকালে অমৃতসদৃশ বারিবর্ষণ করিতেছে ।২০

মঙ্গলময় সুখস্পর্শবায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোক নগরে নগরে ঘোষণা করিতেছে যে, আমাদের ঈদৃশ প্রভাবশালী রাজা চিরকাল অবস্থান করুন। নৃপসত্তম রাম ভরতকর্তৃক কথিত এতাদৃশ সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন ।২১-২২

ইতি মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অশোকবনে সীতা-রাময়োর্বিহারঃ, গর্ভিণ্যাঃ সীতাদেব্যাস্তপোবনদর্শনাভিলাষপ্রকাশঃ, তত্র শ্রীরামস্য স্বীকৃতিশ্চ ।]

স বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ।
প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং তদা ॥১
চন্দনাগুরু-চূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়কৈরপি ।
দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদুপশোভিতাম্ ॥২
চম্পকাশোক-পুন্নাগ-মধূক-পনসাদনৈঃ ।
শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ ॥৩
লোধ্র-নীপার্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ ।
মন্দার-কদলী-গুল্ম-লতা-জালসমাবৃতাম্ ॥৪
প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি ।
জম্বুভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্ ॥৫
সর্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ ।
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ ॥৬
তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ ।
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরসঙ্কুলৈঃ ॥৭
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ ।
শোভিতাং শতশশ্চিত্রাং চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥৮
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ ।
নীলাঞ্জননিভাশ্চান্যে ভান্তি তত্র স্ম পাদপাঃ ॥৯
সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ ।
দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা ॥১০
মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥১১
দাত্যূহ-শুকসঙ্ঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ ।
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[অশোকবনে রাম-সীতার বিহার, গর্ভিণী সীতা দেবীর তপোবনদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ এবং শ্রীরামের তাহাতে স্বীকৃতি দান ।]

সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানকে বিদায় দিয়া মহাবাহু রাম অশোকবনে (অন্তঃপুরমধ্যে বিহারযোগ্য উপবনে) প্রবেশ করিলেন ।১

সেই উপবনে চন্দন, অগুরু, আম্র, নারিকেল, রক্তচন্দন ও দেবদারু বৃক্ষ চতুর্দিক্ শোভিত করিতেছে ।২

চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মধূক, কাঁঠাল, শাল এবং ধূমহীন অনলপ্রতিম পারিজাতবৃক্ষে উপবনের চতুর্দিক্ সুশোভিত । লোধ্র, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, তিনিশ, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, ধূলীকদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম্ব, কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষ এবং লতা ও গুল্ম-সমূহ দ্বারা ঐ উপবন পরিশোভিত ।৩-৫

ঐ উদ্যানে কিশলয় ও পল্লবসমন্বিত রমণীয় মনোহর তরুসকল দিব্যসুগন্ধি পুষ্পসমূহ এবং সুরসাল ফলরাজি দ্বারা শোভিত রহিয়াছে ।৬

বৃক্ষরোপণে সুনিপুণ শিল্পিগণ ঐ দিব্য তরুসকলকে সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিয়াছে । বিশেষতঃ ঐ বৃক্ষসমূহ সুচারু পল্লব ও পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ; মত্ত ভ্রমরকুল তাহাতে সর্বদা থাকিয়া ঐ উপবনের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে ।৭

কোকিলকুল, ভ্রমরকুল এবং নানাবর্ণ পক্ষী সকল আম্র-কুসুমের কেসরে ভূষিত হইয়া শত শত বর্ণে চিত্রিত হওত, সেই উপবনের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে ।৮

সেখানকার কোন কোন বৃক্ষ স্বর্ণবর্ণ, কোন কোন বৃক্ষ অগ্নিশিখাসদৃশ এবং কোন কোন বৃক্ষ নীল কজ্জলতুল্য, এইরূপে তাহারা ঐ বনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে ।৯

ঐ বৃক্ষসমূহে সুগন্ধি পুষ্প এবং পুষ্পগুচ্ছসকল

প্রাকারৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ।
তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভৈঃ ॥১৩
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাং পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্।
তত্র সঙ্ঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ॥১৪
প্রচ্যুতাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব।
নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা ॥১৫
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্।
বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাগৃহসমাবৃতাম্ ॥১৬
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।
আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে ॥১৭
কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥১৮
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥১৯
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্ত্বরমাহরন্।
উপানৃত্যাংশ্চ রাজ্ঞানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥২০
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ॥২১
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
মনোঽভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ ॥২২
রময়ামাস ধর্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ।
স তয়া সীতয়া সার্ধমাসীনো বিররাজ হ ॥২৩
অরুন্ধত্যা ইবাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা।
এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥২৪

শোভা পাইতেছে। সেই উপবনে অতি নির্মল জলপূর্ণ বিবিধাকার বহু দীর্ঘিকা রহিয়াছে।১০

ঐ দীর্ঘিকার সোপানশ্রেণী মাণিক্য দ্বারা নির্ম্মিত। সোপান (সিঁড়ি) ব্যতীতও জলের মধ্যভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি স্ফটিকমণিদ্বারা বদ্ধ। প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপলসকল তাহাতে শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে।১১

দাত্যূহ (ডাহুক) ও শুক পক্ষিসকল কূজন করিতেছে এবং হংস ও সারসপক্ষিগণ কলরব করিতেছে। তীরজাত তরুরাজি পুষ্পদ্বারা বিচিত্র বর্ণ হইয়া তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে।১২

বিবিধাকার প্রাচীর ও শিলাতল দ্বারা দীর্ঘিকার অধিকতর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ বনপ্রান্ত বৈদূর্য্যমণিতুল্য নানাবর্ণের বিবিধ নূতন তৃণে পূর্ণ রহিয়াছে এবং সেখানে বহু পুষ্পিত বৃক্ষ শোভিত আছে। বায়ুর চালনে পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে পুষ্পসকল পতিত হওয়ায় সেখানকার প্রস্তরসকল তারাগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। ইন্দ্রের নন্দনবন এবং ব্রহ্মার চৈত্ররথ যেমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত, সেইরূপ রামচন্দ্রের এই কাননও সুন্দরভাবে বিরচিত। যাহাতে একত্র বহুজন অবস্থান করিতে পারে, এরূপ বহু আসনযুক্ত গৃহ এবং লতাগৃহ সমাবৃত বিস্তীর্ণ অশোকবনে রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রবেশ করিয়া কুশাস্তরণের উপরি পাতিত ও পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ ইন্দ্র শচীকে সুধাপান করান, সেইরূপ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র স্বীয় হস্ত দ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইলেন। কিঙ্করেরা রামের ভোজনের জন্য সুমিষ্ট মাংস এবং নানাবিধ ফল সত্বর আহরণ করিল। তখন নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরোগণ ও নাগকন্যাগণ কিন্নরীগণের সহিত রাজার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীত-বিশারদা উদার প্রকৃতি রূপবতী রমণীরা পান-বশীভূত হইয়া কাকুৎস্থ রামসন্নিধানে নৃত্য করিতে লাগিল। মনোভিরামশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রাম সর্ব্বদা সুন্দর-ভূষণে ভূষিতা মনোভিরামা রমণীকুলকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি সীতার সহিত উপবেশন করিয়া অরুন্ধতী সহ উপবিষ্ট বসিষ্ঠের ন্যায় তেজ দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া দেবকন্যাসদৃশী বৈদেহী সীতাকে প্রতিদিন দেবতার ন্যায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপ

রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ ।
তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতা-রাঘবয়োশ্চিরম্ ॥২৫
অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা ।
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ ॥২৬
পূর্বাহ্ণে ধর্মকার্য্যাণি কৃত্বা ধর্ম্মেণ ধর্মবিৎ ।
শেষং দিবসভাগার্ধমন্তঃপুরগতোঽভবৎ ॥২৭
সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকানি বৈ ।
শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্বাসামবিশেষতঃ ॥২৮
অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরা ।
ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী ॥২৯
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥৩০
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্ ।
অপত্যলাভো বৈদেহী ত্বয্যয়ং সমুপস্থিতঃ ॥৩১
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব ।
স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৩২
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব ।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্ ॥৩৩
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্তিতুম্ ।
এষ মে পরমঃ কামো যন্মূলফলভোজিনাম্ ॥৩৪
অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥
বিব্রূহি ভব বৈদেহি সো গমিষ্যস্যদংশয়ম্ ॥৩৫
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ।
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্বৃতঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিহার করিতে করিতে রাম ও সীতার সর্ব্বদা ভোগপ্রদ শুভ শিশিরকাল অতীত হইয়া গেল। এইরূপে বিবিধ ভোগবিলাসে ঐ রাজদম্পতীর শিশির (শীত) কাল অতিবাহিত হইল ।১৩-২৬

ধর্মজ্ঞ রামচন্দ্র দিবসের পূর্বভাগ ধর্মানুসারে ধর্মকর্ম করিয়া দিবসের অবশিষ্টভাগে অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করিতেন ।২৭

সীতা দেবীও পূর্ব্বাহ্ণে দেবার্চ্চনায় রত থাকিয়া শ্বশ্রূদিগের সমানরূপে সেবা করিতেন ।২৮

যেরূপ স্বর্গে শচীদেবী বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন্, সেইরূপ সীতাদেবী বিচিত্র বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন ।২৯

রাঘব সীতার গর্ভলক্ষণরূপ মঙ্গলময় চিহ্ন দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন ।৩০

তারপর দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরী সীতাকে বলিলেন,—বৈদেহি। তোমার গর্ভ-লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; অতএব সুন্দরি। তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ? আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? অনন্তর বৈদেহী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে বলিলেন,—রঘুনন্দন। পবিত্র তপোবন দর্শন করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। দেব। ফলমূলভোজী উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের পাদমূলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা হয়। কাকুৎস্থ! ফলমূলদেবী মুনিগণের তপোবনে একরাত্রিও বাস করি, এই আমার একান্ত বাসনা। অনায়াসে মহৎ কর্মকারী রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—বৈদেহী। তুমি নিশ্চিন্ত হও, কল্যই গমন করিবে—ইহাতে সংশয় নাই ।৩১-৩৫

কাকুৎস্থ রাম জনকদুহিতা সীতাকে এই কথা বলিয়া সুহৃদ্গণের সহিত মধ্যকক্ষ (প্রকোষ্ঠ) মধ্যে গমন করিলেন ।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুরবাসিভ্যো ভদ্রস্য সীতাবিষয়কাশুভচর্চ্চাশ্রবণম্, রামস্য নিকটে তৎকথনঞ্চ]

তত্রোপবিষ্টং রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ।
কথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমন্ততঃ ॥১
বিজয়ো মধুমত্তশ্চ কাশ্যপো মঙ্গলঃ কুলঃ।
সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দন্তবক্ত্রঃ সুমাগধঃ ॥২
এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ।
কথয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥৩
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিদ্ রাঘবঃ সমভাষত।
কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিদিতেষু চ ॥৪
মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌর-জানপদাঃ জনাঃ।
কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥৫
কিং নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিং নু মাতরম্।
বক্তব্যতাঞ্চ রাজানো বনে রাজ্যে ব্রজন্তি চ ॥৬
এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
স্মিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্ত্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥৭
অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববধাজ্জিতম্।
ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথ্যন্তে পুরুষর্ষভ ॥৮
এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ ॥৯
শুভাশুভানি বাক্যানি কান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কার্য্যং ন কুর্য্যামশুভানি চ ॥১০
কথয়স্ব চ বিস্রব্ধো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ।
কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পাপা জনপদেষু চ ॥১১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[পুরবাসীদিগের নিকট হইতে ভদ্রের সীতাবিষয়ক অশুভ চর্চ্চা শ্রবণ এবং তাহা রামসমীপে কথন।]

সেখানে (মধ্যকক্ষায়) উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার চতুর্দিকে স্থিত সভ্যগণ বহুপ্রকার কথা ও বিবিধ হাস্য-বিলাসে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।১

সেই সভ্যগণের নাম—বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র, ও সুমাগধ।২

এই হৃষ্টচিত্ত সভ্যগণ পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রাঘবের নিকট নানা প্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিল।৩

তারপর কোন এক কথার প্রসঙ্গে রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—ভদ্র! বর্ত্তমানে এই নগরে কোন বিষয়ের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইয়া থাকে?৪

বিশেষতঃ পৌর ও জনপদবাসী জনগণ আমার সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ কথা লইয়া আন্দোলন করে? অথবা সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং বিমাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশেই বা তাহারা কোন্ কোন্ কথা উল্লেখ করিয়া থাকে?৫-৬

রাম ইহা বলিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—রাজন্! পুরবাসীরা সকলে আপনার শুভকথাই উল্লেখ করিয়া থাকে।৭

কিন্তু সৌম্য পুরুষপ্রবর! রাবণবধরূপ যে আপনার বিজয়, পুরবাসীরা তাহা লইয়া আপন আপন আলয়ে অনেক কথার জল্পনা করে।৮

রঘুনন্দন রাম ভদ্রের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—পুরবাসীরা যে সকল শুভ অশুভ বাক্য বলিয়া থাকে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণনা কর। আমি তাহা শ্রবণ করত এখন অশুভ কার্য্য না করিয়া শুভ কার্য্যই করিব।৯-১০

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
চত্বরাপণ-রথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ ॥১৩
দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্।
অশ্রুতং পূর্বকৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরপি সদানবৈঃ ॥১৪
রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৫
হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥১৬
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্ ॥১৭
লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি ॥১৮
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে ॥১৯
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্বান্ কথমেতদ্ব্রবন্তু মাম্ ॥২১
সর্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচুঃ রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥২২
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জয়ামাস তদা বয়স্যাঞ্ছত্রুসূদনঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পুরবাসীরা নগরে যে সকল পাপ-কথা কহিয়া থাকে, তুমি মনে কোন ব্যথা না করিয়া বিষণ্ণ ও নির্ভয়চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।১১

ভদ্র রঘুনন্দনের এইরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবাহু রামকে বলিল।১২

রাজন্! বন, উপবন, বিপণি (দোকান, বাজার) প্রাঙ্গণ ও পথিমধ্যে পুরবাসীরা যে সকল শুভ ও অশুভ কথা বলে, আপনি তাহা শ্রবণ করুন।১৩

ভদ্র বলিল,—রাম সাগরে দুষ্কর সেতুবন্ধন করিয়াছেন, এই কর্ম প্রথমে কি দানব, কি দেবতা—কেহই কখন শ্রবণ করেন নাই।১৪

রাম বল ও বাহনের সহিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে নিহত করিয়াছেন; অধিক কি, ভল্লুক, রাক্ষস ও বানরগণকে আপনার বশে আনয়ন করিয়াছেন।১৫

রঘুনন্দন রাম সমরে রাবণকে সংহার করিয়া, রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনর্ব্বার সীতাকে আপনার পুরীতে আনয়ন করিয়াছেন।১৬

রাবণ পূর্ব্বে সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করত বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়াছিল, তথাপি রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগজনিত সুখ কি প্রকারে হইতেছে?১৭

সীতা রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া অশোকবনে কালযাপন করিয়াছেন, তথাপি রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন না?১৮

রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব আমাদিগকেও স্ত্রীগণের এই দোষ সহ্য করিতে হইবে।১৯

রাজন্! সমস্ত নগর, জনপদ ও পুরবাসীরা এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া থাকে।২০

রঘুনন্দন রাম তাহার এই কথা শুনিয়া নিতান্ত পীড়িতের ন্যায় সমস্ত সুহৃদ্গণকে বলিলেন—ভদ্র যাহা বলিতেছে, উহা কি সত্য? আপনারা আমাকে তাহা বলুন।২১

তখন তাহারা সকলে অবনত মস্তকে প্রণাম এবং অভিবাদন করিয়া দীনচিত্ত রঘুনন্দন রামকে বলিল,—ভদ্র যাহা বলিল, তাহা সত্য—সংশয় নাই।২২

তখন শত্রুনাশন কাকুৎস্থ রাম তাহাদের সকলের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বয়স্যদিগকে বিদায় দিলেন।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুজ্ঞয়া সর্বেষাম্ ভ্রাতৃণাং তৎসমীপে আগমনম্ ।]

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।
সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।
ভরতঞ্চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্ ॥২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বাঃস্থো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ।
লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥৩
উবাচ সুমহাত্মানং বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥৪
বাঢ়মিত্যেব সৌমিত্রিঃ কৃত্বা রাঘবশাসনম্ ।
প্রাদ্রবদ্ রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥৫
প্রয়ান্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা দ্বাঃস্থো ভরতমন্তিকাৎ ।
উবাচ ভরতং তত্র বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা দ্বাঃস্থাদ্ রামসমীরিতম্ ॥৭
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণং পদ্ভ্যামেব মহাবলঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৮
শত্রুঘ্নভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ ।
এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥৯
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য শত্রুঘ্নঃ পরমাসনাৎ ॥১০
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রযযৌ যত্র রাঘবঃ ।
দ্বাঃস্থমাগম্য রামায় সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥১১
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৃন্ ত্বান্ সমুপস্থিতান্ ।
কুমারানাগতাংশ্চ শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলীতেন্দ্রিয়ঃ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামের অনুমতিতে সকল ভ্রাতৃগণের তাঁহার নিকট আগমন ।]

রঘুনন্দন রাম সুহৃদ্গণকে বিদায় দিয়া নিজবুদ্ধিতে কর্তব্য স্থির করত নিকটবর্তী দ্বারীকে বলিলেন ।১

শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাভাগ ভরত ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর ।২

দ্বারী কৃতাঞ্জলিপুটে রামের বাক্য শিরোধার্য করিয়া বিনা বাধায় লক্ষ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল ।৩

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে জয়ঘোষণা দ্বারা মহাত্মা লক্ষ্মণের সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করুন ।৪

সুমিত্রকুমার লক্ষ্মণ রাঘবের অনুমতি শ্রবণকরত 'যাইতেছি' এই কথা বলিয়া রথারোহণ পূর্বক সত্বর রামের ভবনে গমন করিলেন ।৫

লক্ষ্মণকে যাইতে দেখিয়া দ্বারী বিনীতভাবে ভরতের নিকট গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সংবর্দ্ধনা করিয়া ভরতকে বলিল,—মহারাজ ! আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন মহাবল ভরত দ্বারীর নিকটে রামের বাক্য শ্রবণকরত আসন হইতে উত্থিত হইয়া সত্বর পাদচারেই (পায়ে হাঁটিয়াই) প্রস্থান করিলেন । ভরতকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া দ্বারী অতি সত্বর শত্রুঘ্নের গৃহে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুঘ্নকে বলিল,—রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি আগমন করুন, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ।৬-৯

মহাযশস্বী ভরত এবং লক্ষ্মণ পূর্বেই গিয়াছেন । তখন শত্রুঘ্ন তাহার বাক্য শ্রবণ পূর্বক উত্তম আসন হইতেই ধরণীতলে মস্তক পাতিত করিয়া রামকে বন্দনাকরত যে স্থানে রঘুনন্দন রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন । তারপর দ্বারী রামের নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল—আপনার ভ্রাতৃগণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । দীনচিত্ত রাম

অবাঙ্মুখো দীনমনা দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ।
প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ॥১৩
এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণাঃ প্রিয়া মম।
আজ্ঞপ্তাস্তু নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ শুক্লবাসসঃ ॥১৪
প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ।
তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ॥১৫
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতম্।
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ ॥
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥১৬
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্বে রামস্তুচ্ছ্রাণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥১৭

তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ ॥১৮
ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥১৯
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সম্ভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥২০
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবদানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্বে কিং নু রাজাভিধাস্যতি ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কুমারগণের আগমন সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দ্বারীকে বলিলেন,—তুমি সত্বর কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর।১০-১৩

কারণ, ইহারা আমার প্রিয়তম প্রাণ; অধিক কি, আমার জীবন ইহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তারপর সেই শুক্লবস্ত্রধারী সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নরপতি রামের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা রামের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সন্ধ্যাকালীন (অস্তমিত) সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য দেখিলেন। তাঁহারা ধীমান্ রামের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং হতশ্রী পদ্মের ন্যায় বদন অবলোকন করত ত্বরান্বিত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহার পদতলে প্রণাম পূর্ব্বক অবহিতচিত্তে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাম কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া উত্থাপিত করত "আসনে উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন।১৪-১৮

রাজকুমারগণ। তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন; তোমাদিগের দ্বারা সম্পাদিত এই রাজ্য আমি পালন করিয়া থাকি।১৯

নরেশ্বরবৃন্দ। তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী এবং পরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞ। এইসময় আমি যাহা বলিব, তোমরা সকলে মিলিতভাবে তাহার সম্পাদন করিবে। কাকুৎস্থ রাম এইকথা বলিলে, তাঁহারা সকলে উৎকর্ণ হইলেন এবং রাজা কি বলিবেন—এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।২০-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃগণসমীপে শ্রীরামেণ লোকাপবাদকথায়া জ্ঞাপনম্, সীতাং বনবাসায় প্রেষয়িতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামাজ্ঞাদেশশ্চ।]

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১
সর্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ততে কথা ॥২
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥৩
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥৪
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।
রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া ॥৫
তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি।
অত্রোষিতামিমাং সীতামনয়েহং কথং পুরীম্ ॥৬
প্রত্যয়ার্থং ততঃ সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা।
প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনঃ ॥৭
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা ॥৮
ঋষীণাং চৈব সর্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্।
এবং শুদ্ধসমাচারা দেব-গন্ধর্বসন্নিধৌ ॥৯
লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেদিতা।
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক ভ্রাতৃগণসমীপে লোকাপবাদের কথা জ্ঞাপন এবং সীতাকে বনবাসে দিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।]

দুঃখিতমনে সকল ভ্রাতা উপবেশন করিলে কাকুৎস্থ রাম বিষণ্ণবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন।১

তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর। এখন মনকে অন্যবিষয়ে চালিত করিও না। পুরবাসীরা সীতার সম্বন্ধে যে বিষয় আলোচনা করে, তাহা বলিতেছি।২

পুরবাসীরা এবং জনপদবাসীরা সীতাসম্বন্ধে যে নিরতিশয় অপবাদ দিয়া আমার উপর ঘৃণা পোষণ করে, সেই নিন্দাবাদই আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করিতেছে।৩

আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্র কুলে উৎপন্না হইয়াছেন।৪

হে সৌম্য লক্ষ্মণ। বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং রাবণকে যেরূপে আমি বিনষ্ট করিয়াছি, তাহা তুমি জান।৫

তৎকালে জনক-দুহিতা সীতাবিষয়ে আমার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল যে, সীতা দীর্ঘকাল লঙ্কায় বাস করিয়াছিল, অতএব তাহাকে কিরূপে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইব ?৬

সুমিত্রাকুমার! তৎকালে সীতা পাতিব্রত্য ধর্মের পরীক্ষা দিয়া আমাদের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তোমার সমক্ষেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তখন অগ্নিদেব দেবগণ-সন্নিধানে মৈথিলীকে নিষ্পাপ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অধিক কি, পূর্বে আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য দেবতা এবং ঋষিগণসমীপে জনকদুহিতার পবিত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুরপতি মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে দেবতা ও গন্ধর্বদকাশে এইরূপ পবিত্রচরিত্র সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধা বলিয়া জানেন।৭-১০

ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে ॥১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্তির্যস্য গীয়তে লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥১২
পততোঽধর্ম্মলোকান্ যাবদ্ধ্রুবঃ প্রকীর্ত্যতে।
অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥১৩
কীর্ত্যর্থস্তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥১৪
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥১৫
নহি পশ্যাম্যহং ভূতং কিঞ্চিদ্ দুঃখমতোঽধিকম্।
শ্বস্তু প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ॥১৬

আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ ॥১৭
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈতাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম।
ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥১৯
তস্মাদ্ গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং যদ্বৈতৎ প্রতিবারিতে ॥২০
লালিতা হি ময়া যূয়ং প্রাণাভ্যাং জীবিতেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ক্রূরমনুনেতুং কথঞ্চন ॥২১
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ।
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ ॥২২

এই কারণেই আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়াছি। কিন্তু পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের এইরূপ সুমহান্ নিন্দাবাদে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই সংসারে যে কোন প্রাণী কাহারও যদি অপকীর্তি ঘোষণা করে এবং এই অপকীর্তির চর্চ্চা যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন সেই অকীর্তিমান্ পুরুষ অধমলোকে (নরকে) পতিত হইয়া থাকে। দেবগণও অকীর্তির নিন্দা এবং কীর্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন।১১-১৩

এই কারণে মহাত্মাগণের সকল উত্তমকর্ম্মের আয়োজন, কীর্ত্তির জন্যই হইয়া থাকে। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি লোকনিন্দার ভয়ে আপনার জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি; সেখানে জনকতনয়ার কথা কি বলিব! সেইহেতু এক্ষণে তোমরা দেখ—আমি কিরূপ অকীর্তির জন্য শোকসাগরে পতিত হইয়াছি।১৪-১৫

হায়, ইহা অপেক্ষা বেশী দুঃখে যে আমি কখনও পতিত হইয়াছি, তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। লক্ষ্মণ তুমি কল্যই প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের সীমার বাহিরে পরিত্যাগ কর। রঘুনন্দন! গঙ্গার পরপারে তমসানদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকির স্বর্গতুল্য পবিত্র আশ্রম আছে। লক্ষ্মণ! সেই বিজন প্রদেশে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। তুমি আমার এই আজ্ঞা পালন কর এবং সীতার পরিত্যাগ বিষয়ে তুমি কোনরূপ অন্য কথা (উপন্যাস) বলিতে আসিও না।১৬-১৯

হে লক্ষ্মণ! এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়াই তুমি প্রস্থান কর। আর যদি তুমি আমার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে দ্বিধাভাব দেখাও, তাহা হইলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।২০

আমি তোমাদিগকে আমার চরণ ও প্রাণের দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, যাহারা আমার এই সিদ্ধান্তের উপর অনুনয়-বিনয় করিয়া অন্য কিছু বলিতে আসিবে, তাহারা আমার কার্য্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করায় অহিতাচারী অর্থাৎ শত্রু মধ্যে গণিত হইবে। তোমরা যদি আমার সম্মান রাখিতে চাও এবং আমার শাসনে থাকিতে চাও, তবে অদ্যই এখান হইতে সীতাকে লইয়া যাও ও আমার আজ্ঞা পালন কর। সীতা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম সকল দর্শন করিব;

ইতোঽস্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম।
পূর্বমুক্তোঽহমনঘা গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্ ॥২৩

পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ত্যতামিতি।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ বিহিতেক্ষণঃ ॥২৪

অতএব তাঁহার এই অভিলাষ পূরণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রামের দুই নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত

স বিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি হস্তীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রথেন সীতাং পরিত্যক্তুং লক্ষ্মণস্য গমনম্, গঙ্গাতীরে উপস্থিতিশ্চ।]

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্ বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১

সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে।
স্বাস্তীর্ণং রাজবচনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্ ॥২

সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমং পুণ্যকর্মণাম্।
ময়া নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ ॥৩

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রথে করিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের গমন এবং গঙ্গাতটে উপস্থিতি।]

তারপর রাত্রিশেষে প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিত হইয়া শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন।১

সারথে। তুমি এক উত্তম রথে শীঘ্রগামী অশ্বযোজনা কর এবং রাজভবন হইতে সীতাদেবীর পবিত্র আসন আনয়ন করিয়া রথে পাতিয়া দাও। আমি মহারাজের বাক্যানুসারে সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে

সুমন্ত্রস্তু তথেত্যুক্ত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
রথং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সুখশয্যয়া ॥৪

আনীয়েবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্ধনম্।
রথোঽহং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্য্যং ক্রিয়তাং প্রভো ॥৫

এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রাজবেশ্মনি লক্ষ্মণঃ।
প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ ॥৬

লইয়া যাইব, অতএব তুমি অবিলম্বে রথ লইয়া আইস।২-৩

সুমন্ত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া যাহাতে সুখপ্রদ শয্যাযুক্ত বিছানা পাতা আছে, উত্তম অশ্বযোজিত তাদৃশ সুন্দর রথ আনয়ন করিয়া মিত্রগণের মানবর্দ্ধন সৌমিত্রিকে বলিল,—প্রভো। এই রথ উপস্থিত লইয়াছে, অতএব এক্ষণে যাহা করিতে হইবে, তাহা করুন।৪-৫

নরোত্তম লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া রাজভবনে প্রবেশ করত সীতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৬

ত্বয়া কিলৈষ নৃপতির্বরং বৈ যাচিতঃ প্রভুঃ।
নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাশ্রমাংশ্চাশ্রমং প্রতি ॥৭

গঙ্গাতীরে ময়া দেবি ঋষীণামাশ্রমান্ শুভান্।
শীঘ্রং গত্বা তু বৈদেহী শাসনাৎ পার্থিবস্য নঃ ॥৮

অরণ্যে মুনিভির্জুষ্টে অবনেয়া ভবিষ্যসি।
এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ॥৯

প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনং চাপ্যরোচয়ৎ।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥১০

গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে।
ইমানি মুনিপত্নীনাং দাস্যাম্যাভরণান্যহম্ ॥১১

বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ।
সৌমিত্রিস্তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥১২

প্রযযৌ শীঘ্রতুরগং রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্।
অব্রবীচ্চ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥১৩

অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যস্থ গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে ॥১৪

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অবসন্নমিব লক্ষয়ে।
ঔৎসুক্যং পরমং চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম ॥১৫

শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন।
অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল ॥১৬

শ্বশ্রূণাং চৈব মে বীর সর্বাসামবিশেষতঃ।
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ॥১৭

ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যযাচত।
লক্ষ্মণোঽথ ততঃ শ্রুত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্ ॥১৮

শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা।
ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে ॥১৯

প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ।
যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমস্য ভাগীরথীজলম্ ॥২০

দেবি! আপনি পূর্ব্বে এই নৃপতিসন্নিধানে আশ্রম-দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিও আশ্রমে লইয়া যাইতে তৎকালে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।৭

অতএব দেবি! বৈদেহি! ঐ কথানুসারে আপনি গঙ্গাতীরে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে ত্বরায় গমন করুন, আমি ভূপালের শাসনানুসারে আপনাকে মুনিজনসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব। বৈদেহী মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বিদেহদুহিতা সীতা বহুমূল্য বসন এবং বিবিধ রত্নাদি লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন—আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ, মহামূল্য বস্ত্র এবং নানাবিধ ধন দান করিব। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া মৈথিলীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা গমন করিলেন। তখন সীতা দেবী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন ৮-১৩

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! আমি অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করিতেছি। অদ্য আমার দক্ষিণনয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে।১৪

সুমিত্রাকুমার! আমার হৃদয় অবসন্ন লক্ষ করিতেছি, আমার মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইতেছে। আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছি।১৫

হে বিশাললোচন লক্ষ্মণ! আমি পৃথিবী শূন্যই দেখিতেছি। ভ্রাতৃবৎসল! তোমার সেই ভ্রাতা কুশলে আছেন ত?১৬

হে বীর! আমার শ্বশ্রূরা সকলেই ভাল আছেন? নগরে এবং জনপদে প্রাণিবর্গের কুশল ত?১৭

এই কথা বলিয়া সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকটে সকলের শুভ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশুষ্কমনে নতমস্তকে মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া বাহিরে সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—সমস্ত কুশল। তারপর গোমতীতীরে

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বক ইবৌজসা।
সোঽহমান্ বিচারয়িত্বা তু রথে যুক্তান্ মনোজবান্ ॥২১
আরোহস্বেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্ ॥২২
সীতা সৌমিত্রিণা সার্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা।
আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্ ॥২৩
অথার্দ্ধদিবসে গত্বা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্।
নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ ॥২৪
সীতা তু পরমায়ত্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্।
উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া ॥২৫
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাভিলষিতং মম।
হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ॥২৬
নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্ত্তসে পুরুষর্ষভ।
কচ্চিদ্ বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রং শোকমাগতঃ ॥২৭
মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ।
ন চাহমেবং শোচামি মৈবং ত্বং বালিশো ভব ॥২৮
তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।
ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ ॥২৯
ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ ॥৩০
মমাপি পদ্মপত্রাক্ষং সিংহোরস্কং কুশোদরম্।
ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং বৃষভতাং বরম্ ॥৩১
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।

উপস্থিত হইয়া এক আশ্রমে রাত্রিবাস করিলেন। সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ প্রভাতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র রথ যোজনা কর; কারণ, আমরা অদ্যই মহাদেবের ন্যায় ভাগীরথীর জল মস্তকে ধারণ করিব। সারথি মনের ন্যায় গতিশীল অশ্বদকলকে ক্ষণকাল বিচরণ করাইয়া রথে যোজনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বিদেহ-দুহিতা সীতাকে বলিল—আপনি রথে আরোহণ করুন। সীতা সারথির বাক্যানুসারে উত্তম রথে আরোহণ করিলেন।১৮-২২

বিশাললোচনা সীতা ধীমান্ সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের সহিত পাপহারিণী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন।২৩

অনন্তর লক্ষ্মণ অর্দ্ধদিবস (মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত) গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ অবলোকন পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।২৪

তখন ধর্মজ্ঞা সীতা অতিশয় চিন্তিতা হইয়া শোকপীড়িত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ?২৫

লক্ষ্মণ! বহুকাল হইতে আকাঙ্ক্ষিত জাহ্নবীতীরে আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। অতএব এই আনন্দের সময় তুমি কি জন্য আমাকে বিষণ্ণ করিতেছ?২৬

পুরুষপ্রবর! তুমি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে অবস্থিতি কর, সেই কারণে তুমি দুই রাত্রি তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছ বলিয়া কি শোকাকুল হইয়াছ?২৭

লক্ষ্মণ! রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তথাপি আমি এরূপ শোক করিতেছি না; তুমি এরূপ শিশুর ন্যায় হইলে কেন?২৮

আমাকে গঙ্গার পরপারে লইয়া চল এবং তাপসদিগের দর্শন লাভ করাও। তারপর আমি মুনিগণকে বস্ত্র ও আভরণসকল দান করিব।২৯

পরে মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক তথায় একরাত্রি বাস করিয়া পুনর্ব্বার সেই পুরীতে প্রত্যাগমন করিব।৩০

বিশেষতঃ কমলদলের ন্যায় যাঁহার লোচন বিস্তৃত, যাঁহার উদর অতি কৃশ, যিনি রমণগণশ্রেষ্ঠ ও সিংহবক্ষের ন্যায় যাঁহার বক্ষ বিশাল, সেই রামকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মনও উৎকণ্ঠিত হইতেছে।৩১

শত্রুবীরবিনাশী লক্ষ্মণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নয়ন-যুগল মার্জ্জনা করিয়া মাঝিকগণকে আহ্বান

নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥
ইয়ঞ্চ সজ্জা নৌশ্চেতি দাসাঃ প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥৩২
তিতীর্ষুর্লক্ষ্মণো গঙ্গাং শুভাং নাবমুপারুহৎ।
গঙ্গাং সন্তারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাং সমাহিতঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন। নাবিকগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণকে বলিল,—এই নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে।৩২

লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গাপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া (সীতার সহিত) সুন্দর নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং অতি সাবধানে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে গঙ্গা পার করাইলেন।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নাবা সীতাদেবীং পারেগঙ্গমানীয় দুঃখেন সহ লক্ষ্মণস্য তৎপরিত্যাগবার্ত্তাকথনম্।]

অথ নাবং সুবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ।
আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥১
সুমন্ত্রং চৈব সরথং স্থাপয়তামিতি লক্ষ্মণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবিকম্ ॥২
ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ।
উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্বাষ্পসংবৃতঃ ॥৩
হৃদ্দাহং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্য্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ ॥৪
শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ।
ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্য্যে নিযোজ্যো লোকনিন্দিতে ॥৫
প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্ত্তুমর্হসি শোভনে।
ইত্যঞ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ ॥৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[নৌকায় করিয়া সীতাদেবীকে গঙ্গার পরপারে লইয়া যাইয়া অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্মণের তাঁহাকে পরিত্যাগবার্ত্তা কথন।]

অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ নাবিকদের সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় মৈথিলীকে উঠাইয়া তৎপরে নিজে আরোহণ করিলেন।১

শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথের সহিত গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া নাবিককে যাইবার অনুমতি দিলেন।২

তারপর ভাগীরথীর পরপারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ বাষ্পাপ্লুতনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাদেবীকে বলিলেন।৩

বৈদেহি। রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও অদ্য আমাকে লোক-নিন্দিত এই ক্রূর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া লোকসমাজে আমাকে নিন্দাভাজন করিয়াছেন, সেইজন্য আমার হৃদয়ে সুমহৎ শল্য বিদ্ধ হইতেছে।৪

সুতরাং অদ্য এ অবস্থায় আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা বা মরণই যদি হইত, তাহা হইলে উহাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইত। পরন্তু ঈদৃশ লোকনিন্দিত কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করা উচিত হয়নি।৫

অতএব শোভনে। আপনি প্রসন্ন হউন, আমার কোন দোষ আপনি গ্রহণ করিবেন না। লক্ষ্মণ এই

রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঞ্চনস্থং মৃত্যুমাত্মনঃ।
মৈথিলীং ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ।
পশ্যামি ত্বাং ন চ স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥৮
শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যত্ত্বং সন্তাপমাগতঃ।
তদ্ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥৯
বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
আবাঙ্মুখো বাষ্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১০
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্।
পুরে জনপদে চৈব স্বৎকৃতে জনকাত্মজে ॥১১
রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেশ্য গৃহং গতঃ।
ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ ॥১২
যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎপৃষ্ঠতঃ কৃতঃ।
সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দোষা মম সন্নিধৌ ॥১৩

পৌরাপবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা।
আশ্রমান্তেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি ॥১৪
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় তথৈব কিল দৌহৃদম্।
তদেতদ্ভাগীরথীতীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্ ॥১৫
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ মা বিষাদং কৃথাঃ শুভে।
রাজ্ঞো দশরথস্যেব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।
পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ ॥
উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে ॥১৭
পতিব্রতত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করত স্বীয় মৃত্যু বাসনা করিলে সীতাদেবী লক্ষ্মণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ।৬-৭

লক্ষ্মণ! আমি রোদনের হেতু কিছুই বুঝিতেছি না, এতএব যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর; আমি তোমাকেও স্বস্থ দেখিতেছি না, মহীপতির মঙ্গল ত ? ৮

আমার বোধ হইতেছে—নরপতি তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি এইরূপ শোকে কাতর হইতেছ। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার নিকটে তৎসমুদয় যথাযথরূপে বল ।৯

বৈদেহী সীতার নিকট হইতে বলিবার এইরূপ প্রেরণা লাভকরত লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অধোবদন হইয়া এই কথা বলিলেন ।১০

জনকতনয়ে! নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শ্রবণ পূর্ব্বক রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকট তাহা ব্যক্তকরত গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবি! রাজা ক্রোধে যে সকল কথা হৃদয় হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না, সুতরাং সেই সকল কথা বলিতে বিরত হইলাম। দেবি! রাজা আমার নিকট আপনার নির্দ্দোষিতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, কেবল পুরবাসিগণের অপবাদভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতএব আপনি তাহা অন্যরূপে গ্রহণ করিবেন না। গর্ভিণীর (আপনার) অভিলাষ পূরণ এবং রাজার আদেশ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা আমি জানি; এই কারণে আমি আপনাকে আশ্রমপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। শুভে! গঙ্গাতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই তপোবন, ইহা রমণীয় এবং পবিত্র; অতএব আপনি এখানে থাকুন, বিষণ্ণা হইবেন না। মহাযশা দ্বিজবর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি আমাদের পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু, অতএব জনকতনয়ে! আপনি সেই মহাত্মার পাদমূলে উপনীত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করত সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বদা রামের ধ্যান করুন, তাহা দ্বারা আপনার পরম কল্যাণ হইবে ।১১-১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়া দুঃখপূর্ণোক্তিঃ, শ্রীরামায় তস্যাঃ সন্দেশদানম্, লক্ষ্মণস্য গমনম্, সীতায়াঃ ক্রন্দনঞ্চ।]

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দারুণং জনকাত্মজা।
পরং বিষাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ ॥১
সা মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
লক্ষ্মণং দীনয়া বাচা উবাচ জনকাত্মজা ॥২
মামিকেয়ং তনুর্নূনং স্রষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে ॥৩
কিং নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥৪
পুরাহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্তিনী।
অনুরুধ্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্ত্তিনী ॥৫
সা কথং ত্বাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা।
আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা ॥৬
কিং নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম চাসৎকৃতং প্রভো।
কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৭
ন খল্বস্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাজবংশস্য ভর্ত্তুর্মে পরিহাস্যতে ॥৮
যথাজ্ঞং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥৯
স্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[সীতার দুঃখপূর্ণ উক্তি, শ্রীরামের জন্য তাঁহার সংবাদদান, লক্ষ্মণের গমন এবং সীতার ক্রন্দন।]

জনকসুতা বৈদেহী সীতাদেবী লক্ষ্মণের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১

সেই জনকদুহিতা মুহূর্তকাল অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরে সংজ্ঞা লাভ পূর্বক বাষ্পজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন।২

লক্ষ্মণ! বিধাতা দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কারণে অদ্য আবার দুঃখরাশি মূর্তিমান্ হইয়া আসিয়াছে—দেখিতে হইল।৩

আমি পূর্বজন্মে এমন কোনও মহাপাপ করিয়াছিলাম অথবা কাহারও স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলাম, সেই কারণে আমি সতী ও পবিত্রচরিত্রা হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন।৪

লক্ষ্মণ! পূর্বে আমি নিজের ইচ্ছায় বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়াও রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করত বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম।৫

সৌম্য! এখন আমি প্রিয়জন-বিরহে কিরূপে একাকিনী আশ্রমে বাস করিব এবং একান্ত দুঃখিত হইয়াই বা নির্জনবনে কাহাকে নিজের দুঃখ বলিব?৬

প্রভো! 'মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কি কারণে ত্যাগ করিয়াছেন? তুমিই বা কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ?'—মুনিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব?৭

লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, এ সময় প্রাণত্যাগ করিলে আমার স্বামীর বংশলোপ হইবে; তাহা না হইলে অদ্যই জাহ্নবীজলে প্রাণত্যাগ করিতাম।৮

সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ! রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন কর; আমি দুঃখিনী, অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া রাজার আদেশ রক্ষা কর। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর।৯

লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

শিরসাভিনতো ক্রূয়াঃ সর্বাসামেব লক্ষ্মণ।
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ ॥১১
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ ॥১২
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ ॥১৩
ময়া চ পরিহর্তব্যঃ ত্বং হি মে পরমাগতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেণ সুসমাহিতঃ ॥১৪
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেষ ধর্মস্তে তস্মাৎ কীর্তিরনুত্তমা ॥১৫
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্মেণ সমবাপ্স্যসি।
অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ ॥১৬

যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ ॥১৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥১৮
নিরীক্ষ্য মাগ্র গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্।
এবং ব্রুবন্ত্যাং সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥১৯
শিরসা বন্দ্য ধরণীং ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ।
প্রদক্ষিণঞ্চ তাং কৃত্বা রুদন্নেব মহাদ্যুতিঃ ॥২০
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে।
দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে ॥২১
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে।
ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য পুনর্নাবমুপারুহৎ ॥২২

নতমস্তকে সকল শ্বশ্রূদিগকে সমানরূপে আমার প্রণাম দিবে এবং সেই সঙ্গে নরপতির চরণ-যুগলে প্রণত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।১০

লক্ষ্মণ! তুমি অন্তঃপুরের সকল বন্দনীয়া স্ত্রীগণকে আমার হইয়া প্রণাম করত আমার কুশল সমাচার দিবে এবং সদা ধর্মপালনে সাবধানচিত্ত মহারাজকেও আমার সংবাদ জানাবে।১১

তুমি রাজাকে বলিবে,—রঘুনন্দন! সীতা শুদ্ধচরিত্রা, আপনার প্রতি পরম ভক্তিমতী এবং সর্বদা আপনার কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তাহা আপনি বিশেষরূপে জানেন।১২

হে বীর! আপনি লোকাপবাদ ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয়, এরূপ কার্য্য আমারও করা উচিত নহে; কারণ, আপনিই আমার পরম আশ্রয়। সেই নরপতিকে আরও বলিবে যে, আপনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পুরবাসীদিগের প্রতিও যেন সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার করেন। তাহাতেই আপনার পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে ও তাহাতেই আপনি অত্যুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন।১৩-১৫

রাজন্! পুরবাসীদিগের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, তাহাই আপনার উত্তম ধর্ম ও কীর্তি বলিয়া জানিবেন। পুরুষোত্তম! আমি নিজ শরীরের জন্য কোন অনুশোচনা করিতেছি না।১৬

রঘুনন্দন! যেরূপ পৌরগণের অপবাদের জন্য অনুশোচনা করিতেছি, সেইরূপ আপনার জন্যও অনুশোচনা হইতেছে। কারণ পতিই নারীর দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু।১৭

সেইজন্য প্রাণ দিয়াও সর্বতোভাবে পতির প্রিয় কার্য্য করা কর্তব্য। অতএব তুমি আমার এই কথাগুলি সংক্ষেপে তাঁহার নিকট বলিবে। ঋতুকাল অতিক্রম করিয়া আমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে—ইহা তুমি দেখিয়া যাও। সীতা এইরূপ কহিলে অত্যন্ত দুঃখিত লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু তখন তিনি কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। তারপর লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাদেবীকে প্রদক্ষিণ করত মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—শোভনে। আপনি আমাকে কি বলিতেছেন? হে নিষ্পাপ পতিব্রতে! আপনার রূপ পূর্বে কখনও দেখি নাই, কেবল চরণ-যুগল দর্শন করিয়াছি।১৮-২১

আরুরোহ পুনর্নাবং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ ।
স গত্বা চোত্তরং তীরং শোকভারসমন্বিতঃ ॥২৩
সম্মূঢ় ইব দুঃখেন রথমধ্যারুহদ্ দ্রুতম্ ।
মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ ॥২৪
চেষ্টন্তীং পরতীরস্থাং লক্ষ্মণঃ প্রযযাবথ ।
দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥
নিরীক্ষ্যমাণাং তু ত্রিয়াং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥২৫

সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী ।
রুরোদ সা বহ্নিনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বিশেষতঃ রাম এখানে নাই, অতএব এ সময় বনমধ্যে আপনাকে একাকিনী কিরূপে দর্শন করিব ? পরে লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ করিলেন ।২২

তারপর লক্ষ্মণ পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিয়া নাবিককে নৌকা চালাইতে অনুমতি দিলেন। শোকাতুর লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তরতীরে গমন করত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্রুত রথে আরোহণ করিলেন এবং পরতীরে বারংবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় চেষ্টমানা সীতাকে দর্শন করিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ এবং রথ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইলে দেবী অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত তাঁহাকে (লক্ষ্মণকে) দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণ শোকগ্রস্ত হইলেন ।২৩-২৫

যশস্বিনী সতী সীতা তখন নিজের রক্ষক কাহাকেও না দেখিয়া দুঃখভারের অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যশোধারিণী সতী সীতাদেবী সেই সময় ময়ূর-নিনাদিত বনে অতিশয় দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মুনিকুমারেভ্যঃ সন্দেশং প্রাপ্য মহর্ষের্বাল্মীকেরাগমনম্, সীতায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, আশ্রমে আনয়নঞ্চ ।]

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তে তত্র মুনিদারকাঃ ।
প্রাদ্রবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাল্মীকিরগ্রধীঃ ॥১
অভিবাদ্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে ।
সর্বে নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্তু রুদিতস্বনম্ ॥২
অদৃষ্টপূর্বা ভগবন্ কস্যাপ্যেষা মহাত্মনঃ ।
পত্নী শ্রীরিব সম্মোহাদ্ বিরৌতি বিকৃতাননা ॥৩
ভগবন্ সাধু পশ্যেত্বং দেবতামিব খাচ্যুতাম্ ।
নদ্যাস্তু তীরে ভগবন্ বরস্ত্রী কাপি দুঃখিতা ॥৪

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[মুনিকুমারদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আগমন, সীতাকে সান্ত্বনাদান এবং আশ্রমে আনয়ন ।]

সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থিত মুনিবালকগণ যেখানে প্রখর বুদ্ধিশালী ভগবান্ বাল্মীকি ছিলেন, সেইখানে দৌড়াইয়া যাইলেন ।১

মুনিপুত্রগণ মহর্ষির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া সেই সীতার রোদনধ্বনির কথা নিবেদন করিলেন ।২

তাঁহারা বলিলেন—ভগবন্ ! লক্ষ্মীর ন্যায় পরমা সুন্দরী কোন মহাত্মার পত্নী অতি দুঃখে বিকৃতবদনে

দৃষ্টাস্মাভিঃ প্ররুদিতা ভৃশং শোকপরায়ণা।
অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ ॥৫

ন হেনাং মানুষীং বিদ্মঃ সংক্রিয়াস্তাঃ প্রযুজ্যতাম্।
আশ্রমস্যাবিদূরে চ স্থানমিয়ং শরণং গতা ॥৬

ত্রাতারমিচ্ছতে সাধ্বী ভগবংস্ত্রাতুমর্হসি।
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্মবিৎ ॥৭

তপসা লব্ধচক্ষুষ্মান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী।
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হ্যেনং মহামতিম্ ॥৮

তস্য দেশমভিপ্রেত্য কিঞ্চিৎ পদ্ভ্যাং মহামতিঃ।
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ ॥
দদর্শ রাঘবশ্রেষ্ঠাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ ॥৯

তাং সীতাং শোকভারার্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ন্নিব তেজসা ॥১০

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥১১

আয়ান্তীং চাপি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্মসমাধিনা।
কারণং চৈব সর্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্ ॥১২

তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
সর্বঞ্চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে ॥১৩

অপাপাং বেদ্মি সীতে তে তপোলব্ধেন চক্ষুনা।
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্ত্মসে ॥১৪

আশ্রমস্যাবিদূরে মে তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ।
তাস্ত্বাং বৎসে যথা বৎসং পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥১৫

রোদন করিতেছেন। আমরা তাদৃশ রমণী কোথাও দেখি নাই ।৩

ভগবন্! আপনি স্বয়ং যাইয়া স্বর্গচ্যুতা দেবীর ন্যায় ঐ রমণীকে উত্তমরূপে দর্শন করুন। ভগবন্! গঙ্গাদেবীর তীরে ঐ মহীয়সী রমণী দুঃখিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন ।৪

ঐ রমণী শোকদুঃখের অযোগ্যা, তথাপি তিনি প্রগাঢ় শোকে অভিভূতা হইয়া নদীতীরে অনাথার ন্যায় দীনভাবে একাকিনী বিলাপ করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আসিলাম ।৫

আমাদের বিবেচনায় ইনি মানুষী নহেন, অতএব আপনি ইঁহার সমাদর করুন। ঐ রমণী আপনার আশ্রমের অদূরে রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি আপনারই শরণাপন্না ।৬

ভগবন্! ঐ সাধ্বী দেবী নিজের রক্ষক অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে পরিত্রাণ করুন। তপোবলে জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ধর্মজ্ঞ বাল্মীকি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে মনে মনে কর্তব্য অবধারণ পূর্বক যেস্থানে মিথিলারাজপুত্রী অবস্থান করিতেছেন, সেখানে দ্রুতগতিতে গমন করিলেন। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ পরমবুদ্ধিমান্ বাল্মীকির অনুগমন করিলেন। মহামতি মুনি পদব্রজে সেই অভিপ্রেত স্থানের কিছুদূর গিয়া অর্ঘ্য হস্তে মনোহর জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—শ্রীরামের প্রিয় পত্নী সীতাদেবী অনাথার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ।৭-৯

মুনিবর বাল্মীকি তেজদ্বারা যেন সেই শোকভার প্রপীড়িতা সীতাকে আহ্লাদিত করিয়াই মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ।১০

পতিব্রতে! তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকরাজের কন্যা। তোমার আগমনের কুশল ত ? ১১

তুমি আসিতেছ, যোগবলে ইহা আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি এবং যাবতীয় তোমার পরিত্যাগের কারণও সমস্ত নিজমনে উপলব্ধি করিয়াছি ।১২

মহাভাগে! তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমি যথার্থরূপে জানি। কেবল তাহাই নহে, ত্রৈলোক্যমধ্যে যে কিছু ঘটনা হয়, তৎসমস্তই আমি জানিয়া থাকি ।১৩

সীতে! আমি তপোলব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা তোমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানি, অতএব বৈদেহি! তুমি আশ্বস্ত হও; এক্ষণে আমার আশ্রমে থাকিবে ।১৪

ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিস্রব্ধা বিগতজ্বরা।
যথা স্বগৃহমভ্যেত্য বিষাদং চৈব মা কৃথাঃ ॥১৬

শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭

তং প্রয়ান্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ।
উপাজগ্মুর্মুদা যুক্তা বচনং চেদমব্রুবন্ ॥১৮

স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনঞ্চ তে।
অভিবাদয়ামস্ত্বাং সর্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুর্মহে ॥১৯

তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ।
সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ ॥২০
স্নুষা দশরথস্যৈষা জনকস্য সুতা সতী।
অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা মম্না সদা ॥২১
ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি।
গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা যোঽস্তু বিশেষতঃ ॥২২
মুহুর্মুহুশ্চ বৈদেহীং পরিদায় মহাযশাঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বৎসে! আমার আশ্রমের অদূরে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত তোমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করিবেন ।১৫

এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হও। নিজ গৃহে আসিয়াছ—এই মনে করিয়া বিষাদ পরিত্যাগ কর ।১৬

সীতাদেবী মুনির অত্যদ্ভুত বাক্য শ্রবণকরত অবনত মস্তকে তাঁহার চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—তাহাই হউক ।১৭

সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অগ্রগামী মুনিবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সীতার সহিত মুনিকে আসিতে দেখিয়া মুনিপত্নীরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং হর্ষ-সহকারে বলিলেন ।১৮

মুনিবর! আপনার আগমন শুভ হউক। বহুকালের পর আপনার এখানে শুভাগমন হইল, আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আপনি অনুমতি করুন—কি কার্য্য করিব ।১৯

মুনিবর বাল্মীকি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—এই সীতা আসিয়াছেন, ইনি শ্রীমান্ রামের পত্নী ।২০

এই সীতাদেবী দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের দুহিতা। ইনি পতিব্রতা, ইঁহাতে পাপের লেশ মাত্রও নাই, তথাপি ইঁহার স্বামী ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেইজন্য ইঁহাকে আমার সদা লালন-পালন করিতে হইবে ।২১

তোমরা ইঁহাকে পরম স্নেহচক্ষে দেখিবে। আমার বাক্যানুসারে ও তোমাদের নিজ গৌরবানুসারে তোমরা ইঁহাকে বিশেষরূপে সম্মান করিবে ।২২

মহাযশা মহাতপস্বী বাল্মীকি বারংবার এই কথা বলিয়া সীতাকে তাপসীহস্তে সমর্পণ করত শিষ্যগণের সহিত পুনর্ব্বার নিজ আশ্রমে আগমন করিলেন ।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণ-সুমন্ত্রয়োঃ কথোপকথনম্ ।]

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্ ।
সন্তাপমগমদ্ ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥১
অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রসারথিম্ ।
সীতাসন্তাপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথে ॥২
ততো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি ।
পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ॥৩
ব্যক্তং দৈবাদহং মন্যে রাঘবস্য বিনাভবম্ ।
বৈদেহ্যা সারথে নিত্যং দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥৪
যো হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ সহ রাক্ষসৈঃ ।
নিহন্যাদ্ রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥৫
পুরা রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্ দণ্ডকে বিজনে বনে ।
উষিত্বা নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনে ॥৬

ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্ ।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে ॥৭
কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্মণ্যস্মিন্ গণোহরে ।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ ॥৮
এতা বাচো বহুবিধাঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ ।
সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি ।
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ ॥১০
ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্ ।
প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্ ॥১১
ত্বাং চৈব মৈথিলিং চৈব শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা ।
ন ত্যক্ষ্যতি ধর্মাত্মা কালেন মহতা মহান্ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের কথোপকথন ।]

এদিকে দুঃখিতচিত্ত লক্ষ্মণ মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতিশয় বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন ।১

তখন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ সুপরামর্শদাতা সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথে ! সীতার বিরহে রামের কিরূপ দুঃখ হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ ।২

রাঘবকে পবিত্রস্বভাবা ভার্য্যা জনকতনয়া সীতা-দেবীকে পরিত্যাগ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক দুঃখের বিষয় কি আছে ? ৩

সূত ! রঘুনাথের সহিত সীতাদেবীর এই যে নিত্য বিয়োগ, উহা দৈবকারণেই ঘটিতেছে—আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি । কারণ, দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ।৪

যে রঘুনন্দন রাম কুপিত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পারেন, তিনিও আজ দৈবের অধীন ।৫

রামচন্দ্র পূর্ব্বে পিতৃবাক্যানুসারে দণ্ডকনামক বিজন মহারণ্যে চতুর্দশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন ।৬

(তাহাতে তিনি যে দুঃখ পাইয়াছিলেন) তাহা হইতেও আজ অধিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ; কারণ, পৌরগণের কথা শুনিয়া এবম্ভূত তিনি নিজে সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন । ইহা অত্যন্ত নৃশংস বলিয়া আমার মনে হইতেছে ।৭

হে সূত ! অসাধুবাদী পৌরগণের কথায় এই অযশস্কর সীতাপরিত্যাগরূপ কার্য্য করিয়া রাম কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন ? ৮

এইরূপ লক্ষ্মণের নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে ইহা বলিতে লাগিলেন ।৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ

ইদং ত্বয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেঽপি বা।
রাজ্ঞা যো ব্যাহৃতং বাক্যং দুর্বাসা যদুবাচ হ ॥১৩
মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরর্ষভ।
ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ ॥১৪
ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা মামাহ পুরুষর্ষভঃ।
সূত ন ক্বচিদেবং তে বক্তব্যং জনসন্নিধৌ ॥১৫
তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎসমমাহিতঃ।
নৈব জাতৃনৃতং কুর্য্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্ ॥১৬
সর্বথৈব ন বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ।
যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন ॥১৭

যস্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতং পুরা।
তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥১৮
যেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমন্বিতম্।
ন ত্বয়া ভরতস্যাগ্রে শত্রুঘ্নস্যাপি সন্নিধৌ ॥১৯
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ।
তথ্যং ব্রূহীতি সৌমিত্রিঃ সূতং তং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিও না, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ তোমার পিতার সমীপে সীতার এই ভাবী নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।১০

মহাবাহু রাম কখন সুখভোগ করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত নিয়ত বহুতর দুঃখভোগ করিবেন এবং অবিলম্বে প্রিয়গণের সহিত বিযুক্ত হইবেন।১১

অধিক কি, ধর্ম্মাত্মা ও মহান্ রাম প্রবল কালের বশীভূত হইয়া ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা এবং তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন।১২

(রাজা দশরথ তোমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী জানিবার অভিপ্রায়ে দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলে) দুর্ব্বাসা তদুত্তরে রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা শত্রুঘ্ন, ভরত বা তোমাকে বলিতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন।১৩

নরোত্তম। দুর্ব্বাসামুনি বহুজন-সমীপে রাজা দশরথকে বশিষ্ঠ এবং আমার সমক্ষে তাহা বলিয়াছিলেন।১৪

ঋষির বাক্য শুনিয়া পুরুষপ্রবর মহারাজ আমাকে বলিলেন,—সূত! তুমি এই গুপ্ত-কথা কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।১৫

অতএব হে সৌম্য! আমি সেই লোকপাল দশরথের আদেশবাক্য কখনই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করিব না—ইহা আমার সঙ্কল্প, সেইজন্য আমি অতিশয় সাবধানে রহিয়াছি।১৬

হে সৌম্য! ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করা উচিত না হইলেও যদি তোমার শ্রবণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণে উৎসুকতা থাকে, তবে হে রঘুনন্দন! তুমি উহা শ্রবণ কর।১৭

যদিও নরনাথ দশরথ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি আমি তাহা ব্যক্ত করিব। কারণ, দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; যাহার জন্য আজ তুমিও এইরূপ দুঃখ এবং শোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভরত কিংবা শত্রুঘ্নের নিকট ইহা ব্যক্ত করিও না।১৮-১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গভীর অর্থযুক্ত সেই সত্য কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে বলিলেন,—তুমি বিস্তৃত ভাবে আমার নিকট তাহা বর্ণন কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[পথি মহর্ষি-ভৃগোর্দুর্বাসঃকথিতশাপকথাং সঞ্চটিষ্যমানং কমপি বৃত্তান্তমুক্ত্বা সুমন্ত্রস্য লক্ষ্মণায় সান্ত্বনাদানম্।]

তথা সঞ্চোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
তমার্ষমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥১
পুরা নাম্না হি দুর্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুবাস হ ॥২
তমাশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে সুমহাযশাঃ।
পুরোহিতং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্ ॥৩
স দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য দক্ষ্যপার্শ্বে মহামুনিম্ ॥৪
তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতো হ্যভ্যবাদয়ৎ।
স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ ॥৫
পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উবাস মুনিভিঃ সহ।
তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ ॥৬
বভূবুঃ পরমর্ষীণাং মধ্যাদিত্যগতেঽহনি।
ততঃ কথান্তে কস্যাঞ্চিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ ॥৭
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।
ভগবন্ কিং প্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি ॥৮
কিমায়ুশ্চ হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ।
রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ুঃ কিয়দ্ভবেৎ ॥৯
কাময়া ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতিং মম।
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞো দশরথস্য তু ॥১০
দুর্বাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহর্তুমুপচক্রমে।
শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি ॥১১
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভৎর্স্যমানা ভৃগুপত্নীং সমাশ্রিতাঃ।
তয়া দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[পথিমধ্যে সুমন্ত্রকর্তৃক দুর্বাসামুনিকথিত ভৃগু ঋষির শাপের কথা এবং 'ভবিষ্যতে হইবে' এইরূপ কিছু বৃত্তান্ত বলিয়া লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান।]

মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া সুমন্ত্র ঋষিকথিত সেই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।১

পুরাকালে অত্রিনন্দন মহামুনি দুর্বাসা বশিষ্ঠ মুনির পবিত্র আশ্রমে বর্ষাকালীন চার মাস (কাহারও মতে বর্ষকালব্যাপী) বাস করিতেছিলেন।২

একদিন তোমার অতীব যশস্বী ও মহাতেজা পিতা দশরথ মহাত্মা পুরোহিত বশিষ্ঠকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সেই আশ্রমে আগমন করেন।৩

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহামুনি দুর্বাসা যেন তেজ দ্বারা আকাশধাম হইয়াই বশিষ্ঠের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।৪

রাজা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেই তাপসপ্রবর মুনিযুগলকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা স্বাগতজিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য এবং ফল-পুষ্প দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিলে, রাজাও ঐ মুনিগণের সহিত উপবেশন করিলেন। তারপর মধ্যাহ্নকালে মহর্ষিগণ তথায় উপবেশন করিয়া নানাবিধ সুমধুর কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কোন কথার প্রসঙ্গে মহারাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিনন্দন তপোধন মহাত্মা দুর্বাসাকে বলিলেন,—ভগবন্! আমার বংশ কোন সময় পর্য্যন্ত চলিবে? (কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে?)।৫-৮

রামের আয়ু এবং আমার অন্য পুত্রগণেরই বা আয়ু কি পরিমাণ হইবে? রামের যাহারা পুত্র হইবে, তাহাদেরই বা আয়ু কিরূপ?।৯

ভগবন্! আমার এই বংশের পরিণামে কি গতি

তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোঽহরৎ ॥১৩
ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা পত্নীং ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
শশাপ সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুং রিপুকুলার্দনম্ ॥১৪
যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তস্মাত্ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দন ॥১৫
তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহ্বধিকম্।
শাপাভিহতচেতাস্তু স্বাত্মনা ভাবিতোঽভবৎ ॥১৬
অর্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ।
তপসারাধিতো দেবো হ্যব্রবীদ্ ভক্তবৎসলঃ ॥১৭
লোকানাং সম্প্রিয়ার্থন্তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্।
ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুণা পূর্ব্বজন্মনি ॥১৮

ইহাগতো হি পুত্রত্বং তব পার্থিবসত্তম।
রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ ॥১৯
তৎফলং প্রাপ্স্যতে চাপি ভৃগুশাপকৃতং মহৎ।
অযোধ্যায়াঃ পতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি ॥২০
সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥২১
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি।
সমূদ্ধৈশ্চাশ্বমেধৈশ্চ দৃষ্ট্বা পরমদুর্জয়ঃ ॥২২
রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহূন্ সংস্থাপয়িষ্যতি।
দ্বৌ পুত্রৌ তু ভবিষ্যেতে সীতায়াং রাঘবস্য তু ॥২৩
স সর্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্।
আখ্যায় সুমহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ ॥২৪

হইবে, তাহা আপনি ইচ্ছানুসারে বলুন। রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী দুর্ব্বাসা বলিলেন,—রাজন্! পুরাবৃত্ত (ইতিহাস) শ্রবণ করুন। যখন দেবাসুরের সংগ্রাম হয়, তৎকালে দৈত্যসকল সুরগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয় দান করিলে, তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিল।১০-১২

ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছেন দেখিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণু ক্রোধে তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করিলেন।১৩

পরে ভৃগু নিজ পত্নীর বিনাশ দর্শনে কুপিত হইয়া রিপুকুলবিনাশন বিষ্ণুকে সহসা এই শাপ প্রদান করিলেন।১৪

হে জনার্দ্দন! আমার পত্নী অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধে মোহিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে।১৫

তুমি সেখানে বহুবর্ষ পত্নীর বিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিবে। এইরূপ শাপ দিয়া ঐ ঋষি চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ভগবান্‌কে ঐ শাপ স্বীকার করিয়া লইবার জন্য শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে প্রেরণা জাগাইলেন। এইরূপ শাপের বিফলতাভয়ে পীড়িত মহর্ষি ভৃগু তপস্যাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল দেব নারায়ণ তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়া বলিলেন।১৬-১৭

ভুবাদি লোকসমূহের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ সেই শাপ স্বীকার করিলাম। হে মানদ রাজসত্তম! পূর্ব্বজন্মে ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া মহাতেজা বিষ্ণু ইহলোকে আপনার পুত্রত্ব স্বীকার করত ত্রিলোকমধ্যে রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।১৮-১৯

রাম ভৃগুমুনির সেই পত্নীবিয়োগরূপ সুমহৎ শাপফল প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তিনি সুচিরকাল অযোধ্যায় রাজা হইয়া অবস্থান করিবেন।২০

যাঁহারা তাঁহার অনুগামী, তাঁহারা সুখী ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবেন। অতি দুর্জ্জয় রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করত বহু অশ্বমেধ যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। রাম বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। সীতার গর্ভে রামের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।২১-২৩

অতীব তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা রাজবংশের অতীত

তূষ্ণীং ভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ।
অভিবাদ্য মহাত্মানৌ পুনরায়াৎ পুরোত্তমম্ ॥২৫
এতদ্ বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং পুরা।
শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ ভবিষ্যতি ॥২৬
সীতায়াশ্চ ততঃ পুত্রাবভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ।
অযোধ্যায়াং ন সন্দেহো মুনেস্তু বচনং যথা ॥২৭
এবং গতে ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি রাঘব।
সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম ॥২৮

শ্রুত্বা তু ব্যাহৃতং বাক্যং সূতস্য পরমাদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৯

ততঃ সংবদতোরেবং সূত-লক্ষ্মণয়োঃ পথি।
অস্তমর্কে গতে রাত্রিং কেশিন্যাং তাবথোষতুঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।২৪

তখন সেই মুনি মৌনাবলম্বন করিলে রাজা দশরথ মহাত্মা মুনিদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় আগমন করিলেন।২৫

মুনিবর পূর্ব্বে এই বাক্য আশ্রমে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়া ছিলাম (কখনও কাহাকে কিছু বলি নাই।), সুতরাং ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।২৬

মুনির বচনানুসারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, রঘুনন্দন রাম সীতার পুত্রদ্বয়কেই অযোধ্যানগরে অভিষিক্ত করিবেন।২৭

অতএব হে নরোত্তম রাঘব! এ অবস্থায় তোমার সীতা বা রামের নিমিত্ত দুঃখ করা উচিত নয়। তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।২৮

সারথির সেই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৯

পথিমধ্যে সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন অবস্থায় সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। তখন তাঁহারা কেশিনী নদীর তীরে রাত্রিযাপন করিলেন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অযোধ্যান্থিতরাজভবনমাসাদ্য দুঃখিনা রামেণ সহ লক্ষ্মণস্য মিলনম্,
তস্মৈ (রামায়) সান্ত্বনাদানঞ্চ ।]

তত্র তাং রজনীমুষ্য কেশিন্যাং রঘুনন্দনঃ ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা ॥১
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ ।
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্ ॥২
সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ ।
রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ ॥৩
তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য ভবনং শশিসন্নিভম্ ।
রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যত ॥৪
রাজ্ঞস্তু ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য্য নরোত্তমঃ ।
অবাঙ্‌মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥৫
স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ ॥৬
জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ।
উবাচ দীনয়া বাচা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥৭
আর্য্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ।
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে ॥৮
তত্র তাঞ্চ শুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্ ।
পুনরপ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥৯
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী ।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ ॥১০
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১১
তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্ ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দুঃখী রামের সহিত লক্ষ্মণের মিলন এবং তাহাকে (রামকে) সান্ত্বনাদান ।]

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনী নদীর তীরে সেই রজনী যাপন করত প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন ।১

তারপর মধ্যাহ্নকালে হৃষ্টপুষ্ট জনপরিবৃত ও রত্নপূর্ণ অযোধ্যানগরে ঐ বিশাল রথ উপস্থিত হইল ।২

তৎকালে মহামতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ একান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি রামের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব ? ৩

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামের চন্দ্রতুল্য পরম রমণীয় ভবন তাঁহার নয়নগোচর হইল ।৪

নরোত্তম লক্ষ্মণ মহারাজ রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে রথ হইতে অবতরণ করত অযোধ্যপুরে ও দীনমনে নির্ব্বাধায় তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন ।৫

লক্ষ্মণ উত্তম আসনে উপবিষ্ট অগ্রজ রামচন্দ্রকে অশ্রুপূর্ণলোচন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ(করে প্রণাম) করত কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে করুণস্বরে বলিলেন ।৬-৭

আর্য্যের আজ্ঞানুসারে যশস্বিনী ও সচ্চরিত্রা জনকদুহিতাকে যথানির্দ্দিষ্ট গঙ্গাতীরে বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি । হে বীর ! তারপর আপনার শ্রীচরণসেবা করিবার নিমিত্ত পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম ॥৮-৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! কালের গতি এইরূপ, অতএব আপনি শোক করিবেন না ; কারণ, আপনার ন্যায় জ্ঞানবান্ মনস্বিগণ শোক করেন না ।১০

সংসারে যত ঐশ্বর্য্য আছে, কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, উত্থান হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী,

শক্তস্ত্বমাত্মনাত্মানং বিনেতুং মনসা মনঃ।
লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং
পুনঃ শোকমাত্মনঃ ॥১৩
নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি বুদ্ধিমন্তঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ॥১৪
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৫
স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ।
ত্যজেমাং দুর্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব হ ॥১৬

এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ ॥১৭
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্য্যানুশাসনে ॥১৮
নিবৃত্তিশ্চাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ।
ভবদ্বাক্যৈঃ সুরুচিরৈরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সংযোগ অন্তে বিয়োগে পরিণত হয় এবং জীবের জীবন শেষে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১১

সেইজন্য স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং ধনে অতিশয় আসক্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।১২

হে কাকুৎস্থ! আপনি আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা (ভোক্তাত্মা) দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে এবং মন দ্বারা মনোবৃত্তিকে এবং লোকসকলকে সংযত রাখিতে সমর্থ। সুতরাং আপনার নিজের শোক যে সংযত করিবেন, তাহাতে আর বলার কি আছে? ১৩

হে রঘুনন্দন! আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এইরূপ বিপত্তিকালেও বিমোহিত হন না। আপনি যদি এখন সদা দুঃখিত মনে থাকেন, তাহা হইলে ঐ অপবাদ পুনরায় আপনার উপর আসিবে।১৪

রাজন্! আপনি যে অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি পুনরায় তাঁহার জন্য সর্ব্বদা শোক করেন, তাহা হইলে আপনার সেই অপবাদ নিঃসন্দেহে পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে নগরমধ্যে সংঘোষিত হইবে।১৫

অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া এই দুর্বল শোকবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, সন্তাপ করিবেন না।১৬

মহাত্মা লক্ষ্মণ মিত্রবৎসল কাকুৎস্থ রামকে এইরূপ বলিলে, তিনি পরম প্রীতিসহকারে লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ! তুমি যেরূপ বলিলে, সেইরূপই বটে। তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি।১৮

হে সৌম্য লক্ষ্মণ! এখন আমার শোক নিবৃত্ত ও সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে এবং তোমার সুন্দরবাক্যে আমি শান্তি লাভ করিলাম।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ লক্ষ্মণ-সমীপে কার্য্যার্থিনঃ পুরুষান্ প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারিণো রাজ্ঞো নৃগস্য শাপবৃত্তান্তস্য কথনম্, কার্য্যার্থিপুরুষান্ পর্য্যবেক্ষিতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামস্যাদেশশ্চ ।]

লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্ ।
সুপ্রীতশ্চাভবদ্ রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ।
যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ ॥২
যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে শুভলক্ষণ ।
তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ্ব বচনং মম ॥৩
চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্য্যং পৌরজনস্য চ ।
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তস্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥৪
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ।
কার্য্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ ॥৫
পৌরকার্য্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে ।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥৬
শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ ।
বভূব পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥৭
স কদাচিদ্ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ ॥৮
ততঃ সঙ্গাদ্ গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ ।
ব্রাহ্মণাস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবর্ত্তিনঃ ॥৯
স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্ত্তো বৈ অন্বিষংস্তত্র তত্র হ ।
নাপশ্যৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥১০

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামকর্ত্তৃক লক্ষ্মণের নিকট কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী নৃপরাজার শাপ বৃত্তান্ত কথন এবং কার্য্যার্থী পুরুষগণকে দেখিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান ।]

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এরূপ অতিশয় অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন ।১

হে সৌম্য । তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং আমার মনের অনুগামী । বিশেষতঃ এরূপ সময়ে তোমার মত বন্ধু দুর্লভ ।২

এতএব হে শুভলক্ষণ ! আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর এবং শুনিয়া তদনুরূপ পালন কর ।৩

হে সৌম্য ! সুমিত্রানন্দন । চারি দিবস হইল— পৌরজনের কোন কার্য্য করা হয়নি, সেইজন্য আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে ।৪

অতএব হে পুরুষপ্রবর । তুমি প্রজা, পুরোহিত, মন্ত্রী, কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) প্রভৃতি পুরুষ কিংবা কার্য্যার্থিনী স্ত্রিগণকে আহ্বান কর ।৫

যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য না করেন, তিনি বায়ুসঞ্চারবিহীন ঘোর নরকে নিপতিত হন,— ইহাতে সংশয় নাই ।৬

শুনিয়াছি, পুরাকালে মহাযশস্বী নৃগ নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণ-ভক্ত, সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব ।৭

সেই নরদেব নৃপতি নৃগ কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণভূষিতা এক কোটি সবৎসা গাভী দান করেন ।৮

হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ । তাহাতে ঊঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী কোন দারিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী রাজার গাভীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয় ।৯

গো স্বামী ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া বহু বৎসর নানা রাজ্যে সেই অপহৃতা গাভীর অন্বেষণ করিয়া কোথাও দেখিতে পাইলেন না ।১০

ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্ ।
দদৃশে তাং স্বিকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥১১
অথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ ।
আগচ্ছ শবলেত্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্ ॥১২
তস্য তং স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধার্তস্য দ্বিজস্য বৈ ।
অন্বগাৎ পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছন্তং পাবকোপমম্ ॥১৩
যোঽপি পালয়তে বিপ্রঃ সোঽপি গামন্বগাদ্ দ্রুতম্ ।
গত্বা চ তমৃষিং চক্রে মম গৌরিতি সত্বরম্ ॥১৪
স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দত্তা নৃগেণ হ ।
তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্ বিপশ্চিতোঃ ॥১৫
বিবদন্তৌ ততোঽন্যোন্যং দাতারমভিজগ্মতুঃ ।
তৌ রাজভবনদ্বারি ন প্রাপ্তৌ নৃপশাসনম্ ॥১৬
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বদন্তৌ ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ ।
ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ ॥১৭
ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ।
অধিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্ ॥১৮
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি ।
বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ ॥১৯
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি ।
উৎপন্স্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥২০
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ ।
স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি ॥২১
কৃতা চ তেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি ।
ভারাবতরণার্থং হি নর-নারায়ণাবুভৌ ॥২২
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে ।
এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ ॥২৩
তাং গাং হি দুর্বলাং বৃদ্ধাং দদতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ ।
এবং স রাজা তং শাপমুপভুঙ্‌ক্তে সুদারুণম্ ॥২৪

অনন্তর কোন সময়ে কনখলদেশে গমন করত এক ব্রাহ্মণের গৃহে সেই স্বকীয়া ধেনুকে দর্শন করিলেন। তখন ঐ গাভী নিরোগ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল এবং তাহার বৎসও অতিশয় বড় হইয়াছিল ।১১

তারপর ব্রাহ্মণ স্বরক্ষিত নাম দ্বারা আহ্বান করিলেন—শবলে! এস, এস। তখন সেই গাভীও তাঁহার ঐ স্বর শ্রবণ করিল ।১২

গাভী সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের স্বর জানিতে পারিয়া অগ্রগামী ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।১৩

যে দ্বিজবর ঐ গাভীকে পালন করিতেন, তিনিও সত্বর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ঋষিবরকে বলিলেন,—এ গাভী আমার, রাজসিংহ নৃগ স্বহস্তে আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন। এইরূপে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণযুগলের তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল ।১৪-১৫

পরিশেষে তাঁহারা উভয়েই বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃপরাজার নিকট গমন করিলেন। পরন্তু তাঁহারা রাজভবনের দ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও রাজগৃহপ্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই দুই শ্রেষ্ঠ মহাত্মা দ্বিজ ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন—তুমি যখন বিধান বিধৃত করাইতে ইচ্ছুক প্রার্থিগণের কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত দর্শন দিতেছ না, সেই কারণে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস (গিরগিটি) হইবে। হে নৃপ! তুমি কৃকলাসদেহ লাভ করিয়া বহু শত ও সহস্র বৎসর গহ্বরে বাস করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু যদুবংশীয়গণের কীর্তিবর্দ্ধন বাসুদেবনামে বিখ্যাত পুরুষ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। রাজন্! তিনিই তোমাকে শাপ হইতে মোচন করিবেন। সেইজন্য তুমি কৃষ্ণাবতার সময় পর্য্যন্ত কৃকলাস হইয়া থাকিবে এবং ঐ কৃষ্ণাবতারকালেই তুমি নিষ্কৃতি পাইবে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সেই মহাবীর্য্য নর এবং নারায়ণ দুই ঋষি জগতের ভার হরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপে সেই বিপ্রদ্বয় নৃপরাজাকে শাপ প্রদান করত শান্ত হইলেন ।১৬-২৩

তখন তাঁহারা সেই দুর্বলা বৃদ্ধা গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে

কার্য্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে।
তস্মীঘ্রং দর্শনং মহ্যমভিবর্ত্তন্তু কার্য্যিণঃ ॥২৫
সুকৃতস্য হি কার্য্যস্য ফলং নাপ্নোতি পার্থিবঃ।
তস্মাদ্ গচ্ছ প্রতীক্ষস্ব সৌমিত্রে কার্য্যবাহনং ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সম্প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ। রাজা নৃগ এখনও সেই সুদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন।২৪

হে বীর! সেইজন্য কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) পুরুষের যদি বিবাদ নির্ণীত না হয়, তবে ঐ কলহ রাজাগণের দোষের নিমিত্ত পরিকল্পিত হয়। তাই কলহসমাধানেচ্ছু পুরুষেরা যাহাতে অতি সত্বর আমার দর্শন পায়,—তাহাই করিতে হইবে। প্রজাপালনরূপ পুণ্যকর্ম্মের ফল কি রাজা পাইবেন? অবশ্যই পাইবে। সেইহেতু লক্ষ্মণ! তুমি যাও এবং রাজদ্বারে প্রতীক্ষা কর; যদিই কোন কার্য্যার্থী পুরুষ আগমন করিয়া থাকে।২৫-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা নৃগেণ সুন্দরস্য গুহস্য নির্ম্মাণম্, রাজ্যে পুত্রমভিষিচ্য তত্র চ প্রবিশ্য নৃগস্য শাপভোগঃ।]

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥১
অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ।
মহান্ নৃগস্য রাজর্ষের্বধদণ্ড ইবাপরঃ ॥২
শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভ।
কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমন্বিতৌ ॥৩
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
শৃণু সৌম্য যথা পূর্বং স রাজা শাপবিক্ষতঃ ॥৪
অথাধ্বনি গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় স নৃপস্তদা।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বান্ নৈগমান্ সপুরোধসঃ ॥৫
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্বাংশ্চ প্রকৃতিস্তথা।
দুঃখেন সুমহাবিষ্টঃ শ্রূয়তাং মে সমাহিতাঃ ॥৬
নারদঃ পর্বতশ্চৈব মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্।
গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতাবনিন্দিতৌ ॥৭
কুমারোঽয়ং বসূনাং স চেহাস্মাভিঃ সমভিষিচ্যতাম্।
গুহশ্চ যং সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম ॥৮

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[রাজা নৃগ কর্ত্তৃক এক সুন্দর গুহা নির্ম্মাণ, রাজ্যে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া সেই গুহায় প্রবেশ করত নৃগের শাপভোগ।]

রামের বাক্য শুনিয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে অতি তেজস্বী রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! ব্রাহ্মণযুগল সামান্য অপরাধে রাজর্ষি নৃগরাজকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ কঠোর শাপ প্রদান করিলেন।২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের শাপরূপ পাপসংযুক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই ক্রুদ্ধ দ্বিজদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন?৩

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য। মহারাজ নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর।৪

তারপর ঐ দুই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলে রাজা নৃগ নিজ শাপবৃত্তান্ত জানিয়া তখন স্বীয় পুরোহিত, মন্ত্রীবর্গ, এবং পৌরগণকে আহ্বান করত একান্ত দুঃখিতচিত্তে

যত্রাহং সংক্ষয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্।
বর্ষমেকং স্বভ্রস্তু হিমঘ্নমপরং তথা ॥৯
গ্রীষ্মঘ্নং তু সুখস্পর্শমেকং কুর্বন্তু শিল্পিনঃ।
ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ ॥১০
বিরোপ্যন্তাং বহুবিধাশ্ছায়াবন্তশ্চ গুল্মিনঃ।
ক্রিয়ন্তাং রমণীয়ঞ্চ স্বভ্রাণাং সর্বতোদিশম্ ॥১১
সুখমত্র বসিষ্যামি যাবৎ কালস্য পর্যয়ঃ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়ন্তাং তেষু নিত্যশঃ ॥১২
পরিবার্য্য যথা মে স্যাদধ্যর্ধং যোজনং তথা।
এবং কৃত্বা বিধানং স সন্নিবেশ্য বসুং তদা ॥১৩
ধর্মনিত্যঃ প্রজা পুত্র ক্ষত্রধর্মেণ পালয়।
প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ ॥১৪
নরশ্রেষ্ঠ সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে।
মা কৃথাস্ত্বমনস্তাপং মৎকৃতে হি নরর্ষভ ॥১৫
কৃতান্তঃ কুশলঃ পুত্র যেনাস্মি বাসনীকৃতঃ।
প্রাপ্তব্যান্তেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্তেব গচ্ছতি ॥১৬
লব্ধব্যান্তেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ।
পূর্বে জাত্যন্তরে বৎস মা বিষাদং কুরুষ্ব হ ॥১৭
এবমুক্ত্বা নৃপস্তত্র সুতং রাজা মহাযশাঃ।
স্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভ ॥১৮
এবং প্রবিশ্যৈব নৃপস্তদানীং
স্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ।
সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা
শাপং দ্বিজাভ্যাং হি রুষা বিমুক্তম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বলিলেন,—আপনারা সাবধান হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।৫-৬

নারদ এবং পর্ব্বত—এই দুই ভদ্র (কল্যাণকারী)ও অনিন্দনীয় মুনি আমার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপের কথা কীর্ত্তন করত আমাকে মহৎ ভয় প্রদান করিয়া বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।৭

অতএব আমার এই বসুনামক রাজকুমারকে মদীয় সিংহাসনে অদ্য অভিষিক্ত করুন এবং শিল্পিগণ দ্বারা আমার নিমিত্ত সুখস্পর্শ একটি বিবর নির্মাণ করান ।৮

আমি যাহাতে থাকিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপ ক্ষয় করিতে পারি, শিল্পিগণ আমার বাসের উপযোগী সেইরূপ একটি হিমনিবারক এবং অপর একটি গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ বিবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফলশালী বৃক্ষ ছায়াযুক্ত গুল্ম ও পুষ্পবতী লতা রোপণ করত গর্ত্তের রমণীয়তা সম্পাদন করুক। আমার চতুষ্পার্শের অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত যাহাতে সুগন্ধি পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করুন। যতদিন শাপাবসান না হয়, ততদিন আমি তাহাতে সুখে বাস করিব। সেইধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ নৃগ তৎকালে এইরূপ বিধান করিয়া বসুনামক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুত্র! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার সামান্য অপরাধ হইলেও দ্বিজদ্বয় কুপিত হইয়া আমাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অতএব পুরুষপ্রবর! তুমি আমার জন্য সন্তাপ করিওনা। পুত্র! যে আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, সেই মৎকৃত পূর্ব পূর্ব জন্মের প্রাচীন কর্ম্মই অনুকূল-প্রতিকূল অর্থাৎ সুখ-দুঃখের প্রভু। সকৃত পূর্বজন্মের কর্ম্মানুসারে যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, মানব তাহা পাইয়া থাকে। এইরূপ অবশ্য গন্তব্য স্থানে গমন করে এবং যাহা লব্ধব্য, তাহাই লাভ করে; অধিক কি, সুখদুঃখও তদনুসারে ভোগ করে; অতএব হে বৎস! (আমার জন্য) বিষাদ পরিত্যাগ কর ।৯-১৭

হে পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণ! তখন মহাযশা রাজা নৃগ পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সেই সুন্দর গহ্বরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন ।১৮

এইরূপে মহাত্মা রাজা নৃগ উত্তম রত্নরাজি দ্বারা বিভূষিত বিবরে প্রবেশ করিয়া কোপপূর্ণ দ্বিজদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাপফল ভোগ করিতে লাগিলেন ।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মহর্ষের্বশিষ্ঠস্য রাজ্ঞো নিমেশ্চ পারস্পরিকাভিশাপেন দেহত্যাগঃ।]

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষ্বেহাপরাং কথাম্ ॥১
এবমুক্তস্য রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ।
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
কথাং পরমধর্মিষ্ঠাং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥৩
আসীদ্ রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্য্যে ধর্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥৪
স রাজা বীর্য্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্।
নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাসে গৌতমস্য তু ॥৫
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্।
নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ ॥৬
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্।
যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥৭
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুতম্।
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্ ॥৮
অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোনিধিম্ ॥৯
তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্।
বৃতোঽহং পূর্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয় ॥১০

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমির পারস্পরিক অভিশাপে দেহত্যাগ।]

রামচন্দ্র বলিলেন,—লক্ষ্মণ! এই আমি নৃগরাজার শাপবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলিলাম। যদি এই প্রসঙ্গে তোমার অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর।১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন,—রাঘব! এই আশ্চর্য্যজনক কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন পরিতৃপ্ত হয় নাই।২

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমধর্মসমন্বিত অন্য উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।৩

লক্ষ্মণ! নিমি নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি অতিশয় বীর্য্যশালী, ধর্মনিষ্ঠ এবং মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই পরাক্রান্ত রাজা তৎকালে গৌতমমুনির আশ্রম সমীপে দেবপুরীর ন্যায় রমণীয়া পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৪-৫

মহাযশা রাজর্ষি নিমি যেস্থানে বাস করিতেন, সেই সুন্দর নগর 'বৈজয়ন্ত' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।৬

মনোহর মহানগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আমি পিতা ইক্ষ্বাকুর মনে আহ্লাদ উৎপাদন করত 'দীর্ঘসত্র' অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী এক যজ্ঞ করিব।৭

অনন্তর নিমি নিজ পিতা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করিয়া (তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করত) প্রথমে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বরণ করিলেন।৮

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি পরে তপোধন ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে বরণ করিলেন।৯

কিন্তু তখন বশিষ্ঠ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ নিমিকে বলিলেন,—

* শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধে ৬।৪ শ্লোকে, বিষ্ণুপুরাণে ৪।২।১১ বচনে এবং মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ২।৪ শ্লোকে ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র দেখা যায়। তাঁহাদের প্রধান ছিলেন—বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড। এই দৃষ্টিতে নিমি দ্বিতীয় পুত্র—ইহাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণের এইস্থলে ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে নিমি দ্বাদশ পুত্র বলিয়া হইয়াছে। সেইহেতু বিশেষ গুণের জন্য তিন-প্রধানের মধ্যে নিমি দ্বিতীয় এবং অবস্থাক্রমে (রামায়ণে প্রদর্শিত) নিমি দ্বাদশ—ইহা যুক্তিযুক্ত হইবে।

অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১
নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।
অযজদ্ধিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাকরোৎ ॥১২
ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
সকাশমাগতো রাজ্ঞো হোত্রং কর্তুমনিন্দিতঃ ॥১৩
তদন্তরমথাপশ্যদ্ গৌতমেনাভিপূরিতম্।
কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥১৪
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্তং সমুপাবিশৎ।
তস্মিন্নহনি রাজর্ষিনিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্ ॥১৫
ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
অদর্শনেন রাজর্ষের্যোহর্তুমুপচক্রমে ॥১৬
যস্মাৎ ত্বমন্যং বৃতবান্ মামবজ্ঞায় পার্থিব।
চেতনেন বিনাভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি ॥১৭
ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্।
ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৮
অজ্ঞানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥১৯
তস্মাৎ ত্বমপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।
দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২০
ইতি রোষবশাদ্ভূতৌ তদানী-
মন্যোন্যং শপিতৌ নৃপ-দ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ
তত্তুল্যাধিগত-প্রভাববন্তৌ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ইন্দ্র অগ্রে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞ যতদিন না সমাপ্ত হয়, ততদিন তুমি আমার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা কর।১০

বসিষ্ঠ প্রস্থান করিলে বিপ্রেন্দ্র গৌতম বসিষ্ঠের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। এদিকে মহাত্মা বসিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।১১

নরাধিপ মহারাজ নিমি সেই ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরের সমীপে হিমালয়পার্শ্বে পঞ্চসহস্র বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।১২

ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতস্বভাব ভগবান বসিষ্ঠ রাজার যজ্ঞে হোতৃকর্ম করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। পরন্তু গৌতমমুনিকে সেই কার্য্য করিতে দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।১৩-১৪

তখন তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দুই ঘণ্টাকাল সেখানে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু সেই দিবস রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন, সেই কারণে রাজার দর্শন পাইলেন না। মহাত্মা বসিষ্ঠ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে ভূপাল! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তোমার শরীর অচেতন হইয়া পতিত হইবে।১৫-১৭

তারপর রাজা জাগরিত হইয়া বসিষ্ঠদত্ত শাপের কথা শ্রবণ করত ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া ব্রহ্মযোনি বসিষ্ঠকে বলিলেন।১৮

আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, সেইজন্য আপনার আগমন-বার্ত্তা আমি জানিতে পারি নাই। তথাপি আপনি কোপে কলুষিত হইয়া আমার প্রতি দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপাগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছেন।১৯

অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! চিরন্তন শোভাযুক্ত আপনার দেহও অচেতন হইয়া পতিত হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই।২০

এইপ্রকার সেই সময়ে রোষবশতঃ ব্রহ্মসম প্রভাবশালী ঐ দুই দ্বিজেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে শাপ দিয়া সহসা উভয়েই দেহহীন হইলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মণো বাক্যেন বশিষ্ঠস্য বরুণবীর্য্যে আবেশঃ, উর্ব্বশীসমীপে বরুণেন কুম্ভস্যৈকস্মমধ্যে স্বীয়বীর্য্যস্যাধানম্, মিত্রস্য শাপেন ভূতলে রাজ্ঞঃ পুরূরবসঃ সমীপে আগম্য উর্ব্বশ্যাঃ পুত্রোৎপাদনঞ্চ।]

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥১
নিক্ষিপ্য দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ।
পুনর্দ্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ ॥৩
তৌ পরস্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধার্মিকৌ।
অভূতাং নৃপ-বিপ্রর্ষী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥৪
অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা জগাম পিতুরন্তিকম্ ॥৫
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্ম্মবিৎ।
পিতামহমপোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥৬
ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহত্বমুপাগমম্।
দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোঽহমদ্য বৈ ॥৭
সর্ব্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি।
লুপ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি হীনদেহস্য বৈ প্রভো ॥৮
দেহস্যান্যস্য সম্ভাবে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরমিতপ্রভঃ ॥৯
মিত্রাবরুণজং তেজ আবিশ ত্বং মহাযশঃ।
অযোনিজস্তু ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম ॥
ধর্ম্মেণ মহতা যুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্ ॥১০
এবমুক্তস্তু দেবেন অভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্।
কৃত্বা পিতামহং তূর্ণং প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ॥১১

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

[ব্রহ্মার বাক্যে বশিষ্ঠের বরুণের বীর্য্যে আবেশ, বরুণ কর্ত্তৃক উর্ব্বশীসমীপে এক কুম্ভমধ্যে নিজ বীর্য্যের আধান এবং মিত্রের শাপে ভূতলে রাজা পুরূরবার নিকট যাইয়া উর্ব্বশীর পুত্র উৎপাদন।]

শত্রুবীরঘাতী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদীপ্ত তেজঃশালী রামকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! সেই দেবসম্মানিত দ্বিজবর এবং রাজা দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কিরূপে নূতন দেহ লাভ করিলেন? ২

ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষপ্রধান মহাতেজা রামকে লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন।৩

সেই ধার্ম্মিক তপোধন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি নিমি পরস্পর পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপ হইলেন।৪

পরন্তু পরম তেজস্বী মহামুনি বশিষ্ঠ অশরীর হইয়া অন্য স্থূলশরীর লাভের বাসনায় পিতার নিকট প্রস্থান করিলেন।৫

অনন্তর বশিষ্ঠ পিতার নিকট গমন করত দেবদেব পিতামহের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া বায়ুরূপেই বলিলেন।৬

হে ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ডসম্ভব! দেবদেব মহাদেব! আমি নিমির শাপে দেহহীন হইয়া সম্প্রতি বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছি।৭

হে প্রভো! দেহহীন হইলে সকলেরই অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহহীন ব্যক্তির সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, অতএব অন্যদেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি কৃপা করুন। অনন্তর অমিততেজস্বী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি মিত্র (সূর্য্য) ও বরুণসম্ভূত তেজে (বীর্য্যে) প্রবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! তুমি ঐ তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করত পুনরায় পুত্ররূপে আমার

তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণস্বমকারয়ৎ।
ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু উর্বশী পরমাপ্সরাঃ।
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সখিভির্বৃতা ॥১৩
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তিং বরুণালয়ে।
তদাবিশৎ পরো হর্ষো বরুণং চোর্বশীকৃতে ॥১৪
স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াপ্সরোবরাম্ ॥১৫
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তু বরুণং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা।
মিত্রেণাহং বৃতা সাক্ষাৎ পূর্বমেব সুরেশ্বর ॥১৬
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ইদং তেজঃ সমুৎসৃক্ষ্যে কুম্ভেঽস্মিন্ দেবনির্মিতে ॥১৭
এবমুৎসৃজ্য তন্বঙ্গি ত্বয্যহং বরবর্ণিনি।
কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্ ॥১৮
তস্য তল্লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্।
উর্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥১৯
কামমেতদ্ ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্।
ভাবশ্চাপ্যধিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥২০
উর্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তস্মিন্নদূষয়ৎ।
জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্ কুম্ভে ন্যবাসৃজৎ ॥২১
উর্বশী স্বগমৎ তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা।
তাস্তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্বশীমিদমব্রবীৎ ॥২২
ময়াভিমন্ত্রিতা পূর্বং কস্মাৎ ত্বমবসজ্জিতা।
পতিমন্যং বৃতবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি ॥২৩

বশীভূত হইলে অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার প্রাজাপত্য লাভ করিবে।৮-১০

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ পিতামহকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া সত্বর বরুণালয়ে গমন করিলেন।১১

বশিষ্ঠের আগমন সময়ে মিত্রদেবও সুরপতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত মিলিত হইয়া বরুণরাজত্ব করিতেছিলেন।১২

এমন সময়ে প্রধান অপ্সরা উর্বশী সখিগণের সহিত মিলিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।১৩

তখন সেই রূপবতী অপ্সরাকে ক্ষীর সাগরে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিতে বরুণের মনে অত্যন্ত উল্লাস হইল।১৪

তখন তিনি পদ্মপলাশনয়না পূর্ণচন্দ্রবদনা প্রধানা অপ্সরা উর্বশীকে মৈথুনের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন।১৫

পরন্তু উর্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে বরুণকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্রদেব পূর্ব্বে আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।১৬

বরুণ কামশরে পীড়িত হইয়া উর্বশীকে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! হে সুন্দরি! যদি তুমি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে আমার এই বীর্য্য পরিত্যাগ করিব এবং এইরূপে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইব।১৭-১৮

লোকনাথ বরুণের সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্বশী পরম প্রীতিসহকারে বলিল।১৯

হে প্রভো! আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাই হউক। আমার এই চিত্ত তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত এবং তোমারও আমাতে অধিক অনুরাগ, কিন্তু সম্প্রতি এই দেহ মিত্রদেবের অধীন (সুতরাং আপনি ঐ কুম্ভমধ্যেই বীর্য্যাধান করুন)।২০

বরুণ উর্বশীর এই কথা শুনিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী অত্যন্ত অদ্ভুত নিজ তেজ (বীর্য্য) সেই কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন।২১

অনন্তর মিত্রদেব যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উর্বশী তথায় গমন করিলে, মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উর্বশীকে এই কথা বলিলেন।২২

হে দুষ্টচারিণি! আমি পূর্বে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পতিকে বরণ করিলে?২৩

অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
মনুষ্যলোকমাস্থায় কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যসি ॥২৪

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ।
তমভ্যাগচ্ছ দুর্বৃত্তে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥২৫

ততঃ সা শাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ।
প্রতিষ্ঠানে পুরূরবং বুধস্যাত্মজমৌরসম্ ॥২৬

তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ।
নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভূবেন্দ্রসমদ্যুতি ॥২৭

বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তেঽথ ত্রিদিবেশ্বরে।
শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্ ॥২৮

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং
তদোর্বশী চারুদতী সুনেত্রা।
বহূনি বর্ষাণ্যবসচ্চ শুক্রঃ
শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

এই অপরাধে আমার কাছে পতিত হইয়াছ, অতএব তুমি কিছুকাল মনুষ্যলোকে বাস করিবে।২৪

হে দুর্বৃত্তে! তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশীরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর, তিনি তোমার ভর্তা (পতি) হইবেন।২৫

অনন্তর উর্বশী এইরূপ শাপদোষে পুরূরব-প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার নিকটে গমন করিল।২৬

উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার এক শ্রীমান্ ও মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ। তিনি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন।২৭

সুরেশ্বর বাসব বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইন্দ্রসমপরাক্রান্ত সেই নহুষ ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শত সহস্র বৎসর যাবৎ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।২৮

এইরূপে সুভ্রু চারুনয়না সুদতী উর্বশী মিত্রের শাপবশতঃ ভূলোকে বহু বৎসর বাস করিয়া শাপ ক্ষয় হইলে পুনর্বার বাসবের সভায় সমাগত হইল।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য নবকলেবরধারণম্, মিমেঃ প্রাণিনাং নয়নেষু নিবাসশ্চ।]

তাং শ্রুত্বা দিব্যসঙ্কাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্।
লক্ষ্মণঃ পরমপ্রীতো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥২
তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৩
যঃ স কুম্ভো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনোঃ।
তস্মিংস্তেজময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ ॥৪
পূর্বং সমভবৎ তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
নাহং ব্রুবন্তবেত্যুক্ত্বা মিত্রং তস্মাদপাক্রমৎ ॥৫
তস্মিন্ তেজস্তু মিত্রস্য উর্বশ্যাঃ পূর্বমাহিতম্।
তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে ততোঽসৌ যত্র বারুণম্ ॥৬
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ।
বসিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্ ॥৭
তমিক্ষ্বাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্।
বব্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্যাস্য হিতায় নঃ ॥৮
এবং স্বপূর্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
কথিতো নির্গমঃ সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাভবৎ ॥৯
দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব এব তে।
তঞ্চ তে যাজয়ামাসুর্দীক্ষাং মনীষিণঃ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠের নূতন শরীর ধারণ এবং মিমির সকল প্রাণীর নয়নে বাস।]

লক্ষ্মণ সেই দিব্য ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি মিমিকে দেবগণও সম্মান করিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ শরীর ত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন?২

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের শরীরগ্রহণবিষয়ক সেই কথা বলিতে লাগিলেন।৩

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণের তেজঃপূর্ণ যে কুম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দুইজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ সম্ভূত হইলেন। তাঁহারা ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।৪

লক্ষ্মণ! প্রথমে ঐ ঘট হইতে মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য উৎপন্ন হন্। তিনি মিত্রকে 'আমি তোমার পুত্র নহি' এই কথা বলিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন।৫

ঐ তেজ (বীর্য্য) মিত্রদেবের ছিল। তিনি প্রথমে উর্বশীকে উদ্দেশ করিয়া সেই কুম্ভ মধ্যেই (সে কুম্ভেতে পরে বরুণ তেজ নিক্ষেপ করেন।) স্বীয় তেজ স্থাপিত করেন। তারপর বরুণের তেজ তাহার সহিত মিলিত হয়।৬

অনন্তর কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুকুলের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ—মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজঃপ্রভাবে সেই কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন।৭

হে সৌম্য! সেই অনিন্দনীয় মুনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকু নিজবংশের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।৮

হে বীর! মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহ পরিগ্রহের কথা বলিলাম। সম্প্রতি মিমির যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।৯

মনীষী মহর্ষিগণ রাজা মিমিকে দেহহীন দর্শন করিয়া তাঁহারা স্বয়ংই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।১০

তত্র দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি স্ম দ্বিজোত্তমাঃ।
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পৌরভৃত্যসমন্বিতাঃ ॥১১
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ভৃগুস্তত্রেদমব্রবীৎ।
আনয়িষ্যামি তে চেতস্ত্বষ্টোঽস্মি তব পার্থিব ॥১২
সুপ্রীতাশ্চ সুরাঃ সর্বে নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
বরং বরয় রাজর্ষে ক তে চেতো নিরূপ্যতাম্ ॥১৩
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেশ্চেতস্তদাব্রবীৎ।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ ॥১৪
বাঢ়মিত্যেব বিবুধা নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি ॥১৫
ত্বৎকৃতে চ নিমিষ্যন্তি চক্ষূংষি পৃথিবীপতে।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্বে জগ্মুর্যথাগতম্।
ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমের্দেহং সমাহরন্ ॥১৭
অরণিং তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্রুরোজসা।
মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্তদা ॥১৮
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ।
মথনান্মিথিরিত্যাহুর্জননাজ্জনকোঽভবৎ ॥১৯
যস্মাদ্ বিদেহাৎ সম্ভূতো বৈদেহস্তু ততঃ স্মৃতঃ।
এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোঽভবৎ ॥
মিথির্নাম মহাতেজাস্তেনায়ং মৈথিলোঽভবৎ ॥২০
ইতি সর্বমশেষতো ময়া
কথিতং সম্ভবকারণন্তু সৌম্য।
নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য
দ্বিজশাপাচ্চ যদদ্ভুতং নৃপস্য ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ পৌর ও ভৃত্যবর্গের সহিত সমবেত হইয়া গন্ধ, মালা ও বস্ত্র দ্বারা সেই রাজদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু বলিলেন,—হে পার্থিব! (রাজশরীরাভিমানী জীবাত্মন্!) আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার জীবচেতনাকে পুনঃ এই শরীরে আনয়ন করিব।১১-১২

সুরগণও পরম প্রীতিসহকারে নিমির চেতনাকে পুনরানয়ন করিবার অভিলাষে রাজাভিমানী জীবাত্মাকে বলিলেন,—হে রাজর্ষে! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমরা তোমার জীবচেতনাকে কোথায় স্থাপিত করিব? ১৩

সুরগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নিমি-চেতনা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি প্রাণিপুঞ্জের নেত্রে বাস করিতে ইচ্ছা করি। ইহা শুনিয়া দেবগণ নিমিচেতনাকে বলিলেন,—তাহাই হইবে; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের নেত্রে বিচরণ করিবে।১৪-১৫

হে পৃথিবীপতে! তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে তাহাতে তোমার যে ক্লান্তি হইবে, ঐ ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত প্রাণিগণ নিমেষ (বারং বারং নেত্রবন্ধরূপ স্বভাব) প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এই কথা বলিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে গমন করিলেন। তারপর মহামনা ঋষিবৃন্দ মহাত্মা নিমির দেহ লইয়া তাহাতে অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিয়া বল পূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোম করিতে করিতে ঐ মহাত্মাগণ নিমির পুত্রের নিমিত্ত যখন অরণিমন্থন আরম্ভ করিলেন, তখন ঐ মন্থন হইতে মহাতপস্বী মিথি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থন দ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে 'মিথি' এবং অদ্ভুতভাবে জন্ম হওয়ায় 'জনক' নাম প্রদান করিলেন। তিনি বিদেহ-নিমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া 'বিদেহ' নামেও বিখ্যাত হন। এইরূপে পূর্ব্বে মহাতেজস্বী বিদেহরাজ জনক 'মিথি' নামে বিখ্যাত হন এবং সেই জন্যই জনকবংশে 'মৈথিল' বলিয়া পরিচিত।১৬-২০

হে সৌম্য! রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপে মহর্ষি বশিষ্ঠের এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শাপে নৃপতি নিমির যেরূপ অদ্ভুত জন্ম হইয়াছিল, তৎসমস্তই তোমার নিকটে বলিলাম।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[যযাতিং প্রতি শুক্রাচার্য্যস্য শাপঃ।]

এবং ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥১
মহদদ্ভুতমাশ্চর্য্যং বিদেহস্য পুরাতনম্।
নির্বৃতং রাজশার্দূল বসিষ্ঠস্য মুনেশ্চ হ ॥২
নিমিস্তু ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ।
ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৩
এবমুক্তস্তু তেনায়ং রামঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥৪
রামো রমযতাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।
ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে ॥৫
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা।
সর্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥৬
নহুষস্য সুতো রাজা যযাতি পৌরবর্ধনঃ।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥৭
একা তু তস্য রাজর্ষের্নাহুষস্য পুরস্কৃতা।
শর্মিষ্ঠা নাম দৈত্যেন্দ্রী দুহিতা বৃষপর্বণঃ ॥৮
অন্যা তূশনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুসত্তম।
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা ॥৯
তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ।
শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তদা ॥১০
পুরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকুলেন চ।
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥১১
ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
সহসে হৃদ্গতং দুঃখমবমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥১২
আবাঞ্চ সহিতৌ দেবি প্রবিশাব হুতাশনম্।
রাজা তু রমতাং সার্ধং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ ॥১৩
যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ।]

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান রামকে বলিলেন।১

হে রাজেন্দ্র! মহর্ষি বসিষ্ঠ এবং রাজা বিদেহের (নিমির) পুরাতন বৃত্তান্ত অত্যন্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক।২

রাজা নিমি ক্ষত্রিয় এবং বীর; বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত হইয়াও মহাত্মা বসিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না।৩

অরিমনপ্রদাদমকারিশ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়শিরোমণি রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বশাস্ত্রবিশারদ দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন—হে বীর! সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দেখা যায় না।৪-৫

হে সৌমিত্রে! যযাতি সর্বগুণাবলম্বন করত যেরূপ দুঃসহ রোষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।৬

হে সৌম্য! পৌরজন প্রজাদিগের উন্নতিকারী নহুষের পুত্র যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল; ভূতলে তাঁহাদের রূপের তুলনা ছিল না।৭

তাঁহার মধ্যে বৃষপর্বকন্যা দৈত্যবংশজা শর্মিষ্ঠা সেই রাজর্ষি যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন।৮

হে পুরুবর্ষভ! শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, কিন্তু তিনি রাজা যযাতির সেরূপ প্রণয়পাত্রী ছিলেন না।৯

ঐ দুই যযাতিপত্নীর সমাহিতচিত্ত ও রূপবান্ দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা পূরুকে এবং দেবযানী যদুকে প্রসব করেন।১০

পরন্তু জননীর ও আপনার গুণে পূরু রাজার প্রিয় হইয়াছিলেন। যদু ইহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন।১১

মাতঃ! তুমি অনায়াসে মহৎকর্মকারী দেব ভার্গবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মানসিক দুঃখ এবং দুঃসহ অবমান সহ্য করিতেছ?১২

পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা পরমার্ত্তস্য রোদতঃ।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥১৫

ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবস্তদা।
আগতস্ত্বরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা ॥১৬

দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্।
পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ ॥১৭

পৃচ্ছন্তমনকৃতং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮

অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিসত্তম।
ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু পশ্যামি জীবিতুম্ ॥১৯

ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামবমানিতাম্।
বৃক্ষস্যাবজ্ঞয়া ব্রহ্মংশ্ছিদ্যন্তে বৃক্ষজীবিনঃ ॥২০

অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব।
ময্যবজ্ঞাং প্রযুঙ্‌ক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে ॥২১

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপেনাভিপরীবৃতঃ।
ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্ ॥২২

যস্মাত্মামবজানীষে নাহুষ ত্বং দুরাত্মবান্।
ময়দা জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্যসি ॥২৩

এবমুক্ত্বা দুহিতরং সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ।
পুনর্জগাম ব্রহ্মর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ ॥২৪

স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যঃ
সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্।
পুনর্যযৌ সূর্য্যসমানতেজা
দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায় ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দেবি! আমরা উভয়ে অনলে প্রবেশ করিব, রাজা দৈত্যতনয়ার সহিত বহুরাত্রি ধরিয়া ক্রীড়া করুন ।১৩

যদি আপনার সহ্য হয়, তবে আপনি ক্ষমা করুন; কিন্তু আমি ক্ষমা করিব না, আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব ।১৪

পরম দুঃখিত হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রের কথা শ্রবণ করত দেবযানী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিলেন ।১৫

তৎকালে ভার্গব কন্যার সেই মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে দেবযানীর সমীপে আগমন করিলেন ।১৬

দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রসন্ন এবং দুঃখিতচিত্ত দেখিয়া পিতা শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—ইহার কারণ কি? ১৭

অতিতেজস্বী ভার্গব বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন—হে মুনিসত্তম! আমি তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব অথবা অনলে বা জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিব—কোন মতে জীবন রক্ষা করিতে পারিব না ।১৮-১৯

আপনি জানেন না, আমি কিরূপ দুঃখিত ও অপমানিত। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অবহেলা করিলে তাহার আশ্রিত পুষ্পাদি নষ্ট হইয়া যায়। হে ভৃগুনন্দন! আপনার প্রতি অবজ্ঞাভাব থাকায় রাজর্ষি যযাতি আমার প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, আমাকে অতিশয় আদর করিতেছেন না ।২০-২১

কন্যার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নহুষতনয় যযাতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।২২

হে নহুষ-নন্দন! তুমি অতীব দুরাত্মা, এই কারণে আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ; অতএব তুমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় হইয়া যাইবে এবং তোমার দেহ শিথিল হইয়া পড়িবে। সেই মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এই কথা বলিয়া দুহিতাকে আশ্বাস প্রদান করত পুনর্বার স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ।২৩-২৪

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও দ্বিজবরাগ্রগণ্য সেই ভার্গব এইরূপে নহুষতনয়কে শাপ প্রদানপূর্বক কন্যা দেবযানীকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া যাইলেন ।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুত্র-পূরবে স্বরুক্রং দত্বা তদ্‌বিনিময়েন যযাতেস্তস্য যৌবনগ্রহণম্, বহুকালাৎ পরং ভোগতৃপ্তস্য তস্য তদ্‌যৌবনপ্রত্যর্পণম্, স্বরাজত্বে পুরোরভিষেকঃ, যদুং প্রতি যযাতেঃ শাপশ্চ ।]

শ্রুত্বা তূশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহুষাত্মজঃ ।
জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ ॥১
যদো ত্বমসি ধর্মজ্ঞো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
জরা পরমিকা পুত্র ভোগৈ রংস্যে মহাযশঃ ॥২
ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ ।
অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্স্যামাহং জরাম্ ॥৩
যদুস্তবচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরর্ষভম্ ।
পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুঃ প্রতিগৃহ্লাতু বৈ জরাম্ ॥৪
বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু সন্নিকর্ষাচ্চ পার্থিব ।
প্রতিগৃহ্লাতু বৈ রাজন্ যৌ সহাস্যসি ভোজনম্ ॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পুরুমথাব্রবীৎ ।
ইমং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৬
নাহুষৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মি তব স্থিতঃ ॥৭
পুরোর্বচনমাজ্ঞায় নাহুষঃ পরয়া মুদা ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্ ॥৮
ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞান্ সহস্রশঃ ।
বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্ ॥৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পুরুমথাব্রবীৎ ।
আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্য্যাতয়স্ব মে ॥১০
ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা ।
তস্মাৎ প্রতিগৃহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ ॥১১
প্রীতশ্চাস্মি মহাবাহো শাসনস্য প্রতিগ্রহাৎ ।
ত্বাং চাহমভিষেক্ষ্যামি প্রীতিযুক্তো নরাধিপম্ ॥১২

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[পুত্র পূরুকে নিজ রূপত্ব দিয়া যযাতির তাহার পরিবর্তে যৌবনগ্রহণ, ভোগে তৃপ্ত হইয়া বহুকালের পর ঐ যৌবনের প্রত্যর্পণ, স্বীয় রাজত্বে পূরুর অভিষেক এবং যদুর প্রতি শাপ ।]

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া রাজা যযাতি কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অপরকে জরা দিবার ক্ষমতা পাইয়া যদুকে বলিলেন। হে মহাযশাঃ পুত্র যদু! তুমি ধর্মজ্ঞ, অতএব আমার সুখের নিমিত্ত পরদেহে সঞ্চারণযোগ্য এই দারুণ জরা গ্রহণ কর। আমি ভোগ দ্বারা রমণ করিব অর্থাৎ স্বীয় ভোগকামনা পূর্ণ করিব ।১-২

হে বৎস! আমি ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া শেষে জরা গ্রহণ করিব ।৩

যদু সেই বাক্য শুনিয়া নরবর যযাতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার প্রিয়পুত্র পুরু জরা প্রতিগ্রহ করুক ।৪

হে পার্থিব! আপনি আপনার নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহার সহিত আপনি একত্রে আহার করেন, সেই আপনার জরা গ্রহণ করিবে ।৫

রাজা তাঁহার বাক্য শুনিয়া পুরুকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সুখ-সুবিধার জন্য তুমি এই জরা গ্রহণ কর ৬

পুরু যযাতির কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি আপনার শাসনে অবস্থিত, অতএব আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম ।৭

মহযপুত্র রাজা যযাতি পুরুর অঙ্গীকারসূচক অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতুল হর্ষ লাভ করত স্বীয় জরা পুরুর উপর সঞ্চারিত করিলেন ।৮

তারপর সেই তরুণ রাজা সহস্র সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বহু সহস্র বৎসর মেদিনী শাসন করিলেন ।৯

অনন্তর বহুকালের পর রাজা পুরুকে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি তোমার নিকট গচ্ছিত আমার জরা আমাকে প্রত্যর্পণ কর, (আমি তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করি)। হে পুত্র! আমি তোমার নিকট জরা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই জন্য আমি

এবমুক্ত্বা সুতং পুরুং যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
দেবযানীসুতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ হ ॥১৩

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ।
প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং ত্বং প্রজার্থে বিফলো ভব ॥১৪

পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাত্ত্বমবমন্যসে।
রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥১৫

ন তু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যতি দুর্মতেঃ।
বংশোঽপি ভবতস্তুল্যো দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি ॥১৬

তমেবমুক্ত্বা রাজর্ষিঃ পুরুং রাজ্যবিবর্ধনম্।
অভিষেকেণ সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১৭

ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥১৮

পুরুশ্চকার তদ্ রাজ্যং ধর্মেণ মহতা বৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ ॥১৯

যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ ॥২০

এষ তূশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা।
ধারিতঃ ক্ষত্রধর্মেণ যং নিমিশ্চক্ষমে ন চ ॥২১

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্বকারিণাম্।
অনুবর্তামহে সৌম্য দোষো ন স্যাদ্ যথা নৃগে ॥২২

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননেন
প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব পূর্বা
কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পুনরায় গ্রহণ করিব; তুমি ক্লেশ পরিত্যাগ কর। হে মহাবাহো! আমার আদেশ পালন করায় আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। মহত্তমম যযাতি পুত্র পুরুকে এইকথা বলিয়া ক্রোধভরে দেবযানীপুত্র যদুকে ইহা বলিলেন।১০-১৩

তুমি আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা না হইলে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না; অতএব তুমি নিজ সন্তানগণের রাজ্যাধিকার বিষয়ে বিফল হও। আমি তোমার পিতা ও গুরুস্বরূপ হইলেও তুমি অবমাননা করিয়াছ, অতএব তুমি দারুণ রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে।১৪-১৫

তুমি দুর্মতি, অতএব তোমার বংশে তোমার ন্যায় দুর্বিনীত হইবে; তোমার সন্তান সোমকুলোৎপন্ন বংশে পরম্পরায় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না।১৬

যদুকে এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবর্দ্ধন পুরুকে পরম সমাদরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে প্রারব্ধ ভোগ ক্ষয় হইবার পর সেই মহত্তমম রাজা যযাতি দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১৭-১৮

মহাযশা পুরু মহৎ ধর্মে পরিবৃত হইয়া কাশীরাজ্যের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠনগর (রাজধানী) প্রতিষ্ঠানসংজ্ঞক নগরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।১৯

এদিকে যদু রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নগরে ও দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিতে লাগিলেন।২০

রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্মানুসারে শুক্রাচার্য্যের শাপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমি ঋষি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই।২১

হে সৌম্য! তোমাকে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, সমস্ত সৎকর্মকারী মহাপুরুষকে অনুসরণ করিয়া আমরা কার্য্যার্থী মানবদিগের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিব, তাহা হইলে নৃগ রাজার ন্যায় আমাদিগের কোন দোষ হইবে না।২২

চন্দ্রতুল্য মনোহরবদন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে, আকাশে তারকাসকল বিরল হইতে লাগিল এবং পূর্বদিক্ অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ (লাল) হইল, মনে হইতে লাগিল—যেন ঐ দিক্ কুসুমরসরঞ্জিত রক্তবর্ণ বসন দ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)

[শ্রীরামস্য দ্বারে কার্য্যার্থিনঃ শুন আগমনম্, রাজসভায়াং তমানেতুং শ্রীরামস্যাদেশশ্চ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
ধর্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ ॥১
রাজধর্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশ্যপেন চ ॥২
মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্মপাঠকৈঃ।
নীতিজ্ঞৈরথ সভ্যৈশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা ॥৩
সভা যথা মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৪
অথ রামোঽব্রবীত্তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্ধন ॥৫
কার্য্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্ত্তুং ত্বমুপাক্রম।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥৬
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্য্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
ন কশ্চিদব্রবীৎ তত্র মম কার্য্যমিহাস্য বৈ ॥৭
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পঞ্চশস্যা বসুমতী সর্বৌষধিসমন্বিতা ॥৮
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্মেণ শাসিতং সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥৯
দৃশ্যতে ন চ কার্য্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ ॥১০
অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।
ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্য্যিণঃ প্রবিচারয় ॥১১
সম্যক্প্রণীতয়া নীত্যা নাধর্ম্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মাদ্ রাজভয়াৎ সর্বে রক্ষন্ত্যেহ পরস্পরম্ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ* (১)

[শ্রীরামের দ্বারে কার্য্যার্থী কুকুরের আগমন এবং তাকে দরবারে আনিতে শ্রীরামের আদেশ।]

অনন্তর কমলনয়ন রাজা রামচন্দ্র নির্ম্মল প্রভাতকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সভায় উপবেশন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, কশ্যপ ঋষি ও পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।১-২

তৎকালে অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজসিংহ রামচন্দ্রের ঐ সভা ব্যবহারবিদ্ মন্ত্রিবর্গ, ধর্ম্মপাঠক বিদ্বান্‌গণ, নীতিজ্ঞ পুরুষসকল, সভ্যবৃন্দ ও রাজগণে পূর্ণ ছিল।৩

অনায়াসে মহৎকারী মহারাজ রামচন্দ্রের সেই সভা যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪

অনন্তর রাম, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন। তুমি বহির্গত হও এবং দেখ—কোন কোন কার্য্যার্থী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছেন। সুমিত্রাকুমার! তুমি (পুরদ্বারে যাইয়া) তাহাদিগকে এখানে পাঠাইতে আরম্ভ কর। সুলক্ষণ লক্ষ্মণ রামের কথানুসারে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্যার্থী-দিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; পরন্তু কেহই অদ্য আমার কার্য্য আছে—একথা বলিল না।৫-৭

কারণ, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে আধি (মানসিক চিন্তা) ও ব্যাধি (শারীরিক পীড়া) কিছুই ছিল না এবং বসুমতী পঞ্চশস্যে ও ওষধিসমূহে পরিপূর্ণা ছিল।৮

তাঁহার রাজত্বকালে কোন বালকের মৃত্যু হইত না। সেইরূপ কোন যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিও মৃত্যু-মুখে পতিত হইত না; কারণ রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিতেন। সেইজন্য তৎকালে কোন বাধাই উপস্থিত হইত না।৯

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কাহাকেও কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) দেখা যাইত না। লক্ষ্মণ রাজসমীপে

---

*অতঃপর ক্রমে তিনটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ দেওয়া হইল। এই সর্গগুলি কোন টীকাকারই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু প্রসঙ্গের উপযোগী বলিয়া আমরা এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম। অন্য যে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত সর্গ আছে, তাহা এই কাণ্ডের শেষে প্রদর্শিত হইবে।

যাচ্ঞা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ ॥১৩
এবমুক্তস্ত সৌমিত্রির্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ শ্বানং তাবদবস্থিতম্ ॥১৪
তমেবং বীক্ষমাণো বৈ বিক্রোশন্তং মুহুর্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বাথ লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্য্যবান্ ॥১৫
কিং তে কার্য্যং মহাভাগ ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত ॥১৬
সর্ব্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে।
ভয়েষ্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে ॥১৭
এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।
রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥১৮
নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তত্ত্বং ব্রূহি নৃপায় বৈ ॥১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত।
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মন্যু বৈ তথা ॥২০
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি।
নাত্র যোগ্যাস্ত্র সৌমিত্রে যোনীনামধমা বয়ম্ ॥২১
প্রবেষ্টুং নাত্র শক্ষ্যামি দর্শয়ে বিগ্রহবান্ রতঃ।
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥২২
ষাড়্গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্ত্তা স রাঘবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ ॥২৩
স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদস্তথা।
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বৈ বরুণস্তথা ॥২৪

গমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে রাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিলেন।১০

অনন্তর প্রসন্নচিত্ত রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, —তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া কার্য্যার্থী পুরুষের অন্বেষণ কর।১১

সুপ্রযুক্ত রাজনীতির প্রভাবেই অধর্ম্ম কোনস্থানেই অবস্থিতি করিতে পারে না। রাজার ভয়ে ভীত হইয়াই প্রজারা ইহলোকে পরস্পরকে রক্ষা করে।১২

হে মহাবাহো! যদিও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ মৎপ্রযুক্ত বাগুরাজীর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমিও একাগ্রচিত্তে তাহাদিগকে রক্ষা কর।১৩

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন,—দ্বারদেশে একটি কুকুর অবস্থান করিতেছে।১৪

সে লক্ষ্মণকে দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিতেছিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

হে মহাভাগ! তোমার প্রয়োজন কি? নির্ভয়-চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর। কুকুর লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া বলিল।১৬

যিনি নিখিল প্রাণীর অভয় দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে আমার কি প্রয়োজন, তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।১৭

লক্ষ্মণ কুক্কুরের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রকে তাহা বলিবার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।১৮

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে তাহা জানাইয়া পুনর্ব্বার রাজ-ভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঐ কুক্কুরকে বলিলেন, —যদি তোমার কোন সত্য কথা বক্তব্য থাকে, তবে রাজাকেই তাহা নিবেদন কর।১৯

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে সারমেয় (কুক্কুর) বলিল,— আমরা দেবমন্দির, রাজালয়, ব্রাহ্মণভবন এবং বেশ্মনে অনল, শতক্রতু ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু অবস্থিতি করেন, সেইস্থানে প্রবেশের যোগ্য নহি; কারণ, আমরা অধম-যোনিতে জন্মিয়াছি।২০-২১

হে সৌমিত্রি! বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, সত্যবাদী ও সংগ্রামদক্ষ রাজা রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম; অতএব আমি তথায় প্রবেশ করিতে পারিব না।২২

সেই রামচন্দ্র অন্যের মনপ্রসাদনকারিগণের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নীতি-বিশারদ এবং সন্ধি-বিগ্রহ-যানাদি ষড়্গুণপ্রয়োগের ক্ষেত্র জানেন।২৩

তস্য তং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ।
অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্ ॥২৫
আনৃশংস্যান্মহাভাগ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ।
নৃপালয়ং প্রবিশ্যাথ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥২৬
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌশল্যানন্দবর্ধন।
যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো ॥২৭

ত্বা বৈ তে তিষ্ঠতে দ্বারি কার্য্যার্থী সমুপাগতঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্য্যার্থী যত্র তিষ্ঠতি ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, মৃত্যু, যম, যমজ কুবের, বহ্নি, শতক্রতু ইন্দ্র ও বরুণ।২৪

হে সুমিত্রাতনয়। রামচন্দ্র প্রজাগণের প্রতিপালক আপনি তাঁহাকে (আমার অভিলাষ) জানান, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।২৫

তখন অতিশয় তেজস্বী মহাভাগ লক্ষ্মণ মহাপরবশ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করত রামচন্দ্রকে বলিলেন।২৬

হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন। আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। হে মহাবাহো বিভো! আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি।২৭

পরন্তু কার্য্যার্থী সেই সারমেয় দ্বারদেশে আসিয়া আপনার অনুমতিপ্রার্থনায় সেখানে দাঁড়াইয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যে কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, অবিলম্বে তাহাকে প্রবেশ করাও।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রথম প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

[শ্বানং প্রতি শ্রীরামস্য নীতিঃ, তদিচ্ছয়া তস্যৈব প্রহারকারিণো ব্রাহ্মণস্য মঠাধীশত্বেন বরণম্, মঠাধীশত্বস্বীকারে দোষকথনঞ্চ।]

শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা।
শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥১
দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ।
বিবক্ষিতার্থং মে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্ ॥২

অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ।
ততো দৃষ্ট্বা স রাজানং সারমেয়োঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৩
রাজ্ঞৈব কর্ত্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ।
রাজা সুপ্তেষু জাগর্ত্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ ॥৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২)

[কুক্কুরের প্রতি শ্রীরামের নীতি, তার ইচ্ছানুসারে তাকে প্রহারকারী ব্রাহ্মণের মঠাধীশপদে স্থাপন ও মঠাধীশ হওয়ার দোষ কথন।]

শ্রীরামের বাক্য শুনিয়া মতিমান্ লক্ষ্মণ তখন ঐ কুক্কুরকে সত্বর রাঘবের সম্মুখে ডাকিয়া আনিলেন এবং রামচন্দ্রকে (তাহার আসার কথা) নিবেদন করিলেন।১

রামচন্দ্র কুক্কুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—হে সারমেয়! তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ, আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর। তোমার কোন ভয় নাই।২

নীত্যা সুনীয়তা রাজা ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতা।
যদা ন পালয়েদ্ রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৫
রাজা কর্ত্তা চ গোপ্তা চ সর্ব্বস্য জগতঃ পিতা।
রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৬
ধারণাদ্ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৭
ধারণাদ্ বিবিধাং চৈব ধর্ম্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৮
এষ রাজন্ পরো ধর্ম্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব।
নহি ধর্ম্মাদ্ ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ ॥৯
দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জ্জবম্।
এষ রাম পরো ধর্ম্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ ॥১০
ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামপি রাঘব সুব্রত।
বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্মঃ সদ্ভিরাচরিতস্ত বৈ ॥১১
ধর্ম্মাণাঞ্চ পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ।
অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজন্ কৃতঞ্চ রাজসত্তম ॥১২
প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি।
শ্রুত্বা স বচনং ক্রুদ্ধো রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩
কিন্তে কার্য্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিপ্রক্রং মা চিরম্।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্ ॥১৪
ধর্ম্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্ম্মেণৈবানুপালয়েৎ।
ধর্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্ব্বভয়াপহঃ ॥১৫
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং ক্রিয়তাং মম রাঘব।
ভিক্ষুঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথে বসন্ ॥১৬

তখন সেই খণ্ডিতমস্তক সারমেয় রাজসভায় উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিল। তারপর সে রাজা রামকে দেখিয়া এই কথা বলিল।৩

রাজাই প্রাণিপুঞ্জের কর্ত্তা ও নায়ক। সকলে নিদ্রিত হইলেও রাজা জাগরিত থাকেন এবং রাজাই প্রজাদিগকে পালন করেন।৪

রাজাই সকলের রক্ষক এবং তিনিই সুনিয়মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন; তিনি প্রজাপালন না করিলে সকলে বিনষ্ট হয়।৫

রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাবর্গের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষা কর্ত্তা; রাজাই কাল ও যুগ, তিনিই এই সমস্ত জগৎস্বরূপ।৬

ধর্ম্মানুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে এবং প্রজাগণকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ রাজাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন।৭

রাজা নিজ শত্রুগণকেও ধারণ করিয়া থাকেন (অথবা ঐ দুষ্টগণকে শাসন করিয়া কর্ত্তব্যে স্থাপিত করেন) ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন, সেইজন্য রাজার শাসন ও পালনাদি কর্ম্মকেই 'ধারণ' বলে এবং তাহাই 'ধর্ম্ম' ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।৮

রাজন্! এই প্রজাপালনরূপ পরম ধর্ম্মই পরলোকে ফলপ্রদ হয়। হে রাঘব! আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্ম্মের নিকট দুর্লভ কিছুই নাই।৯

হে মহারাজ! সাধুগণের পূজা, ব্যবহারে সরলতা, দয়া ও দান এই সকলই ইহলোক এবং পরলোকে রক্ষার হেতু, এই কারণে ইহাই পরম ধর্ম্ম।১০

হে সুব্রত রঘুনন্দন! আপনি প্রমাণের প্রমাণ, বিশেষতঃ সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আপনারই জানা আছে।১১

রাজন্! আপনি ধর্ম্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। অতএব হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞানবশে আপনার নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলাম।১২

সেইজন্য আপনার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার উপর কুপিত হইবেন না। সারমেয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন।১৩

অদ্য তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র নির্ভয়চিত্তে বল। সারমেয় রামের বাক্য শুনিয়া এইকথা বলিল।১৪

ধর্ম্মের দ্বারা রাজা রাজ্যলাভ করেন এবং ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য পালন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণ

তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃস্থঃ সম্প্রেষিতস্তদা ॥১৭
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্ব্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ।
অথ দ্বিজবরস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিঃ ॥১৮
কিন্তে কার্য্যং ময়া রাম তদ্ ব্রূহি মমানঘ।
এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোঽয়ং সারমেয়স্য বৈ দ্বিজ।
কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥২০
ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধো মিত্রমুখো রিপুঃ।
ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্ব্বং ক্রোধোঽপকর্ষতি ॥২১
তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।
ক্রোধেন সর্ব্বং হরতি তস্মাৎ ক্রোধং বিসর্জয়েৎ ॥২২
ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্।
কুর্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংযতেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥২৩
মনসা কর্ম্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ।
শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥২৪
ন তৎ কুর্য্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।
অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ ॥২৫
বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।
প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়েন কৃতির্ধ্রুবা ॥২৬
এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
দ্বিজঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীদ্ রামসন্নিধৌ ॥২৭
ময়া দত্তপ্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥২৮

কর্ত্তব্য বলিয়া রাজাই সকলের রক্ষক, বিশেষতঃ রাজাই সমস্ত জনসঙ্ঘের ভয়নাশ করিয়া থাকেন।১৫

হে রাঘব। ইহা জ্ঞাত হইয়া আমার যাহা কার্য্য, তাহা শ্রবণ করুন;—সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাশ্রমে বাস করেন। সেই ভিক্ষুক আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছেন। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারীকে প্রেরণ করিলে, সে সর্ব্বার্থসিদ্ধ-নামক পণ্ডিতকে আনয়ন করিল। অনন্তর মহাতেজস্বী দ্বিজবর সভামধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—'হে নিষ্পাপ রাম! আমাকে আপনার প্রয়োজন কি, তাহা বলুন। বিপ্রের এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন।১৬-১৯

হে দ্বিজ! আপনি এই সারমেয়কে যে প্রহার করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? হে বিপ্র! এই সারমেয় আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে দণ্ড দ্বারা গুরুতর আঘাত করিলেন? ২০

ক্রোধ জীবগণের প্রাণহারী শত্রু। ক্রোধ মিত্রমুখ* শত্রু, ক্রোধ সুতীক্ষ্ণ অসিস্বরূপ এবং ক্রোধ সমস্ত সদ্‌গুণই বিনষ্ট করে।২১

মনুষ্যের তপস্যা, যজ্ঞ ও দান—এসমস্তই ক্রোধে নষ্ট হইয়া থাকে; সেই কারণে ক্রোধকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।২২

ইন্দ্রিয়সকল দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ভোগ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয়; সেইজন্য ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিশূন্যচিত্তে ইন্দ্রিয়াশ্বদিগের সারথি হইয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।২৩

মনুষ্য দেহ, মন, বাক্য ও চক্ষুদ্বারা লোকের হিতানুষ্ঠান করিলে, কেহই সেই মানবের দ্বেষ করে না এবং সেও কোন পাপে লিপ্ত হয় না।২৪

আত্মা সংযত না হইলে যাহা করে অর্থাৎ দুষ্ট মন যেরূপ অনিষ্ট করিতে পারে, নিয়ত ক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সর্প কিংবা সুতীক্ষ্ণ অসিও তাহা করিতে পারে না।২৫

বিনয়শিক্ষা করিয়া মানব নিজ প্রকৃতি (স্বভাব) শোধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। নিজের দুষ্ট প্রকৃতি গোপন করিবার যত চেষ্টাই কর, কার্য্যকালে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে,—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।২৬

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ঐ বিপ্রকে এইরূপ বলিলে দ্বিজবর সর্ব্বার্থসিদ্ধ তাঁহার নিকট বলিলেন।২৭

---

* যে উপায়ে মিত্রভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে ও পশ্চাতে কার্য্যনাশ করার চেষ্টা করে, তাকে 'মিত্রমুখ' শত্রু বলে।

রথ্যান্বিতত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ।
অথ ত্বৈরেণ গচ্ছংস্ত্ব রথ্যান্তে বিষমং স্থিতঃ ॥২৯
ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোঽস্য রাঘব।
প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥৩০
ত্বয়া শস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্।
অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব্ব এব সভাসদঃ ॥৩১
কিং কার্য্যমস্য বৈ ক্রূর দণ্ডো বৈ কোঽস্য পাত্যতাম্।
সম্যক্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৩২
ভৃগ্বঙ্গিরসকৃৎসাত্রি বসিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ।
ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা ॥৩৩
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতাঃ।
অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥৩৪
ব্রুবতে রাঘবং সর্ব্বে রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ।
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা ॥৩৫
রাজা শাস্তা হি সর্ব্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব।
ত্রৈলোক্যস্য ভবাঞ্ছাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৩৬
এবমুক্তে তু তৈঃ সর্ব্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে রাম যদি দেয়ো বরো মম ॥৩৭
প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি বিশ্রুতম্।
প্রসজ্জ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ ॥৩৮
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ ॥৩৯
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চিতঃ।
অথ তে রামসচিবাঃ স্মযমানা বচোঽব্রুবন্ ॥৪০
বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে।
এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ ॥৪১
ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্।
অথ পৃষ্ঠস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্ ॥৪২

আমি অসময়ে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইয়াছিলাম; সেই সময়ে ভিক্ষা না পাওয়ায় আমার মন ক্রোধে অত্যন্ত পূর্ণ ছিল, তাই ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি। পথের মধ্যস্থলে এই কুকুর অবস্থান করিতেছিল দেখিয়া আমি উহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলায়, এ আপন ইচ্ছামত পথপ্রান্তে গিয়া বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২৮-২৯

হে রঘুনন্দন! তৎকালে আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, তাই ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি; অতএব হে রাজরাজেন্দ্র! আমি অপরাধী, আমাকে দণ্ড প্রদান করুন।৩০

হে রাজেন্দ্র! আপনার নিকট শাসিত হইলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না। তখন রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩১

ইহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বলুন। অপরাধানুসারে দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, অতএব ইঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায়।৩২

সেই সভায় রাজকার্য্যবিশারদ বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আঙ্গিরস ও কুৎসপ্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকবৃন্দ, সচিবগণ, মহাজনেরা ও অন্যান্য বহুতর পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ তাঁহারা সকলে একবাক্যে রামকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা বধ্য নহেন,—ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। তারপর মুনিগণ সকলে তখন রামকে আরও বলিলেন,—হে রাঘব! রাজা সমস্ত প্রজার শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আপনি তিন লোকের শাসনকর্ত্তা সাক্ষাৎ দেব সনাতন বিষ্ণু।৩৩-৩৬

তাঁহারা এইরূপ বলিবার পর সারমেয় বলিল,—রাম! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে আপনার বর দেয় হয়, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ করুন।৩৭

হে বীর নরাধিপ! 'তোমার কি করিব?' এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব আপনি এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি (মহন্ত) পদ প্রদান করুন। হে মহারাজ! ইঁহাকে কালঞ্জরপর্ব্বতের এক মঠে কুলপতি পদ প্রদান করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে কুলপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন।৩৮-৩৯

তখন সেই ব্রাহ্মণও অর্চ্চিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তীতে

অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ।
দেব-দ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব ॥৪৩
সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা।
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥৪৪
সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্।
এবং ক্রোধাহিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্ম্মাহিতে রতঃ ॥৪৫
ক্রূরো নৃশংসঃ পরুষ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্ম্মিকঃ।
কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব ॥৪৬
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ।
যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ॥৪৭
দেবৈরধিষ্ঠিতং কুর্য্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ।
ব্রহ্মস্বং দেবতাদ্রব্যং স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ ॥৪৮
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি।
ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব ॥৪৯
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে।
মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ ॥৫০
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পতত্যেব নরাধমঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৫১
শাপ্যগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ।
মনস্বী পূর্ব্বজাত্যা স জাতিমাত্রোঽপদূষিতঃ ॥
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাঘের সচিবগণ ঈষৎ হাস্যবদনে এই কথা বলিলেন,—হে মহাতেজস্বী মহারাজ! ইহাকে ত শাপ দেওয়া হইল না, বরং বর দেওয়াই হইল। রাম সচিববর্গের বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন।৪০-৪১

আপনারা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন না, কুক্কুর ইহার কারণ অবশ্যই আছে। তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল।৪২

আমি সেই কালান্তরে কুলপতি ছিলাম। হে রাঘব! দেব ও দ্বিজের পূজায় আমার পবিত্র অনুরাগ ছিল। আমি যজ্ঞ করিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই ভোজন করিতাম। দাস-দাসী সকলকে তাহাদের প্রাপ্যোচিত ভাগ প্রদান করিতাম এবং বিনীত, সুশীল ও সর্ব্বজীবের হিতে রত হইয়া দেবদ্রব্য রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতাম।৪৩-৪৪

তথাপি আমি এই দারুণা অধমা গতি ও অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! এই অধার্ম্মিক নৃশংস ব্রাহ্মণ এইরূপে ক্রোধে ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের অনিষ্ট করে। অধিক কি, এই অবিদ্বান্ বিপ্র রুক্ষ স্বভাববশতঃ কুপিত হইয়া নিম্নতম চতুর্দ্দশ কুলকেও পাতিত করিবে।৪৫-৪৬

অতএব এ কোনরূপেই কুলপতিপদ রক্ষা করিতে পারিবে না। পুত্র, বান্ধব ও পশুর সহিত যাহাকে নরকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকে দেবসেবায়, ব্রাহ্মণসেবায় অথবা গোসেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যে দেবতা দ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন ও বালকধন গ্রহণ করেন এবং দান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন, সে নিজ বন্ধুবর্গের সহিত বিনষ্ট হয়। হে রাঘব! যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য গ্রহণ করে, সে সদ্যই অবীচিনামক ঘোরতর নরকে পতিত হয়। অধিক কি, যে নরাধম মনে মনেও ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে, সে নরক হইতে নরকে নিপতিত হয়। মহাতেজা রাম তাহার বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল-নয়ন হইলেন। এদিকে সারমেয় যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই প্রস্থান করিল। সেই মহাভাগ কুক্কুর কেবল জাতিমাত্রে দূষিত হইলেও পূর্ব্বজাতীয় গৌরববশতঃ মনস্বী ছিল, সুতরাং সে বারাণসীতে গিয়া প্রায়োপবেশন করিল।৪৭-৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩)

[গৃধ্রোলূকবৃত্তান্তকথনম্ ।]

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে ।
নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককূজিতে ॥১
সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজগণাবৃতে ।
গৃধ্রোলূকৌ প্রবসতো বহুবর্ষগণানপি ॥২
অথোলূকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ ।
মমেদমিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ ॥৩
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ ।
তং প্রপদ্যাবহে শীঘ্রং যস্যৈতদ্ ভবনং ভবেৎ ॥৪
ইতি কৃত্বা মতিং স্থাস্তু নিশ্চয়ার্থং সুনিশ্চিতাম্ ।
গৃধ্রোলূকৌ প্রপদ্যেতাং কোপবিষ্টৌ হ্যমর্ষিতৌ ॥৫
রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ ।
তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা ॥৬
অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রধানত্বং মতো মম ॥৭
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বিশিষ্টোঽসি মহাদ্যুতে ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥৮
দুর্নিরিক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবাংশ্চৈব গৌরবে ।
সাগরশ্চৈব গাম্ভীর্য্যে লোকপালোপমো হ্যসি ॥৯
ক্ষান্ত্যা ধরণ্যা তুল্যোঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ ।
গুরুত্বং সর্ব্বসম্পন্নঃ কীর্ত্তির্যুক্তশ্চ রাঘব ॥১০
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা সর্ব্বাস্ত্রবিধিপারগঃ ।
শৃণুষ্ব মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব ॥১১
মমালয়ং পূর্ব্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব ।
উলূকো হরতে রাজংস্তত্র ত্বং ত্রাতুমর্হসি ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩)

[গৃধ্র ও উলূকের সংবাদ কথন ।]

নানাবিধ বৃক্ষশোভিত সুন্দরগিরি ও নদীসকল দ্বারা শোভিত, সিংহ ও ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ বহু কোকিলের কূজন-শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণে পূর্ণ কোন এক রমণীয় কাননে বহু বৎসরকাল একটি গৃধ্র ও একটি পেচক বাস করিত ।১-২

একদা ঐ পাপাশয় গৃধ্র (শকুনি) পেচকের বাসাকে 'এই বাসা আমার' ইহা বলিয়া তাহার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল ।৩

রাজীবলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকেরই রাজা, অতএব আমরা তাঁহার নিকটে সত্বর গমন করি, তিনি ইহা কাহার বাসা, তাহা বলিয়া দিবেন ।৪

ক্রোধপরবশ গৃধ্র ও পেচক পরস্পরের কথা গ্রহ্য না করিয়া মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত পূর্বক বিবাদের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইল ।৫

কলহবশতঃ ব্যাকুলিতচিত্ত সেই গৃধ্র ও পেচক পরস্পর বিদ্বেষহেতু রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সত্বর রামের চরণযুগল স্পর্শ করিল ।৬

পরে গৃধ্র নরপতিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,— হে মহাতেজস্বিন্ ! আমার বিবেচনায় আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে প্রধান এবং বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । আপনি সৌন্দর্য্যে যেন দ্বিতীয় চন্দ্র, প্রাণিগণের উৎকর্ষ অপকর্ষনিষয়ে অভিজ্ঞ, গৌরবে হিমালয়, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য এবং লোকপালের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন । হে রঘুসত্তম ! আপনি ক্ষমাগুণে ধরণী ও বেগে বায়ুসদৃশ, আপনি সকলের গুরু, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ ।৭-১০

হে নরনাথ ! আপনি শত্রুগণের অমর্ষী, দুর্জ্জয় এবং জেতা, বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ; অতএব হে রাম ! আমার একটি নিবেদন আছে,— শ্রবণ করুন । হে রাঘব ! আমার পূর্ব্ব অধিকৃত একটি আলয় ছিল, পেচক বাহুবলে তাহা কাড়িয়া লইতেছে ; অতএব হে রাজন্ ! আমাকে

এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ।
সোমাঙ্কতক্রতোঃ সূর্য্যাঙ্কনদাদ্ বা যমাত্তথা ॥১৩
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ ভবতি মানুষঃ।
ত্বন্তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ ॥১৪
যাচতে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা বিভো।
সমং চরসি চাস্মিন্ত তেন সোমাংশকো ভবান্ ॥১৫
ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ।
দাতা হর্ত্তাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্ ॥১৬
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতেষু তেজসা চানলোপমঃ।
অভীক্ষ্ণং তপসে লোকাংস্তেন ভাস্করসম্মিতঃ ॥১৭
সাক্ষাদ্ বিত্তেশতুল্যোঽসি অথবা ধনদাধিকঃ।
বিত্তেশস্যেব পদ্মা শ্রীর্নিত্যং তে রাজসত্তম ॥১৮
ধনদস্য তু কার্য্যেণ ধনদস্তেন নো ভবান্।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ॥১৯
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব।
ধর্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারে বিধিক্রমাৎ ॥২০
যস্য রুষ্যসি বৈ রাম তস্য মৃত্যুর্বিধাবতি।
গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিক্রমঃ ॥২১
যশ্চেষ মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম।
আনৃশংস্যপরো রাজা সত্ত্বেষু ক্ষময়ান্বিতঃ ॥২২
দুর্ব্বলস্য স্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষোত্তমং চক্ষুঃ সর্বগতের্ভবান্ ॥২৩
অস্মাকমপি নাথত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্ম্মিক।
মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ ॥২৪
ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ॥২৫
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ ॥২৬
এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥২৭
হ্রীমন্তশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ।
তানাহূয় চ ধর্ম্মাত্মা পুষ্পকাদবতীর্য্য চ ॥২৮

পরিত্রাণ করুন। গৃধ্র ইহা কহিলে পেচক বলিল,—হে রাম! চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, কুবের ও যম ইঁহাদের অংশে রাজার জন্ম হয়, তিনি কেবল দেহমাত্র মনুষ্য। রাজন্! আপনি সর্ব্বচরাচরময় দেব নারায়ণ; আপনাতে সৌম্যত্ব সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে এবং আপনিও অন্বেষণ করত সমতা আচরণ করেন, এই জন্যই আপনাকে সোমাংশ বলিয়া থাকে।১১-১৫

হে প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের অভয়প্রদ; বিশেষতঃ দানের সময় দান, কোপকালে কোপহরণ ও দণ্ডের সময় রক্ষা করেন, সুতরাং আপনি আমাদিগের ইন্দ্রস্বরূপ। আপনি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, তেজে অনলতুল্য এবং সকলকে তাপ প্রদান করেন বলিয়াই সূর্য্যসদৃশ। হে রাজসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ ধনপতিতুল্য; কিংবা ধনদ কুবের অপেক্ষাও অধিক; কারণ, ধনেশ্বরের স্থায় পদ্মহস্তা লক্ষ্মী সর্ব্বদা আপনার সন্নিহিতা; বিশেষতঃ ধনদের কার্য্য করেন বলিয়াই আপনি আমাদিগের ধনপতি। হে রাঘব! আপনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবেই তুল্যভাব, আপনি শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। আপনি ধর্ম ও ব্যবহারশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সর্বদা রাজ্য শাসন করেন। হে রাম! আপনার বিক্রম অত্যধিক; অতএব আপনি যাহার উপর কুপিত হন, মৃত্যুও তাহার নিকট ধাবিত হইয়া থাকে, এই কারণে আপনি যম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে নৃপসত্তম! নিখিল প্রাণীর প্রতি ক্ষমাগুণসম্পন্ন দয়াময় আপনার এই মানুষভাবই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। রাজাই অনাথ ও দুর্বলের বল; যাহার চক্ষু নাই, আপনিই তাহার উত্তম চক্ষু এবং আপনিই সর্বগতির গতি। হে ধার্মিক! আপনি আমাদিগের নাথ, অতএব আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। রাজন্! গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে। হে নরপুঙ্গব! আপনিই দেব ও মনুষ্য লোকের শাস্তা। রাম ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সচিবগণকে আহ্বান করিলেন।১৬-২৫

গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ।
কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ॥২৯
এতন্মে কারণং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং সত্যম্ ॥৩০
ইদং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা।
উদ্ভিদ্ভিরাবৃতা সর্ব্বা তদাপ্রভৃতি মে গৃহম্ ॥৩১
উলূকশ্চাব্রবীৎ রামং পাদপৈরুপশোভিতা।
যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সভাসদমুবাচ হ ॥৩২
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥৩৩
যে তু সভ্যাঃ সদো গত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ ॥৩৪
জানন্নব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াত্তথা।
সহস্রবারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি ॥৩৫
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমুত্তমম্ ॥৩৬
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাব্রুবংস্তদা।
উলূকঃ শোভতে রাজন্ন তু গৃধ্রো মহামতে ॥৩৭
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ।
রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রাজা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৮
শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তেন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্।
বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥৩৯
সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥৪০
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্ক-নক্ষত্রা সপর্ব্বতমহাবনা।
সলিলার্ণবসম্পূর্ণং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪১
এক এব তদা হ্যাসীদ্ যুক্তো মেরুরিবাপরঃ।
পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ ॥৪২

বৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিমান্ কুলীন সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, নীতি-নিপুণ ও মন্ত্রণাকুশল মহাত্মা মন্ত্রিবর্গ রাজা দশরথের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, রঘূত্তম ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সেই সচিববর্গকে আহ্বান করত পুষ্পক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃধ্র ও পেচকের বিবাদের বিষয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গৃধ্র! কত বৎসর হইল—তুমি এই বাসা প্রস্তুত করিয়াছ, আমার নিকটে তাহা সত্য করিয়া বল। গৃধ্র ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিল ।২৬-৩০

হে রাম! মনুষ্যগণ উদ্ভিদ হইয়া যে অবধি এই বসুমতির চতুর্দিক্ আবৃত করিয়াছে, তাবৎকাল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পেচক রামকে বলিল,—রাজন্! এই পৃথিবী যে অবধি তরুরাজির দ্বারা শোভিত হইয়াছে, তৎকাল হইতেই আমার আলয় প্রস্তুত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাম সভাসদ্গণকে বলিলেন,—যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না, সে সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন না, তাহারা বৃদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হয়েন না; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্য ছলসমন্বিত, সে সত্য সত্যই নহে। যে সভ্যগণ সভায় চিন্তা করিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন এবং যথাযোগ্য আপনার মত প্রকাশ না করেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী; অথবা যাহারা জানিয়াও কাম, ক্রোধ বা ভয়বশতঃ প্রশ্নের উত্তরপ্রদান না করেন, তাঁহারা নিজের উপর সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন ।৩১-৩৫

সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সেই পাশের একটি একটি মুক্ত হইয়া যায়, অতএব সত্য জানিয়া তৎক্ষণাৎ সত্যকথাই ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। সচিবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া রামকে বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্। পেচক যাহা বলিতেছে, তাহাই আদরণীয়; গৃধ্রের কথা সত্য নহে। মহারাজ! এখন আপনিই ইহার একমাত্র প্রমাণ; কারণ, রাজাই প্রজাগণের পরম গতি, রাজাকে আশ্রয়

তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্ ।
রুরাপ দেবো ভূতাত্মা বহূন্ বর্ষগণানপি ॥৪৩
বিষ্ণৌ সুপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ ।
রুদ্ধস্রোতস্তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাবিশৎ ॥৪৪
নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে ।
স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ ॥৪৫
সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্ব্বতান্ সমহীরুহান্ ।
তদন্তরে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমনুষ্য-সরীসৃপান্ ॥৪৬
জরায়ুজাণ্ডজান্ সর্ব্বান্ স সসর্জ মহাতপাঃ ।
তত্র শ্রোত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ ॥৪৭
দানবৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তত্র ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ ॥৪৮
বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্ ।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা ॥৪৯
তেন শব্দেন সম্প্রাপ্তৌ দানবৌ হরিণা সহ ।
অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধু-কৈটভৌ ॥৫০
মেদসা প্লাবিতা সর্ব্বা পৃথিবী চ সমন্ততঃ ।
ভূয়ো বিশোষিতা তেন হরিণা লোকধারিণা ॥৫১
শুষ্কাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষৈঃ সর্ব্বামপূরয়ৎ ।
ওষধ্যঃ সর্ব্বশস্যানি নিষ্পন্নস্তু পৃথগ্‌বিধাঃ ॥৫২
মেদো গন্ধা তু ধরণী মেদিনীত্যভিসংজ্ঞিতা ।
তস্মান্ন গৃধ্রস্য গৃহমূলূকস্যেতি মে মতিঃ ॥৫৩
তস্মাদ্ গৃধ্রস্তু দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্ত্তা পরালয়ম্ ।
পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্ব্বিনীতে মহানয়ম্ ॥৫৪
অথাশরীরিণী বাণী অন্তরিক্ষাৎ প্রবোধিনী ।
মাবধী রাম গৃধ্রং তং পূর্ব্বদগ্ধং তপোবলাৎ ॥৫৫
কালগৌতমদগ্ধোঽয়ং প্রজ্ঞানাথো নরেশ্বরঃ ।
ব্রহ্মদণ্ডেতি নাম্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥৫৬

---

* করিয়া প্রজাবর্গ বর্দ্ধিত হয় এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—পুরাণে যাহা উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।৩৬-৪০

পুরাকালে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পর্ব্বত ও বিশালবনযুক্ত স্বর্গপুরী এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য সাগর সলিলে পরিপ্লুত ছিল। তখন দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় একমাত্র বিষ্ণুই যোগাবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন ও পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত ঐ সময়ে বিষ্ণুর জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভূতাত্মা মহাতেজা দেব বিষ্ণু তাহাকে গ্রহণ করিয়া সাগরে প্রবেশ করত বহুবর্ষ শয়ান রহিলেন। বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে মহাযোগী ব্রহ্মা সমাহিত হইয়া সেই বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪১-৪৪

অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশে স্বর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মহাপ্রভু যোগী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। সেই অবকাশে মহাতপা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, মনুষ্য ও সর্প প্রভৃতি জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রজাদকল সৃজন করিলেন। তৎকালে মহাশক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ, ভয়ঙ্করূপধারী মধু ও কৈটভনামক দানবযুগল বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইল। তাহারা তথায় প্রজাপতি স্বয়ম্ভুকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বেগে স্বয়ম্ভুর অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃতস্বরে চীৎকার করিলেন ।৪৫-৪৯

নারায়ণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দানবযুগলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চক্রপ্রহারে উহাদের উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ।৫০

তাহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদোদ্বারা পরিপ্লুত হইল। লোকধারী হরি পুনরায় তাহাকে বিশুষ্ক করত সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। তখন নানাবিধ ওষধি ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং মেদোগন্ধযুক্ত বলিয়াই ধরণী মেদিনী নামে বিখ্যাত হইলেন; অতএব আমার বিবেচনায় ঐ গৃহ পেচকের, গৃধ্রের নহে। এই পাপাত্মা অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, বিশেষতঃ পরগৃহহরণ করিয়া পীড়া প্রদান করে, অতএব পাপাচার গৃধ্র দণ্ডনীয় ।৫১-৫৪

ইত্যবসরে রামকে বুঝাইবার নিমিত্ত আকাশ বাণী হইল,—হে রাম! এই গৃধ্র পূর্ব্বেই গৌতমের তপোবলে

গৃহং স্বস্যাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত।
সাগ্রং বর্ষশতঞ্চৈব ভোক্তব্যং নৃপসত্তম ॥৫৭
ব্রহ্মদত্তঃ স বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং নৃপঃ।
হার্দং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ ॥৫৮
মাংসমস্যাভবত্তত্র আহারে তু মহাত্মনঃ।
অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোঽস্য দারুণঃ ॥৫৯
গৃধ্রত্বং ভব বৈ রাজন্মা মৈনং ত্বথ সোঽব্রবীৎ।
প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞানান্মে মহাব্রত ॥৬০
শাপস্যান্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ।
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ ॥৬১

উৎপৎস্যতি কুলে রাজ্ঞো রামো নাম মহাযশাঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ ॥৬২
তেন স্পৃষ্টো বিপাপত্বং ভবিতা নরপুঙ্গব।
স্পৃষ্টো রামেণ তঙ্কৃত্বা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৬৩
গৃধ্রত্বং ত্যক্তবান্ রাজা দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
পুরুষো দিব্যরূপোঽভূদ্বাচেদং স রাঘবম্ ॥৬৪
সাধু রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো।
বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্যান্তঃ কৃতস্ত্বয়া ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

দগ্ধ হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাকে বধ করিও না। হে নরেশ্বর! এই সত্যব্রত শূর পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন; ইনি কালরূপী গৌতমকর্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন। হে রাজসত্তম! দ্বিজবর গৌতম ইহার গৃহে উপনীত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করত বলিয়াছিলেন—হে রাজসত্তম! আমি শতাধিক বৎসরকাল ভোজন করিব ।৫৫-৫৭

হে রাজন্! ব্রহ্মদত্ত সেই মহাতেজস্বী মুনিকে স্বয়ং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার মনোহর আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন, কিন্তু মহাত্মা গৌতমের আহরীয় দ্রব্যে মাংস ছিল, তদ্দর্শনে মুনি কুপিত হইয়া 'রাজন্! তুমি গৃধ্র হও' এই বলিয়া নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—হে মহাব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! শাপ দিবেন না! শাপ দিবেন না। অজ্ঞানবশতঃ এরূপ হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ।৫৮-৬০

হে মহাভাগ অনঘ! আমার শাপের অবসান করুন। মুনিও অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিবেচনা করিয়া রাজাকে বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রামনামক মহাযশস্বী এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। হে নরবর! সেই মহাভাগ কমললোচন রামচন্দ্র তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি পাপমুক্ত হইবে। রাম ইহা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতি নরবর রাম ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন ।৬১-৬৩

রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্রকলেবর ত্যাগ করিয়া মনোহর গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন ।৬৪

হে ধর্ম্মজ্ঞ বিভো রাঘব! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম। আপনি আমার শাপের অবসান করিলেন ।৬৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের তৃতীয় প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৪৫৭	৭	২৮	ধামতা	দীনতা
	২৭		নৃপগ	যূপগ
৪৫৯	১৮		প্রাথাদিগের	প্রার্থীদিগের
৪৬০	২		প্রণষ্টবুদ্ধেঃ	প্রনষ্টবুদ্ধেঃ
৪৬৫	৬		নার্য্যা	ন্যায্যা
৪৬৬	২৩		মিতাস্তদুঃখিত	মিতাস্তদুঃখিত
৪৬৭	১৮		ধারে	ধীরে
৪৭০	২৫		সর্বাতোভাবে	সর্বতোভাবে
৪৭৪	৭		সম্প্রেক্ষ	সম্প্রেক্ষ্য
	২০		অর্ঘগণ	আর্য্যগণ
	১২		শস্ত্রোপজাবিনঃ	শস্ত্রোপজীবিনঃ
	(সর্গসংক্ষেপে ২)		যুদ্ধাভিধান	যুদ্ধাভিযান
	২৭		অত্রধীন	অত্রধীন
	২৭		নিষাদাধিপতি	নিষাদাধিপতিঃ
	২৬		সমাধিস্তচিত্তে	সমাহিতচিত্তে
	২৭		সপারবারে	সপরিবারে
	৫		মম।	মম।
	২৮		অতিক্রন্ত	অতিক্রান্ত
”	২৮		ভগীরথাতীরে	ভাগীরথীতীরে
৪৮৫	৯		শত্রুঘ্নো	শত্রুঘ্নো
৪৮৭	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্যকি	বাল্মীকি
৪৯১	৭		দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ	দাসৈরধিষ্ঠিতাঃ
”	৩		দাশৈঃ	দাসৈঃ
৪৯২	১৮		স্বগগমন	স্বর্গগমন
৪৯৫	১৯		মৈরের	মৈরেয়
৪৯৬	১		যাল্যাম	যাল্যামি
”	২৯		অতুলনায়	অতুলনীয়
৪৯৭	২	৩৫	কৃষ্ণত সর্বাসনং	কৃষ্ণসর্বাসনং
৪৯৮	১	৪৯	যাদঙ্গিকা	মার্দঙ্গিকা
	৯	৬০	হস্ত্যশ্বারোহ বন্ধকাঃ	হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ
	১৮		অদ্ভুত	অদ্ভুত
	(সর্গসমাপ্তি ৭)		ইত্যার্থে	ইত্যার্ষে
	৯		শ্রীমদ্রামায়ণে	শ্রীমদ্রামায়ণে

পৃষ্ঠা		শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫০০			হযোধ্যাকাণ্ডে	ঽযোধ্যাকাণ্ডে
-			একনবতিতমঃ	একনবতিতমঃ
	(সর্গসংক্ষেপ)		প্রার্থনম	প্রার্থনম্
	৫		রাত্রিস্তবান্মদ্ বিষয়ে	রাত্রিস্তবান্মদ্বিষয়ে
	২৪		বন্তা	বন্তী
	৩		বেণর্দিবং	বেণুর্দিবং
	১৩		চিত্রকূটপবতের	চিত্রকূটপর্বতের
	৩২		অনকূল	অনুকূল
	২৯		ভুক্তাব	ভুক্তাব—
	১২		অনুসন্ধীন	অনুসন্ধান
	২৩		করিতে	করিতে
	(সর্গসংক্ষেপ)		সদ্ভাবরোবর্ণনম্	সদ্ভাবরোর্বর্ণনম্
	১৯		প্রণাধিক	প্রাণাধিক
	২১		করিয়াছে'	করিয়াছে,
	১৪		বারো	বীরো
	২৮		বাহুতুলা	বাহুতুল্য
	৭		পাথিব ব্যঞ্জনাম্বিতো	পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতো
	১৩		রক্ষাত	রক্ষিত
	২২		বলিয়াছিলেন	বলিয়াছিলেন
	১৫		যাহাতে	যাহাতে
	২৪		পারবৃত	পরিবৃত
	২৮		নিমিতআবরণ	নির্মিতআবরণ
	৩		প্রকৃতিভিভবেদ্	প্রকৃতির্ভবেদ্
	৭		শক্রঘ্ন	শত্রুঘ্ন
	১১		সূয্য	সূর্য্য
	১৩		কচ্চিৎ	কচ্চিৎ
	৯		মূর্দ্ধাণাং	মূর্দ্ধাণাং
	১		মহাঙ্গীচীন্	মহাঙ্গুচীন্
	২		শ্রেষ্ঠাঙ্গেষ্ঠেষু	শ্রেষ্ঠাঙ্গেষ্ঠেষু
			মিরোজয়ন্তি	মিরোজয়সি
			উগ্রা	উগ্র
			সীমা পণ্ডমান্	সীমাপণ্ডমান্
			পরিত্তক্ত	পরিত্যক্ত

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫২৬		প্রভিত্তিতে	প্রভৃতিতে
৫২৭	৫৪	কো সো	কোষো
৫২৮	৬৪	কোবিদঃ	কোবিদাঃ
"	৬৪	পৌরজনপদৈঃ	পৌরজানপদৈঃ
	৬৮	দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্	দশপঞ্চচতুর্বর্গান্
	৬৯	কৃতং	কৃতাং
	৭৪	কশ্চিদ্	কচ্চিদ্
		আয়	আয়ু
		প্রবিষ্টস্তং	প্রবিষ্টস্তং
		কাকুৎস্থেন	কাকুৎস্থেন
		পরিত্তজ্য	পরিত্যজ্য
		কৈকেয্য	কৈকেয্যা
		ভরতং	ভরতঃ
		আর্য্যঃ	ভার্য্যাঃ
		ধর্মকৃতং	ধর্মকৃতাং
		আমাত্যাশ্চ	আমরাশ্চ
		তোমীর	তোমার
৫৩২		বিবুধাধিপোমঃ	বিবুধাধিপোপমঃ
"		ধর্মার্থসক্তিতং	ধর্মার্থসহিতং
		ততো	গতো
		সংস্মরেন্নেব	সংস্মরন্নেব
		কূলঘাত	কূলঘাত
		সমন্না	স ময়া
		কৃতম্	কৃতাম্
		সীতে।	সীতে !
		গতিরেবা	গতিরেষা
৫৩৬		মন্দাকিনীতীরাৎ	মন্দাকিনীতীরং
		হতৈরহৈর্গ জৈরক্তে	হয়ৈরযুক্তে গজৈরক্তে
		রথাজ	রথাহ্ব
		মন্ত্ররামহিতামপি	মন্ত্ররাসহিতামপি
		করিল।	করিল।
"			
৫৩৮		চতুরাধিকশততম	চতুরধিকশততম
		কৌসল্যা	কৌশল্যা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫৩৯	১৩	২৪	বিদেহরাজস্য	বৈদেহরাজস্য
৫৪০	১১		জমদগ্নং	জমদগ্নং
	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		চতুরধিকশততম	চতুরধিকশততম
	২৬		সেচ্ছানুসারে	স্বেচ্ছানুসারে
	১২		প্রেতস্যাস্তনু	প্রেতস্যাত্মানু
	১৬		যজ্ঞ	যজ্ঞ
	২২		যজ্ঞের	যজ্ঞের
	৩৪		ধৈর্য্যবান্	ধৈর্য্যবান্
	১৫		ত্বাম	ত্বমি
	১৭		কার্য্যোই	কার্য্যোই
	৪		ধামক	ধার্ম্মিক
	৮		সাৎ	স্যাৎ
	১২		প্রত্যাবর্ত্তন ও	প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ও
	২৭		মিথ্য	মিথ্যা
	১২		রাজ	রাজ্য
	১৭		করুণ	করুণ
	২৭		লোপকরা	লোপ করা
৫৬২	৬		তানৃষীমিভ্য	তানৃষীমভ্য-
৫৬৩	১		রক্ষিতং	রক্ষিতুং
	২		জানপদা	জানপদাং
	২৯		রঘুশ্রেষ্ঠ	রঘুশ্রেষ্ঠ !
	২২		ভরদ্বাজমুমি	ভরদ্বাজমুনি
	২৭		নদাব	নদীর
	২৫		উৎকণ্ঠায়	উৎকণ্ঠায়
৫৬৯	১		হনাং	হীনাং
			নীরেন্দ্রেণ	নরেন্দ্রেণ
			লক্ষণস্তর্ষিভির্দৃষ্টং	লক্ষণস্তর্ষিভির্দৃষ্টং
			নিমত্তই	নিমিত্তই
৫৭৫			মূল	মূল
৫৭৬			সেচ্ছাচারী	স্বেচ্ছাচারী
৫৮০			স্বপ্নেরপি	স্বপ্নেরপি
৫৮২			পবনোদ্ধুতঃ	পবনোদ্ধতঃ
৫৮৭			শরণ্যঃ	শরণ্যং

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫৮৭	৮	৪	স্রুগ্‌ভরাটৈরজিনৈঃ	স্রুগ্‌ভাটৈরজিনৈঃ
	৭	৯	ব্রহ্মবিদির্মাহা	ব্রহ্মবিদির্মহা
৫৮৮	১	১১	অভিগম্য	অভিজম্য
	১২	১৬	আজহুস্তে	আজহ্রুস্তে
,,	২৯		সমাদরপূর্ব্বক	সমাদরপূর্ব্বক
৫৮৯	২৫		করিষ্যাছিস	করিষ্যাছিস্
	২৬		করিষ্যাছিস	করিষ্যাছিস্
	১		মরেন্দ্রস্ত	মরেন্দ্রস্ত
	১৯		সীতাদেবায়	সীতাদেবীর
	১		মাবস্তং	মাবস্থং
	৩		মিহতান্তাস্ত	মিহতস্তাস্ত
	৬		বিমোক্ষসে	বিমোক্ষ্যসে
	১৯		আসিষ্যাছিস	আসিষ্যাছিস্
	১১		রঘুকুলশ্রেষ্ঠ	রঘুকুলশ্রেষ্ঠ
	৬		চাপ্যেতং	চাপ্যেনং
	১৯		কৌসল্যাদেবী	কৌশল্যাদেবী
	১৪		মৈথলীম্	মৈথিলীম্
	১৭		রথখানি	রথখামি
	২১		স্ত্রা	স্ত্রী
	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		স্বর্গ	সর্গ
	৩		বৈখমসা	বৈখানসা
	৭		বিশ্রুতস্ত্রিকু	বিশ্রুতস্ত্রিষু
	১২		প্রভৃতি	প্রভৃতি
	২		সর্ব্বল্লোঁকান্	সর্ব্বাল্লোঁকান্
	১১		মহাবিলোক	মহর্বিলোক
	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		স্বর্গ	সর্গ
	৯		ভগবংস্তব্রা	ভগবংস্ত্বয়া
	১০		মুনয়স্তবয়ন্তি	মুনয়স্ত্বয়ন্তি
	২১		মহর্ষিকতৃক	মহর্ষিকর্ত্তৃক
	২		নৃপত্মজ	নৃপাত্মজ
	৯		প্রতিজ্ঞাতস্তয়া	প্রতিজ্ঞাতত্বয়া
	১৪		গচ্ছাশ্রমং	গচ্ছাশ্রমং
	২		অমকীম্	আমকীম্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬১১	৭	৪	চাত্তা	চার্ত্তা
৬১২		১৬	কৎস্নেম	কার্ৎস্নেম
"		১৯	মংস্কৃত্য	সংস্কৃত্য
		২১	শোভেন	শোভনে
		২২	ইত্যোবমুক্ত্বা	ইত্যেবমুক্ত্বা
		"	মৈথিলরাজ পুত্রীম্	মৈথিলরাজপুত্রীম্
			বনুস্মান্	বনুগ্মান্
৬১৬			তীর্থেষু	তীর্থেষু
৬১৭			নিগত	নির্গত
৬১৯		৮৮	বৎস্যামহং	বৎস্যাম্যহং
৬২০		৫	তথেত্যুক্তাঽগ্নি	তথেত্যুক্ত্বাগ্নি
৬২১			লক্ষণ কে	লক্ষ্মণকে
৬২২		৩২	বিশ্বকর্মণাঃ	বিশ্বকর্মণা
"			ঐ রূপবলিয়া	ঐরূপ বলিয়া
		৩৭	দীপ্তাং	দীপ্তাং
৬২৩			তোমরা	তোমার
"			প্রদাপ্ত	প্রদীপ্ত
৬২৪			বৃত্তান্তো	বৃত্তান্তো
			মিথিলারাজ দুহিতা	মিথিলারাজদুহিতা
			তপস্বিগণকেও	তপস্বিগণকেও
৬২৫			সীতার	সীতার
৬২৭			ভর্তৃন্	ভর্তৃন্
"			গন্ধবা	গন্ধর্বী
৬৩০			দীর্ঘে:	দীর্ঘৈঃ
৬৩৩			সুনিহারা:	সুনীহারাঃ
"			সহাহিতা	সমারুতাঃ
			।ধরদঃ	ধিরদঃ
			প্রগলভা	প্রগল্‌ভা
৬৩৪			বনেবাস	বনে বাস
৬৩৬			সূর্পণখার	সূর্পণখার
"			সুর্পণখা	সূর্পণখা
			অটমণ্ডলধারী	অটামণ্ডলধারী
৬৪৯			বাকপটু	বাক্‌পটু

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৩৯	২৫		অভিলাষ	অভিলাষ
"	২৭		সিদ্ধমনরথ	সিদ্ধমনোরথ
	২১		বিকৃতকারা	বিকৃতাকারা
	২৮		সেইপক্ষ	সেইরূপ
	২৮		কোম	কোন্
	২২		তপস্বী	তপস্বী
	(সর্গসমাপ্তি)		স্বর্গ	সর্গ
	২২		চাস	চাস্
	২৩		কর	কর্
	৫		ইত্যেবমুক্ত্ব	ইত্যেবমুক্ত্বা
	৬		অভিদুদ্রুর্বুঃ	অভিদুদ্রুবুঃ
	১২		শূপর্ণখা	শূর্পনখা
	১২		হইয়া	হইয়া
	২৩		নীলমেঘসদৃশ,	নীলমেঘসদৃশ
	৪		বৈদুর্য্যময়	বৈদূর্য্যময়
	১		কামুকৈঃ	কার্মুকৈঃ
	২৭		ধামান্	ধীমান্
	২৯		প্রতীকার	প্রতিকার
	৭	১৬	সীতয়া	সীতয়া
	১৯		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
	২০		দুদর্শনীয়	দুর্দর্শনীয়
৬৫৭	১৩		আত্রু	আদদূ
৬৬৪	১২		কর	কর্
"	১	১৮	ত্রাণি	ত্রীণি
৬৬৫	২৩		তাক্ষ্ণাগ্র	তীক্ষ্ণাগ্র
৬৬৬	৭		সপ্ত শরানাদায়	সপ্তশরানাদায়
"	২৭		পুনরায়	পুনরায়
৬৬৮	১৯		করিয়াছিস	করিয়াছিস্
৬৬৯	১৯		করিয়াছিস	করিয়াছিস্
"	২৫		কর	কর্
	১৯		করিতেছিস	করিতেছিস্
	২৮		করিতেছিস	করিতেছিস্
	৮		করিয়াছিস	করিয়াছিস্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৭০	১১		এইরূপবলিয়া	এইরূপ বলিয়া
"	১৩		বৃক্ষও	বৃক্ষ ও
	২০		পারিতেছিল	পারিতেছিল্
	১০		বামতা	বীমতা
	১৫		করিলেন	করিলেন।
	২৯		যম	যম
	২৫		সামর্থ	সামর্থ্য
	২৬		মদীর	মদীয়
	৮		সীমন্থিনী	সীমন্থিনী
	২৬		মইয়া	হইয়া
	১৯		লঙ্কাপুরাতে	লঙ্কাপুরীতে
	২৩		বজ্র	বজ্র
	২৭		যিনি	যিনি
	১৫		মহাযুদ্ধে	মহাযুদ্ধে
	২০		যমের	ধর্মের
	২১		যিনি	যিনি
	২৬		ভূষণ	ভূষণ
	১২		অযুক্তংচারং	অযুক্তচারং
	১৩		পঙ্কামব	পঙ্কমিব
৬৮২	১৫		রাজে	রাজ্যে
৬৮৩	১০		জিনাম্বরঃ	জিমাম্বরঃ
"	১৩		রূপকামদেবের	রূপ কামদেবের
	২২		মুহূর্ত্ত মধ্যে	মুহূর্তমধ্যে
৬৮৪	৪		পাতর্ব্বঃ	পতির্ব্বঃ
৬৮৫	১৫		প্রহ্লয়ভাবে	প্রচ্ছন্নভাবে
৬৮৬	১৬		কিন্নরৈশ্চ	কিন্নরৈশ্চ
"	১৬		সুশোভিত	সুশোভিত
	১৮		মাদ	মাব
	৩১		অপ্সরা	অপ্সরা
৬৮৭	২২		থাক্ত	থাক্ত,
৬৮৮	১৩		রক্ষাসং	রক্ষসাং
"	২৩		হইয়া ও	হইয়াও
৬৮৯	১৯		করিয়াছে	করিয়াছে।

অশুদ্ধি শুদ্ধি প্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৯০	১৯		উত্তোগে	উত্তোগ
৬৯৬	১৫		বলিতেছি	বলিতেছি,—
৬৯৭	২		শুনহচ্ছাপং	শুনহচ্ছাপং
"	১৪		রামদূত্ব মামি	রামদূত্ব মামি
	১৭		দণ্ডকারণে	দণ্ডকারণ্যে
	১২		মারীচ	মারীচ কর্ত্তৃক
	১৩		সাবধান করিলেন	সাবধান বাক্য উচ্চারণ
	১৭		খড়্গধারী	খড়্গধারী
	২৪		দুর্বুদ্ধিবশত	দুর্বুদ্ধিবশতঃ
	১৮		ধাইয়া	ধাইয়া
	২৫		উদরেরবর্ণ	উদরের বর্ণ
	১৬		স্নেহ সহকারে	স্নেহসহকারে
	১৭		সেইমায়ামগ্ন	সেই মায়ামগ্ন
	১৫		সীতার	সীতার
	২৭		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
	২		পরুষব্যাঘ্র	পুরুষব্যাঘ্র
	২৮		হইবে	হইবে।
	৩		অর্ব্বী	অর্ব্বী
	৩৩		অগস্তের	অগস্ত্যের
	১৩		চীৎকার	চীৎকার
	১২		উপতিত্ত	উৎপতিত্ত
	১১		মাবাচস্তৈব	মারীচস্তৈব
	২৭		ম্রিয়মাণ	ম্রিয়মাণ
	২৫		কোটিদেশ	কটিদেশ
	২২		ভজনের	ভোজনের
	১৩		করিতেছিস	করিতেছিস্
	১৭		হইয়াছিস	হইয়াছিস্
	১৯		করিতেছিস	করিতেছিস্
	১৪		গৃধে	গৃধ্রে
	২২		পক্ষা	পক্ষী
	২৪		করিতেছিস	করিতেছিস্
	১৪		পারি।	পারি।
	১৬		সমূহে	সমূহে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭২৭	৩৩		বৃক্ষসকলের।	বৃক্ষসকলের।
৭৩০	১৪		নিবৃত্ত হইতে	নিবৃত্ত থাকিবার জন্য
"	১৯		বিশেষত	বিশেষতঃ
৭৩১	৩০		কর	কর্
৭৩৮	১৪		সূর্য্য ও	সূর্য্যও
৭৩৯	৩২		স্বর্ণনির্মিত	স্বর্ণনির্মিত
৭৪২	২৩		কর	কর্
৭৪৪	২৬		সম্ভ্রমবশত	সম্ভ্রমবশতঃ
৭৫৫	৪		পুরাং	পুরীং
৭৫০	২২		ইক্ষাকু	ইক্ষ্বাকু
৭৫১	২১		ধর্মপত্না	ধর্মপত্নী
৭৫২	২২		কর	কর্
	২৪		বাক্যানুসারে	বাক্যানুসারে
	২৯		কর	কর্
			রক্ষাকর	রক্ষা কর্
			আমার	আমায়
			তারে	তীরে
			তথ	তথা
			স্বীয়	স্বীয়
			আশ্রমে	আশ্রমের
			সহায়	সহায়
			কৈকয়ীদেবীর	কৈকেয়ীদেবীর
			রঘুনন্দন	রঘুনন্দন
			এমুক্তস্ত	এবমুক্তস্ত
			স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
"			তথাত্যর্থং পাপ	তথাত্যর্থপাপ
৭৬৩			শ্রীমানুমত্ত	শ্রীমানুমত্ত
৭৬৪			অহে	ওহে
"			অহে	ওহে
৭৬৭			শ্রমাপনং	শ্রমপনং
			পাইব	পাইব।
"			যা	যা,
৭৬৮			যালনে	বলিলে

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭৭০		কৈকয়ী	কৈকেয়ী
৭৭২		প্রদাপ্ত	প্রদীপ্ত
৭৭৪		কর্মস্বতি দুষ্করেষু	কর্মস্বতিদুষ্করেষু
৭৭৬		নিরীক্ষ্য	নিরীক্ষন্
৭৭৭	৩০	ক্ষুদ্র মৃগং	ক্ষুদ্রমৃগং
	৩৮	বিকীর্ণ	বিকীর্ণং
		সীতার	সীতার
		দ্যুতিমান্	দ্যুতিমান্
		কল	কাল
		যুক্তং	যুক্তং
		কোন্	কোন
		সমূদে	সমূহে
৭৮৩		পরিদ্যুন	পরিদ্যূন
		নাসি লঙ্কে।	নাশীল্লঙ্কে।
		কোন	কোন্
		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
		বসিষ্ঠের	বশিষ্ঠের
		ব্যতীত	ব্যতীত
		নির্দ্বা	নির্দ্বাঃ
,,		পর্বত শিখরসদৃশ	পর্বতশিখরসদৃশ
৭৮৬		দেবা	দেবী
৭৮৮		ধতমানো	দতমানো
		পক্ষিশ্রেষ্ঠ	পক্ষিশ্রেষ্ঠ !
		মুহুর্ত্তে	মুহূর্ত্তে
		মুহূতোঽহৈসৌ	মুহূর্ত্তোঽহৈসৌ
		বিনাশো	বিনাশো।
		জাগদিগের	জীবদিগের
		অগ্নিজ্বালনিকাশেন	অগ্নিজ্বালানিকাশেন
		মাহুতেনন	মাহুতেন
		রাসুমিত্রা।	সুমিত্রা
		দাশরিথঃ	দাশরথিঃ
		অয়ে	ওরে
		প্রতাপশালা	প্রতাপশালী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭৯২	৬		আলোকন	অবলোকন
"	১৫		অস্থিমন্তাং	অস্থিমত্তাং
	৫		দৃষ্টা	দৃষ্টু।
	২৪		ভাগ্যানুসারেই	ভাগ্যানুসারেই
	১৬		অচিন্তনীয়	অচিন্ত্যনীয়
	১৮		ইন্দ্র,	ইন্দ্র
	২৬		হইলে ও	হইলেও
	৫		বজ্রিণাহতি	বজ্রেণাহতি
	৬		শক্রো	শক্রো
	১৪		খনন	খনন করিয়া
	১২		শার্দুল	শার্দূল
	১৩		গত্বাহচ্চ	গত্বাঽচ্চ
	২২		প্রগলভ	প্রগল্‌ভ
	২৪		বালি	বালী
	১৮		বালির	বালীর
	১		পত্নী স্তে	পত্নীস্তে
(সর্গসংক্ষেপ ১ম লাইন)			দিব্যরূপধর কবন্ধেন	দিব্যরূপধরকবন্ধেন
(সর্গসংক্ষেপ দ্বিতীয় লাইন)			মূর্দ্ধের মস্ত	মূর্দ্ধেরমস্ত
	৪	১৫	স্তপ্তাম	স্তপ্তান্
	৪	২৯	বিধানাতচ্চ	বিধানাত্তচ্চ
	১	৪২	স্তন্নশান্তৈবং	স্তন্নশান্তৈবং
	২৯		অহূত	অহুত
	১৫		রঘুশ্রেষ্ঠ।	রঘুশ্রেষ্ঠ !
	১৮		সেই	সেই
	১৪		কবোপকবন	কবোপকবন এবং
	১৮		অধিনে	অধীনে
	১৬		সমূহে	সমূহে
	১১		নবর্ধভ	নরর্ষভ
	১৪		শক্যং সীতাং	সীতাং শক্যং
	১৬		চেতসম্	চেতসঃ
	১৭		মলিনীং মমো	মলিনীমমো
	১৮		রঘূত্তমঃ	রঘুত্তমঃ
	১৯		শোকবিষাদমন্বিতঃ	শোকবিষাদমন্বিত

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮১২	৫	৭	রশিসংচ্ছন্না	রশি সংছন্না
৮১৫	৯		বৈদূর্য্য	বৈদূর্য্য
৮১৬	১৪		বামিলঃ	চামিলঃ
	২৩		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
	৯		সংচ্ছন্ন	সংছন্ন
	১২		সংচ্ছন্না	সংছন্না
	১২		পুংস্কোকিল	পুংস্কোকিল
	১৭		পুংকোকিল	পুংস্কোকিল
	২৮		গমন হইতেছে	গমন করিতেছে
	৩১		সহিতে	সহিত
	১০		আহবয়ন্ত	আহ্বয়ন্ত
	১৮		প্রথমত	প্রথমতঃ
	২৭		কমোন্মাদিনী	কামোন্মাদিনী
	২৩		চক্রবাক	চক্রবাক্
	২৬		আন্দোলিত	আন্দোলিত
	১৫		সমূহে	সমূহে
	৩২		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	৩১		বরনাশ্চৈব	বরণাশ্চৈব
	৩		পুষ্পা	পুষ্প
	১৩		রমনীয়েষু	রমণীয়েষু
	২৪		সেইস্থলপূর্ণ	সেইস্থল পূর্ণ
	১		সৌগিন্ধি	সৌগন্ধি
	১৩		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	৩১		কোথায় !	কোথায় ?
	১৫		ত্রাণহীন	ত্রাণহীন
৮২৪	২৯		অচিন্তনীয়	অচিন্তনীয়
৮২৬	২০		সুগ্রীবসের	সুগ্রীবের
৮২৭	১৪		তাবণেন চ	তাবণেন চ
৮২৯	১৮		সুগ্রীবের	সুগ্রীবের
৮৩১	১৩		বনমধ্যে	বনমধ্যে
	১৭		করিতেছেন !	করিতেছেন ।
”	১৩		ইদৃশ	ঈদৃশ
৮৩৪	১		বাসুত্তমং	চাসুত্তমং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮৮১	৩০		সুগ্রাব	সুগ্রীব
"	১১		চিন্তা।	চিন্তা
৮৯১	৩		অশ্রাভিঃ	অশ্রুভিঃ
"	২১		কোমস্থানে	কোন্ স্থানে
৮৯৪	১২		যবাক্রবং	বৈবাক্রবং
"	২৪		হপয়াব	হওয়াব
	৬		শোচ্যোঽস্তি	শোচ্যোঽস্তি
	১৩		অনিন্দ্যনীয়	অনিন্দনীয়
	১৮		পরিপূর্ণ	পরিপূর্ণ
	২৩		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
	৩৪		কোন	কোন্
	১৮		গোযূথপতি	গোযূথপতি
	২০		বিনিহিত	বিনিহত
	২৭		সুগ্রাবই	সুগ্রীবই
	১৯		বীরভাষ।	বীরভার্য্যা।
	২৪		সুহৃদ	সুহৃদ্
	২৬		হইলেম !	হইলেন।
৯৪২	(সর্গসমাপ্তি)		শ্রীমদ	শ্রীমদ্
৯৪৪	৩২		কার্য্যবশত	কার্য্যবশতঃ
৯৪৫	২৯		প্রথমত	প্রথমতঃ
৯৪৮	২৪		আত	আর্ত্ত,
"	২২		সুহৃদগণের	সুহৃদ্গণের
৯৪৯	৪		প্রাঞ্জলয়ঃ	প্রাঞ্জলয়ঃ
"	২৪		সন্তুত	সম্ভূত
"	২৭		শরত	শরত,
৯৫১	২৮		সমাপে	সমীপে
৯৫৫	২৮		প্রথমত	প্রথমতঃ
৯৫৭	১৩		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৯৬০	৫	১৫	সর্ব্বাবয়ঃ	সর্ব্বাবয়বঃ
"	৮	১৬	বাবয়াম্	বারয়াম্
৯৬৫	৬	৮	ভতং	উক্তঃ
"	২৮		মস্তোকপরি	মস্তকোপরি
৯৬৬	১৬		হীরবয়ন্	হরীশ্বরম্

হে মুনে! যতক্ষণ শ্রীরামনাম স্মরণ না হইবে, তাবৎকাল সমস্ত যমদূতগণ নির্ভয়ে জগতে বিচরণ করিবে।

মূর্খ যেমন দেশরাজ্যাদি (বিষয়ক) বহু প্রলাপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ যদি রামনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?

জ্ঞানসমূহের মধ্যে পরম জ্ঞান, নিখিল ধ্যানের মধ্যে পরম লয়, যোগ সকলের মধ্যে পরম যোগ হইল—পরিপাটীরূপে রামনামকীর্ত্তন।

এই জগতে সকলের পরম লাভ শ্রীরামের সনাতন (চিরস্থায়ী) নাম উচ্চারণ।

তদ্দেহলক্ষণং বৃক্ষং পাপরূপাস্তু পক্ষিণঃ।
ত্যক্ত্বা চোড্ডীয় গচ্ছন্তি বিলম্বং সংবিহায় চ॥

চ্যবন-স্মৃতৌ

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু রামনাম সমীরিতম্।
তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়বিনাশনম্॥
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্।
নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥

নামকীর্ত্তনে দেহরূপ বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া পাপরূপ পক্ষিসকল অবিলম্বে উড়িয়া পলায়ন করে।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে রামনামের মহিমা উত্তমরূপে কথিত হইয়াছে। সেই নাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন ত্রিতাপবিনাশক।

সমস্ত পাপের এই নাম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া স্মৃত হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুণ্য ত্রিভুবনে নাই। নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তারকব্রহ্ম ওঙ্কার (অথবা জ্যোতিঃ) দৃষ্টিগোচর হয়।

পরাশর-স্মৃতৌ

রাম এব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মাভিধীয়তে।
রামাৎ পরতরং নাস্তি যৎকিঞ্চিৎ স্থূল-সূক্ষ্মকম্॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ।
সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ খং ভূমিরাকাশস্ত্বনিলোঽপদঃ (?)॥
সর্ব্বে তে রামচন্দ্রস্য তেজসা সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং রামসমুদ্ভবম্॥

31 AUG 1965

রামই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া কথিত হ'ন। যাহা কিছু স্থূল সূক্ষ্ম—রামের শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, সূর্য্য, চন্দ্র, শূন্য আকাশ, ভূমি, বায়ু ও জল তাঁহারা সমস্ত রামচন্দ্রের তেজের দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সমস্ত রাম হইতে সমুদ্ভূত।

ব্রহ্ম-পুরাণে

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং রামনাম দহেদঘম্॥

বিষ্ণু-পুরাণে

প্রসঙ্গেনাপি শ্রীরামনাম নিত্যং বদন্তি যে।
তে কৃতার্থা মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদোষাদ্ গতাঃ সদা॥

তত্রৈব ব্রহ্মোক্তিঃ—

অহঞ্চ শঙ্করো বিষ্ণুস্তথা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
রামনামপ্রভাবেণ সংপ্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
যা জিহ্বা রঘুনাথস্য নামকীর্ত্তনমাদরাৎ।
করোতি বিপরীতা যা ফণিনো রসনা সমা॥
রামেতি নাম যচ্ছোত্রে বিশ্রম্ভাদ্ভাষতে যদি।
করোতি পাপং সদ্যস্তু তূলং বহ্নিকণো যথা॥

যেমন অনবধানতা-বশেও অনলকণা স্পর্শ করিলে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মাত্র ওষ্ঠপুটের দ্বারা উচ্চারিত রামনাম পাপ দগ্ধ করিয়া থাকে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা নিত্য অবসর-ক্রমেও শ্রীরামনাম বলেন, তাঁহারা সতত সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য, কৃতকৃত্য।

আমি, শঙ্কর, বিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতাবৃন্দ রামনাম-প্রভাবে উত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।

যে জিহ্বা সাদরে রঘুনাথের নামকীর্ত্তন করে, সেই রসনাই প্রকৃত রসনা, যে জিহ্বা তাহার বিপরীত অর্থাৎ নাম করে না, তাহা সর্পের রসনার তুল্য।

যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তূলাকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ যাঁহার শ্রবণবিবরে "রাম" এই নাম স্বচ্ছন্দ বিহারে প্রবিষ্ট হন, তাঁহার পাপসকল নিঃশেষে বিনষ্ট করেন।

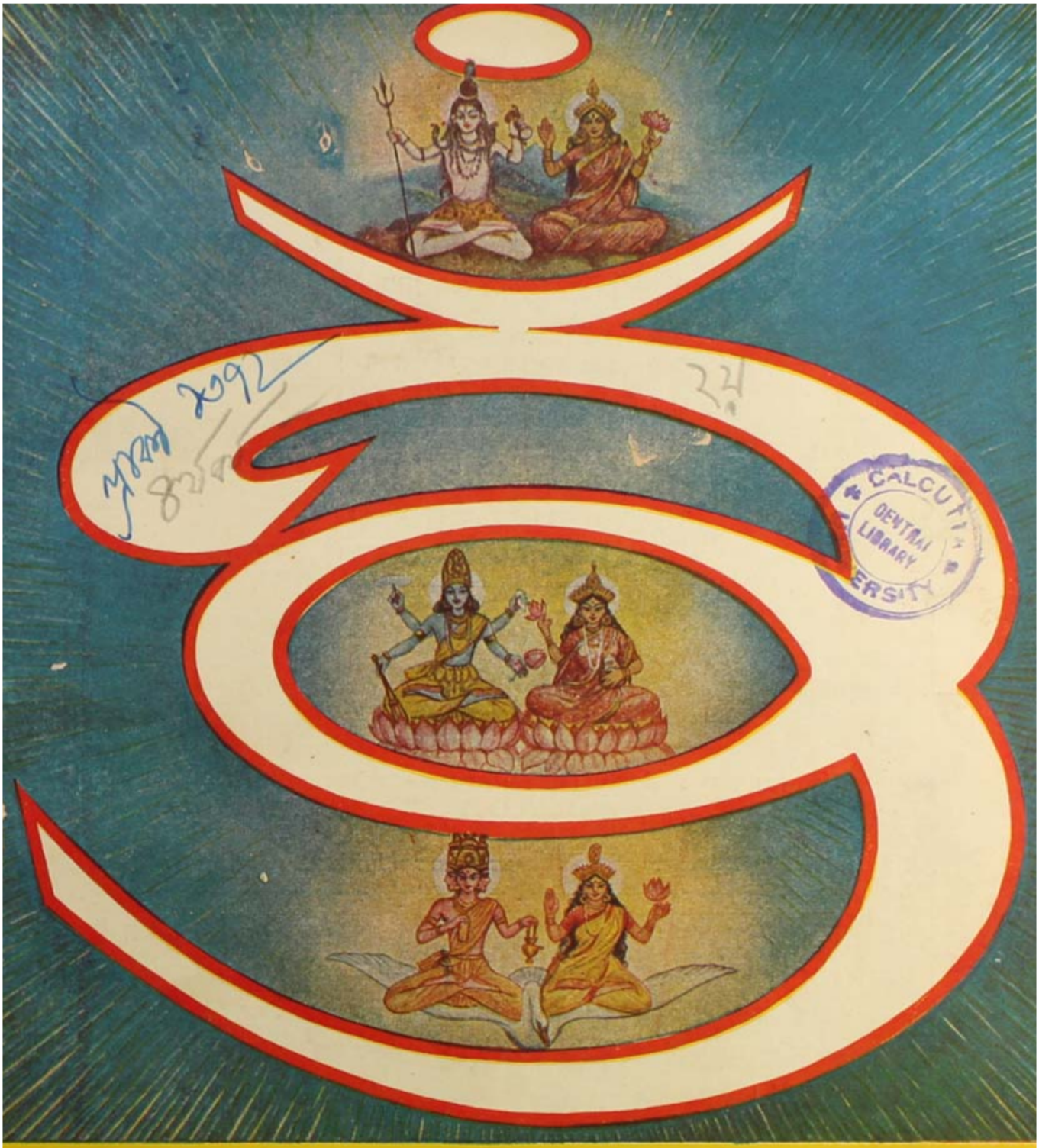

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
ERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

তত্রৈব ব্রহ্মা—

অহঞ্চ শঙ্করো বিষ্ণুস্তথা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
রামনামপ্রভাবেণ সংপ্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্।
নির্ব্বর্ণং রামনামেদং বর্ণানাং কারণং পরম্॥
বিষ্ণোরেকৈকনামানি সর্ব্ববেদাধিকং ফলম্।
তাদৃঙ্ নামসহস্রেণ রামনাম সমং মতম্॥
শ্রীরামেতি পরং নাম রামস্যৈব সনাতনম্।
সহস্রনামসাদৃশ্যং বিষ্ণোর্নারায়ণস্য চ॥
নির্ব্বর্ণং রামনামেদং বর্ণানাং কারণং পরম্।
যে স্মরন্তি সদা ভক্ত্যা তে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে॥
অধিকারী বিকারী বা সর্ব্বদোষৈকভাজনঃ।
পরমেশপদং যাতি রামনামানুকীর্ত্তনাৎ॥

আমি, শঙ্কর, বিষ্ণু ও নিখিল দেবতাগণ রামনাম-প্রভাবে উত্তম সিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ করিয়াছি। এই রামনাম বর্ণবিহীন, সমস্ত বর্ণের পরম কারণ। (ওঙ্কারের অ-কার, উ-কার ও ম-কারের লয় হইলে রক্ত, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণের আবির্ভাব হয়, কিন্তু রামনাম সকল বর্ণের আদি কারণ।)

বিষ্ণুর এক একটী নাম সমস্ত বেদের অধিক ফলপ্রদ, সেই সহস্র নাম একটী রামনামের সদৃশ।

রামের সনাতন শ্রীরাম এই শ্রেষ্ঠ নাম বিষ্ণু-নারায়ণের সহস্র নামের সমান।

এই নির্বর্ণ রামনাম বর্ণসকলের শ্রেষ্ঠ, কারণ যাঁহারা সতত ইহা স্মরণ করেন, তাঁহারা ত্রিজগতে পূজনীয়।

রোগী অথবা নিরোগী, সকল দোষের একমাত্র আধার পরিপাটীরূপে রামনামকীর্ত্তনে পরমেশ্বরের পরমপদে গমন করে।

পদ্ম-পুরাণে

জপতঃ সর্ব্ববেদাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাংশ্চ পার্ব্বতি।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রামনাম্নৈব লভ্যতে॥

"আর্য্যশাস্ত্রে"র চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে ছয় মাসের জন্য

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

ও তৎপরে

শ্রীমদ্ভাগবতের

প্রকাশন চলিবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ পড়িলে আপনি ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, ঐতিহাসিক তথ্য ও বেদের সারমর্ম অবগত হইবেন। এই সামান্য গ্রন্থটি অতি মধুর, সহজবোধ্য ও সকলের জ্ঞাতব্য।

এই মহাপুরাণমধ্যে সৃষ্টির আদি কারণ, দেবতাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, দক্ষাদি প্রজাপতির বৃত্তান্ত, ধ্রুব, পৃথু, বরুণ ও প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের চরিত্র বর্ণিত আছে। বেদব্যাসের অবতার, পাতাল ও নরক উপাখ্যান, দ্বীপবর্ষ নিরূপণ, কর্ম্মের গতি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধান, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বর্ণনা, কৃষ্ণাবতার বিষয়ে প্রশ্ন, গোকুলীয় কথা, শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন, অষ্টাবক্র ঋষির কথা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মের কথা, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন উপাখ্যান অতিবিশদভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"শ্রীভগবান্ আর্য্যশাস্ত্ররূপে অবতরণ করে সমস্ত নরনারীকে পরমানন্দের পথে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান করছেন। আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহক পরম রত্ন লাভ করবে এবং বংশধরগণ পর্য্যন্ত আনন্দের পথ পাবে।"

"আর্য্যশাস্ত্র পড়ুক আর না পড়ুক বাড়ীতে থাকলেও বাড়ীর মঙ্গল। যে গৃহে আর্য্যশাস্ত্র পঠিত হয় সেখানে শান্তি ও শ্রী ফিরে আসে।"

চতুর্থ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭২]

[দ্বিতীয় সংখ্যা—শারদীয়া

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী শাস্ত্রাচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ভব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রসম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র যথাযথাধিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় এই আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

'দেবযানে'র সৌজন্যে :—

রাজা শ্রীরাম

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য সভায়াং চ্যবনাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম্, শ্রীরামেণ তেষাং সৎকারঃ, অভীষ্টকার্য্যং কর্তুং তস্য প্রতিজ্ঞা, মহর্ষিভিঃ শ্রীরামস্য প্রশংসা চ ।]

তয়োঃ সংবদতোরেবং রাম-লক্ষ্মণয়োস্তদা ।
বাসন্তিকী নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্মদা ॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ ।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্য্যবিৎ ॥২
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ।
এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ ॥৩
ভার্গবং চ্যবনং চৈব পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ ।
দর্শনস্তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ ॥৪
প্রীয়মাণা নরব্যাঘ্র যমুনাতীরবাসিনঃ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ ॥৫
প্রবেশ্যন্তাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
রাজস্ত্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাস্থো মূর্ধ্না কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্ ।
শতং সমধিকং তত্র দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৭
প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাত্মনাম্ ।
তে দ্বিজাঃ পূর্ণকলসৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসংকৃতৈঃ ॥৮
গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামস্যাভ্যাহরন্ বহু ।
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥৯
তীর্থোদকানি সর্বাণি ফলানি বিবিধানি চ ।
উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্বানেব মহামুনীন্ ॥১০
ইমাস্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপ্যবিশ্যতাম্ ।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥১১
বৃসীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে ।
উপবিষ্টানৃষীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥

ষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের দরবারে চ্যবন আদি মহর্ষিগণের শুভাগমন, শ্রীরামকর্তৃক তাঁহাদের সৎকার ও অভীষ্ট কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণ দ্বারা শ্রীরামের প্রশংসা ।]

শ্রীরামও লক্ষ্মণ প্রভৃতিদিগ এইরূপ পরস্পর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে করিতে প্রজাপালন কর্মে ব্যাপৃত আছেন। তখন শীত-গ্রীষ্ম বিবর্জ্জিত বসন্তকালের এক রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল ।১

তারপর ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইলে বিমল প্রভাতকালে পৌরকার্য্যনিপুণ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পূর্বাহ্ণকালের নিত্য ক্রিয়া—সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করত বহির্গত হইয়া সকলের দৃষ্টিপথে আসিলেন ।২

তখন সুমন্ত্র আসিয়া রামকে বলিলেন,—রাজন্ ! দ্বারী এই তাপসগণকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাঁহারা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ। ভার্গব চ্যবনকে অগ্রে করত মহর্ষিগণ ত্বরান্বিত হইয়া আপনার দর্শনকামনায় আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।৩-৪

নরোত্তম। এই ঋষিগণ যমুনাতীরে বাস করেন এবং আপনার উপর ইঁহাদের বিশেষ প্রেম আছে। ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বলিলেন ।৫

(সূত!) ভার্গব প্রভৃতি মহাভাগ দ্বিজগণকে আনয়ন কর। তখন দ্বারপাল রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্দ্ধর্ষ তাপসগণকে রাজসভায় প্রবেশ করাইল। শত বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মহাত্মা তাপসগণ নিজ নিজ তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বিজগণ সমস্ত তীর্থের জলদ্বারা পরিপূর্ণ কলস এবং প্রচুর ফল-মূল লইয়া রামকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু রাম আনন্দের সহিত বিবিধ ফল ও সমস্ত

প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১২
কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি সমাহিতঃ।
আজ্ঞাপ্যোঽহং মহর্ষীণাং সর্বকামকরঃ সুখম্ ॥১৩
ইদং রাজ্যঞ্চ সকলং জীবিতঞ্চ হৃদি স্থিতম্।
সর্বমেব দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥১৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাধুকারো মহানভূৎ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্ ॥১৫
উচুশ্চৈব মহাত্মানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ ॥১৬

বহবঃ পার্থিবা রাজন্নাভিক্রান্তা মহাবলাঃ।
কার্য্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নাভ্যরোচয়ন্ ॥১৭
ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং
কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্।
ততশ্চ কর্ত্তা হ্যসি নাত্র সংশয়ো
মহাভয়াৎ ত্রাতুমসীংস্তু মর্হসি ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তীর্থজল গ্রহণ করিয়া সেই মহামুনিদিগকে বলিলেম।৬-১০

আপনারা এই সমস্ত উত্তম আসনে যথাযোগ্য উপবেশন করুন। মহর্ষিগণ রামের বাক্য শুনিয়া সুন্দর স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শত্রুনগর-বিজয়ী রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিগণকে তথায় উপবেশন করিতে দেখিয়া হাতযোড় করত সংযতভাবে বলিলেম।১১-১২

আপনাদের শুভাগমনের কারণ কি? অমনস্কভাবে আপনাদের কোন কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি মহর্ষিগণের আজ্ঞাবহ, সুতরাং আপনাদিগের সমুদয় অভিলাষ অক্লেশে পূর্ণ করিব।১৩

অধিক কি, এই রাজ্য, হৃদয়স্থিত জীবন ও আমার সমস্ত বৈভবই ব্রাহ্মণের কার্য্যের নিমিত্ত, ইহা আপনাদিগকে সত্য কথা বলিলাম।১৪

যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ রামের বাক্য শ্রবণকরত 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।১৫

ঐ মহাত্মা মহর্ষিগণ নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, —হে নরশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীপতে! এতাদৃশ বাক্যকথন আপনারই উপযুক্ত; অন্য কেহ এইরূপ কথা বলিতে পারে না।১৬

রাজন্। আমরা মহাবলশালী অনেক ভূমিপালের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ কার্য্যের গৌরব বিবেচনা করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অভিলাষ করেন নাই।১৭

আপনি আমাদের আগমনের কারণ না জানিয়াই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুতরাং আপনি যে সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; অতএব মহর্ষিগণকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে ঋষিভির্মধোর্বরপ্রাপ্তেঃ, লবণাসুরস্য বলস্যাত্যাচারস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্,
ততঃ সমাগতভয়ং দূরীকর্তুং শ্রীরামসমীপে ঋষিণাং প্রার্থনা চ।]

ক্রুবন্তিরেবমৃষিভিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ।
কিং কার্য্যং ব্রূত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥১

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ।
ভয়ানাং শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর ॥২

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ দৈত্যেয়ঃ সুমহামতিঃ।
লোলাপুত্রোঽভবজ্জ্যেষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥৩

ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ বৃদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ ॥৪

স মধুর্বীর্য্যসম্পন্নো ধর্মঞ্চ সুসমাহিতঃ (ক)।
বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ ॥৫

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্য্যং মহাপ্রভম্।
দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যং চৈতদুবাচ হ ॥৬

ত্বয়াঽমতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ কৃতঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্ ॥৭

যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরুধ্যের্মহাসুর।
তাবচ্ছূলং তবেদং স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি ॥৮

যশ্চ মামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ।
তং শূলো ভস্মসাৎকৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্ ॥৯

একষষ্টিতম সর্গ

[ঋষিগণ কর্তৃক রামের নিকট মধুর বরপ্রাপ্তি এবং লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কাহিনী বর্ণন। তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভয় দূর করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা।]

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিলে কাকুৎস্থ রাম বলিলেন,—মুনিগণ! আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে—বলুন। আপনাদের কোন ভয় নাই।১

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ভার্গব বলিলেন,—হে নরেশ্বর! দেশের এবং আমাদের ভয়ের মূল কারণ শ্রবণ করুন। রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুনামক কোন অতিশয় বুদ্ধিমান্ মহাসুর জন্মগ্রহণ করে।২-৩

সেই মহাসুর অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত, শরণাগতবৎসল ও স্থিরবুদ্ধি ছিল, সুতরাং অতিশয় উদারস্বভাব দেবতাদিগের সহিত তাহার অতুলনীয় প্রণয় হইয়াছিল।৪

সেই বীর্য্যবান্ মধু একাগ্রচিত্তে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে অদ্ভুত (দুর্লভ) বর দিয়াছিলেন।৫

মহাত্মা রুদ্র অতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় শূল হইতে মহাপ্রভ অতীব শক্তিশালী এক শূল উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

তুমি অতুল ধর্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, অতএব আমি পরম প্রীতি সহকারে তোমাকে এই উত্তম আয়ুধ (অস্ত্র) প্রদান করিতেছি।৭

হে মহাসুর! তুমি যতকাল সুর ও অসুরদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততকাল এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে; ইহার অন্যথাচরণ করিলে, ইহা তোমার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।৮

যে ব্যক্তি নিঃশঙ্ক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।৯

মহাসুর মধু রুদ্রের নিকট এইরূপ বর পাইয়া

(ক) পাঠান্তর :—ধর্মে চৈব সমাহিতঃ।

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ৬নং শ্লোকের ব্যবধানে দেখা যায়।

বহুবর্ষসহস্রাণি রুদ্রপ্রীত্যাকরোত্তপঃ।
রুদ্রঃ প্রীতোঽভবত্তস্মৈ বরং বাহুং ধনৌ চ সঃ।

এবং রুদ্রাদ্ বরং লব্ধ্বা ভূয় এব মহাসুরঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১০
ভগবন্মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।
ভবেত্তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি ॥১১
তং ব্রুবাণং মধুং দেবঃ সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাদেবো নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥১২
মা ভূত্তে বিফলা বাণী মৎপ্রসাদকৃতা শুভা।
ভবতঃ পুত্রমেকং তু শূলমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৩
যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি ॥১৪
এবং মধুর্বরং লব্ধ্বা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবনং দোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্ ॥১৫
তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসীতি যা।
বিম্বাবসোরপত্যং সাপ্যনলায়াং মহাপ্রভা ॥১৬
তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো লবণো নাম দারুণঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ ॥১৭
তং পুত্রং দুর্বিনীতং তু দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥১৮
স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্।
শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ স্ববেদয়ৎ ॥১৯
স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেনাত্মনস্তথা।
সন্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্ ॥২০
এবং প্রভাবো লবণঃ শূলং চৈব তথাবিধম্।
শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥২১
বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্ত্তৈর্ঋষিভিঃ পুরা।
অভয়ং যাচিতা বীর ভ্রাতরং ন চ বিদ্মহে ॥২২
তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সবল-বাহনম্।

পুনর্ব্বার প্রণিপাত করত মহাদেবকে এই কথা বলিল।১০

হে দেব ভগবন্! আপনি সুরগণের ঈশ্বর, অতএব যাহাতে এই অনুত্তম শূল আমার বংশপরম্পরায় থাকে, তাহা করুন।১১

মধু এই কথা বলিলে, সর্ব্বভূতপতি মহাদেব বলিলেন,—হে সৌম্য! তাহা হইবে না।১২

তবে আমাকে প্রসন্ন জানিয়া তোমার যে এই শুভবাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহা একেবারে নিষ্ফল হইবে না; তোমার একটি পুত্র এই শূল প্রাপ্ত হইবে।১৩

এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের করতলে থাকিবে, ততদিন সে সকল প্রাণীর অবধ্য থাকিবে।১৪

মহাদেবের নিকট এই অদ্ভুত বর লাভ করিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ মধু দীপ্তিযুক্ত অদ্ভুত এক বিশাল আলয় নির্ম্মাণ করাইল।১৫

বিম্বাবসুর ঔরসে অনলার গর্ভে উৎপন্না সুরূপা মহাভাগা কুম্ভীনসী তাহার প্রিয়তমা পত্নী ছিল।১৬

ঐ কুম্ভীনসীর মহাপরাক্রমশালী লবণ নামক এক পুত্র হয়। তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর, দুষ্টপ্রকৃতি লবণ বাল্যকাল হইতে কেবল পাপ কার্য্যেই রত ছিল।১৭

মধু পুত্র লবণকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং নিজে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কিন্তু তাহাকে সে কিছুই বলিল না।১৮

পরে মধু লবণের হস্তে শূল সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে বরপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত জানাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত বরুণালয়ে প্রবিষ্ট হইল।১৯

এক্ষণে এই লবণ স্বীয় দুষ্টস্বভাবে ত্রিলোকবাসী সকল লোককে বিশেষতঃ তাপসগণকে অত্যন্ত সন্তাপিত করিতেছে।২০

হে কাকুৎস্থ! লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহার শূলও সেইরূপ শক্তিশালী। অতঃপর আপনি যাহা কর্ত্তব্য হয়—করুন, যেহেতু আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি।২১

হে বীর রামচন্দ্র! ঋষিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পূর্ব্বে অনেক ভূপতির নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদের পরিত্রাণ করিতে অগ্রসর হন নাই।২২

ত্রাতারং বিদ্মহে ভাত নান্যং ত্বদ্বি নরাধিপম্ ।
তৎ পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাসুরপীড়িতাম্ ॥২৩
ইতি রাম নিবেদিতং তু তে
ভয়জং কারণমুত্থিতঞ্চ যৎ ।
বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ
কুরু তৎ কামমহীনবিক্রম ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে তাত! আপনি রাবণকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিয়াছেন শুনিয়াই আমরা আপনাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছি, অন্য কোন নরপতিকে নহে। অতএব আপনি লবণাসুরের ভয়ে পীড়িত ঋষিগণকে পরিত্রাণ করুন ।২৩

হে মহাবিক্রম রাম! ভয়ের যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম। ইহার প্রতীকার করিতে আপনিই সমর্থ, অতএব আমাদের এই বাসনা পূর্ণ করুন ।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[ঋষীণাং সমীপে লবণাসুরস্যাহার-বিহারবিষয়ে শ্রীরামস্য প্রশ্নঃ, শত্রুঘ্নাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা লবণাসুরবধে তস্য নিয়োগশ্চ ।]

তথোক্তে তানৃষীন্ রামঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ।
কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক্ব চ বর্ত্ততে ॥১
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব এব তে ।
ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো যদ্যথা ॥২
আহারঃ সর্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ ।
আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে যথা ॥৩
হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাণ্ডজান্ ।
মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্ ॥৪
ততোঽস্তরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ ।
সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥৫
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনীন্ ।
ঘাতয়িষ্যামি তদ্ রক্ষো ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্ ॥৬

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[ঋষিগণের নিকট শ্রীরাম কর্ত্তৃক লবণাসুরের আহার-বিহার বিষয়ে প্রশ্ন এবং শত্রুঘ্নের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকে লবণাসুরবধে নিয়োগ ।]

মুনিগণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও ব্যবহারই বা কিরূপ? ১

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ঋষিগণ যেরূপ আহার-বিহারে লবণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন ।২

সর্ব্বপ্রকার প্রাণী বিশেষতঃ তাপসগণই লবণের ভক্ষ্য; তাহার আচার-ব্যবহার ভয়ানক ক্রূরতাপূর্ণ এবং সে নিয়ত মধুবনে বাস করে ।৩

সেই লবণ নিয়ত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণী বিনষ্ট করিয়া প্রত্যহ আহার করে ।৪

সংহারকাল আসিলে যেরূপ মুখব্যাদান করিয়া

প্রতিজ্ঞায় তদা তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্ ।
স ভ্রাতৃন্ সহিতান্ সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥৭
কো হন্তা লবণং বীর কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্ ।
ভরতস্য মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ ॥৮
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ ।
অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥৯
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্য্যশৌর্য্যসমন্বিতম্ ।
লক্ষ্মণাবরজস্তস্থৌ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥১০
শত্রুঘ্নস্তুব্রবীদ্ বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্ ।
কৃতকর্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দন ॥১১
আর্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বযোধ্যা পরিপালিতা ।
সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্য্যস্যাগমনং প্রতি ॥১২
দুঃখানি চ বহূনীহ অনুভূতানি পার্থিব ।
শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাযশাঃ ॥১৩
ফলমূলাশনো ভূত্বা জটী চীরধরস্তথা ।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেষ রাঘবনন্দনঃ ॥১৪
প্রেষ্যে ময়ি স্থিতে রাজন্ ন ভূয়ঃ ক্লেশমাপ্নুয়াৎ ।
তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥১৫
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্ ।
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে ॥১৬
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যত্নবেক্ষসে ।
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ॥১৭
নগরং যমুনাজুষ্টং তথা জনপদাঞ্ শুভান্ ।
যো হি বংশং সমুৎপাট্য পার্থিবস্য নিবেশনে ॥১৮

কালান্তক যম গ্রাস করেন, সেইরূপ ঐ মহাবল লবণাসুর দুর্ব্যাদন করিয়া অদ্য প্রাণীও ভক্ষণ করিয়া থাকে ।৬

ঋষিগণের এইকথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই মহামুনিগণকে বলিলেন,—আপনাদের কোন ভয় নাই। আমি সেই রাক্ষসকে সংহার করিব ।৬

রঘুনন্দন উগ্রতেজা মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেখানে উপস্থিত সকল ভ্রাতৃগণকে বলিলেন ।৭

কোন বীর লবণকে নিহত করিবে? মহাবাহু ভরত এবং ধীমান্ শত্রুঘ্নের মধ্যে লবণাসুরবধরূপকর্ম্মের অংশ কাহার ভাগে দিব? ৮

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত বলিলেন,—আমি ইহাকে বধ করিব, আপনি আমাকেই এই কর্ম্মের অংশ দান করুন ।৯

ভরতের শৌর্য্য ও ধৈর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন ।১০

তারপর নরপতি রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—মহাবাহু মধ্যম রঘুনন্দন (ভরত) কৃতকর্ম্মা ।১১

যখন আপনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎকালে ইনি আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সন্তপ্তহৃদয়ে এই শূন্য অযোধ্যাপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন ।১২

রাজন্! এই মহাযশা ভরত নন্দীগ্রামে জটাচীর ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ ও কণ্টকময় শয্যায় শয়ন প্রভৃতি বহুতর দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! এই রঘুনন্দন এত দুঃখ পাইয়া যাদৃশ আজ্ঞাকারী থাকিতেও আবার কেন তিনি ক্লেশ ভোগ করিবেন? শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাঘব পুনর্ব্বার বলিলেন ।১৩-১৫

কাকুৎস্থ! শত্রুঘ্ন! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি মধুর শুভনগরে তোমাকে অভিষিক্ত করিব ।১৬

হে মহাবাহো! যদি তুমি মনে কর, তবে ভরতকে কোনও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার; কারণ, তুমি বীর, কৃতবিদ্য ও রাজ্য স্থাপনে সমর্থ ।১৭

তুমি যমুনাতীরে নূতন নগর ও বহুজনপদ স্থাপিত কর। হে বীর! যে নরপতি কোন রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া তথায় পুনর্ব্বার রাজনিয়োগ না করেন, তিনিও নরকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব আমার

ন বিদ্যতে নৃপং তত্র নরকং স হি গচ্ছতি।
স ত্বং হত্বা মধুসুতং লবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥১৯
রাজ্যং প্রশাধি ধর্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে।
উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম ॥২০
বালেন পূর্বজস্যাজ্ঞা কর্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ।
অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীক্ষস্ব মমোদ্যতম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিপ্রৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি সেই পাপকর্মে কৃতনিশ্চয় মধুপুত্র লবণকে নিহত করিয়া ধর্মানুসারে তদীয় রাজ্য শাসন কর। হে বীর! আমার বাক্যমধ্যে তুমি কোন উত্তর প্রদান করিও না।১৮-২০

কারণ, বালকের পক্ষে জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা পালন করা কর্তব্য, তাহাতে সংশয় নাই। হে কাকুৎস্থ! বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার অভিষেক করিবেন। এখন আমার আদেশরূপ অভিষেক প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা স্বীকার কর।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ শত্রুঘ্নস্য রাজ্যাভিষেকঃ, লবণাসুরাৎ শত্রুঘ্নস্য রক্ষণোপায়নির্দ্ধারণঞ্চ।]

এবমুক্তস্তু রামেণ পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥১
অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর।
কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে ॥২
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং পুরুষর্ষভ।
তব চৈব মহাভাগ শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥৩
শ্রুতো ময়া শ্রুতং বীর শ্রুতিভ্যশ্চ ময়া শ্রুতম্।
নোত্তরং হি ময়া বাচ্যং মধ্যমে প্রতিজানতি ॥৪
ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে।
তচ্ছ্রেষ্ঠং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
উত্তরং নহি বক্তব্যং জ্যেষ্ঠেনাভিহতে পুনঃ।
অধর্মসহিতঞ্চৈব পরলোকবিবর্জিতম্ ॥৬

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক, লবণাসুরের শূল হইতে শত্রুঘ্নকে রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ।]

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বীর্যবান্ শত্রুঘ্ন অতিশয় লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন।১

হে নরপতে কাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরূপে অভিষিক্ত হইবে? আমি ঐরূপ অভিষেককে অধর্ম বলিয়া মনে করি।২

হে পুরুষপ্রবর! হে মহাভাগ! আপনার আদেশ প্রতিপালন আমার অবশ্য কর্তব্য। তাহা ছাড়া আপনার আদেশ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।৩

হে বীর! ইহা আপনার নিকট হইতে এবং বেদবাক্য হইতে শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে মধ্যম ভ্রাতা

সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামিতি চোত্তরম্।
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্মযি মানদ ॥৭
কামকারো হ্যহং রাজংস্তবাস্য পুরুষর্ষভ।
অধর্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥৮
এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতং লক্ষ্মণং তথা ॥৯
সম্ভারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ।
অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥১০
পুরোধসঞ্চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃত্বিজস্তথা।
মন্ত্রিণশ্চৈব তান্ সর্বানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥১১

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথাকুর্বন্মহারথাঃ।
অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥১২
প্রবিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণাস্তথা।
ততোঽভিষেকো বরুধে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
সম্প্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরস্য চ।
অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসন্নিভঃ ॥১৪
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ।
অভিষিক্তে তু শত্রুঘ্নে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥১৫
পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কৈকেয়ী তথা ॥১৬

প্রতিজ্ঞা করিবার পর আমার আর কিছু বলাই উচিত নয় ।৪

আমার মুখ হইতে অতীব অনুচিত বাক্য নির্গত হইয়াছে যে, আমি যুদ্ধে লবণাসুরকে বধ করিব। হে পুরুষোত্তম! ঐ অনুচিত বাক্যের পরিণামেই আমার এই দুর্গতি। (জ্যেষ্ঠভ্রাতা থাকিতে আমাকে অভিষিক্ত হইতে হইবে) ।৫

জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন কথা বলিলে, তাহার প্রত্যুত্তর করা আমার পক্ষে অনুচিত। পরন্তু যাঁহা অনুমতি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাকে পরলোকে সুখলাভ—ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হইবে ।৬

হে কাকুৎস্থ! এখন আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধে আমি দ্বিতীয় কোন উত্তর করিব না। আমার অভিষেকরূপ দণ্ড হইয়াছে, পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিলে আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে। অতএব হে মানদ! আপনার বাক্যের আর দ্বিতীয় উত্তর করিব না ।৭

হে পুরুষপ্রবর রাজন্ কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছানুসারে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমি তাহাই করিব; কিন্তু রাজ্যাভিষেক স্বীকার করিলাম বলিয়া আমার যে অধর্ম্ম হইবে, তাহা আপনি নাশ করিবেন ।৮

মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাম সন্তুষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে বলিলেন ।৯

তোমরা সাবধান হইয়া রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য আনয়ন কর, আমি আজই পুরুষব্যাঘ্র রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব ।১০

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে পুরোহিত, বেদজ্ঞগণ, ঋত্বিক্‌বর্গ এবং মন্ত্রিগণকে আনয়ন কর ।১১

মহারথ ভরত ও লক্ষ্মণ রাজার আদেশে পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া যথাদিষ্ট অভিষেককার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ।১২

তৎকালে দ্বিজগণ ও ক্ষত্রিয়গণ নানাদেশ হইতে আসিয়া রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে মহাত্মা শত্রুঘ্নের বৈভবশালী অভিষেক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল ।১৩-১৪

তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র এবং পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয় যেরূপ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অক্লেশে মহৎকর্ম্মকারী রাম কর্ত্তৃক শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইলে পুরবাসীরা এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কৌসল্যা, কৈকেয়ী,

চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ॥১৭

হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনাৎ।
ততোঽভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ ॥
উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্যাভিপূরয়ন্ ॥১৮

অয়ং শরস্ত্বয়োদত্তো দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অনেন লবণং সৌম্য হন্তাসি রঘুনন্দন ॥১৯

সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা সেতে মহার্ণবে।
স্বয়ম্ভুরজিতো দিব্যো ঘং নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ ॥২০

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনাঘং হি শরোত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ ॥২১

মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।
স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন হতৌ যুধি ॥২২

তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভস্তু মধুং তথা।
অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ ॥২৩

নায়ং ময়া শরঃ পূর্বং রাবণস্য বধার্থিনা।
মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং মহান্ ত্রাসো ভবেদিতি ॥২৪

যচ্চ তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেন মহাত্মনা।
দত্তং শত্রুবিনাশায় মধোরায়ুধমুত্তমম্ ॥২৫

তৎ সন্নিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমাদায় প্রাপ্নোত্যাহারমুত্তমম্ ॥২৬

যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ কশ্চিদেনং সমাহ্বয়েৎ।
তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ করোতি হি ॥২৭

স ত্বং পুরুষশার্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ ॥২৮

অপ্রবিষ্টঞ্চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ।
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্ ॥২৯

সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিলাগণ মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিবৃন্দ শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়ায় "লবণ রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে" বলিয়াই মনে করিলেন। পরে রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার তেজ বৃদ্ধি করিবার মানসে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৫-১৮

রঘুনন্দন! সৌম্য! শত্রুঘ্ন! এই দিব্য বাণ অব্যর্থ এবং শত্রুনগরবিজয়কারী। (আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিলাম।) তুমি এই বাণে লবণাসুরকে বধ করিবে।১৯

হে কাকুৎস্থ! স্বয়ম্ভু, অজিত ও দিব্যরূপধারী বিষ্ণু যখন মহাসাগরে শয়ন করিয়াছিলেন, তৎকালে দেবতা ও অসুরগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। তখন তিনি সর্বপ্রাণীরই অদৃশ্য ছিলেন। বীর! সেই সময়েই ভগবান্ নারায়ণ কুপিত হইয়া দুরাত্মা মধু ও কৈটভকে বিনাশ এবং সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার জন্যই এই দিব্য শর সৃজন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, মধু, কৈটভ এবং সমস্ত রাক্ষসেরা তাহার বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল। সেইজন্য তিনি এই বাণদ্বারাই যুদ্ধে মধু ও কৈটভকে বিনষ্ট করিলেন। এই দুষ্যবাগে মধু ও কৈটভকে সংহার করিয়া ভগবান্ জীবগণের কর্মফলভোগের সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন লোক সৃজন করিয়াছিলেন।২০-২৩

শত্রুঘ্ন! আমি পূর্বে রাবণবধের সময়ে এই শর নিক্ষেপ করি নাই; কারণ, ইহাতে অত্যন্ত লোকক্ষয় হইবার আশঙ্কা ছিল।২৪

মহাত্মা ত্রিনয়ন মহাদেব শত্রুবিনাশবাসনায় সেই মধুকে যে উত্তম ও বিশাল মহাশূল প্রদান করিয়াছেন, মধু সেই শূলকে বারংবার পূজা করত আপনার গৃহে গুপ্তরূপে রাখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে।২৫-২৬

যদি কেহ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তবে ঐ রাক্ষস সেই শূলদ্বারা তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।২৭

হে পুরুষব্যাঘ্র! যে সময়ে ঐ শূল লবণাসুরের নিকট থাকিবে না এবং সে নগরের বাহিরে থাকিবে,

অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।
যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপযাস্যতি ॥৩০

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং শূলস্য চ বিপর্যয়ঃ।
শ্রীমতঃ পিতিকণ্ঠস্য কৃত্যং হি দুরতিক্রমম্ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তুমি সেই সময় সশস্ত্র হইয়া পুরদ্বারে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। হে মহাবাহো পুরুষশার্দূল! যদি নগরে প্রবেশের পূর্বেই সেই রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি রাক্ষস লবণকে অবশ্য বিপাত করিতে পারিবে।২৮-২৯

হে বীর! ইহার অন্যথা আচরণ করিলে, তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। আর যদি এইরূপ (মন্নির্দিষ্ট আদেশ প্রতিপালন) কর, তবে সে বিনষ্ট হইবে।৩০

কিরূপে তাহাকে সেই শূলঅস্ত্র শূন্য করিয়া বিনাশ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলাম; কারণ, তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের সেই অব্যর্থ অস্ত্রের বেগ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামদেশানুসারেণ প্রথমে সৈন্যানি প্রেষয়িত্বা মাসাৎ পরং শত্রুঘ্নস্য গমনম্।]

এবমুক্ত্বা চ কাকুৎস্থং প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥১

ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।
রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥২

অন্তরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং তথৈব নটনর্তকাঃ ॥৩

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ।
আদায় গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্য্যাপ্তধনবাহনঃ ॥৪

বলঞ্চ সুভৃতং বীর হৃষ্টতুষ্টমনুদ্ধতম্।
সম্ভাষাসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম ॥৫

নহ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ।
সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥৬

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিয়া একমাস পরে শত্রুঘ্নেরও গমন।]

রঘুনন্দন রামচন্দ্র কাকুৎস্থ শত্রুঘ্নকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করত পুনর্ব্বার বলিলেন।১

হে পুরুষপ্রবর! এই চার হাজার অশ্ব, দুই হাজার রথ, একশত হাতী এবং মধ্যে মধ্যে পথে দোকান করিতে সমর্থ ব্যবসায়ী ক্রয়-বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের সহিত তোমার অনুগমন করিবে। সেই সঙ্গে মনোরঞ্জনের জন্য নট এবং নর্ত্তকীগণও যাইবে।২-৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন! তুমি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বিপুল অর্থ লইয়া গমন কর। সেইরূপ পর্য্যাপ্ত ধন এবং বাহনও নিকটে রাখিবে।৪

হে বীর নরশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে ভরণ-পোষণ করিয়াছি। ইহারা হৃষ্ট ও উৎসাহে পূর্ণ, সন্তুষ্ট এবং বিনীতভাবে আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী।

অতো দুষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতীং চমূম্ ।
এক এব ধনুষ্পাণির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্ ॥৭

যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্ ।
লবণস্ত মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্ ॥৮

ন তস্ত মৃত্যুরন্যোঽস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ ।
দর্শনং যোঽভিগচ্ছেত স বধ্যো লবণেন হি ॥৯

স গ্রীষ্ম অপঘাতে তু বর্ষারাত্র উপাগতে ।
হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্ত দুর্মতেঃ ॥১০

মহর্ষীংস্ত পুরস্কৃত্য প্রযান্তু তব সৈনিকাঃ ।
যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্ ॥১১

তত্র স্থাপ্য বলং সর্বং নদীতীরে সমাহিতঃ ।
অগ্রতো ধনুষা সার্ধং গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম ॥১২

এবমুক্তস্ত রামেণ শত্রুঘ্নস্তান্ মহাবলান্ ।
সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥১৩

এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্যথ ।
স্বাতব্যক্তাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্তচিৎ ॥১৪

তথা তাংস্ত সমাজ্ঞাপ্য প্রস্থাপ্য চ মহদ্ বলম্ ।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীং চাভ্যবাদয়ৎ ॥১৫

রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাভিপ্রণম্য চ ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৬

পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্ ।

তুমি ইহাদিগকে মধুর বাক্যদ্বারা ও ধনদানে প্রসন্ন রাখিবে ।৫

রাঘব ! অত্যন্ত প্রসন্ন ভৃত্যগণ যেখানে (যেরূপ সঙ্কটকালে) (প্রভুর কার্য্য সমাধার জন্য) দাঁড়াইয়া থাকে বা সঙ্গে থাকে, সেখানে (সেইরূপ বিপত্তিকালে) অর্থ (ধন), স্ত্রী এবং ভ্রাতা বান্ধবাদিও থাকিতে সমর্থ হয় না (সেইজন্য উহাদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে) ।৬

অতএব অতিপুষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যে পূর্ণ বিশাল সেনাবাহিনী অগ্রে পাঠাইয়া পশ্চাৎ তুমি একাকী হাতে ধনুর্বাণ ধারণ করত মধুবনে গমন কর ।৭

তুমি তথায় নিঃশঙ্কচিত্তে এরূপভাবে গমন করিবে, যেন মধুতনয় লবণ তোমাকে 'যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যাইতেছ' ইহা জানিতে না পারে ।৮

হে পুরুষর্ষভ ! আমি তোমাকে তাহার বধোপায় যাহা বলিয়া দিলাম, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই । কারণ, যে ব্যক্তি (শূলধারী) ঐ রাক্ষসের দর্শনপথে পতিত হইবে, তাহাকে সে বধ করিবে ।৯

হে সৌম্য ! যখন গ্রীষ্মঋতু চলিয়া যাইবে এবং বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়েই তুমি লবণাসুরকে বধ করিবে ; কারণ ঐ দুর্বুদ্ধি রাক্ষসের উহাই বিনাশকাল ।১০

এখন তোমার সৈনিকেরা মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করুক, পরে গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবী-সলিল উত্তীর্ণ হইবে ।১১

মহাপরাক্রমশালিন্ ! তুমি সেই নদীতীরে সমস্ত সেনা স্থাপন করত কেবল একাকী ধনুর্ধারণপূর্বক সাবধানে ক্রমে ক্রমে অগ্রগামী হইবে ।১২

রামচন্দ্র এইরূপ উপদেশবাক্য বলিলে শত্রুঘ্ন নিজ সেনাপতিগণকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন ।১৩

দেখ, পথিমধ্যে যেখানে সেখানে অবস্থান করিতে হইবে—ইহাই আমরা স্থির করিয়াছি । তোমাদেরও সেখানে থাকিতে হইবে । যেখানেই থাক, বিরোধভাব মনে রাখিবে না—যাহাতে কাহারও মনে কোন কষ্ট হয় ।১৪

এইরূপ ঐ সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দিয়া নিজ বিশাল সেনাবাহিনী অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন । তারপর কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাদেবীকে প্রণাম করিলেন ।১৫

অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া মস্তকদ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । পুনরায় হাতজোড় করিয়া ভরত এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন ।১৬

রামেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জগাম মহাবলঃ ॥১৭

প্রস্থাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা
গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসঙ্কুলাম্।

উবাস মাসং তু নরেন্দ্রপার্শ্বতঃ-
স্তথ প্রযাতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তারপর শত্রুঘ্ন সংযতচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। পুনরায় শত্রুনাশন মহাবল শত্রুঘ্ন রামের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত নির্গত হইলেন।১৭

এইরূপে উত্তম উত্তম হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ সেনাগণকে অগ্রে পাঠাইয়া রঘুবংশবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন একমাস যাবৎ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বাস করিলেন। তারপর তিনি লবণাসুর বধের জন্য প্রস্থিত হইলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নসমীপে মহর্ষি-বাল্মীকেঃ সুদাসপুত্র-কল্মাষপাদস্য বৃত্তান্ত কথনম্।]

প্রস্থাপ্য চ বলং সর্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি।
এক এবাশু শত্রুঘ্নো জগাম ত্বরিতস্তদা ॥১
দ্বিরাত্রমথুরে শূর উষ্য রাঘবনন্দনঃ।
বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্ ॥২
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩

ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃত্যাদিহাগতঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥৪
শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং স্বাগতং তে মহাযশঃ ॥৫
স্বমাশ্রমমিদং সৌম্য রাঘবাণাং কুলস্য বৈ।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥৬

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নের নিকট মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক সুদাসপুত্র কল্মাষপাদের বৃত্তান্ত কথন।]

নিজ সেনাগণকে অগ্রে পাঠাইয়া স্বয়ং রামসমীপে একমাস অবস্থান করত শত্রুঘ্ন একাকীই সত্বর মধুবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।১

রঘুনন্দন বীর শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে দুই রাত্রি অতিবাহিত করত তৃতীয় দিবসে বাল্মীকির উত্তম বাসস্থান পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।২

তিনি মুনিসত্তম মহাত্মা বাল্মীকিকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিলেন।৩

ভগবন্! গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য অদ্য এইস্থানে (রাত্রি) বাস করিতে বাসনা করি। কল্য প্রভাতে বরুণ-পালিত পশ্চিমদিকে গমন করিব।৪

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি হাস্য করত বলিলেন,—হে মহাযশাঃ! তোমার আগমন শুভ হউক।৫

হে সৌম্য! ইহা রঘুকুলের স্বীয় আশ্রম, অতএব

প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলঞ্চ ভোজনম্।
ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥৭
স ভুক্ত্বা ফলমূলঞ্চ মহর্ষিং তমুবাচ হ।
পূর্বা যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমপদস্যেয়ং ॥৮
তস্যৈতদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা বাল্মীকির্বাক্যমব্রবীৎ।
শক্রঘ্ন শৃণু যস্যেদং বভূবায়তনং পুরা ॥৯
যুষ্মাকং পূর্বকো রাজা সৌদাসস্তস্য ভূপতেঃ।
পুত্রো বীরসহো নাম বীর্য্যবানতিধার্মিকঃ ॥১০
স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে।
চরন্তং মৃগয়াং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্ ॥১১
শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ।
ভক্ষমাণাবসন্তুষ্টৌ পর্য্যাপ্তিং নৈব জগ্মতুঃ ॥১২
স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নির্মৃগঞ্চ বনং কৃতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা ॥১৩

বিনিপাত্য তমেকন্তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।
বিস্ফারো বিগতামর্ষো হতং রক্ষো হ্যদৈক্ষত ॥১৪
নিরীক্ষমাণং তং দৃষ্ট্বা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ।
সন্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসঞ্চেদমব্রবীৎ ॥১৫
যস্মাদনপরাধং ত্বং সহায়ং মম জঘ্নিবান্।
তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু তদ্ রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কালপর্য্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽভবৎ ॥১৭
রাজাপি যজতে যজ্ঞমস্যাশ্রমপদস্যেয়ং।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোঽপ্যপালয়ৎ ॥১৮
তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্ বহুবর্ষগণায়ুতঃ।
সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ ॥১৯
অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ ॥২০

মিঃশঙ্কচিত্তে (মৎপ্রদত্ত) আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর।৬

অনন্তর শত্রুঘ্ন তাঁহার আতিথ্য স্বীকারপূর্বক ফলমূলাদি ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।৭

তিনি ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সেই মহর্ষিকে বলিলেন,—আশ্রম-সমীপে যে সকল প্রাচীন যজ্ঞীয় বৈভব (যূপাদি উপকরণ) দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন্ ব্যক্তির যজ্ঞোপকরণ ?।৮

তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন,—শত্রুঘ্ন ! পূর্বকালে যাঁহার এই যজ্ঞভূমি ছিল, তাহা শ্রবণ কর।৯

তোমাদের পূর্বপুরুষ সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন, সেই ভূপতির অতি ধার্ম্মিক বীর্য্যবান্ বীরসহ (মিত্রসহ) নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।১০

সেই বীর সুদাসনন্দন বাল্যকালে একদিন মৃগয়া করিতে বনে যান। তিনি ঐ বনে দুইটী রাক্ষসকে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে দেখিলেন।১১

সেই ভয়ঙ্কর দুই রাক্ষস ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্বক বহুসহস্র মৃগগণকে খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিত না এবং তাহাদের উদরও পূর্ণ হইত না।১২

সৌদাস সেই মৃগশূন্য বন এবং রাক্ষসদ্বয়কে দর্শন করত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহাদের একটিকে বিনষ্ট করিলেন।১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস একটি রাক্ষসকে ধরাশায়ী করত নিশ্চিন্ত অমর্ষহীন হইয়া মৃত রাক্ষসকে দেখিতে লাগিলেন। মৃত রাক্ষসের সঙ্গীকে যখন সৌদাস দেখিতে লাগিলেন, তখন ঐ দ্বিতীয় রাক্ষস ঘোরতর সন্তপ্ত হইয়া সৌদাসকে বলিল।১৪-১৫

তুমি আমার নিরপরাধ সহায়কে সংহার করিয়াছ, অতএব হে পাপিষ্ঠ নরেশ ! তোমাকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব।১৬

রাক্ষস এই কথা বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল। দীর্ঘকালের পর সুদাসপুত্র মিত্রসহ অযোধ্যার রাজা হইলেন।১৭

তিনি রাজা হইয়াই এই আশ্রমের সমীপে অশ্বমেধ

অদ্য যজ্ঞাবসানান্তে সামিষং ভোজনং মম।
দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২১
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা।
সূদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ॥২২
হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্।
তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ ॥২৩
শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদঃ সন্ত্রাস্তমানসঃ।
তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেষমথাকরোৎ ॥২৪
স মানুষমথো মাংসং পাথিবায় ন্যবেদয়ৎ।
ইদং স্বাদু হবিষ্যঞ্চ সামিষঞ্চান্নমাহৃতম্ ॥২৫
স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্দ্ধমুপাহরৎ।
মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসা হৃতম্ ॥২৬

জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভোজনাগতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥২৭
যস্মাত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্দাতুমিচ্ছসি।
তস্মাদ্ ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৮
ততঃ ক্রুদ্ধস্য সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
বসিষ্ঠং শপ্তুমারেভে ভার্য্যা চৈনমবারয়ৎ ॥২৯
রাজন্ প্রভুর্ঘতোঽস্মাকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
প্রতিশপ্তুং ন শক্তস্ত্বং দেবতুল্যং পুরোধসম্ ॥৩০
ততঃ ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্।
ব্যসর্জ্জয়ত ধর্ম্মাত্মা ততঃ পাদৌ নিষেচ চ ॥৩১
তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ পাদৌ তদা কল্মাষতাং গতৌ।
তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ ॥৩২

যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, বশিষ্ঠমুনি সেই মহাযজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন।১৮

সেই বিশাল যজ্ঞ বহুসহস্র বৎসরে সমাপ্ত হয়। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল।১৯

যজ্ঞের অবসানে রাক্ষস পূর্ব শত্রুতা মনে করিয়া বশিষ্ঠরূপ ধারণপূর্বক রাজা সৌদাসের নিকট গিয়া তাহাকে বলিল।২০

অদ্য যজ্ঞের অবসান দিন, অতএব আমাকে সত্বর সামিষ খাদ্য প্রদান কর—ইহাতে কোন বিচার করিও না।২১

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের কথা শুনিয়া পৃথিবীপতি সৌদাস পাকদক্ষ পাচকদিগকে বলিলেন।২২

তোমরা আজ শীঘ্রই মাংসযুক্ত হবিষ্য প্রস্তুত কর, এমনভাবে উহা প্রস্তুত কর, যেন স্বাদিষ্ট ভোজন হয় এবং গুরুও তাহাতে সন্তুষ্ট হন।২৩

ভূপতির আদেশ শুনিয়া পাচক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। (অদ্য গুরুদেবের অভক্ষ্য ভক্ষণে কেন প্রবৃত্তি হইল ?) ইত্যবসরে সেই রাক্ষসও পাচকের বেশ ধারণ করিল।২৪

তারপর সে নরমাংস পাক করত রাজাকে বলিল,—এই সুস্বাদু উপাদেয় সামিষ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।২৫

হে নরবর। রাজা সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীর সহিত রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রস্তুত সেই সামিষ অন্ন বশিষ্ঠকে প্রদান করিলেন।২৬

দ্বিজবর বশিষ্ঠ সেই সামিষ খাদ্যে মনুষ্য মাংস আছে জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধচিত্তে বলিলেন।২৭

রাজন্। তুমি আমাকে এইরূপ খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব ইহাই তোমার খাদ্য হইবে, সংশয় নাই। (অর্থাৎ তুমি মনুষ্যভক্ষী রাক্ষস হইবে।) ২৮

তখন সৌদাসও কুপিত হইয়া হস্তে সলিল গ্রহণ পূর্বক শাপ দিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।২৯

তিনি বলিলেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি আমাদিগের প্রভু ; অতএব দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত নহে।৩০

তারপর ধর্ম্মাত্মা নরপতি তেজোবলযুক্ত কোপময় জল নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই জলে রাজার পাদদ্বয় সিক্ত হইল।৩১

তাহাতে তাঁহার ঐ পদযুগল কল্মাষতা (কৃষ্ণবর্ণ)

কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ।
স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ ॥
পুনর্বসিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা ॥৩৩

তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবেন্দ্রস্য বচনং বিকৃতঞ্চ তৎ।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্ ॥৩৪

ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ।
নৈতচ্চক্যং বৃথা কর্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্ ॥৩৫

কালো দ্বাদশ বর্ষাণি শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি ॥৩৬

এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যাত্মিসূদনঃ।
প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাপ্যপালয়ৎ ॥৩৭

তস্য কল্মাষপাদস্য যজ্ঞভূম্যায়তনং শুভম্।
আশ্রমস্য সমীপেঽস্য যস্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥৩৮

তস্য তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্।
বিবেশ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রাপ্ত হইল এবং তদবধি মহাযশা রাজা সৌদাস 'কল্মাষপাদ' হইলেন এবং ঐ নামেই খ্যাতিলাভ করিলেন। পরে রাজা পত্নীর সহিত বারংবার প্রণিপাত করিয়া মাহাত্ম্যবান বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠকে বলিলেন।৩২-৩৩

পৃথিবীপতির উক্ত বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসের দুর্ব্যবহার জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ পুরুষপ্রবর নরপতিকে বলিলেন।৩৪

আমি ক্রোধপরবশ হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা বৃথা করিতে আমি সমর্থ নহি, কিন্তু তোমাকে বর প্রদান করিতেছি।৩৫

রাজেন্দ্র! দ্বাদশ বৎসর অন্তে তোমার শাপের অবসান হইবে এবং আমার প্রসাদে দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাগুলি তোমার মনে থাকিবে না।৩৬

সেই শত্রুনাশন রাজা সৌদাস এইরূপে শাপভোগ করত পুনর্বার রাজ্যপদ পাইয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন।৩৭

রাঘব! তুমি আশ্রমসমীপে আমাকে যে যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সেই কল্মাষপাদ রাজার শুভ যজ্ঞভূমি।৩৮

শত্রুঘ্ন কল্মাষপাদ রাজার সেই সুদারুণ কথা শুনিয়া মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেব্যাঃ পুত্রয়োরুৎপত্তিঃ, বাল্মীকেস্তয়ো রক্ষাব্যবস্থা, শুভসন্দেশেনৈতেন প্রসন্নস্য শত্রুঘ্নস্য যমুনাতীরে গমনম্ ।]

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥১
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্ ॥২
ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ।
ততো রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥৩
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ ।
বালচন্দ্রপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ ॥৪
জগাম তত্র হৃষ্টাত্মা দদর্শ চ কুমারকৌ ।
ভূতঘ্নীঞ্চাকরোৎ তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥৫
কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব তু স দ্বিজঃ ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥৬
যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসংকৃতৈঃ ।
নির্মার্জনীয়স্তত্রা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ ॥৭
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ ।
নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ ॥৮
এবং কুশ-লবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ ।
মৎকৃতাভ্যাঞ্চ নামভ্যাং খ্যাতিমুক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥৯
তাং রক্ষাং জগৃহুস্তাঞ্চ মুনিহস্তাৎ সমাহিতাঃ ।
অকুর্বংশ্চ ততো রক্ষাং তয়োর্বিগতকল্মষাঃ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[সীতাদেবীর দুই পুত্রের জন্মলাভ, বাল্মীকিকর্তৃক তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই শুভসংবাদে প্রসন্ন হইয়া সেখান হইতে শত্রুঘ্নের যমুনাতীরে গমন ।]

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পর্ণকুটিরে যে রাত্রিতে প্রবেশ করেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন ।১

মুনিবালকগণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে বাল্মীকির নিকটে যাইয়া সীতার শুভ সন্তানপ্রসববৃত্তান্ত নিবেদন করিল ।২

হে মহাতেজস্বিন্ ভগবন্ ! সেই রামপত্নী দুই পুত্র প্রসব করিয়াছেন, আপনি ঐ বালকদের অশুভগ্রহ নিবারণপূর্বক তাহাদের রক্ষাবিধান করুন ।৩

মুনি কুমারগণের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেই স্থানে আগমন করিলেন । সীতার ঐ দুই পুত্র নূতন চন্দ্র অর্থাৎ সদ্য উদিত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও দেববালক সদৃশ ।৪

মুনিবর আগমনপূর্বক প্রসন্নচিত্তে কুমারযুগলকে দর্শন করিলেন এবং তাহাদের নিমিত্ত রাক্ষস ও বালগ্রহ বিনাশিনী রক্ষার বিধান করিলেন ।৫

(কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া মধ্যভাগে ছেদন করিলে তাহার অগ্রভাগ 'কুশমুষ্টি' এবং অধোভাগ 'লব' বলিয়া অভিহিত হয় ।) সেই বিপ্র বাল্মীকি কুশমুষ্টি এবং লব লইয়া বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের দুইজনকে উহা প্রদান করিলেন ।৬

ইহাদের মধ্যে যে বালক অগ্রে জন্মিয়াছে ; সেই বালককে মন্ত্রসংস্কৃত কুশদ্বারা মার্জন করিতে হইবে, অতএব ইহার নাম 'কুশ' হইবে এবং উভয়ের মধ্যে যে বালক কনিষ্ঠ, বৃদ্ধাগণ একাগ্রভাবে লবদ্বারা তাহাকে মার্জন করিলে সেই বালক 'লব' নামে অভিহিত হইবে ।৭-৮

এইরূপে যমজ বালকদ্বয় কুশ ও লব নামে অভিহিত হইবে এবং মৎকৃত এই নামেই ভূমণ্ডলে খ্যাতিলাভ করিবে ।৯

অনন্তর নিষ্পাপ বৃদ্ধাগণ সমাহিত হইয়া মুনির

তথা তাং ক্রিয়মাণাং বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ।
সঙ্কীর্তনঞ্চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ ॥১১
অর্দ্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতরিদ্যেতি চাব্রবীৎ ॥১২
তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥১৩
প্রভাতে সুমহাবীর্য্যঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
মুনিং প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য যযৌ পশ্চান্মুখঃ পুনঃ ॥১৪
স গত্বা যমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।
ঋষীণাং পুণ্যকীর্তীনামাশ্রমে বাসমভ্যগাৎ ॥১৫

স তত্র মুনিভিঃ সার্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ।
কথাভিরভিরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥১৬
স কাঞ্চনাস্তৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ
রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্।
কথাপ্রকারৈর্বহুভির্মহাত্মা
বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হস্ত হইতে সেই লবযুক্ত কুশমুষ্টি গ্রহণপূর্বক বালকযুগলের রক্ষা বিধান করিলেন।১০

এদিকে যখন সেই বৃদ্ধাগণ সকলে এইরূপে রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন, তখন সীতার শুভ দুই পুত্রপ্রসব, রামের নামসংকীর্তন, বৃদ্ধাগণের তথাবিধ রক্ষাবিধান এবং বালকযুগলের গোত্র নাম প্রভৃতি কীর্তন হইতে লাগিল। অর্দ্ধরাত্রসময়ে কুটীরমধ্যে শয়ন করিয়া শত্রুঘ্ন ঐ সমস্তই অতিশয় প্রিয়সংবাদ শুনিলেন এবং পর্ণশালামধ্যে যাইয়া সীতাকে বলিলেন,—'মা। সৌভাগ্যক্রমে আজ আপনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন।১১-১২

রামের পুত্রোৎপত্তি হওয়াতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের আনন্দের সীমা ছিল না। সেই বর্ষাকালের শ্রাবণমাসীয় সুদীর্ঘ রজনীও মহাত্মা শত্রুঘ্নের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন অতিবাহিত হইল। অনন্তর সেই মহাশক্তিশালী শত্রুঘ্ন প্রভাতকালে পূর্বাহ্ণকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির নিকট বিদায় গ্রহণকরত পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন।১৩-১৪

তিনি পথিমধ্যে সাত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া যমুনানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং পুণ্যকীর্তি মহর্ষিদিগের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।১৫

মহাযশা নরপতি শত্রুঘ্ন ভার্গব প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানাবিধ মনোরম বাক্যালাপ করত তাঁহাদের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

এইরূপে রাজকুমার রঘুকুলবীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন চ্যবন প্রভৃতি সমবেত মুনিগণের সহিত নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[চ্যবনমুনিনা শত্রুঘ্নসমীপে লবণাসুরশূলস্য শক্তিপরিচয়দানকালে রাজ্ঞো মান্ধাতুর্বিনাশসন্দেশস্য কথনম্ ।]

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্ ।
পপ্রচ্ছ চ্যবনং বিপ্রং লবণস্য যথাবলম্ ॥১
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্বং বিনাশিতাঃ ।
অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতাঃ ॥২
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাশ্চ্যবনো রঘুনন্দনম্ ॥৩
অসংখ্যেয়ানি কর্মাণি যস্যস্য রঘুনন্দন ।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥৪
অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী ।
মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্ ॥৫
স কৃত্বা পৃথিবীং কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ ।
সুরলোকজিতো জেতুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ ॥৬
ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া ॥৭
অর্দ্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্দ্ধেন চ পার্থিবঃ ।
বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামধ্যরোহত ॥৮
তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ ।
সান্ত্বপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্ ॥৯
রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহেচ্ছসি ॥১০
যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে ।
দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥১১
ইন্দ্রমেবং ব্রুবাণং তং মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ ।
ক মে শক্র প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[চ্যবনমুনিকর্তৃক শত্রুঘ্নের নিকট লবণাসুরের শূলের শক্তির পরিচয়দানকালে রাজা মান্ধাতার বিষম সংবাদ কথন ।]

অনন্তর পুনরায় রাত্রিকাল আসিলে, শত্রুঘ্ন ভৃগুপুত্র দ্বিজবর চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! লবণরাক্ষসের বল কি পরিমাণ? তাহার শূলেরই বা শক্তি কি প্রকার? কোন্ কোন্ বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে গিয়া সেই উত্তম শূল দ্বারা নিহত হইয়াছে? ১-২

মহাতেজা চ্যবন রঘুনন্দন মহাত্মা শত্রুঘ্নের এরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন ।৩

হে রঘুনন্দন! লবণাসুরের কর্ম অসংখ্য। তাহার এমন একটি ঘটনার কথা বলিব, যাহা ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা মান্ধাতার সম্বন্ধের সহিত বিজড়িত। তুমি তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর ।৪

পুরাকালে ত্রিলোকবিখ্যাত, মহাপরাক্রমশালী, যুবনাশ্বতনয় বলবান্ মান্ধাতা অযোধ্যার রাজা ছিলেন। সেই রাজা সমস্ত ভূমণ্ডল নিজের বশীভূত করিয়া পরিশেষে সুরলোক জয় করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ।৫-৬

মান্ধাতা দেবলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলে ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা দেবগণের মনে বিদারুণ ভয় উপস্থিত হইল ।৭

রাজা মান্ধাতা 'আমি পৃথিবীর রাজা হইয়াও ইন্দ্রের অর্দ্ধরাজ্য এবং অর্দ্ধ সিংহাসন কাড়িয়া লইলে সুরগণ কর্তৃক সম্মানিত রাজা হইয়া থাকিব।' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ।৮

ইন্দ্র যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার ঐ দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করত তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্বক এই কথা বলিলেন ।৯

হে পুরুষর্ষভ! তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকেরও রাজা হইতে পার নাই, তথাপি মনুষ্যরাজ্য বশীভূত না করিয়াই দেবরাজ্য লইতে ইচ্ছা করিতেছ? ১০

হে বীর। যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।
মধুপুত্রো মধুবনে ন তেঽহজ্ঞাং কুরুতেঽনঘ ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্।
ব্রীড়িতোঽবাঙ্মুখো রাজা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥১৪
আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ ॥১৫
স কৃত্বা হৃদয়েঽমর্ষং সভৃত্য-বল-বাহনঃ।
আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্ত্তুমরিন্দমঃ ॥১৬
স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ ॥১৭
স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহূনি মধুনঃ সুতম্।
যদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥১৮

চিরায়মাণে দূতে তু রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ।
অর্দয়ামাস তদ্ রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ ॥১৯
ততঃ প্রহস্য তদ্ রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
বধায় সানুবন্ধস্য মুমোচায়ুধমুত্তমম্ ॥২০
তচ্ছূলং দীপ্যমানন্তু সভৃত্য-বল-বাহনম্।
ভস্মীকৃত্বা নৃপং ভূমৌ লবণস্যাগমৎ করম্ ॥২১
এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবল-বাহনঃ।
শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্ ॥২২
শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অগৃহীতায়ুধং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব ॥২৩
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্ম্মণি চ ত্বয়া।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং লবণস্য দুরাত্মনঃ ॥২৪

হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত দেবরাজ্য পালন কর।১১

ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মান্ধাতা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! ভূতলে আমার শাসন কোথায় প্রতিহত হইয়াছে?১২

সহস্রনয়ন বাসব বলিলেন,—হে অনঘ (নিষ্পাপ)! মধুবননিবাসী মধুতনয় লবণনামক রাক্ষস তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে না।১৩

শ্রীমান্ নরপতি মান্ধাতা ইন্দ্রের মুখনির্গত সেই ঘোর অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং তখন আর কিছু বলিতে পারিলেন না।১৪

ঐ রাজা কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া সহস্রনয়ন সুরপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করত পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করিলেন।১৫

অরিন্দম পুরুষপ্রবর মান্ধাতা মধুপুত্রকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত আগমন করিলেন।১৬

সেই পুরুষপ্রবর সমরাভিলাষী হইয়া লবণাসুরের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।১৭

সেই দূত মধুপুত্রের নিকট গিয়া বহুতর অপ্রিয় কথা বলিল, তখন লবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।১৮

দূতের বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রাজা মান্ধাতা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং চতুর্দিকে শরবর্ষণ করত সেই রাক্ষসকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।১৯

তখন সেই রাক্ষস হাস্যপূর্বক হস্তে শূল ধারণ করিল ও ভৃত্যগণের সহিত রাজাকে সংহার করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তম অস্ত্র পরিত্যাগ করিল।২০

তৎকালে সেই দেদীপ্যমান শূল বাহন এবং ভৃত্যগণের সহিত রাজা মান্ধাতাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্বার লবণরাক্ষসের হস্তে উপস্থিত হইল।২১

হে সৌম্য! সেই মহারাজ মান্ধাতা এইরূপ সৈন্য এবং বাহনের সহিত নিহত হইয়াছেন; অতএব ঐ শূলের শক্তি অসীম ও সকল অস্ত্র হইতে অতিশ্রেষ্ঠ।২২

তুমি কল্য প্রভাতকালে শূলহীন অবস্থায় সত্বর লবণাসুরকে বধ করিবে, নিশ্চয়ই তোমার বিজয় লাভ হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।২৩

তুমি এইরূপ কার্য্য করিলে সকল লোকেরই কল্যাণ হইবে। আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণরাক্ষসের এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।২৪

শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরর্ষভ।
বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নেনাভূচ্চ পার্থিব ॥২৫

ত্বং যঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্
বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে।

শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে
ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে নরবর ভূপাল। সেই শূলের শক্তি অসীম ও ঘোরতর। এইরূপে ইন্দ্রের প্রযত্নে লবণাসুরের শূলদ্বারা মান্ধাতা বিনাশ প্রাপ্ত হন ।২৫

হে মহাত্মন্। কল্য প্রাতঃকালে লবণরাক্ষস গৃহে শূল রাখিয়া যখন মাংসাদি ভক্ষ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইবে, তখন তুমি সেই রাক্ষসকে নিশ্চয়ই বধ করিতে পারিবে,—ইহাতে আমার সংশয় নাই। হে রাজন্। এইরূপে নিশ্চয় তোমার জয় হইবে ।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[আহারসংগ্রহায় লবণস্য বহির্গমনম্, মধুপুরদ্বারি শত্রুঘ্নস্যোপস্থিতিঃ
প্রত্যাগত-লবণেন সহ উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

কথাং কথয়তাং তেষাং শৃণ্বং চাকাঙ্ক্ষতাং শুভম্।
ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ।
নির্গতস্তু পুরাদ্ বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ ॥২
এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥৩

ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্মা স রাক্ষসঃ।
আগচ্ছদ্ বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্ ॥৪
ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্।
তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি ॥৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম।
ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হ্যসি ॥৬

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[আহার সংগ্রহের জন্য লবণাসুরের বহির্গমন, মধুপুরের দ্বারে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি এবং প্রত্যাগত লবণাসুরের সহিত ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

এইরূপ কথোপকথনপরায়ণ ও শত্রুঘ্নের শুভ-বিজয়াকাঙ্ক্ষী মুনিগণের সহিত মহাত্মা শত্রুঘ্নের শীঘ্রই রাত্রি অতিবাহিত হইল ।১

তারপর নির্মল প্রভাতকালে বীর রাক্ষস লবণ ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহের প্রেরণায় পুরী হইতে নির্গত হইল। এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া হস্তে ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক মধুপুরীর দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।২-৩

তারপর মধ্যাহ্নকালে সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষস বহু সহস্র প্রাণীর ভার বহন করিতে করিতে আগমন করিল এবং সম্মুখে শত্রুঘ্নকে দ্বারে অবস্থিত দেখিয়া বলিল,—তুই এই অস্ত্রদ্বারা আমার কি করিতে পারিবি? ৪-৫

রে নরাধম। আমি ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ

আহারশ্চাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম।
স্বয়ং প্রবিষ্টোঽস্য মুখং কথমাসাদ্য দুর্মতে ॥৭
তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবাসৃজৎ ॥৮
তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
তেজোময়া মরীচ্যস্য সর্বগাত্রৈর্বিনিষ্পতন্ ॥৯
উবাচ চ মুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্।
যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥১০
পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ।
শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাঙ্ক্ষী তবাগতঃ ॥১১
তস্য মে যুদ্ধকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
শত্রুত্বং সর্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥১২

তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু রাক্ষসঃ প্রহসন্নিব।
প্রত্যুবাচ নরশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি দুর্মতে ॥১৩
মম মাতৃষসুর্ভ্রাতা রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
হতো রামেণ দুর্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম ॥১৪
তচ্চ সর্বং ময়া ক্ষান্তং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্।
অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা ময়া যূয়ং বিশেষতঃ ॥১৫
নিহতাশ্চ হি তে সর্বে পরিভূতাস্তৃণং যথা।
ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ যূয়ঞ্চ পুরুষাধমাঃ ॥১৬
তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে।
তিষ্ঠ ত্বঞ্চ মুহূর্তং তু যাবদায়ুধমানয়ে ॥১৭
ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সঙ্গরে যাবদায়ুধম্।
তমুবাচাথ শত্রুঘ্নঃ ক্ব মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥১৮

সহস্র সহস্র শস্ত্রধারী মানবকে ভক্ষণ করিয়াছি, অতএব তুই কাল প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিস্ (ইহাই বোধ হইতেছে)।৬

রে নরাধম! অদ্য আমার এই আহার পূর্ণ হয়নি। রে দুর্মতে! তুই আসিয়া কেন আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলি? লবণ হাস্যসহকারে বারংবার ঐরূপ বলিলে মহাপরাক্রমশালী শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।৭-৮

মহাত্মা শত্রুঘ্ন রোষাভিভূত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে তেজোময় কিরণপুঞ্জ নির্গত হইল।৯

তখন শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচর লবণকে বলিলেন,—রে দুর্বুদ্ধে! আমি তোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।১০

আমি দশরথের পুত্র, ধীমান্ রামের ভ্রাতা এবং শত্রুনাশ করি বলিয়া আমার নাম 'শত্রুঘ্ন'। আমি তোকে বধ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি।১১

আমি যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি, অতএব তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; রে রাক্ষসাধম! তুই সমস্ত প্রাণীরই শত্রু, সুতরাং আমার নিকট হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিবি না।১২

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাক্ষস হাস্যসহকারে নরোত্তম শত্রুঘ্নকে বলিল,—রে দুর্মতে! আমার সৌভাগ্যবশতঃই তুই এখানে আসিয়াছিস্।১৩

রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃষসা (মাসী) শূর্পণখার ভ্রাতা; রে দুর্বুদ্ধে! স্ত্রীর নিমিত্ত রাম সেই রাবণকে সংহার করিয়াছে।১৪

রাবণের সেই সকল কুলক্ষয় দেখিয়াও আমি ক্ষান্ত হইয়াছিলাম এবং বিশেষ করে অবজ্ঞাবশতঃ তোমাদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলাম।১৫

যাহারা অতীতে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে পরাভূত করিয়াছি ও বিনাশ করিয়াছি। যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, তাহাদেরও সেই দশা হইবে। বর্তমানে নরাধম তোকেও বধ করিব।১৬

রে দুর্মতে! তুই যুদ্ধাভিলাষী, অতএব আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, আমি নিজ অস্ত্র আনয়ন করি।১৭

বিশেষতঃ তোকে নিহত করিতে আমার যেরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন, আমি সেইরূপ অস্ত্রই সুসজ্জিত

স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মনা।
যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা প্রণয়ং শত্রবে দিশেৎ ॥
স হতো মন্দবুদ্ধিঃ স্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥১৯
তস্মাৎ সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং
শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি।
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং
রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিব। তখন শত্রুঘ্ন অতি সত্বর বলিলেন,—আজ তুই জীবন লইয়া কোথায় যাইবি ? ১৮

তিনি আরও বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ মানবেরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিলে পরিত্যাগ করে না। বিশেষতঃ যে মনুষ্য নির্বুদ্ধিতাবশতঃ শত্রুকে অবকাশ দেয়, সেই মন্দবুদ্ধি মানব কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়। অতএব তুই ভাল করিয়া ইহলোক দর্শন কর্। তুই পাপাচারী, অধিকন্তু রঘুনন্দন রামচন্দ্রের ও ত্রিলোকের শত্রু, সুতরাং শাণিত বিবিধ শরজালে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৯-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নস্য লবণস্য চ যুদ্ধম্, লবণাসুরস্য বিনাশশ্চ।]

তস্য তু ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১
পাণৌ পাণিং স নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।
লবণো রঘুশার্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ ॥২
তং ব্রুবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্।
শত্রুঘ্নো দেবশত্রুঘ্ন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩
শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদাস্তে নির্জিতাসুরা।
তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্ ॥৪
ঋষয়োঽপ্যদ্য পাপাত্মন্ ময়া ত্বাং নিহতং রণে।
পশ্যন্তু বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥৫
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দগ্ধে পতিতেঽদ্য নিশাচরে।
পুরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥৬

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ এবং লবণাসুর বধ।]

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া লবণ রাক্ষস অতিশয় কুপিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল,—আচ্ছা, থাক্ থাক্। তারপর হস্তে হস্ত ঘর্ষণ ও দন্ত কড়মড় করিয়া রঘুশার্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল।১-২

ঘোরদর্শন লবণাসুর এইরূপ বলিতে থাকিলে, সুরশত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন সেই রাক্ষসকে এই কথা বলিলেন।৩

যখন তুই অন্যান্য নরপতিকে পরাজয় করিয়াছিলি, তৎকালে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নাই, অতএব অদ্য আমার বাণে নিহত হইয়া শমন-ভবনে গমন করিবি।৪

রে দুরাত্মন্! দেবগণ যেমন রাবণকে নিহত দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্বান্ দ্বিজবর মহর্ষিগণ অদ্য তোকে আমার হস্তে নিহত দেখুন।৫

তুই আমার বাণে দগ্ধ হইয়া নিপাতিত হইলে, অদ্য নগর ও জনপদের সকলের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে।৬

অস্য মধ্যাহ্ননিক্রান্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ।
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ ॥৭
এবমুক্তো মহারুক্ষং লবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
শত্রুঘ্নোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতধাচ্ছিনৎ ॥৮
তদ্দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম রাক্ষসঃ পুনরেব তু।
পাদপান্ সুবহূন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নায়াসৃজদ্ বলী ॥৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্।
ত্রিভিশ্চতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্বভিঃ ॥১০
ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্ রাক্ষসোপরি।
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো বিব্যথে ন স রাক্ষসঃ ॥১১
ততঃ প্রহৃত্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্যবান্।
শিরস্যভ্যহনচ্ছূরং শ্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ ॥১২
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ।
ঋষীণাং দেবসঙ্ঘানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা ॥১৩

তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্।
রক্ষো লব্ধান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥১৪
নাপি শূলং প্রজগ্রাহ তং দৃষ্ট্বা ভুবি পাতিতম্।
ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তান্ ভক্ষান্ সমুদাবহৎ ॥১৫
মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু পুনস্তস্থৌ ধৃতায়ুধঃ।
শত্রুঘ্নো বৈ পুরদ্বারি ঋষিভিঃ সম্প্রপূজিতঃ ॥১৬
ততো দিব্যময়োঘং তং জগ্রাহ শরমুত্তমম্।
জ্বলন্তং তেজসা ঘোরং পুরয়ন্তং দিশো দশ ॥১৭
বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুমন্দরসন্নিভম্।
নতং পর্বসু সর্বেষু সংযুগেষ্বপরাজিতম্ ॥১৮
অসৃক্চন্দনদিগ্ধাঙ্গং চারুপত্রং পতত্রিণম্।
দানবেন্দ্রাচলেন্দ্রাণামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥১৯
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতে।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি পরিত্রাসমুপাগমন্ ॥২০

সূর্যের কিরণ যেমন কমলের গর্ভে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বজ্রমুখ শর আমার বাহু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে।৭

রাক্ষসলবণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে বিশাল এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে, তিনি সেই বৃক্ষ শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।৮

বলবান্ রাক্ষস নিজের চেষ্টা বিফল দেখিয়া পুনরায় বহু বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের উপর নিক্ষেপ করিল।৯

তেজস্বী শত্রুঘ্নও নিজের দিকে আগত সেই প্রচুর বৃক্ষসমূহ নতপর্ব তিন চারটি শর দ্বারা এক একটি করিয়া ছেদন করিলেন।১০

তারপর পরাক্রমী শত্রুঘ্ন রাক্ষসের শরীরে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস তাহাতে ব্যথিত হইল না।১১

অনন্তর বীর্যবান্ রাক্ষস লবণ হাস্ত করত বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে প্রহার করিলে, তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।১২

সেই বীর নিপতিত হইলে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণের মধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল।১৩

শত্রুঘ্ন অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়াছেন—ইহা দেখিয়া লবণ ভাবিল শত্রুঘ্ন নিহত হইয়াছে। সেই সময় অক্লেশে পুরমধ্যে প্রবেশ করত শূল লইয়া আসিতে পারিত; কিন্তু মোহবশতঃ তাহা করিল না। পরন্তু শত্রুঘ্ন মরিয়াছেন ভাবিয়া পরমানন্দে সেই মাংসাদি ভক্ষসমূহ একত্র করিতে লাগিল।১৪-১৫

তৎপরে শত্রুঘ্ন মুহূর্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত ঋষিগণকর্তৃক প্রশংসিত হইয়া পুনর্বার পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।১৬

পরে শত্রুঘ্ন নতপর্ব অমোঘ ভীষণ উত্তম দিব্য বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ বাণ তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়া স্বীয় তেজে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিল।১৭

উহার মুখ বজ্রের ন্যায় কঠিন এবং বেগ ও বজ্রসদৃশ। ঐ বাণের সকল পর্বই নত ও উহা সংগ্রামে অপরাজেয় এবং মেরু ও মন্দর পর্বতের ন্যায় গুরুভারযুক্ত।১৮

উহার সমস্ত শরীর রক্ত চন্দনে চর্চিত, পক্ষিপক্ষ-

সদেবাসুরগন্ধর্বং মুনিভিঃ সাপ্সরোগণম্ ।
জগদ্ধি সর্বমস্বস্থং পিতামহমুপস্থিতম্ ॥২১
উবাচ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্ ।
দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সংক্ষয়ং প্রতি ॥২২
কচ্চিল্লোকক্ষয়ো দেব সম্প্রাপ্তো বা যুগক্ষয়ঃ ।
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বঞ্চ ন শ্রুতং প্রপিতামহ ॥২৩
তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ভয়কারণমপাচষ্ট দেবানামভয়ঙ্করঃ ॥২৪
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং সর্বদেবতাঃ ।
বধায় লবণস্যাজৌ শরঃ শত্রুঘ্নধারিতঃ ॥২৫
তেজসা তস্য সম্মূঢ়াঃ সর্বে স্মঃ সুরসত্তমাঃ ।
এষ পূর্বস্য দেবস্য লোককর্ত্তুঃ সনাতনঃ ॥২৬
শরস্তেজোময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাগতম্ ।
এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ ॥২৭
হৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থে দৈত্যয়োস্তয়োঃ ।
এক এব প্রজানাতি বিষ্ণুস্তেজোময়ং শরম্ ॥২৮
এষা এব তনুঃ পূর্বা বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ ।
ইতো গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥২৯
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্ ।
তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ ॥৩০
আজগ্মুর্যত্র যুধ্যেতে শত্রুঘ্ন-লবণাবুভৌ ।
তং শরং দিব্যসঙ্কাশং শত্রুঘ্নকরধারিণম্ ॥৩১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ।
আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ ॥৩২
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা দদর্শ লবণং পুনঃ ।
আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা ॥৩৩
লবণঃ ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ।
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ধনুর্ধ্বিনাং বরঃ ॥৩৪

শোভিত ও পত্রলকল সুন্দর। ঐ বাণ দানবেন্দ্র, পর্বতরাজ এবং অসুরগণের ভয়ঙ্কর ।১৯

যুগান্তকালের (প্রলয়কালের) কালানলের ন্যায় প্রদীপ্ত সেই শর দর্শন করিয়া প্রাণিগণ ভীত হইয়া পড়িল ।২০

অধিক কি, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ এবং মুনিগণসহ সমস্ত জগৎ অস্বস্থ (ভয়বিহ্বল) হইয়া পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেবদেবেশ বরদাতা পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—এই লোকক্ষয় সম্ভাবনা দেখিয়া দেবতাদিগেরও ভয় এবং মোহ উপস্থিত হইয়াছে ।২১-২২

দেব! ইহা কি সমস্ত লোকক্ষয় অথবা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে? হে প্রপিতামহ। সংসারের এইরূপ বিধ্বংসকর অবস্থা আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ।২৩

তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া দেবতাদিগের ভয়নাশী লোকপিতামহ ব্রহ্মা আগত ভয়ের কারণ বলিতে লাগিলেন ।২৪

তিনি মধুর বচনে বলিলেন—হে অমরগণ! তোমরা শ্রবণ কর,—সংগ্রামে লবণরাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত শত্রুঘ্ন বাণ ধারণ করিয়াছেন ।২৫

হে সুরসত্তমগণ। আমরা সকলেই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। বৎসবৃন্দ! যাহা হইতে তোমরা ভীত হইয়াছ, সেই অক্ষয় তেজোময় বাণ লোককর্তা আদিদেব বিষ্ণুর। সেই মহাত্মা বিষ্ণু মধু ও কৈটভ নামক দৈত্য যুগলকে সংহার করিবার জন্য এই মহাশর সৃজন করিয়াছিলেন। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই এই তেজোময় বাণকে জানেন; কারণ, উহাই তাঁহার প্রাচীন মূর্ত্তি। তোমরা এখান হইতে যাও এবং শ্রীরামের অনুজ (ছোট) ভ্রাতা মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে বধ করিতেছেন—দেখ। দেবগণ দেবদেব পিতামহের বাক্য শুনিয়া যে স্থানে শত্রুঘ্ন ও লবণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। তৎকালে সমস্ত প্রাণিগণ শত্রুঘ্নের হস্তে যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত সেই দিব্য শর দর্শন করিল। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন আকাশ দেবগণে পূর্ণ দেখিয়া

স মুমোচ মহাবাণং লবণস্য মহোরসি।
ঊরস্তস্য বিদার্য্যাশু প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥৩৫

গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবুধপূজিতঃ।
পুনরেবাগমৎ তূর্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥৩৬

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥৩৭

তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ ॥৩৮

একেষুপাতেন ভয়ং নিপাত্য
লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ।
বিনির্ভয়াবুত্তমচাপবাণ-
স্তমঃপ্রণুত্তেব সহস্ররশ্মিঃ ॥৩৯

ততো হি দেবা ঋষিপন্নগাশ্চ
প্রপূজিরে হ্যপ্সরসশ্চ সর্বাঃ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথেরবাপ্ত-
স্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ করত পুনরায় লবণরাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লবণরাক্ষসও মহাত্মা শত্রুঘ্ন কর্তৃক বারংবার আহত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধ করিতে আসিল। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন আকর্ণ ধনু আকর্ষণ পূর্বক লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অমরপূজিত দিব্য শর তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ রসাতলে প্রবেশ পূর্বক অবিলম্বে পুনর্বার ইক্ষ্বাকু-নন্দন শত্রুঘ্নের সন্নিধানে আগমন করিল।২৬-৩৬

নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল।৩৭

লবণ রাক্ষস নিহত হইলে সেই দিব্য মহাশূল সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই রুদ্রদেবের সমীপে গমন করিল।৩৮

অন্ধকার নাশ করত সহস্ররশ্মি সূর্যদেব উদিত হইয়া যেমন শোভিত হন, উত্তমধনুর্বাণধারী রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন একমাত্র শরনিপাতে ত্রিলোকের ভয় তিরোহিত করিয়া তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।৩৯

তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অপ্সরোগণ শত্রুঘ্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে দশরথনন্দন! তুমি সৌভাগ্যক্রমে নির্ভয়ে শত্রু জয় করিয়াছ এবং বিষধর সর্পের ন্যায় দুর্দান্ত শত্রুও প্রশান্ত হইয়াছে।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[দেবানাং শত্রুঘ্নায় বরদানম্, দ্বাদশ বর্ষকালান্ যাবন্মধুপুরমাস্থায় ততঃ শ্রীরামং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নস্যাভিলাষশ্চ ।]

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ।
ঊচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্ ॥১
দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বৎস দিষ্ট্যা লবণরাক্ষসঃ ।
হতঃ পুরুষশার্দূল বরং বরয় সুব্রত ॥২
বরদাস্ত মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ ।
বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্ত্বদ্য মমোঘং দর্শনং হি নঃ ॥৩
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্ ॥৪
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা ।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥৫
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্ ।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ ॥৬

তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহুস্তদা ।
শত্রুঘ্নোঽপি মহাতেজাস্তাং সেনাং সমুপানয়ৎ ॥৭

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছদ্ভূত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্ ।
নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ ॥৮

স পুরা দিব্যসঙ্কাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে ।
নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ ॥৯

ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ ।
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা ॥১০
অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা ।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ ॥
চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা ॥১১

সপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নকে দেবগণের বরদান এবং দ্বাদশ বর্ষকাল মধুপুরে বাস করিবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার শত্রুঘ্নের অভিলাষ ।]

লবণ রাক্ষস নিহত হইলে ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দেবগণ শত্রুদমন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন ।১

হে বৎস ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি বিজয় লাভ করিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমেই লবণাসুর নিহত হইয়াছে । অতএব হে সুব্রত পুরুষপ্রবর ! তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর ।২

হে মহাবাহো ! তোমাকে আমরা বরদান করিতে আসিয়াছি । আমরা তোমার বিজয় কামনা করি । আমাদের দর্শন অমোঘ অর্থাৎ কখনও বিফল হয় না ।৩

সঙ্কেতস্বভাব মহাবাহু বীর শত্রুঘ্ন দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন ।৪

(হে দেবতাবৃন্দ !) এই দেবনির্মিত রমণীয়া মধুপুরী মনোহর রাজধানীরূপে জনবহুল বাসভূমি হইবে—ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট বর ।৫

দেবগণ প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে । তোমার রমণীয় নগরে বীর্য্যবান্ সৈন্যদিগের বাসস্থান হইবে—সংশয় নাই ।৬

মহাত্মা দেবগণ ঐরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন । তৎকালে মহাতেজস্বী শত্রুঘ্নও সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে আনয়ন করিলেন (মধুপুরে আসিতে অনুমতি দিলেন) ।৭

সৈন্যগণ শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিল । শত্রুঘ্নও শ্রাবণ মাস হইতে নগর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।৮

তখন হইতে শুভ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সেই দিব্য নগর নির্মিত হইল । ঐ নগরে কাহারও কোন ভয় ছিল না । সেখানে বীর সেনাগণেরও বাসস্থান নির্মিত হইল ।৯

ঐ প্রদেশের ক্ষেত্রসকল শস্যশোভিত হইল, ইন্দ্র

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ।
তচ্চোদ্ভাতি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতাম্ ॥১২

আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানং সমন্ততঃ।
শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথান্যৈর্দেব-মানুষৈঃ ॥১৩

তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্।
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥১৪

তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুজঃ।
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ ॥১৫

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্।
রাম পাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে ॥১৬

ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং
নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্।
নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে
দধে মতিং রঘুকুলবংশবর্দ্ধন ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বধকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বীরপুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া শোভা পাইল।১০

সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ, চত্বর ও বিপণি (বাজারাদি) তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। নগরের পণ্যশালাসকল বিবিধ পণ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ঐ নগরে বাস করিতে লাগিল।১১

লবণরাক্ষস পূর্বে যে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন সেইগুলি পুনর্ব্বার সুধাধবলিত (চূণকাম) করিয়া নানাবিধ কারুকার্য্যে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।১২

স্থানে স্থানে বহু উত্তম উপবন, বিহারভূমি ও দেবতা এবং মনুষ্যদিগের সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য সুন্দর বস্তুসমূহ তাহার শোভা বৃদ্ধি করিল।১৩

সেই দিব্যনগরীতে বণিক্‌গণ নানাদেশ হইতে আসিয়া বিবিধ পণ্যবস্তু ক্রয়বিক্রয় করত তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল।১৪

পূর্ণমনোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।১৫

এইরূপে মধুরা (মথুরা) নগরী সংস্থাপন করত দ্বাদশ বর্ষের পরে শত্রুঘ্নের মনে রামের পাদপদ্ম দর্শনের অভিলাষ হইল।১৬

রঘুবংশবর্দ্ধন রাজা শত্রুঘ্ন নানা জনগণে পরিবৃতা, অমরপুরীতুল্যা সেই মধুরানগরী সংস্থাপনপূর্বক রঘুপতি রামচন্দ্রের চরণ দর্শন করিবার নিমিত্ত মতিস্থির করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কতিপয়ৈঃ সৈন্যৈঃ সহ শত্রুঘ্নস্যাযোধ্যানগরীগমনম্, পথি বাল্মীকেরাশ্রমে শ্রীরামচরিতগীতিশ্রবণেন বিস্ময়লাভশ্চ।]

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চকমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ ॥১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবর্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ ॥২
স গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বাল্মীকাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥৩
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং জগ্রাহ মুনিহস্ততঃ ॥৪
বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥৫
উবাচ চ মুনির্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।
সুদুষ্করং কৃতং কর্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া ॥৬
বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবল-বাহনাঃ।
লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ ॥৭
স ত্বয়া নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ।
জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা ॥৮
রাবণস্য বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।
ইদঞ্চ সুমহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমরিন্দম ॥৯
প্রীতিশ্চাস্মিন্ পরা জাতা দেবনাং লবণে হতে।
ভূতানাং চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥১০
তচ্চ যুদ্ধং ময়া দৃষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব ॥১১
মমাপি পরমা প্রীতির্হৃদি শত্রুঘ্ন বর্ত্ততে।
উপস্থাস্যামি তে মূর্দ্ধ্নি স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ ॥১২

একসপ্ততিতম সর্গ

[কতিপয় সৈন্যের সহিত শত্রুঘ্নের অযোধ্যানগরীতে গমন এবং পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে রামচরিত গান শ্রবণে বিস্ময় লাভ।]

দ্বাদশ বৎসরের পর শত্রুঘ্ন কতিপয় সৈন্য ও অনুচর সঙ্গে লইয়া রামপালিত অযোধ্যা নগরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।১

তারপর তিনি মুখ্য মুখ্য মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে তথায় রাখিয়া শত শ্রেষ্ঠ অশ্বে সংযুক্ত বহু রথ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।২

মহাযশস্বী পুরুষপ্রবর শত্রুঘ্ন তথা হইতে যাত্রা করিয়া গণনাপূর্বক কোথাও প্রতিদিন অন্তর কোথাও আট দিন অন্তর এইভাবে পথিমধ্যে অবস্থান করিয়া পরে বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বাস করিলেন।৩

তিনি মুনিবর বাল্মীকির পদতলে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।৪

সেখানে মহর্ষি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে শুনাইবার জন্য সহস্র সহস্র মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।৫

সেই মুনিবর প্রথম শত্রুঘ্নকে লবণরাক্ষসের নিধন বার্তা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—তুমি লবণকে সংহার করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ।৬

হে সৌম্য! মহাবাহো! বহু মহাবল ভূপাল লবণ-রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া সৈন্য ও বাহনের সহিত নিহত হইয়াছে।৭

হে পুরুষর্ষভ! তুমি নিজ পরাক্রমে সেই পাপী লবণরাক্ষসকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া (তাহার জন্য) জগতের ভয় দূর করিয়াছ।৮

শ্রীরামচন্দ্র ঘোরতর রাবণের বধ অনেক আয়াসে

ইত্যুক্ত্বা মূর্ধ্নি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামতিঃ।
আতিথ্যমকরোত্তস্য মে চ তস্য পদানুগাঃ ॥১৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্য্যমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথা কৃতম্ ॥১৪
তন্ত্রীলয়সমাযুক্তাং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্।
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্ ॥১৫
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরা কৃতম্।
তাদৃক্করাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ ॥১৬
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ।
স মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞো বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ ॥১৭

তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্ত্তমানমিবাশৃণোৎ।
পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসম্পদম্ ॥১৮
অবাঙ্মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যাশ্চর্য্যমিতি চাব্রুবন্।
পরস্পরঞ্চ যে তত্র সৈনিকাঃ সমুপাবিশে ॥১৯
কিমিদং ক্ব চ বর্ত্তামঃ কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্।
অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টস্তমাশ্রমপদে পুনঃ ॥২০
শৃণুমঃ কিমিদং স্বপ্নে গীতবন্ধনমুত্তমম্।
বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্ ॥২১
সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্।
শত্রুঘ্নস্তব্রবীৎ সর্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্ ॥২২

করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি এই মহৎ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিয়াছ।৯

লবণরাক্ষস নিহত হওয়ায় দেবগণের অতিশয় প্রীতি হইয়াছে; অধিক কি, তুমি সমস্ত জীব এবং জগতের প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছ।১০

হে পুরুষর্ষভ রঘুকুলনন্দন! আমি ইন্দ্রের সভায় বসিয়া দিব্য চক্ষুদ্বারা সেই সংগ্রাম ভালভাবেই দেখিয়াছি।১১

হে শত্রুঘ্ন! আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। অতএব আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব, কারণ ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা।১২

মহামতি মুনিবর বাল্মীকি এই বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করত আতিথ্যদ্বারা তাঁহার এবং তদীয় অনুচরবর্গের সৎকার করিলেন।১৩

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজন করিলেন এবং সেই সময় শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক পূর্বে যেরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ রাম-চরিত্রের ক্রমশঃ বর্ণনা শ্রবণ করিলেন। ঐ রামচরিত গীত অতিশয় মধুর (অর্থাৎ প্রিয়) ও উত্তম।১৪

(মহর্ষি বাল্মীকি পূর্ব হইতেই এই রামচরিত গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নকে তাহাই শোনান হইতেছে।) কাব্যগান বীণার লয়ের (সুরালাপের) সহিত হইতেছিল। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা—এই তিন স্থানে মন্দ্র, মধ্যম ও তারস্বর—এই তিন স্বরের ভেদে উচ্চারিত হইতেছিল। উহা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হইয়া ব্যাকরণ, ছন্দ, কাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের লক্ষণদ্বারা সুশোভিত ছিল এবং গানোচিত তালে তালে গীত হইতেছিল। ঐ গীতিকাব্যের প্রতিটি অক্ষর ও বাক্য সত্য ঘটনাই প্রকাশ করিতেছিল এবং প্রথম যে বৃত্তান্ত সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহারই যথার্থ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছিল। ঐ অদ্ভুত কাব্যগান শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন এবং পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি মুহূর্তকাল মোহমগ্ন থাকিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞা লাভ করত বারংবার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সেই গীতে অতীত ঘটনাসকল বর্তমানবৎ শ্রবণ করিলেন। রাজা শত্রুঘ্নের যে সকল অনুচরবর্গ আসিয়াছিল, তাহারা ঐ গীত শ্রবণ করত দীন ও অধোমস্তক হইয়া, "আশ্চর্য্য! আশ্চার্য্য!" এই কথা বলিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের সে সমস্ত সৈনিক সেখানে ছিল, তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল।১৫-১৯

একি! আমরা কোথায়? এখন কোন স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? (কি আশ্চর্য্য!) যাহা পূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অদ্য তাহাই এই আশ্রমমধ্যে শ্রবণ করিলাম।২০

আমরা কি এই উত্তম কাব্যগীতি স্বপ্নে শ্রবণ

সৈনিকানব্রুবন্ হৃষ্টাঃ পরিপ্রষ্টুমিহেদৃশঃ।
আশ্চর্য্যাণি বহূনীহ ভবন্ত্যস্যাশ্রমে মুনেঃ ॥২৩
ন তু কৌতূহলাদ্ যুক্তমস্মাভিঃ তং মহামুনিম্।
এবং তদ্ বাক্যমুক্ত্বা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ ॥
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং স্বং নিবেশং যযৌ তদা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিতেছি ? সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিল ।২১

হে নরবর ! আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তখন শত্রুঘ্ন কৌতূহলাক্রান্ত সমস্ত সৈন্যগণকে বলিলেন ।২২

এইরূপ কোন বিষয় উঁহাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হইবে না ; কারণ, এই মুনির আশ্রমে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আছে ।২৩

কৌতূহলবশতঃ মহামুনিকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন তৎকালে সৈনিকদিগকে এইরূপ বলিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করত স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন ।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বাল্মীকিসমীপাদ্ গমনানুমতিং সম্প্রার্থ্য অযোধ্যায়ামাগম্য শ্রীরামাদিভিঃ সহ শত্রুঘ্নস্য মিলনম্, সপ্ত দিবসানি তত্র স্থিত্বা পুনর্মধুপুরীগমনঞ্চ।]

তং শয়ানং নরব্যাঘ্রং নিদ্রা নাভ্যাগমৎ তদা।
চিন্তয়ানমনেকার্থং রামগীতমনুত্তমম্ ॥১
তস্য শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাত্রির্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥২
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকক্রমম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩
ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্।
ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি সহৈভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ॥৪
ইত্যেবং বাদিনং তং তু শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্।
বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ্জ স রাঘবম্ ॥৫
সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য সুপ্রভম্।
অযোধ্যামগমত্তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনম্ ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[বাল্মীকির নিকট হইতে বিদায় লইয়া অযোধ্যায় আগমনপূর্বক শ্রীরামাদির সহিত শত্রুঘ্নের মিলন এবং সাত দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় মধুপুরীতে গমন।]

নরোত্তম মহাত্মা শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া মনোহর রাম-চরিত গানের বিষয় ও সেই সঙ্গে আরও নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১

তৎকালে নানা চিন্তায় কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না। বীণার লয়ের সহিত সুমধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই রাত্রি সত্বর অতিবাহিত হইল। তারপর ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রুঘ্ন প্রাতঃকালোচিত নিত্য কর্ম সমাধা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবর বাল্মীকিকে বলিলেন ।২-৩

ভগবন্ ! রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব কঠোর ব্রতপালনকারী এই অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি ইচ্ছা করি ।৪

স প্রবিষ্টঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ ॥৭
স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পশ্যন্নমরমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা ॥৮
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৯
যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্বং তৎ কৃতবানহম্।
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাস্য নিবেশিতা ॥১০
দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন।
নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥১১
স মে প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্বামিতবিক্রম।
মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসাম্যহম্ ॥১২

এবং ব্রুবাণং শত্রুঘ্নং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শূর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥১৩
নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব।
প্রজা হি পরিপাল্যা হি ক্ষাত্রধর্মেণ রাঘব ॥১৪
কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্।
আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গন্তাসি চ পুরং তব ॥১৫
মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্ ॥১৬
তস্মাত্ত্বং বস কাকুৎস্থ সপুত্রাহং ময়া সহ।
ঊর্ধ্বং গন্তাসি মধুরাং সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥১৭
রামস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং মনোঽনুগম্।
শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যেব চাব্রবীৎ ॥১৮

শত্রুঘাতন রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।৫

শ্রীরামকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত শত্রুঘ্নও মুনিবর বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া সুন্দর দীপ্তিমান্ রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করিলেন।৬

মহাবাহু ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে মহাতেজস্বী রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন।৭

যেরূপ অমরগণের মধ্যস্থিত সহস্রনয়ন ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে অবস্থান করেন, সেইরূপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহরবদন শ্রীরাম মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান আছেন। শত্রুঘ্ন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত, সত্যপরাক্রম ও মহাত্মা রামচন্দ্রকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।৮-৯

মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় সম্পাদন করিয়াছি, সেই পাপী লবণ রাক্ষস নিহত হইয়াছে এবং সেখানে এক নগরী স্থাপন করিয়াছি।১০

হে মহারাজ রঘুনন্দন! আপনার বিচ্ছেদে অতি কষ্টে এই দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু আর আপনার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি না।১১

হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! যেরূপ বৎস (ছোট বালক) নিজ মাকে ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনাকে ছাড়িয়া আমি চিরকাল থাকিতে পারিব না, অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন।১২

শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে, রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে বীর! ইহা ক্ষত্রিয়ের আচার নহে, অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর।১৩

রঘুনন্দন! রাজারা প্রবাসে থাকিয়াও অবসন্ন (দুঃখী) হন না। রঘুবংশধর! বিশেষতঃ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে রাজাদিগের প্রজাপালন অবশ্য কর্তব্য।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও এবং আমাকে দর্শন করিয়া পুনর্বার নিজ নগরে ফিরিয়া যাইও।১৫

তোমাকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল তথাকার রাজ্য

সপ্তরাত্রঞ্চ কাকুৎস্থো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া।
উষ্য তত্র মহেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে ॥১৯

আমন্ত্র্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
ভরতং লক্ষ্মণং চৈব মহারথমুপাহরৎ ॥২০

দূরং পদ্ভ্যামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাশু পুরীং তদা ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

রক্ষা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি।১৬

হে কাকুৎস্থ! তুমি অনেকদিন পর আসিয়াছ, সুতরাং এক্ষণে আমার কাছে সাতদিন থাক, তাহার পরে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যগণের সহিত পুনরায় মধুরাপুরীতে যাইও।১৭

রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্মসঙ্গত মনের অনুকূল কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন দুঃখিতভাবে বলিলেন,—যাহা আপনার আজ্ঞা,—তাহাই করিব।১৮

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে সেই মহাবলবান কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন সপ্ত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া মধুরায় যাইতে উদ্যত হইলেন।১৯

তারপর সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় দিয়া এক বিশাল রথে আরোহণ করিলেন।২০

তখন মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ পাদচারে (পায়ে হাঁটিয়া) কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর শত্রুঘ্নও অবিলম্বে মধুরাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[স্বীয়-মৃতবালকং নীত্বা কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্য রাজদ্বারি আগমনম্, রাজানং দোষিণং বিধিচ্য তস্য বিলাপশ্চ।]

প্রস্থাপ্য তু স শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্ ॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জনপদো দ্বিজঃ।
মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥২

রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহদুঃখসমন্বিতঃ।
অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩
কিং নু মে দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্।
যদহং পুত্রমেকং তু পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥৪

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[স্বীয় মৃত বালককে লইয়া এক ব্রাহ্মণের রাজদ্বারে আগমন এবং রাজাকে দোষী করিয়া তাহার বিলাপ।]

শত্রুঘ্নকে মধুপুরী পাঠাইয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্মানুসারে সুখে রাজ্যপালন পূর্বক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।১

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত বালক লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।২

সেই বৃদ্ধ পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র!' ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপবাক্যে রোদন করিতে করিতে বলিলেন।৩

অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥৫
অহ্নৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
অহঞ্চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥৬
ন স্মরাম্যনৃতং হ্যুক্তং ন চ হিংসাং স্মরাম্যহম্ ।
সর্বেষাং প্রাণিনাং পাপং ন স্মরামি কদাচন ॥৭
কেনাস্য দুষ্কৃতেনাদ্য বাল এব মমাত্মজঃ ।
অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥৮
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্ ।
মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে ধ্রুবম্ ॥৯
রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ।
যথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥১০

নষ্টজন্তুবিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুতো ভয়ম্ ।
স রাজন্ জীবয়ৈনং বালং মৃত্যুবশং গতম্ ॥১১
রাজদ্বারি মরিষ্যামি পত্ন্যা সার্ধমনাথবৎ ।
ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব ॥১২
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যসি ।
উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে তবাস্মিন্ রঘুনন্দন ॥১৩
ইদন্তু পতিতং তস্মাৎ তব রাম বশে স্থিতাম্ ।
কালস্য বশমাপন্নাঃ স্বল্পং হি নহি নঃ সুখম্ ॥১৪
সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ।
রামং নাথমিহাসাদ্য বালান্তকরণং ধ্রুবম্ ॥১৫
রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ ।
অনবৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥১৬

হায়, আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য আজ আমার একটীমাত্র পুত্রকেও মৃত দেখিতে হইল ।৪

হা পুত্র! এখন তুমি বালক। যৌবনও প্রাপ্ত হও নাই। কেবল পাঁচ হাজার দিন * (১৩ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন) তোমার বয়স। তথাপি তুমি আমাকে কষ্ট দিবার জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে ? ৫

হা পুত্র! তোমার জননী এবং আমি তোমার শোকে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিব—সংশয় নাই ।৬

আমি যে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, কি কোন প্রাণিহিংসা অথবা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না ।৭

তবে আমার কোন পাপে এইপুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গমন করিল ? ৮

রামরাজ্যে কোথাও এইরূপ বালকের ভয়ঙ্কর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহা পূর্বে দেখি নাই বা শ্রবণও করি নাই ।৯

সম্প্রতি রামশাসিত রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু ঘটিতেছে, অতএব রামের কোন বিশেষ পাপ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।১০

হে রাজন্! অন্য রাজার রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু হইতে কোন ভয় নাই। সেইজন্য যেরূপে হউক এই মৃত্যুমুখে পতিত বালককে তোমায় জীবিত করিতে হইবে। নতুবা রাজদ্বারে আমি পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব। হে রাম! তারপর তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপ লইয়া সুখী হও ।১১-১২

হে মহাবল! আমরা তোমার এই রাজ্যে সুখে বাস করিয়াছি, সেইজন্য হে রাজন্! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হইবে ।১৩

হে রাম! তোমার অধীনস্থ আমাদের উপর এই বালকমরণরূপী দুঃখ সহসা পতিত হইয়াছে। যাহার জন্য আমরাও কালের বশীভূত হইয়াছি। সেইহেতু তোমার এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই ।১৪

সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই দেশ, তোমার

---

* মূলে যে 'পঞ্চবর্ষসহস্রকম্' পদ আছে, উহাতে বর্ষ শব্দের অর্থ দিন বুঝিতে হইবে। অন্যথায় 'অপ্রাপ্তযৌবনং' পদের সহিত বর্ষ শব্দের বিরোধ ঘটিবে। বর্ষ শব্দের দিন অর্থে শাস্ত্রান্তরে প্রয়োগ আছে। যথা—'সহস্রসংবৎসরমগ্নিমুপাসীত' ইত্যাদি বিধিবাক্যে সংবৎসর বহু দিনের বাচক—স্বীকৃত হইয়াছে।

যদ্ বা পরৈরযুক্তানি জনা জনপদেষু চ।
কুর্বতে ন চ রক্ষান্তি তদা কালকৃতং ভয়ম্ ॥১৭

সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুরে জনপদে চাপি তথা বালবধো ধ্রুবম্ ॥১৮

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপরুধ্য মুহুর্মুহুঃ।
রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগূহতি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

মত অধিপতি পাইয়া অনাথ হইয়াছে এবং নিশ্চয় সেই কারণেই এই রাজ্যে বালকের অকালে মৃত্যু হইয়াছে।১৫

রাজার দোষে যখন প্রজাগণের বিধিবৎ পালন না হইবে, তখন প্রজাগণের এইরূপ বিপত্তি ভোগ হইবে। রাজা দুরাচারী হইলে প্রজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।১৬

অথবা নগর ও জনপদসমূহে স্থিত প্রজাবর্গ অনুচিতকর্ম—পাপাচার করিতেছে, সেই স্থলে রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ অনুচিতকর্মকারীদিগকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই, তখনই দেশের প্রজাগণের অকাল মৃত্যুর ভয় হইয়া থাকে।১৭-১৮

সেই দ্বিজ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বহুবিধ বাক্যে বারংবার রাজাকে অনুরোধ করত মৃত পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[নারদেন শ্রীরামসমীপে একস্য তপস্বিনঃ শূদ্রস্যাধর্মাচরণেন ব্রাহ্মণ-বালকমৃত্যুকারণস্য বর্ণনম্।]

তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্।
শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥১
স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ভ্রাতৃংশ্চ সহ নৈগমান্ ॥২

ততো দ্বিজা বসিষ্ঠেন সার্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ।
রাজানং দেবসঙ্কাশং বর্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্ ॥৩
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥৪

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[নারদ কর্তৃক শ্রীরামের নিকট এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচরণের ফলে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ বর্ণন।]

রঘুনন্দন রাম সেই ব্রাহ্মণের দুঃখ ও শোকপূর্ণ সমস্ত করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন।১

ইহাতে রামচন্দ্র দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি কাতর হইয়া স্বীয় মন্ত্রীদিগকে এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মহাজনগণের সহিত ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিলেন।২

সেই সময় বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আট জন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেবসদৃশ রাজাকে বলিলেন—'বর্ধিত হউন' অর্থাৎ মহারাজের 'জয়' হউক।৩-৪

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বে আসনেষূপবেশিতাঃ।
মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫
মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব যথার্হমনুকূলিতাঃ।
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥৬
রাঘবঃ সর্বমাচষ্টে দ্বিজোঽয়মুপরোধতে।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ ॥৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্।
শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বালস্য সংক্ষয়ঃ ॥৮
শ্রুত্বা কর্ত্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ্ব রঘুনন্দন।
পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ ॥৯
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।
তস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তে ব্রহ্মভূতে ঘনাবৃতে ॥১০
অমৃত্যবস্তদা সর্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্ ॥১১
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পুর্বেণ তপসান্বিতাঃ।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ পূর্বজন্মনি ॥১২
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ তৎ সর্বং যৎ পূর্বমবরঞ্চ যৎ ॥১৩
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্যসমন্বিতম্।
অপশ্যত্তস্য তে সর্বে বিশেষমধিকং ততঃ ॥১৪
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্বর্ণ্যস্য সম্মতম্।
তস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তে ধর্মভূতে ঘনাবৃতে ॥১৫
অধর্মঃ পাদমেকন্তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে।
অধর্মেণ হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি ॥১৬
আমিষং যজ্ঞ পূর্বেষাং রাজসঞ্চ মলং ভৃশম্।
অনৃতং নাম তদ্ ভূতং পাদেন পৃথিবীতলে ॥১৭
অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্মতঃ।
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং পূর্বমায়ুঃ পরিনিষ্ঠিতম্ ॥১৮

রামচন্দ্র সমুপস্থিত ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন ।৫

তারপর মন্ত্রী মহাজনদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে তাঁহারও উপবিষ্ট হইলেন। সেই সমস্ত দীপ্ততেজা ঋষিগণ উপবিষ্ট হইলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র তাঁহাদের সমক্ষে ব্রাহ্মণের বাক্য আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন,—এই দ্বিজবর রাজদ্বারে ধরণা দিয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী রাজা রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিগণের সমক্ষে এই শুভ বাক্য উত্তর করিলেন। রাজন্! রঘুনন্দন! এই বালকের যেরূপে অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন ।৬৮

আমার বাক্য শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইবে, তাহা পালন করিবেন। হে রাজন্! প্রথমে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যায় রত ছিলেন ।৯

তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি কখনও তপস্যা করিতেন না। সেই সত্যযুগ তপোবলপ্রভাবে জ্ঞানময় ছিল। তখন ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য ছিল ও অজ্ঞানরূপ আবরণ ছিল না। সেইজন্য ঐ যুগের মনুষ্যগণ সকলেই ত্রিকালদর্শী ও অকালমৃত্যুরহিত ছিলেন। সত্যযুগের অবসানে (ব্রাহ্মণত্ববুদ্ধি শিথিল হওয়ায়) ত্রেতাযুগের আগমন হইল। এই যুগে সুদৃঢ় শরীরধারী ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ছিল এবং ক্ষত্রিয়গণই সেইরূপ তপস্যা করিতে লাগিলেন। যে সকল মহাত্মা মানবেরা ত্রেতাযুগে তপস্যানুষ্ঠানে নিরত আছেন, ইঁহাদের অপেক্ষা সত্যযুগের মনুষ্যগণ তপোবলে ও বীর্য্যবলে আধিক্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যা ও বীর্য্যে ক্ষত্রিয় ন্যূন ছিলেন; কিন্তু ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান শক্তিশালী হইলেন। তথাপি ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষ দেখা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ আধিক্য দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ধর্মবহুল পাপরহিত ত্রেতাযুগে ধর্মদ্বারা প্রবীণ হইলে; অধর্ম পৃথিবীতলে এক পাদ নিক্ষেপ করিল।

পাতিতে ত্বনৃতে তস্মিন্নধর্ম্মেণ মহীতলে।
শুভান্যেবাচরল্লোকঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥১৯
ত্রেতাযুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোঽতপ্যন্ত তে সর্ব্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ ॥২০
স্বধর্ম্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে তেষামধর্ম্মে চানৃতে চ হ।
ততঃ পূর্ব্বে পুনর্ব্রাহ্মমগমন্নৃপসত্তম ॥২২
ততঃ পাদমধর্ম্মস্য দ্বিতীয়মবতারয়ৎ।
ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত ॥২৩
তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে।
অধর্ম্মশ্চানৃতং চৈব বহুধে পুরুষর্ষভ ॥২৪

অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্
বৈ তপ আবিশৎ ॥২৫
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্ম্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্তু নরর্ষভ ॥২৬
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যন্ত্যুদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥২৭
অধর্ম্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ ॥২৮
অদ্য তপ্যতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।
যো হ্যধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু ॥২৯

সেই কারণে লোকসকল অধর্ম্মে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের তেজ মন্দ হইল।১০-১৬

সত্যযুগে জীবিকার সাধনভূত কৃষি আদি রজোগুণ-মূলক কর্ম্মকে 'অনৃত' বলা হইত এবং উহা মলসদৃশ একেবারে ত্যাজ্য ছিল। ঐ 'অনৃত'ই অধর্ম্মের এক পাদ হইয়া ত্রেতাযুগে ভূতলে অবস্থিত ছিল।১৭

এইরূপ অনৃত (অসত্য) রূপী এক পাদ ভূতলে রাখিয়া অধর্ম্ম ত্রেতাযুগে সত্যযুগের অপেক্ষা আয়ু সীমিত করিয়া দিল।১৮

অধর্ম্মবশতঃ ভূতলে এক পাদ মিথ্যা পতিত হইলেও লোকসকল সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আয়ুঃক্ষয়পরিহার-বাসনায় যজ্ঞ দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিল।১৯

ত্রেতাযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারা চিরশুদ্ধি লাভ করিয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন, আর বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।২০

ইহাই (সেবাকর্ম্ম) তাঁহাদিগের (বৈশ্য-শূদ্রদিগের) পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের পূজা—আদর সৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম।২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রেতাযুগের অবসানকালে বৈশ্য ও শূদ্রের অনৃতরূপ অধর্ম্মপ্রাপ্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেন।২২

তাহারপর অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে আবির্ভাব হইল। তখন ঐ যুগের দ্বাপর নাম হইল।২৩

হে পুরুষর্ষভ! সেই দ্বাপরযুগের ধর্ম্মের পাদদ্বয় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অধর্ম্ম এবং মিথ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।২৪

এই দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপস্যারূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ এবং দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ ক্রমশঃ তপস্যা করিবার অধিকারী হইলেন।২৫

হে নরোত্তম! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় লইয়া তপস্যারূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রদিগের তপস্যারূপ ধর্ম্মে অধিকার ছিল না।২৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! একদা এমন সময় আসিবে, যখন হীনবর্ণের মনুষ্যও কঠোর তপস্যা করিবে। কলিযুগ

করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রঞ্চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ ॥৩০
অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগস্য প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥৩১
ষড়্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্।
স ত্বং পুরুষশার্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্ ॥৩২

দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর।
এবং চেদ্ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ নৃণাং চায়ুর্বিবর্ধনম্ ॥
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

আসিলে ভবিষ্যতে শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন মনুষ্যগণ তপস্যা করিবেন।২৭

হে রাজন্! ত্রেতাযুগেও শূদ্রজাতির তপস্যা করা পরম অধর্ম; কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোন দুর্বুদ্ধি শূদ্রজাতি আপনার দেশসমীপে ঘোর তপস্যা করিতেছে; হে মহারাজ! সেই কারণেই এই বালক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দুর্মতি মানব যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম অথবা অকার্য্য করে, সেই নগরে কিংবা রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং সেই রাজাও শীঘ্র নরকে যান,—সন্দেহ নাই।২৮-৩০

রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করত অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃত কার্য্যসকলের পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ লাভ করেন।৩১

যে রাজা প্রজাদিগের শুভকর্মের ষড়্ভাগের উপভোক্তা, তিনি প্রজাগণকে কেন রক্ষা করিবেন না? অতএব হে পুরুষোত্তম! আপনি শীঘ্র রাজ্য অনুসন্ধান করুন। হে নরবর! যেখানে পাপকার্য্য দেখিবেন, যত্নপূর্বক তাহা নিবারণ করিবেন; এইরূপ করিলে প্রজাগণের সহিত আপনার ধর্ম ও আয়ুবৃদ্ধি এবং এই বালকের প্রাণ লাভ হইবে।৩২-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানমারুহ্য রাজ্যস্য সর্বদিক্ষু পরিভ্রমতঃ শ্রীরামস্য দুষ্কর্মানুসন্ধানং, সর্বত্র সৎকর্মানুষ্ঠানং দৃষ্ট্বা দক্ষিণদিশি কস্যচিৎ তপস্বিনঃ সমীপে গমনঞ্চ।]

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতমযং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত।
বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয় ॥২
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুরভিগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥৩
যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু ॥৪

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাম কর্তৃক দুষ্কর্মের অনুসন্ধান এবং সর্বত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান দর্শনের পর দক্ষিণদিকে এক তপস্বীর নিকট গমন।]

রামচন্দ্র নারদের সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলেন।১

হে সৌম্য সুব্রত! দ্বিজবরকে ভাল করিয়া সান্ত্বনা কর এবং বালকের সেই শরীর তৈলদ্রোণীমধ্যে রক্ষা কর।২

হে সৌম্য! বালকের দেহ যাহাতে বিকৃত বা নষ্ট হইয়া না যায়, তুমি সেইজন্য উত্তম গন্ধ এবং সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাহার রক্ষার ব্যবস্থা কর।৩

শুভাচারসম্পন্ন বালকের শরীর যাহাতে সুরক্ষিত

এবং সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥৫

ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন সমীপে রাঘবস্য বৈ ॥৬

সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ।
ভৃত্যস্তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ ॥৭

ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষীন্ স বিমানং সোঽধ্যরোহত ॥৮

ধনুর্গৃহীত্বা তূণী চ খড়্গঞ্চ রুচিরপ্রভম্।
নিক্ষিপ্য নগরে চৈভৌ সৌমিত্রি-ভরতাবুভৌ ॥৯

প্রায়াৎ প্রতীচীং হরিতং বিচিন্বংশ্চ ততস্ততঃ।
উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবৃতাম্ ॥১০

অপশ্যমানস্তত্রাপি স্বপ্নমপ্যথ দুষ্কৃতম্।
পূর্ব্বামপি দিশং সর্ব্বামথাপশ্যন্নরাধিপঃ ॥১১

প্রবিশুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্ম্মলাম্।
পুষ্পকস্থো মহাবাহুস্তদাপশ্যন্নরাধিপঃ ॥১২

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।
শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥১৩

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাঁল্লম্বমানমধোমুখম্ ॥১৪

রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত ॥১৫

কস্ত্বং যোক্ষ্যে তপোরুদ্ধ বর্ত্তসে দৃঢ়বিক্রম।
কৌতূহলাৎ ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথির্হ্যহম্ ॥১৬

কোঽর্থো মনীষিতস্তভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথবা।
বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্তপ্যৈঃ সুদুশ্চরম্ ॥১৭

থাকে, নষ্ট বা খণ্ডিত না হয়, তুমি তাহার উপায় কর। মহাযশস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মনে মনে পুষ্পক বিমানকে ধ্যান করিলেন এবং বলিলেন—হে মহাযশাঃ! তুমি আগমন কর ।৪-৫

রামের ইঙ্গিত অবগত হইয়া সেই হেমভূষিত পুষ্পক মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ।৬

তখন সেই পুষ্পক বিমান প্রণত হইয়া বলিল,—হে মহাবাহো নরাধিপ! আমি আপনার অধীনস্থ কিঙ্কর, আপনার সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি ।৭

পুষ্পকের মনোহর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নরপতি রামচন্দ্র মহর্ষিগণকে অভিবাদন করত ঐ বিমানে আরোহণ করিলেন ।৮

ধনু, বাণপূর্ণ দুইটি তূণীর এবং মনোহর খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীমান্ রাম পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ পশ্চিমদিকে সূক্ষ্ম তপস্বীর অন্বেষণ করিয়া হিমালয় পরিবৃত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন ।৯-১০

তথায় স্বল্প পাপকার্য্যও অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে না পাইয়া নরপতি রামচন্দ্র পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সমস্ত পূর্ব্বদিক দেখিতে লাগিলেন ।১১

মহাবাহু নরনাথ রামচন্দ্র পুষ্পকরথে থাকিয়াই বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত দর্পণতলের ন্যায় নির্ম্মল পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন পাপকর্ম্মকারীকে দেখিতে পাইলেন না ।১২

অনন্তর রাজর্ষি দশরথনন্দন রাম দক্ষিণদিকে আগমন করিয়া শৈবলপর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন ।১৩

শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে লম্বমান তপোনিরত এক তপস্বীকে দেখিলেন। তিনি অধোমুখ হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেছেন ।১৪

মহারাজ শ্রীরঘুনাথ উগ্রতপস্যায় রত ঐ তপস্বীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে সুব্রত! আপনি ধন্য ।১৫

হে তপোরুদ্ধ! আমি দশরথনন্দন রামচন্দ্র, কৌতূহল-

যমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস।
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জয়ঃ॥
বৈশ্যস্তৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যবাগ্ ভব॥১৮
ইত্যেবমুক্তঃ স নরাধিপেন
　　অবাক্‌শিরা দাশরথায় তস্মৈ।
উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায়
　　যৎকারণঞ্চৈব তপঃপ্রবৃত্তঃ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥

বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দৃঢ়বিক্রম! আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ১৬

আপনি যে অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কি? স্বর্গ লাভ অথবা অন্য কোন্ বর আপনার প্রার্থনীয়? ১৭

হে তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি আমায় সত্য কথা বলুন।১৮

নরপতি রামচন্দ্র অধোমুখস্থিত তপস্বীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সেই নরোত্তম দাশরথি রামকে নিজের জাতি এবং যে কারণে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য শম্বুকবধঃ, দৈবতৈস্তস্য প্রশংসনম্, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষিণাগস্ত্যেন তস্য সৎকারঃ, ভূষণাদিদানঞ্চ।]

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামস্তাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥১
শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥২
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ॥৩
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গাং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য কোশাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥৪

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরামের শম্বুক বধ, দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার (শ্রীরামের) প্রশংসা, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্যকর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার এবং ভূষণাদি দান।]

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই তপস্বী অধোমুখে থাকিয়াই বলিলেন।১

হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! সশরীরে দেবলোকে যাইয়া দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। সেইজন্য এই উগ্র তপস্যা করিতেছি।২

হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। দেবলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াই এই তপস্যা করিতেছি। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন।৩

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে প্রশংসুর্মুহুর্মুহুঃ ॥৫

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দিব্যানাং সুরগন্ধিনাম্।
পুষ্পাণাং বায়ুমুক্তানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ ॥৬

সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্।
সুরকার্য্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে ॥৭

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাক্ নহি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন ॥৮

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্ ॥৯

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু।
দিশন্তু বরমেতং মে ঈপ্সিতং পরমং মম ॥১০

মমাপচারাদ্ বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥১১

তং জীবয়ধ্ব ভদ্রং বো নানৃতং কর্তুমর্হথ।
দ্বিজস্য সংশ্রুতোঽর্থো মে জীবয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥১২

রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।
প্রত্যূচুঃ রাঘবং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমন্বিতম্ ॥১৩

নির্ব্যথো ভব কাকুৎস্থ সোঽদ্যৈবাহনি বালকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥১৪

যস্মিন্মুহূর্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত ॥১৫

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সাধু যাম নরর্ষভ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব ॥১৬

তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাত্মনঃ।
দ্বাদশং হি গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাশ্রিতঃ ॥১৭

সেই শূদ্র শম্বুক এই কথা বলিতেছে, ঐ সময় রঘুনন্দন রাম কোষ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ নিষ্কাষিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।৪

ঐ শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৫

তারপর তাঁহার উপর দেবগণ দিব্য ও গন্ধযুক্ত অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সেই দিব্য সুগন্ধি পুষ্প সকল বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল।৬

দেবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন,—হে দেব! মহামতে! আপনি এই দেবকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলেন।৭

হে অরিন্দম রঘুনন্দন! এই ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া আপনার হস্তে নিহত হইলেও স্বর্গভাগী হইল না; হে সৌম্য! তোমার যে বর ইচ্ছা হয়, তাহাই গ্রহণ কর।৮

দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) বলিলেন।৯

যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দ্বিজতনয় পুনর্জ্জীবিত হউক,—এই বর প্রদান করুন, ইহাই আমার পরম অভিলষিত বর।১০

ব্রাহ্মণের ঐ একমাত্র বালকপুত্র আমার দোষেই অকালে কালকর্তৃক শমন ভবনে নীত হইয়াছে।১১

আমি 'আপনার পুত্রকে জীবিত করিব' এই বলিয়া দ্বিজবরের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব তাহাকে জীবিত করুন। আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না, ইহাতে আপনাদের মঙ্গল হইবে।১২

শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ রাঘবের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে প্রসন্ন হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন।১৩

হে কাকুৎস্থ! সেই বালক জীবিত হইয়া এই দিবসেই পুনর্বার বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, অতএব আপনি চিন্তাত্যাগ করুন (প্রসন্ন হউন)।১৪

হে কাকুৎস্থ! এই শূদ্র যে মুহূর্তে নিপতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণ বালকের দেহে জীবনসঞ্চার হইয়াছে।১৫

হে নরোত্তম রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক। আমরা এখন যথাসুখে গমন করিতেছি। মুনিবর

কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্।
ত্বং চাপি গচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্ ॥১৮
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানন্তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥১৯
ততো দেবাঃ প্রযাতাস্তে বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ।
রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্ ॥২০
দৃষ্ট্বা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ।
অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥২১
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্।
জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং মহানুগাঃ ॥২২
গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
ততোঽভিবাদয়ামাস অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥২৩
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং ত্বরন্তমিব তেজসা।
আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ ॥২৪
তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাতপাঃ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥২৫
ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।
অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি স্থিতঃ ॥২৬
সুরা হি কথয়ন্তি ত্বমাগতং শূদ্রঘাতিনম্।
ব্রাহ্মণস্য তু ধর্মেণ ত্বয়া জীবাপিতঃ সুতঃ ॥২৭
উষ্যতাং চেহ রজনীং সকাশে মম রাঘব।
প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তাসি পুরমেব হি ॥২৮
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ ॥২৯

অগস্ত্যকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা জাগিয়াছে।১৬

সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে।১৭

রঘুনন্দন! এইজন্য আমরা সেই মহামুনিকে অভিনন্দন জানাইবার নিমিত্ত গমন করিব। রাঘব! আপনার মঙ্গল হউক। আপনিও সেই মহর্ষিকে দেখিতে গমন করুন।১৮

রঘুনন্দন রামচন্দ্র 'আচ্ছা, তাহাই হউক'—এইরূপে দেবগণের বাক্য অঙ্গীকার পূর্বক সেই সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন।১৯

অনন্তর দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে আরোহণ করত কুম্ভযোনির তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্রও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।২০

তপোনিধি ধর্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমানভাবে পূজা করিলেন।২১

দেবগণও পূজা গ্রহণ করত সেই মহামুনিকে অভিনন্দিত করিয়া অনুগামীদিগের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।২২

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন।২৩

নরপতি রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মাকে অভিবাদন করত তাঁহার নিকট পরম আতিথ্য লাভ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।২৪

সেই সময় মহাতপস্বী ও মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ রাঘব! আপনার কুশল ত? আজি সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন।২৫

হে রাজন্ রামচন্দ্র! আপনি উত্তম গুণগ্রামে বিভূষিত, এই কারণে আমি আপনাকে বড়ই ভালবাসি। আপনি সর্বদা আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি আমার আলয়ে অতিথি হওয়ায় আরও আদরণীয় হইয়াছেন।২৬

দেবগণ আমাকে বলিলেন,—আপনি (অধর্মপরায়ণ) শূদ্র শম্বুককে বধ করিয়া এখানে আসিতেছেন এবং ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণ-বালককে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।২৭

হে রাঘব! আজ রাত্রিতে আমার নিকট এই আশ্রমে আপনি বাস করুন। কল্য প্রাতে পুষ্পক

ইদং চাভরণং সৌম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৩০

প্রতিগৃহ্ণীষ্ব কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।
দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে ॥৩১

ভরণে হি ভবাঞ্ছক্তঃ ফলানাং মহতামপি।
ত্বং হি শক্তস্ত্রায়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ ॥৩২

তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবত্তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ।
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্ ।
অথোবাচ মহাত্মানমিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥৩৩

রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।
প্রতিগ্রহোঽয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ ॥৩৪

ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ।
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ ॥৩৫

ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তস্ বক্তুমর্হসি।
এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ ॥৩৬

আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে।
অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাণাস্তু শতক্রতুঃ ॥৩৭

তাঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাদ্রবন্।
সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ ॥৩৮

প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং নরপুঙ্গবম্।
যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধৃতপাপাশ্চরেমহি ॥৩৯

ন বসামো বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ।
ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্ ॥৪০

সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত।
ততো দত্তুর্লোকপালাঃ সর্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ ॥৪১

অঙ্কুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ।
তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ ॥৪২

বিমানে করিয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিবেন। আপনি সমস্ত দেবতাদিগের প্রভু, সনাতন পুরুষ ও শ্রীমান্ নারায়ণ এবং এই জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।২৮-২৯

হে সৌম্য! এই বিশ্বকর্মবিনির্মিত দিব্য আভরণ, যাহা স্বীয় দিব্যরূপে ও তেজে প্রকাশিত রহিয়াছে।৩০

কাকুৎস্থ! রাঘব! প্রাপ্তবস্তুর পুনর্দানে অতিশয় ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনি ইহা গ্রহণ করিলে আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।৩১

হে মহেন্দ্র! আপনিই এই সকল আভরণ ধারণ করিতে ও সুমহৎ ফলসকল প্রদান করিতে সমর্থ। আপনি স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন।৩২

রাজন্! এই আভরণ আপনাকেই দিব, আপনি ইহা বিধিপূর্বক গ্রহণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথ ও বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র মহাত্মা অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করত স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্মের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ করা) ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও নিন্দনীয়। বিপ্রবর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা অত্যন্ত গর্হিত, সুতরাং আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে প্রতিগ্রহ করিব? ৩৩-৩৪

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত বস্তু কিরূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি,—তাহা বলুন? রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন।৩৬

রাম! ব্রহ্মস্বরূপ প্রাচীনতম সত্যযুগে সমস্ত প্রজাই রাজাধীন ছিল, কিন্তু সুরগণের মধ্যে শতক্রতু ইন্দ্র রাজা ছিলেন।৩৭

তখন ঐ প্রজারা রাজার নিমিত্ত দেবদেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং বলিল,—হে দেব! আপনি সুরগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি আমাদের মধ্যেও কোন নরশ্রেষ্ঠকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন; তাহা হইলেই আমরা তাহাকে পূজা প্রদান করত নিষ্পাপ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতে পারি।৩৮-৩৯

আমরা কোন মতেই রাজাধীন হইয়া থাকিব না,—ইহাই আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়াছি। অনন্তর

ততো মদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্।
তত্তেজসশ্চ ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ ॥৪৩
বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্ণাতি পার্থিবঃ।
কৌবেরেণ তু ভাগেন বিত্তপাভাং মদৌ তদা ॥৪৪
যস্ত যাম্যোঽভবদ্ভাগস্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ।
তত্তেজসশ্চ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন ॥৪৫
প্রতিগৃহ্ণীষ ভদ্রং তে তারণার্থং মম প্রভো।
তদ্ রামঃ প্রতিজগ্রাহ মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৪৬
দিব্যাভরণসংচিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্।
প্রতিগৃহ্য ততো রামস্তদাভরণমুত্তমম্ ॥৪৭

আগমং তস্য দীপ্তস্য প্রষ্টুমেবোপচক্রমে।
অত্যদ্ভুতমিদং দিব্যং বপুষা যুক্তমদ্ভুতম্ ৪৮
কথং বা ভবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহৃতম্।
কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহামুনে ॥৪৯
আশ্চর্য্যাণাং বহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্।
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৫০
শৃণু রাম যথাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ডাকিয়া বলিলেন, —তোমরা সকলে নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান কর। তাহা শুনিয়া লোকপালগণ নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান করিলেন ।৪০-৪১

সেই সময় ব্রহ্মা ক্ষুপিত হইলেন অর্থাৎ হাঁচিলেন। তাহাতে ক্ষুপ নামে এক নৃপতি উৎপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা ঐ রাজাতে লোকপালগণ কর্তৃক প্রদত্ত তেজের অংশ যোজনা করিলেন ।৪২

তারপর ব্রহ্মা ঐ ক্ষুপকে প্রজাগণের শাসক নৃপপদ প্রদান করিলেন। তখন সেই মহীপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশ দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ।৪৩

তিনি বরুণের অংশ দ্বারা প্রজাপুঞ্জের শরীর পোষণ এবং যমের যে অংশ ছিল, রাজা তাহার দ্বারা প্রজাদিগকে (অপরাধ করার পর) শাস্তি প্রদান করিতেছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! (আপনি রাজা, সুতরাং আপনিও সেই লোকপালগণের তেজের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।) আপনার সেই ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বারা এই আভরণ গ্রহণ করুন। হে প্রভো! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। তখন রামচন্দ্র মহাত্মা মুনি অগস্ত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল সেই বিচিত্র দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন সেই অদ্ভুতম সর্বোজ্জ্বল আভরণ গ্রহণ করত তাহার প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন,— হে মহাযশস্বী মুনে! অত্যন্ত অদ্ভুত ও দিব্য আকৃতিযুক্ত এই আভরণ আপনি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন? অথবা ইহা কোন্ স্থান হইতে কোন্ ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে? হে ব্রহ্মন্! এই জন্যই আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনিই বহু আশ্চর্য্যজনক উত্তম নিধি। কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, মুনিবর অগস্ত্য বলিলেন,—রাম! পূর্বে ত্রেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর ।৪৪-৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন এক-স্বর্গীয়-পুরুষস্য শবভক্ষণবৃত্তান্তকথনম্ ।]

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্ ।
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জিতম্ ॥১
তস্মিন্নির্মানুষেঽরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্ ।
অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদারণ্যমুপাগমম্ ॥২
তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং ন শাশাক হ ।
ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুরূপৈশ্চ পাদপৈঃ ॥৩
তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্ ।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥৪
পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্ ।
তদাশ্চর্য্যমিবাত্যর্থং সুখাস্বাদমনুত্তমম্ ॥৫
অরজস্কং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিগণায়ুতম্ ।
তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদদ্ভুতমাশ্রমম্ ॥৬
পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জিতম্ ।
তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ ॥৭
প্রভাতে কল্যমুত্থায় সরস্তদুপচক্রমে ।
অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ কচিৎ ॥৮
পক্ষিভেদেন পুষ্টাঙ্গং সমাশ্রিতসরোবরম্ ।
তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্তোয়াশয়ে নৃপ ।
তমর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্ত্তং তত্র রাঘব ॥৯
বিস্মিতোঽস্মি সরস্তীরে কিমিদং স্যাদিতি প্রভো ।
অথাপশ্যং মুহূর্ত্তাৎ তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥১০
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ।
অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন ॥১১

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[মহর্ষি অগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শবভক্ষণ-প্রসঙ্গ কথন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,)—হে রাম ! পুরাকালে ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দিকে শতযোজনব্যাপী মৃগ ও পক্ষিশূন্য একটি বহু বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল ।১

হে সৌম্য ! আমি সেই নির্মানুষ অরণ্যমধ্যে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কোন সময়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলাম ।২

কিন্তু সুস্বাদু ফলমূল এবং বহুরূপ কাননসমূহ-সমন্বিত সেই বিশাল অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিরূপণ করিতে পারিলাম না ।৩

সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে হংস ও কারণ্ডবে পূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভিত শতযোজন বিস্তীর্ণ একটী * সরোবর আমার দৃষ্টিগোচর হইল ।৪

উহাতে পদ্ম ও উৎপলসমূহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে কোনরূপ শৈবাল (শেওলা) দেখা যায় না। ঐ সরোবর অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় আমার মনে হইতেছিল। উহার জল অতি স্বচ্ছ এবং সুস্বাদিষ্ট ছিল ।৫

উহাতে কোনরূপ পঙ্ক ছিল না এবং কেহ পারাপার করিতে সমর্থ হইত না। উহার মধ্যে সুন্দর পক্ষিগণ বিচরণ করিত। সেই সরোবরের সমীপে একটি সুমহৎ অদ্ভুত পুরাতন পবিত্র আশ্রম দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন তপস্বী ছিল না। পুরুষোত্তম ! আমি সেই আশ্রমে গ্রীষ্মকালের রাত্রিযাপন করত রাত্রিশেষে প্রভাতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃস্নানাদি সমাধান করিবার নিমিত্ত সেই সরোবরের তীরে গমন করিয়া দেখিলাম,—সেই জলাশয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট ও অত্যন্ত নির্মল মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে ।৬৮

কিন্তু হে নৃপ ! সেই জলাশয়ের তীরস্থিত ঐ মৃতদেহের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। হে প্রভো ! রঘুনন্দন ! আমি এই বিষয়ের কারণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়া সেই সরোবরের

উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্।
গায়ন্তি কাশ্চিদ্ রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ ॥১২

মৃদঙ্গ-বীণা-পণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ।
অপরাশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈর্মহাধনৈঃ ॥১৩

দোধূয়ূর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ।
ততঃ সিংহাসনং হিত্বা মেরুকূটমিবাংশুমান্ ॥১৪

পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য চ।
তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥১৫

ততো ভুক্ত্বা যথাকামং মাংসং বহু সুগৌরবম্।
অবতীর্য্য সবঃ স্বর্গী সম্প্রষ্টুমুপচক্রমে ॥১৬

উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন।
আরোঢ়ুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্ ॥১৭

তমহং দেবসঙ্কাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।
অথাহমব্রুবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥১৮

কো ভবান্ দেবসঙ্কাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ।
ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং বক্তুমর্হসি ॥১৯

কস্য স্যাদীদৃশো ভাব আহারো দেবসম্মতঃ।
আশ্চর্য্যং বর্ত্ততে সৌম্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

নাহমৌপয়িকং মন্যে তব ভক্ষ্যমিমং শবম্ ॥২০

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র তাবতা
কৌতূহলাৎ সুনৃতয়া গিরা চ।
শ্রুত্বা চ বাক্যং মম সর্বমেতৎ
সর্বং তথা চাকথয়ন্মমেতি ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তীরে ক্ষণকাল অবস্থান করিলাম। ইত্যবসরে মুহূর্তকাল-মধ্যেই হংসসংযুক্ত, পরম রমণীয়, অদ্ভুতদর্শন ও মনের ন্যায় বেগগামী একটী দিব্য বিমান দেখিতে পাইলাম। হে বীর রঘুনন্দন! দেখিলাম,—একজন পরম রূপবান্ স্বর্গীয় পুরুষ সেই বিমানমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং দিব্য ভূষণে ভূষিত অসংখ্য অপ্সরোগণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সেই অপ্সরোগণের মধ্যে কেহ মধুর সঙ্গীত, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি বাদ্যধ্বনি করিতেছিল এবং কেহ নৃত্য করিতেছিল। অপর কতকগুলি প্রফুল্লকমলনয়না অপ্সরা তদীয় মুখমণ্ডলে সুবর্ণ দণ্ডসমন্বিত মহামূল্য চামর ব্যজন করিতেছিল। হে রঘুনন্দন রাম! যেরূপ অংশুমালী সূর্য্য মেরুপর্বত পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্গবাসী পুরুষ ক্ষণকাল পরে বিমান পরিত্যাগ করত ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া আমার সম্মুখেই সেই শবদেহ ভক্ষণ করিলেন।৯-১৫

তারপর ইচ্ছানুসারে সেই গুরু মাংস প্রচুর ভোজন করত স্বর্গীয় পুরুষ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন।১৬

রঘুনন্দন! যথাবিধি হস্তমুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুনর্বার ঐ স্বর্গবাসী পুরুষ সেই উত্তম বিমানবরে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।১৭

হে পুরুষপ্রবর! আমি সেই দেবসদৃশ পুরুষকে বিমানে আরোহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম।১৮

হে সৌম্য! হে দেবোপম পুরুষ! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এতাদৃশ নিন্দনীয় আহার ভক্ষণ করিলেন,—তাহা বলুন।১৯

হে দেবতুল্যতেজস্বী পুরুষ! আপনার ঈদৃশ দিব্য স্বরূপ অথচ এইরূপ ঘৃণিত আহার কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল? হে সৌম্য! আমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ এই শবকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি না।২০

হে নরেন্দ্র! সেই স্বর্গীয় পুরুষকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি আমার সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজ্ঞা শ্বেতেন নিজশবদেহভক্ষণরূপাদ্ভুতবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্ ।]

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥১
শৃণু ব্রহ্মন্ পুরা বৃত্তং মমেতৎ সুখ-দুঃখয়োঃ ।
অনতিক্রমণীয়ঞ্চ যথা পৃচ্ছসি মাং দ্বিজ ॥২
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ ।
সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্ ॥৩
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত ।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ ॥৪
ততঃ পিতরি স্বর্যাতে পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।
তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্যঞ্চ সুসমাহিতঃ ॥৫
এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সুব্রত ।
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥৬
সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ বিজ্ঞাতায়ুর্দ্বিজোত্তম ।
কালধর্ম্মং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগমম্ ॥৭
সোঽহং বনমিদং দুর্গং মৃগ-পক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ।
তপশ্চর্ত্তুং প্রবিষ্টোঽস্মি সমীপে সরসঃ শুভে ॥৮
ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে অভিষিচ্য মহীপতিম্ ।
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্ ॥৯
সোঽহং বর্ষসহস্রাণি তপস্ত্রীণি মহাবনে ।
তপ্ত্বা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥১০
তস্যেমে স্বর্গভূতস্য ক্ষুৎ-পিপাসে দ্বিজোত্তম ।
বাধেতে পরমোদার ততোঽহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুবাচ হ ।
ভগবন্ ব্রহ্মলোকোঽয়ং ক্ষুৎ-পিপাসাবিবর্জ্জিতঃ ॥১২

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

[রাজা শ্বেতকর্ত্তৃক অগস্ত্যমুনির নিকট নিজ শবদেহ ভক্ষণরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—) হে রঘুনন্দন রাম ! সেই স্বর্গীয় পুরুষ মৎকথিত শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন ।১

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার এই সুখ-দুঃখের অলঙ্ঘনীয় কারণ, যাহা পূর্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন ।২

হে দ্বিজ ! পূর্বকালে বিদর্ভদেশে ত্রিলোকবিখ্যাত মহাযশস্বী শক্তিশালী 'সুদেব' নামক নরপতি আমার পিতা ছিলেন ।৩

হে ব্রহ্মন্ ! তাঁহার দুই পত্নীতে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে আমি শ্বেত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম । আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ।৪

অনন্তর কালক্রমে পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, পৌরগণ আমাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং আমি অত্যন্ত সাবধান হইয়া ধর্মের অনুকূলে রাজ্য করিতে লাগিলাম ।৫

হে সুব্রত ! এইরূপে ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করিতে করিতে আমার সহস্র বৎসর অতীত হইল ।৬

হে দ্বিজোত্তম ! আমি কোন এক লক্ষণ দ্বারা নিজ জীবনকাল অবগত হইয়া এবং হৃদয়ে মৃত্যুকাল স্থির রাখিয়া বনে গমন করিলাম ।৭

ঐ সময়েই আমি এই সরোবরের সুন্দর তটভূমিতে স্থিত পশুপক্ষিশূন্য দুর্গম বনে তপস্যা করিবার জন্য প্রবেশ করিলাম ।৮

ভ্রাতা ভূপতি সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত এই সরোবর প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছি ।৯

এইরূপে এই মহাবনে তিন সহস্র বৎসর অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম ।১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পরম উদার মহর্ষে ! ব্রহ্মলোকে

কস্যায়ং কর্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো হ্যহম্।
আহারঃ কশ্চ মে দেব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥১৩
পিতামহস্তু মামাহ তবাহারঃ সুদেবজ।
স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥১৪
স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্বতা তপ উত্তমম্।
অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিন্মহামতে ॥১৫
দত্তং ন তেঽস্তি সূক্ষ্মোঽপি তপ এব নিষেবসে।
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া ॥১৬
স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমমৃতমম্।
ভক্ষয়িত্বা মৃতরসং তেন বৃত্তির্ভবিষ্যতি ॥১৭
যদা তু তদ্ বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স মহানৃষিঃ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্ বিমোক্ষ্যসে ॥১৮

স হি তারয়িতুং সৌম্য শক্তঃ সুরগণানপি।
কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥১৯
সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্।
আহারং গর্হিতং কৃমি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥২০
বহূন্ বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুঞ্জ্যমানমিদং ময়া।
ক্ষয়ং নাভ্যেতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা ॥২১
তস্য মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদস্মান্ বিমোক্ষয়।
অন্যোবাং ন গতির্হ্যত্র কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্ ॥২২
ইদমাভরণং সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥২৩
ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ ব্রহ্মর্ষে দদাত্যাভরণানি চ ॥২৪

যাইয়াও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তাহাতে আমার ইন্দ্রিয়সকল ব্যথিত হইয়া উঠিল।১১

তখন ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া বলিলাম,—হে ভগবন্! এই ব্রহ্মলোক ক্ষুধা-তৃষ্ণাবর্জিত, পরন্তু আমি কোন্ কর্মের ফলে এ স্থানেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া কাতর হইতেছি? হে দেব! হে পিতামহ! সম্প্রতি আমি কি আহার করিব, তাহা বলুন।১২-১৩

ইহা শ্রবণ করিয়া পিতামহ বলিলেন,—হে সুদেব-নন্দন! তুমি মর্ত্যলোকে যাইয়া নিজ শরীরের সুস্বাদু মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ কর,—ইহাই তোমার আহার।১৪

হে মহামতে শ্বেত! তুমি উত্তম তপস্যা করিয়া কেবল স্বীয় শরীর পোষণ করিয়াছ। দানরূপী বীজ বপন না করিলে, কিছুই জন্মা হয় না—কোন ভোজ্যপদার্থ উপলব্ধ হয় না।১৫

তুমি দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিবৃন্দকে কখনও কিছু অন্ন দান কর নাই, কেবল তপস্যাই করিয়াছ। বৎস! সেই কারণেই স্বর্গগত হইয়াও ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা পীড়িত হইতেছ।১৬

হে শ্বেত! সম্প্রতি তুমি আহার দ্বারা সুপুষ্ট স্বীয় অমৃতম শরীরকেই অমৃতরসের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাক; তাহাতেই তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে।১৭

হে শ্বেত! পরে যখন দুর্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখনই তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে।১৮

হে সৌম্য! মহাবাহো! সেই মহর্ষি সুরগণকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তোমার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির ত কথাই নাই।১৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি দেবদেব ভগবান্ পিতামহের সেই আদেশ অনুসারেই এই নিন্দনীয় স্বশরীর ভক্ষণ করিয়া থাকি।২০

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষে! ইহা ভক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় তৃপ্তিলাভ করি এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু বৎসর হইল, আমি ইহা ভক্ষণ করিতেছি, তথাপি ইহার অনুমাত্র ক্ষয় হইতেছে না।২১

হে সৌম্য! আমি এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি। আপনি আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন; কারণ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য ভিন্ন অপরের এস্থানে আসিবার শক্তি নাই, (সুতরাং আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনিই সেই ব্রাহ্মণসত্তম অগস্ত্য)।২২

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।
তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥২৫

তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্।
তারণায়োপজগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥২৬

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে।
মানুষঃ পূর্ব্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ ॥২৭

প্রনষ্টে তু শরীরেঽথৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবং সুখম্ ॥২৮

তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম।
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হে সৌম্য! দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন এবং আমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই আভরণ গ্রহণ করুন।২৩

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষে। এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য আভরণসকলও আপনাকে প্রদান করিতেছি।২৪

হে ভগবন্। মুনিপুঙ্গব! (অধিক আর কি বলিব) আপনাকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ও ভোগসকল প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমার উপর কৃপা করুন।২৫

রাঘব! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পরিত্রাণের নিমিত্তই উত্তম আভরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম।২৬

আমি এই সুন্দর আভরণ প্রতিগ্রহ করিলে, সেই রাজর্ষির পূর্বতন মনুষ্য দেহটি বিনষ্ট হইল।২৭

শরীর নষ্ট হওয়াতে রাজর্ষিও অতিশয় পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া যথাসুখে স্বর্গলোকে গমন করিলেন।২৮

হে কাকুৎস্থ! সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা শৈত ক্ষুধা-তৃষ্ণানিবারণের জন্য পূর্বোক্ত কারণবশতঃ আমাকে এই অদ্ভুত দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ইক্ষ্বাকুপুত্রস্য রাজ্ঞো দণ্ডকস্য রাজত্ববর্ণনম্ ।]

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ ।
গৌরবাদ্ বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥১
ভগবংস্তদ্ বনং ঘোরং তপস্তপ্যতি যত্র সঃ ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা কথং তদমৃগদ্বিজম্ ॥২
তদ্ বনং স কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জিতম্ ।
তপশ্চর্ত্তুং প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্ ।
বাক্যং পরমতেজস্বী বক্তুমেবোপচক্রমে ॥৪
পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুঃ কুলনন্দনঃ ॥৫
তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি দুর্জয়ম্ ।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কর্ত্তেত্যুবাচ তম্ ॥৬
তথেব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব ।
ততঃ পরমসন্তুষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ ॥৭
প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ ।
দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডমকারণে ॥৮
অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ ।
স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥৯
তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক ।
ধর্ম্মো হি পরমো লোকে কুর্বতস্তে ভবিষ্যতি ॥১০
ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥১১
প্রযাতে ত্রিদিবে তস্মিন্নিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ ।
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১২

ঊনাশীতিতম সর্গ

[ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডকের রাজত্ব বর্ণন ।]

অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া আগ্রহসহকারে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ।১

ভগবন্ ! সেই বিদর্ভদেশীয় রাজা শ্বেত যে বনে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ বন কি কারণে পশুপক্ষি শূন্য হইল ? ২

মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবর্জিত সেই শূন্য বনে বিদর্ভরাজ কি প্রকারে তপস্যা করিতে প্রবিষ্ট হইলেন ? আমি এই সকল বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ।৩

রামচন্দ্রের এইরূপ কৌতূহল পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তেজস্বী অগস্ত্য পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ।৪

হে কুলনন্দন রাম ! প্রাচীন সত্য যুগে (বর্ণ এবং আশ্রম সকলের বিভাগ ও তদীয় ধর্মাদি প্রবর্ত্তনকারী) দণ্ডধর মনুর ইক্ষ্বাকু নামক এক মহাশয় পুত্র ছিলেন । তিনি বংশের আনন্দবর্দ্ধন করিত ।৫

মনু সেই দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভূমণ্ডলে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ সৃষ্টি কর ।৬

রাঘব ! পুত্র ইক্ষ্বাকু তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলে, মনু অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে বলিলেন ।৭

হে পরমোদার পুত্র ! আমি প্রীত হইলাম ; তুমি মৎকথিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে,—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । বৎস ! তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজা পালন করিবে, কিন্তু অকারণে কখনও দণ্ড প্রয়োগ করিও না ।৮

কারণ, অপরাধী মনুষ্যগণের উপর যে দণ্ড পতিত হয়, বিধি অনুসারে প্রযুক্ত সেই দণ্ডই মহীপতিকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া থাকে ।৯

অতএব হে মহাবাহো পুত্র ! তুমি সমুচিত

কর্মভির্বহুরূপৈশ্চ তৈস্তৈর্মনুসুতস্তদা।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা শতং দেবসুতোপমান্ ॥১৩

তেষামবরজস্তাত সর্বেষাং রঘুনন্দন।
মূঢ়শ্চাকৃতবিদ্যশ্চ ন শুশ্রূষতি পূর্বজান্ ॥১৪

নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽল্পমেধসঃ।
অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেঽস্য ভবিষ্যতি ॥১৫

অপশ্যমানস্তং দেশং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব।
বিন্ধ্য-শৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যং প্রাদাদরিন্দম ॥১৬

স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্ রম্যে পর্বতরোধসি।
পুরং চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্ ॥১৭

পুরস্য চাকরোন্নাম মধুমত্তমিতি প্রভো।
পুরোহিতং তূশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্ ॥১৮

এবং স রাজা তদ্ রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ।
প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥১৯

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
সার্ধঞ্চ তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহান্মহাত্মা
শক্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

দণ্ডপ্রদান বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, তাহা হইলেই তোমার ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হইবে।১০

মনু সমাহিতচিত্তে স্বীয় পুত্রকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ করত সুরপুরের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।১১

মনু সুরলোকে গমন করিলে, অতুল প্রভাবশালী মনুনন্দন ধর্মাত্মা ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহুপুত্র উৎপাদন করিব'—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১২

তখন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বহুবিধ কর্মদ্বারা ধর্মাত্মা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু দেবসুত-সদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৩

হে তাত রঘুনন্দন! সেই শতপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অতিশয় মূঢ় ও বিদ্যাহীন ছিলেন এবং অগ্রজ ভ্রাতাগণের সেবা করিতেন না।১৪

ইহার শরীরে অবশ্যই দণ্ড পতিত হইবে এই ভাবিয়া পিতা ইক্ষ্বাকু সেই মন্দবুদ্ধির নাম 'দণ্ড' রাখিলেন।১৫

হে অরিন্দম রাম! ঐ পুত্রের যোগ্য অন্য কোন ভয়ঙ্কর দেশ না দেখিয়া তাহাকে বিন্ধ্য ও শৈবলপর্বতের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন।১৬

রাম! দণ্ড সেই রমণীয় পর্বত-মধ্যবর্তী ভূভাগে রাজা হইয়া অনুপম অতি উত্তম নগর স্থাপন করিলেন।১৭

দণ্ড ঐ নগরের নাম মধুমত্ত রাখিলেন এবং উত্তম ব্রতপালক শুক্রাচার্যকে স্বীয় পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।১৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গে রাজ্য করেন, সেইরূপ সেই রাজা দণ্ডও পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট জনগণপূর্ণ এই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।১৯

যেরূপ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন, সেইরূপ মনুজেন্দ্র-নন্দন মহাত্মা দণ্ডও শুক্রাচার্যের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দণ্ডস্য ভার্গবকন্যয়া সহ বলাৎকারঃ।]

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ।
অন্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে ॥১
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণায়ুতম্।
অকরোৎ তত্র দাস্তাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥২
অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্ রাজা ভার্গবমাশ্রমম্।
রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রে মাসি মনোরমে ॥৩
তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্ ॥৪
স দৃষ্ট্বা তাং সুদুর্মেধা অনঙ্গশরপীড়িতঃ।
অভিগম্য সুসংবিগ্নাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৫
কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য বাপি সুতা শুভে।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং শুভাননে ॥৬
তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং স্থিরম্ ॥৭
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥৮
মা মাং স্পৃশ বলাদ্ রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্।
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ শিষ্যো মহাত্মনঃ ॥৯
ব্যসনং ত্বমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ।
যদি বাস্যস্ময়া কার্য্যং ধর্মদৃষ্টেন সৎপথা ॥১০
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্।
অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্ ॥১১
ক্রোধেন হি পিতা মেঽসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ।
শাম্যতে চানবদ্যাঙ্গ তব মা যাচিতঃ পিতা ॥১২

অশীতিতম সর্গ

[রাজা দণ্ডকের ভার্গবকন্যার সহিত বলাৎকার।]

মহর্ষি কুম্ভজ অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহার অবশিষ্ট বৃত্তান্তসকল বলিতে আরম্ভ করিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! সেই জিতেন্দ্রিয় রাজা দণ্ড বহু বর্ষকাল সেখানে নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।২

তারপর কোন একসময়ে রাজা দণ্ড মনোরম চৈত্র মাসে শুক্রাচার্য্যের রমণীয় আশ্রমে গমন করিলেন।৩

সেখানে শুক্রাচার্য্যের সর্বোত্তম সুন্দরী কন্যা, যাহার রূপের তুলনা এই ভূতলে দেখা যায় না—বনপ্রান্তে তিনি বিচরণ করিতেছেন—রাজা দণ্ড তাহা দেখিলেন।৪

দুর্বুদ্ধি দণ্ড তাহাকে দেখিয়াই কামবাণে পীড়িত হইয়া ভীতা কন্যার নিকটে গিয়া বলিলেন।৫

হে শুভে সুশ্রোণি! তুমি কাহার নন্দিনী এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? হে শুভাননে! আমি তোমার দর্শনাবধি কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি বলিয়াই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।৬

মোহে উন্মত্ত কামী দণ্ড এই কথা বলিলে তৃণনন্দিনী সানুনয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন।৭

হে রাজেন্দ্র! আমি অনায়াসে মহৎকর্মকারী ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমার নাম অরজা। আমি আশ্রমে বাস করি—ইহা জানিবেন।৮

হে রাজন্! আপনি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করিবেন না; কারণ, আমি পিতার অধীনে স্থিতা কুমারী কন্যা। রাজেন্দ্র! বিশেষতঃ আমার মহাত্মা তপোধন পিতা আপনার গুরু এবং আপনিও তাঁহার শিষ্য।৯

তিনি মহাতপস্বী, সুতরাং যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে আপনাকে শাপ প্রদান করিয়া মহাবিপদে ফেলিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আমার প্রতি আপনার একান্ত অভিলাষ থাকে, তবে ধর্মসঙ্গত উপায়ে অভিলষ

এবং ব্রুবাণামরজাং দণ্ডঃ কামবশং গতঃ।
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্থাধায় চাঞ্জলিম্ ॥১৩
প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমর্হসি।
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্য্যন্তে বরাননে ॥১৪
ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্।
ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ভজমানং সুবিহ্বলম্ ॥১৫
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য বলাদ্ বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥১৬

তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্।
নগরং প্রযযাবাশু মধুমন্তমনুত্তমম্ ॥১৭

অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমস্থাবিদূরতঃ।
প্রতীক্ষতে সুসন্ত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

তেজস্বী পিতার নিকট প্রার্থনা করুন, নতুবা আপনি স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ানক ফল ভোগ করিবেন।১০-১১

আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনকেও দগ্ধ করিতে পারেন। হে অমরশ্রেষ্ঠ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি প্রার্থনা করিলেই তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।১২

অরজা এই কথা বলিলে, কামবশীভূত মদোন্মত্ত দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।১৩

হে সুবদনে! হে সুশ্রোণি! তোমার নিমিত্ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অতএব আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, শীঘ্র প্রসন্ন হও।১৪

হে সুন্দরি! আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে স্বীকার কর। অধিক কি বলিব, যদি তোমাকে প্রাপ্ত হইতে আমার প্রাণ যায়, অথবা নিদারুণ পাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।১৫

বলশালী দণ্ড এই কথা বলিয়াই সেই কম্পিতাঙ্গী কন্যাকে বলপূর্বক বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।১৬

রাঘব! দণ্ড এই মহাঘোর নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করিয়াই সত্বর স্বীয় অনুত্তম মধুমন্তনগরে প্রস্থান করিলেন।১৭

অরজাও রোদন করিতে করিতে সত্বরে আশ্রমের অনতিদূরে দেবসন্নিভ পিতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শুক্রাচার্য্যস্যাভিশাপেন সপরিবার-নৃপ-দণ্ডস্য তদীয়রাজ্যস্য চ বিনাশশ্চ।]

স মুহূর্তাদুপশ্রুত্য দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্তঃ সংন্যবর্ত্তত ॥১
সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্।
জ্যোৎস্নামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রত্যূষে ন বিরাজতীম্ ॥২
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ।
নির্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীঞ্ শিষ্যাংশ্চৈতদুবাচ হ ॥৩
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ।
বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং ক্রুদ্ধাদগ্নিশিখামিব ॥৪
ক্ষয়োঽস্য দুর্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ।
যঃ প্রদীপ্তাং হুতাশস্য শিখাং বৈ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥৫
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্মণঃ ॥৬
সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সপুত্র-বল-বাহনঃ।
পাপকর্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ ॥৭
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্মতেঃ।
ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ ॥৮
সর্বাণি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
মহতা পাংশুবর্ষেণ বিনাশং সর্বতোঽগমন্ ॥৯
দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সর্বং সমুক্ষয়ম্।
পাংশুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥১০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমাশ্রমনিবাসিনম্।
জনং জনপদান্তেষু স্বীয়তামিতি চাব্রবীৎ ॥১১
শ্রুত্বা ভৃশনসো বাক্যং সোঽশ্রমাবসথো জনঃ।
নিষ্ক্রান্তো বিষয়াৎ তস্মাৎ স্থানং চক্রেঽথ বাহ্যতঃ ॥১২

একাশীতিতম সর্গ

[শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ডের ও তাঁহার রাজ্যের বিনাশ।]

রাম! সেই মহর্ষিও মুহূর্তকালমধ্যে শিষ্যের মুখে অরজার উপর অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করত ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।১

তিনি দেখিলেন,—প্রভাতকালে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের শোভাহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় অরজা ধূলি-ধূসরা হইয়া দীনমনে অবস্থান করিতেছেন।২

একে তিনি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কন্যার এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন।৩

ক্রুদ্ধ আমার নিকট হইতে শাস্ত্র বিপরীত আচরণকারী অজ্ঞানী রাজা দণ্ডের অগ্নিশিখাসদৃশ কি ঘোর বিপত্তি ঘটিবে, তোমরা দর্শন কর।৪

সেই দুর্মতি দুরাত্মা যখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন অবশ্যই অনুচরবর্গের সহিত তাহার বিনাশ উপস্থিত।৫

যখন সেই দুর্বুদ্ধি এতাদৃশ ঘোরতর পাপ করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই ঐ পাপকর্মের ফল পাইবে।৬

সেই পাপাচার দুর্মতি নৃপতি সপ্তরাত্রের মধ্যেই পুত্র, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত নিহত হইবে।৭

দেবরাজ ইন্দ্র প্রভূত ধূলিবর্ষণে সেই দুর্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।৮

এস্থানে যে সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী আছে, তৎসমস্তই সেই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে।৯

এই ভূভাগের যে পর্য্যন্ত দণ্ডের শাসনাধীন, তাহার চরাচর প্রাণিমাত্রেই সপ্তরাত্রির মধ্যে ধূলিবর্ষণ দ্বারা অদৃশ্য (বিনষ্ট) হইবে।১০

এই কথা বলিবার পর ভৃগুনন্দন ক্রোধে আরক্ত চক্ষু

স তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।
ইহৈব বস দুর্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা ॥১৩
ইদং যোজন পর্য্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্।
অরজে বিস্তরা ভুঙ্ক্ষ্ব কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥১৪
ত্বৎসমীপে চ যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি তাং নিশাম্।
অবধ্যাঃ পাংসুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিত্যদা ॥১৫
শ্রুত্বা নিয়োগং ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশদুঃখিতা ॥১৬
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসমত্রৈব সমকারয়ৎ।
তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সভৃত্যবলবাহনম্ ॥১৭
সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিন্ধ্যশৈবলয়োর্নৃপ ॥১৮
শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্ম্যে সহিতে কৃতে।
ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ॥১৯
তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতোঽভবৎ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥২০
সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ত্ততে।
এতে মহর্ষয়ঃ সর্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ॥২১
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র আদিত্যং পর্য্যুপাসতে।
স ত্বৈর্ব্রাহ্মণমভ্যক্তং সহিতৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
রবিরস্তঙ্গতো রাম পশ্চোদকমুপস্পৃশ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

হইয়া স্বীয় আশ্রমবাসিজনগণকে বলিলেন—তোমরা দণ্ডরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া অবস্থান কর।১১

আশ্রমবাসিগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়াই দণ্ডরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সীমার বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিতে লাগিল।১২

ভৃগুনন্দন আশ্রমবাসী মুনিগণকে এই কথা বলিয়াই অরজাকে বলিলেন,—দুর্বুদ্ধি! তুমি নিজ মনকে পরমাত্মার ধ্যানে একাগ্র করিয়া এই আশ্রমেই অবস্থান কর।১৩

অরজে! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এই যোজনবিস্তৃত মনোরম সরোবর মধ্যে বাস করত স্বীয় অপরাধক্ষয়ের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা কর।১৪

এই সপ্তরাত্রিমধ্যে যে সকলপ্রাণী তোমার সমীপে আসিয়া অবস্থান করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।১৫

ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য্যের এতাদৃশ আদেশ শ্রবণ করত ভৃগুনন্দিনী অরজা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া পিতাকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন।১৬

তৎপরে ভার্গব অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবাদী শুক্রাচার্য্যের অব্যর্থ অভিসম্পাতে রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সপ্তাহের মধ্যে ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রাজন্! এই সেই বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী দণ্ডরাজ্য, ইহা সেই দুরাত্মার অপরাধে এইরূপ ব্রহ্মর্ষির শাপগ্রস্ত হইয়াছে। হে কাকুৎস্থ! তদবধিই এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে কথিত হইয়া থাকে।১৭-১৯

তৎপরে তপস্বীগণ এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জনস্থান হইয়াছে। রাঘব! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আপনাকে বলিলাম।২০

হে বীর! সম্প্রতি সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত হইতেছে। হে নরব্যাঘ্র! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ স্নানাদি ক্রিয়া সমাধাপূর্বক পূর্ণকলসে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। রাম! সূর্য্যদেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের নিকট ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগবিশেষে) উল্লিখিত মন্ত্রস্তুতি শ্রবণপূর্বক পূজা গ্রহণ করত অস্তগামী হইতেছেন, অতএব আপনি যাইয়া আচমন ও স্নানাদি করুন। (তারপর সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হউন)।২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[অগস্ত্যাশ্রমাদযোধ্যায়াং শ্রীরামস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্ ।]

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্ ।
অপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যমপ্সরোগণসেবিতম্ ॥১
তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্ ।
আশ্রমং প্রাবিশদ্ রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ ॥২
তস্যাগস্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্ ।
শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকল্পয়ৎ ॥৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্ ।
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥৪
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় কৃত্বাহ্নিকমরিন্দমঃ ।
ঋষিং সমুপচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ ॥৫
অভিবাদ্যাব্রবীদ্ রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্ ।
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরীং গন্তুং মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৬
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ ।
দ্রষ্টুং চৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ ॥৭
তথা বদতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্ ।
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্মনেত্রস্তপোধনঃ ॥৮
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্ ।
পাবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ॥৯
মুহূর্তমপি রাম ত্বাং যেঽনুপশ্যন্তি কেচন ।
পাবিতাঃ স্বর্গভূতাশ্চ পূজ্যাস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥১০
যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভুবি ।
হতাস্তে গমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ ॥১১
ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্বদেহিনাম্ ।
ভুবি ত্বাং কথয়ন্তো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘবঃ ॥১২

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

[অগস্ত্যাশ্রম হইতে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামের প্রত্যাবর্ত্তন ।]

ঋষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত সেই অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরের নিকট গমন করিলেন ।১

সেখানে আচমন পূর্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাধা করিয়া পুনর্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন ।২

মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার আহারের নিমিত্ত বহুবিধ সুস্বাদু ফল, মূল, (জরা অবস্থানিবারক দিব্য) ওষধি ও পবিত্র শালী তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন অন্নাদি প্রদান করিলেন ।৩

নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম রামচন্দ্রও সেই অমৃততুল্য ভক্ষ্যদ্রব্যসকল ভোজন করত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তথায় সেই রাত্রিযাপন করিলেন ।৪

অনন্তর পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রাতঃকার্য্য সমাধা করত স্বগৃহে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট যাইলেন ।৫

সেখানে কুম্ভজ মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া রাম বলিলেন,—ভগবন্ ! আমি নিজ গৃহে যাইবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি, আপনি আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিন ।৬

আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি ; সমস্তান্তরে আত্মাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পুনর্বার আপনাকে দেখিতে আসিব ।৭

রামচন্দ্র এইরূপ অদ্ভুত কথা বলিলে ধর্মদর্শী তপোধন অগস্ত্য অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন ।৮

হে রাম ! আপনার এই কথা অতি অদ্ভুত ও মনোহর । হে রঘুনন্দন ! আপনিই নিখিল প্রাণীকে পবিত্র করিতে সমর্থ ।৯

রাম ! যাঁহারা আপনাকে মুহূর্তমাত্রও দর্শন করেন, তাঁহারাই লোকপাবন স্বর্গের অধিকারী ও দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকেন ।১০

ত্বং গচ্ছারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্মেণ গতিহি জগতো ভবান্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ ।
অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমৃষিং সত্যশীলিনম্ ॥১৪
অভিবাদ্য ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ সর্বাংস্তপোধনান্ ।
অধ্যারোহৎ তদব্যগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥১৫
তং প্রযান্তং মুনিগণা আশীর্বাদৈঃ সমন্ততঃ ।
অপূজয়ন্ মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥১৬
স্থস্থঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে ।
শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে ॥১৭

ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ ।
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষামবাতরৎ ॥১৮

ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্ ।
বিসর্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চ প্রভুঃ ॥১৯

কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ ।
লক্ষ্মণঃ ভরতশ্চৈব গত্বা তৌ লঘুবিক্রমৌ ॥
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাপয়ত মা চিরম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

যে প্রাণিগণ আপনাকে কুদৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বে নরকগামী হইয়া যমদণ্ড প্রাপ্ত হয় ।১১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! অধিক কি বলিব, আপনি দেহীদিগের পক্ষে এতাদৃশ পবিত্রকারী যে, আপনার লীলাব্যাখ্যা এবং কীর্তন করিলেও পৃথিবীস্থ যাবৎ প্রাণী সিদ্ধিলাভ করে ।১২

আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন করুন। পথিমধ্যে আপনার কোন ভয় নাই। আপনি ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন; কারণ, আপনিই জগতের পরম আশ্রয় ।১৩

মুনি এই কথা বলিলে, প্রাজ্ঞ নৃপতি রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সত্যশীল ঋষিসত্তমকে অভিবাদন করিলেন ।১৪

রাম ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং অপর তপোধনদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন ।১৫

যেরূপ অমরগণ মহেন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত করেন, তদ্রূপ সেই মহেন্দ্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রস্থানকালে মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আশীর্বাদ করিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন ।১৬

তৎকালে হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে করিয়া আকাশে অবস্থিত রামচন্দ্র বর্ষাকালে মেঘ সমীপস্থিত শশধরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।১৭

রঘুনন্দন তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক স্থানে স্থানে জনপদ-বাসীদিগের পূজা লাভ করত মধ্যাহ্নসময়ে অযোধ্যার মধ্যমকক্ষায় উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন ।১৮

তারপর প্রভু রামচন্দ্র সেই ইচ্ছাগতি মনোহর বিমানকে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক; তুমি গমন কর,—এই বলিয়া বিসর্জন করিলেন ।১৯

অনন্তর কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে বলিলেন,—দৌবারিক ! তুমি শীঘ্র বিক্রমপ্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত ভরত ও লক্ষ্মণের নিকট আমার আগমন বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার সমীপে আহ্বান কর ।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য বাক্যেন শ্রীরামস্য রাজসূয়যজ্ঞকরণেচ্ছায়া নিবৃত্তিঃ ।]

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥১
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ ।
পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
কৃতং ময়া যথা তথ্যং দ্বিজকার্যমনুত্তমম্ ।
ধর্মসেতুরথো ভূয়ঃ কর্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ ॥৩
অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্মসেতুর্মতো মম ।
ধর্মপ্রবচনং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৪
যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্ ।
সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্মস্তু শাশ্বতঃ ॥৫
ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শক্রনিবর্হণঃ ।
গুরুভূতেন যজ্ঞেন বরুণত্বমুপাগমৎ ॥৬
সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ ।
প্রাপ্তশ্চ সর্বলোকেষু কীর্তিং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৭
অস্মিন্নহনি যজ্ঞে বৈশ্চিন্ত্যতাং তন্ময়া সহ ।
হিতং চাগতিযুক্তঞ্চ প্রযতৌ বক্তুমর্থতঃ ॥৮
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৯
ত্বয়ি ধর্মঃ পরঃ সাধো ত্বয়ি সর্বা বসুন্ধরা ।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম ॥১০
মহীপালাশ্চ সর্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ ।
নিরীক্ষন্তে মহাস্থানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥১১
পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্ রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল ।
পৃথিব্যা গতিভূতোঽসি প্রাণিনামপি রাঘব ॥১২

ত্র্যশীতিতম সর্গ

[ভরতের বাক্যে শ্রীরামের রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ হইতে নিবৃত্তি ।]

ক্লেশরহিত কর্মকারী রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল কুমারদ্বয় ভরত ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করত রঘুনন্দনের নিকট নিবেদন করিল ।১

রঘুবংশধর রামচন্দ্র ভরত এবং লক্ষ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া আলিঙ্গন করত বলিলেন ।২

হে রঘুবংশীয় রাজকুমারযুগল ! ব্রাহ্মণগণের পরম উত্তম কার্য্য যথাযথরূপে সম্পন্ন করিয়াছি । আমি পুনঃ রাজধর্মের চরম সীমারূপ রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি ।৩

আমার মতে ধর্মসেতু (রাজসূয়) অক্ষয় এবং অবিনাশী ফলদাতা । ইহাই ধর্মের পোষক ও সমস্ত পাপ বিনাশকারী ।৪

তোমরা দুইজনে আমার আত্মা, অতএব আমার ইচ্ছা—তোমাদের সহিত এই সর্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করি ; কারণ, উহাতেই রাজার শাশ্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ।৫

শত্রুনাশী মিত্রদেব উত্তম আহুতিযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছেন ।৬

ধর্মজ্ঞ সোমদেব ধর্মানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্বলোকের মধ্যে কীর্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৭

অতএব তোমরা অদ্যই স্থিরভাবে আমার সহিত বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করিলে বর্তমানে (ইহলোকে) ও ভবিষ্যতে (পরলোকে) মঙ্গল হইবে—এরূপ পরামর্শ দাও ।৮

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ।৯

হে সাধো ! আপনাতে উত্তম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে ।

ন ত্বমেবং বিধং যজ্ঞমাহর্ত্তাসি কথং নৃপ।
পৃথিব্যা রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥১৩
পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ।
সর্বেষাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্বকোপজঃ ॥১৪
সর্বং পুরুষশার্দূল গুণৈরতুলবিক্রম।
পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ত্ততে ॥১৫
ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতমিবং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১৬
উবাচ চ শুভং বাক্যং কৈকেয্যানন্দবর্ধনম্।
প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টোঽস্মি তবাদ্য বচনেঽনঘ ॥১৭
ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাগতম্।
ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্ ॥১৮
এষোদ্যমস্তভিপ্রায়াদ্ রাজসূয়াৎ ক্রতূত্তমাৎ।
নিবর্ত্তয়ামি ধর্মজ্ঞ তব স্নুব্যাহৃতেন চ ॥১৯
লোকপীড়াকরং কর্ম ন কর্ত্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।
বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ ॥
তস্মাচ্ছৃণোমি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

হে অমিতবিক্রম মহাবাহো! বল এবং সমগ্রা বসুন্ধরাও আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।১০

দেবগণ যেরূপ প্রজাপতিকে মহাত্মা এবং লোকনাথ বলিয়া জানেন, সেইরূপ আমরা ও মহীপালগণও আপনাকে মহাত্মা এবং লোকনাথ বলিয়া জানি ও জানেন।১১

হে মহাবল। রাজন্! পুত্রগণ পিতাকে যেভাবে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ আপনাকে নৃপগণ দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন! আপনি সম্পূর্ণ প্রাণিগণ এবং সমগ্র পৃথিবীর আশ্রয়।১২

হে রাজন্! পুনরায় আপনি কি প্রকারে এইরূপ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; যাহাতে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? ১৩

পৃথিবীতে যে সমস্ত পুরুষার্থী পুরুষ আছেন, তাঁহাদের সকলের কোপে ঐ যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে।১৪

হে অতুলবিক্রম পুরুষশার্দূল! আপনার সদ্গুণে সারা জগৎ আপনার বশীভূত। সুতরাং জগতের প্রাণীদিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত নহে।১৫

ভরতের এতাদৃশ সুধাময় বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন।১৬

তখন তিনি কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন এই ভরতকে শুভ বাক্যে বলিলেন,—হে নিষ্পাপ ভরত! অদ্য তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।১৭

হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমার মুখনির্গত উদার ও ধর্মসঙ্গত বচন পৃথ্বীদেবীকে রক্ষা করিবে।১৮

হে ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার সাধু বাক্য অনুসারেই এই অভিপ্রেত সর্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ হইতে বিরত হইলাম।১৯

কারণ, যাহা লোকের পীড়াকর হয়, এরূপ কার্য্য করা বিচক্ষণের উচিত নহে। হে মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ! বালকথিত শুভ বাক্যও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আমি সেই জন্যই তোমার যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিলাম।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ

[অশ্বমেধযজ্ঞং প্রস্তুয় লক্ষ্মণেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুরবৃত্তান্তস্য কথনম্, বৃত্রাসুরস্য তপস্যা, শ্রীভগবদ্-বিষ্ণুসমীপং গত্বা বৃত্রাসুরবধায়েন্দ্রস্যানুরোধশ্চ ।]

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি ।
লক্ষ্মণোঽথ শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥১
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্ ।
পাবনস্তব দুর্ধর্ষো রোচতাং রঘুনন্দন ॥২
শ্রূয়তে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাত্মনি ।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রো হয়মেধেন পাবিতঃ ॥৩
পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে ।
বৃত্রো নাম মহানাসীদ্ দৈতেয়ো লোকসম্মতঃ ॥৪
বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্ত্রিগুণং ততঃ ।
অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ স্নেহাৎ পশ্যতি সর্বতঃ ॥৫
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
শশাস পৃথিবীং স্ফীতাং ধর্মেণ সুসমাহিতঃ ॥৬
তস্মিন্ প্রশাসতি তদা সর্বকামদুঘা মহী ।
রসবন্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৭
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ ।
স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙ্‌ক্তে স্ফীতমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৮
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্ ।
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরৎ সুখম্ ॥৯
স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্ ।
তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥১০

চতুরাশীতিতম সর্গ

[অশ্বমেধযজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত কথন, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের অনুরোধ ।]

মহাত্মা রাম ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন শেষ হইলে, লক্ষ্মণ রঘুনন্দনকে এই শুভ বাক্য বলিলেন ।১

হে রাঘব ! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপ নাশক, পরম পাবন ও দুষ্কর । অতএব আপনি ইহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।২

মহাত্মা ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া যেরূপে অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে একটি পুরাবৃত্ত শুনা যায় ।৩

হে মহাবাহো ! পূর্বকালে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর সৌহার্দ্যভাবাপন্ন হইয়া একত্রে বাস করিত এবং সেই সময়েই বৃত্র নামক এক মহা অসুর ছিল । যাহাকে সকল লোক আদর করিত ।৪

সেই মহাত্মা বৃত্রের দেহ শতযোজন বিস্তৃত এবং তিনশত যোজন দীর্ঘ ছিল । সে অনুরাগভরে সকল লোককে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিত ।৫

ঐ ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ বৃত্র অতি সাবধানে ধর্মধানে পূর্ণ এই সমগ্রা বসুন্ধরা শাসন করিত ।৬

তাহার শাসনকালে পৃথিবী সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করিতেন এবং ফল, মূল ও পুষ্পসকল সুরস হইয়াছিল ।৭

কর্ষণ ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার অন্নাদি ভোগ্যবস্তু পৃথিবী উৎপাদন করিতেন এবং রমে রাজ্যে সর্বদা পূর্ণ থাকিতেন । ঐ অসুর এই প্রকার সমৃদ্ধিশালী ও অদ্ভুত রাজ্য উপভোগ করিতেছিল । এক সময় তাহার মনোমধ্যে এইরূপ বিচার উৎপন্ন হইল কি যে, আমি উত্তম তপস্যা করিব ; কারণ, তপস্যাই পরম শ্রেয়স্কর এবং অন্য সুখসকল মোহমাত্র ।৮-৯

তখন সে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে * রাজা করিয়া

* 'মধুরেশ্বর', শব্দের অর্থ টীকাকারগণ বিভিন্ন প্রকারে করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লিখিত হইল । তিলক টীকাকার মধুরেশ্বরকে মধু নামক রাজা বলিয়াছেন । রামায়ণশিরোমণিকার মধুর বক্তাদিগের ঈশ্বর এবং রামায়ণভূষণকার 'মধুর'—সৌম্যস্বভাবের রাজা অথবা মধুরানগরীর স্বামী বলিয়াছেন ।

তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্ত্তবৎ।
বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১১
তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্বে বিনির্জিতাঃ।
বলবান্ স হি ধর্মাত্মা নৈনং শক্ষ্যামি শাসিতুম্ ॥১২
যদ্যসৌ তপ আতিষ্ঠেদ্ ভূয় এব সুরেশ্বর।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদস্য বশানুগাঃ ॥১৩
তং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল।
ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর ॥১৪
যদা হি প্রীতিসংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতঃ।
তদা প্রভৃতি লোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্ ॥১৫
স ত্বং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ সুসমাহিতঃ।
ত্বৎকৃতেন হি সর্বং স্যাৎ প্রশান্তমরুজং জগৎ ॥১৬
ইমে হি সর্বে বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ।
বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ হ ॥১৭
ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেষাং মহাত্মনাম্।
অসহ্যমিদমস্মেষামগতীনাং গতির্ভবান্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

পুরবাসিগণের ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। তারপর কঠোর তপস্যা করিয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল।১০

সে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে, বাসব অতিশয় কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করত বলিলেন।১১

হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা দ্বারা সকল লোককেই জয় করিয়াছে; ঐ ধর্মাত্মা অসুর (তপস্যায়) বলবান্ হইয়াছে, সুতরাং আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না।১২

হে সুরেশ্বর! সে যদি আরও অধিক কাল তপস্যা করে, তাহা হইলে যে কাল পর্য্যন্ত তিন লোক আছে, তাবৎকাল আমাদিগকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে।১৩

হে মহাবল সুরেশ্বর! আপনি পরম উদার ঐ অসুরকে উপেক্ষা করিতেছেন। (এইজন্য সে শক্তিশালী হইতেছে)। কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বৃত্র ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিবে না।১৪

হে বিষ্ণো! যে অবধি আপনার সহিত তাহার সৌহার্দ্দ হইয়াছে, সেই অবধিই সে লোকসকলের আধিপত্য লাভ করিয়াছে।১৫

সম্প্রতি আপনি একাগ্রভাবে সকল লোকের উপর কৃপা করুন, আপনি রক্ষা করিলেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিরাময় হইবে।১৬

হে বিষ্ণো! দেবগণ সকলে আপনার দিকেই তাকাইয়া আছেন, অতএব আপনি দুর্জয় বৃত্রকে বধ করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করুন।১৭

প্রভো! আপনি পূর্বে প্রতিনিয়ত মহাত্মা দেবতাগণের সাহায্য করিয়াছেন। যদিও আপনার এই সাহায্য দৈত্যগণের পক্ষে অসহনীয় হইবে, (অথবা এই অসুর অন্যের অজেয়, সুতরাং) তথাপি আপনিই আমাদের একমাত্র গতি।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুরাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্র-বজ্রাদিষু ভগবদ্‌বিষ্ণুতেজসঃ প্রবেশঃ, ইন্দ্রবজ্রেণ বৃত্রাসুরস্য সংহারঃ,
ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্তস্যেন্দ্রস্য অন্ধকারময়প্রদেশে গমনঞ্চ ।]

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ কথয়েত্যাহ সুব্রত ॥১
রাঘবৈণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ।
ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুব্রতঃ ॥২
সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ।
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥৩
পূর্বং সৌহৃদবদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্যেহ মহাত্মনঃ ।
তেন যুষ্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হন্মি মহাসুরম্ ॥৪
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং সুখমুত্তমম্ ।
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ॥৫
ত্রেধাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৬
একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু ।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি ॥৭
তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্ ।
এবমেতন্ন সন্দেহো যথা বদসি দৈত্যহন্ ॥৮
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ ।
ভজস্ব পরমোদারং বাসবং স্বেন তেজসা ॥৯
ততঃ সর্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ ।
তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥১০
তেঽপশ্যংস্তেজসা ভূতং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্ ।
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাম্বরম্ ॥১১
দৃষ্ট্বৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্ ।
কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥১২

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

[ভগবান্ বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্র ও বজ্র আদিতে প্রবেশ, ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ এবং ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত ইন্দ্রের অন্ধকারময় প্রদেশে গমন ।]

শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে সুব্রত ! তুমি এই বৃত্রবধবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে, সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন সুব্রত লক্ষ্মণ পুনর্বার সেই দিব্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১-২

সহস্রলোচন ইন্দ্রের এবং সমস্ত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে বলিলেন ।৩

(হে দেবগণ !) তোমাদের এই প্রার্থনা করিবার পূর্ব হইতেই আমি মহাত্মা বৃত্রাসুরের সহিত সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ আছি, তোমাদের প্রিয় হইলেও সম্প্রতি স্বয়ং ঐ মহাসুরকে বধ করিতে পারিতেছি না ।৪

পরন্তু তোমাদের উত্তম সুখের ব্যবস্থা করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। সেইজন্য যে উপায়ে দেবরাজ বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আমার স্বরূপভূত তেজকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব, যাহাতে দেবরাজ বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ।৫-৬

প্রথম ভাগ ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করিবে, দ্বিতীয়ভাগ বজ্রমধ্যে ব্যাপ্ত হইবে এবং তৃতীয় ভাগ ভূতলে গমন করিবে ; তাহা হইলেই বাসব বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ।৭

সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা বলিলে, দেবগণ বলিলেন,—হে দৈত্যনিষূদক ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হইবে ; তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে পরমোদার ! আপনার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি আমরা বৃত্রকে বধ করিবার বাসনায় প্রস্থান করিলাম, আপনি তেজদ্বারা বাসবকে অনুগৃহীত করুন ।৮-৯

অনন্তর ইন্দ্রাদি সমস্ত মহামনস্বী দেবগণ যেখানে মহাসুর বৃত্র তপস্যা করিতেছিল, সেই অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন ।১০

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠ

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমূর্ধনি ॥১৩
কালাগ্নিনেব ঘোরেণ দীপ্তেনেব মহার্চিষা।
পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ॥১৪
অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ।
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ ॥১৫
তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাতু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অপতচ্চাস্য গাত্রেষু তমিন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ ॥১৬
হতাবয়ঃ প্রনষ্টেন্দ্রাঃ দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্ ॥১৭
ত্বং গতিঃ পরমেশান পূর্বজো জগতঃ পিতা।
রক্ষার্থং সর্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্ ॥১৮

হতশ্চায়ং ত্বয়া বৃত্রো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্।
বাধতে সুরশার্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ ॥১৯
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্ ॥২০
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥২১
এবং সন্দিশ্য তাং বাণীং দেবানাং চামৃতোপমাম্।
জগাম বিষ্ণুর্দেবেশঃ স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

বৃত্র স্বীয় তেজে সর্বদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এরূপ অবস্থায় নিয়ত আছে, তাহাতে যেন নভোমণ্ডলকে দগ্ধ ও ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করত অবস্থান করিতেছে।১১

সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই দেবগণ ভীত হইলেন এবং কি প্রকারে এই অসুরকে বধ করা যায় এবং আমরাও পরাজিত না হই, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।১২

সুরগণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সহস্রলোচন পুরন্দর দুই হস্তে বজ্রগ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।১৩

ইন্দ্রের ঐ বজ্র প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং দীপ্তিমান্ ছিল। তাহা হইতে অতিশয় বিশাল শিখা উঠিতে লাগিল। এইরূপ বজ্রের আঘাতে খণ্ডিত হইয়া যখন বৃত্রাসুরের মস্তক পতিত হইল, তখন সারা বিশ্ব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।১৪

নিরপরাধ বৃত্রকে বধ করা উচিত নয়, সেইজন্য মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন এবং অতি শীঘ্র সপ্তলোকের অন্তে লোকালোক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া অন্ধকারময় প্রদেশে গমন করিলেন।১৫

বাসব প্রস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ করিল; সুতরাং দেবেন্দ্রও দুঃখভাগী হইলেন। দেবতাদিগের শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও ইন্দ্রবিহীন হইয়া ত্রিভুবনপতি বিষ্ণুর নিকট গমন করত বারংবার তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।১৬-১৭

(দেবগণ বলিলেন,—) হে পরমেশ্বর! আপনিই সমস্ত জগতের আশ্রয় এবং আদি পিতা। বলিতে কি, নিখিল প্রাণীর রক্ষার নিমিত্তই আপনি এই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন।১৮

হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ব্রহ্মহত্যা বাসবকে কষ্ট দিতেছে, অতএব তাঁহার ব্রহ্মহত্যা মোচনের উপায় করুন।১৯

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র আমাকে পূজা করুক, আমি তাহা হইলে বজ্রধারীকে পবিত্র করিব।২০

পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞপুরুষ আমার আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহার কোনরূপ ভয় থাকিবে না।২১

সুরেশ্বর বিষ্ণু দেবগণকে এই অমৃততুল্য মধুর বাক্য বলিয়া সুরগণকৃত স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পরম ধামে গমন করিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রং বিনা জগতি অশান্তিঃ, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানেন ইন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যায়া মুক্তিলাভশ্চ।]

তদা বৃত্রবধং সর্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ।
কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষং প্রচক্রমে ॥১
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে ন বৃত্রহা ॥২
সোঽম্ভমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ।
কালং তত্রাবসৎ কঞ্চিদ্ বেষ্টমান ইবোরগঃ ॥৩
অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ।
ভূমিশ্চ ধ্বস্তসঙ্কাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা ॥৪
নিঃস্রোতসস্তে সর্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা।
সংক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোঽভবৎ ॥৫
ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সন্ত্রাসমনসঃ সুরাঃ।
যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং তং যজ্ঞং সমুপানয়ন্ ॥৬
ততঃ সর্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ।
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥৭
তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষমাবৃতং ব্রহ্মহত্যয়া।
তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে ॥৮
ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
বৃত্তে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বর ॥৯
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ।
অভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং ক্ব মে স্থানং বিধীয়তে ॥১০
তে তামূচুস্ততো দেবাস্তুষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ।
চতুর্ধা বিভজাস্মানমাস্থানৈব দুরাসদে ॥১১
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্।
সন্দধৌ স্থানমস্মত্র বরয়ামাস দুর্বলা ॥১২

ষড়শীতিতম সর্গ

[ইন্দ্র বিনা জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ।]

নরোত্তম লক্ষ্মণ সম্পূর্ণরূপে বৃত্রবধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শেষ কথা এইরূপভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১

দেবগণের ভয়প্রদ মহাবীর্য্য বৃত্র এইরূপে নিহত হইলে বৃত্রঘাতী ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন ।২

লোকসকলের অন্তিম সীমা আশ্রয় করিয়া তিনি কুণ্ডলস্থিত সর্পের ন্যায় বিচেতন হইয়া সেই অন্ধকারময় স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন ।৩

এদিকে দেবেন্দ্র অদৃশ্য হওয়ায় সারা সংসার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পৃথিবী নীরস ও ধ্বস্তপ্রায় এবং তাহার কাননসকল শুষ্ক হইয়া যাইল। নদীসমূহ ও হ্রদসকলে স্রোত দেখা যাইল না। জীবগণ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ।৪-৫

এইরূপে লোকসকল ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহাতে দেবতাদিগের হৃদয় ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া যাইল। তখন তাঁহারা পূর্বে বিষ্ণু যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ স্মরণ করিলেন ।৬

তারপর দেবগণ বৃহস্পতি ও মহর্ষিগণের সহিত যেখানে ভয়মোহিত বাসব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন ।৭

তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আবৃত দর্শনে তাঁহাকে পুরবর্তী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ।৮

হে নরেন্দ্র! এইরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে পূত হইবার নিমিত্ত মহাত্মা মহেন্দ্রের ঐ মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল ।৯

তারপর যখন ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তখন ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে নির্গত হইয়া দেবগণকে বলিল,—আমি কোথায় অবস্থান করিব? আপনারা আমার স্থান নির্দেশ করুন ।১০

একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পস্থা কামচারিণী ॥১৩
ভূম্যামহং সর্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা।
বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥১৪
যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু।
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী ॥১৫
হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ ॥১৬
প্রত্যুচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্বসে।
তথা ভবতু তৎ সর্বং সাধয়স্ব যদীপ্সিতম্ ॥১৭
ততঃ প্রীত্যান্বিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে।
বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥১৮

প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।
যজ্ঞং চাদ্ভুতসঙ্কাশং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ ॥১৯
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন।
যজস্ব ত্বমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিব ॥২০
ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃ-
পতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ
স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥

তৎশ্রবণে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া তাঁকে বলিলেন,—হে দুর্জয় শক্তিমতি ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত কর।১১

দুর্বসা অর্থাৎ বাদসম্বাদবিবর্জিত ব্রহ্মহত্যা সুরগণের বাক্য শ্রবণে আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিল এবং অন্যত্র যাইতে অভিলাষিণী হইয়া স্থান চাহিল।১২

(ব্রহ্মহত্যা বলিল)—এক অংশে আমি কামচারিণী ও অন্যের দর্পবাসিনী হইয়া বর্ষাকালের চারি মাস জলপূর্ণ নদীসমূহে বাস করিব।১৩

আমি সত্য করিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি যে, দ্বিতীয় অংশে আমি সর্বসময়ে ভূমিতলে বাস করিব।১৪

আমার যে তৃতীয়াংশ, ইহা দ্বারা দর্পপূর্ণা যুবতীগণের শরীরে দর্পঘাতিনী অর্থাৎ পুরুষ-সম্ভোগ-সুখ-বিঘাতিনী হইয়া প্রতি মাসে তিন রাত্রি বাস করিব।১৫

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহারা মিথ্যা কথা বলিয়া অন্যকে কলঙ্কিত করেন না, সেই ব্রাহ্মণগণকে যাহারা নিহত করিবে, আমি এই অবশিষ্ট চতুর্থ অংশে তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।১৬

তৎশ্রবণে দেবগণ বলিলেন,—দুর্বসে! তুমি যেরূপ বলিলে, সেইরূপই হইবে; সত্বর নিজ অভীষ্টসাধনে যত্নবতী হও।১৭

তারপর দেবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। এদিকে ইন্দ্র নিশ্চিন্ত, নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ হইলেন।১৮

দেবরাজ পুনরায় নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত জগৎ প্রশান্ত হইল এবং তিনিও সেই সময় অদ্ভুত শক্তিশালী ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন।১৯

হে মহাভাগ মহারাজ রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব, অতএব আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।২০

মহেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ও বলবান্ মহাত্মা মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এতাদৃশ মনোহর উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ লক্ষ্মণসমীপে রাজ্ঞ ইলস্য কথায়া বর্ণনম্, রাজ্ঞ ইলস্যৈকৈকমাসং যাবৎ স্ত্রীত্ব-পুরুষত্বপ্রাপ্তিশ্চ।]

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥১
এবমেব নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ বাজিমেধফলঞ্চ যৎ ॥২
শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥৩
স রাজা পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহাযশাঃ।
রাজ্যং চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্যপালয়ৎ ॥৪
সুরৈশ্চ পরমোদারৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাধনৈঃ।
নাগ-রাক্ষস-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাত্মভিঃ ॥৫
পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্ত্তৈ রঘুনন্দন।
অবিভ্যংশ্চ ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য মহাত্মনঃ ॥৬
স রাজা তাদৃশোঽপ্যাসীদ্ ধর্মে বীর্যে চ নিষ্ঠিতঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ ॥৭
স প্রচক্রে মহাবাহুর্মৃগয়াং রুচিরে বনে।
চৈত্রে মনোরমে মাসে সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥৮
প্রজঘ্নে স নৃপোঽরণ্যে মৃগাণাং শতসংঘশঃ।
হবৈষ তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৯
নানামৃগাণাময়ুতং বধ্যমানং মহাত্মনা।
যত্র জাতো মাহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥১০
তস্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।
রময়ামাস দুর্দ্ধর্ষঃ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ ॥১১
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানমুমেশো গোপতিধ্বজঃ।
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সংস্তস্মিন্ পর্বতনির্ঝরে ॥১২

সপ্তাশীতিতম সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট রাজা ইলের কথা বর্ণন, রাজা ইলের এক একমাস পর্যন্ত স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি।]

মহাতেজস্বী বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন।১

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ। তুমি বৃত্রবধের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ে যাহা বর্ণন করিলে, তাহা সেইরূপই বটে।২

হে সৌম্য। শুনিয়াছি, পূর্বকালে বাহ্লিকদেশে কর্দম প্রজাপতির শ্রীমান্ ইলনামক এক ধার্মিক পুত্র ছিলেন।৩

হে নরোত্তম। সেই মহাযশস্বী মহীপতি সমগ্র বসুন্ধরা নিজ বশে আনিয়া রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন।৪

হে সৌম্য! উদারস্বভাব দেবগণ, মহাধন দৈত্যবৃন্দ এবং মহাবল নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণও ভয়ে ভীত হইয়া সর্বদা রাজা ইলের স্তুতি পূজা করিতেন। ঐ মহাত্মা নরপতি রুষ্ট হইলে, ত্রিলোকের সকল প্রাণীই সন্ত্রস্ত হইত।৫-৬

এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াও সেই পরমোদার মহাযশস্বী বাহ্লিকপতি রাজা ইল স্বীয় বুদ্ধিতে ধর্ম ও পরাক্রমে স্থির ছিলেন।৭

কোন সময়ে মনোরম বসন্তকাল উপস্থিত হইলে সেই মহাবাহু রাজা ইল ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত এক মনোহর বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন।৮

ঐ নৃপ বনে শত শত ও সহস্র সহস্র মৃগ বধ করিলেন; কিন্তু তথাপি মহাত্মা নৃপতির তৃপ্তি হইল না।৯

মহাত্মা ইলের হস্তে নানাপ্রকার দশ হাজার পশু নিহত হইল। তখন তাহারা ভয়ে যেস্থানে মহাসেন

যত্র যত্র বনোদ্দেশে সন্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।
বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনাভবন্ ॥১৩
যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ ॥১৪
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে।
স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যাল-মৃগ-পক্ষিণম্ ॥১৫
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন।
তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্দৃষ্ট্বাত্মানং তথাগতম্ ॥১৬
উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ।
ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্ ॥১৭
জগাম শরণং রাজা সভৃত্য-বল-বাহনঃ।
ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥১৮
প্রজাপতিসুতং বাক্যমুবাচ বরদঃ স্বয়ম্।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল ॥১৯
পুরুষত্বমৃতে সৌম্য বরং বরয় সুব্রত।
ততঃ স রাজা শোকার্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা ॥২০
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং সুরোত্তমাৎ।
ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ ॥২১
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বৈশ্বর্যস্বরূপিনা।
ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামপি ভামিনী ॥২২
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌম্যেন চক্ষুষা।
হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ ॥২৩
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা।
অর্ধং তস্য দেবো বরদো বরার্ধস্য তব প্রভুঃ ॥২৪

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিল। দেবেশ্বর দুর্জয় শঙ্কর অনুচরগণের সহিত শৈলরাজসুতা উমাদেবীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন।১০-১১

যাঁহার ধ্বজায় বৃষভের চিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে, সেই উমাপতি ভগবান্ শঙ্কর নিজেকে স্ত্রীরূপে প্রকটিত করিয়া দেবী পার্বতীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেখানকার পর্বতীয় নির্ঝর প্রদেশের নিকট তাঁহার সহিত রমণ করিতেছিলেন। সেই বনপ্রদেশে যে যে ভাগে পুরুষ পদবাচ্য প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল।১২-১৩

সেখানে যা কিছু চরাচর প্রাণী ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীরূপে রূপান্বিত হইল। কর্দমনন্দন রাজা ইল সহস্র সহস্র মৃগবধ করিতে করিতে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার সর্প, মৃগ ও পক্ষী সকলকে এবং অনুচরবর্গের সহিত আপনাকে স্ত্রীরূপে দর্শন করিলেন। তখন নিজের এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।১৪-১৬

ইহা মহাদেবেরই কার্য্য জানিতে পারিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। অনন্তর সেই নরপতি ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত জটাজুটধারী মহাত্মা নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। পার্বতীর সহিত বিরাজমান বরদাতা স্বয়ং মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করত সেই প্রজাপতিনন্দনকে বলিলেন,—হে কর্দমকুমার। মহাবল। রাজর্ষে। গাত্রোত্থান কর। হে সাধো। সুব্রত! তুমি পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য যে কোন বর আমার নিকট প্রার্থনা কর। সেই স্ত্রীরূপী শোকার্ত রাজা সুরসত্তম মহাত্মা মহাদেব কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, তাঁহার নিকট অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। কিন্তু নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া সর্বাণ্ডঃকরণে শৈলরাজনন্দিনী উমাদেবীকে প্রণাম করত বলিলেন,—সকল বরের অধিশ্বরী দেবি। আপনি সকলকেই বাঞ্ছিত বর দিয়া থাকেন এবং আপনার দর্শন কখনই বিফল হয় না; অতএব হে ভামিনি। প্রসন্নমনে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। দেবী শিবসন্নিধানে সেই রাজর্ষির মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া মহেশ্বরের সম্মতি অনুসারে এই শুভবাক্য বলিলেন,—তুমি আমাদের উভয়ের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছ, মহাদেব তোমাকে প্রার্থিত বরের অর্দ্ধভাগ দিতে পারেন এবং আমি তাহার অপরার্দ্ধ প্রদান করিতে পারি। অতএব আমার নিকট স্ত্রীরূপধারণ ও পুরুষরূপ ধারণের মধ্যে যাহা তোমার অভিলষিত হইবে, তাহা প্রার্থনা

তস্মাদর্থং গৃহাণ ত্বং স্ত্রী-পুংসোর্যাবদিচ্ছসি।
তদদ্ভুততরং শ্রুত্বা দেব্যা বরমনুত্তমম্ ॥২৫
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাব্রবীৎ।
যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥২৬
মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।
ঈপ্সিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরাননা ॥২৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি ॥২৮
স্ত্রীভূতশ্চ পরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্।
এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কার্দমিঃ ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

কর। দেবীর এতাদৃশ অনুত্তম অদ্ভুত বরার্দ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ইল আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—হে দেবি! আপনি অতুলনীয় রূপধারিণী. যদি আপনি আমার উপর প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন পর্য্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হই। দেবী মহীপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন,—হে রাজন্! তাহাই হইবে; কিন্তু যখন পুরুষ হইবে, তখন স্ত্রীস্বভাবসকল এবং যখন স্ত্রী হইবে তখন পৌরুষ স্বভাবসকল তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। এইরূপে সেই কর্দ্দম-নন্দন নৃপতি পর্য্যায়ক্রমে একমাস পুরুষ ও একমাস ইলা নাম্নী ত্রৈলোক্য সুন্দরী রমণী হইতেন।১৭-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

[বুধেলয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ, স্ত্রীভ্যঃ 'কিম্পুরী'ত্যাখ্যাং দত্ত্বা পর্বতে স্থাতুং বুধস্য নির্দেশশ্চ।]

তাং কথামৈলসম্বদ্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ ॥১
তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিস্তরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ ॥২
কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্ত্তয়ামাস দুর্গতিঃ।
পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্ত্তয়ত্যসৌ ॥৩
তয়োস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগমম্ ॥৪

অষ্টাশীতিতম সর্গ

[ইলা ও বুধের পরস্পর সাক্ষাৎকার; বুধ কর্ত্তৃক সেই স্ত্রীগণকে কিম্পুরী নাম দিয়া পর্বতে থাকিতে আদেশ দান।]

রামচন্দ্র-কথিত ইলাসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন।১

তাঁহারা দুইজনে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামকে মহাত্মা মহারাজ ইলের স্ত্রী-পুরুষভাবলাভের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।২

সেই রাজা স্ত্রীরূপী হইয়া তো মহা দুর্গতিতে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় কিরূপে কাল কাটাইতেন এবং পুরুষ হইয়াই বা কি প্রকারে কালাতিপাত করিতেন?৩

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রী ভূত্বা লোকসুন্দরী।
তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেঽস্য পূর্বং পদানুগাঃ ॥৫
তৎকাননং বিগাহ্যাশু বিজহ্রে লোকসুন্দরী।
দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং পদ্ভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা ॥৬
বাহনানি চ সর্বাণি সন্ত্যজ্য বৈ সমন্ততঃ।
পর্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা ॥৭
অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং নানাপক্ষিগণাযুতম্ ॥৮
দদর্শ সা ইলা তস্মিন্ বুধং সোমসুতং তদা।
জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণং সোমমিবোদিতম্ ॥৯
তপন্তঞ্চ তপস্তীব্রমম্ভোমধ্যে দুরাসদম্।
যশস্করং কামকরং তারুণ্যে পর্যবস্থিতম্ ॥১০
সা তং জলাশয়ং সর্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা।
সহ তৈঃ পূর্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈঃ রঘুনন্দন ॥১১

বুধস্তু তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ।
নোপলেভে তদাত্মানং স চচাল তদাম্ভসি ॥১২
ইলাং নিরীক্ষ্যমাণস্তু ত্রৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্।
চিন্তং সমভ্যতিক্রামৎ কা ন্বিয়ং দেবতাধিকা ॥১৩
ন দেবীষু ন নাগীষু নাসুরীষ্বপ্সরঃসু চ।
দৃষ্টপূর্বা ময়া কাচিদ্ রূপেণানেন শোভিতা ॥১৪
সদৃশীয়ং মম ভবেদ্ যদি নান্যপরিগ্রহঃ।
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ কূলমুপাগমৎ ॥১৫
আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
শব্দাপয়ত ধর্মাত্মা তাশ্চৈনঞ্চ ববন্দিরে ॥১৬
স তাঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী।
কিমর্থমাগতা চৈব সর্বমাখ্যাত মা চিরম্ ॥১৭
শুভন্তু তস্য তদ্ বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্।
শ্রুত্বা স্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বা উচুর্মধুরয়া গিরা ॥১৮

তাঁহাদের এতাদৃশ কৌতূহলপূর্ণ বাক্য শুনিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুনর্বার সেই নৃপতির যথোপলব্ধি বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪

এইরূপে সেই নরপতি প্রথম মাসে ত্রিভুবন-সুন্দরী কমললোচনা নারী হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন পূর্ব সহচরগণের সহিত পদব্রজে বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাপূর্ণ কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৫-৬

এক দিবস সেই স্ত্রীরূপী ইলা বাহনসকলকে পরিত্যাগ করত পর্বতসমূহের মধ্যভাগে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৭

তারপর সেই পর্বতীয় ধরভূমির অনতিদূরে একটী মনোহর সরোবর আছে। উহাতে নানাবিধ পক্ষী বাস করে।৮

ইলা এই সরোবরে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বীয় শরীর দ্বারা দীপ্যমান সোমনন্দন বুধকে দর্শন করিলেন।৯

তিনি জলমধ্যে তীব্র তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাকে কেহ পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যশস্বী, পূর্ণকাম ও তরুণ অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন। হে রঘুনন্দন! ইলা বুধদর্শনে বিস্মিতা হইয়া পূর্বে যাহারা পুরুষ ছিল, সেই স্ত্রীভাবাপন্ন অনুচরগণের সহিত ঐ সরোবরের জল আলোড়িত করিতে লাগিলেন।১০-১১

বুধও তাঁহাকে দেখিয়াই কামবাণে বিদ্ধ হইলেন এবং আত্মসংযম করিতে না পারিয়া জলমধ্যে বিচলিত হইয়া পড়িলেন।১২

তিনি ত্রৈলোক্যের রূপসমষ্টি অপেক্ষা রূপবতী ইলাকে দর্শন করত তদ্গতচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেবাঙ্গনা হইতেও অধিক রূপবতী এই স্ত্রী কে? আমি পূর্বে দেবী, নাগকামিনী, অসুর-রমণী বা অপ্সরাগণের মধ্যে এরূপ রূপবতী রমণী ত কখনও দেখি নাই।১৩-১৪

যদি এই রমণীকে অন্য কেহ বিবাহ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রমণী আমারই যোগ্য স্ত্রী হইতে পারে। বুধ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করত জল হইতে তীরে উত্থিত হইলেন।১৫

তারপর ধর্মাত্মা বুধ আশ্রমে আগমন করত সেই

অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ত্ততে সদা।
অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ ॥১৯
তদ্ বাক্যমব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য চ।
বিস্তারমাবর্ত্তনীং পুণ্যামাবর্ত্তয়তি স দ্বিজঃ ॥২০
সোঽর্থং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা।
সর্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ ॥২১
অত্র কিংপুরুষীর্ভূত্বা শৈলরোধসি বৎস্যথ।
আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥২২

মূল-পত্র-ফলৈঃ সর্বা বর্ত্তয়িষ্যথ নিত্যদা।
স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষাস্মাকং ভর্তৃন্ সমুপলপ্স্যথ ॥২৩

তাঃ শ্রুত্বা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষীকৃতাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে শৈলং বধ্বস্তা বহুলাস্তদা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রেষ্ঠ রমণীগণকে আহ্বান করিলে, তাহারা তাঁহার সমীপে গিয়া প্রণাম করিল।১৬

অনন্তর ধর্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রৈলোক্য সুন্দরী রমণী কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? এই সমস্ত আমার নিকট বল—বিলম্ব করিও না।১৭

নারীগণ তাঁহারা এতাদৃশ শ্রুতিমনোহর মধুরাক্ষর শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল।১৮

এই সুন্দরী আমাদিগের সদা কর্ত্রী; ইনি অবিবাহিতা সেইজন্যই আমাদিগের সহিত এই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।১৯

দ্বিজ বুধ রমণীবৃন্দের এই সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করত পুণ্যময়ী আবর্ত্তনী বিদ্যার আবর্ত্তন (স্মরণ) করিলেন।২০

তাহাতে নৃপতি ইলের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া মুনিবর সেই সমস্ত কামিনীগণকে বলিলেন।২১

তোমরা কিংপুরুষী (কিন্নরী) হইয়া এই পর্বতপ্রদেশে বাস কর এবং এই পর্বতে তোমরা অতি শীঘ্র নিবাস স্থান প্রস্তুত কর।২২

মূল, পত্র ও ফল দ্বারা তোমাদের সকলকে জীবন-নির্বাহ করিতে হইবে এবং তোমরাও কিংপুরুষগণকে ভর্তৃরূপে প্রাপ্ত হইবে।২৩

কিংপুরুষী নামে প্রসিদ্ধ ঐ স্ত্রীগণ সোমপুত্র বুধের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া সেই পর্বতের সমীপে আবাস স্থাপন করিল। উহারা সংখ্যায় অধিক ছিল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊননবতিতমঃ সর্গঃ

[বুধেলয়োঃ সমাগমঃ, তেন পুরূরবস উৎপত্তিশ্চ।]

শ্রুত্বা কিংপুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
আশ্চর্য্যমিতি চ ক্রূতামূভৌ রামং জনেশ্বরম্ ॥১
অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ।
কথয়ামাস ধর্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ ॥২
সর্বাস্তা বিসৃতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীর্ঋষিসত্তমঃ।
উবাচ রূপসম্পন্নাং তাং স্ত্রিয়ং প্রহসন্নিব ॥৩
সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুষা ॥৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শূন্যে স্বজনবর্জিতে।
ইলা সুরুচিরপ্রখ্যং প্রত্যুবাচ মহাপ্রভম্ ॥৫
অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্ত্তিনী।
প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬
তস্যাস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ।
স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চন্দ্রসমঃ সুতঃ ॥৭
বুধস্য মাধবো মাসস্তামিলায়াং রুচিরাননায়্।
গতো রময়তোঽত্যর্থং ক্ষণবৎ তস্য কামিনঃ ॥৮
অথ মাসে তু সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥৯
সোঽপশ্যৎ সোমজং তত্র তপন্তং সলিলাশয়ে।
ঊর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥১০
ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ।
ন চ পশ্যামি তং সৈন্যং ক নু তে মামকা গতাঃ ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাসিতম্।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ পরয়া গিরা ॥১২

ঊননবতিতম সর্গ

[বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুরূরবার উৎপত্তি।]

কিংপুরুষীগণের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করত ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়ে জনেশ্বর রামচন্দ্রকে বলিলেন,—ইহা ত অতি আশ্চর্য্যজনক সংবাদ।১

ধর্মাত্মা মহাযশস্বী রামচন্দ্র পুনর্বার প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র ইলের এইরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।২

ঐ সমস্ত কিন্নরীগণ পর্বতপ্রান্তে চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ বুধ ঈষৎ হাস্য করত সেই রূপবতী রমণীকে বলিলেন।৩

অয়ি সুমুখি! আমি ভগবান্ সোমের প্রিয় পুত্র। সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমাকে স্নেহনয়নে নিরীক্ষণ পূর্বক ভজনা কর।৪

সেই স্বজনবর্জিত শূন্য প্রদেশে বুধের কথা শুনিয়া ইলা পরমসুন্দর মহাতেজস্বী বুধকে এইরূপ বলিলেন।৫

হে সৌম্য সোমনন্দন! আমি স্বাধীনা, কিন্তু সম্প্রতি আপনার বশবর্ত্তিনী হইলাম, আপনি আমাকে অনুশাসন অথবা আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।৬

কামবশীভূত চন্দ্রনন্দন বুধ ইলার এতাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৭

এইরূপে সেই সুবদনা ইলার সহিত অতিশয় রমণকারী কামোন্মত্ত বুধের সমগ্র বৈশাখ মাস ক্ষণমাত্রের ন্যায় অতীত হইল।৮

এদিকে মাস সম্পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন শ্রীমান্ প্রজাপতিনন্দন রাজা ইলও শয্যাতে জাগরিত হইলেন।৯

তারপর তিনি দেখিলেন,—সোমনন্দন বুধ ঊর্দ্ধবাহু ও অবলম্বন শূন্য হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন।১০

ভগবন্! আমি এই দুর্গম পর্বতে অনুচরবর্গের সহিত প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার সেই

অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
ত্বঞ্চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দিতঃ ॥১৩
সমাশ্বসিহি ভদ্রন্তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
ফলমূলাশনো বীর নিবসেহ যথাসুখম্ ॥১৪
স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহামতিঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ ॥১৫
তক্ষ্যাম্যহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ।
বর্ত্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৬
সুতো ধর্ম্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ।
শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে ॥১৭

সৈন্যগণকে দেখিতেছি না কেন? আমার সৈন্যগণ কোথায় গেল? ১১

তখন রাজর্ষি ইলের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত সোমনন্দন উত্তম বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন।১২

(রাজন্!) তোমার অনুচরবর্গ ভীষণ শীলাবর্ষণে নিহত হইয়াছে এবং তুমি ঝড়-বৃষ্টিতে অত্যন্ত ভীত হইয়া এই আশ্রমপদে নিদ্রিত হইয়াছিলে।১৩

হে বীর! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফলমূল ভোজন করত যথাসুখে এইস্থানে অবস্থান কর।১৪

মহামতি রাজা ইল বুধের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভৃত্যগণের নাশহেতু দীনভাবে পুনর্বার বলিলেন।১৫

হে ব্রহ্মন্! আমি ভৃত্যবিহীন হইয়াও স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি, সুতরাং এখানে ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব আপনি আমাকে স্বরাজ্যে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।১৬

হে ব্রহ্মন্! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অতিশয় ধার্ম্মিক ও মহাযশস্বী। তাহার নাম শশবিন্দু। সেই আমার রাজ্যের অধিকারী হইবে।১৭

নহি শক্ষ্যাম্যহং হিত্বা ভৃত্যদারান্ সুখান্বিতান্।
প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥১৮
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্ভুতম্।
সান্ত্বপূর্ব্বমথোবাচ বাসস্তু ইহ রোচতাম্ ॥১৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্শমেয় মহাবল।
সংবৎসরোষিতস্ত্বেহ কারয়িষ্যামি তে হিতম্ ॥২০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥২১
মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ত্যনিশং সদা।
মাসং পুরুষভাবেন ধর্ম্মবুদ্ধিং চকার সঃ ॥২২

হে মহাতেজাঃ! দেশে যে আমার সেবক এবং স্ত্রী-পুত্র আদি পরিবারবর্গের লোক সুখে বাস করিতেছে, আমি তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি আর আমাকে এস্থানে (স্ত্রী-পুত্রাদিকে ছাড়িয়া) অবস্থানরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না।১৮

রাজেন্দ্র ইল এই কথা বলিলে, বুধ সান্ত্বনাদান করত এই পরম অদ্ভুত বাক্য বলিলেন,—এই স্থানে বাস করাই তুমি স্বীকার করিয়া লও।১৯

হে মহাবল কর্দ্দমপুত্র! তুমি সন্তপ্ত হইও না, তুমি সংবৎসরকাল বাস করিলে আমি তোমার হিতসাধন করিব।২০

অক্লিষ্টকর্ম্মা বুধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত ব্রহ্মবাদী ঐ মহাত্মার কথানুসারে রাজা ইল সেই স্থানেই বাস করিতে নিশ্চয় করিলেন।২১

তৎকালে তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া নিরন্তর বুধের সহিত রমণ করিতেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মাচরণে নিরত থাকিতেন। এইরূপে আটমাস অতীত হইলে নবম মাসে সুন্দরী ইলা সোমসুত বুধ হইতে পুরূরবা নামক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী ও তেজস্বী ছিলেন। সুন্দরী ইলা

ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্ ।
জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমুজ্জিতম্ ॥২৩

জাতমাত্রে সুশ্রোণী পিতুর্হস্তে স্বয়েশয়ৎ ।
বুধস্য সমবর্ণঞ্চ ইলা পুত্রং মহাবলম্ ॥২৪

জাত মাত্রেই সেই বালককে তাহার পিতা বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ পুত্র বুধের ন্যায় অপরূপ সুন্দর ছিল ।২২-২৪

বুধস্তু পুরূরবসং স বৈ সংবৎসরান্তরম্ ।
কথাভী রময়ামাস ধর্ম্মযুক্তাভিরাত্মবান্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে উননবতিতমঃ সর্গঃ ॥

সংবৎসর মধ্যে যে যে মাসে ইলা পুরূরব হইতেন, সেই সেই মাস বুধ সংযমী হইয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন ।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ সর্গঃ

[অশ্বমেধানুষ্ঠানেনেলায়াঃ পুরুষত্বপ্রাপ্তিঃ ।]

অথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্ ।
উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ ॥১
ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা ।
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥২
তয়োস্তদ্ বাক্যমাধুর্য্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ ।
রামঃ পুনরুবাচেমাং প্রজাপতিসুতে কথাম্ ॥৩
পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্ ।
সংবর্ত্তং পরমোদারমাজুহাব মহাযশাঃ ॥৪

চ্যবনং ভৃগুপুত্রঞ্চ মুনিং চারিষ্টনেমিনম্ ।
প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্ব্বাসসং মুনিম্ ॥৫
এতান্ সর্ব্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
উবাচ সর্ব্বান্ সুহৃদো ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতান্ ॥৬
অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দ্দমস্য ইলঃ সুতঃ ।
জানীতৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্ ॥৭
তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ ।
কর্দ্দমস্য মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমৎ ॥৮

নবতিতম সর্গ

[অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি ।]

রামচন্দ্র পুরূরবার অদ্ভুত জন্মবিবরণ এইরূপে বর্ণনা করিলে, মহাযশস্বী ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন ।১

হে নরশ্রেষ্ঠ ! ইলা সোমনন্দনের নিকট সংবৎসর-কাল বাস করত তৎপরে কি করিলেন ? আপনি যথার্থরূপে আমাদের নিকট তাহা বলুন ।২

তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসাসূচক এতাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র সেই প্রজাপতিনন্দন ইলের বিষয় পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ।৩

যখন মহাবীর ইল একমাস কাল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তখন পরমবুদ্ধিমান্ মহাযশস্বী বুধ পরম উদার মহাত্মা সংবর্ত্তকে আহ্বান করিলেন ।৪

ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেমি, প্রমোদন মোদকর ও দুর্ব্বাসামুনিকেও আমন্ত্রিত করিলেন ।৫

পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ।
ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥৯
তে সর্বে হৃষ্টমনসঃ পরস্পরসমাগমে।
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্ বাক্যান্যথাব্রুবন্ ॥১০
কর্দ্দমস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্।
দ্বিজাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যদ্ভ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি ॥১১
নান্যং পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্।
নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ ॥১২
তস্মাদ্ যজামহে সর্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্।
কর্দ্দমেনৈবমুক্তাস্তু সর্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ ॥১৩
রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং রুদ্রস্যারাধনং প্রতি।
সংবর্ত্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১৪
মরুত্ত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ।
ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্ বৃধাশ্রমসমীপতঃ ॥১৫
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ।
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা ॥১৬
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসন্নিধৌ।
প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৭
অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্।
তথা বদতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ ॥১৮
প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুসম্বিদা।
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ॥১৯
ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত।
নিবৃত্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে ॥২০

ইঁহাদের সকলকে আহ্বান করত বাক্‌প্রয়োগনিপুণ ও তত্ত্বদর্শী বুধ ধৈর্য্যদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাগত সকলকে বলিলেন ।৬

এই মহাবাহু রাজা ইল প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র; ইনি যেরূপে এতাদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। অতএব যাহাতে ইঁহার কল্যাণ হয়, তাহার উপায় করুন ।৭

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত বুধের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী কর্দ্দম সেই আশ্রমে উপনীত হইলেন ।৮

তাঁহার সহিত মহাতেজস্বী পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার এবং ওঁকারও সেই আশ্রমে আগমন করিলেন ।৯

এইরূপে পরস্পর সমাগত হইয়া মিলিত হইলে তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে বাহ্লিপতি ইলের হিতাভিলাষে পৃথক্‌রূপে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন ।১০

প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবীপতি যাহাতে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, আপনারা সকলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করুন ।১১

এই নরপতি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ভগবান্ উমাপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও ইহার প্রকৃত ঔষধ দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নাই, যাহা সেই মহাত্মা মহাদেবের অধিক প্রিয় হইতে পারে ।১২

অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই নরেন্দ্রের নিমিত্ত সেই দুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিব। কর্দ্দম এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভগবান্ রুদ্রের আরাধনার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি সংবর্ত্তের শিষ্য শত্রুনগর-বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি মরুত্ত সেই যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। বুধের আশ্রমসমীপে সেই সুমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল ।১৩-১৫

তাহাতে মহাযশস্বী রুদ্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি ইলের সম্মুখেই পরম প্রীতিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের ভক্তি ও এই অশ্বমেধ দ্বারা অতিশয় প্রীত হইয়াছি ।১৬-১৭

সম্প্রতি এই বাহ্লিকরাজের কি শুভ ও প্রিয়কার্য্য

যথাগতং দ্বিজাঃ সর্বে তেঽগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ।
রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্ ॥২১
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।
শশবিন্দুশ্চ রাজর্ষির্বাহ্লিং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২২
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।
স কালে প্রাপ্তবাঁল্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্ ॥২৩

ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্।
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভৌ ॥
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদপি দুর্লভম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

করিব? দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে এইরূপ প্রসন্ন করিলেন, যাহাতে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয়। তখন মহাদেবও প্রীতিসহকারে তাঁহাকে পুনর্বার পুরুষত্ব প্রদান করিলেন।১৮-১৯

অতিশয় তেজস্বী মহাদেব ইলাকে পুরুষত্ব দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত ও মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, বহুদর্শী ব্রাহ্মণগণও যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিক দেশ ছাড়িয়া মধ্যদেশে (গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমনিকটে) এক পরম উত্তম এবং যশস্বী নগর স্থাপন করিলেন, যাহার নাম প্রতিষ্ঠানপুর।* শত্রুপুরঞ্জয়ী শশবিন্দু বাহ্লিকদেশের রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র বলবান্ রাজা ইল প্রতিষ্ঠান নগরের শাসক হইলেন। তারপর কালক্রমে রাজা ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইলানন্দন রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব যে, ইল একবার স্ত্রী হইয়াও পুনর্বার তৎপ্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্য দুর্লভ বস্তুও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২০-২৪

* প্রয়াগ হইতে পূর্বে গঙ্গার তীরবর্ত্তী বর্ত্তমানে যে ঝুসী নামে স্থান, তাহাই প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠানপুর।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুজ্ঞয়া অশ্বমেধযজ্ঞপ্রবৃত্তিঃ।]

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাতৃভ্যামমিতপ্রভঃ।
লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ ॥১
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্যপম্।
দ্বিজাংশ্চ সর্বপ্রবরানশ্বমেধপুরস্কৃতান্ ॥২
এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা ॥৩
তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥৪
তে দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্।
রাঘবং সুদুরাধর্ষমাশীর্ভিঃ সমপূজয়ন্ ॥৫
প্রাঞ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥৬
তেঽপি রামস্য তচ্ছ্রুত্বা নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্।
অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্বশঃ ॥৭
স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভৃশং প্রীতোঽভবৎ তদা ॥৮
বিজ্ঞায় কর্ম তত্তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥৯
যথা মহদ্ভির্হরিভির্বৃতশ্চ বনৌকসাম্।
সার্ধমাগচ্ছ ভদ্রং তে অশ্বভোক্তুং মহোৎসবম্ ॥১০
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বৃতিবৃতঃ।
অশ্বমেধং মহাগচ্ছমায়াদ্ভুতবিক্রমঃ ॥১১
রাজানশ্চ মহাভাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু যজ্ঞং ভূমিনিরীক্ষকাঃ ॥১২

একনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রবৃত্তি।]

অমিততেজস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ভ্রাতৃযুগল ভরত ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্বার এই ধর্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।১

লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইতে সমর্থ, ব্রাহ্মণদিগের অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ এবং অপর ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত আমি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধানে সুলক্ষণ অশ্ব বিসর্জন করিব।২-৩

রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্রগামী লক্ষ্মণ সেই দ্বিজবরগণকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করাইলেন।৪

ঋষিগণও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দেবোপম রামচন্দ্রকে দর্শন করত তৎকর্তৃক অভিবাদিত হইয়া আশীর্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।৫

অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে অশ্বমেধবিষয়ক ধর্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।৬

তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করত ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা করিলেন।৭

রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অদ্ভুত জ্ঞানযুক্ত অশ্বমেধ-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।৮

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে তাঁহাদের স্বীকৃতি পাইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট এই সংবাদ পাঠাও যে, হে কপীশ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বনবাসী বিশালকায় বানর-গণের সহিত অশ্বমেধযজ্ঞ মহোৎসবের আনন্দানুভবের জন্য আগমন কর।৯-১০

অদ্ভুতবিক্রম রাক্ষসরাজ বিভীষণ যেন যথেচ্ছ গমনশীল রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া এই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে সমাগত হয়।১১

লক্ষ্মণ! যে সকল মহাভাগ মহীপতি মিত্রত আমার

দেশান্তরগতা যে চ দ্বিজা ধর্ম্মসমাহিতাঃ।
আমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্ব্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ ॥১৩
ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহূয়ন্তাং তপোধনাঃ।
দেশান্তরগতাঃ সর্ব্বে সদারাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ॥১৪
তথৈব তালাবচরাস্তথৈব নটনর্ত্তকাঃ।
যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে ॥১৫
আজ্ঞাপ্যতাং মহাবাহো তদ্ধি পুণ্যমনুত্তমম্।
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ মহাবাহো প্রবর্ত্তন্তাং ততঃ ক্রিয়াঃ ॥১৬
শতশশ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যমনুত্তমম্।
অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন ॥১৭
তুষ্টঃ পুষ্টশ্চ সর্ব্বোঽসৌ মানিতশ্চ যথাবিধি।
প্রতিযাস্যতি ধর্ম্মজ্ঞ শীঘ্রমামন্ত্র্যতাং জনঃ ॥১৮
শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুষ্মতাম্।
অযুতং তিলমুদ্গস্য প্রযান্ত্বগ্রে মহাবল ॥১৯
চণকানাং কুলিত্থানাং মাষাণাং লবণস্য চ।
অতোঽনুরূপং স্নেহঞ্চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ ॥২০
সুবর্ণকোট্যো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছন্ত্বগ্রে সমাধিনা ॥২১
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ সর্ব্বে চ নটনর্ত্তকাঃ।
সূদা নার্য্যশ্চ বহবো নিত্যং যৌবনশালিনঃ ॥২২
ভরতেন তু সার্দ্ধন্তে যান্তু সৈন্যানি চাগ্রতঃ।
নৈগমান্ বাল-বৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতান্ ॥২৩
কর্ম্মান্তিকান্ বর্দ্ধকিনঃ কোশাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্।
মম মাতৃস্তথা সর্ব্বাঃ কুমারাস্তঃপুরাণি চ ॥২৪
কাঞ্চনীং ময় পত্নীঞ্চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্ম্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছন্ত্বগ্রে মহাযশাঃ ॥২৫
উপকার্য্যা মহার্হাংশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ ॥২৬

হিতাভিলাষী, তাঁহারা অনুচরবর্গের সহিত সত্বর সমাগত হইয়া যজ্ঞভূমি নিরীক্ষণ করুন।১২

আমার হিতাভিলাষী যে সকল ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ কার্য্যবশতঃ দেশান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অশ্বমেধযজ্ঞে আমন্ত্রণ কর।১৩

হে মহাবাহো! তপোধন ঋষিগণকে এবং দেশান্তরস্থিত সস্ত্রীক দ্বিজাতিদিগকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর।১৪

সেইরূপ তাল (সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ) দিয়া রঙ্গভূমিতে বিচরণকারী সূত্রধার, নট ও নর্ত্তকগণকেও এই যজ্ঞে আহ্বান কর। হে বীর! নৈমিষারণ্য মধ্যে গোমতী নদীতীর অতি পবিত্র ক্ষেত্র, অতএব সেই স্থানেই অতি বিশাল যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর এবং চতুর্দ্দিকে শান্তি কর্ম্মও প্রবর্ত্তিত কর।১৫-১৬

শত শত ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ নৈমিষারণ্যে যাইয়া মৎকৃত অতি উত্তম অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ দর্শন করত কৃতার্থ হউক।১৭

ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণ! শীঘ্র লোকসকলকে আহ্বান কর। যাহারা যজ্ঞে আসিবে, তাহারা যেন বিধিপূর্ব্বক তুষ্ট, আহারাদিতে পুষ্ট ও দানাদিদ্বারা সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া যায়।১৮

হে মহাবল! ভারবাহী লক্ষ পশু অভগ্নতণ্ডুল এবং দশসহস্র পশু তিল, মুগ, চণক (ছোলা), কুলিত্থ, মাষ ও লবণ লইয়া অগ্রে গমন করুক। ইহার অনুরূপ ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ ও দধি এবং চন্দন ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য প্রেরিত হউক। শতকোটি সুবর্ণ এবং শতকোটি রজত লইয়া ভরত অতিসাবধানে অগ্রে গমন করুক।১৯-২১

নট, নর্ত্তক ও নবযৌবনা কামিনীগণ এবং পথিমধ্যে আবশ্যক বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে বাজার বসাইতে সমর্থ ব্যবসায়ীরা ভরতের সহিত গমন করুক।২২

ভরতের আগে আগে সৈন্যগণও গমন করুক। মহাযশস্বী ভরত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান, বালক, বৃদ্ধ, কিঙ্কর, কোষাধ্যক্ষ, আমার মাতৃগণ, কুমারান্তঃপুর (ভরতাদির স্ত্রী), বণিক্‌জন, বর্দ্ধকী এবং যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া সাবধানে অগ্রে যাত্রা করুক।২৩-২৫

অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্ ।
ভরতঃ স তদা মাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥২৭

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ।
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্ ॥২৮

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র মহাতেজস্বী পার্থিবগণের নিমিত্ত এই মহার্হ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন ।২৬

ভরত বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্র গ্রহণ করত শত্রুঘ্ন ও মহাবল অনুচরবর্গের সহিত অগ্রগামী হইলেন ।২৭

মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্য্যে রত হইল ।২৮

বিভীষণ বহু রাক্ষস ও রমণীগণের সহিত সমাগত হইয়া মহাত্মা উগ্রতপা ঋষিগণের পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইল ।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্যাশ্বমেধযজ্ঞে দান-মানয়োর্বৈশিষ্ট্যম্ ।]

তৎ সর্বমখিলেনাশু প্রস্থাপ্য ভরতাগ্রজঃ ।
হয়ং লক্ষ্মণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং মুমোচ হ ॥১
ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্ধমথে চ বিনিযুজ্য চ ।
ততোঽভ্যগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্ ॥২
যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতম্ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥৩
নৈমিষে বসতস্তস্য সর্ব এব নরাধিপাঃ ।
আনিন্যুরুপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥৪

অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ ।
ভরতঃ সহ শত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে ॥৫
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা ।
পরিবেষণঞ্চ বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে ॥৬
বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত ॥৭
উপকার্য্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ।
দামুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ ॥৮

দ্বিনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞের দান-মানের বিশেষত্ব ।]

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র এইরূপে নিখিল দ্রব্য পূর্ণরূপে প্রেরণ করত কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ উত্তম লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব বিসর্জ্জন করিলেন ।১

পুরোহিতগণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করত স্বয়ং সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ।২

সেখানে নির্মিত অত্যন্ত অদ্ভুত যজ্ঞভূমি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—অতি সুন্দর হইয়াছে ।৩

তিনি নৈমিষারণ্যে নিবাস করিলে, তাঁহার নিকট নানাদেশীয় নরপতিগণ বহুবিধ উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামচন্দ্রও তাঁহাদিগকে যথাবিধি স্বাগত সৎকার করিলেন ।৪

রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন সমবেত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন ।৫

এবং সুবিহিতো যজ্ঞো হ্যশ্বমেধো হ্যবর্ত্তত।
লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্য্যা প্রবর্ত্তত ॥৯

ঈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্।
নান্যঃ শব্দোঽভবৎ তত্র হয়মেধে মহাত্মনঃ ॥১০

ছন্দতো দেহি দেহীতি যাবৎ তৃপ্যন্তি যাচকাঃ।
তাবৎ সর্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যে মহাত্মনঃ ॥১১

বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ।
ন নিঃসৃতং ভবত্যোষ্ঠাদ্ বচনং যাবদর্থিনাম্ ॥১২

তাবদ্ বানর-রক্ষোভির্ভ্রমেবাভ্যদৃশ্যত।
ন কশ্চিন্মলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ ॥১৩

তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে।
যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥১৪

নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলঙ্কৃতম্।
যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ ॥১৫
বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।
হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্ ॥১৬
অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।
ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥১৭
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ।
সর্বত্র বানরাস্তস্মুঃ সর্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ ॥১৮
বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্।
ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্বগুণান্বিতঃ ॥
সংবৎসরমথো সাগ্রং বর্ত্ততে ন চ হীয়তে ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তখন সুগ্রীবের সহিত মহামনস্বী বানরগণ সন্তোষচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিল।৬

বহু রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ অত্যন্ত সাবধান হইয়া উগ্রতপস্বী ঋষিগণের কিঙ্করক্রপে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সেই যজ্ঞে যে সকল রাজা অনুচরবর্গের সহিত সমাগত হইয়াছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলকেই বহুমূল্য বাসস্থান প্রদান করিলেন।৭-৮

এইরূপে সেই সুবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল এবং যজ্ঞীয় অশ্ব লক্ষ্মণ সাবধানে রক্ষা করিয়া অশ্বের ভূমণ্ডলে ভ্রমণরূপ কার্য্য সমাধা করিলেন।৯

তৎকালে রাজসিংহ মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অনুত্তম মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল। ঐ যজ্ঞে সর্বদিকে কেবল একটি শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, যতক্ষণ না যাচক সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ তাহার ইচ্ছানুসারে 'দাও দাও' এই শব্দ ; অন্য শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। মহাত্মা রামের ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে প্রার্থীগণকে সব কিছু প্রদত্ত হইতে লাগিল।১০-১১

প্রার্থীদিগের মুখ হইতে 'দাও' এই শব্দ নির্গত হইতে না হইতেই বানর এবং রাক্ষসগণ গুড়জাত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য ও খাণ্ডব(মিষ্টান্নবিশেষ)সকল প্রদান করিতে লাগিল—ইহা মননগোচর হইল। রাজা রামের সেই হৃষ্টপুষ্ট জনপূর্ণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কেহ মলিন, দীন বা ক্লিষ্ট রহিল না। রাজা রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞে যে সকল দীর্ঘজীবী তপোধন মহর্ষি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্বে কখন এরূপ যজ্ঞ এবং এরূপ প্রভূত দানসামগ্রী দেখিয়াছেন কিনা, চিন্তা করিয়াও স্মরণ করিতে পারিলেন না। এই যজ্ঞে সুবর্ণ প্রার্থীকে সুবর্ণ, ধনার্থীকে ধন ও রত্নার্থীকে রত্ন প্রদত্ত হইতেছে। নিরন্তর প্রদত্ত হিরণ্য, সুবর্ণ, রত্ন এবং বস্ত্রের রাশি (চতুর্দিকে) দেখা যাইতেছে। ইন্দ্র সোম, যম এবং বরুণের যজ্ঞেও পূর্বে কখন এরূপ দেখা যায় নাই। এইরূপে রাজসিংহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বানর ও রাক্ষসগণ সর্বত্র পর্য্যটন করত হস্তপূর্ণ করিয়া বস্ত্র, ধন ও অন্ন যাচকগণকে তত্তদ্ বস্তু দিতে লাগিল। রাজসিংহ শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ একবৎসরের অধিককাল চলিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় হইল না, বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।১২-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামযজ্ঞে মহর্ষি-বাল্মীকেরাগমনম্, তৎকৃতরামায়ণং গাতুং কুশ-লবৌ প্রতি আদেশশ্চ।]

বর্ত্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে।
সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥১
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্।
একান্ত ঋষিবাহানাং চকার উটজাঞ্ শুভান্ ॥২
শকটাংশ্চ বহূন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্।
বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ ॥৩
আসীৎ সুপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্ ॥৪
স শিষ্যাবব্রবীদ্ধৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা ॥৫
ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ ॥৬
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥৭
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ।
জাতানি পর্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্ ॥৮
ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ।
মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ ॥৯
যদি শব্দাপয়েদ্ রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগং প্রবর্ত্ততাম্ ॥১০
দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।
প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা ॥১১
লোভশ্চাপি ন কর্ত্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া।
কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা ॥১২

ত্রিনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন এবং তাঁহার রামায়ণ গীতি গাহিতে কুশ ও লবের প্রতি আদেশ।]

এইরূপে সেই অত্যন্ত অদ্ভুত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইতে থাকিলে, শিষ্যগণের সহিত ঋষিপ্রবর ভগবান্ বাল্মীকি আগমন করিলেন।১

তিনি সেই দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া ঋষিসমূহের বাসস্থানের জন্য নির্মিত আবাসের নিকট সুন্দর পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন।২

রাজভৃত্যগণ বাল্মীকির আবাসগৃহের অদূরে অন্নাদিতে পূর্ণ বহু শকট এবং অতি উৎকৃষ্ট ফল-মূলসকল স্থাপিত করিল।৩

রাজা শ্রীরাম এবং বহুসংখ্যক মহাত্মা মুনিগণদ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হইয়া মহাতেজস্বী ও আত্মজ্ঞানী বাল্মীকিমুনি অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪

অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য কুশ ও লবকে বলিলেন,—তোমরা হৃষ্টান্তঃকরণে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে ও রাজপথে পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ গীতিকাব্য গান কর।৫-৬

শ্রীরামচন্দ্রের গৃহদ্বারে ও যেখানে যজ্ঞকার্য্য হইতেছে, সেখানে যাইয়া যজ্ঞস্থলে ঋষিগণের সম্মুখে রামায়ণ গীতিকাব্য বিশেষরূপে গান কর।৭

এই পর্বতশিখরে স্থিত বৃক্ষে উৎপন্ন স্বাদিষ্ট বিবিধ উত্তম ফল ক্ষুধা সময়ে ভক্ষণ করিতে করিতে গান করিতে থাক।৮

হে বৎস-যুগল! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল ও মূল পরিত্যাগ করিও না; কারণ, এই সকল ভক্ষণ করিলে তোমাদের কোন শ্রম হইবে না এবং কণ্ঠস্বরের মধুরতা নষ্ট হইবে না।৯

যদি মহারাজ রামচন্দ্র উপবিষ্ট ঋষিসমূহের সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করেন,

যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবং নরাধিপম্ ॥১৩
ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।
মূর্ছনাভির্যা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ ॥১৪
আদিপ্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্।
পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ ॥১৫
তদ্ যুবাং হৃষ্টমনসৌ ঋষেঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।
গায়তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥১৬
ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা।
বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ ॥১৭

সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ।
তথেব করবাবেতি নির্জগ্মতুরবিন্দমৌ ॥১৮

তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ
নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং
যথাস্থিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তাহা হইলে তোমরা তথায় যথাযোগ্য সঙ্গীত করিতে থাকিবে।১০

আমি পূর্বে বহু প্রমাণ দেখাইয়া যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রতিদিন মধুর স্বরে বিংশতি সর্গ গান করিবে।১১

ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যক নাই, অতএব তোমরা লোভবশতঃ কোনমতে ধন গ্রহণ করিবে না।১২

যদি রামচন্দ্র তোমাদিগকে 'তোমরা কাহার পুত্র?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এইমাত্র বলিবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।১৩

তোমরা স্থানবিশেষে এই শ্রুতিমধুর মনোহরধ্বনি করত নির্ভয়ে গান করিতে থাকিবে। রাজা ধর্মতঃ নিখিল জীবের পিতা, অতএব তোমরা তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদি হইতে গান করিবে। তোমরা কল্য প্রভাতে একমনে হৃষ্টান্তঃকরণে তন্ত্রীলয়সংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিও।১৪-১৬

পরমোদার প্রাচেতস ঋষিবর বাল্মীকি শিষ্যযুগলকে বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।১৭

জানকীনন্দন অরিন্দম কুশ ও লব মুনিকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া 'আমরা তাহাই করিব' এই বলিয়া নির্গত হইলেন।১৮

অশ্বিনীকুমারযুগল যেরূপ ভার্গব-কথিত সংহিতা শ্রবণ করেন, তদ্রূপ কুশ ও লব মহর্ষি-ভাবিত বাক্য মনোমধ্যে ধারণপূর্বক উৎসুকহৃদয়ে সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

[লব-কুশয়োঃ রামায়ণকাব্যগানম্ ।]

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্বং সর্বং তত্রোপগায়তাম্ ॥১
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্য্যবিনির্মিতাম্ ।
অপূর্বাং পাঠ্যজাতীঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্ ॥২
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্ ।
বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ ॥৩
অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্ ।
পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা ॥৪
পৌরাণিকাঞ্ছব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্ ॥৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্ ।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্য্যবিশারদান্ ॥৭
ভাষাজ্ঞানিঙ্গিতজ্ঞাংশ্চ নৈগমাংশ্চাপ্যশেষতঃ ।
হেতূপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্ ॥৮
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্ ।
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্ ॥৯
শাস্ত্রজ্ঞান্ নীতিনিপুণান্ বেদার্থার্থপ্রকাশকান্ ।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥১০
তেষাং সংবর্দ্ধতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিবালকৌ ॥১১
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্ ।
ন চ তৃপ্তিং যযুঃ সর্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা ॥১২

চতুর্নবতিতম সর্গ

[লব-কুশ কর্ত্তৃক রামায়ণকাব্য গান ।]

রজনী প্রভাত হইলে, লব-কুশ স্নান ও হোমাদি কার্য্য সমাধান করত মহর্ষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সেখানে সম্পূর্ণ রামায়ণ সঙ্গীত করিতে লাগিলেন ।১

সেই আদিকবিবিনির্ম্মিত, অপূর্ব ষড়্‌জাদিস্বর-সমন্বিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নানা গেয় অলঙ্কার-শোভিত সঙ্গীত শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিলেন ।২

নরেন্দ্র রাঘব বালক দুইটির মুখে বহুবিধ প্রমাণ—ধ্বনি-পরিচ্ছেদের সাধনভূত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত—এই ত্রিবিধ রূপে আবৃত্তি অথবা সপ্তবিধ স্বরসমূহের ভেদ প্রদর্শনার্থ নানাছন্দে নির্ম্মিত এবং তন্ত্রীলয়-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন ।৩

তারপর নরোত্তম শ্রীরাম কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে অবকাশ পাইলে মহামুনি, রাজা, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, পৌরাণিক, বৈয়াকরণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরদকলের লক্ষণজ্ঞ, গীতশ্রবণে উৎসুক শ্রেষ্ঠ দ্বিজ, সাদৃষ্টিক লক্ষণ ও সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নিগমাগমকুশলী কিংবা পুরবাসী, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দসকলের চরণ ও তাহার লঘু-গুরু অক্ষর এবং উহার সম্বন্ধের জ্ঞাতা বিদ্বান্, বৈদিকছন্দে অভিজ্ঞ পণ্ডিত, স্বরসকলের হ্রস্ব-দীর্ঘ আদি মাত্রা বিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ্যা-পারদর্শী, ক্রিয়াবান্, কার্য্যকুশল পুরুষ, বিভিন্নভাষাবিদ্, ইঙ্গিতজ্ঞ ও মহাজনদিগকে আহ্বান করিলেন। শুধু ইঁহাদিগকেই নহে, পরন্তু যাঁহারা তর্কপ্রয়োগনিপুণ নৈয়ায়িক, যুক্তিবাদী, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সভ্যগণ, ছন্দবিদ্, পুরাণ ও বেদজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, চিত্রকলার বিদ্বান্, হর্ষশাস্ত্রানুকূল সদাচারবিজ্ঞ, দর্শন ও কল্পসূত্রে পারদর্শী এবং বেদার্থার্থ প্রকাশক ব্রহ্মবিদ্‌গণকেও আহ্বান করিয়া শ্রীরাম রামায়ণ-গায়ক দুইজনকে বসাইলেন ।৪-১০

তারপর তাঁহাদের কথানুসারে মুনিবালক কুশ ও লব শ্রোতৃবর্গের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন ।১১

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ ॥১৩
ঊচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোত্থিতৌ ॥১৪
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ ॥১৫
এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ।
প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্বসর্গং নারদদর্শিতম্ ॥১৬
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশত্যগায়তাম্।
ততোঽপরাহ্ণসময়ে রাঘবঃ সমভাষত ॥১৭
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
অষ্টাদশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনৌ ॥১৮
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদস্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
তদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো
বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯

দীয়মানং সুবর্ণং তু নাগৃহ্ণীতাং কুশীলবৌ।
ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ ॥২০
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে ॥২১
তথা ব্রুবতোঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ ॥২২
তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ।
পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥২৩
কিং প্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ।
কর্তা কাব্যস্য মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ॥২৪
পৃচ্ছতং রাঘবং বাক্যমূচতুর্মুনিদারকৌ।
বাল্মীকির্ভগবান্ কর্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্ ॥
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্ ॥২৫
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎসহস্রকম্।
উপাখ্যানশতং চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা ॥২৬

এইরূপে সেই গন্ধর্বশাস্ত্রোক্ত সুমধুর অলৌকিক গীত আরম্ভ হইল। শ্রোতৃগণ—গেয়বস্তুর বিশেষজ্ঞ নিবন্ধন বারংবার ঐ গান শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।১২

সমুদয় মহর্ষি ও মহাপরাক্রমশালী নৃপতিগণ বারংবার বালক-যুগলকে এইরূপভাবে দেখিতে লাগিলেন যেন চক্ষু দ্বারা তাহাদের রূপমাধুরী পান করিতেছেন।১৩

তাঁহারা একমনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, এই বালক দুইটি যেন রামচন্দ্রেরই সদৃশ। ইহারা বিম্ব হইতে প্রকটিত প্রতিবিম্বের ন্যায় মনে হইতেছে।১৪

যদি এই গায়কযুগলের মস্তকে জটা ও পরিধানে বল্কল না থাকিত, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের কোনই পার্থক্য থাকিত না।১৫

পৌর ও জানপদবর্গ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এদিকে গায়কযুগলও নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে রামায়ণের আদি হইতে গান আরম্ভ করিলেন।১৬

তাঁহারা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শ্রবণ করত অপরাহ্ণ সময়ে ভ্রাতা ভরতকে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ! এই মহাত্মা গায়কযুগলকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহাদের অভিলাষানুরূপ অপর দ্রব্যাদিও প্রদান কর। আজ্ঞা পাইয়া ভরত শীঘ্র ঐ দুই বালককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা কুশ ও লব তাহা গ্রহণ করিলেন না, উপরন্তু মহাত্মা দুইজন বিস্ময় সহকারে বলিলেন,—ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি?১৭-২০

আমরা বনমধ্যে বাস করি এবং বনজাত ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি; সুতরাং এই সুবর্ণ বা হিরণ্য লইয়া আমরা বনমধ্যে কি করিব?২১

বালকযুগল এই কথা বলিলে, শ্রোতাদের মনে অতিশয় কৌতূহল জাগিল। তখন রামচন্দ্র ও শ্রোতৃগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।২২

আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্‌কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা ॥২৭

কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব।
প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবত্তাবৎ সর্বস্য বর্ত্ততে ॥২৮

যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজংশ্চ্রোতুং কাব্যমিদং মহৎ।
কর্মান্তরে ক্ষপীভূতস্তচ্ছৃণুষ্ব সহানুজঃ ॥২৯

বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবম্।
প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩০

রামোঽপি মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
শ্রুত্বা তদ্গীতিমাধুর্য্যং কর্মশালামুপাগমৎ ॥৩১

শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তং
কুশী-লবাভ্যাং পরীগীয়মানম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র ইহা শুনিতে উৎসুক হইলেন যে, কি, এই কাব্যের উপলব্ধি কোথা হইতে হইল? তখন মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ মুনিবালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ।২৩

এই কাব্যের পরিমাণ (শ্লোক সংখ্যা) কত এবং এই কাব্যের কর্ত্তা কে এবং সেই মুনিপ্রবর কোথায়? ২৪

রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি-বালক-যুগল উত্তর করিলেন,—ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা,—তিনি এই কাব্যে আপনার সমগ্র চরিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই যজ্ঞ সন্নিধানেই উপস্থিত আছেন ।২৫

সেই তপস্বী কবিবিরচিত এই মহাকাব্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান আছে ।২৬

মহাত্মা এই মহাকাব্যে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তপর্য্যন্ত পাঁচশত সর্গ ও ছয় কাণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন এবং উত্তরকাণ্ডও তিনি রচনা করিয়াছেন ।২৭

আমাদিগের গুরু ঋষিপ্রবর বাল্মীকি আপনার চরিত অবলম্বন করিয়া এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন ।২৮

হে মহারথ! যদি আপনার এই কাব্য শুনিতে মতি (অভিলাষ) হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অনুজগণের সহিত (নিয়মিতভাবে) ইহা শ্রবণ করুন ।২৯

মুনিবালক-যুগলের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' বলিলেন। তৎপরে সেই দুই ভ্রাতা লব ও কুশ শ্রীরঘুনাথের অনুমতি লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যেখানে মুনিবর অবস্থান করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেন ।৩০

শ্রীরামও মহাত্মা মুনিবৃন্দ ও ভূপতিগণের সহিত ঐ মধুর সঙ্গীত শুনিয়া কর্মশালায় (যজ্ঞমণ্ডপে) চলিয়া যাইলেন ।৩১

রামচন্দ্র এইরূপে প্রথমদিন কতিপয় সর্গযুক্ত, সুন্দর স্বর ও মধুর শব্দপূর্ণ, তাল-লয় সমন্বিত এবং বীণাধ্বনির ব্যঞ্জনার সহিত সম্পৃক্ত সেই কুশীলবের সুমধুর রামায়ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন ।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শুদ্ধতাপ্রমাণায় তাং শপথং কারয়িতুং শ্রীরামস্য বিচারঃ।]

রামো বহূন্যহান্যেব তদ্গীতং পরমং শুভম্।
শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ ॥১
তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ ॥২
দূতাঞ্ শুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া।
মদ্বচো ব্রূত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে ॥৩
যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্ ॥৪
ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মে লঘু ॥৫
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতি পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ ॥৬

শ্রুত্বা তু রাঘবেন্দ্রস্য তদ্ বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
দূতাঃ সম্প্রযযুর্বাঢ়ং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ ॥৭
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্।
ঊচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি মধুরাণি চ ॥৮
তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় স মহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৯
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥১০
তথোক্তা মুনিনা সর্বে রাঘবদূতা মহৌজসঃ।
প্রত্যেত্য রাঘবং সর্বং মুনিবাক্যং বভাষিরে ॥১১
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ।
ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত ॥১২

পঞ্চনবতিতম সর্গ

[সীতার শুদ্ধতা প্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহাকে শপথ করাইতে শ্রীরামের বিচার।]

রামচন্দ্র এইরূপে মহর্ষি, ভূপতি ও বানরগণের সহিত বহুদিবস সেই উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।১

পরে রামায়ণগানেই কুশ ও লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া সভামধ্যেই শুদ্ধাচারী দূতগণকে আহ্বান করত নিজবুদ্ধিতে বিচার করিয়া বলিলেন,—তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া আমার এই কথাগুলি বল।২-৩

জানকীর চরিত্র যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয়, তবে তিনি মহামুনির অনুমতি লইয়া স্বীয় বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন।৪

তোমরা মহর্ষির এবং সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সীতা যদি বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে সত্বর আমাকে আসিয়া বলিবে।৫

তাহা হইলে জনকনন্দিনী মৈথিলী কল্য প্রাতেই সভামধ্যে আসিয়া আমার কলঙ্ক দূর করার জন্যই শপথ করুন।৬

রামচন্দ্রের এই অত্যন্ত অদ্ভুত কথা শ্রবণ করত দূতগণ বিস্মিত হইয়া সত্বর মহামুনি বাল্মীকির নিকট গমন করিল।৭

মহাত্মা বাল্মীকি অতুলনীয় তেজস্বী এবং স্বীয় তেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিলেন। ঐ দূতেরা যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত রামের সেই কোমল ও মধুর কথাগুলি নিবেদন করিল।৮

মহাতেজস্বী বাল্মীকিও তাহাদের বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন।৯

তাহাই হইবে, তোমাদের মঙ্গল হউক। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, অতএব রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, সীতা তাহাই করিবেন।১০

মহামুনি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রাজদূতগণ মহাশক্তিশালী রাঘবসমীপে আগমন করিয়া মুনিবাক্য নিবেদন করিল।১১

ভবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যস্যৈবান্যেঽপি কাঙ্ক্ষতে ॥১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥১৪
রাজানশ্চ মহাত্মানঃ প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ ॥১৫
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা গো ভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তান্ শত্রুসূদনঃ ॥১৬
ইতি সম্প্রবিচার্য্য রাজসিংহঃ
খ্যাতুং শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ্জ মুনীন্ নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্
স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র মহাত্মা বাল্মীকির উক্ত শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া সমাগত মহর্ষি ও ভূপতিদিগকে বলিলেন।১২

পূজ্যপাদ মহর্ষি, আপনারা সকলে শিষ্যগণের সহিত সভামধ্যে উপস্থিত আছেন। অনুচরবৃন্দের সহিত রাজগণও সভায় সমবেত হইয়াছেন। আপনারা এবং অপর যাহাদের অভিলাষ হয়, তাহারা সকলেই সীতার শপথগ্রহণ দর্শন করিবেন।১৩

মহাত্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।১৪

মহাবল নৃপতিগণ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে এতাদৃশ কার্য্য একমাত্র আপনাতেই সম্ভবপর হইতে পারে—অন্যের নহে। শত্রুসূদন রামচন্দ্রও রাজগণের বাক্য শ্রবণে 'কল্য এই কার্য্য সমাধা হইবে' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।১৫-১৬

মহানুভাব মহাত্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপে 'কল্য সীতার শপথ হইবে' বলিয়া সমাগত মহর্ষি ও রাজগণকে নিজ নিজ স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষন্নবতিতমঃ সর্গঃ

[মহর্ষিবাল্মীকিনা সীতায়াঃ পবিত্রতায়াঃ সমর্থনম্।]

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতমা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥৪
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ অগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ ॥৫
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥৬

ষন্নবতিতম সর্গ

[মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন।]

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, মহাতেজস্বী রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলেন।১

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপস্বী দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘজীবী

রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাস্থানঃ কুতূহলাৎ ॥৭
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ।
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৮
জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ যোগনিষ্ঠাস্তথাপরে।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥৯
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
প্রেক্ষ্য মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥১০
তমন্বিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অধোগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্ ॥১১
তাং দৃষ্ট্বা প্রতিমাপ্রাপ্তীং ব্রাহ্মণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥১২
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্ ॥১৩
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ ॥১৪
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্ ॥১৫
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা ময়াশ্রমসমীপতঃ ॥১৬
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৭
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥১৯
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥২০

মার্কণ্ডেয়, মহাযশস্বী মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ ও তপোনিধি অগস্ত্য এবং অপর সুব্রত মহামুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমাগত হইলেন।২-৬

মহাশক্তিধর রাক্ষস ও মহাবল বানরগণ—এই সব মহাত্মা কৌতূহলপরবশ হইয়া সভায় উপস্থিত হইল।৭

ভীষ্মব্রতধারী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সীতার শপথ দেখিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে আগমন করিলেন।৮

সীতার শপথগ্রহণ দেখিবার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ ও যোগনিষ্ঠ সকল ব্যক্তিই উপস্থিত হইলেন।৯

এইরূপ সকলে সমাগত হইয়া পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন করিলে, মুনিবর বাল্মীকি সীতার সহিত আগমন করিলেন।১০

জনকনন্দিনী হাত যোড় করিয়া মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অধোবদনে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন।১১

তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সভামধ্যে সকলে মহান্ সাধুবাদ করিয়া উঠিল।১২

অনন্তর দুঃখজনিত বিশালশোকে আকুলচিত্তকরণ সকল দর্শকের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল।১৩

দর্শকগণের মধ্যে কেহ সীতার, কেহ রামের, কেহ বা সীতারাম উভয়ের গুণকীর্ত্তন করত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।১৪

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন।১৫

হে দশরথনন্দন রাম! সীতা পতিব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী হইলেও তুমি লোকাপবাদ-ভয়ে ইঁহাকে আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে।১৬

কিন্তু হে মহাব্রত! তুমি লোকাপবাদে ভীত, এই কারণে ইনি তোমার লোকাপবাদ ভয় যাহাতে দূর হয়, তাহার প্রত্যয় দিবেন; তুমি ইহাকে অনুমতি প্রদান কর।১৭

হে রাম! জানকী-গর্ভজাত এই দুর্দ্ধর্ষ (দুর্জ্জয়)

মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥২১

অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥২২

ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥২৩

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিধয়েন ময়া প্রবিষ্টা।

লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠবতিতমঃ সর্গঃ ॥

যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র—ইহা আমি সত্য বলিতেছি।১৮

হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার (বরুণের) দশমপুত্র। আমি যে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুটি বালক তোমারই পুত্র।১৯

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি জানকী দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার ফলভাগী হইব না।২০

জানকী যদি নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে আমি কায়-মনোবাক্যে যে পাপ কর্ম্ম করিনাই, সেই পাপরহিত পুণ্যকর্ম্মের ফল পাইব।২১

রাঘব! আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা সীতার শুদ্ধিবিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়া তবে তাঁহাকে বনের মধ্যে এক ঝরণার নিকট রক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।২২

এই সীতা যদিও আচার-ব্যবহারে শুদ্ধা, পাপহীনা এবং পতিকেই দেবতা বলিয়া পূজা করেন, তথাপি লোকাপবাদভয়ে ভীত আপনার বিশ্বাসোৎপাদন করিবেন।২৩

রাজকুমার! আমি দিব্যদৃষ্টিদ্বারা ইহা পূর্বেই জানিয়াছিলাম যে, এই সীতা সচ্চরিত্রা, সেইজন্যই তিনি আমার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আপনি কেবল লোকাপবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া এই শুদ্ধা পতিপরায়ণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শপথগ্রহণম্, রসাতলে প্রবেশশ্চ।]

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্ ॥১
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥২
প্রত্যয়শ্চ পুরা বৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥৩
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥৫
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ মহেন্দ্রাদ্যা মহৌজসঃ ॥৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ ॥৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে দৃষ্টমানসাঃ ॥৮
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবং পুনরব্রবীদ্ ॥৯
প্রত্যয়ো মে নরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥১০
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ
তং জনৌঘঃ সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ন্নাসা সর্ব্বতঃ ॥১১
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরীক্ষন্তু সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥১২

সপ্তনবতিতম সর্গ

[সীতার শপথ গ্রহণ ও রসাতলে প্রবেশ।]

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র জনসমূহমধ্যে সেই সুন্দরী সীতাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন।১

হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ। সীতাসম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার নির্ম্মলবাক্যে সীতার উপর আমার প্রত্যয় (বিশ্বাস) হইয়াছে।২

বৈদেহী পূর্ব্বেও দেবগণের সম্মুখে প্রত্যয়প্রদান ও শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম।৩

কিন্তু অতি প্রবল লোকাপবাদ হইতে লাগিল। সেইজন্যই আমি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হে ব্রাহ্মন্! আমি জানি—সীতা নিষ্পাপ, তথাপি লোকাপবাদভয়ে আমি সীতাকে ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।৪

এই যমজাত কুশ ও লব যে আমারই পুত্র, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই; তথাপি বৈদেহী ত্রিজগৎবাসী সকলের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আমার প্রীতিপাত্র হউন।৫

রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সীতার সেই শপথসময়ে মহেন্দ্র আদি সমস্ত মহাতেজস্বী দেবতা পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া সেখানে সমবেত হইলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুৎ, সাধ্য, মহর্ষি, সর্প, গরুড় ও সিদ্ধগণ এবং অপর সুরসত্তমগণ প্রসন্ন হইয়া সীতার শপথ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুকচিত্তে সভামধ্যে সমাগত হইলেন। তখন রামচন্দ্র দেবতা ও মহর্ষিবৃন্দকে দর্শন করিয়া পুনর্বার বলিলেন।৬-৯

হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ! যদিও বাল্মীকির নির্ম্মল বাক্যে সীতার বিশুদ্ধিবিষয়ে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে,

সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥১৩
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৬
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥১৭
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥১৮

তথাপি জনসমাজমধ্যে বিদেহকুমারী সীতার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইলে, আমার অধিক আনন্দ হইবে।১০

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, দিব্যগন্ধবাহী, মনোহর, শুভসূচক ও পবিত্র দেবোত্তম বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনসমূহকে আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন।১১

পূর্বতন সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও সেই অভাবনীয় অদ্ভুত বায়ুবহন দর্শন করিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত মানবগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।১২

অনন্তর কাষায়বসনা (গেরুয়াবস্ত্রধারিণী) সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।১৩

আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন (স্পর্শ করা দূরে থাকুক) মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগবতী পৃথিবী আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর (পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করার জন্য গহ্বর) দান করুন।১৪

যদি আমি কায়মনোবাক্যে সর্বদা কেবল রামেরই অর্চনা করিয়া থাকি, তবে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন।১৫

রামচন্দ্র ভিন্ন আমি অন্য কাহাকেও জানি না, এই কথা যদি আমি সত্য বলিয়া থাকি, তবে পৃথ্বীদেবী আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।১৬

তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥১৯
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥২০
সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্ ॥২১
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥২২
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥২৩
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥২৪

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল:—ভূতল হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল।১৭

অমিতবিক্রম দিব্যরত্ন-বিভূষিত নাগগণ দিব্যরূপ ধারণ পূর্বক মস্তকে ঐ দিব্য সিংহাসন ধরিয়া আছেন।১৮

ধরণীদেবী দুই হস্ত দ্বারা জানকীকে তন্মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাদ্বারা অভিনন্দিত করত আসনে বসাইলেন।১৯

সীতাদেবী এইরূপে আসনে উপবেশন পূর্বক রসাতল প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, স্বর্গ হইতে তাঁহার উপরে অবিরল-ধারে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল।২০

দেবগণের মধ্য হইতে সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন—সীতে! তুমি ধন্যা, তুমি ধন্যা; কারণ, তোমার চরিত্র এইরূপ পরমপবিত্র।২১

সীতার পাতালপ্রবেশ দেখিয়া আকাশস্থিত দেবগণ প্রসন্নচিত্তে এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন।২২

যজ্ঞভূমিস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ রাজগণও বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন। অন্তরিক্ষ ও ভূতলস্থিত চরাচর প্রাণী এবং পাতালে মহাকায় (বিশালদেহ) দানব ও নাগগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।২৩-২৪

কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥২৫
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তখন কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ নিমীলিতলোচনে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল এবং কেহ বা নিশ্চলভাবে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।২৫

সীতার সেই পাতালপ্রবেশ দেখিয়া তৎকালে সেখানে সমাগত সকলেই হর্ষ ও শোকে মগ্ন হইলেন। মুহূর্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়ৈ রামস্য খেদঃ, ব্রহ্মণস্তস্মৈ প্রবোধদানম্, উত্তরকাণ্ডস্য শেষাংশং শ্রোতুমুৎসাহপ্রদানঞ্চ।]

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ব্ববানরাঃ
চুক্রুশুঃ সাধু সাধ্বিতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ ॥১
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥২
স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ ॥৩
অভূতপূর্ব্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥৪
সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কা পারে মহোদধেঃ।
তত্তশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্ব্বসুধাতলাৎ ॥৫
বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্য্যাত্যতাং মম।
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছতি ॥৬

অষ্টনবতিতম সর্গ

[সীতার জন্য শ্রীরামের খেদ, ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহাকে প্রবোধ দান এবং উত্তরকাণ্ডের শেষ অংশ শুনিতে উৎসাহ প্রদান।]

বিদেহকুমারী সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্রের নিকটে মহর্ষিগণ ও বানরবৃন্দ 'সাধু সাধু' রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১

রামচন্দ্রও নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ও অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্বক কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে অবস্থান করিলেন।২

তৎপরে বহুক্ষণ রোদন করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে ক্রোধে ও শোকে আকুল হইয়া বলিলেন।৩

আজ আমার মনে অভূতপূর্ব শোকস্পর্শ করিতেছে; কারণ, আমার সম্মুখেই দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সীতা অদৃশ্য হইলেন।৪

পূর্বে সীতা সমুদ্রপারে লঙ্কায় সীতা হইয়া আমার দর্শনের অগোচরে ছিলেন, কিন্তু তখন তথা হইতেও আমি তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি যে বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব, তাহাতে সন্দেহ কি?৫

হে দেবি বসুধে! সীতাকে আমার সম্মুখে আনিয়া

কামং শ্বশ্রূর্ম্মমৈব ত্বং স্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী।
কর্ষতা কালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা ॥৭
তস্মান্নির্য্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রবেশ্যতাং মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া ॥৮
আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোঽহং মৈথিলীকৃতে।
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে ॥৯
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং বিধমিষ্যামি তে স্থিতিম্।
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবন্ত্বিহ ॥১০
এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥১১
রাম রাম ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং ভাবং মন্ত্রং চামিত্রকর্শন ॥১২
ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
ইমং মুহূর্তং দুর্দ্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্ ॥১৩
সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ তপোবলসমাশ্রয়াৎ ॥১৪
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অন্তর্ধানে পরিসমাপ্তে যদ্বৃত্তং নিবোধ তৎ ॥১৫
এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।
সর্ব্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৬
জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখ-দুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্ব্বং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১৭
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং গন্ধোভাগং রাঘবাদৃতে ॥১৮

দাও, নতুবা এমন ক্রোধ প্রদর্শন করিব, যাহাতে আমার প্রভাব জানিতে পারিবে।৬

পূর্বে হলধর জনক কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি আমার প্রকৃত শ্বশ্রূ।৭

অতএব তুমি সীতাকে ফিরাইয়া দাও, কিংবা আমাকেও বিবরে স্থান দাও। আমি পাতালে অথবা সুরলোকে সীতার সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি।৮

আমি মিথিলেশকুমারী সীতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। হে বসুধে! যদি তুমি সীতাকে না দাও, তাহা হইলে আমি পর্বত ও বনের সহিত তোমার স্থিতি বিনষ্ট করিয়া দিব এবং সকল ভূভাগ ধ্বংস করিব; তাহা হইলে সমস্তই জলময় হইয়া যাইবে।৯-১০

রামচন্দ্র ক্রোধ ও শোকের বশীভূত হইয়া এই কথা বলিলে, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা বলিলেন।১১

হে সুব্রত রাম! তোমার এরূপ সন্তাপ করা উচিত নহে। হে শত্রুমর্দ্দন! তুমি পূর্বে কি ছিলে এবং কি নিমিত্ত মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা স্মরণ কর।১২

হে মহাবাহো! হে সুব্রত! আমি তোমাকে এই অত্যুত্তম গূঢ় রহস্য স্মরণ করাইয়া দিতাম না; কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ বীর! সম্প্রতি আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, মুহূর্তকালের নিমিত্ত 'তুমি বিষ্ণু হইতে অবতীর্ণ' ইহা স্মরণ কর।১৩

তোমার চিরানুরক্তা স্বতঃশুদ্ধা সাধ্বী সীতা তোমার উপরে একাগ্রতারূপতপোবলে আনন্দের সহিত নাগলোকে গমন করিয়াছেন।১৪

সুরপুরে তাঁহার সহিত তোমার পুনর্ব্বার মিলন হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বীর! এই সভাসম্মুখে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৫

হে রাম! নিখিল কাব্যের মধ্যে উত্তম ও শুভ এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিলেই তোমার জীবন-সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জ্ঞান জন্মিবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৬

হে বীর! তুমি জন্ম হইতে যে সকল সুখ-দুঃখ (স্বেচ্ছায়) ভোগ করিয়াছ এবং (সীতার অন্তর্দ্ধানের পর) ভবিষ্যতে যাহা করিতে হইবে, বাল্মীকি তৎসমস্ত ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন।১৭

হে রাম! এই আদিকাব্য সম্পূর্ণ তোমাকে অবলম্বন

শ্রুতং তে পূর্ব্বমেতদ্ধি ময়া সর্ব্বং সুরৈঃ সহ।
দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্ ॥১৯
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ॥২০
উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমুত্তমম্ ॥২১
ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্
পরমর্ষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন ॥২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ ॥২৩
যে চ তত্র মহাস্থান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা স্তস্থুস্তত্র মহৌজসঃ ॥২৪

উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে।
ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্ ॥২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।
ভগবংশ্ছ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ॥২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যস্মে ঘোভূতে সম্প্রবর্ত্ততাম্।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশী-লবৌ ॥২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ।
তামেব শোচতঃ সীতাং সা ব্যতীতা চ শর্ব্বরী ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াই রচিত। রঘুকুলনায়ক তুমি বিনা আর কে কাব্য-সমূহের যশোভাগী হইবে? তুমিই এই আদি কাব্যের নায়ক।১৮

দেবগণের সহিত পূর্ব্বে আমি তোমার সম্বন্ধযুক্ত দিব্য ও অদ্ভুত এই কাব্য শ্রবণ করিয়াছি। ইহাতে কোন বিষয় গোপন করা হয় নাই এবং যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই সত্য।১৯

হে পুরুষোত্তম! তুমি সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ ঘটনাসমন্বিত রামায়ণকাব্যের অবশিষ্টভাগ (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ কর।২০

হে মহাযশস্বী ও মহাতেজস্বী রাম! এই কাব্যের অন্তিমভাগের নাম উত্তরকাণ্ড। মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি এই উত্তমভাগ শ্রবণ কর।২১

হে বীর কাকুৎস্থ রঘুনন্দন! এই কাব্যের অত্যুত্তম শেষভাগ তোমার ন্যায় পরম রাজর্ষি ভিন্ন ইহা অপর কাহারও শ্রোতব্য নহে।২২

ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই বন্ধুগণ ও দেবগণের সহিত স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২৩

যে সমস্ত ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাতেজস্বী মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের ভবিষ্যদ্বিবরণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পিতামহের অনুমতি অনুসারে তথায় অবস্থিতি করিলেন। পরমতেজস্বী রামচন্দ্র দেবদেব পিতামহের মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করত বাল্মীকিকে বলিলেন,—ভগবন্! এই ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ সকলেই আপনার কার্য্যের উত্তর ভাগের ভাবী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কল্য প্রাতে তাহার নাম আরম্ভ হউক। রামচন্দ্রও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমাগত জনগণকে বিদায় দিলেন এবং কুশ ও লবকে লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। তারপর সীতার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।২৪-২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশানন্তরং শ্রীরামস্য জীবনযাত্রা, রামরাজ্যস্য স্থিতিঃ, মাতৃণাং পরলোকগমনাদিবর্ণনঞ্চ ।]

রজন্যাস্তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্ ।
গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ ॥১
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু ।
ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশী-লবৌ ॥২
প্রবিষ্টায়াং তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা ।
তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরদুর্ম্মনাঃ ॥৩
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ ।
শোকেন পরমাবিষ্টো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥৪
বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্ব্বানৃক্ষ-বানর-রাক্ষসান্ ।
জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্ব্বং বিসৃজ্য চ ॥৫
এবং সমাপ্য যজ্ঞন্তু বিধিবৎ স তু রাঘবঃ
ততো বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৬
হৃদি কৃত্বা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ ।
ইষ্টযজ্ঞো নরপতিঃ পুত্রদ্বয়সমন্বিতঃ ॥৭
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ ॥৮
দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধানথাকরোৎ ।
বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্ ॥৯
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১০
এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য ব্যতীয়াদ্ রাঘবস্য চ ॥১১
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি স্থিতা রামস্য শাসনে ।
অনুরক্তাস্তি রাজানো হৃদয়ন্যহনি রাঘবম্ ॥১২

ঊনসপ্ততম সর্গ

[সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং মাতৃগণের পরলোকগমনাদির বর্ণন ।]

রাত্রিশেষে প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন মহর্ষিগণকে আহ্বান করত স্বীয় পুত্রযুগলকে নিঃশঙ্কচিত্তে রামায়ণ গান করিতে বলিলেন ।১

অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবিষ্ট হইলে, কুশ ও লব ভাবী বৃত্তান্তসম্বলিত (আদিকাব্য রামায়ণের) উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন ।২

এদিকে নিজ সত্যবৈভবের প্রভাবে সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে ও অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ।৩

তিনি বৈদেহী সীতার অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত শোকে বাধিত হইয়া অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না ।৪

সেইজন্য বহুবিধ ধনদান দ্বারা সমাগত ঋক্ষপতি, ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও অন্যান্য জনগণকে এবং উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিয়া মনোমধ্যে সীতাকে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন । যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া রঘুনন্দন রাজা রামচন্দ্র নিজ দুই পুত্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন । সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেও রঘুনন্দন আর দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন না । প্রত্যেক যজ্ঞে যখন ধর্মপত্নীর আবশ্যকতা দেখিতেন, তখন তিনি স্বর্ণের সীতাপ্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যজ্ঞাদি নির্বাহ করিতেন ।৫-৮

শ্রীমান্ রঘুনন্দন দশহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন । বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তাহার দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ; যাহাতে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছিলেন ।৯

শ্রীমান্ রাম পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং অন্য উত্তম যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিলেন । সেই সকল যজ্ঞে বহু ধনরাশি ব্যয় হইয়াছিল ।১০

কালে বর্ষতি পর্য্যন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং জনপদাস্তথা ॥১৩
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা।
নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্ম্মমুপাগমৎ ॥১৫
অগ্নিহায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্ম্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদেবে পর্য্যবর্ত্তিতা ॥১৬
সর্ব্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বধর্ম্মফলং লেভিরে ॥১৭

তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি।
মাতৃণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু ॥১৮
পিত্র্যাণি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।
চকার রামো ধর্ম্মাত্মা পিতৃন্ দেবান্ বিবর্দ্ধয়ন্ ॥১৯
এবং বর্ষসহস্রাণি বহূন্যথ যযুঃ সুখম্।
যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্ম্মং বর্দ্ধয়ানস্য সর্ব্বদা ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনশততমঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে রাজত্ব করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের বহু সময় ধর্ম্মপালন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল।১১

ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণ নিরন্তর তাঁহার আজ্ঞার অধীনে ছিল এবং ভূপতিবৃন্দ প্রতিদিন শ্রীরঘুনাথকে প্রণাম করিতেন।১২

তাঁহার রাজত্বকালে পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করায় সদা সুভিক্ষ থাকিত, কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। দিক্‌সমূহ সর্বদা নির্মল ছিল এবং নগর ও জনপদসকল হৃষ্ট জনগণে সদা পরিপূর্ণ থাকিত।১৩

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কাহারও অকালমৃত্যু হইত না। কোনপ্রাণী ব্যাধিপীড়িত হয় নাই এবং সংসারে কোন অনর্থ (উপদ্রব) দেখা যাইত না।১৪

এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পুত্র-পৌত্র-পরিবৃতা যশস্বিনী রাম-জননী কৌশল্যা কালধর্ম্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইলেন।১৫

সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৈকেয়ী তাঁহার (কৌশল্যার) পথের অনুসরণ করিলেন অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহারা বহুপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সাকেতধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেখানে অতিশয় আনন্দের সহিত রাজা দশরথের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ঐ মহাভাগাগণ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ণ ফললাভ করিলেন।১৬-১৭

রামচন্দ্রও সময়ে সময়ে সকল মাতৃগিণের উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ তপস্বিগণের মধ্যে বিশেষে উত্তম বস্তুসকল দান করিতে লাগিলেন।১৮

ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম পৈতৃক রত্নরাশিদ্বারা অতি দুঃসাধ্য যজ্ঞসকল (অশ্বমেধাদি ও পিণ্ডাত্মক পিতৃযজ্ঞ) সম্পাদন করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের সন্তোষ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।১৯

এইরূপে নিরন্তর বহুবিধ যজ্ঞকার্য্য করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি করত মহাত্মা রামচন্দ্র বহুসহস্র বৎসর আনন্দের সহিত অতিবাহিত করিলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনশততম সর্গ সমাপ্ত।

অতত্তমঃ সর্গঃ

[কেকয়দেশাদ্ ব্রহ্মর্ষি-গার্গ্যস্যাগমনম্, তৎসন্দেশানুসারেণ শ্রীরামানুজয়া
গন্ধর্বদেশামাক্রমিতুং কুমারৈঃ সহ ভরতস্য প্রস্থানঞ্চ।]

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে ॥১
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।
দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্ ॥২
কম্বলানি চ বস্ত্রাণি চিত্রবস্ত্রমথোত্তমম্।
রামায় প্রদদৌ রাজা শুভান্যাভরণানি চ ॥৩
শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিং গার্গ্যমাগতম্।
মাতুলস্যাশ্বপতিনঃ প্রহিতং তস্মহাধনম্ ॥৪
প্রত্যুদ্গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।
গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্ ॥৫
তথা সম্পূজ্য তমৃষিং তদ্ধনং প্রতিগৃহ্য চ।
পৃষ্ট্বা প্রতিপদং সর্ব্বং কুশলং মাতুলস্য চ ॥৬
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে।
কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ ॥৭
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্য্যবিস্তরম্ ॥৮
বক্তুমদ্ভুতসঙ্কাশং রাঘবায়োপচক্রমে।
মাতুলস্তে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ ॥৯
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ ॥১০
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।
তঞ্চ রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ ॥
শৈলূষস্য সুতা বীর তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ ॥১১

অতত্তম সর্গ

[কেকয়দেশ হইতে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের আগমন এবং তাঁহার সংবাদ অনুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সহিত ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্থান।]

অনন্তর কিছুকালের পর একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ নিজ পুরোহিত অঙ্গিরাসনন্দন অমিততেজস্বী ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীরামকে প্রীতিপ্রদ অনুত্তম উপহার দিবার জন্য তাঁহার সহিত দশসহস্র অশ্ব, বহু কম্বল, নানাপ্রকার বস্ত্র, উত্তম চিত্র বস্ত্র ও বহুবিধ শুভ আভরণ প্রেরণ করিলেন।১-৩

ধীমান্ রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে, মাতুল যুধাজিৎ প্রেরিত বহুমূল্য ধনরাশি লইয়া মহর্ষি গার্গ্য অযোধ্যায় আসিয়াছেন, তখন তিনি অনুজবর্গের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিয়া যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতিকে পূজা করেন, তদ্রূপ গার্গ্যকে পূজা করিলেন।৪-৫

এইরূপে মহর্ষির আদর সৎকার করিয়া মাতুল-প্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র মহর্ষির ও মাতুলের সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৬

তারপর মহাভাগ গার্গ্য উপবেশন করিলে রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মামা যুধাজিৎ কি সংবাদ বলিয়াছেন—যাহার জন্য সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মীদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন? রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে মহর্ষি গার্গ্য তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাবাহো! তোমার মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ প্রীতিচিত্তে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা যদি তোমার অভিমত হয়, তবে শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন,—হে বীর! সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে যে ফলমূলশোভিত মনোহর

তান্ বিনির্জ্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্বনগরং শুভম্।
নিবেশয় মহাবাহো স্বে পুরে সুসমাহিতে ॥১২
অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ।
রোচতাং তে মহাবাহো নাহং ত্বামহিতং বদে ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্মাতুলস্য চ।
উবাচ বাঢ়মিত্যেব ভরতং চাপ্যবৈক্ষত ॥১৪
সোঽব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ সাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্।
ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিষ্যতঃ ॥১৫
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ।
মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্ম্মেণ সুসমাহিতৌ ॥১৬
ভরতং চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ।
নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ যে পুরে বিভজিষ্যতঃ ॥১৭

নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ।
আগমিষ্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্ম্মিকঃ ॥১৮
ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতং সবলানুগম্।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ ॥১৯
নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃসুতম্।
ভরতঃ সহ সৈন্যেন কুমারাভ্যাং বিনির্যযৌ ॥২০
সা সেনা শক্রযুক্তেব নগরান্নির্য্যযাবথ।
রাঘবানুগতা দূরং দুরাধর্ষা সুরৈরপি ॥২১
মাংসাশিনশ্চ যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সুমহান্তি চ।
অনুজগ্মুর্হি ভরতং রুধিরস্য পিপাসয়া ॥২২
ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ।
গন্ধর্ব্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ ॥২৩

গন্ধর্ব্বদেশ আছে, তিনকোটি যুদ্ধনিপুণ মহাবল গন্ধর্ব শৈলূষ পুত্রগণ নিরন্তর সশস্ত্রে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে।৭-১১

হে মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া সেখানে এক সুন্দর গন্ধর্বনগর স্থাপিত কর। তারপর নিজের জন্য উত্তম সাধনসম্পন্ন দুইটি নগর নির্মাণ কর। সেই দেশ পরম রমণীয়। সেখানে অন্যের কাহারও গতি নাই অর্থাৎ কেহই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি তাহা জয় করিতে অভিলাষ কর। আমি তোমাকে এরূপ কোন পরামর্শ দিব না, যাহা তোমার অমঙ্গলকর হইবে।১২-১৩

রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্য ও মাতুলের কথা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তারপর ভরতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।১৪

অনন্তর শ্রীরঘুনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে। ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল নামক এই বীর কুমারযুগল ঐ দেশে বিচরণ করিবে এবং মাতুলকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ধর্মানুসারে সেই দেশ শাসন করিবে।১৫-১৬

কুমারযুগল ভরতকে অগ্রে করিয়া সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনন্দনগণকে নিহত করিয়া সেই রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করিবে।১৭

অতিশয় ধার্ম্মিক ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত ও স্বীয় পুত্রকে তথায় স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করিবে।১৮

রামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষিকে এই কথা বলিয়া ভরতকে সসৈন্যে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং সেইসময় কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন।১৯

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরানন্দন গার্গ্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত সসৈন্যে নগর হইতে নির্গত হইলেন।২০

ইন্দ্রপ্রেরিত দেবসেনার ন্যায় ঐ সেনা নগর হইতে বহির্গত হইল। রামচন্দ্রও কিয়দ্দূর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই সেনা দেবগণেরও দুর্জ্জয় ছিল।২১

মাংসাশী জীবগণ ও বিশালদেহ রাক্ষসেরা রক্তপানাভিলাষে ভরতের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল।২২

মাংসভক্ষক ক্রূর প্রকৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ গন্ধর্বপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ঐ সেনার অনুগামী হইল।২৩

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং খেচরাণাঞ্চ পক্ষিণাম্ ।
বহূনি বৈ সহস্রাণি সেনায়া গন্তুরগ্রতঃ ॥২৪

অধ্যর্ধমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

বহুসহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর ও আকাশচারী পক্ষী সেই সেনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল ।২৪

পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস বাস করত হৃষ্টপুষ্টজনপূর্ণা দ্রাঘনবাহিনী কুশলের সহিত কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল ।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত ।

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[গন্ধর্বান্ হত্বা তত্র ভরতস্য নগরদ্বয়স্থাপনম্, পুত্রয়োঃ হস্তেষু তৎ সমর্প্য পুনরযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ ।]

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ ।
যুধাজিদ্ গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ ॥১

স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ ।
ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্বান্ কামরূপিণঃ ॥২

ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৌ ।
গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপরাসুগৌ ॥৩

শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্বাস্তে সমাগতাঃ ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ ॥৪

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ ॥৫

খড়্গ-শক্তি-ধনুর্গ্রাহা নদ্যঃ শোণিতসংস্রবাঃ ।
নৃকলেবরবাহিন্যঃ প্রবৃত্তাঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥৬

ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালাস্ত্রং রুদ্রদারুণম্ ।
সংবর্ত্তং নামো ভরতো গন্ধর্ব্বেষ্বভ্যচোদয়ৎ ॥৭

তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্ত্তেন বিদারিতাঃ ।
ক্ষণেনাভিহতাস্তেন তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনা ॥৮

একাধিকশততম সর্গ

[ভরত কর্ত্তৃক গন্ধর্বগণকে সংহার করিয়া দুইটি সুন্দর নগর স্থাপন এবং তাহা পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ পূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ।]

মহর্ষি গার্গ্যের সহিত স্বয়ং ভরত সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কেকয়রাজ যুধাজিৎ অতিশয় প্রীত হইলেন ।১

তারপর বিশালজনসমূহে পরিবৃত হইয়া কেকয়রাজ সত্বর বহির্গত হইলেন এবং ভরতের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী গন্ধর্বদিগের দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।২

ভরত ও যুধাজিৎ উভয়ে মিলিয়া তীব্রগতিতে সেনা ও অনুচরবর্গের সহিত গন্ধর্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন ।৩

তথাকার মহাবীর্য্য গন্ধর্বগণ ভরতের আগমন বার্ত্তা-শ্রবণে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল ।৪

অনন্তর সপ্তরাত্র মহাভয়ঙ্কর তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না ।৫

সেই যুদ্ধে চতুর্দ্দিকে খড়্গ, শক্তি ও ধনুকরূপ গ্রাহ-(হিংস্রজলজন্তু) বিশিষ্ট নরদেহবাহিনী রক্তনদীসকল প্রবাহিত হইল ।৬

তদ্‌যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তাদৃশানাং মহাত্মনাম্ ॥৯
হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥১১
ধনরত্নৌঘসঙ্কীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়াকৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ ॥১২
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে ॥১৩
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্ব্বহুভির্বৃতে ॥১৪
শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে ॥১৫
নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ীসুতঃ ॥১৬
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবাপরম্।
রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥১৭
শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ব্ববধমুত্তমম্।
নিবেশনঞ্চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতোঽভবদ্ রাঘবঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর রামানুজ মহাত্মা ভরত রুষ্ট হইয়া গন্ধর্বদিগের প্রতি সংবর্তনামক নিদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।৭

মহাত্মা ভরত ক্ষণকাল মধ্যে তিনকোটি গন্ধর্ব সংহার করিলেন। ঐ গন্ধর্বগণ সেই কালপাশে বদ্ধ হইয়া সংবর্তাস্ত্রে বিদারিত হইল।৮

এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেবতাগণ কখনও দেখিয়াছেন কিনা, তাহা তাঁহাদের স্মরণ হইল না। নিমেষ কালমধ্যে মহাশক্তিশালী গন্ধর্বগণ বিনষ্ট হইল। এইরূপে সেই গন্ধর্বগণ নিহত হইলে, কেকয়ী-নন্দন ভরত সেখানে দুইটি সমৃদ্ধশালী উত্তম নগর বসাইলেন।৯-১০

সেই মনোহর গন্ধর্বদেশে 'তক্ষশিলা' নামে নগর বসাইয়া তক্ষকে এবং গান্ধারদেশে 'পুষ্কলাবত' নামক নগর বসাইয়া পুষ্কলকে সমর্পণ করিলেন।১১

সেই উভয় নগরই ধনরত্নে পরিপূর্ণ এবং বহু কাননে উপশোভিত হইয়া বিবিধ গুণে নিজ নিজ সৌন্দর্য্যের আধিক্য প্রদর্শনের জন্য দ্বন্দ্বে আসক্ত পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল।১২

ঐ উভয় নগরের শোভা পরম মনোহর ছিল। দুই স্থানেরই ব্যবহার (ব্যাপার) নিষ্কপট, শুদ্ধ ও সরল। নগরদ্বয় উদ্যান ও বিবিধ যানে পূর্ণ ছিল। সে পুরীদ্বয়ের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ মনোহর বিপণি (বাজার) স্থাপিত হইল।১৩

শ্রেষ্ঠ দুই নগরের রমণীয়তা অতীশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সপ্তকক্ষসমন্বিত বড় বড় অট্টালিকাসকল তথায় শোভা পাইতে লাগিল।১৪

স্থানে স্থানে সুরম্য দেবালয়সকল ও চতুঃপার্শ্বে তাল, তমাল, বকুল ও তিলকবৃক্ষে সেই পুরীদ্বয় অতিশয় মনোহর হইল।১৫

এইরূপে রামানুজ কৈকেয়ীপুত্র ভরত সেই রাজ্যে পুত্রদ্বয়কে স্থাপন পূর্বক তথায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।১৬

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বাসব যেরূপে ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন, তদ্রূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপর মূর্ত্তির ন্যায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন।১৭

গন্ধর্বযুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং পুরদ্বয় যেরূপ সংস্থাপিত হইয়াছে, ভরত যথাক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্রও অতিশয় প্রসন্ন হইলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাজ্ঞয়া ভরত-লক্ষ্মণাভ্যাং কারুপথদেশস্য বিবিধরাজ্যেষু কুমারস্যাঙ্গদস্য চন্দ্রকেতোশ্চ নিযুক্তিঃ।]

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বাক্যং চাদ্ভুতসঙ্কাশং ভ্রাতৄন্ প্রোবাচ রাঘবঃ ॥১
ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ।
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢ়বিক্রমৌ ॥২
ইমৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাম্।
রমণীয়ো হ্যদংবাধো রমেতাং যত্র ধন্বিনৌ ॥৩
ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্যান্নাশ্রমাণাং বিনাশনম্।
স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥৪
তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥৫
নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদস্য মহাত্মনঃ।
চন্দ্রকেতোঃ সুরুচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্ ॥৬
তদ্ বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
তঞ্চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ ॥৭
অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।
রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥৮
চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা ॥৯
ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকঞ্চ চক্রিরে ॥১০

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞায় ভরত ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক কারুপথদেশের বিভিন্ন রাজ্যে কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর নিযুক্তি।]

রামচন্দ্র সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণকে এই পুরমাদ্ভুত বাক্য বলিলেন।১

সুমিত্রানন্দন! তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু পরম ধার্ম্মিক এবং রাজ্যরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়পরাক্রমশালী।২

অতএব এই দুই ধনুর্দ্ধারী যথায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবে, এইরূপ কোন রমণীয় প্রদেশ অনুসন্ধান কর, আমি ইহাদিগকে তথায় অভিষিক্ত করিব।৩

হে সৌম্য! যে স্থানে ইহারা বাস করিলে অন্য রাজারা পীড়িত ও আশ্রমসকল বিনষ্ট হইবে না এবং আমরাও অপরাধী হইব না, এরূপ কোন স্থান সন্ধান কর।৪

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ভরত প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—কারুপথদেশ পরমরমণীয় ও সেখানে কোনরূপ রোগ-ব্যাধির ভয় নাই।৫

সেই স্থানেই মহাত্মা অঙ্গদের নূতন রাজ্য স্থাপিত করুন এবং চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্তধামে নূতন নগর নির্ম্মিত হউক, যে নগর সুন্দর ও ব্যাধিপ্রভৃতি উপদ্রব হীন হইবে।৬

রামচন্দ্র ভরতের বাক্য গ্রহণ করত কারুপথদেশ নিজ অধিকারে আনিয়া তথায় অঙ্গদকে স্থাপিত করিলেন।৭

অক্লিষ্টকর্ম্মা (যে কর্ম্ম করিলে মনে কোন ক্লেশ অনুতাপ বা খেদ আসে না—তাদৃশ সুকর্ম্মকারীকে অক্লিষ্টকর্ম্মা বলা হয়।) রাম কারুপথদেশে অঙ্গদের জন্য পরম রমণীয়া ও সুরক্ষিতা অঙ্গদীয়া নাম্নী পুরীনির্ম্মাণ করাইলেন। (এবং তথায় অঙ্গদকে স্থাপিত করিলেন।)৮

মল্ল চন্দ্রকেতুকে মল্লভূমিতে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার সেই পুরী স্বর্গপুরীসদৃশী রমণীয়া এবং চন্দ্রকান্তা নামে বিখ্যাত হইল।৯

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত পরম প্রীতি লাভ করিলেন ও কুমারদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১০

অভিষিচ্য কুমারৌ দ্বৌ প্রস্থাপ্য সুসমাহিতৌ।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমুদগ্মুখম্ ॥১১
অঙ্গদং চাপি সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
চন্দ্রকেতোস্তু ভরতঃ পার্শ্বগ্রাহো বভূব হ ॥১২
লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।
পুত্রে স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥১৩
ভরতোঽপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোঽধিকম্।
অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ ॥১৪
উভৌ সৌমিত্রি-ভরতৌ রামপাদ বনুব্রতৌ।
কালং গতমপি স্নেহান্ন জজ্ঞাতেঽতিধার্ম্মিকৌ ॥১৫

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেষাং যযুস্তদা।
ধর্ম্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্য্যেষু নিত্যদা ॥১৬

বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ
শ্রিয়া বৃতা ধর্ম্মপুরে চ সংস্থিতাঃ।
ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসো
হুতাগ্নয়ঃ সাধুমহাধ্বরে ত্রয়ঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

সাধুধর্ম্মচিত্ত দুই কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিমদেশ ও চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।১১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের সহিত গমন করিলেন এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সহায়ক হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন।১২

লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া পুরীতে সংবৎসর অবস্থান করত শত্রুদিগের অজেয় পুত্রকে সেখানে স্থিতি করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।১৩

ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্তা নগরীতে অবস্থান করত পুনর্বার অযোধ্যায় আসিয়া শ্রীরামের চরণসেবা করিতে লাগিলেন।১৪

অতিশয় ধার্ম্মিক ভরত ও লক্ষ্মণের শ্রীরামের চরণে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। শ্রীরামের চরণসেবা করিতে করিতেই তাহাদের বহু সময় অতিবাহিত হইত। পরন্তু স্নেহাধিক্যের কারণ তাঁহাদের উহা বোধই হইত না।১৫

সেই সময় রাম, ভরত ও লক্ষ্মণ—এই তিন ভ্রাতা পুরবাসিগণের কার্য্যে সদা সংসক্ত এবং ধর্ম্মপালনে চেষ্টিত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহাদের দশহাজার বৎসর অতিবাহিত হইল।১৬

ধর্ম্মসাধনভূত অযোধ্যাপুরীতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বসবাসকারী পূর্ণমনোরথ ঐ তিন ভ্রাতা যথাকালে নগরীর মধ্যে বিচরণ করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাযজ্ঞে আহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত এবং দীপ্ততেজস্বী গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে কালস্যাগমনম্, কঠোরশপথং সম্পাদ্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্ম্মপরে স্থিতে।
কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥১
সোঽব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তং যশস্বিনম্।
মাং নিবেদয় রামায় সম্প্রাপ্তং কার্য্যগৌরবাৎ ॥২
দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ।
রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্য্যেণ হি মহাবলঃ ॥৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্ ॥৪
জয়ত্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে।
দ্যুতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপসা ভাস্করপ্রভঃ ॥৫
তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ।
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যদৃক্ ॥৬
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রবেশয়ত তং মুনিম্।
জ্বলন্তমেব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংশুভিঃ ॥৭
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্দ্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥৮
তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্।
দদৌ কুশলমব্যগ্রং প্রষ্টুং চৈবোপচক্রমে ॥৯
পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ।
আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাযশাঃ ॥১০

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের নিকট কালের আগমন এবং এক কঠোর শপথ করাইয়া বার্ত্তালাপ।]

অনন্তর ধর্ম্মনিরত রামচন্দ্রের এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইল। তৎপরে একদা কাল তাপসরূপ ধারণপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।১

তিনি দ্বারদেশে ধৈর্য্যশালী যশস্বী লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—আমি এক মহৎ কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি, তুমি রামচন্দ্রকে আমার কথা নিবেদন কর।২

হে মহাবল! আমি অমিততেজস্বী অতিবল মহর্ষির দূত, কোন অত্যাবশ্যক কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছি।৩

মহর্ষির বাক্যশ্রবণে সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া শ্রীরামের নিকট গমন করত নিবেদন করিলেন,—এক তাপস আসিয়াছেন।৪

হে মহাতেজস্বী মহারাজ! আপনি রাজধর্ম্ম দ্বারা ইহলোক ও পরলোক বিজয় লাভ করুন। তপঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কোন তাপস-দূত আপনার দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছেন।৫

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—বৎস! মহাতেজস্বী বার্ত্তাবহকে শীঘ্র লইয়া আইস।৬

তখন লক্ষ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই তেজঃপ্রজ্বলিত ও স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত মহর্ষিকে রামসমীপে আনয়ন করিলেন।৭

সেই তপস্বী নিজ তেজে দীপ্তিমান্ রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার অভ্যুদয় (জয়) হউক।৮

মহাতেজস্বী রামচন্দ্রও অর্ঘ্যাদি দ্বারা মহর্ষিকে পূজা করিলেন এবং শান্তভাবে কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন।৯

শ্রীরাম কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মহাযশস্বী বাক্যবিশারদ তাপসবর দিব্য সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলেন।১০

তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে।
প্রাপয়াস্য চ বাক্যানি যতো দূতত্বমাগতঃ ॥১১
চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত।
যদ্যেষ হেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদ্যবেক্ষসে ॥১২
যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বধ্যো ভবিতা তব।
ভবেদ্ বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে ॥১৩
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জ্জয় ॥১৪
স মে বধ্যঃ খলু ভবেদ্ বাচং যন্মমসমীরিতম্।
ঋষের্মম চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্ বা শৃণুয়াচ্চ যঃ ॥১৫
ততো নিক্ষিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং দ্বারি সংগ্রহম্।
তমুবাচ মুনে বাক্যং কথয়স্বেতি রাঘবঃ ॥১৬
তত্তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ।
কথয়স্বাবিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ত্ততে ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র বলিলেন,—হে মহামতে! আপনার আগমন শুভ হউক; আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বাক্যসকল বলুন।১১

রাজসিংহ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কাল বলিলেন,—যদি আপনি মঙ্গল চান, তাহা হইলে যেখানে আপনি ও আমি এই দুজনে থাকিব, সেইখানেই আমাদের আলোচনা হইবে।১২

যদি আপনার সেই মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, তবে এইরূপ নিয়ম করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদিগের এই সংবাদ শ্রবণ বা আমাদিগকে নির্জ্জনে দর্শন করিবে, সে আপনার বধ্য হইবে।১৩

ইহা শ্রবণ করত রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! দ্বারপালকে বিদায় দিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারে অবস্থান কর।১৪

লক্ষ্মণ! এই মহর্ষি এবং আমি যে পর্য্যন্ত নির্জ্জনে অবস্থান করিব, তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সে আমার বধ্য হইবে।১৫

তারপর কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে নিযুক্ত করিয়া তাপসকে বলিলেন,—মুনে! আপনার বক্তব্য বলুন।১৬

যাহা বলিবার জন্য মহর্ষি অতিবল কর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইয়াছেন এবং যাহা আপনার অভীষ্ট বাক্য, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আমায় বলুন। উহা শুনিবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

[কালস্য শ্রীরামসমীপে ব্রহ্মণো বার্ত্তাকথনম্, শ্রীরামস্যাঙ্গীকারশ্চ ।]

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল ॥১
তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ ॥২
পিতামহশ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ ।
সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্ ॥৩
সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ মায়য়া স্বয়মেব হি ।
মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্ব্বমজীজনঃ ॥৪
ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্ ।
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং যৌ চ সত্ত্বৌ মহাবলৌ ॥৫
মধুশ্চ কৈটভশ্চৈব যয়োরস্থিচয়ৈর্বৃতা ।
ইয়ং পর্ব্বতসম্বাধা মেদিনী চাভবত্তদা ॥৬
পদ্মে দিব্যেঽর্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি ।
প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম্ম ময়ি সর্ব্বং নিবেশিতম্ ॥৭
সোঽহং সংন্যস্তভারো হি ত্বামুপাস্য জগৎপতিম্ ।
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্ ॥৮
ততস্ত্বমপি দুর্ধর্ষাৎ তস্মাদ্ভাবাৎ সনাতনাৎ ।
রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্ ॥৯
অদিত্যাং বীর্য্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৃণাং বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ।
সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহায্য কল্পসে ॥১০

চতুরধিকশততম সর্গ

[কালকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মার সংবাদ কথন এবং শ্রীরামের অঙ্গীকার ।]

তারপর ঐ তাপস বলিলেন,—হে মহাবল মহাতেজস্বী রাজন্! আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন—পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠাইয়াছেন ।১

হে বীর! শত্রুসমরজয়ী আমি আপনার পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির সময় মায়াদ্বারা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইজন্য আমি আপনার পুত্র। আমাকে সকলে সর্বসংহারকারী কাল বলিয়া থাকে ।২

লোকপতি প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন যে, হে সৌম্য! আপনি সকল লোককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে ।৩

হে বিভো! আপনি পূর্বকালে নিজ মায়া দ্বারা সকল লোককে নিজমধ্যে লীন করত মহার্ণবে শয়ান থাকিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।৪

তারপর বিশাল ফণা ও শরীর যুক্ত এবং জলশায়ী অনন্ত নামে নাগকে মায়াদ্বারা সৃষ্টি করিয়া অপর দুইটি মহাবল প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ, যাহাদের অস্থিসমূহে পূর্ণা এবং পর্বতে আবৃত হইয়া মেদিনী উৎপত্তিলাভ করেন ।৫-৬

তৎপরে ঘাভিদ্বিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দিব্য পদ্ম হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া প্রাজাপত্য কর্ম (প্রজাসৃজন কর্ম) সম্পাদনার জন্য সম্পূর্ণ কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত করেন ।৭

হে বিভো! আপনার নিকট এইরূপ ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমি জগদীশ্বর আপনাকে উপাসনা করত এই প্রার্থনা করিলাম,—(হে প্রভো!) আপনি আমার সৃষ্ট এই ভূতসকলকে রক্ষা করুন; কারণ আপনি আমার তেজ (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) প্রদানকারী ।৮

তখন আপনি আমার সেই প্রার্থনা স্বীকার করেন এবং প্রাণিগণের রক্ষার জন্য অপরিমেয় সনাতনপুরুষভাব হইতে জগৎ পালক বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হন ।৯

কোন সময় কার্য্যবশতঃ আপনি অদিতির গর্ভে বীর্যবান্ পুত্ররূপে (বামনরূপে) জন্মপরিগ্রহ করত ইন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণের শক্তিবর্দ্ধন ও আবশ্যক প্রয়োজনে তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন ।১০

স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতাং বর।
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ ॥১১
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা ॥১২
স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুর্মানুষেষিহ।
কালোঽয়ং তে নরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্তিতুম্ ॥১৩
যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপালিতুম্।
বস বা বীর ভদ্রং তে এষমাহ পিতামহঃ ॥১৪
অথ বা বিজিগীষা তে সুরলোকায় রাঘব।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥১৫
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্।
রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ ॥১৬

শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্।
প্রীতিরিহ মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা ॥১৭
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থং মম সম্ভবঃ।
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ॥১৮
হৃদ্গতো হ্যসি সম্প্রাপ্তো ন মে তত্র বিচারণা।
ময়া হি সর্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্তিনা ॥
স্থাতব্যং সর্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হে জগদীশ্বর! সেই আপনিই প্রজাদকলকে নষ্টপ্রায় দেখিয়া রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইবার মনন করিলেন।১১

এবং পূর্বে আপনি স্বয়ংই একাদশ সহস্রবৎসর মর্তলোকে বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।১২

হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি নিজ সেই সঙ্কল্পানুযায়ী ভূতলে (রাজা দশরথের) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু আপনি যে সময়ের নিমিত্ত মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন, আপনার সেই কাল পূর্ণ হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আপনার আমাদের নিকট আগমন করার সময় হইয়াছে।১৩

হে বীর মহারাজ! পিতামহ আরও বলিয়াছেন যে, যদি আপনি পুনর্বার অধিক কালপর্যন্ত প্রজাপালন করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে মর্তলোকে বাস করুন। আপনার মঙ্গল হউক।১৪

অথবা হে রাঘব! যদি আপনার দেবলোক পালন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বধামে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেবগণকে সনাথ ও নিশ্চিন্ত করুন।১৫

কালকথিত পিতামহের বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র হাস্য করিয়া সেই সর্ব-সংহারক কালকে বলিলেন।১৬

(কাল!) তোমার মুখে দেবদেব পিতামহের পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিতে পাইয়া তোমার আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।১৭

ত্রিলোকের কার্যসাধনের নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; সম্প্রতি তোমার আগমন শুভ হউক; আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানেই গমন করিব।১৮

হে সর্বসংহারিন্ কাল! আমি মনে মনে তোমার চিন্তা করিতেছিলাম, সেই অনুসারে তুমি এখানে আসিয়াছ—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতামহ ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে আমার সকলকর্মেই দেবগণের বশবর্তী হইয়া থাকা কর্তব্য।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

[দুর্বাসসঃ শাপভয়ান্নিয়মং পরিহায় তদীয়াগমনবৃত্তান্তং জ্ঞাপয়িতুং লক্ষ্মণস্য শ্রীরামসমীপে গমনম্, দুর্বাসসে মুনয়ে শ্রীরামস্য ভোজনদানম্, তদ্গমনান্তরং লক্ষ্মণায় শ্রীরামস্য চিন্তা চ।]

তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্ব্বাসা ভগবানৃষিঃ।
রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥১

সোঽভিগম্য তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ।
রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেঽর্থোঽতিবর্ত্ততে ॥২

মুনেস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩

কিং কার্য্যং ব্রূহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোমি হম্।
ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্তং পরিপাল্যতাম্ ॥৪

তচ্ছ্রুত্বা ঋষিশার্দ্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৫

অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়।
অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে ন নিবেদয়সে যদি।
বিষয়ং ত্বাং পুরং চৈব শপিষ্যে রাঘবং তথা ॥৬

ভরতং চৈব সৌমিত্রে যুষ্মাকং যা চ সন্ততিঃ।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥৭

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥৮

একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ব্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥৯

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

[দুর্বাসার শাপের ভয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য লক্ষ্মণের শ্রীরামের নিকট গমন, শ্রীরামকর্ত্তৃক দুর্বাসামুনিকে ভোজনদান এবং তাঁহার গমনের লক্ষ্মণের জন্য চিন্তা।]

এইরূপে তাঁহাদের (শ্রীরাম ও কালের) কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে ঋষিপ্রবর ভগবান্ দুর্বাসা রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।১

সেই ঋষিসত্তম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া বলিলেন,—শীঘ্র আমাকে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও; নতুবা আমার এক প্রয়োজন (কার্য্য) নষ্ট হইতে চলিয়াছে।২

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ মহাত্মা মুনিবর দুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন।৩

ভগবন্! আপনার কি কার্য্য আছে—বলুন। কি প্রয়োজন? আমি আপনার কি সেবা করিব? ব্রহ্মন্! রামচন্দ্র কার্য্যান্তরে ব্যগ্র আছেন, অতএব মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।৪

ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা তাহা শ্রবণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং নেত্রানলে লক্ষ্মণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই বলিলেন।৫

সুমিত্রাকুমার! এইক্ষণেই শ্রীরামকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাও। সুমিত্রানন্দন! এখনই যদি তুমি আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন না কর, তাহা হইলে রামকে, তোমাকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদের রাজ্য, পুরী ও সন্তানগণকেও শাপ প্রদান করিব। আমি আর হৃদয়ে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।৬-৭

মহাত্মা দুর্বাসার এতাদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল তাঁহার নিশ্চয়বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন।৮

'সকলের বিনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার একারই মরণ ভাল' নিজ বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন।৯

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ।
নিঃসৃত্য ত্বরিতো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ ॥১০

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষতঃ ॥১১

তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ।
প্রত্যাহ রামং দুর্ব্বাসাঃ শ্রূয়তাং ধর্ম্মবৎসল ॥১২

অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্মম রাঘব।
সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ।
ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপাহরৎ ॥১৪

স তু ভুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
সাধু রামেতি সম্ভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ ॥১৫

তস্মিন্ গতে মুনিবরে স্বাশ্রমং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ ॥১৬

দুঃখেন ৮ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্‌ঘোরদর্শনম্।
অবাঙ্‌মুখো দীনমনা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ ॥১৭

ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ।
নৈতদস্তীতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র কালকে বিদায় দিলেন এবং সত্বর বহির্গত হইয়া অত্রিনন্দন দুর্বাসাকে দর্শন করিলেন।১০

সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা দুর্বাসাকে প্রণাম করত শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—কি কার্য্য করিতে হইবে ? ১১

প্রভু মুনিবর দুর্বাসাও শ্রীরামচন্দ্র-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মবৎসল ! শ্রবণ কর।১২

হে নিষ্পাপ রাম ! আমি সহস্র বৎসর কাল যে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সমাপ্ত হইয়াছে ; সম্প্রতি ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব এখন আপনার যেরূপ অন্নই ভোজনের জন্য প্রস্তুত আছে, তাহাই গ্রহণ করিব।১৩

রাজা রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রস্তুত আহার্য্য প্রদান করিলেন।১৪

মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাও সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করত স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১৫

মহাভাগ দুর্বাসা প্রস্থিত হইলে, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র কাল-কথিত বাক্য স্মরণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।১৬

তিনি সেই ঘোরদর্শন কালবাক্য স্মরণ করত একান্ত দুঃখসন্তপ্ত হইলেন। তখন দীনমনা রামের মুখ অধোদিকে স্থাপিত হইল, সেই সময় তিনি কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না।১৭

তারপর কালের বাক্য বহুক্ষণ চিন্তা করত 'আমার এই সমস্ত কিছুই থাকিবে না' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাযশস্বী রাম মৌনাবলম্বন করিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য লক্ষ্মণবর্জনম্, লক্ষ্মণস্য স্বশরীরেণ স্বর্গগমনঞ্চ।]

অবাঙ্মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপ্লুতম্।
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হৃষ্টো মধুরমব্রবীৎ ॥১
ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী ॥২
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযান্তি নরকং নরাঃ ॥৩
যদি প্রীতির্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্ম্মং বর্দ্ধয় রাঘব ॥৪
লক্ষ্মণেন তথোক্তস্তু রামঃ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্ত্রিণঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসম্ ॥৫
অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মধ্যে স রাঘবঃ।
দুর্ব্বাসোঽভিগমং চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ ॥৬
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে সোপাধ্যায়াঃ সমাসত।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৭
দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্।
লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ ॥৮
ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্ম্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ ॥৯
ততো ধর্ম্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সদেবর্ষিগণং সর্ব্বং বিনশ্যেত্তু ন সংশয়ঃ ॥১০
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ত্রৈলোক্যস্যাভিপালনাৎ।
লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য জগৎ স্বস্থং কুরুষ্ব হ ॥১১
তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্।
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১২

ষড়ধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের লক্ষ্মণ বর্জন এবং লক্ষ্মণের স্বশরীরে স্বর্গগমন।]

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মলিনভাবে ও অধোবদনে অবস্থান করিতে দেখিয়া হর্ষসহকারে মধুর বাক্যে বলিলেন ।১

হে মহাবাহো। আমার জন্য আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ, পূর্বজন্মে কৃত কর্মবন্ধনরূপ কালের গতিই এইরূপ ।২

হে সৌম্য কাকুৎস্থ। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন; কারণ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মানবগণ নরকে গমন করে ।৩

হে মহারাজ রঘুনন্দন। যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে ও আমাকে কৃপাপাত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি করুন ।৪

লক্ষ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়-সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, মন্ত্রি ও পুরোহিতগণকে আহ্বান করত তাঁহাদিগের নিকট তাপসসমীপে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও দুর্বাসার আগমন বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন ।৫-৬

তাহা শ্রবণ করত উপাধ্যায় ও মন্ত্রিবর্গ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরন্তু মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ এই কথা বলিলেন ।৭

হে যশস্বী মহাবাহো রাম। আমি পূর্বে তপোবলে তোমার রোমহর্ষণ ক্ষয় ও লক্ষ্মণের সহিত তোমার বিয়োগ দর্শন করিয়াছি ।৮

কাল অতিশয় বলবান্, তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না; কারণ, প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইলে ধর্ম লোপ হয় ।৯

তারপর ধর্ম লোপ হইলে, দেবর্ষিগণের সহিত চরাচর ত্রৈলোক্যও যে বিনষ্ট হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।১০

বিসর্জ্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্ ॥১৩
রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষ্মণস্ত্বরিতঃ প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ ॥১৪
স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ ॥১৫
অনিঃশ্বসন্তং যুক্তং তং সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা ॥১৬
অদৃশ্যং সর্ব্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্।
প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ ॥১৭
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হে পুরুষোত্তম! ত্রৈলোক্যকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে স্বস্থ কর।১১

সমবেত পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সভামধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের তাদৃশ ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন।১২

সুমিত্রাকুমার! ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করা উচিত নহে, অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; কারণ, সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই তুল্য।১৩

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ নিজগৃহে প্রবেশ না করিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে সত্বর প্রস্থান করিলেন।১৪

তিনি সরযূতীরে গমন করত আচমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান পূর্বক ইন্দ্রিয়দ্বারসকল রোধ করত আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন না।১৫

এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া লক্ষ্মণ শ্বাসগ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিলে, সেই সময় ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা, মহর্ষিবৃন্দ ও অপ্সরাগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।১৬

মহাবল লক্ষ্মণ নিজ শরীরের সহিত সমস্ত মনুষ্যগণের অদৃশ্য হইলেন। সেইসময় দেবরাজ লক্ষ্মণকে লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিলেন।১৭

তখন শ্রেষ্ঠ দেবগণ বিষ্ণুর চতুর্থভাগ লক্ষ্মণকে সুরপুরে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং পরমানন্দে রঘুবংশধর লক্ষ্মণকে পূজা করিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠদেবস্য বাক্যেন পুরবাসিভিঃ সহ মহাপ্রস্থানং গন্তুং শ্রীরামস্য বিচারঃ, কুশ-লবয়ো রাজ্যাভিষেকশ্চ ।]

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমাহিতঃ ।
পুরোধসং মন্ত্রিণশ্চ নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্ম্মবৎসলম্ ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাস্যাম্যহং বনম্ ॥২
প্রবেশয়ত সম্ভারান্ মা ভূৎ কালাত্যয়ো যথা ।
অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্ ॥৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো ভৃশম্ ।
মূর্দ্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্ ॥৪
ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্ ।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৫
সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি ।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন ॥৬

ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিঞ্চ নরাধিপ ।
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ॥৭
শত্রুঘ্নস্য চ গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতবিক্রমাঃ ।
ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্ ॥৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্ ।
পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ ।
জ্ঞাত্বৈষামীপ্সিতং কার্য্যং মা চৈনাং
বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥১০
বসিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীর্জনম্ ।
কিং করোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্ব্বান্ বচনমব্রবীৎ ॥১১

সপ্তাধিকশততম সর্গ

[বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পুরবাসীদিগকে লইয়া মহাপ্রস্থানে যাইতে শ্রীরামের বিচার ও কুশ এবং লবের রাজ্যাভিষেক ।]

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে ও শোকে মগ্ন শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিত, মন্ত্রী ও মহাজনগণকে এই কথা বলিলেন ।১

আমি অদ্যই বীর ধর্ম্মবৎসল ভরতকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিব ।২

কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর অভিষেকের দ্রব্যসকল আনয়ন কর ; কারণ, লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছে, আমি অদ্যই সেই পথে গমন করিব ।৩

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত প্রজাবর্গ ভূতলে অবনতমস্তকে প্রণত হইয়া প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ।৪

ভরতও রামবাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল হতচৈতন্যবৎ অবস্থান করিয়া রাজ্যসম্পদের নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন ।৫

রাজন্ ! রঘুনন্দন ! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনাকে ছাড়া রাজ্যলাভ করিতে বা স্বর্গে যাইতে অভিলাষ করি না ।৬

হে রাজন্ । এই কুমারযুগল কুশ ও লবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করুন ।৭

ত্বরিতগামী দূতগণ বিলম্ব না করিয়া সত্বর শত্রুঘ্ন সমীপে গমন করত আমাদিগের এই গমন বিবরণ নিবেদন করুক ।৮

ভরতের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দুঃখসন্তপ্ত পৌরগণকে অধোমুখে অবস্থিত দেখিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন ।৯

বৎস রাম ! ঐ দেখ, প্রজাবর্গ ভূতলে পতিত

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রুবন্ ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি ॥১২
পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ ।
সপুত্র-দারাঃ কাকুৎস্থ সমং গচ্ছাম সৎপথম্ ॥১৩
তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা ।
বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্ব্বাস্মো নর ঈশ্বর ॥১৪
এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ ।
হৃদগতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ ॥১৫
পৌরাণাং দৃঢ়ভক্তিঞ্চ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ।
স্বকৃতান্তং চান্নবেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ ॥১৬
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশী-লবৌ ॥১৭
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ ।
পরিষজ্য মহাবাহুর্মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় চাসকৃৎ ॥১৮
রথানাং তু সহস্রাণি নাগানামযুতানি চ ।
দশ চাশ্বসহস্রাণি একৈকস্য ধনং দদৌ ॥১৯
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ ।
যে পুরে প্রেষয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ ॥২০
অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা ।
দূতান্ সম্প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হইয়াছে, অতএব ইহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কার্য্য কর ; কদাচ ইহাদের অপ্রিয়কার্য্য করিও না ।১০

বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র প্রজাগণকে উত্থাপিত করত সকলকে বলিলেন,—আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব ? ১১

তখন সমস্ত প্রজাগণ রামচন্দ্রকে বলিল,—হে রাম ! আপনি যেখানে গমন করিবেন, আমরাও সেখানে আপনার অনুগমন করিব ।১২

হে কাকুৎস্থ ! যদি পুরবাসীদিগের প্রতি আপনার প্রীতি ও অত্যন্ত স্নেহ থাকে, তবে আমরা ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত আপনার অনুগামী হইয়া সৎপথে গমন করিব ।১৩

হে ঈশ্বর ! যদি আমরা আপনার পরিত্যাজ্য না হই, তবে আপনি তপোবন, দুর্গ, নদী অথবা সাগর প্রভৃতির মধ্যে যেস্থানে গমন করিবেন, আমাদের সকলকেই সেইস্থানে লইয়া চলুন ।১৪

হে মহারাজ ! আপনার অনুগমনই অর্থাৎ আপনার সহিত গমন করিতে অনুমতি দানই আমাদের উপর আপনার মহতী কৃপা ও পরম বর। আপনার সহিত যাইতে পারিলেই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব ।১৫

রামচন্দ্র পৌরগণের তাদৃশ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করত সেই দিবসেই মহাত্মা কুশ-লবের মধ্যে বীর কুশকে দক্ষিণ কোশল রাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাপুরে অভিষিক্ত সেই কুমারযুগলকে ক্রোড়ে বসাইয়া আলিঙ্গন করত বারংবার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন ।১৬-১৮

তারপর তাঁহাদের প্রত্যেককে সহস্র রথ, দশ হাজার হস্তী ও এক লক্ষ অশ্ব প্রদান করিলেন ।১৯

দুই ভ্রাতা কুশ ও লবকে বহু ধন এবং বহু রত্ন প্রদান করত হৃষ্টপুষ্ট জনগণের সহিত নিজ নিজ পুরে প্রেরণ করিলেন ।২০

এইরূপে রঘুনন্দন রাম বীরবর কুমারযুগলকে অভিষিক্ত ও নিজ নিজ পুরে পাঠাইয়া মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃভিঃ সুগ্রীবাদিবানরৈর্ভল্লুকৈশ্চ সহ শ্রীরামস্য পরমধামগমনে নিশ্চয়ঃ, মৈন্দ-দ্বিবিদ-বিভীষণ-জাম্ববদ্ধনুমদ্ভ্যঃ পৃথিব্যাং স্থাতুমাদেশদানঞ্চ ।]

তে দূতা রামবাক্যেন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ ।
প্রজগ্মুর্মধুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসং ন চাধ্বনি ॥১
ততস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ সম্প্রাপ্য মধুরামথ ।
শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যুঃ সর্ব্বমেব তৎ ॥২
লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ।
পুত্রয়োরভিষেকঞ্চ পৌরানুগমনং তথা ॥৩
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্ব্বতরোধসি ।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা ॥৪
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ ।
অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা ॥৫
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কুতবন্তৌ মহারথৌ ।
এবং সর্ব্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥৬
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্তব রাজেতি চাব্রুবন্ ।
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ॥৭
প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধসম্ ।
তেষাং সর্ব্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ ॥৮
আত্মনশ্চ বিপর্য্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চদ্বরাধিপঃ ॥৯
সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্ ।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাথুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ ॥
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥১০
সুবাহুং মধুরায়াঞ্চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্ ।
যযৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥১১

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[ভ্রাতৃবৃন্দ, সুগ্রীবাদি বানর ও ভল্লুকগণের সহিত শ্রীরামের পরমধামগমনে নিশ্চয় এবং বিভীষণ, হনুমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে আদেশদান ।]

রামচন্দ্রের আদেশবাক্যে প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী দূতগণ পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম না করিয়াই সত্বর মথুরাভিমুখে গমন করিল ।১

তারপর তাহারা তিন দিন ও তিন রাত্রির মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নসমীপে যথাযথ সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল ।২

তাহারা শত্রুঘ্নের নিকটে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, শ্রীরামের দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও পৌরগণের অনুগমনের বিষয় নিবেদন করিল। আরও বলিল,—বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্র বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট কুশের জন্য 'কুশাবতী' নামে এক রমণীয়া নগরী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ।৩-৪

সেইরূপ লবের জন্য যে রমণীয়া পুরী স্থাপনা করিয়াছেন—তাহার নাম 'শ্রাবস্তী'। রাজন্! এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র ও ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, অতএব আপনি সত্বর হউন। দূতগণ অতি শীঘ্র মহাত্মা শত্রুঘ্নকে এই সমস্ত নিবেদন করিয়া বিরত হইল। দূতগণের মুখে তাদৃশ নিদারুণ কুলক্ষয়ের কথা শ্রবণ করত রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও কাঞ্চনসংজ্ঞক পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন ।৫-৮

ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার ভাবী দেহত্যাগের কথাও বলিলেন। অনন্তর বীর নরপতি শত্রুঘ্ন স্বীয় পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ।৯

পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সুবাহু মধুরা (মথুরা) এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজ্যলাভ করিলেন। তারপর রাজা শত্রুঘ্ন

স দদর্শ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।
সূক্ষ্মকৌমাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্ধমক্ষয়ৈঃ ॥১২

সোঽভিবাদ্য ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ ।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥১৩

কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন ।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥১৪

ন চাদ্যদণ্ড বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্ ।
বিহন্যমানমিচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ ॥১৫

তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ।
বাঢ়মিত্যেব শত্রুঘ্নং রামো বাক্যমুবাচ হ ॥১৬

তস্য বাক্যস্য বাক্যান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ ।
ঋক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ ॥১৭

সুগ্রীবং তে পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং স্থিতম্ ॥১৮

দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্ব্বাণাং সুতাস্তথা ।
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥১৯

তে রামমভিবাদ্যোচুঃ সর্ব্বে বানর-রাক্ষসাঃ ।
তবানুগমনে রাজন্ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সমাগতাঃ ॥২০

যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষোত্তম ।
যমদণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ ॥২১

এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ ।
প্রণম্য বিধিবদ্ বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ ॥২২

মথুরারাজ্যের সেনাসকল দুইভাগে বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন। এইরূপে বিভাজনযোগ্য ধন সকলও ভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দান করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে স্থাপিত করিলেন ।১০

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মথুরাতে ও শত্রুঘাতীকে বিদিশা রাজ্যে স্থাপিত করত কেবল একমাত্র রথে করিয়াই অযোধ্যায় গমন করিলেন ।১১

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া জাজ্বল্যমান অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত ও সূক্ষ্ম কৌমবস্ত্রধারী মহাত্মা রামচন্দ্রকে অবিনাশী মুনিগণের মধ্যে বিরাজমান দর্শন করিলেন ।১২

অনন্তর শত্রুঘ্ন নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মজ্ঞ রামকে অভিবাদন করিলেন এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মকে চিন্তাকরত তাঁহাকে বলিলেন ।১৩

হে রঘুনন্দন! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি; হে রাজন্! সম্প্রতি আমিও আপনার সহিত গমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি জানিবেন ।১৪

হে বীর! আজ আমার এই ইচ্ছার বিপরীত আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, তাহা হইলে ইহা হইতে আর অধিক দণ্ড আমার হইবে না। আমি ইহা চাহি না যে, আমার ন্যায় সেবক দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘিত হউক ।১৫

শত্রুঘ্নের এই বীরোচিত অধ্যবসায় জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—তাহাই হউক। তাঁহার ঐ উক্তি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক কামরূপী বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসসমূদায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ।১৬-১৭

স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে অগ্রে করিয়া তাহারা সকলে সেই স্থানে সমাগত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবপুত্র, কেহ ঋষিকুমার এবং কেহবা গন্ধর্বগণের তনয় ছিল। তাহারা রামচন্দ্রের দেহত্যাগের বিষয় জানিতে পারিয়া সকলে সমবেত হইল ।১৮-১৯

তারপর ঐ বানর ও রাক্ষসগণ সকলে রামকে প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমরা আপনার অনুগমন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি ।২০

হে পুরুষোত্তম! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিব,—আপনি যমদণ্ড উদ্যত করত আমাদিগকে বধ করিয়াছেন ।২১

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥২৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো রময়তাং বরঃ।
বানরেন্দ্রমথোবাচ মৈত্রং তস্যানুচিন্তয়ন্ ॥২৪
সখে শৃণুষ্ব সুগ্রীব ন ত্বয়াহং বিনাকৃতঃ।
গচ্ছেয়ং দেবলোকং বা পরমং বা পদং মহৎ ॥২৫
ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢ়মিত্যব্রবীৎ স্বয়ম্।
বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলঃ ॥২৬
যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ।
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য্য লঙ্কায়াঃ স্বং ধরিষ্যসি ॥২৭
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবৎ রাজ্যং তবাস্ত্বিহ ॥২৮
শাসিতশ্চ ময়িত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্।
প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি ॥২৯
কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল।
আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকু-কুলদৈবতম্ ॥৩০
আরাধনীয়মনিশং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ ॥৩১
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্।
তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥৩২
জীবিতে কৃতবুদ্ধিত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
মৎকথাঃ প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বরঃ ॥৩৩
তাবদ্ রময় সুপ্রীতো মদ্বাক্যমনুপালয়ন্।
এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৩৪

সেই সময়ের মধ্যে মহাবল সুগ্রীব বীরবর রামচন্দ্রকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া এই অভিপ্রায় জানাইতে উদ্যত হইল।২২

হে নরনাথ! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি। আমাকে আপনার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।২৩

অস্ত্রের মর্ম আকর্ষণকারীদিগের শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁহার ঐ বাক্য শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীবের মিত্রতা বিষয় চিন্তা করত তাহাকে বলিলেন।২৪

সখে সুগ্রীব! আমার কথা শোন। আমি তোমাকে না লইয়া দেবলোক এবং পরমপদপরম ধামেও যাইব না।২৫

পূর্বোক্ত বানর ও রাক্ষসগণের সেই কথা শুনিয়া মহাবলশালী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। তারপর রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বলিলেন।২৬

মহাবল রাক্ষসরাজ বিভীষণ! যে পর্য্যন্ত জীবগণ প্রাণধারণ করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি দেহ ধারণ করিয়া লঙ্কায় অবস্থান করিবে।২৭

হে বীর! যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী এবং লোকমধ্যে রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, তাবৎকাল এই পৃথিবীতে তোমার রাজ্য থাকিবে।২৮

রাক্ষসেশ্বর! বন্ধুত্ববশতঃই তোমাকে এরূপ আদেশ করিলাম, অতএব তুমি আমার এই আদেশ পালন এবং ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। আমার আদেশের বিপরীত উত্তর করিও না।২৯

হে মহাবল রাক্ষসেন্দ্র! তোমাকে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রবণ কর,—ইন্দ্রাদি দেবগণেরও সদা আরাধ্য ইক্ষ্বাকুগণের সেই কুলদেবতা জগন্নাথকে আরাধনা কর। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের রাজা বিভীষণ "রামচন্দ্রের আদেশ" এই চিন্তা করত "তাহাই হউক" বলিয়া রামবাক্য স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমানকে বলিলেন।৩০-৩২

তুমি দীর্ঘজীবন বিষয়ে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার অন্যথা করিও না। হে কপীশ্বর! যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তুমি হৃষ্টান্তঃকরণে আমার আদেশ পালন করিয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ কর। মহাত্মা রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত হনুমান্ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কথা প্রচারিত

বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ।
যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী ॥৩৫
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্।
জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা ॥৩৬
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিধং চৈব পনস জাম্ববতা সহ।
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্ব্বদা ॥৩৭

তানেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষ-বানরান্।
উবাচ বাচং গচ্ছধ্বং ময়া সার্ধং যথোদিতম্ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

থাকিবে, তাবৎকাল আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিব। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র বৃদ্ধ জাম্ববান্‌কেও সেই কথা বলিয়া মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত কলিকাল উপস্থিত না হয়, ততদিন জাম্ববানের সহিত তোমরা পাঁচজন (জাম্ববান্, বিভীষণ, হনুমান, মৈন্দ ও দ্বিবিদ) পৃথিবীতে জীবিত থাক (অবস্থান কর)। (ইঁহাদের মধ্যে হনুমান্ ও বিভীষণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন। কেবল জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদ দ্বাপরের শেষে কলিকালের আগমন সময়ে কৃষ্ণকর্তৃক নিহত (জাম্ববান্ কৃষ্ণ দ্বারা নিহত হইয়াছিল।) ও স্বয়ংই মৃত হইয়াছিল) ।৩৩-৩৭

রামচন্দ্র বিভীষণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া অবশিষ্ট ঋক্ষ ও বানরগণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তোমরা নিজ কথানুসারে আমার সহিত গমন কর ।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[পরমধামগমনায় বহির্গতেন শ্রীরামেণ সহ সর্ব্বেষামযোধ্যাবাসিনাং প্রস্থানম্।]

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ ॥১
অগ্নিহোত্রং ব্রজন্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ।
বাজপেয়াতপত্রঞ্চ শোভমানং মহাপথে ॥২

ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্ব্বং নিরবশেষতঃ।
চকার বিধিবদ্ ধর্ম্মং মাহাপ্রস্থানিকং বিধিম্ ॥৩
ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্তয়ন্ পথম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ ॥৪

নবাধিকশততম সর্গ

[পরমধামে গমনের জন্য বহির্গত শ্রীরামের সহিত সমস্ত অযোধ্যাবাসিগণের প্রস্থান।]

রাত্রিশেষে যখন প্রভাত হইল, তখন বিশালবক্ষা মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন ।১

আমার অগ্নিহোত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণগণের সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করুন। মহাপ্রস্থানের পথে এই যাত্রায় সময় আমার বাজপেয়যজ্ঞের সুন্দর ছত্রও আমার অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হউক ।২

তাঁহার এইরূপ বলার পর তেজস্বী বশিষ্ঠমুনি মহাপ্রস্থানের অন্যান্য উপযুক্ত ক্রিয়াসকল বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিলেন ।৩

অনন্তর সূক্ষ্মবস্ত্রধারী রামচন্দ্র দুই হস্তে কুশ লইয়া

অব্যাহরন্ ক্বচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি।
নির্জ্জগাম গৃহাৎ তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংশুমান্ ॥৫
রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সম্পত্মা শ্রীরুপাশ্রিতা।
সব্যেঽপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥৬
শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়ুধমুত্তমম্।
তথায়ুধাশ্চ তে সর্ব্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ ॥৭
বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্ব্বরক্ষিণী।
ওঙ্কারোঽথ বষট্কারঃ সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব মহীশ্বরাঃ।
অন্বগচ্ছন্ মহাত্মানং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥৯
তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হৃষ্টঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সবৃদ্ধ-বাল-দাসীকাঃ সবর্ষবরকিঙ্করাঃ ॥১০

সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
রামং গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুব্রতাঃ ॥১১
তে চ সর্ব্বে মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুর্মহামতিম্ ॥১২
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্র-পশু-বান্ধবাঃ।
সর্ব্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ ॥১৩
ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥১৪
ততঃ সস্ত্রীপুমাংসস্তে সপক্ষি-পশু-বান্ধবাঃ।
রাঘবস্যানুগাঃ সর্ব্বে হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ ॥১৫
স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ বানরাঃ।
দৃঢ়ং কিলকিলাশব্দৈঃ সর্ব্বং রামমনুব্রতন্ ॥১৬

পরব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সরযূ অভিমুখে গমন করিলেন ।৪

সেই সময় তিনি বেদপাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিলেন না। চলা ছাড়া তিনি অন্য কোন দ্বিতীয় চেষ্টাও করিলেন না এবং তিনি (সমস্ত লৌকিক সুখ পরিত্যাগ করত) দেদীপ্যমান্ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ।৫

তৎকালে পদ্মাবতী (পদ্মহস্তা) লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্ব ও পৃথিবী দেবী বামপার্শ্ব আশ্রয় করিলেন এবং ব্যবসায় (সংহার)-শক্তি তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ।৬

নানাবিধ শর, সুবৃহৎ উত্তম ধনু ও অপর অস্ত্রসকল পুরুষমূর্ত্তি ধারণপূর্বক তাঁহার অনুগামী হইল ।৭

চারি বেদ ব্রাহ্মণ বেশধারণ করত তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্বরক্ষণসমর্থা গায়ত্রী এবং প্রণব ও বষট্কার ভক্তিভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ।৮

তৎকালে মহাত্মা মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই উন্মুক্ত ব্রহ্মলোকের দ্বারস্বরূপ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন ।৯

অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ বৃদ্ধ, বালক, দাসী এবং অন্তঃপুরচর নপুংসক কিঙ্করগণের সহিত সরযূতীর অভিমুখে গত রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইল ।১০

ভরত ভক্তিভরে অগ্নিহোত্র রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়া তাঁহাকেই আপনার একমাত্র গতি জানিয়া শত্রুঘ্নও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ।১১

সমাগত মহাত্মাগণ এবং ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রের অগ্নি, কলত্র ও পুত্রগণের সহিত পরম বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন ।১২

মন্ত্রি ও ভৃত্যবর্গ নিজ নিজ পুত্র, বান্ধব, পশু ও অনুচরবর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।১৩

রামের গুণে অনুরক্ত হৃষ্টপুষ্ট-জনপূর্ণ নিষ্পাপ প্রজাবর্গ সপরিবারে পশু, পক্ষী ও বান্ধবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে মহাপ্রস্থানগামী রামচন্দ্রের অনুগমন করিল ।১৪-১৫

হৃষ্টপুষ্ট রামভক্ত বানরগণ স্নান করত সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কিলকিল শব্দ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল ।১৬

ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ।
হৃষ্টং সমুদিতং সর্ব্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্ ॥১৭
দ্রষ্টুকামোঽথ নির্য্যান্তং রামং জানপদো জনঃ।
যঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি দৃষ্ট্বৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ ॥১৮
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।
আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥১৯
যানি ভূতানি নগরেঽপ্যন্তর্ধানগতানি চ।
রাঘবং তান্যনুযযুঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্ ॥২০

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্ব্বাণি রামগমনে অনুজগ্মুর্হি তান্যপি ॥২১
নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে।
তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

তৎকালে কেহই লজ্জিত, দুঃখিত বা দীনভাবাপন্ন হয় নাই। পরন্তু সকলেই একত্র হইয়া হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হওয়ায় তাঁহাদিগকে তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল।১৭

যে সকল জনপদবাসী মহাপ্রয়াণোন্মুখ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও স্বর্গে গমন করিবার জন্য তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।১৮

এইরূপে ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ একাগ্রচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল।১৯

অযোধ্যানগরীমধ্যে ভূত-প্রেতাদিতে যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারাও স্বর্গগমনোদ্যত রাঘবের অনুগামী হইল।২০

অধিক কি, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা রামচন্দ্রকে গমন করিতে দেখিল, তাহারা সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল।২১

তৎকালে অযোধ্যায় শ্বাসগ্রহণকারী কোন ক্ষুদ্র প্রাণীও রহিয়াছে,—ইহা দেখা গেল না। সেই সময়ে যাহারা পশু-পক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনি জাত ছিল, তাহারাও ভক্তির সহিত শ্রীরামের অনুগমন করিল।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃভিঃ সহ শ্রীরামস্য বিষ্ণুরূপে প্রবেশঃ, আগতানাং সর্বেষাং প্রাণিনাং সন্তানকলোকলাভশ্চ।]

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥১
তাং নদীমাকুলাবর্তাং সর্ব্বত্রানুসরন্ নৃপঃ।
আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ ॥২
অথ তস্মিন্ মুহূর্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৩
আযযৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ।
বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ ॥৪
দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।
স্বয়ম্প্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥৫
পুণ্যা বাতা ববুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ।
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দৈবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ ॥৬

তস্মিংস্তূর্য্যশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঙ্কুলে।
সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে ॥৭
ততঃ পিতামহো বাণীং স্বস্তরিক্ষাদভাষত।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥৮
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাদ্যৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্।
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্ ॥৯
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যস্বাকাশং সনাতনম্।
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে ॥১০
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্ব্বপরিগ্রহাম্।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥১১

দপ্তাধিকশততম সর্গ

[ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামের বিষ্ণুরূপে প্রবেশ এবং আগত সকলজীবেরই সন্তানকলোক প্রাপ্তি।]

অযোধ্যা হইতে সার্দ্ধেকযোজন (দেড় যোজন পথ) গমন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিতা পুণ্যসলিলা সরযূ নদীকে দর্শন করিলেন।১

সরযূর তখন সর্বত্র ঘূর্ণী উঠিতেছিল। সেখানে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া রঘুনন্দন রাজা রাম প্রজাগণের সহিত এক উত্তম স্থানে আসিলেন।২

তারপর সেই মুহূর্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা শতকোটি দিব্য বিমানে পরিবৃত হইয়া ঋষি ও দেবগণের সহিত যেখানে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র স্বর্গগমনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, সেই স্থানে আসিলেন।৩-৪

তখন নির্ম্মল গগনমণ্ডল স্বয়ম্প্রভ পুণ্যকীর্তি স্বর্গবাসীদিগের দিব্য তেজে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।৫

সুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল এবং দেবগণ রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শত শত তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দ্বারা পরিপূর্ণ সরযূ সলিলে পাদক্ষেপ করিলেন।৬-৭

তখন অন্তরীক্ষ হইতে পিতামহ বলিলেন,—হে রাঘব! হে বিষ্ণো! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই স্বধামে যাইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।৮

হে মহাবাহো! ভ্রাতৃগণের সহিত স্বীয় সনাতন দেহে প্রবেশ করুন, অথবা যে শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই গ্রহণ করুন।৯

অতএব হে মহাতেজাঃ! আপনার সেই বৈষ্ণবী তনু এবং সনাতন আকাশময় অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ—এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহাতেই বিরাজ করুন। হে দেব! আপনি সকল লোকের একমাত্র আশ্রয়। আপনার পুরাতন পত্নী বিশাললোচনা (সর্ববিষয়-দর্শিনী) যোগমায়া (আহ্লাদিনী শক্তি) ভিন্ন অপর

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥১২
ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ।
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥১৩
যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যাঃ।
সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাশ্চ দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥১৪
সর্ব্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্।
সাধুসাধ্বিতি তৈর্দেবৈর্দ্দিবং গতকল্মষম্ ॥১৫
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত ॥১৬
ইমে হি সর্ব্বে স্নেহাত্মামনুযাতা যশস্বিনঃ।
ভক্তা হি ভক্তিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে ॥১৭

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।
লোকান্ সন্তানকান্ নাম গাস্যন্তীমে সমাগতাঃ ॥১৮
যচ্চ তির্য্যগ্‌গতং কিঞ্চিৎ ত্বামেবমনুচিন্তয়ৎ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি ॥১৯
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে।
বানরাশ্চ ঋক্ষাঃ যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ ॥২০
যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে সুরেভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ।
তেষু প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥২১
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং স্বান্ পিতৄন্ প্রতিপেদিরে।
তথা ব্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ ॥২২
ভেজিরে সরযূং সর্ব্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ।
অবগাহ্যাপ্সু যে যে বৈ প্রাণাংস্ত্যক্তু প্রহৃষ্টবৎ ॥২৩

কেহই আপনাকে যথার্থরূপে জানে না; কারণ, আপনি অচিন্ত্য, অবিনাশী ও জরা আদি অবস্থাশূন্য পরব্রহ্ম। অতএব হে মহাতেজস্বী রাঘবেন্দ্র! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, সেই স্বরূপেই প্রবেশ করুন (প্রতিষ্ঠিত হউন)।১০-১১

পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে মহামতি রামচন্দ্র কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করত অনুজগণের সহিত সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন।১২

অনন্তর অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদ্‌গণ সেই বিষ্ণুর স্বরূপে স্থিত দেবকে পূজা করিতে লাগিলেন।১৩

দিব্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর গুণগান করিতে লাগিলেন।১৪

সেই দেবগণ সাধু ধ্বনি করিতে করিতে বলিলেন—(আপনার পদার্পণে) সমস্ত স্বর্গধাম হৃষ্ট, পুলোকিত ও নিষ্পাপ হইল। তৎপরে মহাতেজস্বী বিষ্ণু পিতামহকে বলিলেন,—হে সুব্রত! এই জনসমূহকে উত্তমলোক প্রদান কর।১৫-১৬

ইহারা সকলেই যশস্বী এবং আমার ভক্ত, স্নেহবশতঃ আমার জন্য দেবত্যাগ করিয়া আমার অনুগামী হইয়াছে, অতএব ইহারা সকলেই সর্বদা আমার অনুগ্রহের পাত্র।১৭

বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্‌গুরু প্রভু ব্রহ্মা বলিলেন,—(ভগবন্!) এই সমাগত প্রাণিগণ সন্তানক-লোকে গমন করিবে।১৮

হে বিষ্ণো! পশুপক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিজাত কোন জীবও যদি ভক্তি সহকারে আপনাকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ প্রাণিগণও ব্রহ্মলোকসমীপে স্থিত ও ব্রহ্মার সত্য-সঙ্কল্পাদি উত্তম গুণসমূহে যুক্ত সন্তানকনামক লোকে বসতি লাভ করিবে। যে বানর ও ভল্লুকগণ যে যে দেবতা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা তাহাতেই প্রবিষ্ট হইল। সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। এইরূপ অন্য বানরগণও সমস্ত দেবগণকে দেখিতে দেখিতে নিজ নিজ পিতার স্বরূপ লাভ করিল। দেবেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তখন সরযূর গোপ্রতার ঘাটে আগত লোকসমূহ আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে সরযূতে অবগাহিত হইল।১৯-২২

তৎকালে সমাগত প্রাণীগণের মধ্যে যাহারা

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোঽধ্যরোহত।
তির্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ শতানি সরযূজলম্ ॥২৪
সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জন্তুঃ প্রভাস্বরবপুঃদি তু।
দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্ ॥২৫
গত্বা তু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণি চ।
প্রাপ্য তত্তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্ ॥২৬

তস্মিন্ দেহপি সমাপন্নাঃ ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ।
তেঽপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্ নিক্ষিপ্য চাম্ভসি ॥২৭
ততঃ সমাগতান্ সর্ব্বান্ স্নাপ্য লোকগুরুর্দিবি।
হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জ্জগাম ত্রিদিবং মহৎ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

সরযূজলে স্নান করত প্রাণত্যাগ করিল, তাহারা সকলেই মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। পশুপক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিগত শত শত প্রাণী সরযূজলে অবগাহন করিয়া তেজস্বী দেহ ধারণকরত দিব্যলোকে গমন করিল এবং তথায় নিজ দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।২৩-২৫

তখাকার স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তৎকালে সেই সরযূজলে প্রবেশ করিয়া তাহার জলে নিজ নিজ শরীর ক্লিন্ন করত দেবলোকে গমন করিল।২৬

অধিক কি, ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসাদি যে সকল প্রাণী সেই সময় আসিয়াছিল, তাহারা সকলে সরযূজলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।২৭

তারপর জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা সমাগত সকল প্রাণীকে স্বর্গে স্নান প্রদান করত হৃষ্ট ও প্রমোদিত দেবগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামায়ণকাব্যস্যোপসংহারঃ, তস্য মহিমা চ।]

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।
রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥৩
ইদমখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।
রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ ॥৪

একাদশাধিকশততম সর্গ

[রামায়ণ কাব্যের উপসংহার ও তাহার মহিমা।]

(কুশ ও লব বলিলেন,—) মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত উত্তরকাণ্ডসমন্বিত এই অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান রামায়ণ-ধামে বিখ্যাত। ব্রহ্মা এই রামায়ণের অতিশয় আদর করেন।১

এইরূপে ভগবান্ রাম পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণুরূপে পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনিই চরাচরপ্রাণীর সহিত সমস্ত ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন।২

স্বর্গধামে দেবগণ গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে নিত্য এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া থাকেন।৩

এই রামায়ণনামক উপাখ্যান আয়ু বর্দ্ধন ও সৌভাগ্য প্রদান করে এবং বেদের ন্যায় লোকের

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥৫
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥৬
বাচকায় চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুহিরণ্যকম্ ।
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৭
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ ।
সপুত্রপৌত্রো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য চেহ মহীয়তে ॥৮
রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ ।
সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্ নাবসীদতি ॥৯
অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্ ।
ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি ॥১০
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষ্যং সহোত্তরম্ ।
কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ ব্রহ্মাপ্যনুমন্যত ॥১১
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ।
লভতে শ্রবণাদেব সর্গস্যৈকস্য মানবঃ ॥১২
প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি ॥১৩
গতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্ ।
হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি ॥১৪
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সদৃশাবুভৌ ।
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তঃ শৃণুতে রাঘবীং কথাম্ ॥১৫
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।
আদিকাব্যমিদং স্বার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১৬
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং তনুম্ ।
পুত্রদারাংশ্চ বর্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা ॥১৭
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ ।
গাথাস্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুত্তমম্ ॥১৮

পাপনাশ করে, অতএব পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে ইহা শ্রবণ করাইবেন ।৪

ইহা পাঠ করিলে, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিবে এবং যে (প্রতিদিন) ইহার এক পাদমাত্রও পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।৫

যে ব্যক্তি প্রতিদিন বহু পাপকর্ম করিয়া থাকে, সেও যদি ইহার একটি মাত্র শ্লোক পাঠ করে, তবে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।৬

রামায়ণ পাঠককে বস্ত্র, হিরণ্য ও ধেনু দান করা কর্তব্য, কারণ, পাঠক পরিতুষ্ট হইলে দেবগণও সন্তুষ্ট হন ।৭

মনুষ্য এই আয়ুর্বর্দ্ধক রামায়ণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, ইহলোক এবং পরলোকে পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখলাভ করে ।৮

যে প্রত্যহ একাগ্রচিত্তে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নকালে এই রামায়ণ পাঠ করে, সে কখনও অবসন্ন হইবে না অর্থাৎ দুঃখলাভ করিবে না ।৯

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রমণীয় অযোধ্যাপুরী বহুবর্ষকাল শূন্য থাকিয়া ঋষভ রাজার রাজত্বকালে পুনর্বার তাহাতে বসতি স্থাপিত হইবে ।১০

প্রচেতানন্দন বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তির পর ভবিষ্যদ্ঘটনা ও উত্তরকাণ্ডের সহিত এই আয়ুর্বর্দ্ধক উপাখ্যান রচনা করেন। পরে ব্রহ্মা ইহা অনুমোদন করেন। এই কাব্যের এক সর্গ শ্রবণ করামাত্র মানুষ একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দশহাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে ।১১-১২

যিনি এই রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি পবিত্র নদী, নৈমিষারণ্যাদি বন এবং কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যক্ষেত্র সমূহে যাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। যিনি সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে একভার সুবর্ণ দান করেন এবং যিনি প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করেন, ইহারা উভয়েই সমান পুণ্যভাগী। যে ব্যক্তি উত্তম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীরঘুনাথের কথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি পূর্বকালে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য এই

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং চরিতং রাঘবস্য হ।
ভক্ত্যা নিষ্কল্মষো ভূত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥১৯
চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি।
শ্রাবয়েদিদমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ॥২০
যস্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ।
সোঽহরুক্ষয়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥২১
পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥২২

চতুর্ব্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু।
তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা ॥২৩
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা;
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥২৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্দ্ধতাম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামায়ণ সদা ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সারূপ্যলাভ করেন। ইহার শ্রবণে স্ত্রী-পুত্র-প্রাপ্তি এবং ধন ও সন্ততির বৃদ্ধি হয়। ইহা পূর্ণতঃ সত্য—এই বুঝিয়া মনকে বশীভূত করত তাহা শ্রবণ করিবে। এই পরম উত্তম কাব্য গায়ত্রী স্বরূপ ।১৩-১৮

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিভাবে শ্রীরঘুনাথের এই চরিত্র পাঠ করিবেন কিংবা শ্রবণ করিবেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবেন ।১৯

যাহার কল্যাণলাভের ইচ্ছা আছে, তাহার নিত্য শ্রীরামের চিন্তা করা উচিত। প্রতিদিন এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে ।২০

যে ব্যক্তি শ্রীরঘুনাথের এই চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনি প্রাণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন—ইহাতে সংশয় নাই ।২১

শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহও শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করেন—সংশয় নাই ।২২

শ্রীরঘুনন্দনের এই চরিত্র সদা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চারি পুরুষার্থপ্রদানকারী। সেইজন্য প্রতিদিন যত্নের সহিত নিরন্তর এই উত্তম কাব্য শ্রবণ করা উচিত ।২৩

যে ব্যক্তি রামায়ণকাব্যের শ্লোকের এক চরণ বা একপাদ ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মধামে গমন করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক সম্মানিত হন ।২৪

এইরূপে এই পুরাতন আখ্যান সকলে বিশ্বাসের সহিত পাঠ করুন। আপনাদের কল্যাণ হউক। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শক্তির জয় হউক ।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসোঙ্কারনাথ-পাদপঙ্কেরুহমধুপায়ি-
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং
উত্তরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।
শ্রীমদ্বাল্মীকীয়রামায়ণং সম্পূর্ণম্ ॥

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)*

[রাবণস্য অশ্মনগরগমনম্, তত্র বালিনা সহ আলাপশ্চ ।]

ততোঽশ্মনগরং ভূয়ো বিচেরুর্মুক্তদুর্মদাঃ ।
যত্রাপশ্যদ্দশগ্রীবো গৃহং পরমভাস্বরম্ ॥১
বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।
সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥২
বহুস্ফটিকসোপানং কিঙ্কিনীজালসংবৃতম্ ।
বহ্বাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা গৃহবরং রম্যং দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
কস্যেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসন্নিভম্ ॥৪
গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীহ্য ভবনোত্তমম্ ।
এবমুক্তঃ প্রহস্তস্তু প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥৫
স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দ্বারং পুনঃ কক্ষ্যান্তরে যযৌ ।
সপ্তকক্ষ্যান্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥৬
ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ ।
শ্রুত্বা স তু মহাহাসমূর্দ্ধ্বরোমাভবত্তদা ॥৭
জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালীবিমোহিতঃ ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ স্থিতঃ ॥৮
তথা দৃষ্ট্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ ।
বিনির্গম্যাব্রবীৎ সর্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥৯
অথ রাম দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ ।
প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ বেশ্মাথ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥১০
বদ্ধমৌলির্বপুষ্মাংশ্চ পুরুষোঽস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বো ভয়ানকঃ ॥১১
রক্তাক্ষশ্চারুদশনো বিম্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ ।
মহাভীষণনাসশ্চ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥১২
রূঢ়শ্মশ্রুনিগূঢ়াস্যির্দংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ ।
গৃহীত্বা লোহমুষলং দ্বারং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥১৩
অথ সন্দর্শনাত্তস্য ঊর্দ্ধরোমা বভূব সঃ ।
হৃদয়ং কম্পতে চাস্য বেপথুশ্চাপ্যজায়ত ॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১)

[অশ্মনগরে রাবণের গমন এবং সেখানে বলির সহিত আলাপ ।]

অনন্তর মুক্তদুর্মদ রাক্ষসগণ পুনর্বার অশ্মনগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দশানন সেখানে বাসব-ভবনের ন্যায় রমণীয় পরম ভাস্বর এক গৃহ দর্শন করিল। ঐ ভবনের সমস্ত তোরণ বৈদূর্য্যমণিদ্বারা বিরচিত, সোপানশ্রেণী—হীরক ও স্ফটিক প্রস্তরে গঠিত এবং স্তম্ভসমূহ স্বর্ণময় কিঙ্কিণীজালে সমাবৃত। সেই ভবনের চতুর্দিক বহুতর আসনযুক্ত বেদিকা দ্বারা এবং মুক্তামালায় বিভূষিত রহিয়াছে। প্রতাপবান্ দশানন সেই রম্য উত্তম গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—মেরু ও মন্দরসদৃশ এই রমণীয় ভবন কাহার ? ১-৪ প্রহস্ত। তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া উত্তম ভবনের বিষয় অবগত হও। রাবণের বাক্যে প্রহস্ত ঐ উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।৫

সে সেই গৃহের দ্বার শূন্য দেখিয়া পুনর্বার কক্ষ্যান্তরে যাইল; ক্রমে সপ্ত কক্ষ্যার মধ্যে গমন করিয়া জ্বালা (তেজঃপুঞ্জ) দর্শনপূর্বক তাহার মধ্যে এক পুরুষকে দেখিল। সেই পুরুষ হৃষ্ট হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; তৎকালে প্রহস্ত তাদৃশ উচ্চ হাস্য শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইল।৬-৭ সেই জ্বালামধ্যে অবস্থিত বিমোহিত স্বর্ণমাল্যধারী পুরুষ আদিত্যের ন্যায় দুর্দর্শনীয় হইয়া সাক্ষাৎ যমসদৃশ অবস্থিত রহিয়াছেন।৮ নিশাচর প্রহস্ত সেইরূপ দর্শন করত সত্বর নির্গত হইয়া রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।৯ রাম! তৎপরে খণ্ডকজ্জলরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দশানন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল।১০

ইত্যবসরে জ্বলন্ত জিহ্বা-সমন্বিত বদ্ধমস্তক দীর্ঘদেহী ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বার আবৃত করিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন।১১ যাঁহার নয়ন লোহিত, নাসা অতীব ভীষণ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুবৃত্ত, দন্ত সুচারু, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, হনু বিশাল, অস্থিসকল স্থূল ও সংহত; সেই জাতশ্মশ্রু চারুদর্শন রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লৌহময় মুষল গ্রহণপূর্বক দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি

---

* এই প্রক্ষিপ্ত সর্গগুলি উত্তরকাণ্ডের ২৩ সর্গের পর দেখা যায়।

নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি দৃষ্ট্বা রাম ব্যচিন্তয়ৎ।
অথ চিন্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোঽব্রবীৎ ॥১৫
কিং ত্বং চিন্তয়সে রক্ষো ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥১৬
এবমুক্ত্বা স তত্রস্থঃ পুনর্বচনমব্রবীৎ।
যোৎস্যসে বলিনা সার্দ্ধমথবা মন্যসে কথম্ ॥১৭
রাবণোঽভিহিতো ভূয় ঊর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত।
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্ব্রূহি বদতাং বর।
তেনৈব সার্দ্ধং যোৎস্যামি যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥১৯
স এনং পুনরপ্যাহ দানবেন্দ্রোঽত্র তিষ্ঠতি।
এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২০
বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥২১
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ।
প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরু-বিপ্রপ্রিয়ঃ সদা ॥২২
কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ।
দক্ষঃ সর্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥২৩
এষ গচ্ছতি বাত্যেষু জ্বলতে তপতে তথা।
দেবৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ পন্নগৈশ্চ পতত্রিভিঃ ॥২৪
ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি।
বলিনা যদি তে যোদ্ধুং রোচতে রাক্ষসেশ্বর ॥২৫
প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মে চিরম্।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥২৬
স বিলোক্যাথ লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥২৭
অথ সন্দর্শনাদেব বলিবৈ বিশ্বরূপবান্।
স গৃহীত্বা চ তত্রস্থঃ উৎসঙ্গে স্বাপ্য চাব্রবীৎ ॥২৮

করিতেছেন।১২-১৩ অনন্তর তাঁহার দর্শনে রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ ভয়ঙ্কর নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে সেই পুরুষই চিন্তাপরায়ণ রাবণকে বলিলেন।১৪-১৭

রাক্ষস! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? বিশ্বস্ত-মানসে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত কর। বীর! আমি তোমার যুদ্ধবাসনা মিটাইব।১৬ তিনি এইরূপ বলিয়া পুনর্বার সেই রাক্ষসকে বলিলেন,—তুমি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা অন্য কোনপ্রকার ইচ্ছা করিয়াছ?১৭ রাবণ এইরূপ অভিহিত হইয়া রোমাঞ্চিত হইল; পরিশেষে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক বলিতে লাগিল,—বাগ্মীদিগের শ্রেষ্ঠ! গৃহমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে? আপনি তাহা বলুন; আমি তাহারই সহিত সংগ্রাম করিব অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন।১৮-১৯

সেই পুরুষ পুনর্বার রাবণকে বলিলেন,—অতিশয় উদারস্বভাব, সত্যপরাক্রম বীর দানবপতি বলি এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এই বীর নানাবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত, বাল-সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পাশহস্ত যমতুল্য ভয়ঙ্কর ও সমরে অপরাঙ্মুখ। এই গুণসাগর বলবান্ বলি রাজা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সমস্ত জয় করায় দুর্জয় হইয়াছেন। ইনি গুরু ও বিপ্রের প্রিয়, সতত প্রিয়ংবদ এবং সমস্ত বস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করেন।২০-২২ সর্বগুণে বিভূষিত সৌম্যদর্শন সত্যবাদী মহাতেজস্বী বীর বলি,—স্বাধ্যায়-নিরত, কার্য্যে অতিশয় দক্ষ এবং কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি যখন হইয়া বায়ুর কার্য্য, জ্বলিত হইয়া অনলের কার্য্য এবং তাপ প্রদান করিয়া তপনের কার্য্য করিতেন। অধিক কি, ইনি—দেব, ভূত, সর্প ও পক্ষিগণের সহিত দমন করিতেন। যিনি ভয় কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তুমি সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা করিয়াছ? মহাবল রাক্ষসেশ্বর! যদি বলির সহিত সংগ্রাম করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তবে অবিলম্বে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ কর। দশানন ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলির নিকট প্রবেশ করিল।২৩-২৬

অনন্তর তথায় অবস্থিত আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অনলসদৃশ সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই বিশ্বরূপবান্

দশগ্রীব মহাবাহো কং তে কামং করোম্যহম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥২৯
এবমুক্তস্তু বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধত্বং বিষ্ণুনা পুরা ॥৩০
সোঽহং মোক্ষয়িতুং শক্তো বন্ধনাত্ত্বাং ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তে ততো হাস্যং বলির্মৈত্রমব্রবীৎ ॥৩১
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ।
য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারে তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥৩২
এতেন দানবেন্দ্রাশ্চ তথান্যে বলবত্তরাঃ।
বশং নীতা বলবতা পূর্বে পূর্বতরাশ্চ যে ॥৩৩
বদ্ধঃ সোঽহমনেনৈবং কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ।
ক এনং পুরুষো লোকে বঞ্চয়িষ্যতি মানবঃ ॥৩৪
সর্বভূতাপহর্তা বৈ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
কর্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥৩৫
ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
কলিশ্চৈবৈষ কালশ্চ সর্বভূতাপহারকঃ ॥৩৬
লোকত্রয়স্য সর্বস্য হর্তা স্রষ্টা তথৈব চ।
সংহরত্যেষ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥৩৭
পুনশ্চ সৃজতে সর্বাসনাদ্যন্তং মহেশ্বরঃ।
ইষ্টং চৈব হি দত্তঞ্চ হুতং চৈব নিশাচর ॥৩৮
সর্বমেব হি লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ।
নৈবং বিধং মহদ্ভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥৩৯
অহং ত্বং চৈব পৌলস্ত্য যে চান্যে পূর্ববত্তরাঃ।
নেতা হ্যেষাং মহদ্ভূতং পশুং রশনয়া যথা ॥৪০
বৃত্রো দনুঃ শুক্রঃ শম্ভুর্নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ।
কালনেমিশ্চ প্রাহ্লাদিঃ কূটো বৈরোচনো মৃদুঃ ॥৪১
যমলার্জুনৌ চ কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ।
এতে তপস্তি দ্যোতন্তি বাস্তি বর্ষন্তি চৈব হি ॥৪২

বলি দর্শনমাত্রেই সেই রাক্ষসকে গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক বলিলেন,—মহাবাহো দশানন! আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? রাক্ষসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা ব্যক্ত কর।২৭-২৯ তখন রাবণ বলিকে এইরূপ বলিল,—মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে বন্ধনদশা হইতে মোচন করিতে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। রাবণ এইরূপ বলিলে, বলি হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন।৩০-৩১

রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি,—শ্রবণ কর। এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্বতন যে সকল দানবেন্দ্র ও অপরাপর বলবত্তর ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্বক পূর্বে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাবণ! এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করিয়াছেন; ইনি কৃতান্তের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়, অতএব ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি ইহাকে বঞ্চনা করিবে।৩২-৩৪ যিনি আমার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, এই জগৎস্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরই প্রাণিগণের সংহর্তা, কর্তা এবং কারয়িতা। তুমিও ইহাকে অবগত নহ, আমিও অবগত নহি। এই প্রভু,—সর্বভূতের অপহারক কাল, কলি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ, ইনি সমস্ত লোকত্রয়ের সৃজন ও সংহার করেন এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবনিবহের সংহার করিয়া থাকেন। এই মহেশ্বর আদ্যন্তরহিত সমস্তই পুনর্বার সৃজন করেন। নিশাচর! এই লোকেশ দান, যজ্ঞ ও হুত এই সমস্তের বিধান এবং রক্ষা করেন—সংশয় নাই। এইপ্রকার মহাভূত ভুবনত্রয়ে বিদ্যমান নাই।৩৫-৩৯

পৌলস্ত্য! এই মহাপ্রাণী পাশ দ্বারা বদ্ধ পশুর ন্যায় সকলকে বদ্ধ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব পূর্ব দানবসকল, তুমি এবং আমি—সকলেরই নেতা। বৃত্র, দনু, শুক্র, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কূট, মৃদু, বৈরোচন, যমল, অর্জুন, কংস, মধু, কৈটভ—ইঁহারা সকলেই চন্দ্র, সূর্য, অনিল ও যাদবের আধিপত্য হরণ করিয়া স্বয়ংই বস্তু সকলকে প্রকাশিত, তাপিত, বহন ও বর্ষণ করিতেন।৪০-৪২ সকলেই শত যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, সকলেই সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান

সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বৈস্তপ্তং মহত্তপঃ।
সর্বে তে সুমহাত্মানঃ সর্বে বৈ যোগধর্মিণঃ ॥৪৩
সর্বৈরৈশ্বর্য্যমাসাদ্য ভুক্তং ভোগৈর্মহত্তরৈঃ।
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ প্রজাশ্চ পরিপালিতাঃ ॥৪৪
স্বপক্ষেষ্বনুগোপ্তারঃ প্রহন্তারঃ পরেষ্বপি।
সামরেষ্বপি লোকেষু নৈতেষাং বিদ্যতে সমম্ ॥৪৫
শূরাস্ত্বাভিজনোপেতাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
সর্ববিদ্যাপ্রবেক্তারঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্তকাঃ ॥৪৬
সর্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ।
যুদ্ধে সুরগণাঃ সর্বে নির্জিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥৪৭
দেবানামপ্রিয়ে সক্তাঃ স্বপক্ষপরিপালকাঃ।
প্রমত্তাশ্চোপসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ ॥৪৮
যঃ দানবান্ প্রধর্ষেত তদেষাং বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
উপায়পূর্বকং নাশং স বেত্তা ভগবান্ হরিঃ ॥৪৯
প্রাদুর্ভাবং বিকুরুতে যেনৈতন্নিধনং নয়েৎ।
পুনরেবাত্মনাত্মানমধিষ্ঠায় স তিষ্ঠতি ॥৫০

এবমেতেন দেবেন দানবেন্দ্রা মহাত্মনা।
তে হি সর্বে ক্ষয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥৫১
সমরে চ দুরাধর্ষাঃ শ্রূয়ন্তে যেঽপরাজিতাঃ।
তেঽপি নীতা মহদ্ভূতাঃ কৃতান্তবলচোদিতাঃ ॥৫২
এবমুক্ত্বাথ প্রোবাচ রাক্ষসং দানবেশ্বরঃ।
যদেতদ্দৃশ্যতে বীর চক্রং দীপ্তানলোপমম্ ॥৫৩
এতদ্গৃহীত্বা গচ্ছ ত্বং মম পার্শ্বং মহাবল।
ততোঽহং তব ব্যাখ্যাস্যে মুক্তিকারণমব্যয়ম্ ॥৫৪
তৎ কুরুষ্ব মহাবাহো মা বিলম্বস্ব রাবণ।
এতচ্ছ্রুত্বা গতো রক্ষঃ প্রহসংশ্চ মহাবলঃ ॥৫৫
যত্র স্থিতং মহাদিব্যং কুণ্ডলং রঘুনন্দন।
লীলয়োৎপাটনং চক্রে রাবণো বলদর্পিতঃ ॥৫৬
ন চ চালয়িতুং শক্তো রাবণোঽভূৎ কথঞ্চন।
লজ্জয়া স পুনর্ভূয়ো যত্নং চক্রে মহাবলঃ ॥৫৭
উৎক্ষিপ্তমাত্রে দিব্যে চ পপাত ভুবি রাক্ষসঃ।
ছিন্নমূলো যথা শালো রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥৫৮

করিয়াছিলেন এবং সকলেই অতিশয় মহাত্মা ও যোগধর্মাবলম্বী।৪৩ তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মহত্তর ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করত যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সমস্ত প্রজা পালন করিয়াছেন।৪৪ তাঁহারা সকলেই স্বপক্ষের প্রতিপালক এবং শত্রুপক্ষের নিহন্তা; তাঁহাদের তুল্য ব্যক্তি দেবলোক ও অমরলোকে নাই।৪৫

তাঁহারা বীর, সমস্ত অভিজনে পরিবৃত সর্ববিদ্যাবিশারদ, সমস্ত শাস্ত্র ও অস্ত্রের পারদর্শী এবং সমরে অপরাঙ্মুখ।৪৬ সেই সকল মহাত্মাই সমস্ত্র সহস্র সুরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্যসকল ভোগ করিয়াছেন।৪৭ বালসূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন প্রমত্ত দানবেরা বিষয় উপভোগে নিরত ছিলেন। তাঁহারা স্বপক্ষ জনগণের প্রতিপালক এবং দেববৃন্দের অপ্রিয় কার্য্যে আসক্ত ছিলেন।৪৮ যিনি সতত দানবদিগকে নিপীড়িত করেন, সেই বিষ্ণুই ইঁহাদের ঈশ্বর। বিশেষতঃ সেই ভগবান হরিই ইঁহাদিগকে উপায় পূর্বক বিনাশ করিতে জানেন।৪৯ যিনি এই সমস্ত সৃজন করেন, তিনিই সমস্ত সংহার করিয়া পুনর্বার সংহারকালে আত্মদ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থান করেন।৫০

সেই কামরূপী বলবান্ দানবেন্দ্রসকল এইরূপে ঐ মহাত্মা দেবতাকর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি,—যে সকল দানব সমরে অপরাজিত ও দুর্ধর্ষ সেই প্রবলতম দানবেরা কৃতান্তবলের বশবর্তী হইয়া ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।৫১-৫২ দানবেশ্বর বলি এইরূপ বলিয়া পুনর্বার রাক্ষসকে বলিলেন,—মহাবল বীর! প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় যে চক্র দেখিতে পাইতেছ, ইহা গ্রহণ করিয়া আমার পার্শ্বে আগমন কর; পরে আমি তোমার নিকট অব্যয় মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করিব।৫৩-৫৪ অতএব হে মহাবাহো রাবণ! ঐ কার্য্য সম্পাদন কর, বিলম্ব করিও না। রঘুনন্দন! মহাবল রাক্ষস শ্রবণমাত্র উপহাস করিয়া যেখানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডল ছিল,

এতস্মিন্নন্তরে জজ্ঞে শব্দঃ পুষ্পকসম্ভবঃ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবৈর্মুক্তো হাহাকৃতো মহান্ ॥৫৯
ততো রক্ষো মুহূর্ত্তেন চেতনাং লভ্য চোত্থিতম্।
লজ্জয়াবনতীভূতং বলির্বাক্যমুবাচ হ ॥৬০
আগচ্ছ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাক্যং শৃণু ময়োদিতম্।
যত্নয়া চোদ্যতং বীর কুণ্ডলং মণিভূষিতম্ ॥৬১
এতদ্ধি পূর্বজস্যাদীৎ কর্ণাভরণমীক্ষ্যতাম্।
এতৎ পতিতবচ্চৈবমত্র ভূমৌ মহাবল ॥৬২
অন্যৎ পর্বতসানৌ হি পতিতং কুণ্ডলাদনু।
মুকুটং বেদিসামীপ্যে পতিতং যুধ্যতো ভুবি ॥৬৩
হিরণ্যকশিপোঃ পূর্বং মম পূর্বপিতামহাৎ।
ন তস্য কালো মৃত্যুর্বা ন ব্যাধির্ন বিহিংসকাঃ ॥৬৪
ন দিবা মরণং তস্য ন রাত্রৌ সন্ধ্যয়োর্নহি।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন চ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ ॥৬৫
বিদ্যতে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তস্য মাত্রেণ কেনচিৎ।
প্রহ্লাদেন সমং চক্রে বাদং পরমদারুণম্ ॥৬৬
তস্য বাদে সমুৎপন্নে ধীরো লোকভয়ঙ্করঃ।
সর্ববর্য্যস্য বীরস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥৬৭
উৎপন্নো রাক্ষসশ্রেষ্ঠা নৃসিংহাকৃতিরূপধৃক্।
দৃষ্টশ্চ তেন রৌদ্রেণ ক্ষুব্ধং সর্বমশেষতঃ ॥৬৮
তত উদ্ধৃত্য বাহুভ্যাং নখৈর্নিস্তে যমক্ষয়ম্।
এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ ॥৬৯
তস্য দেবাধিদেবস্য গদতো মে শৃণুষ্বিহ।
বাক্যং পরমভাবেন যদি তে বর্ত্ততে হৃদি ॥৭০
ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ।
ঋষীণাং চৈব যূথ্যানাং শতান্যুদসহস্রশঃ ॥৭১
বশং নীতানি সর্বাণি ন এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭২

তথায় গমন করিল। বলদর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইল না। অধিকন্তু লজ্জাবশতঃ পুনঃ পুনঃ তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।৫৫-৫৭

দিব্যকুণ্ডল উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্রই রাক্ষস রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে পুষ্পকসম্ভূত শব্দ সমুত্থিত হইল এবং রাক্ষসপতির সচিবেরাও মহান্ হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিল।৫৮-৫৯ পরে রাক্ষস মুহূর্তকাল মধ্যে চেতনা লাভ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া লজ্জায় অবনত হইয়া রহিল। তখন বলি রাজা তাহাকে বলিলেন যে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীর! আমার নিকট আগমন করিয়া মদুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। মণি-ভূষিত যে কুণ্ডল উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, ইহা আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। মহাবল! দেখ, ইহা এই ভূতলে এইরূপে পতিত রহিয়াছে।৬০-৬২ অন্য কুণ্ডল পর্বতসানুতে পতিত আছে। এই কুণ্ডল ভিন্ন মুকুটও তাঁহার যুদ্ধকালে বেদির সন্নিহিত ভূবিভাগে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে।৬৩

পূর্বকালে আমার পূর্ব পিতামহ সেই হিরণ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু বা ব্যাধি—কেহই বিহেতুক ছিল না এবং দিবসে, রাত্রিকালে অথবা উভয় সন্ধ্যার সময়েও তাঁহার মরণ হইত না। কোন শাস্ত্র, শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হইত না।৬৪-৬৫ রাক্ষসবর! অধিক কি, কোন অস্ত্রেই তাঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। কেবল তিনি প্রহ্লাদের সহিত নিদারুণ বিবাদ করিয়াছিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে, নৃসিংহ আকৃতির ন্যায় রূপধারী লোকনিবহের ভয়ঙ্কর বীর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই রৌদ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সমস্ত সংসারই নিঃশেষে ক্ষুব্ধ হইল।৬৪-৬৮

পরে তিনি বাহুযুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নখর দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই সেই নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারী হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন।৬৯ যদি তোমার হৃদয়ে পরম ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তবে সেই দেবাদিদেবের বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।৭০ এই যে পুরুষ দ্বারে অধিষ্ঠিত

ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা।
পাশহস্তো মহাকাল ঊর্ধ্বরোমা ভয়ানকঃ ॥৭৩
দংষ্ট্রালো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোমবান্।
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥৭৪
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বনিবর্তকঃ।
পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জিতঃ ॥৭৫
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ ব্যথা বা দানবেশ্বর।
এনন্তু নাভিজানামি তত্ত্বান্ ব্যক্তুমর্হতি ॥৭৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বলিবৈরোচনোঽব্রবীৎ।
এষ ত্রৈলোক্যধাতা চ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৭৭
অনন্তঃ কপিলো জিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ক্রতুধামা হুতাশশ্চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ ॥৭৮
দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ ॥৭৯
জ্বালামালী মহাবাহো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
এষ ধারয়তে লোকানেষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ ॥৮০
এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ।
এষ যজ্ঞশ্চ বাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ ॥৮১
সর্বদেবময়শ্চৈব সর্বভূতময়স্তথা।
সর্বলোকময়শ্চৈব সর্বজ্ঞানময়স্তথা ॥৮২
সর্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ।
বীরহা বীর চক্ষুষ্মাংস্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ ॥৮৩
এনং মুনিগণাঃ সর্বে চিন্তয়ন্তীহ মোক্ষিণঃ।
য এনং বেত্তি পুরুষং ন চ পাপৈর্বিলিপ্যতে ॥৮৪
স্থাত্বা স্তুত্বা তথেষ্ট্বা চ সর্বমস্মাদবাপ্যতে।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাবণো নির্বৃতো তদা ॥৮৫
ক্রোধসংরক্তনয়ন উদ্যতাস্ত্রো মহাবলঃ।
তথাভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা হরির্মুষলধৃক্ প্রভুঃ ॥৮৬

রহিয়াছেন,—ইনি, সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত দেবতা ও শত শত প্রধান ঋষিসকলকে সহস্র সংবৎসর বশীভূত রাখিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল।৭১-৭২ আমি নিরতিশয় জ্বালামণ্ডিত পাশহস্ত ঊর্ধ্বরোমা ভয়ানক প্রেতেশ্বর কৃতান্তকে মৃত্যুর সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি।৭৩ যাঁহার নয়ন লোহিত, দন্ত বিশাল, জিহ্বা বিদ্যুৎসদৃশ, সর্প ও বৃশ্চিকই যাঁহার রোম ও যাঁহার বেগ ভয়ানক; যিনি আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখ এবং পাপসমূহের বিনাশক, সেই সর্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর শমনকে আমি সমরে জয় করিয়াছি।৭৪-৭৫

দানবেশ্বর! আমার তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা ব্যথা হয় নাই, কিন্তু আমি ইঁহাকে জানি না; অতএব আপনি ইঁহার বিষয় আমাকে বলুন। বিরোচন-নন্দন বলি রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—ইনি ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা প্রভু নারায়ণ হরি; ইনিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, মহাতেজস্বী নরসিংহ, যজ্ঞস্বরূপ, পাশহস্ত, ভয়ানক এবং উত্তম আশ্রয়।৭৬-৭৮ ইনিই দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন এবং পুরাণ পুরুষোত্তম। ইনি সুরপতি এবং সুরগণের শ্রেষ্ঠ। ইঁহার দ্যুতি নীলমেঘ-সদৃশ।৭৯ হে মহাবাহো! ইনি জ্বালামালায় পরিবৃত, যোগী এবং ভক্তগণের প্রিয়, এই প্রভুই লোকসকল সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার পালন করিতেছেন।৮০

এই মহাবলই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। ইনি যজ্ঞ, বাজ্য এবং চক্রায়ুধধারী স্বয়ং শ্রীহরি। এই হরিই সমস্ত দেবতাস্বরূপ, নিখিল ভূতময়, সমস্ত লোকময় এবং জ্ঞানময়।৮১-৮২ হে বীর! সর্বরূপময় বিশ্বরূপধারী হরিই বীরঘাতী মহাভুজ বলদেব। এই চক্ষুষ্মান্ হরি ত্রিলোকগুরু ও অব্যয়; নিখিল মুনিগণ মোক্ষ-অভিলাষী হইয়া ইহলোকে ইঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু যিনি এই পুরুষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি পাপসমূহে লিপ্ত হন না।৮৩-৮৪

ইঁহার যজন, স্তব ও স্মরণ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে সমস্তই লাভ করা যায়। মহাবল রাবণ এতাদৃশ বচন শ্রবণপূর্বক কোপে নয়ন লোহিত করত অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক নির্গত হইল। রাম! মুষলধারী প্রভু হরি তাহার

নৈনং হন্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িষ্যেতি রূপধৃক্ ।
অন্তর্ধানং গতো রাম ব্রহ্মণঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥৮৭
ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রমন্ বরুণালয়াৎ ॥
যেনৈব সম্প্রবিষ্টঃ স পথা তেনৈব নির্যযৌ ॥৮৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ(১) ॥

এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, অধুনা এই পাপকে নিহত করিব না সেই দিব্য রূপধারী পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় অন্তর্হিত হইলেন ।৮৫-৮৭

রাক্ষস রাবণ তথায় সেই পুরুষকে দেখিতে পাইল না। সুতরাং হর্ষবশতঃ সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ রাক্ষস যে পথ অবলম্বন করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই নির্গত হইল ।৮৮

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

[রাবণস্য সূর্য্যলোকজয়ঃ ।]

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সূর্য্যলোকং জগাম হ ।
মেরুশৃঙ্গে বরে রম্যে উষিত্বা তত্র শর্ব্বরীম্ ॥১
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য রবেস্তুরগসন্নিভম্ ।
নানাপাতগতিদিব্যং বিহারবিরতি শ্রিতম্ ॥২
যত্রাপশ্যদ্ রবিং দেবং সর্বতেজোময়ং শুভম্ ।
বরকাঞ্চনকেয়ূরবরাম্বরবিভূষিতম্ ॥৩
কুণ্ডলাভ্যাং শুভাভ্যাং তু ভ্রাজন্ মুখবিলাসিনম্ ।
কেয়ূরনিষ্কাভরণং রক্তমালাবলম্বিনম্ ॥৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং সহস্রকিরণোজ্জ্বলম্ ।
তমাদিদেবমাদিত্যমুচ্চৈঃশ্রবসবাহনম্ ॥৫
অনাদ্যন্তমমধ্যঞ্চ লোকসাক্ষিং জগৎপতিম্ ।
তং দৃষ্ট্বা প্রবরং দেবং রাবণো রক্ষসাং বরঃ ॥৬
স প্রহস্তমুবাচাথ রশ্মিতেজোবলার্দিতঃ ।
গচ্ছামাত্য বদৈবেনং নিদেশান্মম শাসনম্ ॥৭
যুদ্ধার্থং রাবণঃ প্রাপ্তো যুদ্ধং তস্য প্রদীয়তাম্ ।
নির্জেতোঽস্মীতি বা ব্রূহি পক্ষমেকতরং কুরু ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২)

[রাবণের সূর্য্যলোক জয়।]

অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই রমণীয় শ্রেষ্ঠতম সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করিল। অবশেষে সূর্য্যাশ্বতুল্য দিব্য-পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হইয়া সূর্য্যলোক অভিমুখে প্রস্থিত হইল। আকাশের যেস্থানে বিহার করা যায়, ঐ বিমান তৎপ্রদেশে অবস্থিত; উহার গতি নানাবিধ, রাবণ সেই স্থানে গিয়া সমস্ত তেজোময় শুভ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিল। শুভ কুণ্ডল-যুগল দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে, তাঁহার শরীর লোহিত-বসনে বিভূষিত, বিমল কাঞ্চন-রচিত কেয়ূর ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তমালায় সুসজ্জিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং সহস্র কিরণমালায় উজ্জ্বল। সেই জগতের একমাত্র গতি লোকসাক্ষী আদিদেব আদিত্য আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত এবং উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্বে আরূঢ়। পরে রাক্ষসগণ-শ্রেষ্ঠ রাবণ সেই দেবপ্রবর দিবাকরকে নিরীক্ষণ করত তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে বলিল,—অমাত্য! তুমি আমার নির্দেশানুসারে গমন করিয়া

তস্য তদ্বচনাদ্ রক্ষঃ সূর্য্যস্যান্তিকমাগমৎ।
পিঙ্গলং দণ্ডিনং চৈব পশ্যতে দ্বারপালকৌ ॥৯
তাভ্যামাখ্যায় তৎ সর্বং রাবণস্য বিনিশ্চয়ম্।
তূষ্ণীমাস্তে প্রহস্তস্তু তত্র তেজোঽংশুদীপিতঃ ॥১০
দণ্ডী গতো রবেঃ পার্শ্বং প্রণম্যাখ্যাতবান্ রবেঃ।
শ্রুত্বা তু সূর্য্যস্তদ্বৃত্তং দণ্ডিনো রাবণস্য হ ॥১১
উবাচ বচনং ধীমান্ বুদ্ধিপূর্বং ক্ষপাপহঃ।
গচ্ছ দণ্ডিন্ জয়স্বৈনং নির্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥১২

গতেঽস্তিকাঙ্ক্ষিতং কার্যং কিঞ্চিৎ কালং ক্ষপাচরম্।
স গত্বা বচনাত্তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
কথয়ামাস তৎ সর্বং সূর্য্যোক্তবচনং তদা।
স শ্রুত্বা বচনং তস্য দণ্ডিনো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
ঘোষয়িত্বা জগামাথ স্বজয়ং রাক্ষসাধিপঃ ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২) ॥

মদীয় এই শাসন বিজ্ঞাপন কর যে, রাবণ যুদ্ধবাসনায় আগমন করিয়াছেন; অতএব যুদ্ধ দান কর অথবা 'পরাজিত হইলাম' এইকথা বল,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে একতর পক্ষ অবলম্বন কর।১-৮

রাক্ষস তাহার সেই বচনানুসারে সূর্য্য-সন্নিধানে আগমন করিল এবং সেখানে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামক দ্বারপালযুগলের দর্শন পাইল।৯ পরে প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞার বৃত্তান্ত বলিল; কিন্তু স্বয়ং তীব্র কিরণ-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া তথায় মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।১০

দণ্ডী রবির পার্শ্বে গমন করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিল। পরন্তু অন্ধকারক্ষয়কারী ধীমান্ সূর্য্য দণ্ডি-সমীপে রাবণের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনাপূর্বক এই কথা বলিলেন,—দণ্ডিন্! তুমি যাও, গিয়া উহাকে পরাজয় কর অথবা 'নির্জ্জিত হইলাম' এই কথা বল; প্রত্যুত তোমার যাহা অভিলষিত, তাহাই কর। সে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বাক্যানুসারে নিশাচরের নিকট গমন করিয়া তখন মহাকায় রাক্ষসের নিকট সূর্য্যকথিত সেই সমস্ত বাক্য বলিল। অনন্তর সেই রাক্ষসাধিপতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সেই দণ্ডীর বাক্য শুনিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করত প্রস্থান করিল।১১-১৪

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩)

[রাবণস্য সোমলোকযাত্রা, পথি পর্ব্বতেন সহ বিবিধকথোপকথনঞ্চ ।]

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সোমলোকং জগাম হ ।
মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুষ্য বীর্য্যবান্ ॥১
অথ স্যন্দনমারূঢো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ।
অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্তু গচ্ছতি ॥২
রতিশ্রান্তোঽপ্সরোঽঙ্কেষু চুম্বিতৈঃ স বিবুধ্যতে ।
দৃষ্টস্তু পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কৌতূহলান্বিতঃ ॥৩
অথাপশ্যদৃষিং তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্ ।
স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনৈবাগতো হ্যসি ॥৪
কোঽয়ং স্যন্দনমারূঢো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ ।
নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥৫
রাবণেনৈবমুক্তস্তু পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ।
শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহামতে ॥৬
অনেন নির্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ ।
এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুমুখং স্থানমুত্তমম্ ॥৭
তপসা নির্জিতা যদ্বদ্ভবতা রাক্ষসাধিপ ।
প্রযাতি পুণ্যকৃদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥৮
ত্বং তু রাক্ষসশার্দ্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
নৈবেদৃশেষু ক্রুধ্যন্তি বলিনো ধর্মচারিষু ॥৯
অথাপশ্যদ্ রথবরং মহাকায়ং মহৌজসম্ ।
জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥১০
কৈষ গচ্ছতি দেবর্ষে ভ্রাজমানো মহাদ্যুতিঃ ।
কিন্নরৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্ ॥১১
শ্রুত্বা চৈনমুবাচাথ পর্বতো মুনিসত্তমঃ ।
এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩)

[রাবণের সোমলোকযাত্রা ও পথে পর্ব্বতমুনির সহিত বিবিধ কথোপকথন ।]

লঙ্কাধিপতি রাবণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সুমেরুর রমণীয় বনে রাত্রিযাপনপূর্বক সোমলোকে গমন করিল ।১ তৎকালে দিব্যমাল্য ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ প্রধান প্রধান অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন ।২ সেই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরাগণের অঙ্কে শয়ান থাকিয়া চুম্বন দ্বারা জাগরিত হইতেছেন। রাবণ ঐ পুরুষকে এতাদৃশ অবস্থায় দর্শন করিয়া কৌতূহলান্বিত হইল ।৩ ইত্যবসরে তথায় পর্বতসমাকুল ঋষিকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবর্ষে ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত ? আপনি যথাসময়েই সমাগত হইয়াছেন। অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া রথারোহণ পূর্বক নির্লজ্জের ন্যায় যাইতেছে—এ ব্যক্তি কে ? এ কি কাহাকেও ভয় করে না ? ৪-৫

পর্বত ঋষি রাবণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—বৎস মহামতে ! যথাযথ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি তপোবলে সমস্ত লোক জয় এবং ব্রহ্মারও সন্তোষসম্পাদন করিয়াছেন, সুতরাং মোক্ষ অভিলাষে অতীব সুখাস্পদ উত্তম স্থানে গমন করিতেছেন। রাক্ষসাধিপ ! তুমি যেমন তপস্যা দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ লোকসকল জয় করিয়া সোম পান করত যাইতেছেন,—সংশয় নাই ।৬-৮ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি শূর এবং সত্যপরাক্রম ; অতএব বলবান্ ব্যক্তি ঈদৃশ ধর্মচারী জনগণের প্রতি কুপিত হন না। ইত্যবসরে রাবণ একখানি মহাকায় উত্তম রথ দেখিতে পাইল। তাহার সমস্ত অবয়ব নিরতিশয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান এবং গীত ও বাদিত্রের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ ।৯-১০

তখন রাবণ বলিল,—দেবর্ষে ! এই মহাতেজস্বী পুরুষ কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ করিতে করিতে কোথায় গমন করিতেছেন ? ১১

অনন্তর মুনিসত্তম পর্বত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—এই বীর যোদ্ধা এবং সমরে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই ।১২ এই কার্য্যকুশল রণজয়ী বীর যুদ্ধ করিতে করিতে সংগ্রামে প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হওত প্রভুর জন্য জীবন বিসর্জন করিয়াছেন। ইনি সমরে

যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
কৃতী শূরো রণে জেতা স্বাম্যর্থে ত্যক্তজীবিতঃ ॥১৩

সংগ্রামে নিহতোঽমিত্রৈর্হত্বা চ সমরে বহূন্।
ইন্দ্রস্যাতিথিরেবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি ॥১৪

নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোঽয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ ॥১৫

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ।
য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাঞ্চনে ॥১৬

অপ্সরোগণসংযুক্তে পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ॥১৭

এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন তু মহাদ্যুতিঃ।
পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮

এতে বৈ যান্তি রাজানো ব্রূহি ত্বমৃষিসত্তম।
কো ঽত্র যাচিতো দদ্যাদ্ যুদ্ধাতিথ্যং মমাদ্য বৈ ॥১৯

তং মমাখ্যাহি ধর্মজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্মতঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণং পর্বতস্তদা ॥২০

স্বর্গাধিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধাধিনো নৃপাঃ।
বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥২১

স তু রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্।
মান্ধাতেত্যভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥২২

পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ
কুতোঽসৌ তিষ্ঠতে রাজা তৎ সমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥২৩

সোঽহং যাস্যামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুঙ্গবঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনির্বচনমব্রবীৎ ॥২৪

যুবনাশ্বসুতো রাজা মান্ধাতা রাজসত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপমুদ্রাক্রান্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিষ্যতি ॥২৫

অথাপশ্যন্মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যে বরদর্পিতঃ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মান্ধাতারং নৃপোত্তমম্ ॥২৬

শত্রুদল সংহার করত শত্রুকর্তৃক সংগ্রামে নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি হইয়াছেন; অথবা এই নরসত্তম যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই নৃত্য গীত-পরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন। রাবণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল,—দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন যে ব্যক্তি যাইতেছেন—ইনি কে? ১৩-১৫

পর্বতঋষি রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্! যাঁহার সমস্ত অবয়ব স্বর্ণ দ্বারা রচিত, যিনি অপ্সরোরাজিশোভিত বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা। মহারাজ! পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদন-সমন্বিত এই মহাদ্যুতি পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বেগগামী যান দ্বারা গমন করিতেছেন। পর্বতমুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা যাইতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া আমাকে অদ্য যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, আপনি তাহা বলুন। বিশেষতঃ হে ধর্মজ্ঞ! ধর্মানুসারে আপনি আমার পিতা, অতএব আপনি মৎসন্নিধানে সেই ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করুন। রাবণ মুনিকে এই কথা বলিলে, তখন পর্বতমুনি রাবণকে বলিলেন।১৬-২০

মহারাজ! এই সকল নরপতি স্বর্গাভিলাষী,—ইঁহারা যুদ্ধার্থী নহেন; অতএব যিনি তোমাকে যুদ্ধপ্রদান করিবেন, আমি তাহার কথা বলিতেছি। সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর অতীব তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজা আছেন, তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন। পর্বতমুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—সুব্রত! ঐ রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন, আপনি বিস্তারক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন। যেস্থানে সেই নরপতি থাকেন, আমি তথায় গমন করিব। পর্বতমুনি রাবণের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যুবনাশ্ব পুত্র রাজসত্তম রাজা মান্ধাতা সাগরান্তা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয় করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন।২১-২৫

অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত বরগর্বিত মহাবাহু রাবণ অযোধ্যাপতি নৃপোত্তম বীর মান্ধাতাকে অবলোকন করিল।২৬ সেই সাতদ্বীপের অধিপতি, দেবেন্দ্রসদৃশ

সপ্তদ্বীপাধিপং যান্তং স্যন্দনেন বিরাজতা।
কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ মাহেন্দ্রাভেন ভাস্বতা ॥২৭
ভাস্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥২৮
এবমুক্তো দশগ্রীবং প্রহস্যেদমুবাচ হ।
যদি তে জীবিতং নেষ্টং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস ॥২৯
মান্ধাতুর্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে ॥৩০
কিং পুনর্মানুষাত্তত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ।
এবমুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সম্প্রজ্বলন্নিব ॥৩১
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
অথ ক্রুদ্ধাস্তু সচিবা রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৩২
ববর্ষুঃ শরজালানি ক্রুদ্ধা যুদ্ধবিশারদাঃ।
অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥৩৩
ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্বে প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ।
মহোদর-বিরূপাক্ষাঃ কম্পনপুরোগমাঃ ॥৩৪

অথ প্রহস্তস্তু নৃপমিষুবর্ষৈরবাকিরৎ।
অপ্রাপ্তানেব তান্ সর্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ ॥৩৫
ভুশুণ্ডীভিশ্চ ভল্লৈশ্চ ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ।
নররাজেন দগ্ধস্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা ॥৩৬
ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্।
তোমরৈশ্চ মহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ ॥৩৭
ততো মুহূর্ত্তমিষ্ট্বা মুদ্গরং যমসন্নিভম্।
প্রাহরৎ সোঽতিবেগেন রাক্ষসস্য রথং প্রতি ॥৩৮
স পপাত মহাবেগো মুদ্গরো বজ্রসন্নিভঃ।
স তূর্ণং পতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ ॥৩৯
তদা স নৃপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদ্ভাসবলো বভৌ।
সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্ট্বা যথাম্বু লবণাম্বুদঃ ॥৪০
ততো রক্ষোবলং সর্বং হাহাভূতমচেতসম্।
পরিবার্য্যাথ তং তস্থৌ রাক্ষসেন্দ্রং সমন্ততঃ ॥৪১
ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
মান্ধাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভৃশম্ ॥৪২

প্রভাশালী বিচিত্রবর্মে সুরক্ষিত দেদীপ্যমান কাঞ্চনময় বিমানে আরূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি দিব্যগন্ধ ও অনুলেপনে ভূষিত হইয়া সৌন্দর্য্যপ্রভাবে ভাস্বল্যমান রহিয়াছেন। দশানন তাঁহাকে বলিল যে, আমার সহিত যুদ্ধ কর ।২৭-২৮ রাবণ মান্ধাতাকে এই কথা বলিলে, তিনি দশাননকে উপহাস করিয়া এইরূপ বলিলেন,—রাক্ষস! যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।২৯

মান্ধাতার বচন শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিল,—মানুষের ত কথাই নাই; বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হই নাই; সুতরাং তুমি মনুষ্য, তোমার নিকট রাবণ ভীত হইবে? তখন রাক্ষসপতি রাবণ এইরূপ বলিয়া যেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই যুদ্ধদুর্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। অনন্তর দুরাত্মা রাবণের সমরবিশারদ মন্ত্রিসকল কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতি পুরগামী যোধবৃন্দ, বলবান্ রাজাকর্ত্তৃক শিলা-শাণিত শরসমূহে তাড়িত হইল ।৩০-৩৪

কিন্তু প্রহস্ত শরসকল বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিল। নৃপশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা সেই সকল শর না আসিতে আসিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৃণভার যেমন অনল দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ নররাজ ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, ভল্ল এবং তোমরবৃন্দ দ্বারা তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন শরধারা ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপবর কুপিত হইয়া পুনর্বার অতিবেগগামী পাঁচটি তোমর দ্বারা তাহাকে বিদারণ করিলেন ।৩৫-৩৭ পরে যমপ্রতিম মুদ্গর বারম্বার ঘূর্ণিত করিয়া অতীব বেগে রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে প্রহার করিলেন ।৩৮ সেই বজ্রসন্নিভ মুদ্গর মহাবেগে নিপতিত হইয়া শক্রধ্বজের ন্যায় অবিলম্বে রাবণকে পাতিত করিল ।৩৯ লবণ-সাগরের সলিল যেমন সম্পূর্ণ সুধাকর স্পর্শ করিয়া

মূর্চ্ছিতস্তু নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ।
চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষ্বেড়ন্তো মহাবলাঃ ॥৪৩
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন অযোধ্যাধিপতিস্তদা।
দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শক্রং পূজ্যমানং নিশাচরৈঃ ॥৪৪
জাতকোপো দুরাধর্ষশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ।
মহতা শরবর্ষেণ পাতয়ন্ রাক্ষসং বলম্ ॥৪৫
চাপস্যৈব নিনাদেন তস্য বাণরবেণ চ।
সক্ষোভ ততঃ সৈন্যমুদ্ধূত ইব সাগরঃ ॥৪৬
তদ্যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং নর-রাক্ষসসঙ্কুলম্।
অথাবিষ্টৌ মহাস্থানৌ নর-রাক্ষসসত্তমৌ ॥৪৭
কার্ম্মুকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতৌ তদা।
মান্ধাতা রাবণং চৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্ ॥৪৮
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ শরবর্ষং মুমোচতুঃ।
তৌ পরস্পরসংক্ষোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ ॥৪৯
কার্ম্মুকেষ্বস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুঞ্চত।
আগ্নেয়েন তু মান্ধাতা তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥৫০
গান্ধর্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাঘবঃ।
গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাস্ত্রং সর্বভূতভয়াবহম্ ॥৫১
চোদয়ামাস মান্ধাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ।
তদস্ত্রং ঘোররূপন্তু ত্রৈলোক্যভয়বর্দ্ধনম্ ॥৫২
দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বরদানাত্তু রুদ্রস্য তপসারাধিতং মহৎ ॥৫৩
ততঃ সঙ্কম্পতে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
দেবাশ্চ কম্পিতাঃ সর্বে লয়ং নাগাশ্চ সঙ্গতাঃ ॥৫৪

স্ফীত (বর্দ্ধিত) হয়, তদ্রূপ তৎকালে সেই নরপতি মান্ধাতা প্রীতিবশতঃ হর্ষে স্ফীতবীর্য্য হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৪০

তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করত সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।৪১ পরে লোকরাবণ লঙ্কাপতি রাবণ বহু বিলম্বে আশ্বাসিত হইয়া মান্ধাতাকে অত্যন্ত বেদনা প্রদান করিতে লাগিল।৪২ নরপতি বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাবল নিশাচরেরা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আস্ফালন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪৩ তখন অযোধ্যাপতি মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত সেই শত্রুকে নিশাচর-মন্ত্রিবৃন্দ দ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া কুপিত হইলেন।৪৪ সূর্য্য ও চন্দ্রসমানকান্তি দুরাধর্ষ মান্ধাতা নিরন্তিশয় শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। পরে সেনাদকল উচ্ছলিত সাগরের ন্যায় তাঁহার চাপ এবং বাণ নিনাদেই সর্বতোভাবে বিচলিত হইল।৪৫-৪৬

অধিক কি, নর ও রাক্ষসে পূর্ণ সেই সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাত্মা বীর নরসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসরাজ দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া চাপ এবং অসি ধারণপূর্বক তৎকালে সমরে প্রবিষ্ট হইলেন। মান্ধাতা নিরন্তিশয় রোষের বশবর্তী হইয়া রাবণের উপরে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাবণও নিতান্ত কোপপরবশ হইয়া সেই নৃপতির প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। পরস্পরের সংক্ষোভবশতঃ তাঁহারা উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণ শরাসনে রৌদ্র অস্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা সন্ধান করিল, কিন্তু নররাজ মান্ধাতা আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন।৪৭-৫০

দশানন গান্ধর্ব অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল, মান্ধাতা বারুণ অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। পরন্তু রাবণ ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিল, মান্ধাতাও দিব্য পাশুপত মহাস্ত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ মহাস্ত্র তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া রুদ্রের বরদান প্রভাবে লব্ধ হয়। সেই ত্রিলোকের ভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া চরাচর প্রাণিপুঞ্জ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল। অধিক কি, দেবতাসকলও কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ লয়প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে মুনিসত্তম

অথ তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ।
পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব রাবণামাসতুর্নৃপম্ ॥৫৫
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্ ।
তৌ তু কৃত্বা তদা প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা ॥
সম্প্রস্থিতৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩) ॥

পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিবিধ সোপালম্ভ বাক্য দ্বারা নরপতি মান্ধাতা এবং রাক্ষসসত্তম রাবণকে নিবারণ করিলেন। পরন্তু তাঁহারা তৎকালে নর ও রাক্ষসের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্তে সেই পথেই প্রস্থান করিলেন ।৫১-৫৬

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩) সমাপ্ত ।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪)

[সোমলোকং গন্তুমুদ্যতং রাবণং প্রতি পিতামহস্যোক্তির্বরপ্রদানঞ্চ ।]

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
দশযোজনসাহস্রং প্রথমন্তু মরুৎপথম্ ॥১
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং হি হংসাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ ।
অথ ঊর্দ্ধং তু গত্বা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্ ॥২
দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে ।
তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যশঃ স্থিতাঃ ॥৩
আগ্নেয়াঃ পঙ্কিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ ।
অথ গত্বা তৃতীয়ন্তু বায়োঃ পন্থানমুত্তমম্ ॥৪
নিত্যং যত্র স্থিতা সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ ।
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥৫
চতুর্থং বায়ুমার্গন্তু শীঘ্রং গত্বা পরন্তপ ।
বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাশ্চ সবিনায়কাঃ ॥৬
অথ গত্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্ ।
দশৈব চ সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥৭
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ ।
কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪)

[সোমলোকগামী রাবণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ও বরপ্রদান ।]

বিপ্রযুগল গমন করিলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ দশ সহস্র যোজন পরিমিত প্রথম বায়ুপথে গমন করিল ।১

সেইস্থানে সর্বগুণান্বিত হংসসকল সর্বদা অবস্থিতি করে। ইহার ঊর্দ্ধে দ্বিতীয় বায়ুপথ ; ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই স্থানে আগ্নেয়, পঙ্কজ ও ব্রহ্মজ এই ত্রিবিধ মেঘসকল সন্নিহিত হইয়া সর্বদা অবস্থিতি করে। (অমলসম্ভূত বাষ্প হইতে যে সকল মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহারাই আগ্নেয় ; বায়ব পর্বতের পঙ্ক ছেদন করেন, সেই পঙ্ক হইতে যে সকল মেঘসম্ভূত হয়, তাহারাই পঙ্কজ ; আর যাহারা ব্রহ্মার নিশ্বাসে জন্মায়, তাহারা ব্রহ্মজ।) দশানন দ্বিতীয় বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া অনুত্তম তৃতীয় বায়ুপথে যাইল। ইহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে মনস্বী, সিদ্ধ ও চারণগণ নিয়ত অবস্থিত রহিয়াছেন ।২-৫

পরন্তপ রাম ! রাবণ অবিলম্বে চতুর্থ বায়ুমার্গে গমন করিল। এইস্থানে ভূত ও বিনায়কবর্গ সতত বসতি করে। পরে অতি ত্বরায় পঞ্চম বায়ুগোচরে প্রস্থান করিল ; তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন ।৬-৭ সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা এবং কুমুদ প্রভৃতি নাগসকল অধিষ্ঠিত

গঙ্গাতোয়েষু ক্রীড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্বশঃ।
ততো রবিকরস্পৃষ্টং বায়ুনা পেশলীকৃতম্ ॥৯
জলং পুণ্যং প্রপততি হিমং বর্ষতি রাঘব।
ততো জগাম ষষ্ঠং স বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে ॥১০
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ।
যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসংকৃতঃ ॥১১
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি।
সপ্তমে বায়ুমার্গে চ যত্রৈতে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥১২
অত ঊর্দ্ধন্তু গত্বা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু।
অষ্টমং বায়ুমার্গন্তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥১৩
আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা।
বায়ুনা ধার্য্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥১৪
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।
অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥১৫
চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র নক্ষত্রগ্রহসংযুতঃ।
শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ ॥১৬
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্বসত্ত্বসুখাবহাঃ।
ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দ্দহন্নিব ॥১৭
স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্ রাবণং তদা।
নাদহৎস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥১৮
রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোঽথৈনমব্রবীৎ।
রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্ত্তাম ইতো বয়ম্ ॥১৯
চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ।
স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশোর্দ্দহনাত্মকঃ ॥২০
এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিস্ফার্য্য ধনুরুদ্যম্য নারাচৈস্তমপীড়য়ৎ ॥২১
অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সোমলোকং ত্বরান্বিতঃ।
দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্ বিশ্রবসঃ সুত ॥২২

রহিয়াছেন, অধিকন্তু যাহারা শীকর (জলবিন্দু) বর্ষণ করে, তাদৃশ হস্তীসকল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিয়া তাঁহার পবিত্র বারি বারংবার বর্ষণ করিতেছে। রাঘব! তথায় বায়ু দ্বারা পরিকৃত রবিকরস্পৃষ্ট পবিত্র জল পতিত এবং হিমবৃষ্টি হইতেছে। হে মহাতেজস্বিন্। পরে সেই রাক্ষস দশানন ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল ।৬-১০

ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। সেই স্থানে গরুড়—জ্ঞাতি ও বান্ধব দ্বারা সংকৃত হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। পরে দশ সহস্র যোজনের উপরে সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল। সেইস্থানে এই ঋষিসকল অধিষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার দশসহস্র যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গে গমন করিল; এই স্থানে গঙ্গা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ।১১-১৩ সেই মহাবেগবতী, অতিশয় শব্দকারিণী ও আকাশ-গঙ্গা নামে বিখ্যাতা গঙ্গা বায়ুকর্তৃক ধৃতা হইয়া আদিত্যপথে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।১৪ অতঃপর যে স্থানে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন, তাহা বর্ণন করিতেছি। ইহার অশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা গ্রহ-নক্ষত্রসমূহে সংযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। পরন্তু সর্বপ্রাণীর সুখাবহ শত সহস্র রশ্মিসকল চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া লোকসমূহকে প্রকাশিত করিতেছে। পরে চন্দ্রমা দৃষ্টিমাত্রেই দশাননকে যেন দহন করিলেন, ফলতঃ তিনি শীতাগ্নি দ্বারা রাবণকে অবিলম্বে সর্বতোভাবে দগ্ধ করিলেন। তখন তাহার সচিবসকল শীতাগ্নির ভয়ে ব্যথিত হইয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিল না ।১৫-১৮

অনন্তর প্রহস্ত 'জয়' শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাবণকে বলিল,—'রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আমরা এই স্থান হইতে নিবৃত্ত হইব ।১৯

রাজেন্দ্র! শীতাংশু চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক; সুতরাং চন্দ্রমার রশ্মিপ্রতাপ দ্বারা রাক্ষসদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ।২০ প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণে রাবণ কোপাকুল-হৃদয়ে কার্মুক উদ্যত করিয়া আস্ফালন পূর্বক নারাচনিকর দ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিল ।২১ তৎকালে ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া সোমলোকে আগমনপূর্বক দশাননকে বলিলেন,—সাক্ষাৎ বিশ্রবাতনয় মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না; অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান

গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চক্রুঃ পীড়য়ন্ত বৈ।
লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥২৩
মন্ত্রং তেঽহং প্রদাস্যামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা।
যস্ত্বিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥২৪
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্দেবমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥২৫
যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্মিক।
যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥২৬
অসুরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ অজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥২৭
এবমুক্তো দশগ্রীবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ ॥২৮
অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্।
জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥২৯
অজপ্ত্বা রাক্ষসপতে ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ॥৩০
মন্ত্রপ্রকীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্।
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ॥৩১
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনঙ্কদ ॥৩২
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনো বলঃ ॥৩৩
গণেশো লোকনম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ ॥৩৪
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তগস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥৩৫
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ ॥৩৬
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।
সর্বগঃ সর্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥৩৭
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জটীস্তথা।
মাননীয়শ্চ ওঙ্কারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥

কর; কারণ এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী।২২-২৩

অধিকন্তু তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রদান করিব। যে সময়ে প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে যে এই মন্ত্র সর্বথা স্মরণ করে, সে মৃত্যুর বশীভূত হয় না।২৪ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা বলিলে, সে কৃতাঞ্জলিপূর্বক দেব পিতামহকে বলিল,—লোকনাথ! মহাব্রত দেব! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে যদি মন্ত্র দেয় হয়, তবে তাহা প্রদান করুন। হে মহাভাগ ধার্মিক! যে মন্ত্র জপ করিয়া আমি—দেব, দানব, অসুর এবং গরুড়াদি পক্ষিগণের মধ্যে নির্ভয় হইব। দেবেশ! অধিক কি, আপনার প্রসাদে আমি অজেয় হইব, ইহাতে সংশয় নাই।২৫-২৭ ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া দশাননকে এই কথা কহিলেন যে, রাক্ষসরাজ! প্রাণ-বিনাশকালেই মন্ত্র জপ করা উচিত, নিত্য জপ করা কর্তব্য নহে।২৮ রাক্ষসপতে! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হয়, অতএব তুমি মন্ত্র জপ করিয়াই অজেয় হইবে।২৯

রাক্ষসনাথ! মন্ত্র জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। অতএব রাক্ষসপুঙ্গব! আমি মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০ এই মন্ত্র সঙ্কীর্তন মাত্রেই তুমি সমরে জয় লাভ করিবে,—হে সুরাসুর-নমস্কৃত দেবদেবেশ! ত্র্যম্বকাজিন-বসনধারিন্ মহাদেব! তুমি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বাল, বৃদ্ধ এবং হরিবৎ পিঙ্গললোচন; অতএব তোমায় নমস্কার। দেব! তুমি ত্রিলোকের প্রভু এবং ঈশ্বর, অতএব তুমি অর্চনীয়। তুমি হর, হরিতনেমী, যুগান্তদহন, বল, গণেশ, লোকনম্ভু, মহাভুজ, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্র ও মহেশ্বর—তোমায় নমস্কার।৩১-৩৪

তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তগ, তপস্যার পারগামী, অব্যয় ও পশুপতি—তোমায় নমস্কার। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী,

মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ ॥৩৮
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা ॥৩৯
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পুষ্ণো দশনভাশনঃ ॥৪০
জ্বরহর্ত্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ ॥৪১
উগ্রাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ।
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্ প্রদক্ষিণবামনঃ ॥৪২
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্।
শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা ॥৪৩
ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকলোচনঃ।
বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যাশ্রমপূজিতঃ ॥৪৪
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্ম্মা ভূতভাবনঃ ॥৪৫
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ।
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ॥৪৬
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্বজীবময়স্তথা ॥৪৭
সর্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ববন্ধবিমোক্ষকঃ।
মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্বদা নিধনোত্তমঃ ॥৪৮
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্বহরস্তথা।
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৯
ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
সর্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ॥
জপ্তমেতদ্দশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্ ॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩) ॥

মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মহাযশা ও মুকুটী—তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন, সর্বগ, সর্বহারী, স্রষ্টা, অব্যয় ও জগদ্গুরু—তোমায় নমস্কার। তুমি—কমণ্ডলুধর দেবতা, পিনাকী, ঘৃষ্টী, মানবীয় ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত,—তোমাকে নমস্কার। তুমি—ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণা-পণব-তূণধারী, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয় এবং অমর—তোমায় নমস্কার ।৩৪-৩৯

তুমি—শ্মশানবাসী, ভগবান্, অনিন্দিত, উমাপতি, ভগনয়ননিপাতী, পূষা ও দশনবিনাশন—তোমাকে নমস্কার। তুমি—জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু এবং প্রদীপ্ত বিশাম্পতি মুনি—তোমাকে প্রণাম। তুমি—চতুর্থ লোকসত্তম, বেপনকর, উগ্রাদী, বামন, বামদেব ও প্রাক্ প্রদক্ষিণবামন—তোমায় নমস্কার। তুমি,—ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী, কুটিল, শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী এবং বসুস্তম্ভন—তোমাকে নমস্কার। তুমি,—ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু, মধুলোচন, বানস্পত্য, বাজসন ও নিত্যাশ্রম-পূজিত—তোমাকে নমস্কার ।৪০-৪৪

তুমি,—জগতের ধাতা, কর্তা, শাশ্বতপুরুষ, ধ্রুব, ধর্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্মা ও ভূতভাবন—তোমাকে নমস্কার। তুমি—ত্রিনেত্র, বহুরূপ, অযুত সূর্য্যসম প্রভ দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রাঙ্কিতজটা—তোমায় নমস্কার। তুমি,—নর্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য এবং সর্বজীবময়—তোমাকে নমস্কার। তুমি—সর্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ববন্ধমোক্ষক, মোহন, বন্ধন ও সতত নিধনোত্তম—তোমাকে নমস্কার। তুমি—পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্বহর, হরিশ্মশ্রু, ধনুর্ধারী, ভীম এবং ভীমপরাক্রম—তোমাকে নমস্কার ।৪৫-৪৯ মৎকথিত পুণ্যতম এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সমস্ত পাপের অপহারক, শরণার্থীদিগের শরণ্য এবং পুণ্যজনক। দশগ্রীব! ইহা জপ্ত হইলে সমস্ত শত্রু নাশ করে ।৫০

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪)

[রাবণস্য কপিলদর্শনম্, পাতালপ্রবেশঃ, পাতালাৎ প্রত্যাগমনঞ্চ।]

দত্ত্বা তু রাবণস্যৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং পিতামহঃ ॥১
রাবণোঽপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমত্তথা।
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ ॥২
পশ্চিমার্ণবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ।
দ্বীপমেকং দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ ॥৩
মহাজাম্বুনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ।
দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসন্নিভঃ ॥৪
দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ।
শরভাণাং যথা সিংহো হস্তিত্বৈরাবতো যথা ॥৫
পর্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্।
তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহাবলম্ ॥৬
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি।
অভবত্তস্য সা দৃষ্টির্গ্রহমালা ইবাকুলা ॥৭
দন্তান্ সন্দশতঃ শব্দো মন্ত্রস্যেবাভিভিয়তঃ।
জগর্জ্জোচ্চৈঃ স বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ ॥৮
স গর্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্ঘনস্তং ভয়ানকম্।
দংষ্ট্রালং বিকটং চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্ ॥৯
মণ্ডূককুক্ষিং সিংহাস্যং কৈলাসশিখরোপমম্।
পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরাম্বুজম্ ॥১০
মহানাদং মহাকায়ং মনোঽনিলসমং জবে।
ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্ ॥১১
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং কিঙ্কিণীজালনিস্বনম্।
মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশেঽবলম্বয়া ॥১২
ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্।
সোঽঞ্জনাচলসঙ্কাশং কাঞ্চনাচলসন্নিভম্ ॥১৩
প্রাহরদ্ রাক্ষসপতিঃ শূল-শক্ত্যৃষ্টি-পট্টিশৈঃ।
দ্বীপিনা চ যথা সিংহ ঋষভেণেব কুঞ্জরঃ ॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪)

[রাবণের কপিল দর্শন, পাতালে প্রবেশ এবং পাতাল হইতে প্রত্যাগমন।]

শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন পিতামহ রাবণকে বর দান করিয়া অবিলম্বে পুনর্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।১ রাবণও পিতামহসন্নিধানে বর লাভ করিয়া দেব, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি প্রভূত শত্রু সংহারপূর্বক পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।২ কিয়ৎকাল অতীত হইলে লোকপীড়ক রাক্ষস রাবণ সচিবগণের সহিত পশ্চিম সাগরে আসিল। তখন দশানন সেই দ্বীপে অগ্নিতুল্যতেজস্বী এক পুরুষকে দর্শন করিল।৩ সেই বিমল সুবর্ণবর্ণ পুরুষ তথায় একাকী অবস্থিত রহিয়াছেন। যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে দেবেশ, গ্রহগণের মধ্যে ভাস্কর, শরভসমূহের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্বত সকলের মধ্যে সুমেরু এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাত প্রধান, তদ্রূপ সেই কালানল-সমান ভীষণাকার পুরুষও পুরুষসকলের মধ্যে প্রধান। সেই মহাবল পুরুষকে দ্বীপমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া দশানন বলিল,—আমাকে যুদ্ধ দান কর। তখন তাঁহার নয়ন সকল গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল এবং সর্বতোভাবে বিদ্যমান মন্ত্রের ন্যায় দন্ত সন্দংশনের শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে বলবান্ দশাননও অমাত্যগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল।৪-৮

কজ্জলপর্বততুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসপতি বিবিধ নিনাদে গর্জন করিয়া সুবর্ণাচল-সদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন সেই পুরুষকে প্রহার করিল। তাঁহার বদন সিংহমুখ-সদৃশ, দন্ত বিশাল, গ্রীবা কম্বুতুল্য, বাহু লম্বমান, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূক(ব্যাঙ্)প্রতিম, পাদতল কমল-সদৃশ, করকমল ও তালু রক্তবর্ণ, বেগ—মন ও অনিল সমান, কণ্ঠদেশে স্বর্ণবর্ণ পদ্মের মালা বিলম্বিত, ধ্বনি কিঙ্কিণীজালের ন্যায় সুমধুর, শরীর জ্বালামালায় পরিবৃত; পৃষ্ঠদেশের তূণীর আবদ্ধ; দেহ কৈলাসশিখর-সদৃশ বিশাল এবং নিনাদ

সুমেরুরিব নাগেন্দ্রৈর্নদীবেগৈরিবার্ণবঃ।
অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুর্মতে।
রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥১৬

তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি।
ধর্মস্তস্য তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ ॥১৭

ঊরূ হ্যাশ্রিত্য তস্যাতে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ।
বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিপার্শ্বয়োঃ ॥১৮

মধ্যেঽষ্টৌ বসবস্তস্য সমুদ্রাঃ কুক্ষিতঃ স্থিতাঃ।
পার্শ্বাদিষু দিশঃ সর্বাঃ সর্বসন্ধিষু মারুতঃ ॥১৯

পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ॥২০

গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ।
সুবর্ণরজতানানি কক্ষলোমানুগানি চ ॥২১

হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ।
নরস্তু তং সমাশ্রিত্য চাস্থিভূতা ব্যবস্থিতাঃ ॥২২

পাণির্বজ্রোঽভবত্তস্য শরীরে দ্যৌরবস্থিতা।
কৃকাটিকায়াং সন্ধ্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ ॥২৩

বাহূ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ।
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ ॥২৪

কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ ॥২৫

করঞ্জানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্যমুমুক্ষবঃ।
অগ্নিরাস্যমভূত্তস্য স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতৌ ॥২৬

পক্ষমাসর্তবশ্চৈব দংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ।
মাসে কুহূরমাবাস্যা ছিদ্রেষু বায়বঃ স্থিতাঃ ॥২৭

গ্রীবা তস্যাভবদ্দেবী বীণা চাপি সরস্বতী।
নাসত্যৌ শ্রবণে চোভৌ নেত্রে চ শশিভাস্করৌ ॥২৮

বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ।
সুবৃত্তানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥২৯

এতানি নররূপস্য তস্য দেহাশ্রিতানি বৈ।
তেন বজ্রপ্রহারেণ লব্ধমাত্রেণ লীলয়া ॥৩০

সুমহান্। ঘণ্টাচামর সমন্বিত, ভীমমূর্তি, ভয়ানক ও বিকটাকার পুরুষ কমলমালায় বিভূষিত এবং ঋগ্বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় শোভমান। রাক্ষসপতি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল। হস্তীর প্রহারে সিংহ যেরূপ বিচলিত হয় না, ঋষভের প্রহারে কুঞ্জর যেরূপ বিচলিত হয় না এবং নদীবেগ দ্বারা সাগর যেমন বিচলিত হয় না, তদ্রূপ সেই পুরুষ প্রহার দ্বারা বিকম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু রাক্ষসকে বলিলেন,—দুর্মতি নিশাচর! আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব। রাবণের বেগ সর্বলোকের ভয়াবহ, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেগ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। জগতের সিদ্ধির হেতু ধর্ম এবং তপস্যা তাঁহার ঊরুযুগল অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মন্মথ—শিশ্ন, বিশ্বেদেবগণ—কটিদেশ, মারুত বস্তির পার্শ্বদ্বয়, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সাগরসকল কুক্ষিদেশ, দিক্‌সমস্ত পার্শ্বাদি স্থান, মারুত সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ পৃষ্ঠ এবং পিতামহ হৃদয় আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন।১৯-২০

পবিত্র গোদান, ভূমিদান এবং বিমল সুবর্ণদান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যসকল তাঁহার কক্ষলোম আশ্রয় করিয়াছে। পরন্তু হিমবান্, হেমকূট, মন্দর ও মেরুপর্বত সেই পুরুষকে আশ্রয়পূর্বক অস্থিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র তাঁহার পাণি, স্বর্গ শরীর, জলবাহ মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা অবটু (গ্রীবা) এবং ধাতা, বিধাতা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া আছে। শেষ, বাসুকী, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ সর্প, তক্ষক ও উপতক্ষক বীর্যবীর্য্যমুমুক্ষু হইয়া অঙ্গুলিসকল আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছে। অগ্নি তাঁহার বদন; রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল; পক্ষ, মাস ও ঋতুসকল উভয় দশনশ্রেণী; কুহূ ও অমাবস্যা মাসাবয়ব; বায়ুসমূহ ছিদ্রসকল, দেবী বাণী সরস্বতী গ্রীবা; অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগল এবং সোম ও সূর্য্য নয়নদ্বয়

পাণিনা পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে।
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্ ॥৩১
ঋষেদপ্রতিমঃ সোঽথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ।
প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পর্বতসন্নিভঃ ॥৩২
উত্থায় চ দশগ্রীব আহূয় সচিবান্ স্বয়ম্।
ক গতঃ সহসা ক্রত প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ ॥৩৩
এবমুক্তা রাবণেন রাক্ষসাস্তে তদাব্রুবন্।
প্রবিষ্টঃ স নরোঽত্রৈব দেব-দানব-দর্পহা ॥৩৪
অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিব পন্নগম্।
স তু শীঘ্রং বিলদ্বারং সপ্রবিবেশ দুর্মতিঃ ॥৩৫
প্রবিবেশ চ তদ্দ্বারং রাবণো নির্ভয়স্তদা।
স প্রবিশ্য দদর্শাথ বৈ নীলাঞ্জনচয়োপমান্ ॥৩৬
কেয়ূরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্।
বরহাটকরত্নাদ্যৈর্বিবিধৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥৩৭
দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্ত্যস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্।
নৃত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ ॥৩৮
নৃত্যন্ত্যোঽপশ্যতৈতাস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
দ্বারস্থো রাবণস্তত্র ত্রিষু লোকেষু নির্ভয়ঃ ॥৩৯
যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তুল্যাংস্তানপি সর্বশঃ।
একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ ॥৪০
চতুর্ভুজাস্মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা দশগ্রীব ঊর্ধ্বরোমা বভূব হ ॥৪১
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরস্ততঃ শীঘ্রং বিনির্যযৌ।
অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্ ॥৪২
পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্মনা।
শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ ॥৪৩
দিব্যস্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
দিব্যাম্বরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যস্যৈকভূষণম্ ॥৪৪
বালব্যজনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা।
লক্ষ্মী দেবী সপদ্মা বৈ ভ্রাজতে লোকসুন্দরী ॥৪৫
প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রো দৃষ্ট্বা ত্বাং চারুহাসিনীম্।
জিঘৃক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাস্থিতাম্ ॥৪৬

আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বেদাঙ্গসকল, যজ্ঞনিচয়, যাহারা তাঁহারই তনুস্বরূপী—তৎসমুদয় সুব্রত বাক্যবৃন্দ, তেজঃপুঞ্জ এবং শুভদ্যুতি সেই নরতনুর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরুষ বজ্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন পাণিদ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকে নিষ্পীড়িত করিয়া মহীতলে নিপাতিত করিলেন। পদ্মমালায় বিভূষিত ঋষেদপ্রতিম পর্বতসদৃশ সেই পুরুষ নিশাচরকে নিপতিত জানিয়া অপরাপর রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বয়ং পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দশগ্রীব উত্থিত হইয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া বলিল,—সেই পুরুষ সহসা কোথায় গমন করিল, তোমরা তাহা আমার নিকটে বল ।২১-৩৩

তৎকালে প্রহস্ত, শুক এবং সারণ প্রভৃতি রাক্ষস সচিবসকল রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, সেই দেব ও দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করিয়া বেগে গমন করে, তদ্রূপ সেই দুর্মতি রাক্ষস অবিলম্বে বিলদ্বারে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু প্রবেশ করিয়া কেয়ূরধারী বীরসকলকে দর্শন করিল। সেই নীলাঞ্জনচয়সদৃশ বীরগণ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ ও রত্নরাজি দ্বারা বিরচিত নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত। দশানন পুনরায় দেখিল যে, অগ্নিতুল্যবিমলদ্যুতি নির্ভয় তিন কোটী মহাত্মা পুরুষ নিয়ত উৎসবে উৎসুক হইয়া তথায় নৃত্য করিতেছেন। তখন ত্রিলোকমধ্যে নির্ভয় ভীমবিক্রম রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া নৃত্যপরায়ণ পুরুষদিগকে দেখিতে লাগিল। সেই পুরুষ যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সর্বতোভাবে তৎসদৃশ; সেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষসকলের বর্ণ, বেশ এবং সৌন্দর্য্য একরূপ। স্বয়ম্ভু কর্তৃক লব্ধবর রাক্ষস দশানন তথায় সেই পুরুষগণকে নিরীক্ষণ করত রোমাঞ্চিত হইয়া অতি ত্বরায় সে স্থান হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর

বিনাপি সচিবৈস্তত্র রাবণো দুর্ম্মতিস্তদা।
হস্তে গ্রহীতুমিচ্ছন্মন্মথেন বশীকৃতঃ ॥৪৭
সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্ রাবণঃ কালচোদিতঃ।
অথ সুপ্তো মহাবাহুঃ পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ ॥৪৮
গ্রহীতুকামং তং জ্ঞাত্বা ব্যপবিদ্ধপটং তদা।
জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্ ॥৪৯
তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ।
কৃত্তমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে ॥৫০
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বচনং চেদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাদ্য বিদ্যতে ॥৫১
প্রজাপতিবরো রক্ষ্যস্তেন জীবসি রাক্ষস।
গচ্ছ রাবণ বিস্রব্ধো নাধুনা মরণং তব ॥৫২

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ।
এবমুক্তস্তদোত্থায় রাবণো দেবকণ্টকঃ ॥৫৩
লোমহর্ষণমাপন্নো হ্যব্রবীত্তং মহাদ্যুতিম্।
কো ভবান্ বীর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ ॥৫৪
ব্রূহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
এবমুক্তস্ততো দেবো রাবণেন দুরাত্মনা ॥৫৫
প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
কিং তে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর ॥৫৬
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ ॥৫৭
ন স জ্ঞাতো ত্রিনিষ্ঠো বা মম তুল্যঃ সুরেষ্বপি।
প্রজাপতিবরং যো হি লঙ্ঘয়েন্ বীর্য্যমাশ্রিতঃ ॥৫৮

দশানন দেখিল যে, পাতালে কোন গৃহের মধ্যে শয্যাতলে এক পরম পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন।৩৪-৪২

তাঁহার ভবন, শয্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ এবং মহামূল্য; ঐ পুরুষ পাবকদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সেই শয্যায় শয়ান আছেন। ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র ভূষণস্বরূপ দিব্যবসন-পরিধানা সাধ্বী দেবী দিব্য মাল্য ভূষণে ভূষিত এবং দিব্য অনুলেপনরঞ্জিত হইয়া করপল্লব দ্বারা বালব্যজন ধারণপূর্বক তথায় অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। অধিক কি, সেই লোকসুন্দরী সাধ্বী লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পরন্তু পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসপতি সেই চারুহাসিনীকে অবলোকন করিয়া সিংহাসনে আসীনা সাধ্বীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিল। কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া সুপ্ত সর্প গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ সচিববিহীন দুর্ম্মতি দশানন তখন মন্মথের বশবর্ত্তী হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল। অনন্তর পাবকাচ্ছাদিত সুপ্ত মহাবাহু পুরুষ তৎকালে রাক্ষসের অভিলাষ জানিতে পারিলেন। অবশেষে সেই দেব তখন বিগলিত-বসন রাক্ষসপতিকে অবলম্বন করিয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন।৪৩-৪৯

লোকপীড়ক রাবণ তেজদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা মহীতলে নিপতিত হইল। তখন সেই পুরুষ রাক্ষসকে পতিত জানিয়া এইরূপ বলিলেন যে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্থিত হও। অদ্য তোমার মৃত্যু হইবে না। নিশাচর! প্রজাপতি-প্রদত্ত বরই তোমার রক্ষক, সেইজন্য তুমি জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! অধুনা তোমার মৃত্যু নাই, অতএব নিশ্চিন্তভাবে গমন কর। রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীত হইল; অধিক কি, সেই দেবকণ্টক তৎকালে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতশরীরে উত্থিত হইয়া সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে বলিল,—'আপনি কে?' আপনি যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় দ্যুতিশালী এবং বীর্য্যবান্।৫০-৫৪

অতএব, দেব! আপনি কে, কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহা বলুন। অনন্তর সেই দেব দুর্ম্মতি রাবণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে নিশাচর দশানন! আমাকে জানিয়া তোমার ফল কি? তিনি দশাননকে এই কথা বলিলে, রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—প্রজাপতির বচনানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই; বিশ্ব

ন তত্র পরিহারোঽস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্ব্বলঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো মে কুর্য্যান্ বরং বৃথা ॥৫৯

অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্।
অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্তদ্ধস্তান্মরণং মম ॥৬০

যশস্যং শ্লাঘনীয়ঞ্চ স্বদ্ধস্তান্মরণং মম।
অথাস্য গাত্রে সম্পশ্যদ্ রাবণো ভীমবিক্রমঃ ॥৬১

তস্য দেবস্য সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥৬২

রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা।
সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োঽগ্রয়ঃ ॥৬৩

গ্রহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োঽথ ভুজঙ্গমাঃ ॥৬৪

যে চান্যে দেবতাযক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ।
গাত্রেষু শয়নস্থস্য দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥৬৫

অথ রামোঽথ ধর্ম্মাত্মা হ্যগস্ত্যং মুনিসত্তমম্।
দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোঽসৌ তিস্রঃ
কোট্যস্তু কাশ্চ তাঃ ॥৬৬

শয়ানঃ পুরুষঃ কোঽসৌ দৈত্য-দানব-দর্পহা।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা হ্যগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৭

শ্রূয়তামভিধাস্যামি দেবদেব সনাতন।
ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে ॥৬৮

যে তু নৃত্যন্তি বৈ তত্র স্বরাস্তে তস্য ধীমতঃ।
তুল্যতেজঃ প্রভাবাস্তে কপিলস্য নরস্য বৈ ॥৬৯

যিনি প্রতাপ আশ্রয় করিয়া প্রজাপতির বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, মৎসদৃশ পরাক্রান্ত সেই পুরুষ সুরলোকেও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না।৫৫-৫৮ তথাপি সে বিষয়ে আমার অনাদর নাই, প্রযত্নও অতি সামান্য। সুরশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার বর ব্যর্থ করিবেন, তাদৃশ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে দেখিতে পাই না; সুতরাং আমি অমর; অতএব আমার অন্তঃকরণে ভয় প্রবিষ্ট হইতে পারিবেনা। প্রভো! যদিও আমার মৃত্যু নাই বটে, তথাপি যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনার হস্ত ব্যতীত অপর কাহারও হস্তে না হয়।৫৯-৬০

আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্য এবং শ্লাঘনীয়। তৎপরে ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার শরীরে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য ও বসুগণ, অশ্বিনীযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল, গিরি-সমূহ, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা, অগ্নিত্রয়, গ্রহ, তারা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, বেদজ্ঞ মহর্ষি ও ভুজগগণ, আকাশ, গরুড়, দৈত্য, যক্ষ এবং রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য দেবতাসকল সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করত শয়নস্থ পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন।৬১-৬৫

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে বলিলেন,—দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? আর অপর যে তিনকোটী পুরুষের কথা বলিলেন, তাঁহারাই বা কে? দৈত্য ও দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে? তখন অগস্ত্য ঋষি রামের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—দেবদেব সনাতন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দ্বীপস্থিত নর ভগবান্ কপিলনামে অভিহিত হন। তিনিই শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ; তিনিই শাশ্বত অব্যয় অচ্যুত অনাদি জগৎকারণ বিষ্ণু। তিনিই প্রাণীপুঞ্জের সৃজন ও সংহারকর্ত্তা। পরন্তু যে সকল দেবতা তথায় নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নরকপিলের সদৃশ তেজ এবং প্রভাবসম্পন্ন। রাম! তিনি কুপিত হইয়া পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে তৎকালে নিরীক্ষণ করেন নাই; সুতরাং রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই। সূচক ব্যক্তি যেমন রহস্যভেদ করে, তদ্রূপ তিনি বাক্যবাণে তাহাকে অধিলম্বে বিদ্ধ করিলেন, সুতরাং

নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টস্তু রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্ রাম রাবণঃ ॥৭০

বিভ্রষ্টগাত্রো নগপ্রখ্যো রাবণঃ পতিতো ভুবি।
বাক্ছরৈস্তং বিভেদাশু হৃদয়ং পিতুনো যথা ॥৭১

অথ দীর্ঘেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ।
আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥৭২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪) ॥

পর্বতপ্রতিম রাবণ বিভ্রষ্টগাত্র হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। পরে সেই মহাতেজা রাক্ষস বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেস্থানে সচিবগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় আগমন করিল ।৬৮-৭২

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪) সমাপ্ত

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৫)

[বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্মবৃত্তান্ত কথনম্।]

এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাঘবোঽগস্ত্যমব্রবীৎ।
য এষর্ক্ষরজা নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা ॥১
জননী কা চ ভবনং সা ত্বয়া পরিকীর্তিতা।
বালিসুগ্রীবয়োশ্চাপি নামনী কেন হেতুনা ॥২
এতদ্ ব্রহ্মন্ সমাচক্ষ্ব কৌতূহলমিদং হি নঃ।
স প্রোক্তো রাঘবেণৈবমগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩
শৃণু রাম কথামেতাং যথাপূর্বং সমাসতঃ।
নারদঃ কথয়ামাস মমাশ্রমমুপাগতঃ ॥৪

কদাচিদটমানোঽসাবতিধর্মমুপাগতঃ।
অর্চিতস্তু যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫
সুখাসীনঃ কথামেনাং ময়া পৃষ্টঃ স কৌতুকাৎ।
কথয়ামাস ধর্মাত্মা মহর্ষে শ্রূয়তামিতি ॥৬
মেরুর্নগবরঃ শ্রীমান্ জাম্বূনদময়ঃ শুভঃ।
তস্য মধ্যমং শৃঙ্গং সর্বদৈবতপূজিতম্ ॥৭
তস্মিন্ দিব্যা সদা রম্যা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা।
তস্যামাস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্মুখঃ ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫)

[বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন।]

রঘুনন্দন রাম এই নিখিল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পূর্ববার অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে ঋক্ষরজার নাম কীর্ত্তন করিলেন, তিনি বালী ও সুগ্রীবের পিতা কিন্তু ইঁহাদের জননী কে এবং উৎপত্তি কিরূপে হইল? আপনি বালী এবং সুগ্রীবের মাতা অথবা তাহার কথা আমাকে বলেন নাই, সুতরাং এ বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব ব্রহ্মন্! আপনি ইহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। সেই অগস্ত্য ঋষিকে রাঘব এইকথা প্রশ্ন করিলে,—তিনি বলিলেন ।১-৩ রাম! পুরাকালে নারদ যেরূপে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংক্ষেপতঃ এই বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কোন সময়ে নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমিও ন্যায়ানুসারে বিধিদৃষ্ট কার্য্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। তারপর তিনি সুখে উপবেশন করিলে আমি কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা

যোগমভ্যাসতস্তস্য নেত্রাভ্যাং যদভূস্রবৎ ।
তদ্‌গৃহীতং ভগবতা পাণিনা চর্চিতন্তু তৎ ॥৯
নিক্ষিপ্তমাত্রং তদ্ভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ।
তস্মিন্নশ্রুকণে রাম বানরঃ সম্বভূব হ ॥১০
উৎপন্নমাত্রস্তু তদা বানরশ্চ নরোত্তম ।
সমাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈরুক্তঃ কিল মহাত্মনা ॥১১
পশ্য শৈলং সুবিস্তীর্ণং সুরৈরধ্যুষিতং সদা ।
তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুমূলফলাশনঃ ॥১২
মমান্তিকচরো নিত্যং ভব বানরপুঙ্গব ।
কঞ্চিৎ কালমিহাস্স্ব ত্বং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১৩
এবমুক্তঃ স বৈ তেন ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবদেবস্য রাঘব ॥১৪
উক্তবাল্লোকভর্তারমাদিদেবং জগৎপতিম্ ।
যথাজ্ঞাপয়সে দেব স্থিতোঽহং তব শাসনে ॥১৫

করিলাম। সেই ধর্ম্মাত্মা মুনি আমাকে বলিলেন,—মহর্ষে! শ্রবণ কর।৪-৬

স্বর্ণময় শ্রীমান্ পর্বতরাজ মেরুনামক এক শুভ পর্বত আছে। সমস্ত দেবগণের পূজিত তাহার মধ্যম শৃঙ্গে শত-যোজন-বিস্তীর্ণা রমণীয়া দিব্যা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত; কমলযোনি চতুর্মুখ দেব ব্রহ্মা সেই সভায় সর্বদা বিরাজ করেন।৭-৮ একদা যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয়, ভগবান্ স্বীয় হস্তদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া গাত্রে বিলেপন করিলেন।৯ রাম! লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকর্তৃক উহা ভূতলে পতিত হইবামাত্রই সেই অশ্রুকণায় এক বানর উৎপন্ন হইল।১০ নরোত্তম! বানরের উৎপত্তি হইবামাত্রই মহাত্মা পিতামহ প্রিয়বাক্যদ্বারা তাহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া বলিলেন।১১ বানরবর! দেখ, এই সুবিস্তীর্ণ পর্বতে সুরগণ সর্বদা বাস করেন, তুমি এই রমণীয় গিরিবরে প্রচুর ফলমূল ভক্ষণ করত আমার নিকট নিয়ত অবস্থিতি কর। এই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেই পরিশেষে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে।১২-১৩

এবমুক্ত্বা হরির্দেবং যযৌ হৃষ্টমনাস্তদা ।
স তদা দ্রুমখণ্ডেষু ফলপুষ্পঘনেষু চ ॥১৬
গচ্ছন্নতিবলঃ শীঘ্রং বনে ফলকৃতাশনঃ ।
চিন্বন্ মধূনি মুখ্যানি চিন্বন্ পুষ্পাণ্যনেকশঃ ॥১৭
দিনে দিনে চ সায়াহ্নে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ ।
গৃহীত্বা রাম মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥১৮
ব্রহ্মণো দেবদেবস্য পাদমূলে ন্যবেদয়ৎ ।
এবং তস্য গতঃ কালো বহুঃ পর্য্যটতো গিরিম্ ॥১৯
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সমতীতস্য রাঘব ।
ঋক্ষরাড়্ বানরশ্রেষ্ঠস্তৃষয়া পরিপীড়িতঃ ॥২০
উত্তরং মেরুশিখরং গতস্তত্র চ হৃষ্টবান্ ।
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং প্রসন্নসলিলং সরঃ ॥২১
চলৎকেসরমাত্মানং কৃত্বা তস্য তটে স্থিতঃ ।
দদর্শ তস্মিন্ সরসি বক্ত্রচ্ছায়ামথাত্মনঃ ॥২২

রঘুনন্দন! সেই বানরোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ কথা বলিলে, সে দেবদেব পিতামহের চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করত লোককর্ত্তা আদিদেব জগৎপতি ব্রহ্মাকে বলিল,—দেব! আমি আপনার শাসনাধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব।১৪-১৫ হৃষ্টচিত্ত বানর তৎকালে দেব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিল। এমন কি, সেই অতিবল বানর সত্বর বনে গমন করিয়া তখন ফলপুষ্প-সমন্বিত তরুরাজিতে বিচরণ করত ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। বানর প্রতিদিন প্রচুর পুষ্প এবং উত্তম মধু সঞ্চয় করত সায়ংকালে ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিত। রাম! বানর উত্তম উত্তম পুষ্প ও ফলসকল সংগ্রহ করিয়া দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে সমর্পণ করিত। পর্বতে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।১৬-১৯

রাঘব! কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর বানরবর ঋক্ষরজা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর-মেরুশিখরে গমন করিল। বানর তথায় নানাজাতীয় পক্ষিগণের

কোঽয়মস্মিন্ মম রিপুর্বলতাগুর্জলে মহান্।
রূপং চান্যগতং তত্তু বীক্ষ্য তস্য বতো হরিঃ ॥২৩
ক্রোধাবিষ্টমনা হ্যেষ নিয়তং মামমন্যতে।
তদস্য দুষ্টভাবস্য পুষ্করং কুমতের্গৃহম্ ॥২৪
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা স বৈ বানরচাপলাৎ।
আপ্লুত্য চাপতত্তস্মিন্ হ্রদে বানরসত্তমঃ ॥২৫
উৎপ্লুতা তস্মাৎ স হ্রদাদুত্থিতঃ প্লবগঃ পুনঃ।
তস্মিন্নেব ক্ষণে রাম স্ত্রীত্বং প্রাপ স বানরঃ ॥২৬
মনোজ্ঞরূপা সা নারী সাবণ্যললিতা শুভা।
বিস্তীর্ণজঘনা শুভ্রনীলকুন্তলমূর্দ্ধজা ॥২৭
মুদ্গসন্নিভবক্ত্রা চ পীনস্তনতটা শুভা।
হ্রদতীরে চ সা ভাতি ঋজুযষ্টির্লতা যথা ॥২৮
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা সর্ব্বচিত্তপ্রমাথিনী।
লক্ষ্মীব পদ্মরহিতা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব নির্ম্মলা ॥২৯
রূপেণাপ্যভবৎ সা তু শ্রিয়ং দেবীমুমা যথা।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বা তথাভূৎ সা বরাঙ্গনা ॥৩০
এতস্মিন্নন্তরে দেবো নিয়তঃ সুরনায়কঃ।
পাদাবুপাস্য দেবস্য ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা ॥৩১
তস্যামেব চ বেলায়ামাদিত্যোঽপি পরিভ্রমন্।
তস্মিন্নেব পথে সোঽভূন্ যস্মিন্ সা তনুমধ্যমা ॥৩২
যুগপৎ সা তদা দৃষ্টা দেবাভ্যাং সুরসুন্দরী।
কন্দর্পবশগৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা তাং সমভূবতুঃ ॥৩৩
ততঃ ক্ষুভিতসর্ব্বাঙ্গৌ সুরেন্দ্রৌ পন্নগাবিব।
তদ্রূপমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা ত্যাজিতৌ ধৈর্য্যমাত্মনঃ ॥৩৪
ততস্তস্যাং সুরেন্দ্রেণ স্কন্দং শিরসি পাতিতম্।
অনায়াসাদ্যৈব তাং নারীং সম্ভিরুত্তমবীর্য্যবান্ ॥৩৫
ততঃ সা বানরপতিং জজ্ঞে বানরমীশ্বরম্।
অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৬

নাদ দ্বারা নিনাদিত নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহার তটে অবস্থিত হইয়া শরীরের কেশরসকল সঞ্চালিত করিতে করিতে সেই সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া অবলোকন করিল।২০-২২

ঐ বানর সরোবরমধ্যে আপনার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জলমধ্যে বসতি করিতেছে, এই মদীয় মহাশত্রু কে? এ কোপাবিষ্টচিত্ত হইয়া নিয়ত আমাকে অবমাননা করিতেছে, সেই কারণে আমি এই দুষ্টস্বভাব কুবুদ্ধির উত্তমগৃহে প্রবেশ করিব।২৩-২৪ সেই বানরসত্তম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরসুলভ চপলতাবশতঃ ঐ হ্রদে লম্ফপ্রদান করিল। রাম! লম্ফপ্রদান করিয়া পুনর্ব্বার সেই হ্রদ হইতে উঠিল; কিন্তু সেই বানর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করিল।২৫-২৬

সেই সুন্দরী নারীর রূপ ও লাবণ্য সুন্দর, মস্তকের কেশকলাপ নীল, ভ্রূ উত্তম, জঘন বিশাল, বদন মনোহর ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত, স্তনতট পীন, অঙ্গযষ্টি সরল, সেই শোভান্বিতা রমণী হ্রদতীরে লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৭-২৮ অধিক কি, সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা নির্ম্মল সুধাংশুর জ্যোৎস্না এবং অপদ্ম লক্ষ্মীর ন্যায় সকলের চিত্তের উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। ঐ বরাঙ্গনা লক্ষ্মী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালিনী উমার ন্যায় সৌন্দর্য্য বিকাশ দ্বারা সমস্ত দিক্ প্রকাশিত করিয়া সে স্থানে বিরাজ করিল।২৯-৩০

ঐ সময়ে সুরনায়ক দেবরাজ বাসব ব্রহ্মার পাদবন্দনা করিয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন। সেই সময়ে আদিত্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই ক্ষীণ-মধ্যমা রমণীর সম্মুখপথে আগমন করিলেন। তৎকালে সেই সুরসুন্দরী যুগপৎ দেবযুগলের নয়নপথে নিপতিত হইল; বাসব এবং আদিত্য তাহাকে দর্শন করিয়াই কামের বশবর্ত্তী হইলেন। পরে অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া সেই সুরেন্দ্রদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুব্ধ হইল, তাঁহারা সর্পের ন্যায় অধীর হইলেন। অবশেষে সেই রমণীকে না পাইয়াই তাহার মস্তকে স্খলিত বীর্য্যপাত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।৩১-৩৫

পরে সেই রমণী মহাত্মা বাসবের অমোঘবীর্য্য দ্বারা বানরপতি এবং শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন

বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ।
ভাস্করেণাপি তস্যাং বৈ কন্দর্পবশবর্তিনা ॥৩৭
বীজং নিষিক্তং গ্রীবায়াং বিধানমনুবর্ত্তত।
তেনাপি সা বরতনুর্নোক্তা কিঞ্চিদ্বচঃ শুভম্ ॥৩৮
নিবৃত্তমদনশ্চাথ সূর্য্যোঽপি সমপদ্যত।
গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত ॥৩৯
এবমুৎপাদ্য তৌ বীরৌ বানরেন্দ্রৌ মহাবলৌ।
দত্ত্বা তু কাঞ্চনীং মালাং বানরেন্দ্রস্য বালিনঃ ॥৪০
অক্ষয্যাং গুণসম্পূর্ণাং শক্রস্তু ত্রিদিবং যযৌ।
সূর্য্যোঽপি স্বসুতস্যৈব নিরূপ্য পবনাত্মজম্ ॥৪১
কৃত্যেষু ব্যবসায়েষু জগাম সবিতাং বরম্।
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়ামুদিতে চ দিবাকরে ॥৪২
স তদ্বানররূপন্তু প্রতিপেদে পুনর্নৃপ।
স এব বানরো ভূত্বা পুত্রৌ স্বস্য প্লবঙ্গমৌ ॥৪৩
পিঙ্গেক্ষণৌ হরিবরৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ।
মধূন্যমৃতকল্পানি পায়িতৌ তেন তৌ তদা ॥৪৪

গৃহ্য ঋক্ষরজাস্তৌ তু ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ।
দৃষ্ট্বর্ক্ষরজসং পুত্রং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪৫
বহুশঃ সান্ত্বয়ামাস পুত্রাভ্যাং সহিতং হরিম্।
সান্ত্বয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্দেবদূতমথাদিশৎ ॥৪৬
গচ্ছ মদ্বচনাদ্দূত কিষ্কিন্ধাং নাম বৈ শুভাম্।
সা হ্যস্য গুণসম্পন্না মহতী চ পুরী শুভা ॥৪৭
তত্র বানরযূথানি বহূনি বসন্তি চ।
বহুরত্নসমাকীর্ণা বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ॥৪৮
পুণ্যা পুণ্যবতী দুর্গা চাতুর্বর্ণ্যপুরস্কৃতা।
বিশ্বকর্ম্মকৃতা দিব্যা মন্নিয়োগাশ্চ শোভনা ॥৪৯
তত্রর্ক্ষরজসং দৃষ্ট্বা সপুত্রং বানরর্ষভম্।
যূথপালান্ সমাহূয় যাংশ্চান্যান্ প্রাকৃতান্ হরীন্ ॥৫০
তেষাং সম্ভাব্য সর্ব্বেষাং মদীয়ং জনসংসদি।
অভিষেচয় রাজানমারোপ্য মহদাসনে ॥৫১
দৃষ্টমাত্রাশ্চ তে সর্ব্বে বানরেণ চ ধীমতা।
অস্যর্ক্ষরজসো নিত্যং ভবিষ্যন্তি বশানুগাঃ ॥৫২

করিল। বালে (কেশে) সেই পতিত বীজই বালী নামে অভিহিত হইল। ভাস্করও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন; কিন্তু সেই সুন্দরী রমণী তাহাতেও কিছুমাত্র শুভবাক্য বলিল না।৩৬-৩৮ সূর্য্যও মদন ব্যথা হইতে নিবৃত্তি লাভ করিলেন এবং সেই গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব উৎপন্ন হইল।৩৯ ইন্দ্র এইরূপে মহাবল বীর বানরবর বালীকে উৎপাদন করিয়া তাহাকে গুণসম্পূর্ণা অক্ষয়া কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান পূর্বক স্বর্গপুরে গমন করিলেন। সূর্য্যও মহাবল বানরবীর সুগ্রীবকে উৎপাদন পূর্বক পবনতনয়কে স্বীয় পুত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। রাজন্! সেই নিশা অতিবাহিত হইয়া দিবাকর উদিত হইলে, ঋক্ষরজা পুনর্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। তৎকালে সেই পিঙ্গললোচন কামরূপী বলবান্ বানরবর বালী এবং সুগ্রীবকে অমৃতকল্প মধু পান করাইল।৪০-৪৪

পরন্তু সেই ঋক্ষরজা বানর হইয়া স্বীয় তনয় সেই প্লবঙ্গমযুগলকে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পুত্র ঋক্ষরজাকে দর্শন করত পুত্রযুগলের সহিত তাহাকে বারংবার সান্ত্বনা করিয়া পরে দেবদূতকে আদেশ করিলেন যে, দূত! মদীয় বাক্যানুসারে উত্তম কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই নগর বিশাল গুণসম্পন্ন এবং ইহাদের পক্ষে শুভদায়ক; কারণ, সে স্থানে বহুবিধ বানর দলবদ্ধ হইয়া বসতি করিতেছে। আমার আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা এই শোভাবিশিষ্টা পবিত্রা দিব্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা অগ্রের দুর্গম, পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, নানাজাতীয় রত্ন দ্বারা আকীর্ণ, চাতুর্বর্ণ্যের বাসভূমি এবং কামরূপ বানরগণের আবাসস্থল। সে স্থানে গিয়া অন্যান্য সাধারণ বানরগণসহ দলপতিদিগকে আহ্বান করিয়া বানরবর সপুত্র ঋক্ষরজাকে প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে মদীয় আদেশ বলিবে, পরে জনসমাজে ইহাকে উৎকৃষ্ট আসনে

ইত্যেবমুক্তে বচনে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।
পুরতঃ কৃত্য দূতোঽসৌ প্রযযৌ তাং পুরীং শুভাম্॥৫৩
স প্রবিশ্যানিলগতিস্তাং গুহাং বানরোত্তমঃ।
স্থাপয়ামাস রাজনং পিতামহনিয়োগতঃ॥৫৪
রাজ্যাভিষেকবিধিনা স্নাতোঽথাভ্যচিতস্তথা।
স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ॥৫৫
আজ্ঞাপয়ামাস হরীন্ সর্ব্বান্ মুদিতমানসঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যাং যে প্লবঙ্গমাঃ॥৫৬
বালি-সুগ্রীবয়োরেব এষ চর্ক্ষরজাঃ পিতা।
জননী চৈষ তু হরিরিত্যেতদ্ভদ্রমস্তু তে॥৫৭

যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নরঃ।
সিধ্যন্তি তস্য কার্য্যার্থা মনসো হর্ষবর্দ্ধনাঃ॥৫৮

এতচ্চ সর্ব্বং কথিতং ময়া বিভো
প্রবিস্তরেণেহ যথার্থতস্তৎ।
উৎপত্তিরেষা রজনীচরাণা-
মুক্তা তথৈবেহ হরীশ্বরাণাম্॥৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৫)॥

উপবেশনে করাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। বীমান্ বানর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র তাহারা সকলে এই ঋক্ষরজার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বাক্য বলিলে, দূত সেই হরীশ্বরকে অগ্রে লইয়া শুভা কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন করিলেন। সেই দূত অনিলের ন্যায় ত্বরিতগমনে কিষ্কিন্ধার গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া বানরবরকে পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীমান মুকুট পরিধান এবং উত্তম অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া রাজ্যাভিষেক বিধি অনুসারে স্নান করত অভিষিক্ত হইলেন।৫৫-৫৫

অধিক কি, ঋক্ষরজা সর্বতোভাবে অর্চ্চিত হইয়া সন্তুষ্টমানসে সসাগরা সপ্তদ্বীপা সমগ্রা মেদিনীতে যে সকল বানর ছিল, সেই সমস্ত বানরদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। এই ঋক্ষরজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং সে-ই ইহাদের জননী. এই ইহার বৃত্তান্ত। তোমার মঙ্গল হউক। যে বিদ্বান ইহা শ্রবণ করান এবং যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার আনন্দপ্রদ কার্য্যসকল সিদ্ধ হয়। প্রভো! রজনীচর (রাক্ষস) এবং হরীশ্বরদিগের এই উৎপত্তি বিবরণ বিস্তৃতভাবে যথাযথ সমস্তই বর্ণন করিলাম।৫৬-৫৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫) সমাপ্ত।

---

* এই (৫) সর্গ হইতে (৯) সর্গ পর্য্যন্ত কয়টি সর্গ বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গের পর দেখা যায়।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৬)

[সীতাহরণকারণবর্ণনম্ ।]

এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং পৌরাণীং রাঘবস্তদা ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরৈঃ বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥১

রাঘবোঽথ ঋষের্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ।
কথেয়ং মহতী পুণ্যা ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতা ময়া ॥২

বৃহৎ কৌতূহলে চাস্মিন্ সংবৃতো মুনিপুঙ্গব ।
উৎপত্তির্যাদৃশী দিব্যা বালি-সুগ্রীবয়োর্দ্বিজ ॥৩

কিঞ্চাত্র মম ব্রহ্মর্ষে সুরেন্দ্র-তপনাবুভৌ ।
জাতৌ বানরশার্দূলৌ বলেন বলিনাং বরৌ ॥৪

এবমুক্তে তু রামেণ কুম্ভযোনিরভাষত ।
এবমেতন্মহাবাহো বৃত্তমাসীৎ পুরা কিল ॥৫

অথাপরাং কথাং দিব্যাং শৃণু রাজন্ সনাতনীম্ ।
যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন পুরা হৃতা ॥৬

তচ্চেঽহং কীর্ত্তয়িষ্যামি সমাধিং শ্রবণে কুরু ।
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতি সুতং প্রভুম্ ॥৭

সনৎকুমারমাসীনং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
বপুষা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥৮

বিনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
উক্তবান্ রাবণো রাম তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥৯

কো হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ ।
যং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্ ॥১০

কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ
এতন্মে শংস ভগবন্ বিস্তরেণ তপোধন ॥১১

বিদিত্বা হৃদ্গতস্তস্য ধ্যানদৃষ্টির্মহাযশাঃ ।
উবাচ রাবণং প্রেক্ষ্য শ্রূয়তামিতি পুত্রক ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬)

[সীতাহরণের কারণ বর্ণন ।]

রঘুনন্দন বীর রাম ভ্রাতৃগণের সহিত এই পৌরাণিক দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।১ রামচন্দ্র ঋষির বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—আপনার প্রসাদে এই পবিত্র বৃহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম ।২ মুনিবর ! এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষে ! বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি বিবরণ যেরূপ দিব্য, তাহাতে ইন্দ্রপুত্র বানরশার্দূল বালী এবং সূর্য্যের তনয় কপিবর সুগ্রীব উভয়েই যে সকল বলবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?৩-৪ রাম এই কথা বলিলে কুম্ভযোনি অগস্ত্য বলিলেন,—"মহাবাহো। পুরাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল ।৫

রাজন্ ! অন্য এক পুরাতন মনোহর কথা শ্রবণ কর। রাম। রাবণ যে কারণে পূর্বকালে বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিল, আমি সেই বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্বক, শ্রবণ কর। রাম। সত্যযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর প্রজাপতি-তনয় প্রভু সনৎকুমার তেজোদ্বারা যেন জ্বলিত হইয়াই আসীন ছিলেন ; সেই সময়ে রাক্ষসপতি রাবণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাম ! রাবণ বিনীতভাবে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করত সেই সত্যবাদী ঋষিকে বলিল,—দেবতারা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন, ইহলোকে সেই দেবতাদিগের মধ্যে কে বলবান্ ? ৬-১০

দ্বিজগণ কাহার পূজা করেন এবং যোগীগণই বা নিয়ত কাহার ধ্যান করেন ? ভগবন্ তপোধন ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আমাকে বলুন ।১১ মহাযশস্বী ঋষি ধ্যানচক্ষু দ্বারা তাহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাবণকে প্রীতিসহকারে বলিলেন,—পুত্র। শ্রবণ কর ।১২

যো বৈ ভর্ত্তা জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তিং ন বিদ্মহে।
সুরাসুরৈর্নতো নিত্যং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১৩
যস্য নাভ্যাম্বুজো ব্রহ্মা বিশ্বস্য জগতঃ পতিঃ।
যেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং বিশ্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১৪
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা বিধিনা হরিমধ্বরে।
পিবন্তি হ্যমৃতং চৈব মানিতাশ্চ যজন্তি তম্ ॥১৫
পুরাণশ্চৈব বেদৈশ্চ পঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্ ॥১৬
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে চান্যে চামরদ্বিষঃ।
সর্ব্বান্ জয়তি সংগ্রামে সদা সর্বৈঃ স পূজ্যতে ॥১৭
শ্রুত্বা মহর্ষেস্তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা পুনরেব মহামুনিম্ ॥১৮
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে হতাঃ সমরেঽমরৈঃ।
কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে কিঞ্চ তে হরিণা হতাঃ ॥১৯

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ।
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি দিবঃ স্থলম্ ॥২০
পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে।
পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ সুখৈর্দুঃখৈর্জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তি চ ॥২১
যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজন্-
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং নরেন্দ্রাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ ॥২২
শ্রুত্বা ততস্তদ্বচনং নিশাচরঃ
সনৎকুমারস্য মুখাদ্ বিনির্গতম্।
তথা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ
কথং ন যাস্যামি হরিং মহাহবে ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৬) ॥

যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালন করেন এবং যাঁহারা উৎপত্তি আমরা বিদিত নহি, সুর এবং অসুরগণ সেই প্রভু নারায়ণ হরিকেই নমস্কার করিয়া থাকেন।১৩

বিশ্ব জগৎপতি ব্রহ্মা যাঁহার নাভিপদ্ম উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, দেবতারা সেই হরিকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে যথাবিধি অমৃত পান করিয়া থাকেন এবং সম্মান সহকারে তাঁহারই পূজা করেন।১৪-১৫

অধিক কি, বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যোগীরা নিয়ত তাঁহার ধ্যান এবং ক্রতু সকল দ্বারা তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকেন। দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা সুরগণের বিদ্বেষ করে, তিনি সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজয় করেন। অধিক কি, সকল সময়েই তিনি সর্বজনকর্তৃক পূজিত হন।১৬-১৭

রাক্ষসাধিপ রাবণ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণত হইয়া পুনরায় মহামুনিকে বলিল,—দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যে সকল শত্রু, সুরগণ কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে এবং যাহারা হরি কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহারাই বা কি গতি লাভ করিবে।১৮-১৯ মহামুনি রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—দেবগণ যাহাদিগকে নিপাত করিয়াছেন, তাহারা অক্ষয় স্বর্গভূমি লাভ করত পুনর্বার তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করিবে। কারণ, পূর্বজন্মার্জিত পাপ-পুণ্যের ফলে জীবসকলের জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।২০-২১

রাজন্! যাহারা ত্রিলোকনাথ চক্রধর জনার্দন কর্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই নরোত্তমগণ তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, অতএব সেই দেবের ক্রোধও বরের তুল্য। নিশাচর দশানন সনৎকুমারমুনির মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, কিরূপে হরিকে মহাসমরে প্রাপ্ত হইব?২২-২৩

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৭)

[সনৎকুমারেণ সহ রাবণস্য উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

এবং চিন্তয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিঃ ॥১
মনসশ্চেপ্সিতং যত্তদ্বিদ্যতি মহাহবে।
সুখী ভব মহাবাহো কঞ্চিৎ কালমুদীক্ষ্য চ ॥২
এবং শ্রুত্বা মহাবাহুস্তমৃষিং প্রত্যুবাচ সঃ।
কীদৃশং লক্ষণং তস্য ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ ॥৩
রাক্ষসেশ্বরচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ প্রত্যভাষত।
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে তব রাক্ষসপুঙ্গব ॥৪
স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৫
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ।
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ ॥৬
ওঙ্কারশ্চৈব সত্যঞ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
ধরাধরধরো দেবো হ্যনন্তঃ ইতি বিশ্রুতঃ ॥৭
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
দিবাকরশ্চৈব যমশ্চ সোমঃ।
স এব কালো হ্যনিলোঽনলশ্চ
স ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্রঃ স এব চাপঃ ॥৮
বিদ্যোততি জ্বলতি ভাতি লোকান্
সৃজত্যয়ং সংহরতি প্রশাস্তি।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়লোকনাথো-
বিষ্ণুঃ পুরাণে ভবনাশকৈকঃ ॥৯
অথবা বহুনানেন কিমুক্তেন দশানন।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১০
নীলোৎপলদলশ্যামঃ কিঞ্জল্কারুণবাসসা।
প্রাবৃট্ কালে যথা ব্যোম্নি সতড়িত্তোয়দো যথা ॥১১
শ্রীমান্মেঘবপুঃ শ্যামঃ শ্রীমৎ পঙ্কজলোচনঃ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ককৃতলক্ষণঃ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৭)

[সনৎকুমারের সহিত রাবণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

দুষ্টপ্রকৃতি দশানন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, মহামুনি সনৎকুমার পুনর্বার তাহাকে বলিলেন।১

মহাবাহো! তুমি সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।২

মহাবাহু রাবণ এই কথা শুনিয়া সেই মুনিকে বলিল,—তাহার লক্ষণ কিরূপ? আপনি যথাক্রমে সমস্ত বর্ণনা করুন।৩ মহামুনি সনৎকুমার রাক্ষসপতির বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—রাক্ষসবর! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত কথাই বলিতেছি। সেই সনাতনদেব অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্বত্রগামী; তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যই ব্যাপিয়া আছেন।৪-৫

তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী এবং কি নগরী সর্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন।৬

তিনি ওঁকারস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সাবিত্রীস্বরূপ এবং পৃথিবীস্বরূপ; অধিক কি, তিনি ধরাধরধারী অনন্তদেব নামে বিখ্যাত।৭ তিনিই রাত্রি, দিন, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, অনল, জল, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্র; সুতরাং তিনি সকল লোককে প্রজ্বলিত, প্রকাশিত এবং সূর্য্যরূপে সন্তপ্ত করেন। এমন কি, তিনিই সৃজন, সংহার এবং পালন করেন। একমাত্র সংসারনাশক অব্যয় লোকনাথ পুরাণ বিষ্ণু এই ক্রীড়া করিয়া থাকেন।৮-৯ অথবা দশানন! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—তিনি এই চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া আছেন।১০

নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ দেব বিষ্ণু পদ্মকিঞ্জল্কতুল্য

তস্য নিত্যং শরীরস্থা মেঘস্থেব শতহ্রদাঃ।
সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩
ন শক্যঃ স সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥১৪
ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভিস্তু সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া ॥১৫
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ ॥১৬
অথবা পৃচ্ছ্য রক্ষেন্দ্র যদি তং দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি তে সর্বং শ্রূয়তাং যদি রোচতে ॥১৭
কৃতে যুগে ব্যতীতে বৈ মুখে ত্রেতাযুগস্য তু।
হিতার্থং দেব-মর্ত্যানাং ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ যো রাজা ভাব্যো দশরথো ভুবি।
তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি ॥১৯
মহাতেজা মহাবুদ্ধির্মহাবলপরাক্রমঃ।
মহাবাহুর্মহাসত্ত্বঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥২০
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরে শত্রুভির্বৃতঃ।
ভবিতা হি তদা রামো নরো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥২১
পিতুর্নিয়োগাৎ স বিভুর্ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ মহামনাঃ।
বিচরিষ্যতি ধর্মাত্মা ভ্রাত্রা সহ মহাবনে ॥২২
তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতেতি বিশ্রুতা।
দুহিতা জনকস্যেষ্টা উত্থিতা বসুধাতলাৎ ॥২৩
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সর্বলক্ষণলক্ষিতা।
ছায়েবানুগতা রামং নিশাকরমিব প্রভা ॥২৪
শীলাচারগুণোপেতা সাধ্বী ধৈর্যসমন্বিতা।
সহস্রাংশো রশ্মিরিব হ্যেকা মূর্তিরিব স্থিতা ॥২৫
এবং তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাবণবিস্তরাৎ।
মহতো দেবদেবস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ ॥২৬

পীতবাস দ্বারা বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালাশোভিত আকাশস্থিত মেঘের ন্যায় শোভিত হন।১১ সেই শ্রীমানের শরীর মেঘের ন্যায় শ্যামলবর্ণ, লোচন শোভাসম্পন্ন কমলসদৃশ, ও শশধরের কলঙ্কের ন্যায় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত।১২ সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমণ্ডলে স্থিত বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার শরীরে থাকিয়া নিয়ত দেহ আবরণ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। এমন কি, কি সুরগণ, কি অসুরগণ, কি নাগগণ কেহই তাহাকে দেখিতে সমর্থ হন না; কিন্তু তিনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন্। তাত! যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পায় না।১৩-১৫

কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাতে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন তাঁহাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং যাঁহারা তন্ময়া হইয়াছেন, তাদৃশ ভক্তগণ তাঁহার দর্শন করিতে সক্ষম হন।১৬ রাক্ষসেন্দ্র! যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে অথবা তোমার যদি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহা শ্রবণ কর—আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিতেছি।১৭ সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মনুষ্যগণের হিতের নিমিত্ত তিনি রাজদেহ ধারণ করিবেন।১৮ ভূতলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথনামে যে এক রাজা হইবেন, তাঁহার এক মহাতেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার নাম হইবে—'রাম'।১৯ সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীসম, অত্যন্ত তেজস্বী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিশালবাহু এবং মহাত্মা।২০

তিনি সমরে আদিত্যের ন্যায় শত্রুগণের দুষ্প্রেক্ষ্য; অধিক কি, সেই সময় প্রভু নারায়ণই রামরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন।২১ মহামনা বিভু ধর্মাত্মা রাম পিতার নিয়োগবশতঃ ভ্রাতার সহিত দণ্ডক প্রভৃতি নানা বনে বিচরণ করিবেন।২২ তাঁহার পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে খ্যাতি লাভ করিবেন, সেই জনক-দুহিতা সীতা বসুধাতল হইতে উত্থিতা হইবেন।২৩ সেই সর্বলক্ষণ-সমন্বিত সীতা ইহলোকের মধ্যে অপ্রতিম রূপবতী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবেন; অধিক কি, প্রভা (চন্দ্রপত্নী) যেমন

এবং শ্রুত্বা মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্রং প্রতাপবান্।
ত্বয়া সহ বিরোধেঽভূচ্চিন্তয়ামাস রাঘব ॥২৭
সনৎকুমারাভিহিতাং চিন্তয়ানো মুহুর্মুহুঃ।
রাবণো যুযুদে শ্রীমান্ যুদ্ধার্থং বিচচার হ ॥২৮
শ্রুত্বা চ তাং কথাং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
শিরশ্চালনং কৃত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥২৯

শ্রুত্বা তু বাক্যং স নরেশ্বরস্তদা
মুদা যুতো বিস্ময়মানচক্ষুঃ।
পুনশ্চ তং জ্ঞানবতাং প্রধান-
মুবাচ বাক্যং বদ মে পুরাতনম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৭) ॥

সর্বদা চন্দ্রের অনুগত থাকে, সেইরূপ তিনি ছায়ার ন্যায় রামের অনুগতা হইবেন।২৪ সেই সাধ্বী—স্বভাব, আচার এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিতা; তিনি সূর্য্যের রশ্মি ও অগ্নিতীর মূর্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবেন।২৫

রাবণ! দেবদেব শাশ্বত অব্যয় মহান্ নারায়ণের এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে তোমাকে বলিলাম।২৬ রাঘব! এইরূপ শুনিয়া মহাবাহু প্রতাপবান্ রাক্ষসপতি তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।২৭ শ্রীমান্ রাবণ সনৎকুমার ঋষির সেই বাক্য বারংবার স্মরণ করত হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল।২৮ রাম সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মস্তক সঞ্চালিত করিলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।২৯

অধিক কি, সেই নরবর তখন সেই বাক্য শ্রবণে বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে হৃষ্টচিত্তে জ্ঞানিপ্রবর মুনিকে পুনর্বার বলিলেন,—আপনি আমাকে পুরাতন কথা বলুন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৭) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৮)

[অগস্ত্যের শ্রীরামসমীপে কথাশেষবৃত্তান্তস্য বর্ণন।]

ততঃ পূর্ণমহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাযশাঃ।
উবাচ রামং প্রণতং পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥১
শ্রূয়তামিতি চোবাচ রামং সত্যপরাক্রমম্।
কথাশেষং মহাতেজাঃ কথয়ামাস স প্রভুঃ ॥২
যথাখ্যানং শ্রুতং চৈব যথাবৃত্তং যথা তথা।
প্রীতাত্মা কথয়ামাস রাঘবায় মহামতিঃ ॥৩

এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা।
সূতা জনকরাজস্য হৃতা রাম মহামতে ॥৪
এতাং কথাং মহাবাহো নারদঃ সুমহাযশাঃ।
কথয়ামাস দুর্ধর্ষো মেরৌ গিরিবরোত্তমে ॥৫
দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
কথাশেষং পুনঃ সোঽথ কথয়ামাস রাঘব ॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮)

[অগস্ত্য, কর্তৃক শ্রীরামের নিকট অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন।]

তৎপরে মহাযশস্বী কুম্ভযোনি মহাতেজা অগস্ত্য পিতামহ যেমন ঈশ্বরকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রণত রামকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।১ মহামতে! শ্রবণ কর,—এই কথা বলিয়া মহাতেজা প্রভু অগস্ত্য মুনি সত্যপরাক্রম রামকে যেরূপ তিনি শুনিয়াছিলেন এবং যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ অবশিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।২-৩

মহাবাহু মহামতি রাম! দুরাত্মা রাবণ এই নিমিত্তই জনকরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। গিরিবর

নারদঃ সুমহাতেজাঃ প্রহসন্নিব নারদ।
তাং কথাং শৃণু রাজেন্দ্র মহাপাপপ্রণাশনীম্ ॥৭

যাং তু শ্রুত্বা মহাবাহো ঋষয়ো দৈবতৈঃ সহ।
ঊচুস্তং নারদং সর্বে হর্ষপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥৮

যশ্চেমাং শ্রাবয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।
স পুত্রপৌত্রবান্ রাম স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৮) ॥

সুমেরু পর্বতে অতি তেজস্বী নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন ।৪-৫

রাঘব! সেই মহাতেজা নারদ দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে যেন হাস্য করিয়াই পুনর্বার এই অবশিষ্ট কথা বলিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি সেই মহাপাপনাশিনী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবাহো রাম! সেই কথা শুনিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণ বিস্ফারিতলোচনে নারদকে বলিলেন যে, যিনি ভক্তি পূর্বক এই কথা শুনিবেন অথবা শুনাইবেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদির সহিত স্বর্গে গিয়া সুখী হইবেন ।৬-৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৯)

[শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্তকথনম্।]

ততঃ স রাক্ষসো রাম পর্য্যটন্ পৃথিবীতলে।
বিজয়ার্থী মহাশূরৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ॥১

দৈত্য-দানব-রক্ষঃসু যং শৃণোতি বলাধিকম্।
সমাহ্বয়তি যুদ্ধার্থী রাবণো বলদর্পিতঃ ॥২

এবং স পর্য্যটন্ সর্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
ব্রহ্মলোকান্নিবর্তন্তং সমাসাদ্যাথ রাবণঃ ॥৩

ব্রজন্তং মেঘপৃষ্ঠস্থং শুক্লমন্যমিবাপরম্।
তমভিসৃত্য প্রীতাত্মা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪

উবাচ হৃষ্টমনসা নারদং রাবণস্তদা।
আব্রহ্মভুবনং লোকাংস্ত্বয়া দৃষ্টা হ্যনেকশঃ ॥৫

কস্মিন্ লোকে মহাভাগ মানবা বলবত্তরাঃ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি তৈঃ সার্দ্ধং যথাকামং যদৃচ্ছয়া ॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৯)

[শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্ত কথন।]

অনন্তর সেই বিজয়াভিলাষী রাক্ষসপতি দশানন মহাবীর নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করিতে লাগিল ।১ অধিক কি, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসের মধ্যে কাহাকেও অধিক বলবান্ বলিয়া শুনিতে পাইলেই বলদর্পিত রাবণ তখনই যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল ।২ মহীপাল রাম! রাবণ এইরূপে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পথিমধ্যে ব্রহ্মলোক হইতে নারদকে আসিতে দেখিল ।৩ নারদ দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় মেঘের উপর দিয়া গমন করিতে ছিলেন, রাবণ প্রীতচিত্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিল। তখন রাবণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া নারদকে বলিল—আপনি ব্রহ্মা হইতে ভুবন পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বহুবার দর্শন করিয়াছেন ।৪-৫

অতএব হে মহাভাগ! কোন লোকের মানবেরা

চিন্তয়িত্বা মুহূর্তন্তু নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্।
অস্তি রাজন্ মহাদ্বীপঃ ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ ॥৭
তত্র তে চন্দ্রসঙ্কাশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যা মেঘস্তনিতনিঃস্বনাঃ ॥৮
মহামাত্রা ধৈর্য্যবন্তো মহাপরিঘবাহবঃ।
শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবঃ রাক্ষসাধিপ ॥৯
বলবীর্য্যসমোপেতান্ যাদৃশাংস্ত্বমিহেচ্ছসি।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১০
কথং নারদ জায়ন্তে তস্মিন্ দ্বীপে মহাবলাঃ।
শ্বেতদ্বীপে কথং বাসঃ প্রাপ্তস্তৈস্তু মহাত্মভিঃ ॥১১
এতন্মে সর্বমাখ্যাহি প্রভো নারদ তত্ত্বতঃ।
ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্বং হস্তামলকবৎ সদা ॥১২
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদঃ প্রত্যুবাচ হ।
অনন্যমনসো নিত্যং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৩
তদারাধনসক্তাশ্চ তচ্চিত্তাস্তৎপরায়ণাঃ।
একান্তভাবানুগতাস্তে নরা রাক্ষসাধিপ ॥১৪
তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা নরা নারায়ণং সদা।
শ্বেতদ্বীপে তু তৈর্বাস অর্জিতঃ সুমহাত্মভিঃ ॥১৫
যে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গমানম্য সংযুগে।
চক্রায়ুধেন দেবেন তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥১৬
নহি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভির্ন সংযমৈঃ।
ন চ দানফলৈর্মুখ্যৈঃ স লোকঃ প্রাপ্যতে সুখম্ ॥১৭
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ সুবিস্মিতঃ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং তেন যোৎস্যামি সংযুগে ॥১৮
আপৃচ্ছ্য নারদং প্রায়াচ্ছ্বেতদ্বীপায় রাবণঃ।
নারদোঽপি চিরং ধ্যাত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥১৯
দিদৃক্ষুঃ পরমাশ্চর্য্যং তত্রৈব ত্বরিতং যযৌ।
স হি কেলিকরো বিপ্রো নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ ॥২০
রাবণোঽপি যযৌ তত্র রাক্ষসৈঃ সহ রাঘব।
মহতা সিংহনাদেন দারয়ন্ স দিশো দশ ॥২১
গতে তু নারদে তত্র রাবণোঽপি মহাযশাঃ।
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং দুর্লভং যৎ সুরৈরপি ॥২২

অধিক বলবান্? আমি তাহাদের সহিত ইচ্ছামত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। নারদ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—রাজন্! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে। তথায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্যশালী মহাবল মানবসকল বসতি করে; তাহাদের শরীর বিশাল, স্বর মেঘগর্জ্জন সদৃশ, বর্ণ চন্দ্র তুল্য, বাহুসকল সুবৃহৎ অর্গলের ন্যায় অতি দীর্ঘ। রাক্ষসাধিপ! ইহলোকে তুমি যাদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মানবসকল ইচ্ছা করিতেছ, তাদৃশ মানবসকলকে আমি শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি। রাবণ নারদের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল।৬-১০

নারদ! শ্বেতদ্বীপে মানবসকল কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? আর সেই মহাত্মারা কি প্রকারে শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিল? ১১ প্রভো নারদ! আপনি হস্তামলকের ন্যায় সমস্ত জগৎ সর্বদা দর্শন করিতেছেন, অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্তন করুন। নারদ রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে রাক্ষসপতে! সেই শ্বেতদ্বীপবাসী মানবেরা অনন্যমনা, একমাত্র নারায়ণের আরাধনায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে। অধিক কি, তাহারা নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক একাগ্রভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়াছে। সেই সকল মহাত্মারা তদ্গতচিত্তে নারায়ণে জীবন সমর্পণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিয়াছে।১২-১৪ পরন্তু চক্রায়ুধধারী লোকনাথ দেব নারায়ণ শার্ঙ্গধনু আনত করিয়া যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে।১৬ তাত! কি যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি প্রধান দানফল, সকল কিছুতেই এতাদৃশ স্বর্গলোকবাসরূপ সুখ লাভ হয় না।১৭ দশানন নারদের বাক্যশ্রবণে বিস্মিত হইয়া বহুকাল চিন্তা করত বলিল,—আমি তাঁহারই সহিত সংগ্রাম করিব।১৮ রাবণ নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্বেত দ্বীপে প্রস্থান করিল। বিপ্রবর নারদ সর্বদা সমরপ্রিয় এবং ক্রীড়াকৌতূহলী, সুতরাং অধিককাল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য সংগ্রাম দর্শন করিবার

তেজসা তস্য দ্বীপস্য রাবণস্য বলীয়সঃ।
ততস্য পুষ্পকং যানং বাতবেগসমাহতম্ ॥২৩
অবস্থাতুং ন শক্নোতি বাতাহত ইবাম্বুদঃ।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য দ্বীপমাসাদ্য দুর্দৃশম্ ॥২৪
অব্রুবন্ রাবণং ভীতা রাক্ষসা ভৃশসা ত্রসাঃ।
রাক্ষসেন্দ্র বয়ং মূঢ়া ভ্রষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥২৫
অবস্থাতুং ন শক্ষ্যামো যুদ্ধং কর্ত্তুং কথঞ্চন।
এবমুক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে সর্ব এব নিশাচরাঃ ॥২৬
রাবণোঽপি হি তদ্‌যানং পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ॥২৭
গতস্তু পুষ্পকং রাম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
কৃত্বা রূপং মহাভীমং সর্বরাক্ষসবর্জ্জিতঃ ॥২৮
প্রবিবেশ তদা তস্মিন্ শ্বেতদ্বীপে স রাবণঃ।
প্রবিশন্নেব তত্রাশু নারীভিরুপলক্ষিতঃ ॥২৯
একয়া সস্মিতং কৃত্বা হস্তে গৃহ্য দশাননম্।
পৃষ্টশ্চাগমনং ব্রূহি কিমর্থমিহ চাগতঃ ॥৩০
কো বা ত্বং কস্য বা পুত্রঃ কেন বা প্রহিতো বদ।
ইত্যুক্তো রাবণো রাজন্ ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥৩১
অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন ॥৩২
এবং কথয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
প্রাহসংস্তে ততঃ সর্বে যুবত্যস্তত্র যোষিতঃ ॥৩৩
তাসামেকা ততঃ ক্রুদ্ধা বালবদ্ গৃহ্য লীলয়া।
ভ্রামিতস্তু সখীমধ্যে মধ্যে গৃহ্য দশাননম্ ॥৩৪
সখীমন্যাং সমাহূয় পশ্য ত্বং কীটকং ধৃতম্।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভম্ ॥৩৫
হস্তাদ্ধস্তং স চ ক্ষিপ্তো ভ্রাম্যতে ভ্রমলালসঃ।
ভ্রাম্যমাণেন বলিনা রাক্ষসেন বিপশ্চিতা ॥৩৬

বাসনায় কৌতূহলান্বিত হইয়া সত্বর শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন।১৯-২০

রাবণ। রাবণও ঘোরতর সিংহনাদে দশ দিক্ বিদারিত করিয়া রাক্ষসগণের সহিত তথায় গমন করিল।২১ নারদ সে স্থানে উপস্থিত হইলে, মহাযশা রাবণ সুরগণেরও সুদুর্লভ শ্বেতনামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইল।২২ কিন্তু সেই দ্বীপের তেজঃপ্রভাবে বলবান্ রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ুবেগ দ্বারা সমাহত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে পারিল না। রাক্ষসপতির রাত্রিচর সচিবগণ দুর্দর্শনীয় দ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সভয়ে রাবণকে বলিল,—নিশাচরনাথ! আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছি।২৩-২৫ আমরা এখানে অবস্থান করিতেই পারিতেছি না, কিরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব? এই কথা বলিয়া সেই সমস্ত নিশাচরেরা পলায়ন করিল।২৬

তখন রাবণও সেই হেমভূষিত পুষ্পক বিমানের সহিত রাক্ষসদিগকে বিদায় দিল। রাম! পুষ্পক রথ বিদায় হইলে, রাক্ষসপতি রাবণ মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া একাকীই সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াই সত্বর রমণীগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।২৭-২৯ তাহাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হস্ত ধারণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কিজন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ,—তাহা বল,।২৭-৩০

তুমি কে? কাহার পুত্র? কেই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে? রাজন্! রাক্ষস রাবণ এই কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিল,—আমি বিশ্রবামুনির পুত্র, আমার নাম রাবণ; আমি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া এখানে আসিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।৩১-৩২

সেই দুরাত্মা রাবণ ইহা বলিলে, যুবতীসকল মধুরস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী কুপিত হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে দশাননকে বালকের ন্যায় গ্রহণ করিল; অবশেষে তাহার মধ্যদেশ গ্রহণ পূর্বক সখীগণের মধ্যে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল এবং অন্য সখীকে আহ্বান করিয়া বলিল, এই দেখ ধৃত কীটের মত বিংশতিবাহু দশমুখ রাবণকে ঘূর্ণিত করিতেছি।৩৩-৩৫

রাক্ষস ভ্রমণবশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি

পাণাবেকাথ সন্দষ্টো রোষেণ বনিতা শুভা।
মুক্তস্তয়াশুভঃ কীটো ধুন্বন্ত্যা হস্তবেদনাৎ ॥৩৭
গৃহীত্বান্যা তু রক্ষেন্দ্রমুৎপপাত বিহায়সা।
ততস্তামপি সংক্রুদ্ধো বিদদার নখৈর্ভৃশম্ ॥৩৮
তয়া সহ বিনির্ধূতঃ সহসৈব নিশাচরঃ।
পপাত সোঽম্বুদো মধ্যে সাগরস্য ভয়াতুরঃ ॥৩৯
পর্বতস্যেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্।
প্রাপ্তস্তৎ সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ ॥৪০
এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ।
যুবতীভির্বিগৃহ্যাশু ভ্রামিতশ্চ ততস্ততঃ ॥৪১
নারদোঽপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য ধর্ষিতম্।
বিস্ময়ং সুচিরং কৃত্বা প্রজহাস ননর্ত্ত চ ॥৪২
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা।
বিজ্ঞায়াপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া ॥৪৩

ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শার্ঙ্গপদ্মায়ুধো বজ্রী সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৪৪
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদেবাভিপূজিতঃ।
পদ্মনাভো মহাযোগী ভক্তানামভয়প্রদঃ ॥৪৫
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
কিং ন বেৎসি স্বমাত্মানং যথা নারায়ণো হ্যহম্ ॥৪৬
মা মুহ্যস্ব মহাভাগ স্মর চাত্মানমাত্মনা।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরস্ত্বং হি হ্যেবমাহ পিতামহঃ ॥৪৭
ত্রিগুণশ্চ ত্রিবেদী চ ত্রিধামা চ ত্রিরাঘব।
ত্রিকালকর্ম ত্রৈবিদ্য ত্রিদশারিপ্রমর্দনঃ ॥৪৮
ত্বয়াক্রান্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ পুরাণৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।
ত্বং মহেন্দ্রানুজঃ শ্রীমান্ বলিবন্ধনকারণাৎ ॥৪৯
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ।
লোকানুগ্রহীতুং বৈ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ॥৫০

হস্ত হইতে হস্তান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমিত হইতে লাগিল, পরন্তু বলশালী বিদ্বান্ রাক্ষস ঘূর্ণিত হওয়ায় কুপিত হইয়া সেই শুভা বনিতার পাণিতলে দংশন করিল। অমনি সেই রমণী হস্তবেদনায় ব্যথিত হইয়া ঐ অশুভ কীটকে ছাড়িয়া দিল।৩৬-৩৭ কিন্তু অন্য এক রমণী রাক্ষসরাজকে লইয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল, অমনি রাক্ষস কুপিত হইয়া নখর দ্বারা তাহাকেও অতিশয় বিদারণ করিল, ভয়াতুর নিশাচর রাবণ সেই রমণীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সাগর-সলিলের মধ্যে পতিত হইল।৩৮-৩৯

যেমন পর্বতশিখর বজ্রদ্বারা বিদারিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ রাবণও উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাগরমধ্যে পতিত হইল। রাম! শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতীরা অবিলম্বে তাহাকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ বারংবার ঘূর্ণিত করিয়াছিল।৪০-৪১ মহাতেজা নারদও রাবণকে নির্বীড়িত জানিয়া বিস্ময়লাভ করত বহুকাল হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।৪২ মহাবাহো রাম! দুরাত্মা রাবণ এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইয়াই তোমা হইতে মৃত্যুকামনা করত সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল।৪৩ তুমি শঙ্খ-চক্রধারী নারায়ণ, তুমি সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত দেব শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্মিতধনু) ও পদ্মধারী, তুমি সমস্ত দেবগণের পূজিত শ্রীবৎসাঙ্কিত হৃষীকেশ, তুমি মহাযোগী পদ্মনাভ এবং ভক্তগণের অভয়প্রদ।৪৪-৪৫

তুমি রাবণবধার্থে মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তুমি 'আমি নারায়ণ' এই নিজ স্বরূপ জানিতেছ না কেন? মহাভাগ! মোহপ্রাপ্ত হইও না, আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে স্মরণ কর। তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ইহা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।৪৬-৪৭ হে রাঘব! তুমি সত্ত্ব-রজ-তমোগুণস্বরূপ; তুমি ঋক্, যজু, সাম— এই তিন বেদ; তুমি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন লোকবাসী; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালেই তুমি কার্য্য করিয়া থাক; তুমি ধনুর্বেদ; গান্ধর্ববেদ, আয়ুর্বেদ—এই ত্রিবেদ পারদর্শী; তুমি দেবগণের শত্রুসংহারকারী; তুমি অদিতির গর্ভসম্ভূত মহেন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ বামন হইয়া বলিকে বন্ধন করিবার জন্য পুরাতন ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি সেই সনাতন

তদিদং সাধিতং কার্য্যং সুরাণাং সুরসত্তম।
নিহতো রাবণঃ পাপঃ সপুত্র-বল-বান্ধবঃ ॥৫১
প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥৫২
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।
ত্বদর্থমিহ চোৎপন্না জনকস্য গৃহে প্রভো ॥৫৩
লঙ্কামানীয় যত্নেন মাতেব পরিরক্ষিতা।
এবমেতৎ সমাখ্যাতং তব রাম মহাযশঃ ॥৫৪
মমাপি নারদেনোক্তমৃষিণা দীর্ঘজীবিনা।
যথা সনৎকুমারেণ ব্যাখ্যাতং তস্য রক্ষসঃ ॥৫৫
তেনাপি চ তদেবাস্য কৃতং সর্বমশেষতঃ।
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৫৬
অন্নং তদক্ষয়ং দত্তং পিতৃণামুপতিষ্ঠতি।
এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৫৭
পরং বিস্ময়মাপন্নো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
বানরাঃ সহসুগ্রীবা রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ ॥৫৮
রাজানশ্চ সহামাত্যা যে চান্যেঽপি সমাগতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্মসমন্বিতাঃ ॥৫৯
সর্বে চোৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে হর্ষসমন্বিতাঃ।
রামমেবানুপশ্যন্তি সূপমন্ত্যমুহর্দিতাঃ ॥৬০
ততোঽগস্ত্যো মহাতেজা রাঘবং চেদমব্রবীৎ।
দৃষ্টাঃ সভাজিতাশ্চাপি রাম যাস্যামহে বয়ম্ ॥
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে পূজিতাস্তে যথাগতম্ ॥৬১
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপ-বানরান্।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ ॥৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৯)।

বিষ্ণু; কেবল লোকসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ।৪৮-৫০

অতএব সুরসত্তম! তুমি পুত্র, বান্ধব ও সৈন্যের সহিত পাপ দশাননকে নিহত করিয়া সুরগণের সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ।৫১ অধিক কি, হে সুরেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত দেবতাগণ এবং তপোধন ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সমস্ত জগৎও শান্তি লাভ করিয়াছে।৫২ প্রভো! মহাভাগা লক্ষ্মীই সীতা, তিনি বসুধাতল-সম্ভূত হইয়া তোমার জন্যই জনক-গৃহে উৎপন্না হইয়াছেন।৫৩ রাবণ তাঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া যত্নসহকারে মাতার ন্যায় সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিল। মহাযশস্বী রাম! সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম।৫৪

সেই সনৎকুমার রাবণরাক্ষসের কৃত কার্য্যকলাপ নারদের নিকট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, দীর্ঘজীবী নারদ ঋষিও আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে তাহা বলিয়াছিলেন। যে বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসন্নিধানে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয়। রঘুনন্দন রাজীবলোচন রাম এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, রাজগণ, অমাত্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সমাগত হর্ষসমন্বিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হর্ষবশতঃ উৎফুল্ল নয়ন হইলেন। এমন কি, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া রামকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।৫৫-৬০

অনন্তর মহাতেজা অগস্ত্য রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—রাম! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়াছি এবং সম্মানিত হইয়াছি; অতএব আমরা গমন করিব। তাঁহারা সকলে সম্মান লাভ করত এইরূপ কহিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে প্রস্থান করিলেন।৬১

তারপর দিবাকর অস্তগত হইলে, রাম বানরগণ এবং রাজগণকে বিদায় দিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। ক্রমে রজনী সমাগত হইলে, তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।৬২

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

অথ রামায়ণবিধানম্

রামায়ণে শ্রুতে দদ্যাদ্ রথং হেমময়ং সুধীঃ।
চতুর্ভির্বাজিভির্যুক্তং তথা কৌমপতাকয়া ॥
রত্নৈশ্চবিবিধৈর্যুক্তং কিঙ্কিণীনাদনাদিতম্ ॥১
সম্পাদিতে রথে রম্যে ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছতমষ্টোত্তরং সুধীঃ ॥২
এবং কৃতে বিধানে চ মহাকাব্যফলপ্রদম্।
রামায়ণং ভবেন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩

ইতি রামায়ণবিধানম্।

অথ রামায়ণ বিধান

বিজ্ঞ পুরুষ রামায়ণ শ্রবণ করিয়া কৌমপতাকা শোভিত, বিবিধ রত্নসংযুক্ত, কিঙ্কিণীনাদিত এবং অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত হেমময় রথ দান করিবেন।১

রমণীয় রথদানকার্য্য সম্পাদিত হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবেন। অতঃপর একশত আটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন।২

এইরূপ নিয়মে এই মহাকাব্য রামায়ণ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই যথোক্ত ফললাভ হইবে,—তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।৩

রামায়ণবিধান সমাপ্ত।

অথ রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ

শ্রুত্বা রামায়ণং পূর্ণং দদ্যাদ্ ব্যাসায় দক্ষিণাম্।
সুবর্ণং ধেনুসংযুক্তং বাসাংসি বিবিধানি চ ॥১
কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দদ্যাদঙ্গুলীয়কমেব চ।
শয্যাসনং তথাচ্ছত্রমুপানৎ করকস্তথা ॥২
ভূমিদানং তথান্নস্য দানং তাম্বূলমেব চ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং লেহ্যং চোষ্যং সহস্রিমৎ ॥৩
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
লভতে শ্রবণাদেবাধ্যায়স্যৈকস্য মানবঃ ॥৪
প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি।
কৃতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্ ॥৫

অথ রামায়ণ-শ্রবণবিধান

এই পবিত্র রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পাঠককে দক্ষিণা দিবে। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা সুবর্ণ দক্ষিণা, ধেনু, বিবিধ বস্ত্র, কর্ণযুগলে কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক, শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু, ভূমি, অন্ন, তাম্বূল (পান) এবং চর্ব্য-চোষ্য প্রভৃতি বহুবিধ মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন।১-৩

সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়,—রামায়ণের এক অধ্যায় শ্রবণ করিলে সেই ফল লাভ হইবে।৪

গঙ্গাদি নদী ও প্রয়াগাদি তীর্থে স্নান এবং নৈমিষ প্রভৃতি পুণ্য অরণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিলে যে ফল হয়, রামায়ণ শ্রবণ করিলে সেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে যে ব্যক্তি সূর্য্য গ্রহণ-

হেমভারং কুরুক্ষেত্রে প্রদদ্যে ভানবে প্রযচ্ছতি।
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সম এব সঃ ॥৬
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তো লভতে রাঘবীং কথাম্।
সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৭
আদিকাব্যমিদং সর্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥৮
পুত্রদারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা।
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ ॥৯

ইতি রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ।

কালে কুরুক্ষেত্রে যিনি সুবর্ণ প্রদান করিয়াছেন এবং যে মনুষ্য রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই সমান ফল প্রাপ্ত হন। যে মানব অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত এই রামকথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিবেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র লাভ হইবে এবং তাহার সম্পদ্ ও সন্ততিসকল সংবর্দ্ধিত হইবে; অতএব জিতেন্দ্রিয় হইয়া সত্যজ্ঞানে ইহা শ্রবণ করা উচিত।৫-৯

রামায়ণ-শ্রবণবিধি সমাপ্ত।

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥১
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥২
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৩
মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৃণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্ ॥৪

শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে বারংবার প্রণাম করি।১ যে যে স্থানে রামকথা কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণনয়নে অবস্থান করেন; সেই রাক্ষসবিনাশী মারুতি (বায়ুপুত্র)-কে প্রণাম করি।২ সর্বশক্তিমান্ রামভদ্র রামচন্দ্র হইলেন—রঘুপতি, সীতাপতি ও জগৎপতি; আমরা সেই রামকে প্রণাম করি।৩ এই রামায়ণের লেখক, পাঠক ও শ্রোতা সকলেই মঙ্গল লাভ করেন। যে পৃথিবীতে রামায়ণ থাকে, সেই রাজ্যের রাজাও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।৪

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৯৬৮	৯	১০	স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈ	তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈ
৯৭০	১৪		দুমুখ	দুর্মুখ
	২০		সৈন্তর	সৈন্তের
	১১		কোটী	কোটি
	১৫		সীতা	সীতা
	৩০		সুগ্রীবকে	সুগ্রীবকে
	৩১		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	৩০		ঘংস্তাপ	ঘংস্তাপ
	১৯		ত্রিশীরা	ত্রিশিরা
	২১		অবন্তী	অবন্তী
	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	১৫		রূপধারী	রূপধারী
	৩১		সুবর্ণের	সুবর্ণের
	২৮		পাশধারী	পাশধারী
	২৭		জানিনা	জানি না
৯৮৮	১৭		কম্বোজ	কাম্বোজ
৯৯০	৩২		সুকৃতকর্মশালী	সুকৃতকর্মশালী
৯৯১	১৭		অসিবে	আসিবে
"	৩৩		পরমমন্দে	পরমানন্দে
৯৯২	১৪		অঙ্গরা	অঙ্গুরী
"	২২		তোমায়	তোমার
	১৩		সীতাকে	সীতাকে
	১৫		হনুমান !	হনুমন্ !
৯৯৩	১৪		অঙ্গুরায়কের	অঙ্গুরীয়কের
৯৯৬	১৯		বর্ণনাকর	বর্ণনা কর
"	২০		সুগ্রাব	সুগ্রীব
	(সর্গারম্ভ)		সপ্তশ্চত্বারিংশ	সপ্তচত্বারিংশ
	১৫		এক	একান্ত
	২৩		সুগ্রীবের	সুগ্রীবের
	(সর্গসমাপ্তি)		স্বর্গ	সর্গ
	১৭		শূন্ত,	শূন্ত
	১৯		সুগ্রাব	সুগ্রীব
	১৪		ইতস্তত	ইতস্ততঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০০৩	২৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্মাকি	বাল্মীকি
	১৮		জিজ্ঞাস্ত	জিজ্ঞাসা
	২২		তৎপার্শবর্ত্তী	তৎপার্শ্ববর্ত্তী
	৩		বৃক্ষৌর্দৃশ্ত	বৃক্ষৈর্দৃশ্ত
	২২		সমূহ	সমূহ
	২৮		প্রাণিসমূহে	প্রাণিসমূহে
	১৭		করিয়া	করিয়া
	৩০		লতাসমূহে	লতাসমূহে
	২৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	২১		"	"
	৬		ইমাংস্তেষং	ইমাংস্তেষং
	২৫		অদ্ভুত	অদ্ভুত
	১৬		নিজের	নিজের
	২৩		এবং	এক
	(সর্গারম্ভ)		তাপসা	তাপসী
	১৪		জিজ্ঞাসিত	জিজ্ঞাসিত
	২৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	২৮		পল্বরেণ	পল্বরেণু
	১৯		তরস্বিনাম	তরস্বিনাম্
	৩০		ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
	৫		ইত্যক্ত্বা	ইত্যুক্ত্বা
	২২		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
	৩		শত্বা	শ্রুত্বা
	১৫		সুগ্রীবকে	সুগ্রীবকে
	৩১		এইরূপ	এইরূপ
	১		ধর্মসিংহতম্	ধর্মসংহিতম্
			নৃশংসমধার্জবম্	নৃশংসমধার্জবম্
			যিনি	যিনি
			কোন	কোন্
			হইবে	ইইবে
			সুগ্রীবে	সুগ্রীবের

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০২১	৬		উপবিষ্টান্	উপবিষ্টান্
১০২২	৩২		দীর্ঘকালের	দীর্ঘকালের
১০২৪	৬		ক্ষপ্রং	ক্ষিপ্রং
"	২		বিশ্রুত	বিশ্রুত
	২৯		ক্রুদ্ধ	ক্রুদ্ধ
	২৩		ইহা	হইয়া
	১		ততোঽবীন্মহাতেজা	ততোঽব্রবীন্মহাতেজা
	২৮		বাসস্থানে	বাসস্থানের
	৫		স্মঃ	স্ম
	১		গৃধ্রারাজেন	গৃধ্ররাজেন
	১৯		কোন	কোন্
	২		পশ্চানম	পশ্চানম্
	৩		ক্রোশন্তীং	ক্রোশন্তীং
	৮		শাক্যং	শক্যং
১০৩৩	১১		পারিলামনা	পারিলাম না
"	২১		সম্মামিত	সম্মামিত
	৩০		পারিতমা	পারিত মা
	৪		গৃহীতাং	গৃহীতাং
	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্মীকি প্রণীতআদিকাব্য	বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য
	১২		সুমহৎকার্য্যং	সুমহৎকার্য্যং
১০৩৯	২৩		প্রীতি	প্রীত
১০৪০	১০		সাতাকে	সীতাকে
১০৪১	৭		দোষবত্তরঃ	দোষবত্তরঃ
১০৪২	১৪		হইবে।	হইবে ?
১০৪৩	১৮		জাম্বুবান্	জাম্ববান্
১০৪৪	২২		যৌবনকালে	যৌবনকালে
১০৪৫	৪		বদ্বিদমাস্মভিঃ	বদ্বিদমস্মাভিঃ
১০৪৬	১৯		বলিতেন্দ্রমা	বলিতেন্দ্র মা
১০৪৭	১		বিচিত্রা	বিচিত্র
"	১২		ব্রদমিদং	ব্রতমিদং
১০৪৮	২৩		লাগিলেন	লাগিলেন।
"	২৮		বানরাহিনী	বানরবাহিনী
১০৪৯	৬		উপেক্ষ	উপেক্ষা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৪৯	২৩		প্রসন্নো	প্রসন্নো
"	৬		জাম্ববানকর্তৃক	জাম্ববান্-কর্তৃক
	১৬		হরান্	হরীন্
	২৫		দেখিনা	দেখি না
	২৮		যমন	যেমন
	৩০		কোপীগণ	কপিগণ
	৩২		সম্পাদান	সম্পাদেন
		৩৮	বিকার্ণেষু	বিকীর্ণেষু
	১৫		তুদি	তুমি
	৮		বিস্তারপূর্বক	বিস্তারপূর্বক
	৫		হওয়ায়	হওয়াগ
	(সর্গ সমাপ্তি)		সম্পূর্ণম	সম্পূর্ণম্

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অশুদ্ধি-শুদ্ধি সমাপ্ত।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে রামনাম সকৃৎ স্মরেৎ।
স ভিত্বা মণ্ডলং ভানোঃ পরং ধাম্নাভিগচ্ছতি॥

তত্রৈব

বিষ্ণু-নারায়ণাদীনি নামানি চামিতান্যপি।
তানি সর্ব্বাণি দেবর্ষে জাতানি রামনামতঃ॥

তত্রৈব

মঙ্গলানি গৃহে তস্য সর্ব্বসৌভাগ্যানি ভারত।
অহোরাত্রঞ্চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

তত্রৈব

গঙ্গা-সরস্বতী-রেবা-যমুনা-সিন্ধু-পুষ্করে।
কেদারে তূদকং পীতং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

তত্রৈব

তেন দত্তং হুতং তপ্তং সদা বিষ্ণুঃ সমর্চ্চিতঃ।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

হে পার্ব্বতি! সমস্ত বেদপাঠ ও নিখিল মন্ত্রজপ হইতেও কোটিগুণ পুণ্য রামনামের দ্বারা লাভ হয়॥

যে ব্যক্তি প্রাণের চিরপ্রস্থানকালে একবার রামনাম স্মরণ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত পরমপদে গমন করিয়া থাকে॥

হে দেবর্ষে! বিষ্ণু-নারায়ণ-আদি অসীম নাম আছে, সেই সকল নাম রামনাম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে॥

হে ভারত! যে মানব দিবানিশি "রাম" এই অক্ষর দুইটী বলেন, তাঁহার গঙ্গা-সরস্বতী-রেবা-যমুনা-সিন্ধু-পুষ্কর-কেদার-আদি তীর্থসমূহের জল পান করা হয়॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে "রাম" এই অক্ষর দুইটী নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার দ্বারা দান, হোম, তপস্যা ও সতত বিষ্ণুপূজা করা হয়॥

তত্রৈব

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং পুনঃ পুনঃ।
যেষাং শ্রীমদ্রঘূত্তমনাম্নি সংজায়তে রতিঃ॥
রামনামাংশতো জাতা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটি-কোটিশঃ।
রামনাম্নি পরে ধাম্নি সংস্থিতাঃ স্বামিভিঃ সহ॥

30 OCT 1965

ঁ স্বাভাবিকী তথা জ্ঞান-ক্রিয়াদ্যাঃ শক্তয়ঃ শুভাঃ।
রামনামাংশতো জাতাঃ সর্বলোকেষু পূজিতাঃ॥
বিষ্ণু-নারায়ণাদীনি নামানি চামিতান্যপি।
তানি সর্বাণি দেবর্ষে জাতানি রামনামতঃ॥
সর্বেষাং হরিনাম্নাং হি বৈভবং রামনামতঃ।
জ্ঞাতং ময়া বিশেষেণ তস্মাচ্ছ্রীরাম সংজপ॥
রুদ্রো দিশতি যন্মন্ত্রং যস্য নাম মহদ্ যশঃ।
তস্য নাস্ত্যুপমা কাপি তং রামং রাঘবং ভজে॥
সর্বপাপবিনির্মুক্তা নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
জানকীবল্লভস্যাপি ধাম্নি গচ্ছন্তি সাদরম্॥
দুর্লভং যোগিনাং নিত্যং স্থানং সাকেতসংজ্ঞকম্।
সুখপূর্বং লভেত্তত্ নামসংরাধনাৎ প্রিয়ে॥

যাহাদের শ্রীমদ্ রঘুনাথের নামে অনুরাগ সমুৎপন্ন হয়, বারংবার তাঁহাদের ভাগ্য প্রশংসনীয়। তাঁহারা অতিশয় সৌভাগ্যবান্, তাঁহাদের মত অদৃষ্ট কাহারও হয় না॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রামনামের অংশ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে এবং পরমধাম রামনামে স্থানিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির সহিত বিরাজমান॥

সর্বলোক-পূজিতা স্বাভাবিকী জ্ঞান-ক্রিয়া আদি শুভ শক্তিসমূহ রামনামের অংশ হইতে সমুৎপন্ন॥

হে দেবর্ষে! বিষ্ণু-নারায়ণ-আদি অনন্ত নাম আছে। সেই সকল নাম রামনাম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে॥

সমস্ত হরিনামের বিভূতি-সামর্থ্য নিশ্চিত রামনাম হইতে হইয়াছে—আমি ইহা বিশেষরূপে জানি। অতএব শ্রীরামনাম পঞ্চমুখে অবিরাম জপ করি॥

রুদ্র যাঁহার মন্ত্র উপদেশ করেন, যাঁহার নাম মহান্ যশ, তাঁহার উপমা কোথাও নাই—সেই রাঘব-রামকে ভজনা করি॥

কেবল একমাত্র নামজপকারী মানব সমস্ত পাপ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সাদরে জানকী-জীবনের নিত্যসাকেতে গমন করেন॥

হে প্রিয়ে! নিত্যসাকেত-নামক স্থান যোগিগণের দুর্লভ। ভক্ত নাম-আরাধনার ফলে পরম সুখে অনায়াসে তাহা লাভ করে॥

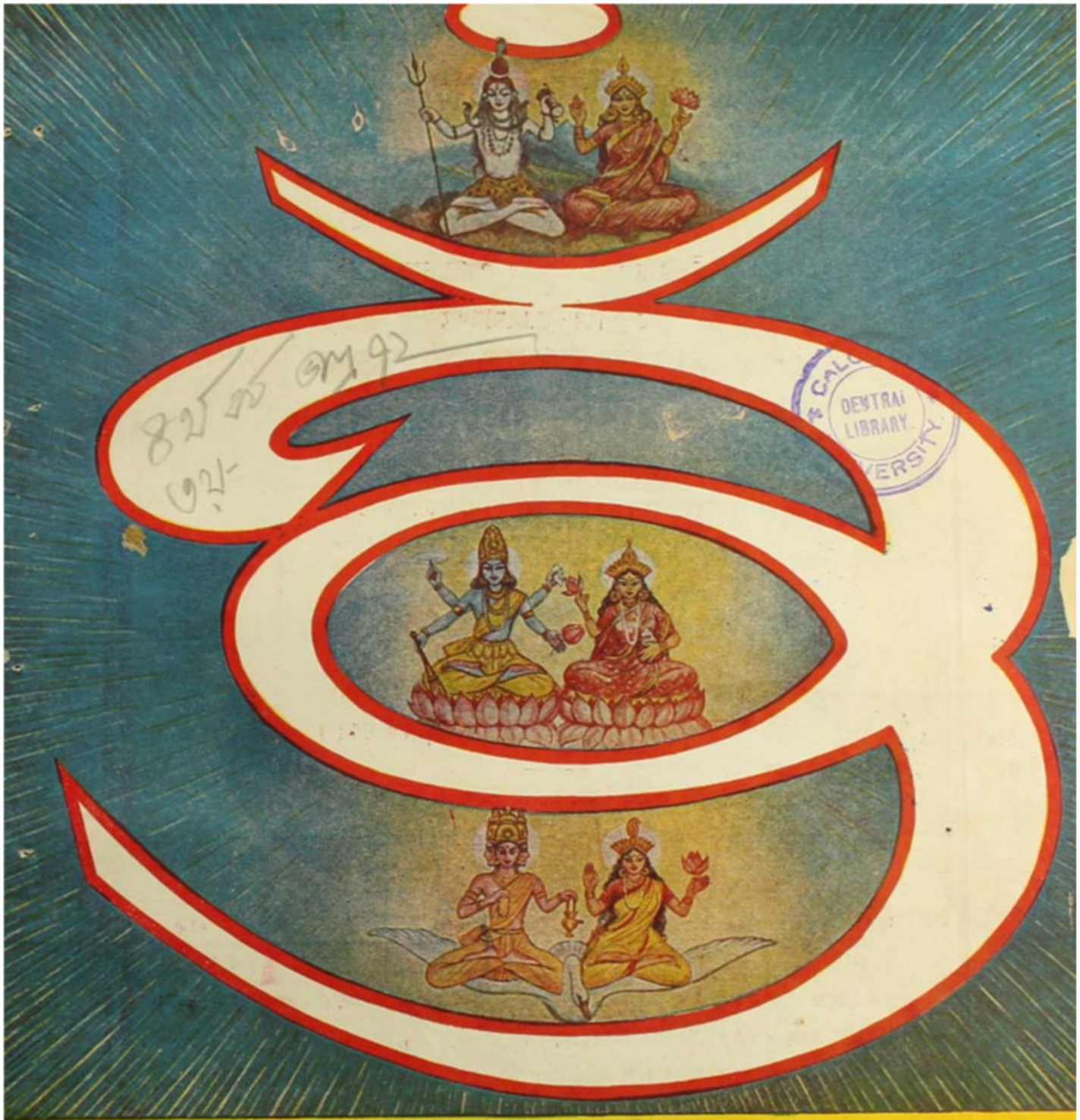

CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে

রামেতি সততং নাম পঠ্যতে সুন্দরাক্ষরম্।
রামনাম পরং ব্রহ্ম সর্ব্ব বেদাধিকং ফলম্॥
সমস্তপাতকধ্বংসী সঃ শুকস্তদাপঠৎ।
নামোচ্চারণমাত্রেণ তয়োশ্চ শুক-বেশ্যয়োঃ॥
বিনষ্টমভবৎ পাপং সর্ব্বমেব সুদারুণম্।
রামনামপ্রভাবেণ তৌ গতৌ ধাম সত্বরম্॥
তুলসী মস্তকে যস্য শিলা হৃদি মনোহরা।
মুখে কর্ণেঽথবা রামনাম যুক্তস্তদৈব হি॥

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

—০—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

রামনাম পরব্রহ্ম, সর্ব্ববেদের অধিক ফলদাতা, সুন্দর-অক্ষর, শুক "রাম" এই নাম পাঠ করিত।

তখন সেই শুক সমস্ত পাতকবিনাশকারী রামনাম পাঠ করিল। নাম উচ্চারণমাত্রেই সেই শুক আর বেশ্যার অতি ভয়ঙ্কর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যাইল। রামনাম-প্রভাবে তাহারা উভয়ে আশু পরম ধামে গমন করিয়াছিল।

যাঁহার মস্তকে তুলসী, হৃদয়ে মনোহরা শালগ্রাম শিলা, মুখে অথবা কর্ণে রামনাম, তৎক্ষণাৎ সে মুক্ত।

শূকরের দন্তাঘাতে পুনঃ পুনঃ 'হারাম' বলিয়া মৃত ম্লেচ্ছ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। শ্রদ্ধাসহকারে নামগ্রহণে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

"তুমি প্রভু, আমি দাস"—এই সম্বন্ধ যেখানে বিলুপ্ত হয়, আমি তোমাকে সেই ভববন্ধন-ছেদনকারী মুক্তির জন্য ইচ্ছা করি না।

চতুর্থ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭২]

[তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণ পার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

CALCUTTA UNIV

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

মুখ্য-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাসুন্দর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ভব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রাঘবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ৭ চন্দ্র-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ওয়েস্ট. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুলরমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

CAL. UNIV. DEPARTMENT LIBRARY UNIVERSITY

বিষ্ণুপুরাণম্

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

প্রথমাংশঃ

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[মঙ্গলাচরণম্, পরাশরং প্রতি মৈত্রেয়স্য প্রশ্নঃ, পরাশরস্যোত্তরদানঞ্চ।]

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ॥১
সদক্ষরং ব্রহ্ম যৎ ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টি-স্থিতি-কালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতি-ভুতি-মুক্তিদঃ॥২

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্॥৩
ইতিহাস-পুরাণজ্ঞং বেদ-বেদাঙ্গপারগম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াত্মজম্॥৪
পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ॥৫

প্রথম অধ্যায়

[মঙ্গলাচরণ, পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন ও পরাশরের উত্তরদান।]

[নারায়ণকে নমস্কার করিয়া নরশ্রেষ্ঠ নরনামক ঋষিকে এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তৎপরে জয় (সংসারজয়কারী গ্রন্থ যথা অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত অর্থাৎ রামায়ণ প্রভৃতি) শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। (নর ও নারায়ণ—এই দুই ঋষি বদরীক্ষেত্রে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।]

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বের উদ্ভাবক (উৎপাদক) তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা), হে আদিম মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কার।১

যে নিত্য অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ঊর্মি (ক্ষোভ) দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার হইয়া প্রধান (প্রকৃতি) ও (প্রকৃতির বিকৃতি) বুদ্ধি প্রভৃতি জগৎপ্রপঞ্চের উৎপাদক, সেই বিষ্ণু আমাদিগের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য সহ মুক্তিদাতা হউন।২

[সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি বা মায়া এই জগতের প্রথম উপাদান, পুরুষসান্নিধ্যে সেই প্রকৃতিতে ক্ষোভ উপস্থিত হইলে গুণের বৈষম্য ঘটে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যত কাল সাম্যাবস্থা থাকে, ততকাল সৃষ্টি হয় না; বৈষম্যই সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা মহত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার পরিণাম হইল পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত) তাহা হইতে আকাশাদি স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই পুরুষ

ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্ ॥৬
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মামন্যে নাকৃতশ্রমম্।
বক্ষ্যন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রায়শো যেঽপি বিদ্বিষঃ ॥৭
সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥৮
যন্ময়ঞ্চ জগৎ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীত্তথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥৯
যৎপ্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
সমুদ্র-পর্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ ॥১০
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসত্তম।
দেবাদীনাং তথা বংশান্ মনূন্ মন্বন্তরাণি চ ॥১১
কল্পান্ কল্পবিকল্পাংশ্চ চতুর্যুগবিকল্পিতান্।
কল্পান্তস্য স্বরূপঞ্চ যুগধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥১২
দেবর্ষি-পার্থিবানাঞ্চ চরিতং যন্মহামুনে।
বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ ব্যাসকর্ত্তৃকম্ ॥১৩
ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং ত্বত্তো বাশিষ্ঠনন্দন ॥১৪
ব্রহ্মন্ প্রসাদপ্রবণং কুরুষ্ব ময়ি মানদম্।
যেনাহমেতজ্জানীয়াং ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে ॥১৫

পরাশর উবাচ।

সাধু মৈত্রেয় ধর্ম্মজ্ঞ স্মারিতোঽস্মি পুরাতনম্।
পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বশিষ্ঠো যদুবাচ হ ॥১৬
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়া।
শ্রুতস্তাততস্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াদীপ্যমাতুলঃ ॥১৭
ততোঽহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্।
ভস্মীকৃতাশ্চ শতশস্তস্মিন্ সত্রে নিশাচরঃ ॥১৮
ততঃ সংক্ষীয়মাণেষু তেষু রক্ষঃস্বশেষতঃ।
মামুবাচ মহাভাগো বশিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥১৯

স্বয়ং ঈশ্বর বা বিষ্ণু, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই মুক্তিদাতা]

বিশ্বের ঈশ্বর সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ও ব্রহ্মাদি দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদসদৃশ পুরাণ বলিব।৩

[পুরাণকে অথর্ববেদে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে—'ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'। অথর্ববেদ]

ইতিহাসপুরাণবেত্তা সন্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসীন মুনিবর বশিষ্ঠপৌত্র পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন (পাদস্পর্শ) করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন,—হে গুরো! আপনার নিকটে যথাক্রমে সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ* এবং সকল ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে আমি শাস্ত্রে শ্রম করি নাই—একথা অপর কোনও পণ্ডিতও বলেন না এবং আমার বিরোধী পক্ষও আমাকে শাস্ত্রে শ্রম করিয়াছি বলিয়াই বলেন। হে সর্বজ্ঞ! হে মহাভাগ! জগৎ যে প্রকারে হইয়াছে এবং পুনরায় যেরূপ হইবে, আপনার নিকটে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! জগতের যাহা উপাদান, এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে লীন ছিল এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, আকাশাদিভূতসমূহের যেরূপ পরিমাণ, দেবতাপ্রভৃতির উৎপত্তি, সমুদ্র ও পর্বত সকল এবং পৃথিবীর অবস্থান—সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, মনু ও মন্বন্তরসমূহের বিবরণ, চতুর্যুগ বিভাগযুক্ত কল্পসকল, কল্পবিষয়ক বিকল্প এবং কল্পান্ত অর্থাৎ প্রলয়ের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম, দেবর্ষি ও রাজাগণের চরিত্র, মহামুনিব্যাসকৃত যথাযথ বেদশাখা-বিভাগ এবং ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রমবাসিগণের ধর্মসমূহের সব কথা—হে মহর্ষে! বাশিষ্ঠনন্দন পরাশর! আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্। হে মহামুনে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহাতে আপনার প্রসাদে আমি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি।৪-১৫

পরাশর বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞ। মৈত্রেয়! পুরাতন বিষয় ভাল স্মরণ করাইলে! পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলা হয়।

অলমত্যন্তকোপেন তাত মন্যুমিমং জহি।
রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা ॥২০
মূঢ়ানামেব ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥২১
সঞ্চিতস্যাপি মহতো বৎস ক্লেশেন মানবৈঃ।
যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥২২
সর্গাপবর্গব্যাসেধকারণং পরমর্ষয়ঃ।
বর্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত মা তস্যশো ভব ॥২৩
অলং নিশাচরৈর্দগ্ধৈর্দীনৈরনপকারিভিঃ।
সত্রং তে বিরমত্বেতৎ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥২৪
এবং তাতেন তেনাহমনুনীতো মহাত্মনা।
উপসংহৃতবান্ সত্রং দগ্ধস্তদ্বাক্যগৌরবাৎ ॥২৫

ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সম্প্রাপ্তশ্চ তদা তত্র পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥২৬
পিতামহেন দত্তার্ঘ্যঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
মামুবাচ মহাভাগো মৈত্রেয় পুলহাগ্রজঃ ॥২৭
বৈরে মহতি যদ্বাক্যাদ্ গুরোরস্যাশ্রিতা ক্ষমা।
ত্বয়া তস্মাৎ সমস্তানি ভবান্ শাস্ত্রাণি বেৎস্যতি ॥২৮
সন্ততের্ন মম চ্ছেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ।
ত্বয়া তস্মান্মহাভাগ দদাম্যন্যং মহাবরম্ ॥২৯
পুরাণসংহিতাকর্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি।
দেবতাপরমার্থঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যতে ভবান্ ॥৩০
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্ম্মণ্যস্খলা মতিঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধা তব বৎস ভবিষ্যতি ॥৩১

যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় মনে পড়িল। হে মৈত্রেয়! বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রেরিত রাক্ষস পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে—ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তারপর আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম। সেই যজ্ঞে শতশত রাক্ষসকে ভস্মীভূত করা হইল।১৬-১৮

তারপর এইরূপে সর্বপ্রকারে শত শত রাক্ষস ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, আমার পিতামহ মহাভাগ বশিষ্ঠ আমাকে বলিলেন,—বৎস! অত্যন্ত ক্রোধ করিতে নাই, ক্রোধ সংবরণ কর। রাক্ষসগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার এইরূপই ভবিতব্য ছিল। মূঢ়ব্যক্তিদেরই এই ক্রোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানিদিগের তাহা কিরূপে হইবে? হে বৎস! কে কাহাকে বধ করে? কারণ, ইহলোকে মানুষ নিজ নিজ কৃতকর্মের ফলভোগ করে। বৎস! আরও দেখ, মনুষ্য অত্যন্ত ক্লেশে যশ ও তপস্যা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রোধ তাহাকে একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়।১৯-২২

এজন্য মহর্ষিগণ স্বর্গ ও মুক্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ এই ক্রোধকে সর্ব্বথা পরিহার করেন। অতএব হে বৎস! তুমি এই ক্রোধের বশীভূত হইও না।২৩

যে সকল রাক্ষস অপকার করে নাই—সেই দীন নিশাচরগণকে দগ্ধ করিতে নাই, সুতরাং তোমার এই যজ্ঞের বিরাম হউক, সাধুগণ ক্ষমাকেই সার মনে করেন। মহাত্মা পিতামহ কর্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাক্যের গৌরবরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বন্ধ করিয়াছিলাম।২৪-২৫

তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ আমার উপর প্রসন্ন হইলেন এবং সেই সময়ে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় আগমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিলে, পুলহের অগ্রজ পুলস্ত্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তীব্র বৈরভাব সত্ত্বেও তুমি যে গুরুজনের কথায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবে। ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই, এজন্য তোমাকে এক শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিতেছি। বৎস! তুমি পুরাণসংহিতার কর্তা হইবে, দেবতা ও পরমার্থ যথাযথভাবে জানিতে পারিবে। হে বৎস! আর আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কর্মে (স্বর্গ ও ভোগার্থ সাধক কর্ম প্রবৃত্তিমূলক এবং মোক্ষসাধক কর্ম নিবৃত্তিমূলক।) তোমার বুদ্ধি নির্মল ও অসন্দিগ্ধ হইবে।২৬-৩১

ততশ্চ ভগবান্ প্রাহ বশিষ্ঠো মৎপিতামহঃ।
পুলস্ত্যেন যদুক্তং তে সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩২
ইতি পূর্ব্বং বশিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা।
যদুক্তং তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎপ্রশ্নাদখিলং মম ॥৩৩
সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে।
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্ ॥৩৪
বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাঽসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥৩৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

তারপর আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুলস্ত্য যাহা তোমাকে বলিলেন—সে সমস্ত ঘটিবে। হে মৈত্রেয়! পূর্বে বশিষ্ঠদেব ও ধীমান্ পুলস্ত্য যাহা বলিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে সে সমুদয় আমার স্মরণে আসিল। সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সম্পূর্ণ পুরাণসংহিতা সম্যক্‌রূপে বলিতেছি—যথাযথভাবে শ্রবণ কর। বিষ্ণু হইতে এই জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই অবস্থিত। বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণের কর্তা এবং তিনিই জগৎস্বরূপ।৩২-৩৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[বিষ্ণুস্তুতিঃ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চ।]

পরাশর উবাচ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে ॥১
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গ স্থিত্যন্তকারিণে ॥২
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥৩
স্বর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরাত্মনে ॥৪
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[বিষ্ণুস্তুতি ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।]

পরাশর বলিলেন—যাঁহার বিকার নাই, যিনি শুদ্ধ, নিত্য ও পরমাত্মস্বরূপ, যিনি সর্বদা একরূপ এবং সর্ববিজয়ী, যিনি হরি, হিরণ্যগর্ভ ও শিবনামে কথিত, যিনি প্রণবরূপী সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, সেই বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার।১-২

যিনি এক হইয়াও অনেকস্বরূপ, যিনি স্থূল হইয়াও সূক্ষ্ম, অব্যক্ত কারণ হইয়াও ব্যক্ত (কার্য)-রূপী, সেই মুক্তিদাতাকে নমস্কার। এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের যিনি মূল কারণ, যিনি জগন্ময়—সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের আধারস্বরূপ এবং সূক্ষ্মতর হইতেও সূক্ষ্মতম, সেই সর্বভূতে অবস্থিত পুরুষোত্তম অচ্যুতকে নমস্কার।৩-৫

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, বস্তুতঃ অত্যন্ত নির্মল, কিন্তু ভ্রান্তদৃষ্টিতে দৃশ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত।৬

বিষ্ণুং প্রভিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্।
প্রণম্য জগতামীশমজমক্ষরমব্যয়ম্ ॥৭
কথয়ামি যথা পূর্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানজযোনিঃ পিতামহঃ ॥৮
তৈশ্চোক্তং পুরুকুৎসায় ভূভুজে নর্মদাতটে।
সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ ॥৯
পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপবর্ণাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ ॥১০
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥১১
সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥১২
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥১৩
তদেতৎ সর্বমেবাসীদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ দ্বিজ ॥১৪
পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথাপরম্ ॥১৫
প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালানাং পরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥১৬
প্রধানপুরুষব্যক্তকালাস্তু প্রবিভাগশঃ।
রূপাণি স্থিতিসর্গান্তব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ ॥১৭
ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময় ॥১৮
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১৯
অক্ষয়ং নান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্।
শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহতম্ ॥২০

যিনি (বিশ্ব) স্রষ্টা কাল অথচ বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্তা, যিনি জন্মশূন্য, অক্ষয় ও অব্যয় জগদীশ্বর, সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করত দক্ষপ্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্বে পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বলিতেছি।৭-৮

সেই দক্ষপ্রভৃতি মুনিগণ নর্মদাতটে রাজা পুরুকুৎসকে পিতামহের কথাগুলি বর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে বলেন,—আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি। যিনি পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, সকলজীবাত্মায় ব্যাপ্ত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদিহীন, ক্ষয় ও বিনাশরহিত, পরিণাম বৃদ্ধি ও জন্মবর্জিত, যাঁহাকে সর্বদা 'আছেন' এইমাত্র বলা যায়, তিনি এই জগতের সর্বত্র এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এইজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন।* তিনি নিত্য, জন্মরহিত, অক্ষয়, অব্যয় ও পরব্রহ্ম, তিনি সর্বদা একরূপে অবস্থিত, তাঁহাতে স্বরূপতঃ হেয়অংশ নাই বলিয়া (হেয়—মায়ার কার্য্য ও মায়া এই জগৎপ্রপঞ্চ) তিনি নির্মল।৯-১৩

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম, তাঁহার ব্যক্তরূপ (মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি), অব্যক্তরূপ (মায়া বা প্রকৃতি), তাঁহার পুরুষরূপ (ঈক্ষণকর্তা ঈশ্বর) ও কাল এই চারপ্রকার তাঁহার রূপ। হে দ্বিজ! সেই পরব্রহ্মের প্রথমরূপ পুরুষ, তারপর ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং কাল তাঁহার অপর তিনটি রূপ। জ্ঞানিগণ প্রকৃতি, পুরুষ, ব্যক্ত ও কাল এই চারিটির মধ্যে যাহা পরম, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (রূপে) অবলোকন করেন। (বিশ্বের) সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব এবং প্রকাশের কাল স্ব স্ব কার্য্য বিভাগ অনুসারে হইয়া আছে। বিষ্ণু যে পুরুষ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হন, তাহা ক্রীড়ানিরত বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে।১৪-১৮

ঋষিশ্রেষ্ঠগণ সৎ অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ কার্য্য কারণ-শক্তিযুক্ত ও সদা একরূপ অব্যক্ত কারণকেই প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। সেই প্রধানই অক্ষয়,

* বাস্ এবং দেব, বাস্ যিনি সমুদয় বস্তুতে বাস করেন এবং দেব অর্থে দ্যোতনশীল, সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন, তিনি বাসুদেব বা বিষ্ণু। বিষ্ণোতি ব্যাপ্নোতি—যিনি সর্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু।

ত্রিগুণং তদ্ অগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্ ।
তেনাগ্রে সর্বমেবাসীদ্ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥২১
বেদবাদবিদো বিদ্বন্ নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্ ॥২২
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥২৩
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র ।
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্ ॥২৪
প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যৎ ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥২৫

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে ।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥২৬
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পুংসি ব্যবস্থিতে ।
কালস্বরূপরূপং তদ্ বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ততে ॥২৭
ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ ।
সর্বগঃ সর্বভূতেশঃ সর্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥২৮
প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাক্ষোভয়া হরিঃ ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥২৯
যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে ।
মনসো নোপকর্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥৩০
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ ।
স সঙ্কোচ-বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥৩১
বিকারাণাং স্বরূপেণ চ ব্রহ্মরূপাদিভিস্তথা ।
ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥৩২

অনন্তাগ্রহ অমেয়, অজয়, নিশ্চল, শব্দ ও স্পর্শবিহীন, রূপাদিরহিত ত্রিগুণময়, অনাদি, অব্যক্ত, জগতের উৎপত্তিস্থান ও সকল কার্যের লয়স্থান। সৃষ্টির পূর্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল ।১৯-২১

হে বিদ্বন্ ! বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতিপাদক নিম্নোক্ত এই শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া থাকেন ।২২

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না। কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞেয় একমাত্র প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন ।২৩

হে বিপ্র। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ (নিরুপাধি) বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক্। তাঁহার (বিষ্ণুর) অন্য যে রূপ দ্বারা এই প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হন এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হন—তাহার নাম কাল ।২৪

মহাপ্রলয়ের সময়ে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে, এজন্য উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায় ।২৫

কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যথাক্রমে প্রবাহরূপে চলিয়াছে, এইজন্য ইহা অব্যুচ্ছিন্ন। হে মৈত্রেয়। প্রলয়কালে গুণসাম্য থাকায় (সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কোনরূপ ক্রিয়া না থাকায়) পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হন কিন্তু তখনও ঠিক কালস্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তাহারপর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমাত্মা, জগন্ময়, সর্বগামী, সর্বভূতের অধীশ্বর, সর্বাত্মা, পরব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হরি ইচ্ছামাত্রে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি এবং পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যে উন্মুখ করিয়া থাকেন। যেমন গন্ধ নিকটবর্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মায়, সেইরূপ পরমেশ্বর ইচ্ছামাত্রে (অন্যকোনও ক্রিয়াজ্বরহিত হইয়াও) এই ক্ষোভের উৎপাদক হইয়া থাকেন ।২৬-৩০

সেই পুরুষোত্তমই (প্রকৃতিগত) সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা নিজেই ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধানরূপে স্থিত হ'ন। আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাদি জীবরূপে তিনিই ব্যক্তস্বরূপ এবং সর্বেশ্বরেরও ঈশ্বর বিষ্ণু। হে

গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতাদ্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম ॥৩৩
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্ ॥৩৪
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত ॥৩৫
ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ ॥৩৬
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥৩৭
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্ বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ ॥৩৮
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রঃ সমাবৃণোৎ।
ততো বায়ুর্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥৩৯
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥৪০
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ॥৪১
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ ॥৪২
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ ॥৪৩

দ্বিজোত্তম! পরে সৃষ্টিকালে সেই গুণসাম্য পুরুষের (ইচ্ছারূপ) সন্নিধি বা অধিষ্ঠান করায় লাভ গুণব্যঞ্জন (গুণের প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব) উৎপন্ন হইল। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ, উক্ত গুণসাম্য (প্রকৃতি-তত্ত্ব) কর্তৃক এই মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল। ইহাকে প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাপিয়া রহিল। মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। মহত্তত্ত্বের প্রথম পরিণাম বৈকারিক সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় পরিণাম তৈজস রাজস ও তৃতীয় পরিণাম ভূতাদি—তাহাই তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূত (তামস), ইন্দ্রিয় (তৈজস) ও দেবতার (সাত্ত্বিক) উদ্ভবের হেতু। যেমন তত্ত্ব দ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কারতত্ত্ব আবৃত হইল। তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত বা বিকৃত হইয়া তন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশের সৃষ্টি করিল। এই ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র ও আকাশকে আবৃত করিল। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শ গুণবিশিষ্ট বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হইল এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তৎপরে বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপ, তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল। জ্যোতির গুণ রূপ, রূপ ও জ্যোতিঃ উভয়কে বায়ু আবৃত করিল। জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসতন্মাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম হইল, জ্যোতিঃ দ্বারা ইহারা আবৃত হইল। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিল, গন্ধতন্মাত্র হইতে সঙ্ঘাতজনিত পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, এই পৃথিবীর গুণ গন্ধ। সেই সেই বস্তুতে তন্মাত্রা (সূক্ষ্ম অংশ) নিহিত আছে, তাহাতে সেই সেই বস্তুর তন্মাত্রতা বলা হয় (যেমন পৃথিবীর সূক্ষ্ম অংশ গন্ধ, তাহাই পৃথিবীর তন্মাত্র, এইরূপ জলের রস, অগ্নির রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ এইগুলিকে তন্মাত্র বলা হয়) ।৩১-৪১

এই তন্মাত্রসকল অবিশেষ, এজন্য ঐ সূক্ষ্ম আকাশ প্রভৃতিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শান্ত (প্রকাশধর্মী বা সুখজনক) নহে, বা ঘোর (প্রবৃত্তিকারক বা দুঃখহেতু) নহে, কিংবা মূঢ় (নিয়মন অর্থাৎ নিবৃত্তির জনক বা মোহজনক) নহে—এরূপ কোনও বিশেষণযুক্ত হয় না।

একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্ ॥৪৪
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ।
পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী ॥৪৫
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম তেষাং কথ্যতে।
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ॥৪৬
শব্দাদিভিগুণৈ ব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরৈঃ।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥৪৭
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশকুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥৪৮
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরমাশ্রয়াঃ।
একসংঘাতলক্ষণাশ্চ লব্ধপ্রাপ্যৈক্যমেষতঃ ॥৪৯
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥৫০

তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধস্তু জলবুদ্বুদবৎসমম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্ ॥৫১
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥৫২
মেরুরুল্বমভূৎ তস্য শরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ শুমহাত্মনঃ ॥৫৩
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাস্তু সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ ॥৫৪
বারিবহ্ন্যনিলকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা ॥৫৫
অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মংস্তৈ সর্বৈঃ সহিতো মহান্।
এভির্বেষ্টিতরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ॥৫৬

তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি হয় মাত্র। দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) তৈজস অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা (দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র মিত্র ও প্রজাপতি) বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলা হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় মনঃ (মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চার ভাগে বিভক্ত, ইহার নাম অন্তঃকরণ) চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মনের এইগুলি বৈকারিক দেবতা। হে দ্বিজ! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি গ্রহণের জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ ও বাক্—এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিসর্গ (মল মূত্রাদি ত্যাগ) শিল্প, গতি ও উক্তি। হে ব্রহ্মন্! (পুন) আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত। ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা নানা শক্তিসম্পন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ ভূত বলিয়া সংহতিব্যতীত সম্পূর্ণ মিলিতে বা পারাপর প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত হইলে এবং এক সঙ্ঘাতের (মিলনের) লক্ষণাক্রান্ত হইলে পুরুষের অধিষ্ঠান ও মনের অনুগ্রহবশতঃ ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে বিশেষ (মহাভূত) পর্য্যন্ত সকলে মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে।৪২-৫০

হে মহাবতে! সেই জলবুদ্বুদ সম বর্তুলাকার অণ্ড ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভের) স্বরূপধারী বিষ্ণুর উত্তম সংস্থান (আশ্রয়) জলশায়ী ঐ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে লাগিল। যিনি অব্যক্ত স্বরূপ ছিলেন, সেই জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ঐ অণ্ডে অবস্থিত হইলেন।৫১-৫২

মেরু (মেরু পর্বত) তাঁহার উল্ব (গর্ভবেষ্টন চর্ম) অন্যান্য পর্বত তাঁহার জরায়ু এবং সমুদ্রসকল সেই মহাত্মার গর্ভোদক হইল।৫৩

হে বিপ্র। ঐ অণ্ডে পর্বতসহ দ্বীপ সকল, সমুদ্রসমূহ, দেবাসুর সহ মানুষ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল সহ সমস্ত লোক

নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।
জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ ॥৫৭
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে।
সৃষ্টঞ্চ পাত্যসুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা ॥৫৮
সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ।
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥৫৯
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ।
স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে ॥৬০
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ।
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥৬১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ ॥৬২
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ ॥৬৩
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ ॥৬৪
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্যানুপকারকম্ ॥৬৫
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাস্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি-
বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ ॥৬৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

(ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক) উৎপন্ন হইল ।৫৪

পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দশ দশগুণ অধিক জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) দ্বারা ঐ অণ্ড বহির্ভাগে আবৃত হইল। ঐ ভূতাদি আবার মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকলের সহিত মহত্তত্ত্ব আবার অব্যক্ত (প্রকৃতি) দ্বারা আবৃত হইল। নারিকেল-ফলের মধ্যবর্ত্তী বীজ যেমন বাহিরের দল (ত্বক্) সমূহের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সাতটি প্রাকৃত আবরণে আবৃত। বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণ অবলম্বন করত স্বয়ং ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অপ্রমেয়-পরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কল্প-বিকল্পনা (ব্রহ্মার দিন শেষ অর্থাৎ প্রলয়) পর্য্যন্ত ঐ সকল সৃষ্ট পদার্থকে যুগে যুগে পালন করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! জনার্দ্দন (বিষ্ণু) তমোগুণ অবলম্বন করত কল্পান্তে অতি ভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎকে একটি সমুদ্ররূপে পরিণত করিয়া পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শয়ন করেন। তারপর জাগরিত হইয়া ব্রহ্মরূপধারণপূর্ব্বক পুনরায় সৃষ্টি করেন ।৫৫-৬১

ঐ একমাত্র ভগবান জনার্দনই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রভু বিষ্ণু স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। যেহেতু পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদিরূপ জগৎসমস্তই পুরুষ আখ্যায় অভিহিত। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ, তখন ভূতসর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তাঁহারই বিভূতির বিস্তারহেতু)। তিনিই সৃজ্য, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন। তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষ মূর্ত্তিধারী, অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য ।৬২-৬৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মণঃ সর্গজনিকায়াঃ শক্তের্বিবরণম্, তস্যায়ুর্নিরূপণঞ্চ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥১

পরাশর উবাচ ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥২
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ।
তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ত্ততে ॥৩
নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মলোক-পিতামহঃ ।
উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্ নিত্য এবোপচারতঃ ॥৪
নিজেন তস্য মানেন দ্বায়ুর্বর্ষশতং স্মৃতম্ ।
তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥৫

কালস্বরূপং বিষ্ণোশ্চ যন্ময়োক্তং তবানঘ ।
তেন তস্য নিবোধ ত্বং পরিমাণোপপাদনম্ ॥৬
অন্যেষাঞ্চৈব জন্তূনাং চরাণামচরাশ্চ যে ।
ভূ-ভূভৃৎ-সাগরাদীনামশেষাণাঞ্চ সত্তম ॥৭
কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম ।
কাষ্ঠাত্রিংশৎ কলাস্তাস্তু ত্রিংশন্মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ ॥৮
তাবৎ সংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্ ।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ ॥৯
দ্বৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দ্দেবানামুত্তরং দিনম্ ॥১০
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্ ।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

[সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মশক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মার আয়ুঃ কথন ।]

মৈত্রেয় কহিলেন—নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পরাশর বলিলেন,—যেহেতু সমস্ত ভাবপদার্থের শক্তিসকল অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, * অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি, পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপে প্রবৃত্ত হন, তাহা শ্রবণ কর। হে বিদ্বন! নারায়ণাখ্য নিত্য ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা (চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে আনা যায় না) উৎপন্ন হইলেন, এইরূপ যে বলা হয়, ইহা উপচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাবসত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হয়। স্বকীয় নিত্য সেই পরিমাণের শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ, তাহার নাম পর, তদর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ।১-৫

হে অনঘ। তোমাকে বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, অন্যান্য জন্তু ও ভূ-ভূভৃৎ সাগরাদি সমস্ত চরাচরের পরিমাণের নিরূপণই শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম। পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠা কহে, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও সেই তিন ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয়। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে পক্ষদ্বয়াত্মক মাস হয়। ছয় মাসে এক অয়ন এবং দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ। দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরায়ন দিবা। দেবপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য-ত্রেতাদি নামক চতুর্যুগ হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর।৬-১০

* যে জ্ঞানে তর্ক সহে না অর্থাৎ তর্ক চলেনা, তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে। অগ্ন্যাদি ভাবপদার্থের যে দাহকত্ব শক্তি আছে, এ বিষয়ে কিছু তর্ক নাই।

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষাহ পুরাবিদঃ ॥১১
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তৎতুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ ॥১২
সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালো মুনিসত্তম।
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃত-ত্রেতাদিসংজ্ঞিতঃ ॥১৩
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥১৪
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু ॥১৫
সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ।
এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥১৬
চতুর্যুগাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম ॥১৭
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া গতিঃ।
দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ ॥১৮
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ।
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে ॥১৯
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্বৎসরৈর্দ্বিজ ॥ ২০
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ ॥২১
তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।
জনং প্রযান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ ॥২২
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসদুংহিতঃ ॥২৩
জনস্থৈর্যোগিভির্দেবশ্চিন্ত্যমানোঽজসম্ভবঃ।
তৎপ্রমাণং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ ॥২৪
এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ ॥২৫
একমস্য ব্যতীতস্য পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোঽনঘ।

পুরাবিদ্‌গণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চার, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর কহেন। প্রতিযুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণে যুগের পরবর্ত্তী সময় যথাক্রমে চার, তিন দুই ও একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও মধ্যবর্ত্তী তৎতুল্য। মুনিসত্তম! সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের যে কাল, তাহাই কৃত (সত্য)—ত্রেতাদি যুগ বলিয়া জানিবে। হে দ্বিজ! কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু হন, তাঁহাদের কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর। সপ্তর্ষি, সুরগণ, ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপসকল পূর্ব্বের ন্যায় এককালেই সৃষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত) ও এককালেই সংহৃত (হৃতাধিকার) হন। হে সাধুতম! চতুর্যুগের সংখ্যানুসারে কিঞ্চিদধিক দুই শত পঞ্চাশীতি যুগ মনু ও সুরাদিগণের কাল। ইহারই নাম মন্বন্তর। দিব্য সংখ্যায় মন্বন্তরের পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র (৮ লক্ষ ৫২ হাজার) বৎসর। মানুষ বৎসরের গণনায় উহার পরিমাণ ত্রিংশৎকোটি সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতি সহস্র (১ কোটি ৬৭ লক্ষ বিশ হাজার) বৎসর। এই কালের চতুর্দ্দশ গুণ ব্রাহ্ম দিন নামে কথিত। তদন্তে ব্রাহ্ম্য নৈমিত্তিক (ব্রহ্মনিদ্রানিমিত্ত) প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে ভূর্ভুবাদি (ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক) সর্ব্ব ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইতে থাকে, মহর্লোকনিবাসিগণ তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। তদনন্তর ত্রৈলোক্য একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য-গ্রাস দুংহিত (প্রলয়গ্রাসে সমুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ) এবং শেষশয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন। জনলোকস্থ যোগিবৃন্দ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান পদ্মসম্ভব (ব্রহ্মা) এইরূপে তৎপ্রমাণ (ব্রহ্মার দিন পরিমিত) রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। এইরূপ অহোরাত্র

তস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে।
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ। এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার পরমায়ু। হে নিষ্পাপ দ্বিজ! এই ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত এবং ঐ পরার্দ্ধের অন্তে পাদ্ম দ্বিতীয় নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পরার্দ্ধের এই প্রথম কল্প বারাহনামে পরিকীর্ত্তিত।১১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[কল্পান্তে সর্গবর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে ॥১

পরাশর উবাচ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময় ॥২
অতীতকল্পাবসানে নিশায়ুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥৩
নারায়ণঃ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥৪

ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৬
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥৭
অকরোৎ স তনুমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকাং তদ্বদ্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥৮
যেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ ॥৯

চতুর্থ অধ্যায়

[কল্পান্তে সৃষ্টি বিবরণ]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! এই নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা কল্পের আদিতে যেরূপে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন,—প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে রাত্রির পর নিদ্রা হইতে উত্থিত এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা বর্দ্ধিত প্রভু ব্রহ্মা লোক শূন্য অবলোকন করিলেন।১-৩

তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, শ্রেষ্ঠ সকলের প্রভু, সর্ব্ববিষয়ের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান্, অনাদি এবং সর্ব্বসম্ভব, জগতের প্রভবাপ্যায় (উৎপত্তি ও লয়স্থান), দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন। অপ্‌কে নার বলা হয়, যেহেতু অপ্‌ (জল) নর (পুরুষোত্তম) তাহার জলমধ্যবর্ত্তিনী হইতে উৎপন্ন; সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়), এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত। জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে অনুমানে জানিয়া তাহার উদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ জগতের স্থিতি কার্য্যে স্থিত, স্থিরাত্মা, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা,

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধারো ধরাধরঃ ॥১০

নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্।
তুষ্টাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা ॥১১

পৃথিব্যুবাচ।

নমস্তে সর্ব্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খ-গদাধর।
মামুদ্ধরাস্মাদস্ত্ব ত্বত্তোঽহং পূর্ব্বমুত্থিতা ॥১২

ত্বত্তোঽহমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং ত্বয়ৈবাহং জনার্দ্দন।
তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ ॥১৩

নমস্তে পরমাত্মাত্মন্ পুরুষাত্মন্ নমোঽস্তু তে।
প্রধানব্যক্তরূপায় কালরূপায় তে নমঃ ॥১৪

ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।
সর্গাদিষু প্রভো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মরূপধৃক্ ॥১৫

সমুদ্ধরিষ্যে সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ ॥১৬

ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্ব জানাতি কশ্চন।
অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ॥১৭

ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যান্তি মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।
বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৮

যৎ কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদ্গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।
বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব ॥১৯

ত্বন্ময়োঽহং জগদ্ধাতা ত্বংসৃষ্টা যামুপাশ্রিতা।
মাধবীমিতি লোকোঽয়মভিধত্তে ততো হি মাম্ ॥২০

জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয়।
জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো ॥২১

পরাপরাত্মন্ বিশ্বাত্মন্ জয় যজ্ঞপতেঽনঘ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমাত্মযঃ ॥২২

আত্মাধার, ধরাধর, প্রজাপতি, পূর্ব্বকল্পাদিতে যেমন মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদযজ্ঞময় বরাহদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক জনলোকগত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য এই সাত লোকের মধ্যে জনলোক (পঞ্চমলোক) সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪-১০

তখন বসুন্ধরাদেবী তাঁহাকে পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।১১

পৃথিবী কহিলেন,—হে শঙ্খগদাধর! তুমি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। আমি পূর্ব্বে তোমা হইতে উত্থিত, অদ্য এই পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অশেষ সমস্ত বস্তুই তুমায়। হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। প্রভো! সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ধারণ কর, সুতরাং তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী। হে গোবিন্দ! জগৎ একটি সমুদ্রে পরিণত হইলে সকলকে তুমিই সম্যগ্‌রূপে ভক্ষণ (সংহার) করত মনীষিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিয়া থাক। তোমার যে পরম তত্ত্ব, তাহা কেহই জানে না; অবতার-সমূহে যেরূপে তুমি প্রকাশিত হও, দেবতাসকলও সেইরূপেরই অর্চ্চনা করেন। পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন; বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়? যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যাহা কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়) তৎ সমস্তই তোমার রূপ। আমি ত্বন্ময়, তোমাকেই আধার করিয়া আছি, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছি। এজন্য লোকে আমাকে মাধবী * কহিয়া থাকে। হে অখিলজ্ঞানময় তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয়! তোমার জয়

* মাধবস্য ইয়ং—মাধবী। ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী।

ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে।
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ ॥২৩
মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম।
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর।
তৎসর্বং ত্বং নমস্তভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান্ জগর্জ্জ পরিঘর্ঘরম্ ॥২৫
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং দংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ।
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্ ॥২৬
উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তৎসংপ্লবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান্।
প্রক্ষালয়ামাস হি তান্ মহাত্মভীন্
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনীন্ ॥২৭

প্রণাস্তি তোয়ানি ক্ষুরাগ্রবিক্ষতে
রসাতলেঽধঃ কৃতশব্দসন্ততিঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রযান্তি
সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি ॥২৮
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে-
র্মহাবরাহস্য মহীং বিদার্য্য।
বিধুন্বতো বেদময়ং শরীরং
রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি ॥২৯
তং তুষ্টুবুস্তাপপরীতচেতসো
লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ।
সনন্দনাদ্যা নাতিনম্রকন্ধরা
ধরাধরং ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্ ॥৩০
ব্রহ্মেশ্বরাণাং পরমেশ কেশব
প্রভো গদা-শঙ্খধরাসি-চক্রধৃক্।
প্রসূতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বর-
স্ত্বমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পরম্ ॥৩১

হউক, জয় অনন্ত! জয় অব্যক্ত! জয় ব্যক্তালয়! প্রভো! পরমাত্মন্! বিশ্বাত্মন্! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অমল, যজ্ঞপতে! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি অগ্নিস্বরূপ, হে হরে! তুমি বেদ ও বেদাঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা এবং নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ। হে পুরুষোত্তম! আমি এ স্থলে মূর্ত্তামূর্ত্ত, অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম কিংবা না বলিলাম, তৎসমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার; হে পরমেশ্বর! ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।১২-২৪

পরাশর কহিলেন, পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে সামবেদস্বরধ্বনি, শ্রীমান্ ধরাধর বিষ্ণু বর্ঘর শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ (স্নিগ্ধ শ্যাম) প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন। উঠিবার সময় সেই মহাবরাহ তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি নিষ্পাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল।২৫-২৬

জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিক্ষত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উত্থিত হইতে হইতে জলার্দ্রকুক্ষি ও কম্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি মুনিগণ প্রণামে নতগ্রীব হইয়া সেই নির্নিমেষ উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ্বর! গদা-শঙ্খ-অসি-চক্র ও ধরাধারিন্! প্রভো, কেশব! তোমার জয় হউক। তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্য নহে। হে যূপসদৃশ দন্তধারিন্! প্রভো! তুমি যজ্ঞপুরুষ; তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ, দন্তে যজ্ঞ, ও মুখে চিতি (অগ্নিস্থান); তোমার জিহ্বা হুতাশন এবং লোমসকল দর্ভ (কুশ)। মহাত্মন্!

পাদেষু বেদাস্তব ঘৃপদংষ্ট্র
দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে।
হুতাশজিহ্বোঽসি তনূরুহাণি
দর্ভাঃ প্রভো গন্ধপুমাংস্তমেব ॥৩২
বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাত্মন্
সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে।
সূক্তান্যশেষাণি জটাকলাপো
ঘ্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ॥৩৩
ক্রতুস্তুত্ত সামস্বরধীরনাদ
প্রাগ্বংশকায়াখিলসত্রসন্ধে।
পূর্ত্তেষ্টধর্ম্মশ্রবণোঽসি দেব
সনাতনাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ ॥৩৪
পদক্রমক্রান্তভুবং ভবন্তম্
আদিস্থিতিক্ষাক্ষরবিশ্বমূর্ত্তে।
বিশ্বস্য বিস্তঃ পরমেশ্বরোঽসি
প্রসীদ নাথোঽসি চরাচরস্য ॥৩৫

দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তমশেষমেতদ্
ভূমণ্ডলং নাথ বিভাব্যতে তে।
বিগাহতঃ পদ্মবনং বিলগ্নং
সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পঙ্কম্ ॥৩৬
দ্যাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব
যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব।
ব্যাপ্তং জগব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে
হিতায় বিশ্বস্য বিভো ভব ত্বম্ ॥৩৭
পরমার্থত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে।
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥৩৮
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতদ্ জ্ঞানময়স্য তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥৩৯
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥৪০
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥৪১

তোমার চক্ষুর্দ্বয় রাত্রিদিবা, মস্তক সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, শটাকলাপ (কেশরাজি) অশেষ সূক্ত (পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি) এবং ঘ্রাণ সমস্ত হবিঃ। হে ক্রুক্‌তুণ্ড! (যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানের পাত্র ক্রুক্ তাহার ন্যায় মুখ যাহার) সামস্বরসদৃশ গম্ভীরশব্দকারিন্! প্রাগ্বংশকায়। (সদস্য-যজমানাদির পূর্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহ—তৎসদৃশ শরীর)। অখিলসত্রসন্ধে (সত্রনামক সকল যজ্ঞবিশেষের মিলনভূমি)! তোমার শ্রবণযুগল ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্মরূপী; হে দেব, সনাতনাত্মন্! ভগবন্! প্রসন্ন হও ॥ ৩২-৩৪

হে অক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি। তুমিই পরমেশ্বর এবং চরাচর জগতের নাথ। তুমি প্রসন্ন হও। হে নাথ! তোমার দন্তাগ্রস্থিত এই অশেষ ভূমণ্ডল, পদ্মবন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দন্তসংলগ্ন পঙ্কলিপ্ত সরোজিনীপত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত, হে জগদ্ব্যাপ্তি-সমর্থদীপ্তি! (এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিবার উপযুক্ত দীপ্তি যাঁহার) বিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও। হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। এই চরাচর যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই মহিমা। তুমি জ্ঞানাত্মা; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করত মোহসংপ্লবে (সংসারসাগরে) ভ্রমণ করিতেছে। হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ বলিয়া দেখেন। হে

---

*ক্রুক্‌তুণ্ড—ক্রুক্ (যজ্ঞের হাতা) যাহার তুণ্ড (মুখ)। সামস্বর—সাম (সাম) বেদের স্বর। প্রাগ্বংশকায়—প্রাগ্বংশ হবিঃ স্থানের অগ্রভাগ) যাহার কায়া (শরীরের মধ্যভাগ) অখিলসত্রসন্ধি সদস্য সত্র যাগশালাদি যজ্ঞ সকল যাহার সন্ধি শরীরের গ্রন্থি বা গাঁট। ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম—ইষ্ট—যাগাদি কর্ম্ম পূর্ত্ত—খাতাদি কর্ম্ম।

প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ভবায় জগতামিমাম্।
উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন্ শং নো দেহ্যজলোচন ॥৪২
সর্বোদ্রিক্তোঽসি ভগবন্ গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্।
সমুদ্ধর ভবায়েশ শং নো দেহ্যজলোচন ॥৪৩
সর্গপ্রবৃত্তির্ভবতো জগতামুপকারিণী।
ভবত্বেষা নমস্তেঽস্তু শং নো দেহ্যজলোচন ॥৪৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানোঽথ পরমাত্মা মহীধরঃ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবাংশ্চ মহার্ণবে ॥৪৫
তস্যোপরি সমুদ্রস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥৪৬
ততঃ ক্ষিতিং সমাং কৃত্বা
পৃথিব্যাং সোঽপি সোল্লিরীন্।
যথাবিভাগং ভগবানাদিঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৭
প্রাক্সর্গদগ্ধানখিলান্ পর্ব্বতান্ পৃথিবীতলে।
অমোঘেন প্রভাবেণ সসর্জ্জামোঘবাঞ্ছিতঃ ॥৪৮
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথম্।
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥৪৯
ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোঽসৌ রজসা বৃতঃ।
চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতুর্ব্বক্ত্রধরো হরিঃ ॥৫০
নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সৃষ্টিকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥৫১
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈকং নান্যং কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥৫২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! প্রসন্ন হও; হে অমেয়াত্মন্ পদ্মলোচন! জগতের নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সুখদান কর। হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বগুণেপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছ, জগতের উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর; হে পদ্মলোচন ঈশ্বর! আমাদিকে কল্যাণ দান কর। তোমার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক। হে পদ্মলোচন! তোমাকে নমস্কার আমাদিগকে সুখী কর ॥৪১-৪৪

পরাশর কহিলেন, পরমাত্মা মহীধর এইরূপে স্তুত হইয়া—ক্ষিতিকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্ণবে ন্যস্ত করিলেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী নিমগ্না না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া, যথাবিভাগে পর্ব্বতসকল স্থাপিত করিলেন। সেই অব্যর্থ বাঞ্ছাময় অমোঘপ্রভাবে পূর্ব্ব সৃষ্টিতে দগ্ধ অখিল পর্ব্বতকে পৃথিবীতলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর সপ্তদ্বীপে যথাযথ ভূবিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভূরাদি চতুর্লোক কল্পনা করিলেন। এই ব্রহ্মরূপধারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান্ চতুর্ম্মুখ হরি তৎপরে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধানকারণ। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! সৃজনকার্য্যে নিমিত্তমাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তুসকল স্ব-শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয় ॥৪৫-৫২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[দেবাদীনাং সৃষ্টিকথনম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবর্ষি-পিতৃ-দানবান্ ।
মনুষ্য-তির্য্যগ্-বৃক্ষাদীন্ ভূ-খোম-সলিলৌকসঃ ॥১

যদ্‌গুণং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্ দ্বিজ ।
সর্গাদৌ সৃষ্টবান্ ব্রহ্মা তান্ সমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥২

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় কথয়াম্যেষ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ।
যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবাদীনখিলান্ প্রভুঃ ॥৩

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥৪

তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥৫

পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্ ।
বহিরন্তোঽপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥৬

মুখ্যা নগা ততশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্তুতস্ত্বয়ম্ ।
তং দৃষ্ট্বাঽসাধকং সর্গমন্যদপরং পুনঃ ॥৭

যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ ।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতাভ্যবর্ত্তত ॥৮

পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ॥৯

অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশত্বধাত্মকাঃ ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্ ॥১০

তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ ।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত ॥১১

তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্তমাবৃতাঃ ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

[দেবাদির সৃষ্টিকথন ।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ ! দেব ব্রহ্মা যেরূপে দেবর্ষি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য, তির্য্যক্—পশু পক্ষী প্রভৃতি, বৃক্ষাদি, ভূ-আকাশ-জলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং আদিতে জগৎকে সৃষ্টির যে যে গুণ, যে যে রূপ ও যে যে স্বভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাকে তত্ত্বতঃ বলুন ।১-২

পরাশর বলিলেন, হে মৈত্রেয় ! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি সকলের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর । পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, তিনি তাহা চিন্তা করিতে থাকিলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল । উহা পাঁচ প্রকার ; যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র,—এই পঞ্চপর্বা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল * । তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায় প্রতিবোধ (জ্ঞান)-রহিত, বাহির ও অভ্যন্তরে প্রকাশ বর্জ্জিত ও সংবৃতাত্মা (মূঢ়স্বভাব) নগাত্মক সৃষ্টি হইল । নগ (স্থাবর)-সকল মুখ্য (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি), এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ । তাহাকে (উদ্দেশ্যের) অসাধক দেখিয়া পুনঃ অন্যবিধ সৃষ্টির জন্য ধ্যান করিলেন ; তাহাতে তির্য্যক্স্রোতা উৎপন্ন হইল । এই সৃষ্টি তির্য্যক্প্রবৃত্ত (কেবল আহার ও সঞ্চারের জন্য জীবিত) বলিয়া তির্য্যক্স্রোতা নামে খ্যাত । তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবেদী (অনুসন্ধানশূন্য),

* তমঃ—দেহাদিতে আত্মাভিমান । মোহ—পুত্রাদিতে স্বাত্মাভিমান । মহামোহ—শব্দাদিভোগস্পৃহা । তামিস্র—তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র—বিনাশশঙ্কায় নিত্য তাহার রক্ষায় অভিনিবেশ ।

তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা ॥১৩
ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্ ॥১৪
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্বভূব চাব্যক্তাদর্বাক্স্রোতস্তু সাধকম্ ॥১৫
যস্মাদর্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্বাক্স্রোতসস্তু তে।
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ ॥১৬
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে ॥১৭
ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র মুনিসত্তম।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ ॥১৮
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥১৯
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥২০

তির্য্যক্স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥২১
ততোঽর্বাক্স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ ॥২২
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ।
প্রাকৃতা বৈকৃতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ।
সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৪

মৈত্রেয় উবাচ।

সংক্ষেপাৎ কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাং ত্বয়া মুনে।
বিস্তরাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মণো মুনিবরোত্তম ॥২৫

পরাশর উবাচ।

কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলাকুশলৈস্তু তাঃ।
খ্যাত্যা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ সংহারে হ্যপসংহৃতাঃ ॥২৬

উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত, 'অহম্' আমিই সব এই প্রকার অভিমানী, অষ্টাবিংশবধাত্মক, অন্তঃপ্রকাশ এবং পরস্পর অজ্ঞানে আবৃত পশু প্রভৃতি।৩-১০

তাহাদিগকেও অসাধক বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহুল, বহিরন্ধ্র অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃপ্রকাশ। এই সৃষ্টি তুষ্টাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় দেব-সর্গ নামে স্মৃত; তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল। তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদিসম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। সত্য-ধ্যানপরায়ণ তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অব্যক্ত মায়া হইতে অর্ব্বাক্স্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক্ (অধঃ) প্রবিষ্ট আহারে জীবিত বলিয়া অর্ব্বাক্স্রোত বলা যায়। তাহারা প্রকাশবহুল, তমোদ্রিক্ত ও রজোঽধিক; এই হেতু মনুষ্যেরা দুঃখবহুল, ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মকারী, বহিরন্তঃ-প্রকাশসাধক। হে মুনিসত্তম! এই ষড়্‌বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া জানিবে। তন্মাত্রাসকলের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকারিক তৃতীয় সর্গ, তাহা ঐন্দ্রিয়ক শব্দে কথিত। এই ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক (অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতি হইতে) সম্ভূত। মুখ্য স্থাবর সর্গ চতুর্থ। তির্য্যক্স্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তির্য্যগ্‌যোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ। তৎপরে ঊর্দ্ধস্রোতা ষষ্ঠ; তাহা দেবসর্গ বলিয়া খ্যাত। তদনন্তর অর্ব্বাক্স্রোতা মানুষ সর্গ সপ্তম। অষ্টম সর্গের নাম অনুগ্রহ, ইহা সাত্ত্বিক ও তামস। এই পঞ্চ সর্গ বৈকৃত এবং পূর্ব্বোক্ত সর্গত্রয় প্রাকৃত; প্রাকৃত ও বৈকৃত যোগে সর্গ অষ্টবিধ। সনৎকুমারাদি সর্গ নবম। এই সকল সর্গ জগতের মূল হেতু। প্রজাপতির এই নব সর্গ বর্ণিত হইল, জগদীশ্বরের সৃষ্টির বিষয়ে অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১-২৪

স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তু তাঃ ২৭
ততো দেবাসুরপিতৃন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরস্যাংস্তেতানি স্বমাত্মানমযুযুজৎ ॥২৮
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ ॥২৯
উৎসসর্জ্জ ততস্তান্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সা তু ত্যক্তা ততস্তেন মৈত্রেয়াভূদ্ বিভাবরী ॥৩০
সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ॥৩১
ত্যক্তা সা তু তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্ দিনম্।
ততো হি বলিনো রাত্রাবসুরা দেবতা দিবা ॥৩২
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্যস্তমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥৩৩
উৎসসর্জ্জ পিতৃন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টাঽভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥৩৪
রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ।
রজোমাত্রোৎকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসত্তম ॥৩৫
তামপ্যাশু স তত্যাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্সন্ধ্যা যাভিধীয়তে ॥৩৬
জ্যোৎস্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা।
মৈত্রেয় সন্ধ্যাসময়ে তস্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥৩৭
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপাশ্রয়াণি তু ॥৩৮
রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
ততঃ ক্ষুদ্ব্রহ্মণো জাতা তস্যে কোপস্তয়া ততঃ ॥৩৯
ক্ষুৎক্ষামানন্ধকারেঽথ সোঽসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্ ॥৪০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টি কহিলেন, কিন্তু আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর বলিলেন, প্রজাসকল শুভাশুভ প্রাক্তন কর্ম্মে অভিভাবিত, এজন্য তাহারা প্রলয়কালে সুপ্তবৎ স্থিত হইলেও সেই খ্যাতি (তত্তৎ কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি স্থাবরান্ত চতুর্ব্বিধ প্রজা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ উৎপন্ন হইল। ইহারা সকলেই মানস; কারণ, ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর তিনি দেব, অসুর, পিতৃ ও মানুষ 'অন্ত-সংজ্ঞ' এই প্রজাচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে স্বকীয় শরীর যোজনা করিলেন। প্রজাপতি এইরূপে যুক্তাত্মা হইলে, (সৃষ্ট-সকলের অদৃষ্টবশতঃ) তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইল এবং সিসৃক্ষু ব্রহ্মার জঘন হইতে প্রথমে অসুরগণ জন্মিল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু (তমোময়ভাব) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্রাত্মিকা পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সিসৃক্ষু ব্রহ্মা অন্যদেহস্থ (সাত্ত্বিকভাবে স্থিত) হইয়া প্রীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত সুরগণ সমুদ্ভূত হইল। তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এইজন্য অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবগণ দিবাতে বলবান্। অনন্তর সত্ত্ব-মাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন। প্রভু পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ করিলে, উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিবারাত্রির অন্তর্বর্ত্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল। হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রজোগুণপ্রধান মনুষ্যেরা জন্মিল। প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলেন; তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাক্সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল) বলা হয়। হে মৈত্রেয়! এইজন্যই মনুষ্যসকল প্রাতঃকালে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হন্। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন ও সন্ধ্যা এই চারিটী প্রভু ব্রহ্মার ত্রিগুণাশ্রিত শরীর ।২৫-৩৮

তাহার পর রজোমাত্রাপ্রধান অন্য তনুগ্রহণ করিলে

মৈবং ভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্ত তে
ঊচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্ত যক্ষণাৎ ॥৪১
অপ্রিয়ানথ তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ।
হীনাশ্চ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্ত তচ্ছিরঃ ॥৪২
সর্পণাৎ তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্রষ্টা ক্রোধাত্তনো বিনির্ম্মমে ॥৪৩
বর্ণেন কপিশেনোগ্রা ভূতাস্তে পিশিতাশনাঃ।
ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ ॥৪৪
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে দ্বিজ।
এতানি সৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তিনোদিতঃ ॥৪৫
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ।
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান্ ॥৪৬
সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পদ্ভ্যামশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্ ॥৪৭
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব শ্বক্কুন্যাংশ্চ জাতয়ঃ।
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥৪৮
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কল্পস্যাদৌ দ্বিজোত্তম।
সৃষ্ট্বা পশ্বোষধীঃ সম্যগ্ যুযোজ স তদাধ্বরে ॥৪৯
গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে ॥৫০
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥৫১
গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ ॥৫২
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৩
সামানি জগতীচ্ছন্দঃস্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৪

ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মিল; সেই ভগবান্ ক্ষুধাব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন, তাহারা বিরূপ ও শ্মশ্রুল। তারপর তাহারা প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল। তন্মধ্যে যাহারা কহিল; তবে এরূপ করিও না, ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল, খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণের প্রবৃত্তি) জন্য যক্ষ নামে খ্যাত। সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার শিরঃসকল কেশহীন হইয়া পুনর্ব্বার কেশ তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল। সর্পণ (মস্তকে আরোহণ) জন্য তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম অহি। তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাত্মক করিলেন। উহারা কপিলবর্ণ, উগ্র ও মাংসাশী হইল। তৎপরে তাঁহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্বের উৎপত্তি হইল; হে দ্বিজ! ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) বয়ন উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বিভুর শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকলের সৃষ্টি পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দতঃ (সেই সেই কর্ম্ম করিবার সময়ে যথোপযুক্ত নিজ বুদ্ধি দ্বারা) বয়স হইতে বয়ঃ (পক্ষিজাতি), বক্ষঃ হইতে অবয় (মেষজাতি) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গোজাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, শ্বক্কু (হরিণবিশেষ) ও অন্যান্য তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার লোম হইতে ফলমূলশালী ওষধি জন্মিল। হে দ্বিজোত্তম! তিনি কল্পাদিতে পশু ও ওষধির সৃষ্টি করিয়া পরে ত্রেতাযুগমুখে (আরম্ভকালে) উহাদিগকে যজ্ঞে যোজনা করিলেন। গো, অজ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু কহা যায়। আরণ্যগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর; শ্বাপদ (ব্যাঘ্রাদি), দ্বিখুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, ঔদক (কূর্ম্মাদি) ও সরীসৃপ সর্প প্রভৃতি।৩৯-৫১

প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্ম্মাণ করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ, পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ (যজ্ঞ বিশেষ) সৃজন করিলেন; পশ্চিমমুখ হইতে সকল সাম, সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দস্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র (যজ্ঞ

একবিংশমথর্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৫
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৄন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ ॥৫৬
ততঃ পুনঃ সসর্জ্জাদৌ স কল্পস্য পিতামহঃ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥৫৭
নর-কিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃ-পশু-মৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥৫৮
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে ॥৫৯
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মানৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥৬০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্ ॥৬১
নাম-রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ ॥৬২
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথা নিয়োগযোগ্যানি সর্বেষামপি সোঽকরোৎ ॥৬৩
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥৬৪
করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃ পুনঃ।
বিসর্গশক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ ॥৬৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিশেষ) সৃজন করিলেন। উত্তরমুখ হইতে একবিংশ অনুষ্টুভ-ছন্দস্তোম, অথর্ববেদ, সোমসংস্থা ও বৈরাজ (যজ্ঞ বিশেষ) সৃজন করিলেন। তাঁহার গাত্র হইতে ছোট বড় সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। আদিকৃৎ (প্রথম কর্ম্মকারী) ভগবান্ বিভু প্রজাপতি দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য অথচ (ধ্বংসশীল) অনিত্য স্থাবর জঙ্গমময় এই সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। প্রাক্‌সৃষ্টিতে যাহার যাহা কর্ম্ম ছিল, পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল; হিংস্রাহিংস্র, মৃদুক্রূর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃত (সত্য) অনৃত (অসত্য) প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল, এজন্য সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিরুচি। এইরূপে সেই বিধাতাই ইন্দ্রিয়ার্থ (আধারাদি) ভূত (জীব) ও শরীরের বিষয় নানারূপ বিনিয়োগ করিলেন। তিনি বেদানুসারে দেবতাদিগের নাম ও কার্য্যবিভাগ নিরূপণ করিলেন; ঋষিসকলকে তিনি যে কর্ম্মের যোগ্য ও বেদে যেরূপ যাঁহার নাম শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ নাম দিলেন। ঋতুর পর্য্যায় (পুনরাবৃত্তি) হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদিতে দেবাদিভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃজ্যশক্তিপ্রেরিত হইয়া এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।৫২-৬৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[চাতুর্বর্ণ্যসৃষ্টিঃ, চাতুর্বর্ণস্থাননিরূপণঞ্চ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

অর্বাক্‌স্রোতস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ ।
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা ॥১
যথা চ বর্ণানসৃজদ্ যদ্‌গুণাংশ্চ মহামুনে ।
যচ্চ তেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্ ॥২

পরাশর উবাচ ।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্বং নিসর্গোব্রহ্মণো জগৎ
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ ॥৩
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্ ।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ ॥৪
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম ।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্বাশ্চাতুর্বর্ণ্যমিদং ততঃ ॥৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ।
পাদোরু-বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥৬
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ ।
চাতুর্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ॥৭
যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ ।
আপ্যায়য়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ ॥৮
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈরৈভস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ ।
বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ ॥৯
স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে ।
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্ যান্তি মনুজা দ্বিজ ॥১০
প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ ।
সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমাচার-প্রবণা মুনিসত্তম ॥১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

[চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি এবং চতুর্বর্ণের স্থান নিরূপণ ।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে ব্রহ্মন্ ! আপনি অর্ব্বাক্‌স্রোতা মানুষের কথা বলিলেন ; তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। যে যে গুণবিশিষ্ট করিয়া বর্ণসকলের সৃজন করিয়াছেন এবং সেই বিপ্রাদি বর্ণের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সত্যধ্যানপরায়ণ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বগুণবহুল প্রজাগণ জন্মিয়াছে। বক্ষঃ হইতে রজোগুণ-প্রধান প্রজাসকল উৎপন্ন এবং রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন প্রজাগণ উরুদেশ হইতে জাত ।১-৪

হে দ্বিজসত্তম ! ব্রহ্মা পাদদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মুখ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন। হে মহাভাগ। ব্রহ্মা যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্তই এই উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্ব্বর্ণ্য করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা প্রজাসকলকে আপ্যায়িত করেন। যজ্ঞ কল্যাণের হেতু। স্বধর্ম্মনিরত শুদ্ধাচারী সন্মার্গগামী সৎ নরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়। হে মুনে ! যজ্ঞ হইতে মনুষ্য স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিমত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম ! ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্য-নিয়মরক্ষার নিমিত্ত সম্যক্ শ্রদ্ধার সহিত আচার সম্পন্ন, ইচ্ছামত বাসনিরত, সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ এবং শুদ্ধ ও সর্ব্বানুষ্ঠানে নির্ম্মল সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাদের মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে ; তদ্দ্বারা তাঁহারা বিষ্ণুপদ দেখিতে পান। হে মৈত্রেয় !

যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ ॥১২
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃসংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্ ॥১৩
ততঃ কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশঃ কথিতো হরেঃ।
স পাতয়ত্যঘং ঘোরমন্নমন্নাত্মসারবৎ ॥১৪
অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্ ॥১৫
ততঃ সা সহসা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে।
রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ ॥১৬
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দ্বাভিভবদুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥১৭
ততো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্বাহ্যং পার্বতমৌদকম্।
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্বটকাদিকম্ ॥১৮
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে ॥১৯
প্রতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্ ॥২০
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গবো হ্যদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীনকাঃ ॥২১
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়কাশ্চণকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥২২
ইত্যেতাশ্চৌষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥২৩
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ ॥২৪
শ্যামাকাস্তৃণ নীবারা জতিলাঃ স গবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্ মর্কটকা মুনে ॥২৫
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে যজ্ঞস্তথাসাং হেতুরুত্তমঃ ॥২৬
এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে ॥২৭
অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম।
উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণঞ্চ শান্তিদম্ ॥২৮
যেষান্তু কালরূপোঽসৌ পাপবিন্দুর্মহামতে।
চেতঃসু বরুধে চক্রুস্তে ন জন্তুষু মানসম্ ॥২৯

তদনন্তর হরির যে কালাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে, সেই কাল এই সকল প্রজাতে, অল্প অল্প সারবিশিষ্ট অথচ অধর্ম্ম বীজ হইতে উদ্ভূত তমোগুণ ও লোভ হইতে উৎপন্ন ঘোর পাপ প্রবেশ করায়, রাগ (বিষয়াসক্তি) প্রভৃতি এই পাপের মূল এবং ইহা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে।৫-১৫

তাহাতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধি সম্যকরূপে জন্মে না। সিদ্ধি-সকল ক্ষীণ ও পাতক বর্দ্ধমান হইলে প্রজাসকল পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব ও পরাভব দুঃখে আর্ত্ত হয়। হে মহামুনে! তৎপরে তাঁহারা বৃক্ষপরিবেষ্টিত, পর্ব্বত-স্থানস্থিত, জলময় প্রভৃতি স্বাভাবিক ও প্রাকারাদি কৃত্রিম দুর্গ, পুর, চতুঃশত গ্রাম, মধ্যস্থপুর (খর্ব্বটক) প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমনের জন্য তাহাতে যথারীতি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। প্রজাগণ শীতাদির এইরূপ প্রতিকার করিয়া কর্ম্মজাত বার্ত্তা (কৃষি প্রভৃতির) উপায় ও হস্তশিল্পের সিদ্ধি (জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে। হে মুনে! ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু (ক্ষুদ্রধান্য), তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোরদূষ কোদোধান্য) চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব (শিম্বা) কুলত্থক, আঢ়কী (অরহর), চণক (ছোলা) ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু কুলত্থক, শ্যামাক, নীবার, জতিল (বন্য তিল) গবেধুক (দেধান) বেণুযব ও মর্কটক গ্রাম্য ও আরণ্য এই চতুর্দ্দশ ওষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের পরম হেতু (বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদক)।১৬-২৬

ইহারা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধিহেতু), এজন্য পরাবরবিদ্ প্রাজ্ঞেরা যজ্ঞবিস্তার

বেদবাদাংস্তথা বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকক্রিয়াঃ।
তৎ সর্ব্বং নিন্দমানাস্তে যজ্ঞব্যাঘাতকারিণঃ ॥৩০
প্রবৃত্তিমার্গধ্বচ্ছিত্তি-কারিণো বেদনিন্দকাঃ।
দুরাত্মানো দুরাচারা বভূবুঃ কুটিলাশয়াঃ ॥৩১
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং প্রজা সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণম্ ॥৩২
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধর্ম্মানুপালিনাম্ ॥৩৩
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥৩৪
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্ ॥৩৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥৩৬
সপ্তর্ষীণাস্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্ বৈ বনৌকসাম্
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং স্থানিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৩৭
যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥৩৮
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥৩৯
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ ॥৪০
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ।
যেনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্।
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে ॥৪১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! যজ্ঞসকলের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মাণ পঞ্চসূনারূপ পাপের শান্তিপ্রদ। হে মহামতে! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয়, তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করে না। বেদ, বেদবাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক অন্যান্য কর্ম্মের নিন্দা করত তাহারা যজ্ঞব্যাঘাতকারী, প্রবৃত্তিমার্গের উচ্ছেদকর্ত্তা, বেদনিন্দক, দুরাত্মা, দুরাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে। প্রজা সৃষ্টি করিয়া বার্ত্তা (জীবিকা) সংসিদ্ধ হইলে, প্রজাপতি স্থানানুসারে ও গুণানুসারে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! বর্ণ ও আশ্রমসকলের ধর্ম্ম এবং সম্যক্ ধর্ম্মানুপালক সর্ব্ববর্ণের লোক (স্থান) নিরূপণ করিলেন। প্রাজাপত্য লোক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্মৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ঐন্দ্রলোক। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্যদিগের স্থান দেবলোক। পরিচর্য্যানুবর্ত্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ব্বলোক। মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনির স্থান বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক), তাহাই বনৌকস (বানপ্রস্থ) দিগের স্থান। গৃহস্থগণের স্থান প্রাজাপত্যলোক। স্থানীদিগের স্থান ব্রহ্মলোক। যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা বিষ্ণুর পরমপদ। যাহারা একান্তী ও সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী, তাহাদের সেই পরম স্থান; যাহা সূরিগণ অবলোকন করেন। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র) চিন্তকগণের অদ্যাপি পুনরাবৃত্তি নাই। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, ঘোর, কালসূত্র, অবীচিমৎ, এই সকল নরক—বেদবিনিন্দক, যজ্ঞব্যাঘাতকারী ও যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহাদের স্থান বলিয়া কথিত আছে।২৭-৪১

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[মানসপ্রজাসৃষ্টিঃ, রুদ্রাদীনাং সৃষ্টিঃ, চতুর্বিধপ্রলয়বর্ণনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ ॥১
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ ॥২
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ ।
এবমুতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥৩
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ ॥৪
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ॥৫
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা ॥৬
ন তে লোকেষ্বসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে ।
সর্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥৭

তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্ত্রৈলোক্যদহনক্ষমঃ ॥৮

তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালানিদীপিতম্ ।
ব্রহ্মণোঽভূৎ তদা সর্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনে ॥৯

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥১০

অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্ ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মাস্তুদ্ধধে ততঃ ॥১১

তপোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

[মানস প্রজাসৃষ্টি, রুদ্রাদির সৃষ্টি ও চারিপ্রকার প্রলয় বর্ণন ।]

পরাশর কহিলেন, তাঁহার ধ্যানে তৎশরীরোৎপন্ন কার্য্যকারণ (দেহেন্দ্রিয়) সহ মানসী প্রজাসকল জন্মিয়াছে। সেই ধীমানের গাত্র হইতে ত্রৈগুণ্য-বিষয়স্থিত দেবাদি ও স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরাচর সৃষ্টি এবম্ভূত। যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা (পুত্র পৌত্রাদিক্রমে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠনামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুত্রগণের সৃজন করিলেন। এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বিধাতার পূর্ব্বসৃষ্ট সনন্দনাদি সকল লোকে অনাসক্ত, প্রজাবিষয়ে নিরপেক্ষ, আগতজ্ঞান (স্বতঃ প্রাপ্তজ্ঞান), বীতরাগ এবং বিমৎসর। তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাঁহার ক্রোধসমুদ্ভূত জ্বালামালায় দীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধদীপিত ভ্রুকুটিকুটিল-ললাট হইতে মধ্যাহ্নসূর্য্যতুল্য তেজস্বী অর্দ্ধনারীনরবপু বিশালশরীরধারী প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে "আত্মাকে বিভাগ কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।১-১০

সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীয়ঞ্চ স প্রভুঃ।
বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥১৩
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পুত্রং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং দ্বিজ ॥১৪
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্ধূতকল্মষাম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥১৫
তস্মাচ্চ পুরুষাদ্ দেবী শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতিসংজ্ঞিতম্ ॥১৬
কন্যাদ্বয়ঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্।
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকূতিং রুচেঃ পুরা ॥১৭
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ ॥১৮
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ ॥১৯
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাঃ তাসাস্তু সম্যঙ্নামানি মে শৃণু ॥২০

শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশ ॥২১
পত্ন্যর্থং প্রতিজাগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ ॥২২
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নতিশ্চানসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥২৩
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চাত্রিবরস্তথা ॥২৪
অত্রির্বসিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্।
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম ॥২৫
শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥২৬
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ॥২৭
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত চ।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥২৮

ব্রহ্মা তাঁহাকে এই কথা বলিলে তিনি স্ত্রী ও পুরুষরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তাশান্তরূপে পুরুষকে একাদশবিভাগে ও স্ত্রীকে স্বকীয় সিত ও অসিতরূপে বহুধা বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আত্মসম্ভূত মনু করিলেন। বিভু দেব স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যাদ্বারা নিষ্পাপ সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! শতরূপাদেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকূতিনামে রূপ এবং ঔদার্য্যগুণান্বিত কন্যাদ্বয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে আকূতিকে দান করা হয়। রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন, তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্মে। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবগণ। দক্ষ প্রসূতিতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন; আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর।১১-২০

শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ। ধর্ম্মদেব দাক্ষায়ণীকে (দক্ষকন্যাকে) প্রভু ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষম, সন্নতি, অনসূয়া ঊর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠকন্যা তাহাদিগের অপেক্ষা শিষ্ট। হে মুনিসত্তম! ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরামুনি, পুলস্ত্য, পুলহ, ঋষিবর ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতৃগণ, ইঁহারা যথাক্রমে খ্যাত্যাদি কন্যা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা কামকে, চলা (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। ধৃতির আত্মজ নিয়ম। সন্তোষ ও লোভকে প্রসব করেন তুষ্টি এবং পুষ্টি। মেধার শ্রুত, ক্রিয়ার দণ্ড, নয় এবং বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা,

কামাদ্বন্দা সুতং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত।
হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ ॥২৯
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনন্ত্বিদমেতয়োঃ।
তয়োর্জ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥৩০
বেদনা স্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধি-জরা-শোক-তৃষ্ণা-ক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে ॥৩১
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা তে সর্বে ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥৩২
রৌদ্রাণি তানি রূপাণি বিষ্ণোর্মুনিবরাত্মজ।
নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং জগতোঽস্য প্রযান্তি বৈ ॥৩৩
দক্ষো মরীচিরত্রিশ্চ ভৃগ্বাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
জগত্যত্র মহাভাগ নিত্যসর্গস্য হেতবঃ ॥৩৪
মনবো মনুপুত্রাশ্চ ভূপা বীর্য্যধনাশ্চ যে।
সন্মার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ ॥৩৫

মৈত্রেয় উবাচ।
যোঽয়ং নিত্যস্থিতির্ব্রহ্মন্ নিত্যসর্গস্তথেরিতঃ।
নিত্যাভাবাশ্চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্ ॥৩৬
পরাশর উবাচ।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তৈস্তৈরূপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যব্যাহতান্ বিভুঃ ॥৩৭
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।
নিত্যশ্চ সর্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্বিধঃ ॥৩৮
ব্রহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ।
প্রযাতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতৌ লয়ম্ ॥৩৯
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্ ॥৪০
প্রসূতিঃ প্রাকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যাস্তরপ্রলয়াদনু ॥৪১
ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥৪২

বশের আত্মজ যাবদাত্ম। শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে সুখ এবং কীর্ত্তিতে যশের জন্ম। ধর্ম্মের পুত্র এই সকল। কামের পত্নী সন্ধ্যা, ধর্ম্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা; তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্রকন্যা জন্মে। এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া এবং বেদনার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে।২৯-৩০

বেদনাও রৌরব হইতে স্বসুত দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল। ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্মৃত; যেহেতু সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ। ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। হে মুনিবরাত্মজ! বিষ্ণুর সেই সকল ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়ের হেতু বলিয়া জানিবে। হে মহাভাগ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও ভৃগ্বাদি প্রজেশ্বরগণ এই জগতের নিত্যসৃষ্টির হেতু। সমস্ত মনু ও মনুপুত্র রাজগণ, যাঁহারা বীর্য্যধন, সন্মার্গাভিরত এবং শূর, তাঁহারা নিত্যস্থিতিকারী। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই যে নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও নিত্যবিনাশের কথা বলা হইল, তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন। পরাশর বলিলেন,—অচিন্ত্যাত্মা ভগবান্ মধুসূদন—সেই দক্ষাদি ও মন্বাদি রূপ ধারণ করত অব্যাহতভাবে সর্গ, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চতুর্বিধ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য। ব্রহ্ম প্রলয় নৈমিত্তিক, যাহাতে জগৎপতি শয়ন করেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানলাভ-হেতু যোগিগণের পরমাত্মাতে লয়, আত্যন্তিক শব্দে প্রোক্ত এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্ব্বদা বিনাশ, তাহাই নিত্য প্রলয় বলিয়া জানিবে। প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রসূতি, তাহা প্রাকৃতী সৃষ্টি; অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচরসৃষ্টি, তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত। হে মুনিসত্তম! যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মে, পুরাণার্থ-বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন। ভগবান্

এবং সর্বশরীরেষু ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরুৎপত্তি-স্থিতি-সংযমান্ ॥৪৩
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্বদেহিষু।
বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা ॥৪৪
গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ ব্রহ্মন্ শক্তিত্রয়ং মহৎ।
যোঽতিযাতি স যাত্যেব পরং নাবর্ততে পুনঃ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভূতভাবন বিষ্ণু এইরূপে সর্ব্বশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশশক্তি সর্বদেহীর মধ্যে অহর্নিশ সদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করেন, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হন; তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।৪১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[লক্ষ্মী উৎপত্তিকথনম্।]

পরাশর উবাচ।
কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ ॥২
রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥৩
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ ॥৪
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ।
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ ॥৭
ভবং সর্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ ॥৬

অষ্টম অধ্যায়

[লক্ষ্মীর উৎপত্তি কথন।]

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! ব্রহ্মার তামস সর্গ তোমাকে বলা হইল; রুদ্রসর্গও বলিব, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অঙ্কে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি রোদন ও দ্রবণ (অনুতাপ) করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে বলিলেন,—কিজন্য রোদন করিতেছ? তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন,—আমাকে নাম দান কর। তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন,—হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ তিনি পুনঃ পুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রভু তাঁহাকে অন্য সপ্তনাম এবং এই অষ্টনামানুসারে স্থান, পত্নী ও পুত্র প্রদান করিলেন।

চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ।
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ ॥৭
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা।
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥৮
সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ।
পত্ন্যঃ স্মৃতা মহাভাগ তদপত্যানি মে শৃণু।
যেষাং সূতিপ্রসূতৈর্বা ইদমাপূরিতং জগৎ ॥৯
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ স্বর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতাঃ ॥১০
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥১১
হিমবদ্দুহিতা সাঽভূৎ সেনায়াং দ্বিজসত্তম।
উপযেমে পুনশ্চোমামনন্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥১২
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥১৩

মৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথং ভবান্ ॥১৪

পরাশর উবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥১৫
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়া স্ত্রিয়ম্ ॥১৬
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয় শাশ্বতী ॥১৭
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা।
আজ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ ॥১৮
পত্নীশালা মুনে লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হরির্যূপঃ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ॥১৯
সামস্বরূপী ভগবান্ উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ॥২০
শঙ্করো ভগবান্ শৌরীর্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয় কেশবঃ সূর্য্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া ॥২১
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ ॥২২
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তুষ্টির্ভগবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ ॥২৩

পিতামহ তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অপর সপ্ত নাম দিলেন এবং সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, আকাশ, দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ ও সোম এই আটটিকে পূর্ব্বোক্ত অষ্টনামের স্থান (তনুস্বরূপ) করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ! সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা এবং রোহিণী ইহারা যথাক্রমে রুদ্রাদিনামযুক্ত সূর্য্যাদি তনুর পত্নী বলিয়া স্মৃত। তাঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর, যাঁহাদের সূতিপ্রসূতি দ্বারা এই জগৎ আপূরিত। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথাক্রমে উঁহাদের সুত ॥১-১০

এবম্প্রকার ঐ রুদ্র সতীনামী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন। সেই সতী দক্ষকোপ হেতু কলেবর ত্যাগ করিয়া মেনকার গর্ভে হিমালয়ের দুহিতা হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ ভব অনন্যা উমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা এবং বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন, যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মৈত্রেয় কহিলেন,—লক্ষ্মী অমৃতমন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্না শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না কিরূপে বলিতেছেন? পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি, হরি নয়। বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়া। হে মৈত্রেয়! বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম। ইনি যজ্ঞ,

জলধিস্ত্বিহ গোবিন্দস্তস্যেলা শ্রীর্মহামতে।
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥২৪
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥২৫
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপেন্দ্র দেবসেনাপতির্হরিঃ ॥২৬
অবিষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌ কলা তু সা ॥২৭
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোঽসৌ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্ক্রমসংস্থিতঃ ॥২৮
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥২৯
নদস্বরূপী ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥৩০
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতি-রাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥৩১
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।
দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ ॥
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নামযোর্বিদ্যতে পরম্ ॥৩২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

লক্ষ্মী দক্ষিণা। এই দেবী আজ্যাহুতি, অমার্জ্জন পুরোডাশ। হে মুনে! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগংশ (যজমান ও আচার্য্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ।)। লক্ষ্মী চিতি, হরি যূপ। শ্রী ইধ্যা, ভগবান্ কুশ। ভগবান্ সামস্বররূপী, কমলালয়া উদ্গীতি। লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন। হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয়! ভগবান্ গৌরী শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তৎপ্রভা ।১১-২১

বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বতুষ্টিদা স্বধা। শ্রী দ্যৌ (আকাশ), সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতি বিস্তৃত অবকাশ। শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা, হরি সর্ব্বত্রগ বায়ু। হে মহামতে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, শ্রী তাঁহার বেলা (তটভূমি)। লক্ষ্মীস্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র। চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা (যমপত্নী)। শ্রী ঋদ্ধি, দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেশ্বর। হে বিপ্রেন্দ্র! মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি। হে দ্বিজোত্তম! গদাপাণি অবিষ্টম্ভ, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা, তিনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা। লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু ক্রমসংস্থিত। শ্রী বিভাবরী, চক্রগদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বধূ। ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপসংস্থিতি। পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা। লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী পর নারায়ণ লোভ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গোবিন্দই রাগ, রতি লক্ষ্মী। বহু কথা বলিয়া প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষপদবাচ্য ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামে যাহা, তাহা লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই ।২২-৩২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রং প্রতি দুর্বাসসঃ শাপঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে দেবানাং গমনম্, সমুদ্রমন্থনম্, ইন্দ্রস্য লক্ষ্মীস্তুতিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
শ্রীসম্বন্ধং ময়া হ্যেতৎ শ্রুতমাসীৎ মরীচিতঃ ॥১
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাম্।
স দদর্শ স্রজং দিব্যাম্ ঋষির্বিদ্যাধরীকরে ॥২
সন্তানকানামখিলং যস্যা গন্ধেন বাসিতম্।
অতিসেব্যমভূদ্ ব্রহ্মন্ তদ্বনং বনচারিণাম্ ॥৩
উন্মত্তব্রতধৃগ্ বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা শোভনাং স্রজম্।
তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধূং ততঃ ॥৪
যাচিতা তেন তন্বঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাঙ্গনা।
মদো তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপত্য চ ॥৫
তামাদায়াত্মনো মূর্দ্ধ্নি স্রজমুন্মত্তরূপধৃক্।
কৃত্বা স বিপ্রো মৈত্রেয় পরিবব্রাম মেদিনীম্ ॥৬
স দদর্শ সমায়ন্তমুন্মাত্তৈরাবতস্থিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ৭
তামাত্মনঃ স্বশিরসঃ স্রজমুন্মত্তষট্পদাম্।
আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্মত্তবন্মুনিঃ ॥৮
গৃহীত্বামররাজেন শ্রীগৈরাবতমূর্দ্ধনি।
ন্যস্তা বরাজ কৈলাসশিখরে জাহ্নবী যথা ॥৯
মদান্ধকারিতাক্ষোঽসৌ গন্ধাকৃষ্টেন বারণঃ।
করেণাঘ্রায় চিক্ষেপ তাং স্রজং ধরণীতলে ॥১০
ততশ্চুক্রোধ ভগবান্ দুর্বাসা মুনিসত্তমঃ।
মৈত্রেয় দেবরাজং তং ক্রুদ্ধশ্চেতদুবাচ হ ॥১১
ঐশ্বর্য্যমত্ত দুষ্টাত্মন্ অতিস্তব্ধোঽসি বাসব।
শ্রিয়ো ধাম স্রজং যন্ত্বং মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি ॥১২

নবম অধ্যায়

[ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার শাপ, ব্রহ্মার নিকট দেবগণের গমন, সমুদ্রমন্থন ও ইন্দ্রের লক্ষ্মী স্তুতি।]

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এ স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই শ্রীসম্বন্ধী (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মন্! শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক পুষ্পের একটী দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন; তাহার গন্ধে বাসিত হইয়া সেই বন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়া ছিল। উন্মত্ত ব্রতধারী বিপ্র মালাটী অতিশোভন দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধরবধূর নিকট প্রার্থনা করেন। বিশালাক্ষী তন্বঙ্গী বিদ্যাধরাঙ্গনা যাচিত হইয়া সাদরে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল। উন্মত্তরূপধারী সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও উহা মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় উন্মত্ত দুর্বাসা ঐরাবতস্থিত ত্রৈলোক্যাধিপতি দেব শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন। উন্মত্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ঐ উন্মত্তষট্‌পদা মালা গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন। মালা অমররাজকর্ত্তৃক ঐরাবতমস্তকে ন্যস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধকারিতচক্ষু সেই হস্তী গন্ধাকৃষ্ট হইয়া শুণ্ড দ্বারা আঘ্রাণ করত সেই স্রক্ ধরণীতলে ফেলিয়া দিল ॥১-১০

হে মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্ দুর্বাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে

প্রসাদ ইতি নোক্তস্তে প্রণিপাতপুরঃসরম্।
হর্ষোৎফুল্লকপোলেন ন চাপি শিরসা ধৃতা ॥১৩
ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে।
ত্রৈলোক্যশ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্যতি ॥১৪
মাং মন্যতেঽন্যৈঃ সদৃশং নূনং শক্র ভবান্ দ্বিজৈঃ।
অতোঽবমানমস্মাকং মানিনা ভবতা কৃতম্ ॥১৫
মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৬
যস্য সঞ্জাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্।
তং ত্বং মামতিগর্ব্বেণ দেবরাজাবমন্যসে ॥১৭

পরাশর উবাচ।

মহেন্দ্রো রাবণস্কন্ধাদ্ অবতীর্য্য ত্বরান্বিতঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা দুর্বাসসমকল্মষম্ ॥১৮
প্রসাদ্যমানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং দুর্বাসা মুনিসত্তমঃ ॥১৯

নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা।
অন্যে তে মুনয়ঃ শক্র দুর্বাসসমবেহি মাম্ ॥২০
গৌতমাদিভিরন্যৈস্ত্বং গর্বমাপাদিতো মুধা।
অক্ষান্তিসাধনর্বস্বং দুর্বাসসমবেহি মাম্ ॥২১
বশিষ্ঠাদ্যৈর্দ্দীর্ঘসাত্রৈঃ স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিরুচ্চকৈঃ।
গর্বং গতোঽসি যেনৈবং মামপ্যস্যাবমন্যসে ॥২২
ত্রিলম্বটাকলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥২৩
নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো।
বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াস্থিকাম্ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্ প্রযযাবমরাবতীম্ ॥২৫
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্।
মৈত্রেয়াসীদপধ্বস্তং সংক্ষীণৌষধিবীরুধম্ ॥২৬

বলিলেন,—ঐশ্বর্য্যমত্ত, দুরাত্মন্, বাসব! তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে অভিনন্দন করিতেছ না। তুমি প্রণিপাতপুরঃসর "ইহা প্রসাদ" এ কথা বলিলে না এবং হর্ষোৎফুল্লকপোলে ইহাকে মস্তকে ধারণও করিলে না? রে মূঢ়! তুমি আমার প্রদত্ত এই মালাকে বহু বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শক্র! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ, এজন্যই আমার অবমাননা করা হইল। মদ্দত্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল, এইজন্য তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে। হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর জগৎ ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ। পরাশর কহিলেন,—মহেন্দ্র অতিশীঘ্র হস্তিস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্বাসাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদ্যমান হইয়া মুনিসত্তম সেই দুর্বাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন,—আমি কৃপালুহৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না; হে শক্র! (যাহারা ক্ষমা করে) তাহারা অন্য মুনি; আমাকে দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও। তুমি গৌতমাদি অন্যান্য মুনিকর্ত্তৃক বৃথাগর্ব্ব প্রাপিত হইয়াছ; আমাকে অক্ষমাই সর্ব্বস্ব যার—সেইরূপ দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও।১১-২১

বশিষ্ঠাদি পরাশার ঋষির উচ্চস্বরে তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অন্য অবমাননা করিতেছ। ত্রিভুবনে এমন কে আছে, যে আমার ত্রিলম্বটাকলাপ ভ্রূকুটিকুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়? শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না; তুমি পুনঃপুনঃ অনুনয় করিতেছ, ইহা বিড়ম্বনা মাত্র। পরাশর বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বিপ্র ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন। দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তদবধি শক্রসহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপধ্বস্ত এবং ওষধি ও লতাবিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত্তিত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না; কোন

ন যজ্ঞাঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
ন চ দানাদিধর্ম্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ ॥২৭
নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ।
স্বল্পেঽপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম ॥২৮
যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূত্যানুসারি চ।
নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ ॥২৯
বল-শৌর্য্যাগ্র্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্বিনা।
লজ্জনীয়ঃ সমস্তস্য বল-শৌর্য্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৩০
ভবত্যপহৃতস্তমতির্লজ্জিতঃ প্রথিতঃ পুমান্।
এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে ॥৩১
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়-দানবাঃ।
লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যাঃ সত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ ॥৩২
শ্রিয়া বিহীনৈর্নিঃসত্ত্বৈর্দ্দেবৈশ্চক্রুস্ততো রণম্।
বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈর্বিদ্রাব্যাঃ শরণং যযুঃ ॥৩৩
পিতামহং মহাভাগং হুতাশনপুরোগমাঃ।
যথাবৎ কথিতো দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্ ॥৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমসুরার্দ্দনম্।
উৎপত্তি-স্থিতি-নাশানামহেতুং হেতুমীশ্বরম্ ॥৩৫
প্রজাপতিপতিং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্।
প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ ॥৩৬
প্রণতার্ত্তিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥
ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং তৈরেব সহিতো যযৌ ॥৩৭
স গত্বা ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ।
তুষ্টাব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্ ॥৩৮

ব্রহ্মোবাচ।

নমামি সর্ব্বং সর্ব্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্।
লোকধাম-ধরাধামমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥৩৯
নারায়ণমণীয়াংসমশেষাণামণীয়সাম্।
সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্ভূরাদীনাং গরীয়সাম্ ॥৪০
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সৎপুরঃসরম্।
সর্ব্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥৪১

ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না। হে দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল। যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণসকলই বা কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বল-শৌর্য্যাদির অভাব হয়, বলশৌর্য্যাদিবিবর্জ্জিত ব্যক্তি সকলের লজ্জনীয় ।২২-৩০

প্রথিত ব্যক্তিও লজ্জিত হইলে ভ্রমমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ববর্জ্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। তদনন্তর লোভাভিভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জ্জিত দৈত্যসকল শ্রীহীন নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশেরা (দেবতারা) দৈত্যদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করত মহাভাগ পিতামহের শরণ লইলেন। দেবতাসকল যথাবৎ বিবরণ বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা পরাপরের ঈশ্বর, অসুরার্দ্দন, উৎপত্তি-স্থিতি নাশের হেতু, (অথচ) স্বয়ং প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, অপরাজিত, অজ, (কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরগণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদসিন্ধুর উত্তরতীরে গমন করেন। সেখানে গিয়া সমস্ত দেবতার সহিত পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সমস্ত গরীয়ান্ সত্ত্বের গরীয়ান, অণীয়ানের অণীয়ান্, নারায়ণ, অপ্রকাশ, ভেদবর্জ্জিত, জগৎস্থিত, প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয়, অনন্ত, সর্ব্বেশ ও সর্ব্বকে আমরা নমস্কার করি ।৩১-৪০

যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সৎপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্ব্বভূতময়, যিনি পর সকলের পর, পরপুরুষ

পরঃ পরস্মাৎ পুরুষাৎ পরমাত্মস্বরূপধৃক্ ।
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ মুক্তিহেতুর্মুমুক্ষুভিঃ ॥৪২
সত্ত্বাদয়ো ন সন্ত্যংশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥৪৩
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে ।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরি ॥৪৪
প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনাম্ ॥৪৫
যঃ কারণঞ্চ কার্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্ ।
কার্যস্যাপি চ যঃ কার্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥৪৬
কার্যকার্যস্য যঃ কার্যং তৎ কার্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্ ।
তৎকার্যকার্যভূতো যত্তশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥৪৭
কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্ ।
তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্ ॥৪৮
ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং স্রজ্যমেব চ ।
কার্যং কর্মস্বরূপং তং প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্ ॥৪৯
বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষরমব্যয়ম্ ।
অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫০
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যন্ন বিশেষণগোচরম্ ।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ প্রণমামঃ সদামলম্ ॥৫১
যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা ।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং যৎ প্রণমামস্তমব্যয়ম্ ॥৫২
যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৩
যদ্‌যোগিনঃ সদোদ্‌যুক্তাঃ পুণ্যাপাকক্ষয়েঽক্ষয়ম্ ।
পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৪
শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিকাঃ ।
ভবন্ত্যভূতপূর্বস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৫
সর্বেশ সর্বভূতাত্মন্ সর্ব সর্বাশ্রয়াচ্যুত ।
প্রসীদ বিষ্ণো ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥৫৬
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মণদ্রিদশাস্ততঃ ।
প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥৫৭

হইতে পর ও পরমাত্মস্বরূপধারী, মুমুক্ষু যোগিগণ যে মুক্তিহেতুকে চিন্তা করেন এবং যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন। যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠা-নিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হন এবং যিনি সর্ব দেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কারণ এবং কারণেরও কারণ, যিনি কার্য ও কার্যেরও কার্য, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কার্যকার্যের কার্য (ভূতসূক্ষ্ম সর্গ) সেই কার্যেরও কার্য (মহাভূতসর্গ), তৎকার্য কার্যভূত (দক্ষাদি সর্গ) এবং তৎপরবর্তীও (উহাদের পুত্রপৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ং, তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই। কারণেরও কারণ (ব্রহ্মাও), তাহার কারণেরও কারণ (ভূত-সূক্ষ্ম), তাহার কারণসকলের হেতু (প্রধানভূতস্বরূপ) তোমাকে নমস্কার করি। ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজ্য, কার্য, কর্মস্বরূপ সেই পরমপদে আমরা প্রণত হই। যাহা বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ ।৪১-৫০

যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়, বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরমপদকে আমরা প্রণাম করি। এই বিশ্বশক্তি যাহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সেই অব্যয়কে প্রণাম করি। দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই যাঁহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ। সদা উদ্যমশীল যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরম পদ। যে অভূতপূর্ব দেহের শক্তিসকলই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি হন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। হে সর্বেশ, সর্বভূতাত্মন্, সর্ব, সর্বাশ্রয়াচ্যুত, বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার ভক্ত; আমাদের দৃষ্টিগোচর হও! ব্রহ্মার এই

যন্নাথং ভগবান্ ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্ ।
তন্নতাঃ স্ম জগন্ধাম তব সর্ব্বগতাচ্যুত ॥৫৮
ইত্যস্তে বচসস্তেষাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা ।
ঊচুর্দেবর্ষয়ঃ সর্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥৫৯
আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্বেষাঞ্চ পূর্বজঃ ।
তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥৬০
ভগবন্ ভূতভব্যেশ জগন্মূর্তিধরাব্যয় ।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্বেষাং দেহি দর্শনম্ ॥৬১
এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ ।
সর্বাদিত্যৈঃ সমং পূষা পাবকোঽয়ং সহাগ্নিভিঃ ॥৬২
অশ্বিনৌ বসবশ্চেমে সর্বে চৈতে মরুদ্গণাঃ ।
সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেন্দ্রশ্চায়মীশ্বরঃ ॥৬৩
প্রণামপ্রবণা নাথ দৈত্যসৈন্যপরাজিতাঃ ।
শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥৬৪

পরাশর উবাচ ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ শঙ্খ-চক্রধৃক্ ।
জগাম দর্শনং তেষাং মৈত্রেয় পরমেশ্বরঃ ॥৬৫
তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
অপূর্বরূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমূর্জিতম্ ॥৬৬
প্রণম্য প্রণতা পূর্বং সংক্ষোভস্তিমিতেক্ষণাঃ ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ ॥৬৭

দেবা ঊচুঃ ।

নমো নমোঽবিশেষস্তুং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্
ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ ॥৬৮
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবগণা ভবান্ ।
যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ ॥৬৯
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্বগতো ভবান্ ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ ॥৭০
বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সর্বাত্মন্ ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ ।
ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো প্রপন্না দৈত্যনির্জিতাঃ ॥৭১
বয়ং প্রসীদ সর্বাত্মন্ তেজসাপ্যায়য়স্ব নঃ ।
তাবদাপ্যায়িতস্তথা বাঞ্ছা ভাবন্মোঽহস্তথাত্মগম্ ॥৭২
যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাঘনাশনম্ ।
তৎ প্রসাদং প্রসন্নাত্মন্ প্রপন্নানাং কুরুষ্ব নঃ ॥৭৩
তেজসাং নাথ সর্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥৭৪

কথা শুনিয়া দেবতাগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। হে সর্ব্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্ ব্রহ্মাও যাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত হইলাম ।৫১-৫৮

ব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবর্ষিসকল বলিয়াছিলেন, যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্; স্তবনীয় সকলের পূর্ব্বজ, জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা এবং অবিশেষণ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই। হে ভগবন্, ভূতভব্যেশ, জগন্মূর্তিধর, অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও। হে নাথ! এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণ সহ ত্রিলোচন, সর্ব্বাদিত্য সহ সূর্য্য, সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র এবং দৈত্যসৈন্য-পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণামনত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছেন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! শঙ্খচক্রধর ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শনগোচর হইলেন। তখন সংক্ষোভজন্য নিষ্পন্দলোচন পিতামহাদি দেবগণ শঙ্খচক্রগদাধর, অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন ও ঊর্জ্জিততেজোরাশি সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিয়া পূর্ব্বাবধি প্রণত হইলেও পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! তোমায় প্রণাম, প্রণাম। তুমি অবিশেষ, তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর, তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিতা, যম। তুমি বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ, এই যে দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি, যেহেতু জগৎস্রষ্টা তুমি সর্ব্বগত। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার। তুমি ওঙ্কার ও প্রজাপতি। হে সর্ব্বাত্মন্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎও তন্ময়। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্যদ্বারা পরাজিত হইয়া এক্ষণে তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে সর্ব্বাত্মন্! প্রসন্ন হও, তেজ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু প্রণতৈরমরৈর্হরিঃ।
প্রসন্নদৃষ্টির্ভগবানিদমাহ স বিশ্বকৃৎ ॥৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্।
যদাম্যহং যং ক্রিয়তাং ভবদ্ভিস্তদিদং সুরাঃ ॥৭৬
আনীয় সহিতা দৈত্যৈঃ ক্ষীরাব্ধৌ সকলৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥৭৭
মথ্যতামমৃতং দেবাঃ সহায়ে ময্যবস্থিতে।
সামপূর্ব্বঞ্চ দৈতেয়াস্তত্র সাহায্যকর্ম্মণি ॥৭৮
সামান্যফলভোক্তারো যূয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ।
মথ্যমানে চ তত্রাব্ধৌ যৎ সমুৎপদ্যতেঽমৃতম্ ॥৭৯
তৎপানাদ্ বলিনো যূয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ।
ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ॥৮০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ।
সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোঽমৃতেঽভবন্ ॥৮১
নানৌষধীঃ সমানীয় দেব-দৈতেয়-দানবাঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাব্ধিপয়সি শরদভ্রামলত্বিষি ॥৮২
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা মৈত্রেয় তরসামৃতম্ ॥৮৩
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ কৃতাঃ।
কৃষ্ণেন বাসুকের্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ ॥৮৪
তে তস্য ফণনিঃশ্বাস-বহ্নিনাপহতত্বিষঃ।
নিস্তেজসোঽসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুরমিতদ্যুতে ॥৮৫
তেনৈব মুখনিশ্বাসবায়ুনাস্তবলাহকৈঃ।
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষদ্ভিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ ॥৮৬
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ।
মন্থানাদ্রেরধিষ্ঠানং ভ্রমতোঽভূন্মহামুনে ॥৮৭

আধি, বাধা, মোহ ও অসুখ সেই পর্য্যন্তই থাকে, যে পর্য্যন্ত অশেষপাপনাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্নাক্ষন্! প্রসন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে নাথ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধন কর ।৭৫-৭৪

পরাশর কহিলেন,—প্রণত অমরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবসকল! তোমাদের তেজের পুষ্টিসাধন করিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রে সকল ওষধি আনিয়া (নিক্ষেপপূর্ব্বক) এবং মন্দরকে মন্থন (মাখানি) ও বাসুকিকে 'নেত্র' (মন্থনরজ্জু) করিয়া আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈত্যেরদিগকে সামপূর্ব্বক (মিষ্টভাবে) বল যে, তোমরা সামান্য ফলভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্রমন্থন হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান্ হইব। তৎপরে আমি এরূপ করিব, যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয় ।৭৫-৮০

পরাশর কহিলেন,—দেবদেব এইরূপ বলিলে, সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন। হে মৈত্রেয়! দেব ও দৈত্যের দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট ক্ষীরসাগরের জলমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্দরকে মন্থান ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সত্বর অমৃতমন্থন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ দেবতাসকলকে পুচ্ছের দিকে এবং দৈত্যের সকলকে বাসুকির পূর্ব্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন। হে মহাদ্যুতে! অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্নি দ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘ সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতাসকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। হে মহামুনে! ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরসাগরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থনাদ্রির (মন্দর পর্ব্বতের) অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান)

রূপেণান্যেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ।
চকর্ষ ভোগিরাজানং দৈত্যমধ্যেঽপরেণ চ ॥৮৮
ঊর্ধ্বাক্রান্তবান্ শৈলং বৃহদ্রূপেণ কেশবঃ।
তথাপরেণ মৈত্রেয় গত্বা দৃষ্টঃ সুরাসুরৈঃ ॥৮৯
তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যায়িতবান্ হরিঃ।
অন্যেন তেজসা দেবানুপবৃংহিতবান্ বিভুঃ ॥৯০
মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেব-দানবৈঃ।
হবির্ধানাভবৎ পূর্ব্বং সুরভিঃ সুরপূজিতা ॥৯১
জগ্মুর্মুদং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে।
ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ ॥৯২
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ।
বভূব বারুণী দেবী মদঘূর্ণিতলোচনা ॥৯৩
কৃতাবর্ত্তাং ততস্তস্মাৎ ক্ষীরোদাদ্ বাসয়ন্ জগৎ।
গন্ধেন পারিজাতোঽভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥৯৪
রূপৌদার্য্যগুণোপেতস্ততশ্চাপ্সরসাং গণঃ।
ক্ষীরোদধেঃ সমুৎপন্নো মৈত্রেয় পরমাদ্ভুতঃ ॥৯৫
ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ।
জগৃহুশ্চ দিশং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুত্থিতম্ ॥৯৬
ততো ধন্বন্তরির্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥৯৭
ততঃ স্বস্থমনস্কাস্তে সর্ব্বে দৈত্যেয়-দানবাঃ।
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে মৈত্রেয় মুনিভিঃ সহ ॥৯৮
ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দ্দেবী পরমস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা ॥৯৯
তাং তুষ্টুবুর্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তস্যা গন্ধর্ব্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥১০০
ঘৃতাচিপ্রমুখা ব্রহ্মন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥১০১
দিগ্‌গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥১০২
ক্ষীরোদরূপধৃক্ তস্যৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
দদৌ বিভূষণায়াঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা চকার চ ॥১০৩

হইলেন। চক্রগদাধর একরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া নাগরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! কেশব সুরাসুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগে আক্রমণ করিয়া রহিলেন। বিভু হরি তেজ দ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্য তেজ দ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন ।৮১-৯০

তদনন্তর দেবদানব কর্ত্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইলে প্রথমে হবির আগমস্থান সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন। হে মহামুনে! তখন দেবদানব সকলে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিপ্তচেতা (সুরভিলাভের জন্য উৎসুক) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন। তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে মদঘূর্ণিতলোচনা বারুণী দেবী জন্মিলেন। তৎপরে মন্থনের দ্বারা আলোড়িত সেই ক্ষীরসমুদ্র হইতে দেবগণীগণের আনন্দপ্রদ পারিজাততরু গন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উত্থিত হইল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ক্ষীরসিন্ধু হইতে রূপৌদার্য্যগুণযুক্ত পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। তাহার পর শীতাংশু (চন্দ্র) উত্থিত হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন এবং নাগগণ ক্ষীরোদ-সমুত্থিত দিক্ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইলেন। হে মৈত্রেয়! তখন দৈত্য ও দানবেরা সুস্থচিত্ত হইয়া মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন। তাহার পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকসিত কমলে স্থিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ (ক্ষীরসমুদ্র) হইতে উত্থিত হইলেন ।৯১-৯৯

মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্! ঘৃতাচীপ্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। গঙ্গাদি সরিৎসকল তাঁহার স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন এবং দিগ্‌গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইলেন। ক্ষীরোদরূপধারী হইয়া তাঁহাকে অম্লানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা

দিব্যমাল্যাম্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥১০৪
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্ব্বৃতিমাগতাঃ ॥১০৫
উদ্বেগং পরমং জগ্মুর্দৈত্যা বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ।
ত্যক্তা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ বিপ্রচিত্তিপুরোগমাঃ ॥১০৬
ততস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্।
কমণ্ডলুং মহাবীর্য্যা যত্রাস্তে তদ্ দ্বিজামৃতম্ ॥১০৭
মায়য়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ।
দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥১০৮
ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তৎ তদামৃতম্।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৈত্যাস্তাংশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥১০৯
পীতেঽমৃতে চ বলিভির্দেবৈর্দৈত্যচমূস্তদা।
বধ্যমানা দিশো ভেজে পাতালং তু বিবেল বৈ ॥১১০
তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভৃতম্।
প্রণিপত্য যথাপূর্বম্ আশাসত ত্রিপিষ্টপম্ ॥১১১
ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষি চ যথামার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম ॥১১২
জজ্বাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চারুদীপ্তির্বিভাবসুঃ।
ধর্ম্মে চ সর্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥১১৩
ত্রৈলোক্যঞ্চ শ্রিয়া জুষ্টং বভূব মুনিসত্তম।
শক্রশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥১১৪
সিংহাসনগতঃ শক্রঃ সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং পুনঃ।
দেবরাজ্যে স্থিতো দেবীং তুষ্টাবাজকরাং ততঃ ॥১১৫

ইন্দ্র উবাচ।

নমস্তে সর্বভূতানাং জননীমজসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥১১৬
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং সুধা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥১১৭
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥১১৮

অঙ্গে ভূষণ দান করিলেন। তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমাল্য এবং বস্ত্রধারণ করত সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। হে মৈত্রেয়! হরিবক্ষস্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! বিষ্ণুপরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হে দ্বিজ! তৎপরে সেই দৈত্যগণ ধন্বন্তরিহস্তস্থিত কমণ্ডলু ধারণ করিল; তাহাতে অমৃত ছিল। তখন বিভু বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। তদনন্তর শক্রাদি সুরগণ অমৃত পানপূর্ব্বক উদ্যতাস্ত্র ও উদ্যতখড়্গ হইয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন।১০০-১০৯

অমৃতপানে বলবান্ দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্যসেনারা ছিন্নভিন্ন হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেবতাসকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধরকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিপিষ্টপ (স্বর্গরাজ্য) শাসন করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! তৎপরে সূর্য্য প্রসন্নদীপ্তি হইয়া নিজপথে গমন ও জ্যোতির্গণ যথামার্গে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। হে মুনিসত্তম! ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত ও দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রও পুনর্ব্বার শ্রীমান্ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্র পুনর্ব্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যে স্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা দেবীকে (লক্ষ্মীকে) স্তব করিয়াছিলেন।১১০-১৫

ইন্দ্র বলিলেন,—সর্ব্বভূতের জননী, অজসম্ভবা, বিকসিত পদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি। অয়ি লোকপাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা, স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী। অয়ি শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তি-ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী,

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥১১৯
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ ॥ ১২০
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥১২১
দার-পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥১২২
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্ ॥১২৩
ত্বং মাতা সর্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্ বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥১২৪
মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্বপাবনি ॥১২৫
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলালয়ে ॥১২৬
সত্ত্বেন সত্য-শৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥১২৭
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥১২৮
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥১২৯
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ॥১৩০
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥১৩১

পরাশর উবাচ।

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুম্।
শৃণ্বতাং সর্বদেবানাং সর্বভূতস্থিতা দ্বিজ ॥১৩২

শ্রীরুবাচ

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেণানেন তে হরে।
বরং বৃণীষ যস্ত্বিষ্টো বরদাহং তবাগতা ॥১৩৩

(ঋক্, যজুঃ ও সামবিদ্যা) বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্যরূপে এই জগৎ পূরিত। দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিগণের ধ্যেয় শরীরে বাস করিতে পারে? হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল। অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিপাতে মনুষ্যদিগের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সুহৃদ্ ও ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে। দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট পুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শত্রুপক্ষের বিনাশ কিছুই দুর্লভ নহে। তুমি সর্ব্বভূতের মাতা ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অম্ব চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত।১১৬-২৪

অয়ি সর্ব্ব-পাবনি! তুমি আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না। অয়ি বিষ্ণু-বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্বর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে। তুমি অবলোকন করিলে নির্গুণ পুরুষেরাও সদ্যঃ শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান, সে শূর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যঃই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না।১২৫-৩১

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক্ সংস্তুতা হইয়া সকল দেবের সাক্ষাতে ইন্দ্রকে বলিলেন। শ্রী কহিলেন,—হে দেবেশ হরে! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি।

ইন্দ্র উবাচ।

বরদা যদি মে দেবি বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥১৩৪
স্তোত্রেণ যস্তবৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্দিসম্ভবে।
স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যো দ্বিতীয়োঽস্তু বরো মম ॥১৩৫

শ্রীরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন সন্ত্যক্ষ্যামি বাসব।
দত্তো বরো ময়া যস্তে স্তোত্রারাধনতুষ্টয়া ॥১৩৬
যশ্চ সায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেণানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্মুখী ॥১৩৭

পরাশর উবাচ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা।
মৈত্রেয় শ্রীর্মহাভাগা স্তোত্রারাধনতোষিতা ॥১৩৮
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব্বমুদধেঃ পুনঃ।
দেব-দানবযত্নেন প্রসূতামৃতমন্থনে ॥১৩৯
এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥১৪০

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ ধরণী দ্বিয়ম্ ॥১৪১
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥১৪২
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১৪৩
যশ্চৈতৎ শৃণুয়াজ্জন্ম লক্ষ্ম্যা যশ্চ পঠেন্নরঃ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্ ॥১৪৪
পঠ্যতে যেষু চৈবৈষ গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে।
অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেষ্বাস্তে কদাচন ॥১৪৫
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী ॥১৪৬

ইতি সকলবিভূত্যবাপ্তিহেতুঃ
স্তুতিরিয়মিন্দ্রমুখোদ্গতা হি লক্ষ্ম্যাঃ।
অনুদিনমিহ পঠ্যতে নৃভির্যৈ-
র্বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥১৪৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ইন্দ্র কহিলেন,—দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর। অয়ি অম্বুজসম্ভবে! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। শ্রী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ বাসব! তোমার স্তোত্ররূপ আরাধনায় তুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সায়ং ও প্রাতে আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতিও পরাঙ্মুখী হইব না। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাভাগা শ্রীদেবী স্তবরূপ অর্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন। ভৃগু হইতে তাঁহার পত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী দেব-দানবের যত্নে অমৃতমন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হয়েন। জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহার সহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ।১৩২-৪০

হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে লক্ষ্মী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। যখন ভার্গব রাম হয়েন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন। রাঘবাবতারে সীতা, কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে, তাহার গৃহে তাবৎকাল শ্রীহীনতা হয় না। হে মুনে! যে গৃহে এই শ্রীস্তব পঠিত হয়, তথায় কলহই যাহার অধিকার, সেই অলক্ষ্মী কদাচ থাকে না। হে ব্রহ্মন্! শ্রী পূর্ব্বে ভৃগুসুতা হইয়া পরে ক্ষীরাব্ধিতে যেরূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে বলা হইল। সকল বিভূতিপ্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদ্গত এই লক্ষ্মীস্তব এই পৃথিবীতে যাঁহারা অনুদিন পাঠ করেন, তাঁহাদের কদাচ অলক্ষ্মী থাকে না।১৪১-৪৭

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[ভৃগুসর্গাদীনাং পুনঃ কথনম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতং মে ত্বয়া সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽসি মহামুনে ।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেষ সর্গো মে কথ্যতাং পুনঃ ॥১

পরাশর উবাচ ।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্বিষ্ণুপরিগ্রহঃ ।
তথা ধাতৃবিধাতারৌ খ্যাত্যাং জাতৌ সুতৌ ভৃগোঃ ॥২
আয়তিনিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মাহাত্মনঃ ।
ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জ্জাতৌ সুতাবুভৌ ॥৩
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ ।
ততো বেদশিরা জজ্ঞে প্রাণস্যাপি সুতঃ শৃণু ॥৪
প্রাণস্য কৃতিমান্ পুত্রো রাজবাংশ্চ ততোঽভবৎ ।
ততো বংশো মহাভাগ বিস্তারং ভার্গবো গতঃ ॥৫
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত ।
বিরজাঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ ॥৬
বংশসংকীর্ত্তনে পুত্রান্ বদিষ্যেঽহং তয়োর্দ্বিজ ।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা ॥৭
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ।
অত্রেস্তু অনসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্ ॥৮
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্ ।
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোঽভবৎ ॥৯
পূর্ব্বজন্মনি যোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
কর্দ্দমশ্চাবরীয়াংশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্ ॥১০
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ ।
ক্রতোশ্চ সন্নতির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত ॥১১
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাণাং জলদভাস্করতেজসাম্ ॥১২
ঊর্জ্জায়াঞ্চ বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ ।
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চানঘস্তথা ॥১৩

দশম অধ্যায়

[ভৃগু সর্গাদি পুনঃ কথন ।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহিলেন। এক্ষণে ভৃগুসর্গ হইতে পুনর্ব্বার এই বংশ আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ধাতা বিধাতার ভার্য্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সুত বেদশিরাঃ। প্রাণের দ্বিতীয় কৃতিমান্ পুত্র রাজবান্। হে মহাভাগ ! তৎপরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। সেই মহাত্মার দুই পুত্র বিরজাঃ ও সর্ব্বগ। হে দ্বিজ। বংশসঙ্কীর্ত্তনে এই উভয়ের পুত্রগণের কথা বলিব। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনীবালী, কুহু, রাকা এবং অনুমতি। অত্রির পত্নী অনসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় এই সকল নিষ্পাপ পুত্রকে প্রসব করেন। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতিতে তৎসুত দত্তোলির জন্ম হয় ; যিনি পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে স্মৃত। পুলহপ্রজাপতির ভার্য্যা ক্ষমা কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু এই সুতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতি বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন ; সেই ঊর্দ্ধরেতা, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র, জলদভাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র ।১-১২

সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
যোঽসাবগ্নিরভিমানী ব্রহ্মণাস্যনয়োঽগ্রজঃ ॥১৪
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ।
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্ ॥১৫
তেষান্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ বহ্নয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৬
কথ্যন্তে বহ্নয়শ্চৈতে পিতা পুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।
পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা ব্যাখ্যাতা যে ময়া তব ॥১৭

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদোঽনঘাঃ সাধ্যাশ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা ॥১৮
ত উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যভে দ্বিজ।
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ ॥১৯
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংশ্রবেদেতাম্ অনপত্যো ন জায়তে ॥২০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ঊর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইহারা সকলে অমল সপ্তর্ষি (তৃতীয় মন্বন্তরে)। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার প্রথম তনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, তাঁহার ঔরসে স্বাহা উদারতেজাঃ সুতত্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের নাম—পাবক, পবমান ও জলাশী শুচি। তাঁহাদের সন্ততি পঞ্চচত্বারিংশৎ, এইরূপে উনপঞ্চাশৎ বহ্নি পরিকীর্ত্তিত। ব্রহ্মার সৃষ্ট যে নিরগ্নিক অগ্নিষ্বাত্তা ও সাগ্নিক বর্হিষদ নামক পিতৃসকলের কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তাঁহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। হে দ্বিজ! উত্তম জ্ঞানসম্পন্না ও সর্ব্বগুণে মণ্ডিতা তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী। দক্ষকন্যাদিগের অপত্যসন্ততি এই কথিত হইল। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে নিঃসন্তান হইতে হয় না।১৩-২০

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ধ্রুবোপাখ্যানম্]

পরাশর উবাচ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবীর্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥১
তয়োরুত্তানপাদস্য সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতঃ।
অভীষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন্ পিতুরত্যন্তবল্লভঃ ॥২

সুনীতির্নাম যা রাজ্ঞস্তস্যাভূন্ মহিষী দ্বিজ।
ন নাতিপ্রীতিমাংস্তস্যাং তস্যাশ্চাভূদ্ ধ্রুবঃ সুতঃ ॥৩
রাজাসনস্থিতস্যাঙ্কং পিতুর্ভ্রাতরমাশ্রিতম্।
দৃষ্ট্বোত্তমং ধ্রুবশ্চক্রে তমারোঢ়ুং মনোরথম্ ॥৪
প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তস্যাঃ সুরুচ্যা নাভ্যনন্দত।
প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণোৎসুকম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়

[ধ্রুবোপাখ্যান।]

পরাশর কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্ম্মজ্ঞ সুমহাবীর্য্য দুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! তন্মধ্যে উত্তানপাদের অভীষ্ট পত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। রাজার সুনীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি অতি প্রীতিমান্ ছিলেন না, তাঁহার পুত্র ধ্রুব। একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনস্থিত পিতার

সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমঙ্কারোহণোৎসুকম্।
পিতুঃ পুত্রং তথারূঢং সুরুচির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৬
ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস মহানেষ মনোরথঃ।
অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে ॥৭
উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোঽভিবাঞ্ছসি।
সত্যং সুতস্ত্বমপ্যস্য কিন্তু ন ত্বং ময়া ধৃতঃ ॥৮
এতদ্ রাজাসনং সর্ব্ব ভূভৃৎসংশ্রয়কেতনম্।
যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥৯
উচ্চৈর্মনোরথস্তেঽয়ং মৎপুত্রস্যেব কিং বৃথা।
সুনীত্যামাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥১০

পরাশর উবাচ।

উৎসৃজ্য পিতরং বালস্তৎ শ্রুত্বা মাতৃভাষিতম্।
জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ মন্দিরম্ ॥১১
তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরম্।
সুনীতিরঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥১২

বৎস কঃ কোপহেতুস্তে কশ্চ ত্বাং নাভিনন্দতি
কোঽবজানাতি পিতরং তব যস্তেঽপরাধ্যতে ॥১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সকলং মাত্রে কথয়ামাস তদ্ যথা।
সুরুচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ব্বিতা ॥১৪
বিনিশ্বস্যেতি কথিতে তস্মিন্ পুত্রেণ দুর্ম্মনাঃ।
শ্বাসক্ষামেক্ষণা দীনা সুনীতির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

সুনীতিরুবাচ।

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বল্পভাগ্যোঽসি পুত্রক।
ন হি পুণ্যবতাং বৎস সপত্নৈরেবমুচ্যতে ॥১৬
নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ ভবতা পুরা।
তৎ কোঽপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥১৭
রাজাসনং তথা ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈতে মৈত্রেয়তৎ শাম্য পুত্রক ॥১৮
অন্যজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচির্নৃপঃ।
ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্যা মদ্‌বিধা ভাগ্যবর্জ্জিতা ॥১৯

ক্রোড়ে অবস্থিত দেখিয়া ধ্রুব তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভূপতি তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে উৎসুক প্রণয়ের সহিত আগত পুত্রকে সুরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না। সুরুচি পুত্রকে পিতার অঙ্কারূঢ় ও সপত্নীতনয়কে আরোহণোৎসুক দেখিয়া রূঢ়বাক্যে বলিতে লাগিল,—বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই উচ্চ অভিলাষ কর? তুমি অবিবেচক, এজন্যই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমোত্তম বিষয় বাঞ্ছা করিতেছ। তুমিও ইঁহার সন্তান সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। সর্ব্বরাজগণের আশ্রয় (চক্রবর্ত্তীর) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কি জন্য আপন আত্মাকে কষ্ট দিতেছ? আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এই বৃথা উচ্চ মনোরথ কেন? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না? ১-১০

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! বালক সেই মাতৃবাক্য শ্রবণ করত পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপিত হইয়া নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধর দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—বৎস! তোমার কোপের হেতু কি? কে তোমার অনাদর করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে? পরাশর কহিলেন,—গর্ব্বিতা সুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন। পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লাননয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্‌দিগকে সপত্ন (শত্রুরা) এরূপ কথা বলে না। হে বৎস! উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে

পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্ ॥২০
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব দেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥২১
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে ॥২২
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ॥২৩

ধ্রুব উবাচ।

তন্ম যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥২৪
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২৫
সুরুচির্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মেঽদ্য ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে ॥২৬
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্ত্বয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ ॥২৭
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমহং স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম ॥২৮

পরাশর উবাচ।

নির্জ্জগাম গৃহান্মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্বাহ্যোপবনং যযৌ ॥২৯
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ব্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্ ॥৩০
স রাজপুত্রস্তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভ্যভাষত।
প্রশ্রয়াবনতঃ সম্যগভিবাদনপূর্ব্বকম্ ॥৩১

ধ্রুব উবাচ।

উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবোধত সত্তমাঃ।
জাতং সুনীত্যাং নির্ব্বেদাদ্ যুষ্মাকং প্রাপ্তমন্তিকম্ ॥৩২

ঋষয় ঊচুঃ।

চতুঃপঞ্চাব্দসম্ভূতো বালত্বং নৃপনন্দন।
নির্ব্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্মতে ॥৩৩
ন চিন্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ ধ্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা।
ন চৈবেষ্টবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক ॥৩৪

দিতে পারে? রাজাসন, ছত্র, উত্তম অশ্ব ও উত্তম হস্তী এই সকল, যাহার পুণ্য আছে, তাহারই হয়। হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও। অন্য জন্মকৃত পুণ্য-হেতু সুরুচির প্রতি রাজা রুচিসম্পন্ন হইয়াছেন, আর আমার ন্যায় ভাগ্যবঞ্চিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত হয় মাত্র। তাহার পুত্র উত্তমও সেইরূপ বহুপুণ্যসম্পন্ন এবং তুমি আমার স্বল্পপুণ্য পুত্র ধ্রুব জন্মিয়াছ।১১-২০

হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যাহা যে পরিমাণ থাকে, বুদ্ধিমান্ লোকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্যন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যের উপার্জনে যত্ন কর। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্র এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ্ সকলও সেইরূপ পাত্রকেই আশ্রয় করে। ধ্রুব কহিলেন—অম্ব! তুমি আমার মনের শান্তির জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বিদীর্ণ এই আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তবে আমি সেইমত যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্ব্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি। সুরুচি রাজার দয়িতা (প্রিয়ভার্য্যা), আমি তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিন্তু মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ। তাহাই হউক, উত্তম যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, আমার সেই ভ্রাতা পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক। আমি অপরের প্রদত্তস্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্ম দ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই। পরাশর কহিলেন,—ধ্রুব মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পুর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরের এক উপবনে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে

শরীরে ন চ তে ব্যাধিরস্মাভিরুপলক্ষ্যতে।
নির্ব্বেদঃ কিং নিমিত্তং তে কথ্যতাং যদি বিদ্যতে ॥৩৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স কথয়ামাস সুরুচ্যা যদুদাহৃতম্।
তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুর্মুনয়স্তে পরস্পরম্ ॥৩৬
অহো ক্ষাত্রং পরং তেজো বালস্যাপি যদক্ষমা।
সপত্ন্যা মাতুরুক্তস্য হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥৩৭
ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ নির্ব্বেদাদ্ যৎ ত্বয়াধুনা।
কর্ত্তুং ব্যবসিতং তন্নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩৮
যচ্চ কার্য্যং তবাস্মাভিঃ সাহায্যমমিতদ্যুতে।
তদুচ্যতাং বিধত্তুত্বম্ অস্মাভিরুপলক্ষ্যসে ॥৩৯

ধ্রুব উবাচ।

নাহমর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসত্তমাঃ।
তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা ॥৪০
এতন্মে ক্রিয়তাং সম্যক্ কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা।
স্থানমগ্র্যং সমস্তেভ্যঃ স্থানেভ্যো মুনিসত্তমাঃ ॥৪১

মরীচিরুবাচ।

অনারাধিতগোবিন্দৈঃ নৃপৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
ন হি সম্প্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥৪২

অত্রিরুবাচ।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥৪৩

অঙ্গিরা উবাচ।

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবৈতদ্ অচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥৪৪

পুলস্ত্য উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্ ॥৪৫

উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্ত মুনিকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্র বিনয়ে অবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক্ অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সত্তমগণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন। সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্ব্বেদহেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ঋষিগণ কহিলেন,—হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার নির্ব্বেদের কিছু কারণ নাই এবং কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যেহেতু তোমার পিতা ভূপতি ও তিনি জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্টবিয়োগাদিও দেখিতেছি না; শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্ব্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে, বল। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর তিনি সুরুচির সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো! ক্ষত্রিয়তেজ কি শ্রেষ্ঠ যে, বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃবাক্যের অসহ্য তাপ দূর হইতেছে না। হে ক্ষত্রিয়দায়াদিন্! তোমার নির্ব্বেদহেতু তুমি যাহা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহা আমাদিগকে বল। হে অমিততেজস্বিন্! আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল, কিছু বলিতে ইচ্ছুক বলিয়া তোমাকে বোধ হইতেছে। ধ্রুব কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই।২১-৪০

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা এই সাধ্য করুন যে, সমস্ত স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান যেরূপে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন। মরীচি কহিলেন,—হে নৃপাত্মজ! যাহারা গোবিন্দের আরাধনা করে নাই, তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হয় না। অতএব অচ্যুতের আরাধনা কর। অত্রি কহিলেন,—সকলের পরাৎপর পুরুষ জনার্দ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম। অঙ্গিরা কহিলেন,—যদি শ্রেষ্ঠ স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর। পুলস্ত্য কহিলেন,—যিনি পরম ব্রহ্ম পরমধাম, সেই পরব্রহ্মরূপী হরির আরাধনা করিয়া লোকে অতি দুর্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়। ক্রতু

ক্রতুরুবাচ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥৪৬

পুলহ উবাচ।

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥৪৭

বসিষ্ঠ উবাচ।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু বৎসোত্তমোত্তমম্ ॥৪৮

ধ্রুব উবাচ।

আরাধ্যঃ কথিতো দেবো ভবদ্ভিঃ প্রণতস্য মে।
ময়া তৎপরিতোষায় যজ্জপ্তব্যং তদুচ্যতাম্ ॥৪৯
যথা চারাধনং তস্য ময়া কার্য্যং মহাত্মনঃ।
প্রসাদসুমুখাস্তস্মে কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥৫০

কহিলেন,—যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও যোগে পরম পুমান, সেই জনার্দ্দন তুষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন,—হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্ত্তী উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি? ধ্রুব কহিলেন,—আপনারা এই প্রণত ব্যক্তিকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে তাঁহার পরিতোষের জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন। হে প্রসন্নবদন মহর্ষিগণ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহাও আমাকে বলুন ।৪১-৫০

ঋষয় উচুঃ।

রাজপুত্র যথা বিষ্ণোরারাধনপরৈর্নরৈঃ।
কার্য্যমারাধনং তস্মে যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥৫১
বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ।
তস্মিন্নেব জগদ্ধাম্নি ততঃ কুর্ব্বীত নিশ্চলম্ ॥৫২
এবমেকাগ্রচিত্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা।
জপ্তব্যং যন্নিবোধৈতৎ ত্বং নঃ পার্থিবনন্দন ॥৫৩
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥৫৪
এতজ্জজাপ ভগবান্ জপ্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
পিতামহস্তব পুরা তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥৫৫
দদৌ যথাভিলষিতামৃদ্ধিং ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভাম্
তথা ত্বমপি গোবিন্দং তোষয়ৈতৎ সদা জপন্ ॥৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ঋষিগণ কহিলেন,—হে রাজপুত্র! আরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অখিল বাহিরের বিষয় ত্যাগ করাইবে, পরে সেই চিত্তকে জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত। হে পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্রচিত্তে সংযত হইয়া যাহা জপ করিতে হয়, তাহা আমাদিগের নিকট অবগত হও; "হিরণ্যগর্ভ-পুরুষপ্রধানব্যক্তরূপিণে। ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপিণে॥" তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যদুর্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর ।৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ধ্রুবস্য বরলাভঃ।]

পরাশর উবাচ।

নিশম্য তদশেষেণ মৈত্রেয় নৃপতেঃ সুতঃ।
নির্জ্জগাম বনাৎ তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানৃষীন্ ॥১
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানস্ততো দ্বিজ।
মধুসংজ্ঞং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্ ॥২
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈত্যেনাধিষ্ঠিতং যতঃ।
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে ॥৩
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥৪
যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥৫
মরীচিপ্রমুখৈর্য্যস্মৈ নির্দ্দিষ্টমভূৎ তথা।
আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষ্ণুমমন্যত ॥৬
অনন্যচেতসস্তস্য ধ্যায়তো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বভূতগতো বিপ্র সর্ব্বভাবগতোঽভবৎ ॥৭
মনস্যবস্থিতে তস্য বিষ্ণৌ মৈত্রেয় যোগিনঃ।
ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোঢ়ুং ভূতধারিণী ॥৮
বামপাদস্থিতে তস্মিন্ ননামার্দ্ধেন মেদিনী।
দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্দ্ধং ক্ষিতের্দক্ষিণসংস্থিতে ॥৯
পাদাঙ্গুষ্ঠেন সংপীড্য যদা স বসুধাং স্থিতঃ।
তদা সা বসুধা বিপ্র চচাল সহ পর্ব্বতৈঃ ॥১০
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ।
তৎক্ষোভাদমরাঃ ক্ষোভং পরং জগ্মুর্মহামুনে ॥১১
যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয় পরমাকুলাঃ।
ইন্দ্রেণ সহ সম্ভূয় ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ ॥১২

দ্বাদশ অধ্যায়

[ধ্রুবের বরলাভ।]

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! নৃপতি-সুত ইহা অশেষপ্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষিসকলকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন। মধুসংজ্ঞক দৈত্যদ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মহীতলে ইহা মধুবন নামে খ্যাত। শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে নিহত করিয়া সেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন এবং যেখানে দেবদেব হরিমেধার (শ্রীভগবানের) সান্নিধ্য আছে, সেই সর্ব্বপাপহরতীর্থে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, অশেষ দেবগণের অধীশ্বর বিষ্ণুকে সেইরূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। হে বিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্ব্বভূতগত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্ব্বভাবগত (বিশ্বরূপে তাঁহার চিত্তগত) হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই যোগীর মনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাই। তিনি বামপাদে স্থিত হইলে বামদিকের অর্দ্ধমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণপাদে স্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে। হে বিপ্র! যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বসুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্ব্বত সহ বসুধা বিচলিত হইয়াছিল।১-১০

হে মহামুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। হে মৈত্রেয়! যামনামা দেবগণ পরম

কুম্মাণ্ডা বিবিধৈ রূপৈঃ সহেন্দ্রেণ মহামুনে।
সমাধিভঙ্গমত্যন্তম্ আরব্ধাঃ কর্ত্তুমাতুরাঃ ॥১৩
সুনীতির্নাম তস্মাতা সাশ্রা তৎপুরতঃ স্থিতা।
পুত্রেতি করুণং বাচমাহ মায়াময়ী তদা ॥১৪
পুত্রকাস্মান্নিবর্ত্তস্ব শরীরব্যয়দারুণাৎ।
নির্ব্বন্ধতো ময়া লব্ধো বহুভিস্ত্বং মনোরথৈঃ ॥১৫
দীনামেকাং পরিত্যক্তুমনাথাং ন ত্বমর্হসি।
সপত্নীবচনাদ্ বৎস অগতেস্ত্বং গতির্মম ॥১৬
ক চ ত্বং পঞ্চবর্ষীয় ক চৈতদ্ দারুণং তপঃ।
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ কষ্টান্নির্ব্বন্ধাৎ ফলবর্জ্জিতাৎ ॥১৭
কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তেঽধ্যয়নস্য চ।
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেষ্যতে তপঃ ॥১৮
কালঃ ক্রীড়নকানাং যস্তব বালস্য পুত্রক।
তস্মিংস্ত্বমিত্থং তপসি কিং নাশায়াত্মনো রতঃ ॥১৯
মৎপ্রীতিঃ পরমো ধর্ম্মো বয়োঽবস্থাক্রিয়াক্রমম্।
অনুবর্ত্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্তাস্মাদধর্ম্মতঃ ॥২০
পরিত্যজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্ন ভবাংস্তপঃ।
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ ততো বৈ পশ্যতস্তব ॥২১

পরাশর উবাচ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাষ্পাবিলবিলোচনাম্।
সমাহিতমনা বিষ্ণৌ পশ্যন্নপি ন দৃষ্টবান্ ॥২২
বৎস বৎস সুঘোরাণি রক্ষাংস্যেতানি ভীষণে।
বনেঽভ্যস্তশস্ত্রাণি সমায়ান্ত্যপগম্যতাম্ ॥২৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্যাবির্বভূবুস্ততঃ।
অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্মুখৈঃ ॥২৪
ততো নাদানতীবোগ্রান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ।
মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥২৫
শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ।
ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্ব্বশঃ ॥২৬
হন্যতাং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ছিদ্যতামিতি।
ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতামেষ ইত্যুচুস্তে নিশাচরাঃ ॥২৭

আকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! কুষ্মাণ্ডগণ (উপদেবতা বিশেষ) আতুর হওয়ায় বিবিধরূপে মিলিয়া ইন্দ্রের সহিত কঠোরভাবে সমাধিভঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন মায়াময়ী জননী সুনীতি সেন সাশ্রুলোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণবাক্যে "পুত্র!" এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন "হে পুত্র! এই শরীর-ক্ষয়কারী দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি। বৎস! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথা দীনাকে একা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি। কোথায় তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জ্জিত কষ্টকর নির্ব্বন্ধ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত কর। এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময়। হে পুত্র! তোমার যে ক্রীড়ার কাল, তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্য এরূপ তপস্যায় রত হইয়াছ? আমার প্রীতিসাধন তোমার পরমধর্ম্ম, অতএব বয়স ও অবস্থার মত কার্য্যক্রমের অনুবর্ত্তন কর, মোহের অনুবর্ত্তন করিও না; এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। বৎস! যদি অদ্য এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।১১-২১

পরাশর কহিলেন,—বিষ্ণুতে সমাহিতমনা ধ্রুব অশ্রু-কলুষিতনয়না সেই বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। "বৎস! বৎস! ভীষণবনে এই রাক্ষসসকল উদ্যতশস্ত্র হইয়া আসিতেছে, পলায়ন কর" এই কথা বলিয়া মাতা সুনীতি চলিয়া গেলেন। অনন্তর উগ্রশস্ত্র রাক্ষসেরা অস্ত্র উদ্যত করিয়া অগ্নিশিখায় বদন ব্যাপ্ত করত আবির্ভূত হইল। পরে সেই নিশাচরেরা রাজপুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল। যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা বহ্নিশিখাগ্রাসী মুখে চারিদিকে চীৎকার করিতে

ততো নানাবিধান্ নাদান্ সিংহোষ্ট্রমকরাননাঃ।
ত্রাসায় রাজপুত্রস্য নেদুস্তে রজনীচরাঃ ॥২৮
রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তান্যায়ুধানি চ।
গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥২৯
একাগ্রচেতাঃ সততং বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়ম্।
দদর্শ পৃথিবীনাথ পুত্রো নান্যৎ কথঞ্চন ॥৩০
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু বিলীনাসু পুনঃ সুরাঃ।
সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তৎপরাভবশঙ্কিতাঃ ॥৩১
তে সমেত্য জগদ্যোনিম্ অনাদিনিধনং হরিম্।
শরণ্যং শরণং যাতাস্তপসা তস্য তাপিতাঃ ॥৩২

দেবা ঊচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ পরেশ পুরুষোত্তম।
ধ্রুবস্য তপসা তপ্তাস্ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥৩৩
দিনে দিনে কলালেশৈঃ শশাঙ্কঃ পূর্য্যতে যথা।
তথায়ং তপসা দেব প্রয়াত্যুত্তিমহর্নিশম্ ॥৩৪
ঔত্তানপাদিতপসা বয়মিত্থং জনার্দ্দন।
ভীতাস্ত্বাং শরণং যাতাস্তপসস্তং নিবর্ত্তয় ॥৩৫
ন বিদ্মঃ কিং স শক্রত্বং কিং সূর্য্যত্বমভীপ্সতি।
বিত্তাপাম্বুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্ ॥৩৬
তদস্মাকং প্রসীদেশ হৃদয়াৎ শল্যমুদ্ধর।
ঔত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সন্নিবর্ত্তয় ॥৩৭

ভগবানুবাচ।

নেন্দ্রত্বং ন চ সূর্য্যত্বং নৈবাম্বুপধনেশতাম্।
প্রার্থয়ত্যেষ যং কামং তং করোম্যখিলং সুরাঃ ॥৩৮
যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যহং বালং তপস্যাসক্তমানসম্ ॥৩৯

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রযযুঃ স্বানি ধিষ্ণ্যানি শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥৪০
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা তমস্যন্তেন তোষিতঃ।
গত্বা ধ্রুবমুবাচেদং চতুর্ভুজবপুর্হরিঃ ॥৪১

লাগিল। নিশাচরগণ কহিল,—ইহাকে বধ কর, ছেদন কর। কেহ বা বলিল,—ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তদনন্তর সিংহ, উষ্ট্র ও মকরানন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাবিধ শব্দ করিল। কিন্তু সেই সকল রাক্ষসনাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল গোবিন্দনিবিষ্টচিত্ত বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। পৃথিবীনাথের পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সতত দেখিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তৎপরে সমস্ত মায়া বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায় পুনর্ব্বার অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন।২২-৩১

তাঁহার তপস্যায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে জগদ্যোনি অনাদিনিধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ হন, সেইরূপ ইনি তপস্যা দ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। হে জনার্দ্দন! আমরা উত্তানপদ পুত্রের তপস্যায় ভীত হইয়া তোমার শরণে আসিয়াছি; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর। তিনি ইন্দ্রত্ব কি সূর্য্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা কুবের, বরুণ ও সোমের পদে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। অতএব হে ঈশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরসকল! এ ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব। হে দেবগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া অভিলষিত স্বস্থানে গমন কর। আমি তপস্যাসক্ত বালককে নিবর্ত্তিত করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—দেবদেব এইরূপ বলিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।৩২-৪০

শ্রীভগবানুবাচ।

ঔত্তানপাদে ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত ॥৪২
বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।
তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্ বৃণীষ্ব বরং পরম্ ॥৪৩

পরাশর উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ গদিতং তস্য দেবদেবস্য বালকঃ।
উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুরঃ ॥৪৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং সমালোক্য ভূগাম শিরসা মহীম্ ॥৪৫
রোমাঞ্চিতাঙ্গঃ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ।
স্তবায় দেবদেবস্য স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥৪৬
কিং বদামি স্তবস্যস্য কেনোক্তেনাস্য সংস্তুতিঃ।
ইত্যাকুলমতির্দ্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥৪৭

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ।
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥৪৮
ব্রহ্মাদ্যৈর্ব্বেদবেদজ্ঞৈর্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ।
তং ত্বাং কথমহং দেব স্তোতুং শক্ষ্যামি বালকঃ ॥৪৯
ত্বদ্ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর মে মনঃ।
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ॥৫০

পরাশর উবাচ।

শঙ্খপ্রান্তেন গোবিন্দস্তং স্পর্শ কৃতাঞ্জলিম্।
উত্তানপাদতনয়ং দ্বিজবর্য্য জগৎপতিঃ ॥৫১
অথ প্রসন্নবদনস্তৎক্ষণান্নৃপনন্দনঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভূতধাতারমচ্যুতম্ ॥৫২

ধ্রুব উবাচ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্ ॥৫৩
শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাত্মিনে ॥৫৪
ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥৫৫

ভগবান্ সর্ব্বাত্মা চতুর্ভুজ দেহধারী হরি ধ্রুবের তপস্যায় তোষিত ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে উত্তানপাদসুত! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তপস্যায় পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতএব পরম বর প্রার্থনা কর। পরাশর কহিলেন,—বালক দেবদেবের বাক্যে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুঃ-বর ও অসিধারী কিরীটী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন। পরে "কি বলিয়া ইঁহার স্তব করি, কিরূপ বাক্যেই বা ইঁহার স্তব হয়" এই চিন্তায় আকুল হইয়া দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন। ধ্রুব কহিলেন,—হে ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি? হে পরমেশ্বর! আপনার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ আমার এই মন আপনার পাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন ।৪১-৫০

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন। অনন্তর নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া সকল জীবের ধারণকর্ত্তা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কহিলেন,—ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি নত হই। যাঁহার রূপ শুদ্ধ,

তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্।
প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং তদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥৫৬
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥৫৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৫৮
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপুরুষঃ ॥৫৯
অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ।
ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূত-ভবিষ্যতী ॥৬০
ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা ॥৬১
ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে।
ত্বত্তো যজুংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ ॥৬২
গাবস্ত্বতঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বতোঽজা অবয়ো মৃগাঃ।
স্বমুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্ত্বতো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত ॥৬৩
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ
অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব ॥৬৪
প্রাণো নঃ শুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত ॥৬৫
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্।
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ ॥৬৬
সংযমে বিশ্বমখিলং বীভূতে তথা ত্বয়ি।
বীজাদঙ্কুরসম্ভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুন্নিতঃ ॥৬৭
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্পত্রাদ্ বাপি দৃশ্যতে ॥৬৮
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং তৎস্বামীশ্বর দৃশ্যতে।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ॥৬৯

সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই গুণাত্মা (গুণসাক্ষী) পুরুষকে নমস্কার। যিনি ভূঃপ্রভৃতি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি তন্মাত্র, প্রধান ও পুরুষেরও পর এবং শাশ্বত সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ও পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বর-রূপের শরণাপন্ন হই। বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বহেতু যোগিগণের চিন্তনীয় যে তোমার অবিকারিরূপ ব্রহ্ম নামে অভিহিত, হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ও ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকিয়াও দশ অঙ্গুলি অতিরিক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে পুরুষোত্তম! যাহা ভূত ও যাহা ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড) ও স্বরাট্ (ব্রহ্মা) ও সম্রাট্ (মনু) এবং এই সকলের অধিপুরুষও (অধিষ্ঠাতা) তোমা হইতে। অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই অতিরিক্ত হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত; তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ।৫১-৬০

এই সমস্ত জগৎ তোমার রূপের আধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত, পৃষদাজ্য (ঘৃতমিশ্রিত ঘৃত) এবং গ্রাম্য ও বন্য দ্বিবিধ পশু, সমস্ত তোমা হইতে, তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন। অশ্ব, একদন্ত পশু, গো, অজ, মেষ, মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা এবং শুষির (দেহচ্ছিদ্র) হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যৌঃ (ভুবঃ) লোক হইয়াছে। দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে ও ক্ষিতি পদ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুমহান্ ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) যেমন অল্প বীজের মধ্যে অবস্থিত, প্রলয়কালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরসম্ভূত ন্যগ্রোধ সমুন্নিত হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপে হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বক্‌পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অপর স্বরূপ দেখা যায় না; যেহেতু

হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।
পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ ॥৭০
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ।
ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরাট্‌ সম্রাট্‌ স্বরাট্‌ তথা ॥৭১
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ পুরুষেদক্ষয়ো ভবান্।
সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্ ॥৭২
সর্ব্বং ত্বত্তস্তুতশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু তে।
সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ ॥৭৩
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব ॥৭৪
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্বভূতমনোরথম্।
যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে ॥৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

তপসস্তু ফলং প্রাপ্তং যদ্ দৃষ্টোঽহং ত্বয়া ধ্রুব।
মদ্দর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ন জায়তে ॥৭৬

বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥৭৭

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বস্থাস্তে ভবান্ হৃদি।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্ মনসা যন্ময়েপ্সিতম্ ॥৭৮
তথাপি তুভ্যং দেবেশ কথয়িষ্যামি যন্ময়া।
প্রার্থ্যতে দুর্ব্বিনীতেন হৃদয়েনাতিদুর্ল্লভম্ ॥৭৯
কিং বা সর্ব্বজগৎশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নে ত্বয়ি দুর্ল্লভম্।
ত্বৎপ্রসাদফলং ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি ॥৮০
নৈতদ্ রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য ময়োদরাৎ।
ইতি গর্ব্বাদবোচন্মাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥৮১
আধারভূতং জগতঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানং ত্বৎপ্রসাদাদতোঽব্যয়ম্ ॥৮২

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানমেতৎ প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক ॥৮৩

তুমিই বিশ্বাধার। সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূত তোমাতেই একা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি আছে। (অথচ) তুমি গুণবর্জ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রভূত-ভূতরূপী ও ভূতাত্মা তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরাট্‌, স্বরাট্‌ ও সম্রাট্‌ স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে প্রকাশিত হও। তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূত, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধারী। তোমা হইতে সর্ব্ব ও (হিরণ্যগর্ভাদির পুত্রাদি রূপ) তাহা হইতে তুমি; অতএব সর্ব্বাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব? হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব! সর্ব্বভূতস্বরূপ তুমি সর্ব্বভূতের মনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলে; যেহেতু আমি তোমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলাম; আমার দর্শন বিফল হয় না। অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের সমস্তই সম্পন্ন হয়। ধ্রুব কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্। আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি? হে দেবেশ! তথাপি আমার দুর্ব্বিনীত হৃদয় যে দুর্ল্লভ বস্তুর কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিব। হে জগৎ শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে দুর্ল্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন ।৬১-৮০

মাতার সপত্নী গর্ব্বপূর্ব্বক উচ্চবাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে, "যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে।" হে প্রভো! এইজন্য আমি তোমার

ত্বমাসীর্ব্রাহ্মণঃ পূর্বং মদ্যেকাগ্রমতিঃ সদা।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্নিজধর্ম্মানুপালকঃ ॥৮৪
কালেন গচ্ছতা মিত্রং রাজপুত্রস্তবাভবৎ।
যৌবনেঽখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ ॥৮৫
তৎসঙ্গাৎ তস্য তামুদ্ধিম্ অবলোক্যাতিদুর্ল্লভাম্
ভবেয়ং রাজপুত্রোঽহম্ ইতি বাঞ্ছা ত্বয়া কৃতা ॥৮৬
ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা।
উত্তানপাদস্য গৃহে জাতোঽসি ধ্রুব দুর্ল্লভে ॥৮৭
অন্যেষাং তদ্বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যৎ।
তস্মৈতদ্বরং বাল যেনাহং পরিতোষিতঃ ॥৮৮
মামারাধ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোত্যবিলম্বিতাম্।
ময্যর্পিতমনা বাল কিমু স্বর্গাদিকং পদম্ ॥৮৯
ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব ॥৯০
সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ।
সিতার্কতনয়াদীনাং সর্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥৯১
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ॥৯২
কেচিচ্চতুর্যুগং যাবৎ কেচিন্মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্ত্বা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ ॥৯৩
সুনীতিরপি তে মাতা ত্বদ্বাসন্নাতিনির্ম্মলা।
বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎ কালং নিবৎস্যতি ॥৯৪
যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতাঃ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ মহৎ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥৯৫

পরাশর উবাচ।

এবং পূর্বং জগন্নাথাদ্ দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ।
বরং প্রাপ্য ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাস্তে স মহামতে ॥৯৬
তস্যাপি মানবৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমত্রোশনা জগৌ ॥৯৭
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যম্ অহোঽস্য তপসঃ ফলম্।
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥৯৮

প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা করি। ভগবান্ কহিলেন,—হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে অন্যজন্মে তোমা কর্ত্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে আমাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রূষু ও নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অখিলভোগাঢ্য সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হয়। তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি দুর্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া তোমার এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে, "আমিও রাজপুত্র হইব।" হে ধ্রুব! তদনন্তর দুর্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্র হইয়াছ। হে বালক! স্বায়ম্ভুবের কুলে যে জন্ম, তাহা অন্যের পক্ষে বর; কিন্তু যে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর। যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ধ্রুব! তুমি আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে,—সন্দেহ নাই। সূর্য্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র (বুধ), বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি সর্ব্বনক্ষত্র, সপ্তর্ষি ও যাঁহারা বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুব স্থান দিলাম। কোন কোন দেবতা চতুর্যুগ পর্য্যন্ত থাকেন, কেহ কেহ বা মন্বন্তরস্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম। তোমার মাতা অতি নির্ম্মলা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া, তাবৎ কাল তোমার নিকটে বাস করিবেন। যে সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া সায়ংপ্রাতঃকালে তোমার গুণগ্রামের কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে ॥৮১-৯৫

পরাশর কহিলেন,—হে মহামতে! দেবদেব জনার্দ্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন। তাঁহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া সুরাসুরাচার্য্য উশনা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন, "আহা! ইঁহার কি তপস্যার বল।

ধ্রুবস্য জননী চেয়ং সুনীতির্নাম সুব্রতা।
অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি ॥৯৯
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং শিবাত্মতি।
স্থানং প্রাপ্তা বরং কৃত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্ ॥১০০
যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং ধ্রুবস্যারোহণং দিবি।
স সর্বপাপনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০১
স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥১০২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

অহো! ইহার কি তপস্যার ফল! সপ্তর্ষিমণ্ডল ইঁহাকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ইনি ধ্রুবের সুনীতি নাম্নী সুব্রতা জননী,—ইঁহারও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম? যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করত ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকাল যাহার স্থির, এমন পরম স্থানকে শিবাত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যে ব্যক্তি নিত্য ধ্রুবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে স্থানভ্রষ্ট হন না এবং সর্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন।৯৯-১০২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[বেণনৃপ-পৃথুনৃপোপখ্যানম্।]

পরাশর উবাচ।
ধ্রুবাচ্ছিষ্টিশ্চ ভব্যশ্চ ভব্যাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥১
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্বতেজসম্ ॥২
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়াং অরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥৩
মনোরজায়ন্ত দশ নড়লায়াং মহৌজসঃ।
কন্যায়াং জগতাং শ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥৪
ঊরুঃ পূরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥৫
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড়লায়াং মহৌজসঃ।
ঊরোরজনয়ৎ পুত্রান্ নড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[বেণরাজা ও পৃথুরাজার উপাখ্যান।]

পরাশর কহিলেন,—মহাত্মা ধ্রুবের পত্নী শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন। ভব্যের পুত্র শম্ভু। শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা—এই পঞ্চ নিষ্পাপ পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্ব্বতেজা চাক্ষুষের গর্ভধারিণী। চাক্ষুষ মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীতে (ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি) মনুকে উৎপাদন করেন। হে জগৎশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়লার গর্ভে মনুর ঔরসে মহাতেজঃসম্পন্ন দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং দশম অভিমন্যু। ঊরুর পত্নী

অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥৭
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব মহামুনে ॥৮
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যেন দুগ্ধা মহী পূর্ব্বং প্রজানাং হিতকারণাৎ ॥৯

মৈত্রেয় উবাচ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণির্ব্বেণস্য পরমর্ষিভিঃ।
যত্র যজ্ঞে মহাবীর্য্যঃ স পৃথুর্মুনিসত্তম ॥১০

পরাশর উবাচ।

সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ।
অঙ্গস্য ভার্য্যা সা দত্তা তস্যাং বেণো ব্যজায়ত ॥১১
স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ।
নিসর্গাদেব মৈত্রেয় দুষ্ট এব ব্যজায়ত ॥১২
অভিষিক্তো যদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
ঘোষয়ামাস স তদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৩
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যো হ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥১৪
ততস্তমৃষয়ঃ পূর্বং সম্পূজ্য জগতীপতিম্।
ঊচুঃ সামকলং সম্যক্ মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ ॥১৫

ঋষয় ঊচুঃ।

ভো ভো রাজন্ শৃণুষ্ব ত্বং যদ্বচনাময়ন্তব প্রভো।
রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাঞ্চ হিতং পরম্ ॥১৬
দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্।
পূজয়িষ্যামো ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥১৭
যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সম্প্রীণিতো নৃপ।
অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্বানেব প্রদাস্যতি ॥১৮
যৈর্জ্জনৈর্যজ্ঞেশ্বরো যেষাং রাষ্ট্রে সম্পূজ্যতে হরিঃ।
তেষাং সর্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজাম্ ॥১৯

বেণ উবাচ।

মত্তঃ কোঽন্যোঽধিকোঽন্যোঽস্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ।
কোঽয়ং হরিরিতি খ্যাতো যোঽয়ং যজ্ঞেশ্বরো মতঃ ॥২০

আগ্নেয়ী মহাপ্রভাশালী অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ষট্‌পুত্রের জননী। অঙ্গের পত্নী সুনীথা একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি। হে মহামুনে! ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি পৃথু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং প্রজাবর্গের হিতসাধন জন্য পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি মন্থন করেন? কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীর্য্য পৃথুর জন্ম হয়? ১-১০

পরাশর কহিলেন,—মৃত্যুর সুনীথা নাম্নী যে কন্যা প্রথমে হন, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহাতেই বেণের জন্ম। হে মৈত্রেয়! মৃত্যুর সুতাত্মজ বেণ মাতামহদোষে স্বভাবতঃই দুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন পরম ঋষিগণ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা?" হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া ঐ জগতীপতিকে সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সামমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—ভো ভো প্রভো রাজন্! রাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং প্রজাদেহ পরম হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘসূত্রে পূজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান করিবেন। যাঁহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সম্পূজিত হন, সেই ভূপতিগণকে তিনি সর্ব্বেপ্সিত দান করেন।১১-১৯

বেণ কহিলেন,—আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, যে, তাঁহাকে

ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
হুতভুগ্ বরুণো ধাতা পূষা ভূমিনিশাকরঃ ॥২১
এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ।
নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥২২
এতজ্ জ্ঞাত্বা মমাজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা।
ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ॥ ২৩
ভর্তুশুশ্রূষণং ধর্ম্মো যথা স্ত্রীণাং পরো মতঃ।
মমাজ্ঞাপালনং ধর্ম্মো ভবতাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ॥২৪

ঋষয় ঊচুঃ।

দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ মা ধর্ম্মো যাতু সংক্ষয়ম্।
হবিষাং পরিণামোঽয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥২৫

পরাশর উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬
ততস্তু মুনয়ঃ সর্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্ ॥২৭
যো যজ্ঞপুরুষং দেবমনাদিনিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্।
নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥২৯
ততশ্চ মুনয়ো বেণুং দদৃশুঃ সর্বতো দ্বিজ।
কিমেতদিতি চাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা ॥৩০
আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে।
রাষ্ট্রে তু লোকৈরাকৃষ্য পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥৩১
তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ।
সুমহান্ দৃশ্যতে বেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাম্ ॥৩২
ততঃ সম্মন্ত্র্য তে সর্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরুরুং পুত্রার্থমনপত্যস্য তত্ততঃ ॥৩৩
মধ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ ॥৩৪
কিং করোমীতি তান্ সর্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ স্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ ॥৩৫

যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে? ব্রহ্মা, জনার্দ্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, হুতভুক্, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই রাজার শরীরস্থ; কারণ, নৃপ সর্ব্বদেবময়। হে দ্বিজগণ! তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্য ও যষ্টব্য কিছুই নাই। ভর্তৃশুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের ধর্ম্ম। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্মক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ। পরাশর কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত ও পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনিসকল কোপামর্ষসমন্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন "হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধর্ম্মাচার এবং যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে।" মুনিগণ এইরূপ কহিয়া ভগবানের নিন্দা দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর চারিদিকে বেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি"? তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, "অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্ত্তৃক পরস্ব গ্রহণ আরব্ধ হইয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান্ পদরেণু দেখা যাইতেছে।২০-৩২

পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরু মন্থন করিলেন। তখন মধ্যমান উরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুঁটি) সদৃশ খর্ব্বমুখ অতি হ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল., "কি করিব?" তাঁহারা কহিলেন,—'নিষীদ' (উপবেশন কর), এজন্য সে নিষাদ হইল। হে মুনিশার্দ্দূল! পরে তাহার সন্তানেরা বিন্ধ্যশৈলনিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষ নিষাদ হইল। সেই নিষাদরূপে ভূপতির

ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।
নিষাদা মুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ ॥৩৬
তেন ঘারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে ততো জাতা বেণকল্মষনাশনাঃ ॥৩৭
ততোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ।
মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৩৮
দীপ্যমানঃ স বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্।
আজগবং নাম ধনুঃ পপাত তস্য পাণিতঃ ॥৩৯
শরাশ্চ দিব্যা নভসঃ কবচঞ্চ পপাত হ।
তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ ॥৪০
সৎপুত্রেণ চ জাতেন বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ।
পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রাতুঃ স তেন সুমহাত্মনা ॥৪১
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্বাণ্যেবোপতস্থিরে ॥৪২
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্বশঃ ॥৪৩
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যসিঞ্চন্ নরাধিপম্।
হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ ॥৪৪

বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ।
বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সর্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥৪৫
ভবত্যব্যাহতো যস্য প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি।
মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৪৬
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥৪৭
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত।
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ॥৪৮
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া ॥৪৯
সর্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু।
তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ॥৫০
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ ॥৫১
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ।
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৫২
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।
ততস্তাবূচতুর্বিপ্রান্ সর্বানেব কৃতাঞ্জলী ॥৫৩

পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণপাপনাশন নামে খ্যাত। তদনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান্ দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মিলেন। তখন আজগব নামে আজধনু, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জন্মিলে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। সেই সুমহাত্মা সৎপুত্রের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন। সমুদ্র ও নদী সকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আঙ্গিরস দেবগণের সহিত ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর-জঙ্গমসকল সমাগত হইয়া নরাধিপ 'বৈণ্যকে' স্নান করাইলেন। পিতামহ দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন দেখিয়া পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে।৩৩-৪৫

ধর্ম্মজ্ঞগণ মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত করিলেন। পিতার দ্বারা অপরাগ প্রাপ্ত প্রজাবর্গ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরঞ্জন হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকালে পর্ব্বত সমূহও পথ দিত, কখন তাঁহার পতাকাভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্যশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল। গোসকল সর্ব্বকামদুঘা এবং পুটকে পুটকে (পত্রাদিগুচ্ছে) মধু হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গতি সোমসজ্ঞ কৃতিতে) মহামতি

অস্য জাতস্য নো কর্ম্ম জ্ঞায়তেঽস্য মহীপতেঃ।
গুণা ন চাস্য জ্ঞায়ন্তে ন চাস্য প্রথিতং যশঃ।
স্তোত্রং কিমাশ্রয়ঞ্চাস্য কার্য্যমস্মাভিরুচ্যতাম্ ॥৫৪

ঋষয় ঊচুঃ।

করিষ্যত্যেষ যৎ কর্ম্ম চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
গুণা ভবিষ্যা যে চাস্য তৈরয়ং স্তূয়তাং নৃপঃ ॥৫৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স নৃপতিস্তোষং তৎ শ্রুত্বা পরমং যযৌ।
সদ্‌গুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যাশ্চাভ্যাং গুণা মম ॥৫৬
তস্মাদ্ যদস্য স্তোত্রেণ গুণনির্ব্বর্ণনং দ্বিজৌ।
করিষ্যেতে করিষ্যামি তদেবাহং সমাহিতঃ ॥৫৭
যদিমৌ বর্জ্জনীয়ঞ্চ কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ।
তদহং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যেবকক্রে মতিং নৃপঃ ॥৫৮
অথ তৌ চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ।
ভবিষ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্যক্ সুস্বরৌ সূত-মাগধৌ ॥৫৯

সত্যবাক্ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ।
হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥৬০
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ।
মান্যমানয়িতা যজ্ঞা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥৬১
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতো নৃপঃ।
সূতেনোক্তান্ গুণানিত্থং স তদা মাগধেন চ ॥৬২
চকার হৃদি তাদৃক্ চ কর্ম্মণা কৃতবানসৌ।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥৬৩
ইয়াজ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তং প্রজা পৃথিবীনাথমুপতস্থুঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ ॥৬৪
ওষধীষু প্রনষ্টাসু তস্মিন্ কালে ত্বরাজকে।
তমূচুস্তেন তাঃ পৃষ্টাস্তত্রাগমনকারণম্ ॥৬৫

প্রজা ঊচুঃ।

অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ ধরিত্র্যা সকলৌষধীঃ।
গ্রস্তাস্ততঃ ক্ষয়ং যান্তি প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজেশ্বর ॥৬৬

সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হয়। মুনিবরগণ উভয়কে বলিলেন,—তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব কর। ইঁহার অনুরূপ কর্ম্ম এবং ইনিও তোমাদের স্তোত্রের পাত্র। তদনন্তর ইঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন,—অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইঁহার যশও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইঁহার স্তব করিব বলুন ।৪৯-৫৪

ঋষিগণ কহিলেন,—এই মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপ যেরূপ কর্ম্ম করিবেন এবং ইঁহার যে সকল গুণ হইবে, তদ্দ্বারা ইঁহার স্তব কর। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিলেন,—লোকে সদ্‌গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইঁহারা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ বর্ণনা করিবেন আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব। যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জ্জন করিব। অনন্তর সেই সূত ও মাগধ ধীমান্ বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ সুস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষী, মান্যের মাননা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত। তিনি সূত ও মাগধোক্ত এই সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম্মও করিয়াছিলেন। পৃথিবীপাল এইরূপে বসুধা পালন করত ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহৎযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমনকারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত

ত্বং নো বৃত্তিপ্রদো ধাত্রা প্রজাপালো নিরূপিতঃ।
দেহিনঃ ক্ষুৎপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥৬৭

পরাশর উবাচ।

ততোঽথ নৃপতির্দিব্যম্ আদায়াজগবং ধনুঃ।
শরাংশ্চ দিব্যান্ কুপিতঃ সোঽন্বধাবদ্ বসুন্ধরাম্ ॥৬৮
ততো ননাশ ত্বরিতা গৌর্ভূত্বা তু বসুন্ধরা।
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ তত্রাসাদগমন্মহী ॥৬৯
যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী।
তত্র তত্র তু সা বৈণ্যং দদর্শাভ্যুদ্যতায়ুধম্ ॥৭০
ততস্তং প্রাহ বসুধা পৃথুং পৃথুপরাক্রমম্।
প্রবেপমানা তত্ত্রাণপরিত্রাণপরায়ণা ॥৭১

পৃথিব্যুবাচ।

স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র ন পশ্যসি।
যেন মাং হন্তুমত্যর্থং প্রকরোষি নৃপোদ্যমম্ ॥৭২

পৃথুরুবাচ।

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥৭৩

পৃথিব্যুবাচ।

প্রজানামুপকারায় যদি মাং ত্বং হনিষ্যসি।
আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ॥৭৪

পৃথুরুবাচ।

ত্বাং হত্বা বসুধে বাণৈর্মদ্শাসনপরাঙ্মুখীম্।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥৭৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ প্রণম্য বসুধা তং ভূয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্।
প্রবেপিতাঙ্গী পরমং সাধ্বসং সমুপাগতা ॥৭৬

পৃথিব্যুবাচ।

উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
তস্মাদ্ বদাম্যুপায়ং তে তং কুরুষ্ব যদিচ্ছসি ॥৭৭
সমস্তাস্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ মহৌষধীঃ।
যদীচ্ছসি প্রজাস্যামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ ॥৭৮
তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বর।
তস্য বৎসং প্রকল্পস্ব ত্বং ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥৭৯
সমাঞ্চ কুরু সর্বত্র যেন ক্ষীরং সমন্ততঃ।
ধরৌ(নৌ) সধিবীজভূতং বীর সর্ব্বত্র ভাবয়ে ॥৮০

হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর।৬৫-৬৭

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু ও শরসকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন। ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তত্রাণ হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া মহাপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন,—হে নরেন্দ্র নৃপ! তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ? পৃথু কহিলেন,—ওরে দুষ্টকারিণি। যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে? পৃথু কহিলেন,—বসুধে! তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী তোমাকে বাণ দ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগবলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব।৬৮-৭৫

পরাশর কহিলেন,—তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম ভীত হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন,—উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, কর। হে নরনাথ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে এই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে

পরাশর উবাচ।

ততঃ উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈণ্যস্ততঃ শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥৮১
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ ॥৮২
ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি মৈত্রেয় সর্ব্বমেতস্য সম্ভবঃ ॥৮৩
যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীন্নরাধিপঃ।
তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥৮৪
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বোষধীষু বৈ ॥৮৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥৮৬
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ ॥৮৭

প্রাণপ্রদানাৎ স পৃথুর্যস্মাদ্ ভূমেরভূৎ পিতা।
ততস্তু পৃথিবীসংজ্ঞামবাপাখিলধারিণী ॥৮৮
ততশ্চ দেবৈর্মুনিভির্দৈত্যৈ রক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা ॥৮৯
তং তং পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুগ্ধা মুনে পয়ঃ।
বৎসদোগ্ধৃবিশেষাংশ্চ তেষাং তদ্‌গোময়োঽভবৎ।
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা ॥৯১
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেণস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্ব্বং রাজাভূৎ জনরঞ্জনাৎ ॥৯২
য ইদং জন্ম বৈণ্যস্য পৃথোঃ কীর্ত্তয়তে নরঃ।
ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে ॥৯৩
দুঃস্বপ্নোপশমং নৃণাং শৃণ্বতাং চৈতদুত্তমম্।
পৃথোর্জন্মপ্রভাবশ্চ করোতি সততং নৃণাম্ ॥৯৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া করণ করি। হে বীর! আমাকে সর্ব্বত্র সমতল কর, তাহা হইলে আমি বসৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করিব। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর বৈণ্য ধনুষ্কোটি দ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈলসকল বিবর্দ্ধিত (এক একস্থানে উচ্চতর) করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বণিক্‌পথ ছিল না। হে মৈত্রেয়! বৈণ্য হইতেই এ সকলের সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সমতল ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন।৭৬-৮৪

ওষধিসকল প্রনষ্ট হইলে তখন ফল মূলমাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন। তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে। প্রাণপ্রদান হেতু পৃথু ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এজন্য অখিল-ভূতধারিণী ভূমি পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, রাক্ষস, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন। সেই সেই জাতীয় ব্যক্তিরাই তাঁহাদের বৎস ও দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব্বজগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী। এতাদৃশপ্রভাব বীর্য্যবান্ মহীপতি বেণপুত্র পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে তিনি রাজা হন। যে নর বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃত থাকে না এবং এই জন্মকীর্ত্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয়। পৃথুর এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত দুঃস্বপ্নের উপশম হইয়া থাকে।৮৫-৯৪

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রচেতসাং তপস্যা।]

পৃথোঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধি-পালিনৌ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥১
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥২
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ।
হবির্দ্ধানাত্মহারাজ্যে যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥৩
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যামভবন্ মুনে।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ খ্যাতো ভুবি মহাবলঃ ॥৪
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারো মহীপতিঃ।
মহতস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং মহীপতেঃ ॥৫
সবর্ণাধত্ত সাবিত্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥৬
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহাতপঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥৭

মৈত্রেয় উবাচ।

যদর্থং তে মহাত্মানস্তপস্তেপুর্মহামুনে।
প্রচেতসঃ সমুদ্রাস্তস্তেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥৮

পরাশর উবাচ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাত্মনা।
প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুরঃসরম্ ॥৯
ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোঽস্ম্যহং সুতাঃ।
প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথেতি তৎ ॥১০
তন্মম প্রীতয়ে পুত্রাঃ প্রজাবৃদ্ধিমতন্দ্রিতাঃ।
কুরুধ্বং মাননীয়া বঃ সমাজ্ঞা চ প্রজাপতেঃ ॥১১

পরাশর উবাচ।

ততস্তে তৎ পিতুঃ শ্রুত্বা বচনং নৃপনন্দনাঃ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং মুনে ॥১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[প্রচেতাদিগের তপস্যা।]

পৃথুর মহাবীর্য্য দুই পুত্র অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন। হবির্দ্ধানের ঔরসে আগ্নেয়ী (অগ্নিকন্যা) ধিষণা, প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ ও অজিন এই ছয় পুত্রের জননী। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন, যাঁহার দ্বারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত। হে মুনে! তাঁহার সময়ে প্রাচীনাগ্রকুশে পৃথিবীতল আস্তৃত হইয়াছিল। ভগবান প্রাচীনবর্হিঃ মহাবল বলিয়া বিখ্যাত। মহীপতি মহাতপস্যার পর সমুদ্রতনয়া সবর্ণাতে কৃতদার হন। সাবিত্রী সবর্ণা তাঁহা হইতে প্রচেতা নামে ধনুর্ব্বেদপারগ দশ পুত্র ধারণ করেন। তাঁহারা সকলে পৃথক্ ধর্ম আচরণ না করিয়া ও সমুদ্রসলিলবাসী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! মহাত্মা প্রচেতসগণ যেজন্য জলমধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—প্রজাপতিনিযুক্ত অমিতাত্মা পিতা প্রচেতসগণকে বহুমান-পুরঃসর প্রজাবৃদ্ধির জন্য বলিলেন,—হে সুতগণ! প্রজাপতি আমাকে "প্রজা সংবর্দ্ধন কর" এইরূপ আদেশ করায় আমি "তথাস্তু" বলিয়াছি। অতএব পুত্রগণ। তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্দ্রিত হইয়া প্রজাবৃদ্ধি কর। প্রজাপতির নির্দ্দেশ তোমাদের মাননীয়।১-১১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর নৃপনন্দন প্রচেতসগণ

প্রচেতস ঊচুঃ।
যেন তাত প্রজাবৃদ্ধৌ সমর্থাঃ কর্ম্মণা বয়ম্।
ভবামস্তৎ সমস্তং নঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১৩

পিতোবাচ।
আরাধ্য বরদং বিষ্ণুমিষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্।
সমেতি নান্যথা মর্ত্ত্যঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥১৪
তস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতপ্রভুং হরিম্।
আরাধয়ত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপ্সথ ॥১৫
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপ্সিতা সদা।
আরাধনীয়ো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৬
যস্মিন্নারাধিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ।
তমারাধ্যাচ্যুতং বৃদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিষ্যতি ॥১৭

পরাশর উবাচ।
ইত্যেবমুক্তাস্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ।
মগ্নাঃ পয়োধিসলিলে তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥১৮
দশবর্ষসহস্রাণি ন্যস্তচিত্তা জগৎপতৌ।
নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকপরায়ণে ॥১৯
তত্রৈব তে স্থিতা দেবমেকাগ্রমনসো হরিম্।
তুষ্টুবুর্যঃ স্তুতঃ কামান্ স্তোতুরিষ্টান্ প্রযচ্ছতি ॥২০

মৈত্রেয় উবাচ।
স্তবং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রাম্ভসি সংস্থিতাঃ।
চক্রুস্তন্মে মুনিশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যং বক্তুমর্হসি ॥২১

পরাশর উবাচ।
শৃণু মৈত্রেয় গোবিন্দং যথা পূর্ব্বং প্রচেতসঃ।
তুষ্টুবুস্তন্ময়ীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥২২

প্রচেতস ঊচুঃ।
নতাঃ স্ম সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী।
তমাদ্যং তমশেষস্য জগতঃ পরমং প্রভুম্ ॥২৩
জ্যোতিরাত্মমনৌপম্যম্ অনন্তরমপারবৎ।
যোনিভূতমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥২৪
যস্যাহঃ প্রথমং রূপমরূপস্য ততো নিশা।
সন্ধ্যা চ পরমেশস্য তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥২৫
ভুজ্যতেঽহর্দিনং দেবৈঃ পিতৃভিশ্চ সুধাত্মক।
জীবভূতঃ সমস্তস্য তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥২৬

পিতার বাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—, হে তাত! যে কর্ম্ম দ্বারা আমরা প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদিগকে বলুন। পিতা কহিলেন,—মনুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অসংশয়ে ইষ্টলাভ করে,—ইহার অন্যথা হয় না। আর কি তোমাদিগকে বলিব! অতএব যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বভূতপ্রভু হরি গোবিন্দের আরাধনা কর। অনাদি ভগবান পুরুষোত্তম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অভিলাষী ব্যক্তিদিগের সদা আরাধনীয়। যাহার আরাধনা করিয়া প্রজাপতি আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পিতা এইরূপ কহিলে, প্রচেতসনামা সেই দশ পুত্র সমুদ্রসলিলে মগ্ন সমাহিত ও সর্ব্বলোকপরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেব-দেব হরির স্তব করিয়াছিলেন। যিনি স্তুত হইয়া স্তবকর্ত্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন।১২-২০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রচেতসগণ সমুদ্রজল মধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপবিত্র স্তব আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! প্রচেতাসকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তন্ময় হইয়া পূর্ব্বে যেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। প্রচেতসগণ কহিলেন,—যাঁহাতে সর্ব্ববাক্যের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগতের আদ্য, জ্যোতি স্বরূপ, উপমারহিত, অনন্ত, অপারবৎ, অশেষ স্থাবর অস্থাবরের কারণ ও আদ্য, সেই পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই। যে অরূপ পরমেশের প্রথমরূপ অহঃ, তদনন্তর নিশা এবং সন্ধ্যা, সেই কালাত্মককে নমস্কার। সকলের জীবনস্বরূপ যাঁহার সুধাত্মকরূপ দেব ও পিতৃগণ অনুদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমাত্মাকে প্রণাম।২১-২৬

সুন্দরকাণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সীতান্বেষণে লঙ্কায় গমনেচ্ছু হনুমানের মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরদেশ হইতে লম্ফপ্রদান, সাগরের অনুনয়ে জলমধ্য হইতে উত্থিত মৈনাক পর্বত কর্তৃক তাহার শিখরে বিশ্রামের জন্য প্রার্থনা নিবেদন। করতল স্পর্শপূর্বক মৈনাককে সম্মানিত করিয়া হনুমানের গমন, তাঁহার বল ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য দেবগণ কর্তৃক সুরসাদেবীকে প্রেরণ, মুখব্যাদনপূর্বক অপেক্ষমাণা নিশাচররূপধারিণী সুরসার উদরে সূক্ষ্মরূপে হনুমানের প্রবেশ ও বহির্গমন। পুনরায় সেইপ্রকারে মুখব্যাদানপূর্বক গ্রাসপরায়ণা সিংহিকা-নাম্নী রাক্ষসীর উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিয়া উদর বিদীর্ণকরত বহির্গমন, হনুমানের লঙ্কা দর্শন এবং আকাশ হইতে লম্বগিরিশিখরে নিপতন। ...১০৫৭

রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত লঙ্কার দুষ্প্রবেশ্যতা চিন্তাপূর্বক হনুমানের নিজদেহ সঙ্কুচিতকরণ ও চন্দ্রোদয়সময়ে লঙ্কায় প্রবেশ। ...১০৭৭

রাত্রিতে লঙ্কা-প্রবেশকারী হনুমান্ সমীপে লঙ্কাভিমানিনী মহারাক্ষসীর আবির্ভাব, তাঁহাকে স্বীয় করতল দ্বারা আঘাত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে নিষেধ, নারী বলিয়া বামমুষ্টিদ্বারা হনুমান্ কর্তৃক আঘাতে বিহ্বলা রাক্ষসীর পুনঃ প্রবেশ অনুমোদন। ...১০৭৯

প্রথমতঃ রামপদ নিক্ষেপপূর্বক হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ, সেখানে নগরের মধ্যে বাদ্যমান নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি শুনিয়া এবং নানাপ্রকার অস্ত্রধারী মূল সৈন্য অবলোকন পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ। ...১০৮৩

চন্দ্রদেবের গগনাঙ্গনে অবতরণ, হনুমানের নানা-প্রকার নিশাচর ও নিশাচরী অবলোকন, সীতা-দেবীকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার চিন্তা। ...১০৮৫

লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ রাবণের বাসগৃহে গিয়া তন্নিকটবর্তী প্রহস্তপ্রমুখ রাক্ষসগণের গৃহে সীতার অন্বেষণ পূর্বক রাবণের গৃহে হনুমানের প্রবেশ ...১০৮৯

রাবণ ভবন ও পুষ্পকবিমান বর্ণনা ...১০৯২

বিস্তৃতভাবে পুনরায় পুষ্পক বিমান বর্ণনা ...১০৯৪

রাবণগৃহে সীতার অন্বেষণের জন্য হনুমানের পুষ্পকবিমানে আরোহণ এবং নানা অবস্থায় প্রসুপ্ত রমণীগণকে অবলোকন। ...১০৯৬

পুষ্পকবিমানস্থিত হনুমান্ কর্তৃক নানালঙ্কার ও বিবিধোপকরণে দীপ্তিমতী শয্যায় শায়িত, বিবিধ অলঙ্কারালঙ্কৃতদেহ রাবণের দর্শন এবং অদূরে মৃদঙ্গবীণাদি বাদ্যসমন্বিতা শৈলূষীগণের মধ্যে বিচিত্র শয্যায় শয়ানা অত্যুজ্জ্বল আভরণশোভিতা মন্দোদরীকে সীতা মনে করিয়া আনন্দপ্রকাশ। ...১১০২

মন্দোদরীর প্রতি সীতাবুদ্ধি হওয়ায় যুক্তির সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে নিবর্ত্তন পূর্বক হনুমান্ কর্তৃক পানভূমিস্থিত রাবণের চতুর্দিকে নানাবস্থায় রমণীগণকে ও নানাবিধ পানপাত্রাদি অবলোকন এবং পরদারদর্শনজন্য পাপের আশঙ্কা করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বহেতু সেই সংসর্গ নিবারণপূর্বক সেই স্থানে সীতার সন্ধান না পাইয়া অন্যত্র অন্বেষণের জন্য উপক্রম। ...১১০৬

চিত্রগৃহ নিকুম্ভাদি নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও সীতার দর্শন না পাওয়ায় রাবণ কর্তৃক সীতার বিনাশ সম্ভাবনা, অকৃতকার্য্যতাহেতু স্বীয় মনের বৈকল্য-জন্য রাজা সুগ্রীব দর্শনে স্বীয় বিপদ মনে করিয়া হনুমানের বিষাদলাভ। অনির্বেদই ফলজনক মনে করিয়া পুনরায় সীতার অন্বেষণ আরম্ভ এবং অন্বেষ্টব্য স্থানগুলিতে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় শোকলাভ। ...১১১০

পুষ্পক বিমান হইতে নির্গমনের পর বিদ্যুদ্বেগে

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

হনুমানের সর্বত্র সীতার অন্বেষণ, তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তদ্‌বিনাশসম্ভাবনা। সীতার দর্শন না পাইয়া রামের নিকট গমন করত তাহা জ্ঞাপন করা বা না করার বিশেষ দোষ চিন্তা, কিষ্কিন্ধ্যা যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ, প্রায়োপবেশনাদির দ্বারা প্রাণত্যাগ বাসনা, রাবণ বধ প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে এক অশোকবন দর্শন এবং তন্মধ্যে অন্বেষণ করা হয় নাই ভাবিয়া দেবতা ঋষি ব্রহ্মাদির প্রার্থনাপূর্বক তথায় অন্বেষণের ইচ্ছা। ...১১১৩

অশোকবনিকায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক প্রাচীর-বনের রমণীয়তা দেখিয়া হনুমানের বনে প্রবেশ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফন করিতে করিতে শাখা কম্পন করিয়া পুষ্পপত্রাদি অবপাতন, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনের মধ্যভাগে কাঞ্চনময় বেদিকায় কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবেষ্টিত কোন শিংশপাবৃক্ষ দর্শন এবং তাহার সমীপে প্রবহমানা নদী অবলোকন। ...১১১৯

শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বক সর্বদিকে চক্ষু বিস্তার করিয়া হনুমান্ কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদস্থিতা বর্ষাবর্ষিত লক্ষণাক্রান্তা সীতার দর্শন এবং বিবিধযুক্তি দ্বারা তাঁহাকেই সীতারূপে হনুমানের স্থিরীকরণ। ...১১২৩

সীতার শুভলক্ষণ লক্ষণাদির প্রশংসা পূর্বক তাঁহার এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে হনুমানের শোক প্রকাশ। ...১১২৭

ভগবান্ চন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপনীত হইলে ভয়ঙ্কর বিকৃতাননা রাক্ষসীগণকর্তৃক জানকীকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া হর্ষবিস্ফুরিতনেত্রে হনুমান্ কর্তৃক মনে মনে রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন এবং শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাগে গোপনে অবস্থান। ...১১৩০

রজনীর শেষভাগে শতশত প্রমদা পরিবেষ্টিত কামার্ত রাবণকে সীতাসমীপে আসিতে দেখিয়া হনুমানের তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুটভাবে

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

দেখিবার জন্য শিংশপাবৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে নিঃশব্দে অবতরণ এবং শাখার অধোদেশে গূঢ়বেশে অবস্থান। ...১১৩৩

রাবণ ভয়ে কম্পমানা ও পরিম্লানা সীতার অবস্থা বর্ণন এবং সমাগত রাবণ কর্তৃক তাঁহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা। ...১১৩৬

রাবণ কর্তৃক সীতাকে প্রলোভন। ...১১৩৮

দুর্জন সংসর্গ পরিহারের জন্য মধ্যে তৃণ নিক্ষেপ-পূর্বক শান্তিবাক্যে রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে করিতে সীতার রামগুণ কীর্তন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতার শুভফল দেখাইয়া রামের নিকটে আত্মসমর্পণ দ্বারা মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ। ...১১৪১

সীতার এই প্রকার ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ রাবণ 'দুইমাস অপেক্ষা করিয়া তোমাকে হত্যা করিব' বলিয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন অনন্তর রাবণের পত্নীগণের চক্ষুঃসঙ্কেতে আশ্বস্তা সীতা কর্তৃক পুনরায় রাবণকে ভর্ৎসনা, ভয়ঙ্করী বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণকে ভয় ও সান্ত্বনাবাক্যে সীতাকে বশীভূত করার জন্য নিযুক্ত করিয়া 'রাবণকে ধান্যমালিনী নামক তাহার পত্নী তাহা হইতে নিবর্তন করিলে' যুদ্ধ রাবণের অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত স্বগৃহে গমন। ...১১৪৫

রাবণ কর্তৃক নিযুক্তা একজটা প্রমুখরাক্ষসীগণের রাবণের প্রশংসাগীতিতে সীতাকে তৎপ্রতি লুব্ধ করিবার চেষ্টা। ...১১৪৯

রাক্ষসীগণ কর্তৃক নির্ভর্ৎসিত হইয়াও দৃঢ়চিত্তা সীতার শচী, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতার উদাহরণ দিয়া 'মৃত্যু ঘটিলেও আমার পরপুরুষ স্বীকার সম্ভব নহে'—ইহা দৃঢ়তার সহিত উক্তি। শিংশপাবৃক্ষস্থিত হনুমানের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উত্তোলন দ্বারা রাক্ষসীগণ কর্তৃক ভীতি প্রদর্শিতা হইয়া রোরুদ্যমানা সীতার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ। ...১১৫১

রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জন সহ্য করিতে না পারিয়া অশোকশাখা অবলম্বন পূর্বক রাম প্রভৃতির

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
উদ্দেশে আহ্বান জানাইতে জানাইতে অশ্রুপূর্ণনয়না হইয়া জানকীর অত্যন্ত রোদন।	...১১৫৫
রাক্ষসীগণ কর্তৃক নির্ভর্ৎসিতা সীতা তোমরা হত্যা করিলেও আমি তোমাদের কথা স্বীকার করিতে পারিব না'—এই প্রতিজ্ঞা এবং রাম কেন তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন না তাহার বিবিধ কারণ কল্পনাপূর্বক বিলাপ।	...১১৫৭
স্বপ্নদর্শনোত্থিতা ত্রিজটা কর্তৃক সীতাকে তর্ৎসনাকারিণী রাক্ষসীগণকে তর্ৎসনা:—আমি আজ রামের অভ্যুদয় ও রাবণের অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি, অতএব তোমরা সীতাতর্ৎসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও—ইহা জ্ঞাপন, অনন্তর সেই রাক্ষসীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন।	...১১৬১
রাবণপ্রযুক্ত রাক্ষসীগণের তর্ৎসন ও তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু বিলাপ করিতে করিতে সীতা দেবীর দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা এবং তখন পূর্বে অনুভূত শুভ লক্ষণসমূহের আবির্ভাব।	...১১৬৬
শুভ নিমিত্তগুলির কথন, পূর্বে পরিজ্ঞাত গাত্র রোমহর্ষলক্ষণের সমান জাতীয় বলিয়া সেই লক্ষণগুলির শুভত্ব নির্ধারণ পূর্বক সীতার আনন্দ অনুভব।	...১১৬৯
প্রত্যক্ষ সকলবৃত্তান্তদর্শী শিংশপাবৃক্ষস্থ হনুমান্ কর্তৃক সীতাকে আশ্বাস দেওয়া ও আশ্বাস না দেওয়ার দোষগুণ বিচার এবং যথাসময়ে সমাশ্বাস-প্রদান কর্তব্য বলিয়া নিশ্চয়।	...১১৭০
শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্ কর্তৃক মনুষ্যের বাক্য অবলম্বন পূর্বক রামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় সীতাদর্শন পর্যন্ত সংঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণন, তাহা শ্রবণ করিয়া সীতা কর্তৃক আনন্দে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্‌কে অবলোকন।	...১১৭৫
সীতার স্বচিন্তার উপর তর্কবিতর্ক।	...১১৭৭
সীতার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক হনুমান্ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামের বনগমন বৃত্তান্ত বর্ণন।	...১১৭৯
হনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ ও তাহার সমাধান। হনুমান্ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী কীর্তন।	...১১৮২
সমাগত হনুমান্ যথার্থতঃ রামের দূত কিনা জানিতে ইচ্ছা করিয়া জানকী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হনুমানের রাম ও লক্ষ্মণের বর্ণ চিহ্নাদি নিরূপণ পূর্বক নিজের সুগ্রীবের মন্ত্রিত্ব ও সীতা দর্শন পর্যন্ত সমূহ বৃত্তান্ত বর্ণন।	...১১৮৬
নিজের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য হনুমান্ কর্তৃক জানকীকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, তাহা লাভ করিয়া হৃষ্ট সীতা দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও রামাদির কুশল জিজ্ঞাসা, এ পর্যন্ত না আসায় রাম সীতাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না—এই আশঙ্কা করিয়া সীতার ক্রোধ, আপনার অবস্থানাদি জানা না থাকাই রামের অনাগমনের হেতু—হনুমানের এতাদৃশ উক্তি, সীতার প্রতি রামের অত্যন্ত প্রীতির কথা বলিয়া হনুমান্ কর্তৃক রামের শোকাবস্থা প্রতিপাদন পূর্বক সীতার প্রাপ্তির জন্য তাঁহার অশেষবিধ প্রযত্নের বর্ণনা এবং তাঁহাকে আশ্বাস দান।	...১১৯৪
স্বকীয় (সীতার) বিয়োগজন্য রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিতা সীতা কর্তৃক রামচন্দ্রকে সত্বর সেই স্থানে লইয়া আসিবার জন্য হনুমানের নিকট প্রার্থনা। সীতার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি 'আসুন! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন—আমি আপনাকে রামের নিকট লইয়া যাইতেছি' ইত্যাদি হনুমানের উক্তি তদনুকূল উদ্‌যোগ করত ক্ষুদ্রাকৃতিতে সীতাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া হনুমানের বিশাল শরীর ধারণ, তাঁহার সহিত সীতার যাওয়া সমীচীন হইবে	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মা—ইহা সীতার উত্তর এবং রামচন্দ্রকেই সত্বর সে স্থানে আনার জন্য হনুমান্‌কে প্রেরণ।	...১১২৯
রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনুমান্ কর্তৃক অভিজ্ঞান প্রার্থিতা হইয়া জানকীর কাকাসুর বৃত্তান্ত কথন ও ইহাই প্রত্যভিজ্ঞানরূপে জানাইবার জন্য আদেশ দান, রামকে অভিবাদন ও লক্ষ্মণকে কুশলপ্রশ্নাদি বলিয়া 'রাবণনির্দ্দিষ্ট অবশিষ্ট কাল মাসদ্বয়ের মধ্যে আমি একমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা পূর্বক অভিজ্ঞানরূপে স্বীয় চূড়ামণি প্রদান।	...১২০৫
চূড়ামণি গ্রহণ পূর্বক প্রস্থানোদ্যত হনুমান্‌কে জানকী কর্তৃক স্বীয় কুশল জানাইয়া আমাকে 'উদ্ধার করার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করিও,—ইহা নিবেদন, দুস্তর সমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরেরা সমর্থ হইবেন কিনা সীতা আশঙ্কা করিলে হনুমান্ কর্তৃক স্বীয় প্রভাব বর্ণন পূর্বক 'না হয় আমিই আমার পৃষ্ঠে তাঁহাদিগকে লইয়া নিশ্চয় এস্থানে উপস্থিত হইব' বলিয়া সীতাকে আশ্বাস প্রদান।	...১২১১
সীতা কর্তৃক মনঃশীলা দ্বারা তিলকরচনা ও কাকের প্রতি বাণমোচন রামের স্মৃতিপথে আনার উদ্দেশে ঐ সকল বৃত্তান্ত হনুমানের নিকট বর্ণনপূর্বক স্বীয় দুর্দ্দশা নিবেদন ও তাহা হইতে বিমুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া আশীর্বাদ সহকারে হনুমানের গমন অনুমোদন।	...১২১৬
জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ কর্তৃক রাক্ষসগণের শক্তি পরীক্ষার কার্য্যে অবশিষ্ট মন স্থাপন ও প্রমদবন ভঙ্গ স্থির পূর্বক তাহা কার্য্যে পরিণতকরণ।	...১২১৯
হনুমান্ কর্তৃক প্রমদবন বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সীতার নিকট ইনি কে এইরূপ রাক্ষসীগণের জিজ্ঞাসা, 'আমি জানিনা, হয়ত কোন রাক্ষস হইতে পারে' সীতার এই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া কতিপয় দূতের রাবণের সমীপে গমন এবং সীতাবস্থিত কানন	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্যতীত সমস্ত বনের বিধ্বংসন সংবাদ জ্ঞাপন। হনুমান্ কর্তৃক রাবণ প্রেরিত কিঙ্কর নামক বহু রাক্ষসগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ পূর্বক রাবণ কর্তৃক প্রহস্তরাক্ষসের পুত্রকে তথায় প্রেরণ।	...১২২২
রাবণপ্রেরিত কিঙ্করদের হত্যা করিয়া অদৃষ্টপূর্ব রাক্ষসকুলদেবতার চৈত্য প্রাসাদ ধ্বংস করিতে উদ্যোগ, প্রাসাদরক্ষক দ্বারা প্রহৃত হনুমান্ কর্তৃক তাহাদের বধ এবং রাম নাম গর্জন পূর্বক নিজ পরাক্রম প্রকটিত করিয়া চৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তাহা ভ্রমণ করাইতে করাইতে প্রাসাদ দগ্ধকরণ, পরে অন্তরীক্ষে গমন এবং 'অচিরেই এই নগরী ও তোমরা বিধ্বস্ত হইবে' এইরূপ নিবেদন।	...১২২৬
হনুমান্‌কে নিগৃহীত করার জন্য রাবণ কর্তৃক প্রেরিত জম্বুমালীকে যুদ্ধে নিধন।	...১২২৮
পবননন্দনের পূর্বে কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণের ন্যায় মন্ত্রিপুত্র সাতজনকে যমালয়ে প্রেরণ এবং পুনরায় সেই তোরণের উপর আরোহণপূর্বক অবস্থান	...১২৩০
অনন্তর রাবণপ্রেরিত পাঁচজন সেনাপতির বধসাধন পূর্বক হনুমানের পুনরায় সেই তোরণে অবস্থান।	...১২৩২
হনুমান্ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত রাবণের পুত্র অক্ষনামক রাক্ষস বধ।	...১২৩৬
রাবণকর্তৃক নিয়োগদিষ্ট ইন্দ্রজিতের হনুমানের নিকট গমন, দ্রুতগামী হনুমানের দ্বারা ইন্দ্রজিতের বাণ ব্যর্থ হইলে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন। সেই বন্ধনমোচনে সমর্থ হইলেও হনুমানের রাবণ সন্দর্শনেচ্ছায় তাহার অনুবর্ত্তন এবং তাহাকে লইয়া ইন্দ্রজিতের রাবণের নিকট গমন।	...১২৪২
রাবণের (মহাপুরুষ) চিহ্ন, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হনুমানের 'রাবণ যদি ধর্মভ্রষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে তিনি দেবলোকেরও শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন' এইরূপ সম্ভাবনা।	...১২৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রাবণাদিষ্ট প্রহস্ত কর্তৃক হনুমানের নিকট তাহার পরিচয়, বনবিমর্দন ও রাক্ষস সংহনের কারণ জিজ্ঞাসা, মন্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া ও রাবণকে লক্ষ্য করিয়া বনভঙ্গ, রাক্ষস বধ এবং তাঁহার (রাবণের) দর্শন, আত্মরক্ষণের জন্য প্রতিযুদ্ধ বর্ণন পূর্বক নিজেকে রামদূত বলিয়া হনুমানের পরিচয় দান এবং রক্ষার বরে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি সুলভ হইলেও আপনার দর্শনের জন্য অস্ত্রানুসরণ করিয়া আসিয়াছি—ইহা জ্ঞাপন। ...১২৫১	জাম্ববান্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের লঙ্কা যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কথন। ...১২৮১
হনুমান্ কর্তৃক রাবণের নিকট রামের বনাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাদর্শন পর্যন্ত সকল ঘটনা নিবেদন, রামমহিমা বর্ণনপূর্বক সীতাকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া নিজের জীবন লাভ ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে উপদেশ দান। ...১২৫৩	বানরগণসমীপে হনুমান্ কর্তৃক সীতার দুরবস্থা বর্ণনাপূর্বক তাহাদিগকে লঙ্কা আক্রমণে উৎসাহদান। ...১২৯৪
হনুমানের কর্কশ বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক তাহার বধাদেশ, দূতের অবধ্যত্ব প্রদর্শন পূর্বক বিভীষণের তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। ...১২৫৭	স্বীয় পরাক্রম প্রশংসায় উৎসাহিত অঙ্গদের রাবণাদি রাক্ষস বিনাশ পূর্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে উদযোগ, বিবেচক জাম্ববান্ কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক তাহা হইতে প্রতিনিবর্তন। ...১২৯৭
রাবণাদ্দিষ্ট নিশাচরগণ কর্তৃক তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পুচ্ছ সংবেষ্টনপূর্বক ঢক্কাদিবাদ্য ঘোষণার সহিত লঙ্কা প্রদক্ষিণ। রাক্ষসীর নিকট এই সব কথা শুনিয়া জানকীর অগ্নির নিকট শপথপূর্বক প্রার্থনা, তোরণের উপর আরোহণ পূর্বক নিজ শরীর কৃশ করিয়া পুচ্ছাগ্নি হইতে হনুমানের মুক্তিলাভ এবং স্বীয় শরীর বিশাল করত পরিঘ লইয়া রক্ষী রাক্ষসগণকে বধ। ...১২৬০	মহেন্দ্র পর্বত হইতে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমনকারী বানরগণের পথিমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তম ও দধিমুখরক্ষিত মধুবনে অবতরণ। অঙ্গদের আদেশে মধুবনের ফল উপভোগ এবং ক্রুদ্ধ দধিমুখ কর্তৃক নিবারিত হইয়া নখদন্ত দ্বারা তাহাকে প্রহার দান। ...১২৯৯
হনুমান্ কর্তৃক লঙ্কাপুরীর দহন ও রাক্ষসগণের বিলাপ। ...১২৬৫	হনুমানের অনুমতি পাইয়া বানরগণ কর্তৃক কোতের সহিত মধুবনে প্রবেশ পূর্বক মধুপান করিয়া সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বারা মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে করিতে নিষেধপ্রবৃত্ত বানরগণকে বিতাড়ন, বিতাড়িত বনরক্ষকগণের দধিমুখের নিকট সমস্ত নিবেদন, পুনরায় দধিমুখ নিষেধপ্রবৃত্ত হইলে অঙ্গদ কর্তৃক দধিমুখকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে নিষ্পেষণ, তখন সুগ্রীবের নিকট নিবেদনাভিপ্রায়ে দধিমুখ ও বনরক্ষকগণের কিষ্কিন্ধায় গমন এবং রামসমীপস্থ সুগ্রীবের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন। ...১৩০২
সীতার জন্য হনুমানের চিন্তা ও তাহার নিবারণ। ...১২৭০	দধিমুখ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবনবিধ্বংসন সংবাদ নিবেদন, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবকে দধিমুখের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা, দধিমুখের বৃত্তান্ত শুনিয়া ও বানরগণের হর্ষোদয় অবগত হইয়া লক্ষ্মণের সীতার সন্ধানপ্রাপ্তি নিশ্চয়, দধিমুখকে আশ্বাস প্রদান এবং অঙ্গদ প্রভৃতিকে সত্বর পাঠাইয়া দিবার আদেশ দান। ...১৩০৬
সীতার সহিত হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎকার ও তারপর সমুদ্র লঙ্ঘন। ...১২৭৩	মধুবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুগ্রীবসমাদিষ্ট দধিমুখের অঙ্গদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং সত্বর
সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জাম্ববান্ ও অঙ্গাদির সহিত হনুমানের মিলন। ...১২৭৭	

সুগ্রীবসমীপগমনে সুগ্রীবের আদেশ নিবেদন। হনুমৎ প্রভৃতির সহিত অঙ্গদ কর্তৃক সুগ্রীবসমীপে সমুপনীত হইয়া প্রণামপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা-সন্দর্শনাদি নিবেদন। ...১৩০৯

রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের শিংশপা বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণমধ্যে তাঁহার অবস্থান নিবেদন পূর্বক তাঁহার প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান। ...১৩১৩

সীতাদেবীর প্রেরিত চূড়ামণি বক্ষে ধারণ করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্র কর্তৃক হনুমান্‌কে পুনরায় সীতাকথিত বাক্যগুলি নিবেদন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন। ...১৩১৬

হনুমান্ কর্তৃক সীতাকথিত চিত্রকূট পর্বতে সঙ্ঘটিত বায়সবৃত্তান্তরূপ অভিজ্ঞানের সম্যক্ বর্ণন, সীতার করুণবিলাপ ও হনুমৎকর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনাপ্রদান—ইহা বর্ণন। ...১৩১৮

হনুমান্ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট সমুদ্রতরণে বানরগণের শক্তি আছে কিনা, এই সীতাকৃত সন্দেহের কথা নিবেদন ও তাহার পরিহারবিষয় বর্ণন। ...১৩২২

যুদ্ধকাণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা পূর্বক সমুদ্র-পারের চিন্তা। ...১৩২৭

শোকার্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ বাক্য। ...১৩২৯

হনুমানের নিকট শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কার পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং হনুমান্ কর্তৃক তাহার বিবরণ দান। ...১৩৩১

বানরসেনাগণের সহিত শ্রীরামাদির প্রস্থান ও সমুদ্রতটে তাঁহাদিগের একত্র সমাবেশ। ...১৩৩৪

সীতার জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ। ...১৩৪৩

কর্তব্য নির্ধারণের জন্য রাবণ কর্তৃক মন্ত্রিগণকে সমুচিত পরামর্শ দিতে অনুরোধ। ...১৩৪৫

রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণ ও ইন্দ্রজিতের বল পরাক্রম বর্ণনা এবং রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের জয় হইবে—এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন। ১৩৪৭

শত্রুসেনা বিনাশ করিবার জন্য রাবণের নিকট প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির উৎসাহ প্রদর্শন। ...১৩৪৯

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীরাম অজেয়—ইহা জানাইয়া রামের নিকট সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে রাবণ সমীপে বিভীষণের অনুরোধ। ...১৩৫১

বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন, অমঙ্গল-নিমিত্তসকলের ভয় দেখাইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে প্রার্থনা এবং রাবণ কর্তৃক তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্যপূর্বক বিদায় দান। ...১৩৫৩

রাবণের সহিত তাঁহার সভাসদ্‌গণের একত্র সম্মেলন। ...১৩৫৯

নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি আপনার আসক্তির কথা বলিয়া রাবণের তাঁহার হরণ-প্রসঙ্গ কথন এবং ভাবী কর্তব্যের জন্য সভাসদ্‌গণের সম্মতি প্রার্থনা, প্রথমে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তিরস্কার পরে স্বয়ংই সমস্ত শত্রুসৈন্য বধের ভার গ্রহণ। ...১৩৬২

মহাপার্শ্বের উক্তি, সীতাকে বলাৎকার করিবার জন্য রাবণের প্রতি তাঁহার অকরণের কারণ ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তিরূপপূর্ব বৃত্তান্ত ও দুরাধর্ষত্ব কথন। ...১৩৬৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

"রাম অজেয়" এই কথা বলিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ। ...১৩৬৮

বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস ও ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কারপূর্বক সভায় বিভীষণের যথার্থ সত্য কথন। ...১৩৭১

রাবণকর্তৃক বিভীষণের তিরস্কার এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করত বিভীষণেরও সভা ত্যাগ। ...১৩৭৩

শ্রীরামের নিকট বিভীষণের শপথগ্রহণ, তাহার আশ্রয় দান সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ। ...১৩৭৬

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত রক্ষার মহত্ত্ব এবং স্বীয় ব্রতের বর্ণনপূর্বক বিভীষণের সহিত মিলন।...১৩৮২

শ্রীরামের চরণে বিভীষণের শরণগ্রহণ, রামের দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিভীষণকর্তৃক রাবণের শক্তির পরিচয়দান, রাবণ বধের প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক এবং সমুদ্রতীরে নিবাস স্থাপন। ...১৩৮৬

শার্দূলের পরামর্শে শুককে দূত করিয়া সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানর দ্বারা উহার দুর্দশার কারণ বর্ণন, শ্রীরামকৃপায় সঙ্কটমোচন ও রাবণ উদ্দেশে সুগ্রীবের উত্তর। ...১৩৮৯

শ্রীরাম কর্তৃক সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণ পূর্বক দিবসত্রয় উপবেশন করিয়া সমুদ্র দেবের দর্শন না পাওয়ায় কোপসহকারে বাণদ্বারা সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধীকরণ। ...১৩৯৩

সমুদ্রের পরামর্শানুযায়ী নল দ্বারা সাগরের উপর শতযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ এবং সেতুপথে বানরগণের সহিত শ্রীরামাদির পরপার গমন ও শিবির স্থাপন। ...১৩৯৬

শ্রীরামের লক্ষ্মণসমীপে দুর্নিমিত্ত সকলের বর্ণন। ...১৪০৩

লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কার শোভাবর্ণন পূর্বক ব্যূহবদ্ধভাবে সৈন্যগণকে অবস্থান করিতে শ্রীরামের আদেশদান, তাঁহার আদেশে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শুকের রাবণসমীপে গমনান্তর শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণেরও নিজ সৈন্যের গর্ব প্রদর্শন। ...১৪০৫

রাবণকর্তৃক গুপ্তভাবে শুক ও সারণকে বানরসেনামধ্যে প্রেরণ, বিভীষণকর্তৃক তাহাদের বন্ধন, শ্রীরামের কৃপায় মুক্ত হইয়া তাঁহার সংবাদ গ্রহণপূর্বক শুক ও সারণের লঙ্কায় গমন এবং রাবণসমীপে তাহা নিবেদন। ...১৪০৯

রাবণসমীপে সারণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বানরযূথপতিগণের পরিচয় দান। ১৪১২

বানরসেনাগণের মধ্যে প্রধান যূথপতিগণের পরিচয়দান। ...১৪১৬

সুগ্রীবমন্ত্রিগণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, বিভীষণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া শুক কর্তৃক বানরসৈন্যগণের সংখ্যা নিরূপণ। ...১৪২০

রাবণ কর্তৃক শুক-সারণকে ভর্ৎসনাপূর্বক রাজসভা হইতে তাহাদের বহিষ্করণ, শ্রীরামের কৃপায় রাবণ-প্রেরিত গুপ্তচরগণের বানরদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এবং লঙ্কায় আগমন। ...১৪২৩

রাবণের নিকট গুপ্তচরগণ ও শার্দূলের বানরসেনা-সমাচার কথন এবং যুথপতিগণের পরিচয় দান। ...১৪২৬

শ্রীরামের মায়ারচিত মস্তক দেখাইয়া সীতাকে মোহিত করিবার জন্য রাবণের প্রচেষ্টা। ...১৪২৯

সীতাকে সরমার সান্ত্বনাদান, রাবণের মায়া উদ্ঘাটন, শ্রীরামের আগমনরূপপ্রিয়সংবাদ কর্ণগোচরীকরণ এবং শ্রীরামের বিজয়বিষয়ে সীতার বিশ্বাস উৎপাদন। ...১৪৩৩

সরমার সীতাদেবীকে সান্ত্বনাদান, রাবণের মায়ার কথা বর্ণন, শ্রীরামের আগমনরূপ প্রিয় সমাচার জ্ঞাপন এবং তাঁহার বিজয়বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন। ...১৪৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সীতার অনুরোধে সরমা কর্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রিগণ সহিত রাবণের নিশ্চিতাভিপ্রায় নিবেদন।	...১৪৪০
শ্রীরামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য রাবণের প্রতি মাল্যবানের প্রবোধবাক্য।	...১৪৪৩
মাল্যবানের আক্ষেপ, নগরীর রক্ষণব্যবস্থা করত রাবণের অন্তঃপুরে গমন।	...১৪৪৬
বিভীষণের শ্রীরামের নিকট রাবণকর্তৃক লঙ্কাপুরীর রক্ষণব্যবস্থা জ্ঞাপন, লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে আক্রমণ করিবার জন্য শ্রীরামকর্তৃক সেনাপতিগণের নিযুক্তি।	...১৪৪৮
বানরগণসহ শ্রীরাম প্রভৃতির সুবেলপর্বতে আরোহণ ও সেখানে রাত্রিযাপন।	...১৪৫১
বানরগণের সহিত শ্রীরামের সুবেলপর্বতের শিখর হইতে লঙ্কাপুরী দর্শন।	...১৪৫৩
সুগ্রীব ও রাবণের মল্লযুদ্ধ।	...১৪৫৫
শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীবকে দুঃসাহস হইতে নিবৃত্তি, লঙ্কার চতুর্দ্বারে বানরসৈন্যগণের নিযুক্তি, শ্রীরামদূত অঙ্গদের রাবণের সহিতে পরাক্রম প্রকাশ এবং বানরগণের আক্রমণে রাক্ষসদিগের ভয়।	...১৪৬১
লঙ্কার উপর বানরগণের আক্রমণ ও রাক্ষসগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ।	...১১৭০
জলযুদ্ধে বানরগণের দ্বারা রাক্ষসগণের পরাজয়।	...১৪৭৪
রাত্রিকালে বানর এবং রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ, অঙ্গদের দ্বারা ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগময় বাণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্ধন।	...১৪৭৮
ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ এবং বানরসমূহের শোক প্রকাশ।	...১৪৮১
শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বানরগণের শোক, ইন্দ্রজিতের হর্ষোল্লাস, বিভীষণ কর্তৃক সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দান, লঙ্কায় গমনপূর্বক ইন্দ্রজিতের পিতৃসমীপে শত্রুবধবৃত্তান্ত কথন এবং প্রণয় রাবণ কর্তৃক স্বীয় পুত্রের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন।	...১৪৮৪
বানরগণের দ্বারা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের রক্ষা, রাবণের আদেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখাইতে রাক্ষসীগণের রণভূমিতে গমন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিতা সীতার রোদন।	...১৪৮৯
সীতার বিলাপ, ত্রিজটা কর্তৃক 'শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জীবিত হইবে' এই আশ্বাস প্রদান পূর্বক লঙ্কায় আগমন।	...১৪৯১
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ এবং প্রাণত্যাগ নিশ্চয় করিয়া বানরগণকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দান।	...১৪৯৫
বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া বানরগণের পলায়ন, জাম্ববান্ কর্তৃক তাহাদের সান্ত্বনা দান, বিভীষণের প্রলাপ, সুগ্রীব কর্তৃক তাহাকে সান্ত্বনাদান, গরুড়ের আগমন এবং রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করত গমন।	...১৪৯৮
শ্রীরামের বন্ধন মুক্ত হইবার সংবাদ অবগত হইয়া চিন্তিত রাবণ কর্তৃক ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ এবং সসৈন্যে ধূম্রাক্ষের নগর ত্যাগ।	...১৫০৪
ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ, হনুমানের দ্বারা তাহার বধ।	...১৫০৬
যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের প্রস্থান বজ্রদংষ্ট্র কর্তৃক বানরগণের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসগণের সংহার।	...১৫১০
বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদের যুদ্ধ এবং অঙ্গদ কর্তৃক তাহার নিধন।	...১৫১৩
রাবণের আদেশে অকম্পন আদি রাক্ষসগণের যুদ্ধযাত্রা এবং বানরবৃন্দের সহিত ঘোর যুদ্ধ।	...১৫১৭
শ্রীহনুমানের দ্বারা অকম্পন বধ।	...১৫২০
রাবণের আদেশে বিপুল সেনার সহিত প্রহস্তের যুদ্ধার্থ গমন।	...১৫২৩
নীলের দ্বারা প্রহস্ত বধ।	...১৫২৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রহস্তের মরণে দুঃখিত রাবণের যুদ্ধে আগমন, তাহার সহিত আগত মুখ্য বীরগণের পরিচয়, রাবণের প্রহারে সুগ্রীবের মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণের যুদ্ধে আগমন, হনুমান্ এবং রাবণের পরস্পর চপেটাঘাত, রাবণের বাণাঘাতে নীলের মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণের শক্তিপ্রহারে রাবণের সংজ্ঞালোপ এবং চৈতন্যলাভ করত রাম কর্তৃক পরাস্ত হইয়া রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ।	...১৫৩২
পরাজিত রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঞ্জন ও তাহাকে দেখিয়া বানরগণের ভয়।	...১৫৪৭
বিভীষণের শ্রীরামের নিকট কুম্ভকর্ণের পরিচয়দান এবং শ্রীরামের আজ্ঞায় লঙ্কার দ্বারের উপর আরোহণ।	...১৫৫৫
কুম্ভকর্ণের রাবণভবনে প্রবেশ ও রাবণের রাম হইতে ভয় এই কথা বলিয়া তাহাকে শত্রুসেনা বিনাশের জন্য প্রেরণা দান।	...১৫৫৯
কুম্ভকর্ণ কর্তৃক কুকর্মকারী রাবণের নিন্দা এবং তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক যুদ্ধবিষয়ে মন্ত্রণাদান।	...১৫৬১
কুম্ভকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করত মহোদরের বিনাযুদ্ধেই রাবণকে অভীষ্টবস্তু লাভের উপায় কথন।	...১৫৬৬
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা, রাক্ষসের ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে বানরগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ও ইতস্ততঃ পলায়ন।	...১৫৭৩
অঙ্গদ কর্তৃক পলায়মান বানরগণকে আশ্বাসদান ও বানরগণের পুনরায় যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন।	...১৫৭৮
কুম্ভকর্ণের সহিত বানরগণের যুদ্ধ ও বহু বানরসেনা নিহত, হনুমান প্রভৃতি বীরগণের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণকৃত অসংখ্য বানরসৈন্য নিহত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও কুম্ভকর্ণ বধ	...১৫৮১
কুম্ভকর্ণের নিধন সংবাদ শুনিয়া রাবণের বিলাপ।	...১৫৯৭
রাবণের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণের যুদ্ধযাত্রা এবং অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্শ্বক বধ।	...১৫৯৯
হনুমান্ কর্তৃক মহোদর ও ত্রিশিরা নীলকর্তৃক মহোদর এবং অঙ্গদকর্তৃক মহাপার্শ্ব বধ।	...১৬০৭
যুদ্ধের জন্য রাবণপুত্র অতিকায়ের আগমন ও লক্ষ্মণ কর্তৃক অতিকায় বধ।	...১৬১৩
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ও তৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বানরসেনাসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।	...১৬২৪
জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধি-সংগ্রহের জন্য হনুমানের গমন এবং ওষধি লইয়া প্রত্যাগমন, উহার গন্ধে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানরগণের পুনরায় সংজ্ঞালাভ।	...১৬৩০
বানরগণকর্তৃক লঙ্কানগরী দহন এবং রাক্ষস ও বানরদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	...১৬৩৭
অঙ্গদকর্তৃক কম্পন ও প্রঘস, দ্বিবিদকর্তৃক গোপিতাক্ষ, মৈন্দকর্তৃক ধূপাক্ষ এবং সুগ্রীবকর্তৃক কুম্ভ বধ।	...১৬৪৩
হনুমান কর্তৃক নিকুম্ভ বধ।	...১৬৪৯
রাবণের আজ্ঞায় মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন।	...১৬৫২
শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক মকরাক্ষ বধ।	...১৬৫৪
রাবণের আজ্ঞায় ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ইন্দ্রজিৎ বধের বিষয়ে রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে আলোচনা।	...১৬৫৭
ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াময়ী সীতাবধ।	...১৬৬০
হনুমানের নেতৃত্বে বানরগণের সহিত রাক্ষসদের যুদ্ধ, শ্রীরামের নিকট হনুমানের গমন ও নিকুম্ভিলা মন্দিরে যাইয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ আরম্ভ।	...১৬৬৩
সীতার হত্যাসংবাদ শ্রবণে শোকে রামের মূর্চ্ছা; লক্ষ্মণকৃত সান্ত্বনাদান ও পুরুষার্থ প্রয়োগের-জন্য উদ্যম।	...১৬৬৬
শ্রীরামের নিকট বিভীষণকৃত ইন্দ্রজিতের মায়ারহস্য উদ্‌ঘাটনে সীতার জীবনাস্তিত্বে রামের প্রত্যয় ও সসৈন্য লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা মন্দিরে	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রেরণের জন্য নিকট বিভীষণের অনুরোধ।	...১৬৭০
বিভীষণের অনুরোধে ইন্দ্রজিদ্‌বধার্থ গমনে রামচন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণের আদেশ প্রাপ্তি এবং সসৈন্য লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে উপস্থিতি।	...১৬৭২
বানর ও রাক্ষসসেনার যুদ্ধ; হনুমান্‌কর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষীকরণ।	...১৬৭৫
ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের মধ্যে রোষপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি, রাক্ষসসৈন্য সংহার; ইন্দ্রজিৎকে হনুমানের বাহুযুদ্ধে আহ্বান ও লক্ষ্মণ কর্তৃক কথাবার্তা।	...১৬৭৮
লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে সরোষ বাক্য-বিনিময় ও ঘোরতর যুদ্ধ।	...১৬৮১
রাক্ষসদিগের উপর বিভীষণের প্রহার ও বানর-যূথপতিগণকে যুদ্ধে উৎসাহ দান, লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিতের সারথি এবং বানরগণকর্তৃক তাহার অশ্বসমূহের নিধন।	...১৬৮৭
লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং ইন্দ্রজিতের সংহার।	...১৬৯২
লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রভৃতির শ্রীরামসমীপে গমন ইন্দ্রজিদ্‌বধবৃত্তান্তকথন, লক্ষ্মণের দেহে দেহ রাখিয়া প্রসন্ন রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রশংসা ও সুষেণ প্রভৃতি কর্তৃক লক্ষ্মণাদির চিকিৎসা।	...১৬৯৯
রাবণের শোক এবং সুপার্শ্বের প্রবোধে সীতাবধ হইতে নিবৃত্তি।	...১৭০১
শ্রীরামকর্তৃক রাক্ষসসেনা সংহার।	...১৭০৭
রাক্ষসীগণের বিলাপ।	...১৭১০
মন্ত্রিগণকে প্রবোধ দিয়া শত্রুবধ বিষয়ে স্বীয় উৎসাহ প্রকটন ও যুদ্ধে আসিয়া পরাক্রম প্রদর্শন	...১৭১৩
সুগ্রীবকর্তৃক রাক্ষসসেনা বধ ও বিরূপাক্ষ সংহার।	...১৭১৭
সুগ্রীবের সহিত মহোদরের ঘোর যুদ্ধ এবং বিনাশ।	...১৭২০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্শ্ব বধ।	...১৭২৩
শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ।	...১৭২৫
রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ও যুদ্ধ হইতে রাবণের পলায়ন	...১৭২৯
শ্রীরামের বিলাপ, ওষধি আনিতে হনুমানের গমন ও প্রত্যাবর্তন, সুষেণ কর্তৃক হনুমদানীত ওষধির প্রয়োগ, লক্ষ্মণের চেতনা লাভ এবং উত্থান।	...১৭৩৪
ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ।	...১৭৩৮
রাবণের প্রতি শ্রীরামের তিরস্কার বাক্য ও যুদ্ধে মৃতপ্রায় রাবণকে লইয়া সারথির পলায়ন।	...১৭৪৪
সারথিকে রাবণের তিরস্কার এবং প্রত্যুত্তরে রাবণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত সারথির রণস্থলে গমন।	...১৭৪৭
শ্রীরামের বিজয়লাভের জন্য অগস্ত্যমুনি কর্তৃক 'আদিত্যহৃদয়' পাঠের সম্মতিদান।	...১৭৪৯
রাবণের রথ দেখিয়া মাতলির প্রতি শ্রীরামের সাবধানবাক্য, রাবণের পরাজয়সূচক উৎপাত ও শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণের বর্ণনা।	...১৭৫৪
রাবণের সহিত শ্রীরামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	...১৭৫৭
শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বিনাশ।	...১৭৬২
বিভীষণের বিলাপ এবং তাহাকে বুঝাইয়া রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে তাহার প্রতি শ্রীরামের আদেশ দান।	...১৬৬৫
রাবণের স্ত্রীগণের বিলাপ।	...১৭৬৭
মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণের দাহসংস্কার।	...১৭৭০
বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং হনুমানের দ্বারা শ্রীরামকর্তৃক সীতার নিকট সংবাদ প্রেরণ।	...১৭৭৯
সীতার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়া হনুমানের প্রত্যাবর্তন ও তাঁহার সংবাদ শ্রীরামের নিকট কথন।	...১৭৮১
শ্রীরামের আজ্ঞায় সীতাকে তৎসমীপে বিভীষণের	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আগমন ও সীতাকর্তৃক মুখচন্দ্র দর্শন।	...১৭৮৬
সীতার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে শ্রীরামের অস্বীকার এবং অন্যত্র গমন করিতে নির্দ্দেশ।	...১৭৮৯
শ্রীরামকে তিরস্কারব্যঞ্জকবাক্যে সীতার উত্তর দান এবং নিজ সতীত্ব দেখাইবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ।	...১৭৯১
ভগবান্ শ্রীরামের সমীপে দেবগণের আগমন এবং ব্রহ্মাকর্তৃক শ্রীরামের ভগবত্তা প্রতিপাদন ও স্তবন।	...১৭৯৫
সীতাকে লইয়া মূর্ত্তিমান অগ্নিদেবের আবির্ভাব, সীতার পবিত্রতার প্রমাণীকরণ এবং শ্রীরাম কর্তৃক সীতাদেবীর গ্রহণ।	...১৭৯৮
মহাদেবের আজ্ঞায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বিমানে আগত রাজা দশরথকে প্রণাম এবং দুই পুত্র ও সীতাকে আবশ্যক সংবাদ জানাইয়া দশরথের ইন্দ্রলোকে গমন।	...১৮০০
শ্রীরামের অনুরোধে ইন্দ্রকর্তৃক মৃত বানরগণের জীবনদান, দেবগণের প্রস্থান ও বানরসৈন্যদিগের বিশ্রাম।	...১৮০৩
অযোধ্যাগমনের জন্য শ্রীরামের উদ্যোগ এবং তাঁহার আজ্ঞায় বিভীষণ-কর্তৃক পুষ্পক বিমান প্রার্থনা।	...১৮০৬
রামের আজ্ঞায় বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের বিশেষ সৎকার এবং সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত বানরগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রস্থান।	...১৮০৯
অযোধ্যায় যাইতে যাইতে সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের বিবিধস্থান প্রদর্শন।	...১৮১১
ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া মুনীন্দ্রসমীপে শ্রীরামের গমন ও ভরদ্বাজের নিকট হইতে শ্রীরামের বরলাভ।	১৮১৬
হনুমান্‌কর্তৃক সংহৃত নিষাদরাজ গুহ এবং ভরতকে শ্রীরামের সংবাদ দান ও তাহাতে প্রসন্ন ভরত কর্তৃক হনুমানকে উপহার দান।	...১৮১৮
হনুমান্ কর্তৃক ভরতকে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনবাস সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করান।	...১৮২২
শ্রীরামকে স্বাগত জানাইবার জন্য অযোধ্যার প্রস্তুতি, রামকে আনিবার জন্য ভরতের নন্দিগ্রামে গমন, শ্রীরামের আগমন, ভরতাদির সহিত তাঁহার মিলন এবং কুবেরের নিকট পুষ্পক বিমানের প্রেরণ।	...১৮২৭
রামসমীপে ভরতকর্তৃক রাজ্য প্রত্যাবর্তন, শ্রীরামের নগরযাত্রা, রাজ্যাভিষেক, বানরগণের বিদায় এবং রামায়ণগ্রন্থ-গাথাত্ব।	...১৮৩২
শ্রীরামের নিকট মহর্ষিগণের আগমন, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীরামের কথোপকথন ও শ্রীরামের প্রশ্ন।	...১৮৪৫

উত্তরকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মহর্ষি অগস্ত্যকর্তৃক পুলস্ত্যের গুণ ও তপস্যার বর্ণনা এবং বিশ্রবামুনির উৎপত্তি কথন।	...১৮৪৯
বিশ্রবা-মুনি হইতে বৈশ্রবণে (কুবেরের) উৎপত্তি, তাঁহার তপস্যা, বরপ্রাপ্তি এবং লঙ্কায় বাস।	...১৮৫২
রাক্ষসকুলের বর্ণন এবং হেতি, সুকেশ ও বিদ্যুৎকেশের উৎপত্তি কথন।	...১৮৫৫
সুকেশের মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক পুত্রগণের বর্ণন।	...১৮৫৮
ভগবান্ শঙ্করের পরামর্শে রাক্ষসগণের বধের জন্য দেবতাদিগের বিষ্ণুর শরণগ্রহণ এবং তাঁহার আশ্বাস লাভ করত প্রত্যাবর্ত্তন। রাক্ষসগণকর্তৃক দেবতাবৃন্দের উপর আক্রমণ এবং দেবগণের সাহায্যের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর আগমন।	...১৮৬২
ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক রাক্ষসগণের সংহার ও পলায়ন।	...১৮৬৮
মাল্যবানের যুদ্ধ ও পরাজয়, সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণের রসাতলে প্রবেশ।	...১৮৭৩
রাবণপ্রভৃতির জন্ম এবং তপস্যার জন্য গোকর্ণ আশ্রমে গমন।	...১৮৭৬
রাবণপ্রভৃতির তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি।	১৮৮০
রাবণের সংবাদ শুনিয়া পিতার আজ্ঞায় লঙ্কা ত্যাগপূর্ব্বক কুবেরের কৈলাসে বাস, লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং রাক্ষসগণের নিবাস।	...১৮৮৪
শূর্পণখা এবং রাবণাদি তিন ভ্রাতার বিবাহ ও মেঘনাদের উৎপত্তি।	১৮৮৮
রাবণকর্তৃক নির্ম্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন, রাবণের অত্যাচার, কুবেরের দূত প্রেরণপূর্ব্বক রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা এবং রাবণকর্তৃক ঐ দূতকে নিধন।	...১৮৯১
মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যক্ষোপরি আক্রমণ এবং তাহার পরাজয়।	...১৮৯৫
মাণিভদ্র ও কুবেরের পরাজয় এবং রাবণকর্তৃক পুষ্পক বিমান অপহরণ।	...১৮৯৮
রাবণের প্রতি নন্দীশ্বরের অভিশাপ, ভগবান্ শঙ্করকর্তৃক মানভঙ্গ এবং তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রহাসনামক খড়্গ প্রাপ্তি।	...১৯০২
রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষিকন্যা বেদবতীর তাহাকে শাপদান ও তাঁহার অগ্নিতে প্রবেশ এবং দ্বিতীয় জন্মে বেদবতীর সীতারূপে আবির্ভাব	...১৯০৬
রাবণকর্তৃক রাজা মরুত্তের পরাজয় এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক ময়ূরাদি পক্ষিগণকে বরদান।	...১৯১১
রাবণকর্তৃক অনরণ্যের বধ এবং অনরণ্যের নিকট হইতে রাবণের শাপ প্রাপ্তি।	...১৯১৪
নারদকর্তৃক রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা, তাহার কথায় যুদ্ধের জন্য রাবণের যমলোকে গমন এবং এই যুদ্ধবিষয়ে নারদের বিচার।	...১৯১৭
রাবণের যমপুরী আক্রমণ এবং তাহাদ্বারা যমরাজের সেনাগণের সংহার।	...১৯২০
যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধের জন্য উত্তোলিত কালদণ্ডের ব্রহ্মার কথায় যমকর্তৃক সংবরণ এবং বিজয়ী রাবণের যমলোক হইতে প্রস্থান।	...১৯২৪
নিবাতকবচগণের সহিত রাবণের মৈত্রী, কালকেয়গণের বধ ও বরুণপুত্রের পরাজয়।	...১৯২৯
রাবণকর্তৃক অপহৃত দেবকন্যা ও স্ত্রীগণের বিলাপ এবং শাপ, ক্রন্দনপরায়ণা শূর্পণখার প্রতি রাবণের আশ্বাস এবং খরের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ।	...১৯৩৪
সঙ্কেত মেঘনাদের সফলতা, বিভীষণকর্তৃক	

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

রাবণের পরস্ত্রীহরণ কর্ম্মে দোষারোপ, কুম্ভীনসীকে আশ্বাসদান ও মধুকে সঙ্গে লইয়া রাবণের দেবলোক আক্রমণ। ...১৯৫৮

রম্ভার উপর রাবণের বলাৎকার এবং নলকূবর কর্তৃক রাবণকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান। ...১৯৪২

সসৈন্যে রাবণের ইন্দ্রলোক আক্রমণ, ইন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা, রাবণবধের প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্রের স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্ত্তন, রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাগণের যুদ্ধ এবং বসু কর্তৃক সুমালীর বিনাশ। ...১৯৪৮

মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ, জয়ন্তকে লইয়া পুলোমার অন্যত্র গমন, ইন্দ্রের রণভূমিতে পরাপর্ণ, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ কর্তৃক রাক্ষসসেনা সংহার এবং ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ। ...১৯৫২

দেবসেনার মধ্য হইতে রাবণের নির্গমন, মায়া দ্বারা মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের বন্ধন এবং বিজয়ী হইয়া সেনার সহিত লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন। ...১৯৫৭

ইন্দ্রজিৎকে বরদান করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক ইন্দ্রকে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিদান, ইন্দ্রকে পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মের স্মরণ করাইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে উপদেশ দান এবং যজ্ঞপূর্ণ করত ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন। ...১৯৬১

মাহিষ্মতী পুরীতে রাবণের গমন, মন্ত্রিগণের বিন্ধ্যগিরিসমীপে যাইয়া নর্ম্মদা নদীতে স্নান এবং ভগবান্ শিবের আরাধনা। ...১৯৬৬

অর্জ্জুনের হস্তসমূহ দ্বারা নর্ম্মদার প্রবাহের অবরোধ, সেখানে রাবণের পুষ্পোপহারের গমন, পুনঃ রাবণাদি নিশাচরের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও রাবণকে বন্দী করিয়া নিজ নগরে আনয়ন। ...১৯৭০

পুলস্ত্য কর্তৃক অর্জ্জুনের নিকট হইতে রাবণের মুক্তি দান। ...১৯৭৬

বালী কর্তৃক রাবণের পরাভব এবং তাহার সহিত রাবণের মিত্রতা স্থাপন। ...১৯৭৯

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

হনুমানের উৎপত্তি, শৈশবকালে সূর্য্য, রাহু ও ঐরাবতের উপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রে উহার মূর্চ্ছা, সকল প্রাণীর ক্লেশ এবং তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত ব্রহ্মার তাহার নিকট গমন। ...১৯৮৩

ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ কর্তৃক হনুমানের জীবনদান ও তাহাকে নানাবিধ বরদান, হনুমান্‌কে লইয়া পবনদেবের অঞ্জনার নিকট গমন, ঋষিবৃন্দের শাপে তাহার স্বীয় বলের বিস্মরণ, অগস্ত্য আদি মুনিগণের নিকট যজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া শ্রীরাম কর্তৃক তাঁহাদিগকে বিদায় দান। ...১৯৮৯

সভাসদ্‌গণের সহিত শ্রীরামের রাজসভায় উপবেশন। ...১৯৯৫

শ্রীরামকর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন ও অন্যান্য নরপতিগণকে বিদায় দান। ...১৯৯৭

রাজগণ কর্তৃক শ্রীরামকে উপহার দান, তৎসমস্ত শ্রীরাম কর্তৃক মিত্র বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণমধ্যে বিতরণ এবং বানরাদির তথায় অবস্থান। ...২০০০

বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণের বিদায়। ...২০০৩

কুবের-প্রেরিত পুষ্পক বিমানের আগমন এবং শ্রীরামকর্তৃক পূজিত ও অনুগৃহীত পুষ্পক বিমানের অদৃশ্য হইয়া গমন এবং ভরত কর্তৃক শ্রীরাম রাজ্যের প্রভাব বর্ণন। ...২০০৬

অশোক-বনে রাম-সীতার বিহার, গর্ভিণী সীতা-দেবীর তপোবন দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ এবং শ্রীরামের তাহাতে স্বীকৃতি দান। ...২০০৮

পুরবাসীদিগের নিকট হইতে ভদ্রের সীতা-বিষয়ক অশুভ চর্চা শ্রবণ এবং তাহা রামসমীপে কথন। ...২০১১

শ্রীরামের অনুমতিতে সকল ভ্রাতৃগণের তাঁহার নিকট আগমন। ...২০১২

শ্রীরাম কর্তৃক ভ্রাতৃগণসমীপে লোকাপবাদের

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কথা জ্ঞাপন এবং সীতাকে বনবাসে দিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।	...২০১৫
রথে করিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের গমন এবং গঙ্গাতটে উপস্থিতি।	...২০১৭
নৌকায় করিয়া সীতাদেবীকে গঙ্গার পরপারে লইয়া যাইয়া অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্মণের তাঁহাকে পরিত্যাগবার্তা কথন।	...২০২০
সীতার দুঃখপূর্ণ উক্তি, শ্রীরামের জন্য তাঁহার সংবাদ দান, লক্ষ্মণের গমন এবং সীতার ক্রন্দন।	...২০২২
ঋষিকুমারদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আগমন, সীতাকে সান্ত্বনাদান এবং আশ্রমে আনয়ন।	...২০২৪
লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের কথোপকথন।	...২০২৭
পথিমধ্যে সুমন্ত্রকর্তৃক দুর্বাসামুনি-কথিত ভৃগু ঋষির শাপের কথা এবং 'ভবিষ্যতে হইবে' এইরূপ কিছু বৃত্তান্ত বলিয়া লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান।	...২০২৯
অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দুঃখী রামের সহিত লক্ষ্মণের মিলন এবং তাহাকে সান্ত্বনাদান।	...২০৩২
শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট কার্য্যার্থী পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী মৃগরাজার শাপ বৃত্তান্ত কথন এবং কার্য্যার্থী পুরুষগণকে দেখিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান।	...২০৩৪
রাজা নৃগ কর্তৃক এক সুন্দর গুহা নির্মাণ, রাজ্যে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া সেই গুহায় প্রবেশ করত নৃগের শাপভোগ।	...২০৩৬
মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমির পারস্পরিক অভিশাপে দেহত্যাগ।	...২০৩৮
ব্রহ্মার বাক্যে বশিষ্ঠের বরুণের বীর্য্যে আবেশ, বরুণ কর্তৃক উর্বশী সমীপে এক কুম্ভমধ্যে নিজ বীর্য্যের আধান এবং মিত্রের শাপে ভূতলে রাজা পুরূরবার নিকট যাইয়া উর্বশীর পুত্র উৎপাদন।	...২০৪০
বশিষ্ঠের নূতন শরীর ধারণ এবং নিমির সকল প্রাণীর নয়নে বাস।	...২০৪৩
যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ।	...২০৪৫
পুত্র পূরুকে নিজ বৃদ্ধত্ব দিয়া যযাতির তাঁহার পরিবর্তে যৌবন গ্রহণ, ভোগতৃপ্ত হইয়া বহুকালের পর ঐ যৌবনের প্রত্যর্পণ, স্বীয় রাজত্বে পূরুর অভিষেক এবং সদ্গুর প্রতি শাপ।	...২০৪৭
প্রক্ষিপ্ত সর্গ	
শ্রীরামের দ্বারে কার্য্যার্থী কুক্কুরের আগমন এবং তাহাকে দরবারে আনিতে শ্রীরামের আদেশ।	...২০৪৯
কুক্কুরের প্রতি শ্রীরামের নীতি, তার ইচ্ছানুসারে তাকে প্রহারকারী ব্রাহ্মণের মঠাধীশপদে স্থাপন ও মঠাধীশ হওয়ার দোষ কথন।	...২০৫১
গৃধ্র ও উলূকের সংবাদ কথন।	...২০৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীরামের দরবারে চ্যবন আদি মহর্ষিগণের শুভাগমন, শ্রীরামকর্তৃক তাঁহাদের সৎকার ও অভীষ্ট কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণদ্বারা শ্রীরামের প্রশংসা।	...২০৬১
ঋষিগণকর্তৃক রামের নিকট মধুর বর প্রাপ্তি এবং লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কাহিনী বর্ণন। তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভয় দূর করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা।	...২০৬৩
ঋষিগণের নিকট শ্রীরামকর্তৃক লবণাসুরের আহার-বিহার বিষয়ে প্রশ্ন এবং শত্রুঘ্নের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকে লবণাসুর বধে নিয়োগ।	...২০৬৫
শ্রীরামকর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক, লবণাসুরের শূল হইতে শত্রুঘ্নকে রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ...২০৬৭	
শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিয়া একমাস পরে শত্রুঘ্নেরও গমন।	...২০৭০
শত্রুঘ্নের নিকট মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক দুন্দুভিপুত্র কল্মাষপাদের বৃত্তান্ত কথন।	...২০৭২
সীতাদেবীর দুই পুত্রের জন্মলাভ, বাল্মীকিকর্তৃক তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই শুভসংবাদে প্রসন্ন হইয়া সেখান হইতে শত্রুঘ্নের যমুনাতীরে গমন।	...২০৭৬
চ্যবনভূমি কর্তৃক শত্রুঘ্নের নিকট লবণাসুরের শূলের শক্তির পরিচয়দানকালে রাজা মান্ধাতার নিধন সংবাদ কথন।	...২০৭৮
আহার সংগ্রহের জন্য লবণাসুরের বহির্গমন, মধুপুরের দ্বারে দ্বারে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি এবং প্রত্যাগত লবণাসুরের সহিত ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি।	...২০৮০
শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ এবং লবণাসুর বধ।	...২০৮২
শত্রুঘ্নকে দেবগণের বরদান এবং দ্বাদশ বর্ষকাল মধুপুরে বাস করিবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার শত্রুঘ্নের অভিলাষ।	...২০৮৬
কতিপয় সৈন্যের সহিত শত্রুঘ্নের অযোধ্যা-নগরীতে গমন এবং পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে রামচরিত গান শ্রবণে বিস্ময় লাভ।	...২০৮৮
বাল্মীকির নিকট হইতে বিদায় লইয়া অযোধ্যায় আগমন পূর্বক শ্রীরামাদির সহিত শত্রুঘ্নের মিলন এবং সাত দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় মধুপুরীতে গমন।	
স্বীয় মৃত বালককে লইয়া এক ব্রাহ্মণের রাজ-দ্বারে আগমন এবং রাজাকে দোষী করিয়া তাহার বিলাপ।	...২০৯২
নারদ কর্তৃক শ্রীরামের নিকট এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচরণের ফলে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ বর্ণন।	
পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাম কর্তৃক দুষ্কর্মের অনুসন্ধান এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠান দর্শনের পর দক্ষিণদিকে এক তপস্বীর নিকট গমন।	...২০৯৭
শ্রীরামের শম্বুক বধ, দেবগণ কর্তৃক তাঁহার (শ্রীরামের) প্রশংসা, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং ভূষণাদি দান।	...২০৯৯
মহর্ষি অগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শবভক্ষণ-প্রসঙ্গ কথন।	...২১০৪
রাজা শ্বেতকর্তৃক অগস্ত্যমুনির নিকট নিজ শবদেহ ভক্ষণরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন।	...২১০৬
ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডকের রাজত্ব বর্ণন।	...২১০৯
রাজা দণ্ডকের ভার্গবকন্যার সহিত বলাৎকার।	...২১১১
শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ডের ও তাঁহার রাজ্যের বিনাশ।	...২১১৩
অগস্ত্যাশ্রম হইতে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামের প্রত্যাবর্তন।	...২১১৫
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ হইতে নিবৃত্তি।	২১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্র বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত কথন, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের অনুরোধ।	...২১১৯
ভগবান বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্র ও বজ্র আদিতে প্রবেশ, ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ এবং ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত ইন্দ্রের অন্ধকারময় প্রদেশে গমন।	...২১২১
ইন্দ্র বিনা জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ।	...২১২৩
শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট রাজা ইলের কথা বর্ণন, রাজা ইলের এক একমাস পর্য্যন্ত স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি।	...২১২৫
ইলা ও বুধের পরস্পর সাক্ষাৎকার; বুধ কর্তৃক সেই স্ত্রীগণকে কিম্পুরী নাম দিয়া পর্বতে থাকিতে আদেশ দান।	...২১২৭
বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুরূরবার উৎপত্তি।	...২১৩০
অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি।	...২১৩২
শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধযজ্ঞের প্রস্তুতি।	...২১৩৫
শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞের দান-মানের বিশেষত্ব।	...২১৩৭
শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন এবং তাহার রামায়ণ গীতি গাহিতে কুশ ও লবের প্রতি আদেশ।	...২১৩৯
লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণকাব্য গান।	...২১৪১
সীতার শুদ্ধতা প্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহাকে শপথ করাইতে শ্রীরামের বিচার।	...২১৪৪
মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন।	...২১৪৫
সীতার শপথ গ্রহণ ও রসাতলে প্রবেশ।	...২১৪৮
সীতার জন্য শ্রীরামের খেদ, ব্রহ্মাকর্তৃক তাঁহাকে প্রবোধ দান এবং উত্তরকাণ্ডের শেষ অংশ শুনিতে উৎসাহ প্রদান।	...২১৫০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং মাতৃগণের পরলোকগমনাদির বর্ণন।	...২১৫৩
কেকয়দেশ হইতে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের আগমন এবং তাঁহার সংবাদ অনুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সহিত ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্থান।	...২১৫৫
ভরত কর্তৃক গন্ধর্বগণকে সংহার করিয়া দুইটি সুন্দর সুন্দর নগর স্থাপন এবং তাহা পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ পূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।	...২১৫৭
শ্রীরামের আজ্ঞায় ভরত ও লক্ষ্মণকর্তৃক কারুপথদেশের বিভিন্ন রাজ্যে কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর নিযুক্তি।	...২১৫৯
শ্রীরামের নিকট কালের আগমন এবং এক কঠোর শপথ করাইয়া বার্তালাপ।	...২১৬১
কাল কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মার সংবাদ কথন এবং শ্রীরামের অঙ্গীকার।	...২১৬৩
দুর্ব্বাসার শাপের ভয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য লক্ষ্মণের শ্রীরামের নিকট গমন, শ্রীরামকর্তৃক দুর্ব্বাসামুনিকে ভোজন দান এবং তাঁহার গমনের জন্য লক্ষ্মণের চিন্তা।	...২১৬৫
শ্রীরামের লক্ষ্মণবর্জন এবং লক্ষ্মণের স্বশরীরে স্বর্গগমন।	...২১৬৭
বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পুরবাসীদিগকে লইয়া মহাপ্রস্থানে যাইতে শ্রীরামের বিচার ও কুশ এবং লবের রাজ্যাভিষেক।	...২১৬৯
ভ্রাতৃবৃন্দ, সুগ্রীবাদি বানর ও ভল্লুকগণের সহিত শ্রীরামের পরমধামগমনে নিশ্চয় এবং বিভীষণ, হনুমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে আদেশ দান।	...২১৭১
পরমধামে গমনের জন্য বহির্গত শ্রীরামের সহিত সমস্ত অযোধ্যাবাসিগণের প্রস্থান।	...২১৭৪

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামের বিষ্ণুরূপে প্রবেশ এবং আগত সকল জীবেরই সন্তানকলোক প্রাপ্তি। ...২১৭৭

রামায়ণ কাব্যের উপসংহার ও তাহার মহিমা। ...২১৭৯

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১)

অশ্বনগরে রাবণের গমন এবং সেখানে বলির সহিত আলাপ। ...২১৮২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২)

রাবণের সূর্য্যলোক জয়।

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩)

রাবণের সোমলোকযাত্রা ও পথে পর্বতভূমির সহিত বিবিধ কথোপকথন। ...২১৯০

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪)

সোমলোকগামী রাবণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ও বরপ্রদান। ...২১৯৪

পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫)

রাবণের কপিল দর্শন, পাতালে প্রবেশ এবং পাতাল হইতে প্রত্যাগমন। ...২১৯৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬)

বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন।

প্রক্ষিপ্ত সর্গ

সীতাহরণের কারণ বর্ণন।

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮)

সনৎকুমারের সহিত রাবণের উক্তি-প্রত্যুক্তি। ...২২১০

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৯)

অগস্ত্য কর্তৃক শ্রীরামের নিকট অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন। ...২২১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১০)

শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্ত কথন।

অথ রামায়ণ বিধান।

অথ রামায়ণ শ্রবণ-বিধান।

বাল্মীকি-রামায়ণের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৫৭	৯	নমামাহ	নমামোহম্
"	১০	হনুমান্	হনুমানের
	১৪	পরীক্ষার ও বুদ্ধি	ও বুদ্ধিপরীক্ষার
	১৬	প্রেরণ	প্রেরণ,
	১৮	সাতার	সীতার
	২৩	সমুহে	সমূহে
	১৮	স্থার	স্থায়
	৩১	যায়না	যায় না
	৩২	উদ্যমে	উদ্যমনে
	৪	নির্বতয়ামাস	নির্বর্তয়ামাস
	১৭	পুষ্পসকল	পুষ্পসকল
	১৮	পুষ্পসমূহে	পুষ্পসমূহে
	২৩	সুবর্ণ	সুবর্ণ
	৩১	খড়গ	খড়্গ
	৮	প্রাপ্তমিচ্ছতি	প্রাপ্তুমিচ্ছতি
	৩২	লাগিলেন	লাগিলেন
১০৬১	২৫	সেইরূপ,	সেইরূপ
১০৬২	৮	শত্রুধ্বজ	শত্রুধ্বজ
"	৩০	বিনির্গত	বিনির্গত
	২২	তদায়	তদীয়
	৫	দুষ্টদুর্ধর্ষা	দুষ্টুদুর্ধর্ষা
	২৯	সামর্থ	সামর্থ্য
	২৬	সদন্ত	সদা
	৩১	করিওমা	করিও না
	১৫	করিবনা	করিব না
	২৪	মৈমিলীকে	মৈথিলীকে
	৭	কামরূপীণী	কামরূপিণী
	১১	বক্তমশীতিং	বক্তুমশীতিং
	১৬	দিয়া	দিয়া
	১৯	সঙ্গাত	সঙ্গীত
	২৩	মহাত্মগণ	মহাত্মাগণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৭৩	২১		মৃগস্ত	মৃগ ও
১০৭৪	১৮		চিকূটপর্বতের	চিত্রকূট পর্বতের
	২৮		উদ্যানসমূহস্ত	উদ্যানসমূহও
	২৫		তোরণসমূহ	তোরণসমূহ
	১১		অট্টালিকাসমূহ	অট্টালিকাসমূহ
	২৭		শূলপটিশধারী	শূলপট্টিশধারী
	২৩		বিনিস্ট	বিনষ্ট
	১৯		লঙ্কাপুরাতে	লঙ্কাপুরীতে
	১৯		লঙ্কানগরীর	লঙ্কানগরীর
	২৮		সামর্থ	সামর্থ্য
	৩১		পারিবেষা	পারিবে না
	৬	৩৬	শাকং	শাক্যং
	২২		পারিবেষা	পারিবে ষা
	৬		ততৌ	ততঃ
	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
			খড়গধারী	খড়্গধারী
			মহাবলসম্পান্ন	মহাবলসম্পন্ন
			তূষিতৈঃ	তূষিতৈ
			সীতাংস্তম	সীতাংস্তম
			রাবণান্তঃ পুর	রাবণান্তঃপুর
			গর্বিতকুঞ্জরস্ব	গর্বিতকুঞ্জরস্ব-
			তীক্ষশৃঙ্গো	তীক্ষ্নশৃঙ্গো
			বিনষ্টসীতাস্থ	বিনষ্টসীতাস্থু
			তন্ত্রাস্বরাঃ	তন্ত্রীস্বরাঃ
			চাপিদমাকুলানি	চাপি সমাকুলানি
			স্বরূপবক্ত্রাশ্চ	সুরূপবক্ত্রাশ্চ
			সুখভাবাঃ	সুস্বভাবাঃ
			প্রিয়াঙ্ক	প্রিয়ঙ্কেষু
			কশ্চিৎ	কাশ্চিৎ
			পরার্থা	পরার্থ্যা
১০৮৮			মনোভিরামান্	মনোঽভিরামান্
			সুমনোভিরামাঃ	সুমনোঽভিরামাঃ
			বিভূষণানাঙ্ক	বিভূষণানাঞ্চ

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৮৮	১১	২৩	সাধু জাতাং	সাধুজাতাং
"	৩০		বিদ্যুন্মালার	বিদ্যুন্মালার
"	৩১		অলঙ্কারসমূহ	অলঙ্কারসমূহ
	৬		পাংসু প্রদিগ্ধামিব	পাংসুপ্রদিগ্ধামিস
	৮		হেমরেখাম্	মেখরেখাম্।
	১৫		স্তার	স্তার
	১৬		পুর্ব্বক	পূর্ব্বক
	১৩		অপ্রতিভহগতি	অপ্রতিহতগতি
	৪		বিদ্যুদ্রূপস্ত	বিদ্যুদ্রূপস্ত
	৮		দিজিহ্বানাং	দ্বিজিহ্বানাং
	১৭		স্থূল মুদ্দর	স্থূল মুদ্দর
	৬		শরস্তাদনানি	শধনাস্তাসনানি
	১২		কপিদর্শ	কপির্দশ
	"		স্ববলাজিতানি	স্বরলাজিতানি
"	১৫		যুক্তাকৃতচারুমেখ	যুক্তীকৃতচারুমেখ
১০৯৩	১৫		চিতাশ্চ	চিত্রাশ্চ
	২৯		নিমিত্ত	নিমিত্ত
	১০		রক্ষ্যমাণমুদাযুধৈঃ	রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ
	৭		মধস্থবেশ্ম	মধ্যস্থবেশ্ম
	১০		মুক্তাভিস্তলে মাভি	মুক্তাভিস্তলেমাভি
	১১		সংপ্রস্থি তামিব	সম্প্রস্থিতামিব
	২১		রমণাগণ	রমণীগণ
	১৮		মন্দোদর্বাকে	মন্দোদরীকে
	২৩		সন্ধ্যাকালাম	সন্ধ্যাকালীন
	২৯		কুণ্ডলসমুজ্জল	কুণ্ডলসমুজ্জল
	৩০		লিক্ত	লিপ্ত
	১৯		কৃষ্ণবর্ণ	কৃষ্ণবর্ণ
	১৬		ভামিনার	ভামিনীর
	২১		সংলপনে	সংলাপনে
	১৫		জিহ্বার	জিহ্বার
	১৭		কুঙ্কুমও	কুঙ্কুম ও
	১৯		কেয়ূর	কেয়ূর
	২৪		জাজ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১০৮	২৬		কণ্ডগুলি	কণ্ডকগুলি
১১০৯	১৮		হরণকারা	হরণকারী
	২৬		বৈদিহাকে	বৈদেহীকে
	১১		পরিনী	পারি না
	১১		নিরীক্ষণ	নিরীক্ষণ
	২৪		পত্নীগণ	পত্নীগণ
	৩১		শোচনায়া	শোচনীয়া
	১৮		ধনও	ধন ও
	৩০		সৌভাগ্যশালিনা	সৌভাগ্যশালিনী
	২০		আমায়ন	আমন্ত্রন
	১	৬৫	ব্রহ্মা	ব্রহ্মা
	১৪		করুণ	করুন
	৬		বিশ্বকর্ম্মণা	বিশ্বকর্ম্মণা
	১৮		মানাজাতীয়	মানাজাতীয়
	১১	১৬	প্রাসাদমুজিতাম্	প্রাসাদমুজিতম্
	৫	২৯	কুর্ব্বন্তীং	কুর্ব্বতীং
	১১	৩২	রাজতাম্	রাজতীম্
	১৩	৪০	নিন্দিতাম	নিন্দিতাম্
	১৭		নিরুদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
	৫		ভীমকর্ম্মণাম্	ভীমকর্ম্মণাম্
	১		প্রীতিমেব্যতি	প্রীতিমেষ্যতি
	২১		সাতাকে	সীতাকে
১১৩০	৩		শচিব্যমিব কুবন্	সাচিব্যমিব কুর্বন্
"	৪		ম	স
"	৬		ভূম্রবক্রাক্ষ	তাম্রবক্রাক্ষ
১১৩১	৯		রাক্ষসার্থের	রাক্ষসীর্থের
"	৩১		মুদ্গরহস্তা	মুদ্গরহস্তা
"	১৬		সংলিপ্তদেহ	সংলিপ্তদেহা
"	৩১		ক্রুরগ্রহগ্রস্তা	ক্রুরগ্রহগ্রস্তা
১১৩৩	১১		সর্গঃ	সর্গ
১১৩৫	৪		তথাপ্যুগ্রতেজাঃ	তথাপ্যুগ্রতেজাঃ স
৬	১৪		তেজঃসম্পন্ন	তেজঃসম্পন্ন
১১৩৬	২৬		সামর্থে	সামর্থে

অশুদ্ধি-শুদ্ধি প্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১৩৭	১৫		সুকুমরী	সুকুমারী
১১৩৮	২০		বিশ্বসে	বিশ্বাস
১১৩৯	১৭		পৃথিবীং বা	পৃথিবীং সা ধর্মাম্মি চ।
"	১৭		রমণাগণের	রমণীগণের
	৩১		গাত্র	গাত্রে
	১১		বিলাসাম	বিলাসিনি
	২২		পরাক্রসম্পদ	পরাক্রম সম্পদ
	১		ক্লিষ্টকে	ক্লিষ্টকৌ
	১৪		সেইরূপ	সেইরূপ
	১৭		পারিতেছিনা	পারিতেছি না
	১২		নিক্ষেপূর্বক	নিক্ষেপপূর্বক
	১৬		নিকটক	নিকট
	১৯		পারেনা	পারে না
	২৭		বিপরাতা	বিপরীতা
	২৯		পরিণামদর্শী	পরিণামদর্শী
	৫		সকৃতৈ···	সকৃতৈঃ···
	২৬		পারেনা	পারে না
	১১		পারেনা	পারে না
	(সর্গ সমাপ্তি)		সমাপ্ত	সমাপ্ত
	৩১		মনে	মনে
	৩১		পারেনা	পারে না
	৩১		দশরথের	দশরথের
	৭		ইতুক্ত্বাবৈদেহীং	ইত্যুক্ত্বা বৈদেহীং
	৯	৩৩	কর্ণপ্রাবরং	কর্ণপ্রাবরণাং
	৬	৩	বদেহীমিদমব্রবন্	বৈদেহীমিদমব্রবন্
	২৫		সীতে।	সীতে !
	১৫		অপরাঙ্মুখ	অপরাঙ্মুখ,
	১৬		করিতেছনা	করিতেছ না
	২১		করিবা	করিয়া
	৬		সীতারা	সীতারা
	২০		শ্রীমতা	শ্রীমতী
	৩১		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
	২৫		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১৫৬	১০	১৫	সীদমি	সীদামি
১১৫৭	২৩		পাপজাধমের	পাপজীবমের
১১৫৮	১৯		জাবেমা	জাবেম
১১৫৯	২২		হইতেছ	হইতেছে
"	১৯		রাক্ষসবীরশূন্যা	রাক্ষসবীরশূন্যা
			দগ্ধাভূতা	দগ্ধীভূতা
			করিতেছ	করিতেছে
			স্যার	স্যায়
			তৎ	তদ্
			প্রিয়মপ্রিয়াতা	প্রিয়মপ্রিয়ার্তা
"			মনং	দূষং
১১৬৭			যত্রার্যপুত্রৌ	যত্রার্যপুত্রৌ
১১৬৮			রামমুস্মরন্তী	রামমনুস্মরন্তী
			সাতা	সীতা
			পূর্বপরীক্ষিত	পূর্বপরীক্ষিত
১১৬৯			হইয়া	হইয়া
১১৭০			বৃত্তান্তদর্শী	বৃত্তান্তদর্শী
১১৭২			খড়্গ	খড়্গ
১১৭৫		(সর্গারম্ভ)	রামচন্দ্রস্য	রামচন্দ্রস্য
		৬	সর্বধনুষ্মতাম্	সর্বধনুষ্মতাম্
		১১	সীতামনিন্দিতাম	সীতামনিন্দিতাম্
		৭	শ্রেষ্ঠাসর্বগুণাধিকা	শ্রেষ্ঠা সর্বগুণাধিকা
		১৩	চাপ্রতিমানুষম্	চাপ্যতিমানুষম্
		১৯	বাধবস্যাভিষেচমে	বাধবস্যাভিষেচমে
		২৯	পুরাঽদৃষ্টং	পুরাদৃষ্টং
			প্রভাসম্পন্ন	প্রভাসম্পন্ন
			সুগ্রাব	সুগ্রীব
			সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
			তুালল	তুলিল
			মহীম	মহীম্
			লঙ্ঘ	লঙ্ঘন
			বয় প্রভবো	বায়ুপ্রভবো
			উপায় বয়	উপায়বয়

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২০০	৫	১৮	জালাংস্তমাঞ্জুঃ	জালাংস্তমাঞ্জুঃ
"	২২		ইন্দ্রের	ইন্দ্রের
	৬		স্তুতৈস্তুঃ	স্তুতস্তৈঃ
	১৮		সমস্তুই	সমস্তই
	(সর্গসমাপ্তি)		কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে	সুন্দরকাণ্ডে
	১		কপিশার্দ্দল	কপিশার্দ্দূল
	২১		রাম কে	রামকে
	১		সমার্থে	সমার্থে
	২৩		থাকিবনা	থাকিব না
	২০		কবিয়াছেলেন	কবিয়াছিলেন
	৩০		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
"	১২		হর্ম ক্ষোষু	হর্ম্মক্ষেষু
১২১৪	২		তদুপপাদয়	তদুপপাদয়
১২১৫	২		নশর্ম্ম	ন শর্ম্ম
১২১৬	১৭		স্বায়	স্বীয়
	১৮		স্থায়	স্থায়
	৪		নৃপাত্মজ	নৃপাত্মজ
	১৬		সামর্থ	সমর্থ
	১৬		শক্রসামর্থ	শক্রসামর্থ্য
	২৩		রথপরিব্যপ্তা	রথপরিব্যাপ্তা
	৩১		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	১০		প্রণষ্টরূপং	প্রনষ্টরূপং
	১৭		কোমস্থান	কোন্ স্থান
	৩		বীরান্	বীরান্
			মাযরাক্ষসান্	মায রাক্ষসান্
			বিধাযের	বিধায়ের
			ইদি	ইতি
			পারেমা	পারে না
			খড়ম	খড়্গ
			পাইরত	পাইতে
			সুগ্রীবসবর্ত্তিনাম্	সুগ্রীবসহবর্ত্তিনাম্
			কতগুলি	কতকগুলি
"				
১২২৮			বিস্তারণ	বিস্তারণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২২৮	২৪		জাম্বমালীকে	জম্বুমালীকে
১২৩০	৫		ততস্তাভি র্হনূমান্	ততস্তাভির্হনূমান্
১২৩২	৩		যূপাক্ষোঽধর্ষ	যূপাক্ষো দুর্ধর্ষ
"	৬		হনূমদ্‌গ্রহণে	হনূমদ্‌গ্রহণে
১২৩৫	১২		৩ভল	তিল
১২৩৬	১		সংগ্রহ সকলাজিং	সংগ্রহসকলাজিতং
১২৩৭	৬		সমাসসাদাশু পরাক্রমঃ	সমাসসাদাশুপরাক্রমঃ
"	২৭		অতুলনায়	অতুলনীয়
	২০		তিমিটি	তিমটি
	১২		কুমারবর্ষেণ	কুমারবর্ষ্যেণ
	২৯		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
	২২		ধারে	ধীরে
	৫		ক্ষমাশালী	বিক্রমশালী
	(সর্গারম্ভ)		হনূমতেন্দ্রজিতো	হনূমতেন্দ্রজিতো
	২৩		ছিলমা	ছিল না
	২০		৩দরিক্ত	৩দতিরিক্ত
	১৭		বিবস্কারণ	বিস্কারণ
	৩		মর্গৃহ	নির্গৃহ
	(সর্গারম্ভ)		বলবিমমস্ত	বলবিমর্দনস্ত
	১৭		কোম স্থান	কোন্‌স্থান
	১৪		সীতার	সীতার
	১৮		কালরাত্রী	কালরাত্রি
	৮		স্বংত্যক্তমঃ	স্বং ত্যক্তমঃ
	৩		সুরলোক শক্র	সুরলোকশক্র
	২০		বেগবাম	বেগবান্
১২৬৫	(সর্গসমাপ্তি)		কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে	সুন্দরকাণ্ডে
১২৬৭	২৯		করিয়াছিলেম	করিয়াছিলেন
১২৬৯	৪		ইবাচিমালী	ইবার্চিমালী
"	১৮		লঙ্কাপুরীর	লঙ্কাপুরীকে
	৪		লাঙ্গুলংকথ	লাঙ্গুলং কথ
	২১		জন্তজলমধ্যে	জন্তু জলমধ্যে
	২১		প্রভাতি	প্রভাতি
	৪		হর্ষ্‌ কোষু	হর্ষ্‌ক্ষেষু

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২৭৪	৫	১৩	তদ্‌যথা	তদ্ যথা
১২৭৬	১১		গাত্রমোটন	গাত্রমোচন
	৯		সেইরূপ	সেইরূপ
	২৬		বেলা ভূমির	বেলাভূমির
১২৭৭	৮		তনুবীরস্তথা	তনুর্বীরস্তথা
১২৭৮	১৩		লাঙ্গলং	লাঙ্গূলং
১২৮২	৩২		অবশেষে	অবশেষে
১২৮৮	৮	৯৬	অহমপ্যত্রবং	অহমপ্যব্রুবং
"	১২	৯৮	সম্প্রহিতস্তুভ্যং	সম্প্রহিতস্তুভ্যং
	২৯		হনুমান্ !	হনুমন্ !
	৯		যুধি	যুধি ৷৯
	১০		বারুণস্তথা ৷৯	বারুণস্তথা
	২		চন্দ্ররেখেবানিষ্প্রভা	চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা
	২৩		অশ্বিরূপের	অশ্বিপুত্রদ্বয়ের
	১৮		একাজ	এ কাজ
১২৯৮	৫		কার্যসাস্ত	কার্য্যস্যাস্ত
"	২৪		সুগ্রাব	সুগ্রীব
	(সর্গারম্ভ)		কিষ্কিন্ধামভি গমনকারিণং	কিষ্কিন্ধামভিগমনকারিণং
	"		প্রিয়তম-দুষিষুখরক্ষিত	প্রিয়তম দধিমুখরক্ষিত
	১৩		বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হঙ্কার	বৃদ্ধিপ্রাপ্তাহঙ্কার
	১		বার্যগে	বার্য্যবগে
১৩০৪	২১		বিহ্বল পড়িলেন	বিহ্বল হইয়া পড়িলেন
১৩০৬	(সর্গারম্ভ ২)		যমারাণাক	যামরাণাক
১৩১০	২২		মহে	মহি
১৩১১	২৮		বেগশালা	বেগশালী
"	৭		কৌশল্যাসুপ্রজা	কৌশল্যা সুপ্রজা
১৩১২	১		মদান্বিতাঃ	মুদান্বিতাঃ
"	৯		পরযোপেতো	পরয়োপেতো
	১১		পাতিব্রত	পাতিব্রত্য
	২৬		পরমপ্রাতিযুক্ত	পরমপ্রীতিযুক্ত
১৩১৪	১৪		এতং	এনং
১৩১৫	১৮		প্রাতিলাভ	প্রীতিলাভ
	৩		এবানুপূর্বাদ্	এবানুপূর্ব্যাদ্

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩১৬	২	৬	বিভো	বিভোঃ
"	৮	৯	বৈদেহীমাগতং	বৈদেহীমাগতাং
	২৫		সেচমকর	সেচন কর
	১৮		রাবণবধযোগ্য	রাবণ বধযোগ্য
	১০		ধরণ্যাং	শরণ্যঃ
	১৪		নরশাদ্দূলৌ	নরশার্দ্দূলৌ
	২৪		প্রাতিযুক্ত	প্রীতিযুক্ত
১৩২১	৪৪		তবার্ধা	তবার্য্যা
১৩২২	৪		হর্ষৃক্ষ সৈন্যানি	হর্ষৃাক্ষসৈন্যানি
"	২৫		বার	বীর
১৩২৩	১১		হর্ষ ক্ষ	হর্ষৃক্ষ
"	১৭		হন্নমা	হন্ন মা
"	১৯		পৃথিবা	পৃথিবী
১৩২৪	৬		তবাতি শোকেন	তবাতিশোকেন
১৩২৭	৫		যন্তরেৎ	যন্তরেত
"	৮		কুর্যাদ্	কুর্য্যাদ্
	১২		হইলে	হইল
	১৯		করিতেছেন	করিতেছেন
	২		সমামন্যে	সমামেন্যে
	২১		পারি।	পারি ;
১৩৩০	১৭		জীবন্মত	জীবন্মৃত
১৩৩১	১৯		বিভাগ	বিভাগ
১৩৩২	২৪		চারিটি	চারিটি ধানের
"	২৯		যুযুৎস্থ	যুযুৎসু
১৩৩৩	(সর্গ সমাপ্তি)		সমাপ্ত	সমাপ্ত
১৩৩৪	৯		পীত্বা বিষমিবাতুরঃ	পীত্বামৃতমিবাতুরঃ
"	১০		উত্তর কাল্পনী	উত্তরাফাল্গুনী
"	১৬		হনুমান্	হনুমন্
১৩৩৫	৬		ঘোরং কৃত্যং	কৃত্যং ঘোরং
	১২		হরিভির্ঘযৌ	হরিভির্যযৌ
	১৩		যাস্তমনুযান্তি	যান্তমনুযান্তি
	১৪		সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ	সুগ্রীবেণাপি পালিতাঃ
	৮		শোধয়ন্তিস্ম	শোধয়ন্তি স্ম

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩১৬	৩৯	বর্জয়ন্নগরাভ্যাসং	বর্জয়ন্নাগরাভ্যাসং
”		সমভিব্যহারে	সমভিব্যাহারে
১৩১৭		স্বরাশ্চামী	স্বরাশ্চেমে
		প্রসন্নার্চিরণু	প্রসন্নার্চিষমু
		নির্বার্গা	নিরাগা
		উত্তরস্যান্ত	উত্তরস্যাশ্চ
		সন্তুত:	সততং
		কেহবা	কেহ না
		কেহবা	কেহ না
১৩১৯		পর্বত:	সর্বত:
		পর্যকুলীকৃতা:	পর্য্যাকুলাকৃতা:
		চক্রবাক	চক্রবাক্
		প্রপত্তন্যাপি	প্রপিবন্যাপি
		তৈস্ত	তৈস্ত
		কলম ধান্ত পূর্ণ ক্ষেত্রের	কলমধান্যপূর্ণক্ষেত্রের
		মনোরঞ্জকারিগণের	মনোরঞ্জনকারিগণের
১৩৪১		করত:	করত
১৩৪২		ছিলনা	ছিল না
১৩৪৩		পারিবেনা	পারিবে না
১৩৪৪		পাশ্চামি	পশ্চামি
১৩৪৪		পক্ষস্থল	বক্ষ:স্থল
১৩৪৬		করত:	করত
১৩৪৬		হয়না	হয় না
”		সৈন্তর	সৈন্যের
১৩৪৯		প্রতগ	পতগ
১৩৫০		অস্ত্রশস্ত্র	অস্ত্রশস্ত্র
১৩৫১		ইন্দ্রশক্রশ্চ	ইন্দ্রজিচ্চ
১৩৫২		দারয়তে	দারয়তে
”		পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে	পত্নী ন স্বয়ং যদি দীয়তে
		গন্ধর্বা গামি	গন্ধর্বাণামি
		প্রাবস্ট	প্রসিস্ট
১৩৫৪		ধূমউদ্গীরণ	ধূম উদ্গারণ
১৩৫৫		মহাগ্রস্ত:	মমাগ্রস্তা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি		অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩৫৫	৭		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
১৩৫৯	২ (সর্গ সংক্ষেপ)		তৎসভাসদ্‌গণস্তৌকত্র	তৎসভাসদ্‌গণস্তৈকত্র
১৩৬০	৬	১৩	জয়াশীভিরভিন্দমঃ	জয়াশীর্ভিরভিন্দমঃ
১৩৬২	৩ (সর্গসংক্ষেপ)		নিদেশপ্রার্থনা	নির্দেশপ্রার্থনা
"	৩		প্রাবমং	প্রথমং
১৩৬৬	১২		মহাপার্শের	মহাপার্শ্বের
১৩৬৭	১০		দারোঽরে	দারোঽরে
১৩৬৮	১০		প্রাবষ্টঃ	প্রবিষ্টঃ
১৩৮৯	২৫		হয়মা	হয় না
"	১৪		সমর্থাঃ	সমর্থঃ
"	২৪		সমূহ	সমূহ
	২৫		তজন্ত	তজ্জন্ত
	১৯		স্বভাবত	স্বভাবতঃ
	২০		কার্য্যত	কার্য্যতঃ
	২১		কি মাশের	বিমাশের
	৩		ত্বয়াপাস্ত্রবিনাশনায়	ত্বয়াপ্যাস্ত্রবিনাশনায়
	২০		মূর্খ	মূর্খ
	৩		ত্বন্ত্রাস্তোঽসি	ত্বং ভ্রান্তোঽসি
	৮		পুরুষাঃ সুলভা	সুলভাঃ পুরুষাঃ
	১১		প্রদীপ্তঃ	প্রদীপ্তং
১৩৭৬	২৭		অস্ত্রশস্ত্রধারা	অস্ত্রশস্ত্রধারী
১৩৭৭	১২		রমং	রামং
১৩৭৮	২২		বিভাষণনামে	বিভীষণনামে
১৩৭৯	৯		অর্থানথৈ)	অর্থানর্থে)
"	৯		ভজেদিহ	ভজেত্তিহ
"	১৫		সামর্থবান্	সমর্থবান্
১৩৮০	১৩		স এব দেশকালজ্ঞ ভবতীহ যথা তথা ।	এব দেশজ্ঞ কালজ্ঞ ভবতীহ যথা তথা ।
১৩৮০	৬		মিথ্যাপৃষ্টং	মিথ্যা পৃষ্টং
১৩৮২	৭		যাথাত্র	যথাত্র
১৩৮৩	১৩		পিশচান্	পিশাচান্
"	৩২		বিভাষণ	বিভীষণ
১৩৮৪	২		বত্তমার্য্যং	বত্তমার্য্যং

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩৮৭	৯	১১	রামসেমাপত্তিস্তস্ত	রামসেমাপত্তেস্তস্ত
১৩৮৮	৩০		করতে	করিতে
১৩৮৯	(সর্গ সমাপ্তি)		বাল্মীকিপ্রণীতআদিকাব্য	বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য
১৩৯০	২৭		নিকঠ	নিকট
১৩৯২	৭		নুপোত্তং	নৃপোত্তে
১৩৯৩	৩		গোসহস্রপ্রদাতারং	গোসহস্রপ্রদাতারং
"	৮		নিয়মাদপ্রমত্তস্ত	নিয়মাদপ্রমত্তস্ত
	২৯		বাণ	বাণ
	৩		তোয়বেগং	তোয়বেগঃ
	২১		মৎস	মৎস্ত
	১৭		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	৩১		পশ্চাদপসারণ	পশ্চাদপসরণ
	২৮		করিয়াছিল	করিয়াছিল
১৩৯৯	২৮		সৌম	সৌম্য
১৪০০	১০	৫৯	সমাজস্থ্রিতস্ততঃ	সমাজস্থ্রিতস্ততঃ
"	৮	৬৫	কাষ্ঠৈর্বন্ধিরে	কাষ্ঠৈর্বন্ধিরে
১৪০৩	১৭		ভীষণ	ভীষণ
১৪০৬	৭		দুর্ধর্ষস্বরূপী	দুর্ধর্ষস্বরূপী
"	১৫		নামজাতি	নামাজাতি
	১৬		করিব	করিবে
	১৩		শক্যাঃ	শক্যা
	১৮		বন্ধ	বন্ধন
	৩০		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
	১১	৩৪	শূকস্ত	শুকস্ত
	৭	৪০	বেগা	বেগো
	১৮		'হা হতো স্মি'	হা হতোঽস্মি
	১৯		দশরথ মন্দন	দশরথনন্দন
	১০		পবমেষু	পবমেষু
	১৩		শরসমূহ	শরসমূহ
	১	১	সারণেনাভিবিতম্	সারণেনাভিভাবিতম্
	১	১	কোম	কোম্
	১৩	৩৩	কর্ণো	কর্ণৌ
	৬		নামৈব	নামৈব

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪১৬	২২		দীপ্তিমতা	দীপ্তিমতী
	১৩		পরপারে	পরপারের
	৯		যং	যঃ
	২৫		বিকির্ণ	বিকীর্ণ
	২৬		সকলপ্রধান	সর্ব্বপ্রধান
	২৭		পিঙ্গলবর্ণ,	পিঙ্গলবর্ণ
	৯		গরা	গবয়
	১৭		৪৩ ৪৮	৪৬-৪৮
	১৪		বিবিধ	বিবিদ
	১২		বিবিধের	বিবিদের
	১৪		যশ্চৈবোঽমন্তরঃ	যশ্চৈবোঽনন্তরঃ
	৩		দুর্গাং	গুহাং
	১৪		সুব্রীড়ো	সব্রীড়ো
	১৬		বলোৎকর্ষ	বলোৎকর্ষ
	৮		ভয়বিহ্বলঃ	ভয়বিক্লবঃ
	১২		লঙ্কামেবাভিবর্ত্ততে	লঙ্কামেবাভিবর্ত্ততে
	১৬		বিবিধ	বিবিদ
	১৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	১৭		বিদ্যুৎজ্জিহ্বং	বিদ্যুজ্জিহ্বং
	(সর্গ সমাপ্তি)		বাল্মীকপ্রণীত	বাল্মীকিপ্রণীত
১৪৩৩	২৮		উদ্ভত	উদ্ভত
১৪৩৪	১৫		শুভ্র বৎসলা	শুভ্রবৎসলা
১৪৩৫	১৭		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
"	৭		সর্বৈং	সর্বৈঃ
১৪৩৯	২৫		করিয়া ছিলেন	করিয়াছিলেন
"	২০		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	২৬		সন্তাপিতত	সন্তাপিত
	২৪		পরিত্তক্ত	পরিত্যক্ত
	২০		বিবিধ	বিবিদ
	১৩		অনেকার্থযুক্ত	অনেকার্থযুক্ত
	১৯		শাল	শাল,
	২০		.মাগকেশর	নাগকেশর,

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪৫৪	১৭	২৬	...বানরৈঃ ॥	...বানরৈঃ ॥২৬
"			কুক্কুমসমাকীর্ণ	কুসুমসমাকীর্ণ
			বীর্য্যবান্ ॥২৬	বীর্য্যবান্ ॥২৭
			বানরদলপতিগণসমভিব্যাহারে	বানরদলপতিগণসমভিব্যাহারে
			রম্য-কাননশোভিত	রম্য-কাননসোভিত
			বলেন ॥২৭	বলেন ॥২৮
			বিবিধস্থান	বিবিধস্থান
			খণ্ডলগুলের	খণ্ডমণ্ডলের
			বক্ষস্থলোপরি	বক্ষঃস্থলোপরি
			সহিতম	সহিতম্
			মাং	ন'
			প্রশ্নিতঃ	প্রশ্নিতঃ
			হনুমান্ ঋক্ষরাজ	হনুমান, ঋক্ষরাজ
			অঙ্গদ	অঙ্গদ,
			মূর্ছুং নষ্টচেতনম	মূর্ছুর্গানষ্টচেতনম্
			অসংখে	অসংখ্যে
			বিশাল নয়ন	বিশালনয়ন
			নখৈর্দ্ধ তৈশ্চ	নখৈর্দ্দতৈশ্চ
			কুঞ্জরৈস্তৈর্মথা	কুঞ্জরৈর্মতৈস্তথা
			কতৃক	কর্ত্তৃক
			নিশাচরগণকে হইয়া দেবীপ্যমান	নিশাচরগণকে দেদীপ্যমান
১৪৮০			সুগ্রাব	সুগ্রীব
১৪৮১			পুরুষ প্রধান	পুরুষপ্রধান
১৪৮৩			এরূপস্থান ছিল না	এরূপ স্থান ছিল না
১৪৮৫			সর্পে।	সর্পো
১৪৮৬			শরীরেসায়কৈশ্চিতে	শরীরে সায়কৈশ্চিতে
১৪৮৯			যদাশ্রদ্ধাদষ্টক্ষা	যদাশ্রদ্ধাদষ্টক্ষা
১৪৯০			করাইছিল	করাইয়াছিল
১৪৯৭			স্বর্গ	সর্গ
"			অযোধ্যায়	অযোধ্যায়
১৪৯৭			কজ্জল রাশির	কজ্জলরাশির
১৪৯৯			বানররাজ	বানররাজ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৫০০	২৭		ইবাহিদ	হইয়াছিল
১৫০২	২৭		সত্যপরক্রমশালিন্	সত্যপরাক্রমশালিন্
১৫০৫			তাবিদ্রুমিতা	তাবিদ্রুষিতা
১৫০৭	২২		মধিতও	মথিত ও
১৫১০	১৯		ত্রিপঞ্চাশ: সর্গ:	ত্রিপঞ্চাশ সর্গ
১৫১৪	২৩		কূর্ম, ও	কূর্ম ও
১৫১৭	১২		শার্দূলসমবিক্রম:	শার্দূলসমবিক্রম:
১৫২৩	১৮		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
১৫২৫	(পৃষ্ঠাঙ্ক)		১৪২৪	১৫২৪
১৫২৬	১১		রুধিরকান্তসিষিচুশ্চ	রুধিরকান্ত সিষিচুশ্চ
"	১৬		নির্গমণ	নির্গমন
	৫		সেনারদিকে	সেনার দিকে
	২৩		শর বর্ষণকারী	শরবর্ষণকারী
	১৫		শার্দ্দূলের	শার্দ্দূলের
	৩২		সমবেক্ষেচ্ছু যুযুধানযোধি	সমরে বৃক্ষেচ্ছু যুযুধানযোধি
	১৬		বলহীন	বলহীন,
"	২৬		পারে না	পারে না,
১৫৩৩	১৭		মুখ্য	মুখ্য
১৫৩৪	২৮		ধনুধারণ	ধনু ধারণ
১৫৩৬	২১		ধর্ম্ম গ্রহণ	ধনুর্গ্রহণ
১৫৩৭	২৪		জ্যোতির্ম্মুখ	জ্যোতির্ম্মুখ
"	২৪		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৫৩৮	৪	৫০	ধনুর্বাস্যামং	ধনুর্বাস্যামং
১৫৩৯	১৩	৬৮	ধরাম্মু মুষ্টি	ধরাম্মুষ্টি
১৫৪৩	২৮		বক্ষস্থলে	বক্ষঃস্থলে
	২৩		বক্ষস্থলে	বক্ষঃস্থলে
	২৪		ভগবানবিষ্ণুর	ভগবান্ বিষ্ণুর
	২১		শ্রীরামচন্দর	শ্রীরামচন্দ্র
	২৮		সেনা মধ্যে	সেনামধ্যে
	(সর্গ সমাপ্তি)		উদযষ্টিতম:	উদযষ্টিতম
	১৭		কুম্ভবর্ণ	কুম্ভকর্ণ
	৯		সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্	সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্
	৯		এই রূপ	এইরূপ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৫৫০	২২		সীতাহরণ সন্তপ্ত	সীতাহরণ-সন্তপ্ত
"	২৮		পুলস্ত্যকুল ভনয়	পুলস্ত্যকুল-ভনয়
১৫৫৪	৩০		শত্রু সংহারক	শত্রুসংহারক
১৫৫৫	২৪		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৫৬১	২৩		রূপভ্রাব	দ্রব্যরূপ
১৫৬৬	৭		তব	তত্র
	১৪		কোন	কোন্
	২	২৩	শস্ত্রযোপায়ৈঃ	শস্ত্রযোপায়ৈঃ
	৮	৩৬	দৃতাতপত্রঃ	দৃতাতপত্রঃ
	৩২		পুজা	পূজা
	১৫		বিশম	বিষম
	১৯		নিকটবর্ত্যা	নিকটবর্ত্তী
	১৪		ভামাক্ষ	ভীমাক্ষ
১৫৮২	২৩		শব্দয়মান	শব্দায়মান
১৫৮৬	৩০		ইতস্তত	ইতস্তত:
১৫৮৮	১২		রথৈর্ন হৈশ্চ	রথৈর্ন হৈশ্চ
১৫৮৯	৩১		পযন্ত	পর্য্যন্ত
১৫৯১	২৬		ভামপরাক্রম	ভীমপরাক্রম
১৫৯২	২২		চতুর্দিক	চতুর্দ্দিক্
	১৩		সর্পরাজতুল্য	সর্পরাজতুল্য
	২০		বড়বা মল	বড়বামল
	১৫		বিরজাতা	বিরাজাতা
	১৭		সহোদর	সহোদর
	১৯		পুলস্তবংশজাত	পুলস্ত্যবংশজাত
	২৬		দিকেগমন	দিকে গমন
	১৭		সর্প বিশতুল্য	সর্পবিষতুল্য
	১৯		খড়গ	খড়্গ
	২০		খড়গ	খড়্গ
	২৬		খড়গ	খড়্গ
	২৫		কুণ্ডল ও	কুণ্ডলও
	১৭		খড়গ	খড়্গ
	২৪		অতুচ্চ	অত্যুচ্চ
	২০		খড়গ	খড়্গ

পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৬১৮		তেজঃপ্রদাপ্ত	তেজঃপ্রদীপ্ত
১৬২৫		খড়্গাদিধৃক্ত	খড়্গাদিধৃক্ত
১৬২৯		দ্বিবিধ	দ্বিবিধ
১৬৩৩		বিকার্ণ	বিকীর্ণ
১৬৩৭		বৃধং	বৃথং
"		দেখিয়	দেখিয়া
১৬৩৬		প্রবরৌষধানং	প্রবরৌষধীনাং
১৬৩৮		খড়্গ	খড়্গ
১৬৩৯		ব্যাপ্তসোচ্ছৈবিনেত্রুষঃ	ব্যাপ্তস্তোচ্ছৈবিনেত্রুষঃ
"		বিশলৌ	বিশল্যৌ
		তারাধিপস্যভা	তারাধিপস্যাভা
		ভ	ভা
		জ্বালতা	জ্বলিতা
		সম্মোদিমামিলম্	সম্মোদিতমহানিলম্
		রাক্ষসানং	রাক্ষসানাং
		খড়্গ	খড়্গ
		খড়্গ	খড়্গ
		খড়্গ	খড়্গ
১৬৪৪		খড়েগ	খড়েগ
"		খগড়	খড়্গ
১৬৪৭		জলাশয়ান্	জলাশয়ম্
১৬৪৯		লইতে	হইতে
১৬৫৪		ক্ষমধ্বংশি	ক্ষমধ্বাংশি
১৬৫৫		তাঙ্গরাঙ্গয় বর্ষেণ···	তাঙ্গরাঙ্গরবর্ষেণ
"		বিদ্বিয়	বিদ্ধিয়
১৬৫৮		রাবণমন্দম	রাবণমন্দন
১৬৬০		মায়াময়া	মায়াময়ী
১৬৬২		খড়েগ	খড়্গো
১৬৬৪		খড়্গ	খড়্গ
১৬৬৭		ষণ্ডর্ষেণ	খণ্ডর্ষেণ
১৬৬৮		স্বীকারকরতঃ	স্বীকারকরত
১৬৭৪		খড়্গ	খড়্গ
১৬৭৫		বার	বীর

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৬৭৭	১৮	খড়্গ	খড়্গ।
১৬৭৮	(সংদিংক্ষেপ ২)	বিভীষণদোদ্ধজিতশ্চ	বিভীষণদোগ্রজিতশ্চ
"	২৬	করিতেছে	করিতেছ
		বলিতেছে	বলিতেছ
		খড়্গ	খড়্গ।
"		ভস্মাৎ	ভস্মসাৎ
১৬৮৯		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৭৯০		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৬৯৩		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৬৯৬		খড়্গ	খড়্গ।
১৬৯৯		লক্ষ্মণেমমহাত্মনা	লক্ষ্মণেন মহাত্মনা
"		প্রভৃতিভি	প্রভৃতি
		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
		হা !	হা
		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
		খড়্গহস্তে	খড়্গহস্তে
		খড়্গ	খড়্গ।
১৭০৭		খড়্গসকল	খড়্গসকল
১৭০৮		খড়্গ	খড়্গ।
১৭০৯		নিয়ন্তুং	নিয়ন্তুং
১৭১০		কাখয়ামাস	কাময়ামাস
১৭১৩		স্বমেব	ভমেব
১৭১৪		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
১৭১৬		বিমেত্রুশ্চাশিষাঃ	বিমেত্রুশ্চাশিষং
১৭১৯		খড়্গ	খড়্গ।
১৭২৮		বিদ্যুৎজিহ্বাসদৃশ	বিদ্যুজ্জিহ্বাসদৃশ
১৭৩৪		ছটপট	ছট্‌পট,

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৭৫৫	২৬		পুত্রবৎসল।	পুত্রবৎসল
১৭৮১	৫		বিমানমহাস্তদা।	বিমানমস্তাস্তদা।
"	৭		খেদং স আজিমধ্যে	খেদক্ষ সমাজমধ্যে
	৮		শরবর্ষৈরবাকিরৎ	শরবর্ষৈরবাকিরৎ
	১২		পরপীড়িত	প্রপীড়িত
	২৪		কর	কর্
	৩২		করিয়াছ	করিয়াছি
	৮		স্নেহপরাতেন	স্নেহপরীতেন
			শক্রমিবর্তিষ্যতি	শক্রন্ নিবর্তিষ্যতি
	৪		হন্তাভরণমুত্তমম্	হন্তাহরণমুত্তমম্
	৭		ফিরিল	ফিরিল।
	৩৩		বর্ম্মে	কর্ম্মে
	১৩		রেত	রেতঃ
	৩৩		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
	২০		ব্রহ্মদ্বার পালও	ব্রহ্মদ্বারপালও
	২৬		নমস্কার	নমস্কার
	৩৩		পুনঃপুন	পুনঃপুনঃ
১৭৬২	২৮		অমিততেজদা	অমিততেজস্বী
১৭৬৬	২০		বীরব্যক্তি	বীরব্যক্তি
১৭৬৮	৬		গাত্রেষু	গাত্রেষু
১৭৭১	১৮		বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
১৭৭২	২২		মৈথিলা	মৈথিলী
"	৩২		অনুরূপ	অনুরূপ
১৭৭৩	৮		দাপ্তং	দীপ্তং
	১৫		শলৈর্যদ্বললাঙ্গুলৈর্বাণৈ	শলৈর্যদ্বদ্ বাণৈর্লাঙ্গুলৈ
	২৫		দাতাহরণরূপ	সীতাহরণরূপ
	৩৫		ইত্যবসারে	ইত্যবসরে
	৭		সৌম্যমূর্ত্তি	সৌম্যমূর্ত্তি
	১৬		করিয়াছি	করিয়াছি
	১৭		ঐশর্য্য	ঐশ্বর্য্য
	৬		প্রগৃহীতাঞ্জলির্হ্যাৎ	প্রগৃহীতাঞ্জলির্হ্যাৎ
	২৬		পারেম !	পারেন।
	২২		মিথিলা রাজনন্দিনী	মিথিলা-রাজনন্দিনী

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৭৮৬	১৬		ধনুধারিগণের	ধনুর্ধারিগণের
১৭৮৭	৩২		দিতেছে	দিতেছ
১৭৯৬	২৬		আপনি	আপনি
১৮০২			কেকেয়ী	কেকয়ী
			কৈকেয়া	কৈকেয়ী
			প্রাতিপূর্ণ	প্রীতিপূর্ণ
			প্রীত	প্রীত
			হইবেনা	হইবে না
			বামরও	বামর ও
			দুর্দ্ধর্ষ	দুর্দ্ধর্ষ
			সীতে	সীতে
			কৈকয়ীপুত্র	কৈকেয়ীপুত্র
			খড়্গধারা	খড়্গধারা
			সুখা	সুখী

উত্তরকাণ্ড

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৮৪৭	২৪		বাব	বীর
১৮৪৮	১৩		ককুৎস্থবংশজাত ?	ককুৎস্থবংশজাত !
	৩২		ভগ	ভাগ
,,	২১		করিতেছিনা	করিতেছি না
১৮৫২	১৮		চরিত্রবাম	চরিত্রবান্
১৮৫৪	২৯		স্বামা	স্বামী
১৮৬২	২৭		বসুধানাশ্রী	বসুধানাশ্রী
,,	১৯		মালায়	মালীর
১৮৬৭	২৪		খড়গ	খড়্গ
১৮৬৮	২২		কাটগণ	কীটগণ
১৮৬৯	২৫		পৃথিবাতে	পৃথিবীতে
১৮৭০	১৬		শ্রামধুসূদন	শ্রীমধুসূদন
১৮৭২	২২		মেঘসমূহ	মেঘসমূহ

পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৮৭৩	৭	মহাহভয়ম্	মহাভয়ম
১৮৭৪		ক্রুদ্ধ	ক্রুদ্ধ
১৮৭৫		হইতনা	হইত না
১৮৯৫		সাচিবা	সচিবা
১৮৯৭		ব্যতিষ্ঠৎস	ব্যতিষ্ঠৎ স
১৯০০		ভীষণ	ভীষণ
১৯০২		ছেতি	গচ্ছতি
”		খড়্গ	খড়্গ
		স্বীয়	স্বীয়
		খড়্গকে	খড়্গকে
		পুরায়	পুনরায়
		অবতীর্ণা	অবতীর্ণ
		পরাক্রমা	পরাক্রমী
		সমঃ	সমং
		দীপ্তমান্	দীপ্তিমান্
		নিরাক্ষণ	নিরীক্ষণ
		নিরছি	নিরাচি
১৯২৮		উভয়ে	উভয়
১৯২৯		পটিশ	পট্টিশ
১৯৫৫		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
১৯৫৮		ভগিনাক্ষ	ভগিনীক্ষ
১৯৫০		কুণ্ডলসী	কুণ্ডীলসী
১৯৪৪		রাবণে নোপলক্ষিতা	রাবণেনোপলক্ষিতা
		স্বয়মানোহভ্যভাষত	স্বয়মানোঽভ্যভাষত
		ছিলনা	ছিল না
		নগর মিতো	নগরমিতো
		তুষ্টোঽস্মি	তুষ্টোঽস্মি
		পক্ষা	পক্ষী
		বিক্রমেন	বিক্রমেণ
		শতক্রতো	শতক্রতো
		রূপবতা	রূপবতী
		সমুদ্ভূতো	সমুদ্ভূতো
		চক্রবাকযুগস্তনাম্	চক্রবাকযুগস্তনীম্

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৯৬৭	২৮		কলরবকারা	কলরবকারী
	২৯		জলপক্ষা	জলপক্ষী
	৩১		তীরবর্ত্তী	তীরবর্ত্তী
১৯৬৯	৪	৩৬	মর্ম্মদাধাঃ	মর্ম্মদাধাঃ
১৯৭৫	৯	৭১	তত স্তৈরেব	ততস্তৈরেব
১৯৭৬	১০	৪	ইন্দ্রস্তেষামরাবস্তীম	ইন্দ্রস্তেষামরাবস্তীম্
১৯৮২	৬	৪৫	বৃতস্তাপি	বৃতস্তাপি
"	১০		সর্গ	সর্গঃ
১৯৮৩	(সর্গসংক্ষেপ—২)		বায়ুকোপেন	বায়ুকোপেন
১৯৮৭	৪		প্রজা নাথ	প্রজানাথ
১৯৯১	৬		বাযুনা	বাযুনা
১৯৯৫	১২		সাহিত সহিত	সহিত
২০০১	৩২		মহাপরাক্রমশালা	মহাপরাক্রমশালী
২০০৭	১৩		নিশঙ্কচিত্তে	নিঃশঙ্কচিত্তে
২০১০	২২		সীতা দেবীও	সীতাদেবীও
	২৮		সুহৃদগণের	সুহৃদ্‌গণের
	১		বিস্তত্য	বিস্তব্য
	২৪		রত্নরাশি	রত্নরাজি
	২৫		গাঙ্গাকে	গাঙ্গীকে
			মহাবার্য্য	মহাবীর্য্য
			ভগবানে	ভগবান্
			পুরুরবার	পুরূরবার
			পূরুরবার	পুরূরবার
			"	
২০৪৯			তাকে	তাহাকে
"			ধর্ম্মনুসারে	ধর্ম্মানুসারে
২০৫৩			সর্ব্বার্থ সিদ্ধ	সর্ব্বার্থসিদ্ধ
২০৫৮		৩২	উলূকশ্চাত্রবীৎ	উলূকশ্চাত্রবীৎ
২০৬৭			মন্ত্রোচারণ পুর্ব্বক	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক
২০৬৮			বক্ষ্যামিতি	বক্ষ্যামীতি
২০৬৯			অদৃশ্যাঃ	অদৃশ্যঃ
			চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
			কাকুৎস্থং	কাকুৎস্থ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২০৭৫	১৯		পণশালায়	পর্ণশালায়
২০৭৭	২৯		বাসমভ:বাৎ	বাসমত্যয়াৎ
২০৯০	(সর্গ সংক্ষেপ)		বাল্মীকিসমীপাদ্	বাল্মীকিসমীপাৎ
২১০০	১৪		খড়্গ	খড়্গ
২১০৫	২৬		অবতার্ণ	অবতীর্ণ
২১০৬	৮		হতি	ইতি
২১০৭	৭		তেহন্তি	তেঽন্তি
২১১৪			যোজন পর্য্যন্তং	যোজনপর্য্যন্তং
২১১৯			পৃথিবী	পৃথিবী
২১৪০			ইমাস্ত্রী:	ইমাংস্ত্রীঃ
২১৫৩			অবস্থান	অবস্থাণ
২১৪৭			কবিনাই	কবি নাই
২১৪৮			বায়ুঃ	বাহুঃ
২১৫৭			খড়্গ	খড়্গ
২১৬৪			কার্য্যার্থং	কার্য্যার্থাং
"	১৫		সকলজাবেরই	সকলজীবেরই
২১৭৮	২৮		স্বর্গবাম	স্বর্গধাম
২১৮১	(সর্গ সমাপ্তি)		সম্পূর্ণম	সম্পূর্ণম্
২১৮৭	১১		স্বাস্থ স্তস্থা	স্বাস্থ্যস্তস্থা
২১৯৭	১৩		(৩)	(৪)
২১৯৮	(সর্গারম্ভ । ১		(৪)	(৫)
	১৫		(৪)	(৫)
	৮		ভামমাবন্ধভূমীঃং	ভামমাবন্ধভূমীরং
	১৯		পারিবেদা	পারিবেদ্য
	(সর্গসমাপ্তি)		(৪)	(৫)
	(সর্গারম্ভ ১)		(৫)	(৬)
	১৫		(৫)	(৬)
	(সর্গ সমাপ্তি)		(৫)	(৬)
	(সর্গারম্ভ)		প্রাক্ষপ্তঃ	প্রক্ষিপ্তঃ
	(")		(৬)	(৭)
	১৩		(৬)	(৭)
	(সর্গ সমাপ্তি)		(৬)	(৭)
	(সর্গারম্ভ)		(৭)	(৮)

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২২১০	১৫		(৭)	(৮)
২২১১	২৮		সীতা	সীতা
২২১২	(সর্গ সমাপ্তি)		(৭)	(৮)
	(সর্গারম্ভ)		(৮)	(৯)
	(সর্গারম্ভ)		বর্ণন	বর্ণনম্
	২২		(৮)	(৯)
	২৬		অগস্ত্য,	অগস্ত্য
	(সর্গসমাপ্তি)		(৮)	(৯)
	(সর্গারম্ভ)		(৯)	(১০)
	১৬		(৯)	(১০)
	২৬		লোকবাসা	লোকবাসী
	১৪		(৯)	(১০)
	১		বৈদেহাং	বৈদেহীং

সমগ্র রামায়ণের অশুদ্ধি-শুদ্ধি সংশোধন সমাপ্ত।

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে

শ্রীরামং প্রতি শিববাক্যম্—

মুমূর্ষোর্মণিকর্ণ্যান্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥
ওঁ শ্রীরাম রাম রামেত্যেতৎ তারকমুচ্যতে।
অতস্ত্বং জানকীনাথ পরং ব্রহ্ম বিনিশ্চিতম্ ॥

—০—

রামান্নাস্তি পরো দেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতম্।
ন হি রামাৎ পরো যাগো নহি রামাৎ পরো মখঃ ॥
একো দেবো রামচন্দ্রো ব্রতমেকং তদর্চ্চনম্।
মন্ত্রোঽপ্যেকশ্চ তন্নাম শাস্ত্রং তদ্ধ্যেব তৎস্তুতিঃ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু-মহেশাদ্যা যস্যাংশো লোকসাধকাঃ।
তমাদিদেবং শ্রীরামং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥

শিব বলিতেছেন—মণিকর্ণিকায় অর্দ্ধোদকনিবাসী মুমূর্ষুর কর্ণে তারকব্রহ্মবাচক তোমার মন্ত্র আমি উপদেশ করি।

ওঁ শ্রীরাম রাম রাম—এই তারকব্রহ্ম মন্ত্র। অতএব হে জানকীনাথ! তুমি নিশ্চিতই পরম ব্রহ্ম।

রাম হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, রাম অপেক্ষা অতি প্রশস্ত ব্রত নাই, রাম হইতে অতি শোভন যোগ নাই, রাম হইতে সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ নাই।

একমাত্র দেবতা রামচন্দ্র, একমাত্র ব্রত তাঁহার অর্চ্চনা, মন্ত্র একমাত্র তাঁহার নাম, তাঁহার স্তুতিমূলক শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র।

লোকসমূহের আরাধ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাহার অংশ—সেই পরম বিশুদ্ধ আদিদেব শ্রীরামকে ভজনা করি।

শিব-পুরাণে

শ্রীরামনাম নিখিলেশ্বরমাদিদেবং
ধন্যা জনাঃ ক্ষিতিতলে সততং স্মরন্তি।
তেষাং ভবেৎ পরমমুক্তিবয়ত্বতস্তথা
শ্রীরামভক্তিরচলা বিমলা প্রসাদদা ॥
রামনাম সদা দেব্যং জপরূপেণ নারদ।
ক্ষণার্দ্ধনামসংহীনং কালং কালাতিদুঃসহম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে

যস্যামলং নৃপ সদ্যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্ ॥
তং নাকপাল-বসুপাল-কিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১২।২১)

ও

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্ ।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্ম্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১১।১৩

শ্রীরামনাম অখিল জগতের ঈশ্বর, আদিদেব। জগতে সেই মানবগণ ধন্য, যাঁহারা নিরন্তর তাহা স্মরণ করেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণেও পরমা মুক্তি, নির্ম্মলা প্রসন্নতাদায়িনী অচলা শ্রীরামভক্তি লাভ হয় ॥

হে নারদ ! "জয় রাম" এইরূপে রামনাম সর্ব্বদা সেবনীয়। নামশূন্য ক্ষণার্দ্ধকালও অতিশয় কষ্টদায়ক ॥

নারদীয়-পুরাণে

প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্ ।
শ্রীমদ্রামং সমাপ্নোতি ভক্তঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥
রামং সংস্মরতাং নিত্যং সমস্তক্লেশ-সংক্ষয়ম্
মুক্তিং প্রযাতি বিপ্রেন্দ্র তস্য বিঘ্নো ন বাধতে ॥

নারদ উবাচ—

সর্ব্বেষাং সাধনানাঞ্চ সংদৃষ্টং বৈভবং ময়া ।
পরন্তু নামমাহাত্ম্যাকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
ভবতাপি পরিজ্ঞাতঃ সর্ব্ববেদার্থসংগ্রহম্ ।
নাস্মাৎ পরং ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ দৃষ্টং সত্যং বদামি বৈ ॥
বহুধাপি ময়া পূর্ব্বং কৃতং গন্তুং মহামুনে ।
নৈব প্রাপ্তং পরানন্দসাগরং জন্মকোটিভিঃ ॥
যাবচ্ছ্রীরামনাম্নস্তু প্রভাবং বৈ পরাৎপরম্ ।
নোহভ্যস্তং হৃদয়ে ব্রহ্মন্ তাবন্নার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রাতে, নিশিতে, সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সময়ে শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া মানব পাপবিহীন ও অতি নিশ্চল হয়।

হে বিপ্রেন্দ্র! রামের সম্যক্ চিন্তনে সত্বর ক্লেশসমূহ দূর হয়, কোন বিঘ্ন তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

নারদ বলিলেন,—সকল সাধনার সামর্থ্য আমি সম্যক্‌রূপে দেখিয়াছি, কিন্তু সে সকল নামমাহাত্ম্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের যোগ্য নহে।

আপনিও তো সমস্ত বেদার্থ-সংগ্রহ পরিজ্ঞাত আছেন—নামের অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেখিয়াছেন কি—সত্য বলুন।

হে মহামুনে! পূর্ব্বে আমিও বহু প্রকার যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু পরমানন্দ-সাগর কোটি জন্মেও প্রাপ্ত হই নাই।

হে ব্রহ্মন্! যতক্ষণ শ্রীরামনামের পরাৎপর প্রভাব হৃদয়ে অভ্যস্ত না হয়, তাবৎকাল মানুষ নানার্থ নিশ্চয় করিয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে

বেদানাং সারসিদ্ধান্তং সর্ব্বসৌখ্যৈককারণম্।
রামনাম পরং ব্রহ্ম সর্ব্বেষাং প্রেমদায়কম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রামনাম মাঙ্গল্যকারণম্।
ভজধ্বং সাবধানেন ত্যক্ত্বা সর্ব্বমূরাগ্রহান্॥

অগ্নি-পুরাণে

প্রাতর্মধ্যাপরাহ্ণে চ মধ্যাহ্নে চ তথা নিশি।
কায়েন মনসা বাচা কৃতং পাপং দুরাত্মনা॥
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমঞ্চ যৎ।
রামনামজপাচ্ছীঘ্রং বিনষ্টং ভবতি ধ্রুবম্॥

ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে

ভজস্ব কমলে নিত্যং নাম সর্ব্বেশ পূজিতম্।
রামেতি মধুরং সাক্ষান্ময়া সংকীর্ত্ত্যতে হৃদি॥

CALCUTTA UNIVERSITY ORIENTAL LIBRARY

চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭২]

[চতুর্থ সংখ্যা—বামপাশ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

মুখ্য-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রামবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্থানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে 'আসিয়া' বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রচুলা বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটী
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপহার বাবদ ১৫·০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

যস্তমো হন্তি তীব্রাস্ত্রা স্বভাভির্ভাবয়ন্ জগৎ। নতঃ।
ধর্ম্মশীতাম্বুনাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥২৭
কাঠিন্যবান্ যো বিভর্ত্তি জগদেতদশেষতঃ।
শব্দাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥২৮
যদ্ যোনিভূতং জগতো বীজং যৎ সর্ব্বদেহিনাম্।
তৎ তোয়রূপমীশস্য নমাম্যো হরিমেধসঃ ॥২৯
যো মুখং সর্ব্বদেবানাং হব্যভুক্ কব্যভুক্ তথা।
পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পাবকাত্মনে ॥৩০
পঞ্চধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং কুরুতেঽনিশম্।
আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায্বাত্মনে নমঃ ॥৩১
অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি।
অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ ॥৩২
সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সদা স্থানমুত্তমম্।
তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥৩৩
গৃহ্ণাতি বিষয়ান্ নিত্যমিন্দ্রিয়াত্মা ক্ষরাক্ষরঃ।
যস্তস্মৈ স্থানমূলায় নতাঃ স্মো হরিমেধসে ॥৩৪
গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥৩৫
যস্মিন্নন্তে সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথোদ্গতম্।
লয়স্থানঞ্চ যস্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিধর্ম্মিণে ॥৩৬
শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭
অবিকারমজং শুদ্ধং নির্গুণং গুণিরঞ্জনম্।
নতাঃ স্ম তৎপরং ব্রহ্ম যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩৮
অদীর্ঘহ্রস্বমস্থূলমনণ্বগ্র্যমলোহিতম্।
অস্নেহচ্ছায়মনণ্বমসক্তমশরীরিণম্ ॥৩৯
অনাকাশমসংস্পর্শমগন্ধমরসঞ্চ যৎ।
অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলমবাক্প্রাণমমানসম্ ॥৪০
অনামগোত্রমরূপমতেজস্কমহেতুকম্।
অভয়ং ভ্রান্তিরহিতমনিন্দ্যমজরামরম্ ॥৪১
অরজোঽশব্দমস্পর্শমপ্রমেয়ং যদসংবৃতম্।
পূর্ব্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৪২

যে তীব্রাস্ত্রা স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি ঘর্ম্ম, শীত ও জলের উৎপত্তিস্থান, সেই সূর্য্যাত্মাকে নমস্কার। যিনি কঠিন শব্দাদির আশ্রয় ও ব্যাপকরূপে এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন, সেই ভূম্যাত্মাকে নমস্কার। যাহা জগতের কারণভূত ও সর্ব্বদেহীর বীজ হরিমেধার (বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার করি। যিনি হব্যকব্যভোজিরূপে দেব ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ, সেই পাবকাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ।২১-৩০

যে আকাশযোনি ভগবান্ দেহে পঞ্চবিধরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন, সেই পবনাত্মাকে নমস্কার। যিনি অনন্তমূর্ত্তিধর, শুদ্ধ ও অশেষভূতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাত্মাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের পক্ষে উত্তম আশ্রয়, সেই শব্দাদিরূপী বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার। যিনি ক্ষর (নশ্বর) ও অক্ষররূপে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয় হইয়া বিষয় গ্রহণ করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত হই। যিনি ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়সকল আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণস্বরূপ বিশ্বাত্মাকে নমস্কার। সকল বিশ্ব যে অনন্তে অবস্থিত, যাহা হইতে উদ্গত এবং লয়স্থানও যিনি, সেই প্রকৃতিধর্ম্মী (হরিকে) নমস্কার। যিনি নির্গুণ এবং শুদ্ধ হইলেও (আমাদের) ভ্রান্তিজ্ঞানে গুণবানের ন্যায় লক্ষিত হন, সেই আত্মরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই। যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্গুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ, সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা নত হই। যিনি দীর্ঘ নহেন, হ্রস্ব নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্মাগ্র নহেন, যিনি লোহিত নহেন, যাঁহাতে স্নেহ নাই, ছায়া নাই, যিনি অণু নহেন, কিছুতেই আসক্ত নহেন, যাঁহার শরীর নাই, যাঁহার মধ্যে আকাশ নাই, যাঁহাতে স্পর্শ নাই, গন্ধ নাই ও রস নাই; যাঁহার চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, যিনি অচল, যাঁহাতে বাক্য, প্রাণ ও মন নাই, যাঁহার নাম এবং গোত্র নাই, রূপ নাই,

পরমীশিত্বগুণবৎ সর্বভূতমহাশ্রয়ম্ ।
নতাঃ স্ম তৎ পদং বিষ্ণোর্জিহ্বা-দৃগ্‌গোচরং ন যৎ ॥৪৩

পরাশর উবাচ ।

এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তুবন্তস্তৎসমাধয়ঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চেরুর্মহার্ণবে ॥৪৪
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেষামম্ভর্জলে হরিঃ ।
দদৌ দর্শনমুন্মিত্রনীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥৪৫
পতত্রিরাজমারূঢ়মবলোক্য প্রচেতসঃ ।
প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবাবনামিতৈঃ ॥৪৬

ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ।
প্রসাদসুমুখোঽহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ ॥৪৭

ততস্তমূচুর্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ ।
যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥৪৮

স চাপি দেবস্তং দত্ত্বা যথাভিলষিতং বরম্ ।
অন্তর্ধানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমুর্জলাৎ ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

যাঁহার তেজঃ নাই, যিনি অভয়, অভ্রান্ত, অমিশ্র, অজর, অমর, অজ, অশব্দ, অস্পৃষ্ট, অস্পৃক্ত, অনাবৃত এবং যাঁহাতে পূর্ব্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা বাক্য ও দৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্ব-গুণবিশিষ্ট সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ (পরম) পদে আমরা নত হইতেছি।৩১-৪৩

পরাশর কহিলেন,—প্রচেতসগণ একাগ্র হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করত দশ সহস্র বৎসর মহার্ণবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিকশিত নীলোৎপল দলের ন্যায় কান্তিমান্ ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। প্রচেতসগণ তাঁহাকে পক্ষিরাজ-গরুড় সমারূঢ় অবলোকন করিয়া ভক্তিনম্রমস্তকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের বর দিবার জন্য প্রসন্নবদনে সমুপস্থিত হইয়াছি। প্রচেতসগণ বরদাতা শ্রীহরিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পিতার সমাদিষ্ট প্রজাবৃদ্ধির কারণ বর প্রদানের কথা বলিলেন। সেই দেব যথাভিলষিত বর দিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গমন করিলেন।৪৪-৪৯

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[কণ্ডুমুনিচরিতম্, মৈথুনধর্ম্মেণ দক্ষস্য প্রজাসৃষ্টিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥১
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ দ্রুমৈঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥২
তদ্ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ ॥৩
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্ ঘোরস্তত্রাভূদ্ দ্রুমসংক্ষয়ঃ ॥৪
দ্রুমক্ষয়মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥৫
কোপং যচ্ছত রাজানঃ শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম।
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ কিতিরুহৈরহম্ ॥৬
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বার্ক্ষ্যেষী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যং জানতা পূর্বং ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা ॥৭
মারিষা নাম নাম্নেয়ং বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা।
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী ॥৮
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥৯
মম চাংশেন সংযুক্তো যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥১০
কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্বমাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ।
রম্যে গোমতীতীরে স তেপে পরমং তপঃ ॥১১
তৎক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাপ্যা বরাপ্সরাঃ।
প্রযুক্তা ক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা ॥১২

পঞ্চদশ অধ্যায়

[কণ্ডুমুনির চরিত ও মৈথুনধর্ম্মে দক্ষ কর্ত্তৃক প্রজাসকলের সৃষ্টি।]

পরাশর বলিলেন,—প্রচেতসগণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীরুহ(বৃক্ষ) সকল অরক্ষ্যমাণা (কর্ষণাদি রহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে এবং তাহাতে প্রজাক্ষয় হয়। পবন প্রবাহিত হইতে পারে নাই, আকাশ বৃক্ষ সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজাসকল দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়াছিল। জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচেতসগণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। বায়ু ঐ বৃক্ষসকলকে উন্মূলিত করিয়া শোষিত এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে। তাহাতে ঘোর বৃক্ষসংক্ষয় হয়। অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তরুক্ষয় দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলিলেন,—হে রাজগণ! কোপ সংবরণ কর, আমার কথা শুন, আমি বৃক্ষগণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব। আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রত্নভূতা এই বরবর্ণিনী (সুন্দরী) বার্ক্ষ্যেষী (বৃক্ষ হইতে উৎপন্না) কন্যাকে সুধাময় কিরণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম। মারিষা নাম্নী এই মহাভাগা বৃক্ষ-কন্যা নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবর্দ্ধিনী ভার্য্যা হউক। তোমাদের ও আমার অর্দ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। তিনি আমার সৌম্যাংশে ও তোমাদের তেজোময় অগ্নিযোগে অগ্নিসম হইয়া প্রজাবর্দ্ধন করিবেন।১-১০

পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ এক মুনি

ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥১৩
সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্।
প্রসাদসুমুখো ব্রহ্মন্ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥১৪
তয়ৈবমুক্তঃ স মুনিস্তস্যামাসক্তমানসঃ।
দিনানি কতিচিদ্ ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভাষত ॥১৫
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তস্মী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥১৬
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥১৭
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥১৮
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহ্যায়তেক্ষণাম্।
প্রাহাস্য তাং ক্ষণং সুভ্রু চিরং কালং গমিষ্যসি ॥১৯
তস্মাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষাণামন্বতিষ্ঠত ॥২০

ছিলেন, তিনি সুরম্য গোমতীতীরে পরম তপস্যা করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী কোন শুচিস্মিতা উত্তমা অপ্সরাকে তাঁহার ক্ষোভ (চিত্ত-বিকার) উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, সে সেই ঋষিকে ক্ষোভিত করিয়াছিল। তিনি বিকৃত ও বিষয়াসক্তমানস হইয়া তাহার সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দরপর্ব্বতের দ্রোণীতে (দুইটী শৈলের সন্ধিস্থলে) বাস করেন। তখন সে (অপ্সরা) ঐ মহাত্মাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও। সে এই কথা বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বলিলেন,—ভদ্রে! কিছুদিন থাক। তিনি এইরূপ কহিলে, কৃশাঙ্গী প্রম্লোচা সেই মহাত্মার সহিত আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ করিল। পরে কহিল,—হে ভগবন্! অনুজ্ঞা দাও, আমি ত্রিদিবালয়ে (স্বর্গে) যাইতেছি। মুনি কহিলেন,—থাক। পুনশ্চ কিছু অধিক শত বৎসর গত হইলে শুভাননা ঐ

গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তস্যা স্থীয়তামিত্যভাষত ॥২১
তং সা শাপভয়াদ্ ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গার্ত্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥২২
তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেস্তদহর্নিশম্।
নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিষ্টচেতসঃ ॥২৩
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্মুনিঃ।
নিষ্ক্রামস্তব কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥২৪
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে।
সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথা ভবেৎ ॥২৫
ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্।
কিমস্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরিবৃত্তমহস্তব ॥২৬
বহূনাং বিপ্র বর্ষাণাং পরিণামমহস্তব।
গতমেতন্ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতাম্ ॥২৭

মুনিরুবাচ।

প্রাতস্ত্বমাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়া দৃষ্টাসি তন্বঙ্গি প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্ ॥২৮

অপ্সরী প্রণয়ের মৃদুহাস্য সহ মধুর বাক্যে কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাই। এইরূপ কহিলে মুনি আয়তলোচনাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—অয়ি সুভ্রু! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের নিমিত্ত যাইবে। সুশ্রোণী সেই অপ্সরা তাঁহার শাপে ভীতা হইয়া পুনশ্চ সেই ঋষির সহিত কিঞ্চিদূন (কিছু কম) দুই শত বৎসর বাস করে।১১-২০

ঐ তন্বী (কৃশাঙ্গী) দেবরাজনিকেতনে গমনের নিমিত্ত বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল "থাক" "থাক" এই কথাই বলিতে লাগিলেন। দাক্ষিণ্যগুণে দক্ষিণা ও প্রণয়ভঙ্গদুঃখে দুঃখিতা সেই প্রম্লোচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করিল না। মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত অহর্নিশ (দিবারাত্র) রমণ করিতে থাকিলে, নব নব প্রেমের উদ্রেক হইতে লাগিল। মুনি একদা ত্বরাযুক্ত হইয়া কুটীর (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে

ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমুহূর্গতম্।
উপহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম ॥২৯

প্রম্লোচোবাচ।

প্রত্যূষস্ত্যাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন তে মৃষা।
কিন্ত্বন্য তস্য কালস্য গতাস্যব্দশতানি তে ॥৩০

সোম উবাচ।

ততঃ সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্।
কথ্যতাং ভীরু কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সহ ॥৩১

প্রম্লোচোবাচ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥৩২

ঋষিরুবাচ।

সত্যং ভীরু বদস্যেতৎ পরিহাসোঽথ বা শুভে।
দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহাসিতম্ ॥৩৩

প্রম্লোচোবাচ।

বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবান্তিকে।
বিশেষেণাদ্য ভবতা পৃষ্টা মার্গানুবর্ত্তিনা ॥৩৪

সোম উবাচ।

নিশম্য তদ্ বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ।
ধিঙ্ মাং ধিঙ্ মামতীবেত্থং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা ॥৩৫

মুনিরুবাচ

তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্।
হৃতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা ॥৩৬
ঊর্ম্মিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে।
মতিরেষা হৃতা যেন ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥৩৭
ব্রতানি বেদবিদ্যাপ্তিকারণান্যখিলানি চ।
নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্গেনাপহৃতানি মে ॥৩৮
বিনিন্দ্যেত্থং স ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৯

অপ্সরাসুন্দরী কহিল,—কোথায় যাওয়া হইতেছে? তিনি বলিলেন,—শুভে! দিবস শেষ হইল, আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে। তখন সে আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেষ হইল? বহুবৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এই কথায় কাহার না বিস্ময় হয়, বল? মুনি কহিলেন,—অয়ি ভদ্রে তন্বঙ্গি! তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি। আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল। প্রম্লোচা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! প্রত্যূষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে, মিথ্যা; অদ্য কতকেশত বৎসর গত হইল।২১-৩০

সোম কহিলেন,—তদনন্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়তলোচনা প্রম্লোচাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি ভীরু! বল, আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম? প্রম্লোচা কহিল,—নয় শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে। ঋষি কহিলেন,—অয়ি শুভে ভীরু! ইহা সত্য বলিতেছ, না উপহাস করিতেছ? আমার বোধ হইতেছে—আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম। প্রম্লোচা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট মিথ্যা কিরূপে বলিব? বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গানুবর্ত্তী হইয়া (নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ। সোম কহিলেন,—হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া "আমাকে ধিক্, আমাকে ধিক্" বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে মুনি বলিলেন,—আমার সকল তপস্যা নষ্ট হইল। ব্রহ্মবিদ্গণের (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) ধন হৃত হইল, বিবেকও গত হইল। মোহের নিমিত্ত কে এই নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল? শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা এই ছয়টি ঊর্ম্মির অতিক্রমকারী ব্রহ্ম আমার আত্মজয়ের দ্বারা জ্ঞেয়, যে এরূপ বুদ্ধিকে হরণ করিল সেই কামনামক মহাগ্রহকে ধিক্। নরকসমূহের পথস্বরূপ সঙ্গ (আসক্তি) দ্বারা আমার বেদবিদ্যা লাভের

গচ্ছ পাপে যথাকামং যৎ কার্য্যং তৎকৃতং ত্বয়া।
দেবরাজস্য মৎক্ষোভং কুর্ব্বত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥৪০
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেণ বহ্নিনা।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমুষিতোঽহং ত্বয়া সহ ॥৪১
অথবা তব কো দোষঃ কিং বা কুপ্যাম্যহং তব।
মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
ময়া শক্রপ্রিয়াকাঙ্ক্ষ্যা কৃতো মে তপসো ব্যয়ঃ।
ত্বয়া ধিক্ ত্বাং মহামোহমস্তু সাং স্বজুগুপ্সিতাম্ ॥৪৩

সোম উবাচ।

যাবদিত্থং স বিপ্রর্ষিস্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্।
তাবদ্ গলৎস্বেদকলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥৪৪
প্রবেপমানাং সততং ছিন্নগাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধমুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥৪৫
সা তু নির্ভর্ৎসিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাশ্রমাৎ।
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ তরুপল্লবৈঃ ॥৪৬
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারুণপল্লবৈঃ।
নির্ম্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥৪৭
ঋষিণা যত্তদা গর্ভস্তস্যা দেহে সমাহিতঃ।
নিষ্ক্রগাম স রোমাঙ্ক স্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥৪৮
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভমেকং চক্রে তু মারুতঃ।
ময়া চাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা বব্রধে শনৈঃ ॥৪৯
বৃক্ষাগ্রগর্ভসম্ভূতা মারিষাখ্যা বরাননা।
তাং প্রদাস্যন্তি বো বৃক্ষাঃ কোপ এষ প্রশাম্যতাম্ ॥৫০
কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদ্গতা।
মমাপত্যং তথা বায়োঃ প্রম্লোচাতনয়া চ সা ॥৫১
স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্ষীণে তপসি সত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয় বিষ্ণোরায়তনং যযৌ ॥৫২

কারণ সমস্ত ব্রত অপহৃত হইল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ এইভাবে নিজের নিন্দা নিজে করিয়া উপবিষ্টা অপ্সরাকে বলিলেন,—পাপে! যথা ইচ্ছা যাও, তুমি হাবভাবপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিয়াছ। আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহ্নি দ্বারা তোমাকে ভস্ম করিব না; কারণ, সাধুগণের অনুমোদিত সাপ্তপদী মৈত্রী অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত বাস করিয়াছি। অথবা তোমার দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন? আমারই নিতান্ত দোষ যে, আমি অজিতেন্দ্রিয়। তুমি ইন্দ্রের প্রিয় করিবার জন্য আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ, এজন্য তুমি মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত ঘৃণিত, তোমাকে ধিক্ ।৩১-৪৩

সোম বলিলেন,—সেই বিপ্রর্ষি সুমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা বলিলেন,- সে অমনি ঘর্ম্মাক্ত ও অতি কম্পান্বিতা হইল। সে যখন কম্পমান ও ঘর্ম্মাক্তগাত্রা হইতেছিল, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রোধের সহিত বলিলেন,—তুমি যাও, চলিয়া যাও। সেই ভর্ৎসিতা অপ্সরা ঐ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আকাশ পথ দিয়া যাইতে যাইতে তরুপল্লবে স্বেদ (ঘাম) মার্জ্জনা করিয়াছিল। সেই বালা বৃক্ষের অগ্রবর্ত্তী অরুণপল্লবে স্বেদজলক্লিন্ন গাত্র মুছিতে মুছিতে একবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে এইভাবে চলিয়া গেল। ঋষি তাহার দেহে যে গর্ভ আহিত করিয়াছিলেন, তাহা তাহার অঙ্গ হইতে রোমকূপ দিয়া ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া গেল। বৃক্ষসকল ঐ গর্ভ গ্রহণ করিল আর বায়ু তাহা একত্রিত করিল। আমিও সুধাময়কিরণে উহাকে আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্না সুবদনার নাম মারিষা। বৃক্ষেরা তোমাদিগকে ঐ কন্যা প্রদান করিবে অতএব কোপ প্রশমিত কর। এই মারিষা এইভাবে কণ্ডুর অপত্য, আমার ও বায়ুর সন্তান এবং বৃক্ষ হইতে উৎপন্না প্রম্লোচার কন্যা। হে মৈত্রেয়! সেই সাধুতম ভগবান্ কণ্ডুও তপস্যা ক্ষীণ হইলে বিষ্ণুর পুরুষোত্তম-নামক ধামে গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপনন্দনগণ! ঐ মহাযোগী সেখানে ঊর্দ্ধবাহু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মপারমর মন্ত্র জপ করিতে করিতে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ।৪৪-৫৩

তত্রৈকাগ্রমতির্ভূত্বা চকারারাধনং হরেঃ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ব্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাযোগী স্থিরাসৌ ভূপনন্দনাঃ ॥৫৩

প্রচেতস ঊচুঃ।

ব্রহ্মপারং মুনেঃ শ্রোতুমিচ্ছামঃ পরমং স্তবম্।
জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥৫৪

সোম উবাচ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
সব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥৫৫
সকারণং কারণতস্ততোঽপি
তস্যাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ।
কার্য্যেষু চৈবং সহ কর্ম্মকর্ত্তৃ
রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্ব্বম্ ॥৫৬

ব্রহ্ম প্রভুর্ব্রহ্ম স সর্ব্বভূতো-
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽহৌ।
ব্রহ্মাক্ষরং নিত্যমজং স বিষ্ণু-
রপক্ষয়াদ্যৈরখিলৈরসঙ্গি ॥৫৭

ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম ॥৫৮

সোম উবাচ।

এতদ্ ব্রহ্মাপরাখ্যং বৈ সংস্তবং পরমং জপন্।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥৫৯
ইয়ঞ্চ মারিষা পূর্ব্বমাসীদ্ যা তাং ব্রবীমি বঃ।
কার্য্যগৌরবমেতস্যাঃ কথনে ফলদাদ্যি বঃ ॥৬০
অপুত্রা প্রাগিয়ং বিষ্ণুং মৃতে ভর্ত্তরি সত্তমাঃ।
ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥৬১
আরাধিতস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
বরং বৃণীষেতি শুভা সা চ প্রাহাত্মবাঞ্ছিতম্ ॥৬২

প্রচেতসগণ বলিলেন,—যাহা কণ্ডু জপ করিয়া কেশবকে আরাধিত করিয়াছিলেন, আমরা ঐ মুনির সেই ব্রহ্মপার (ব্রহ্মপরায়ণ) পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি। সোম বলিলেন,—বিষ্ণু পরপার (সংসারপথের শেষ সীমা, যেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না)। তিনি অপারপার (দুরন্ত সংসারের পারকর্ত্তা), সমস্ত পর (বৃহত্তম পদার্থ আকাশাদি) হইতেও পর (অনন্ত), তিনি পরমার্থরূপী (পরম সত্য বা পরম আনন্দ নিদিধ্যাসরূপ), তিনি সব্রহ্মপার (বেদবিদ্‌গণের বা মন্ত্রনিষ্ঠ তপস্বিগণের পারকর্ত্তা), পরপারভূত (আত্মা হইতে ভিন্ন আকাশাদির অবধিরূপ), সকল পরেরও পর (ইন্দ্রিয়াদির অতীত) ও তিনি পার-পার (ভক্তগণের পালক ও কামনাপূরক)।৫৪-৫৫

তিনিই (একমাত্র) কারণ। কারণের যাহা কারণ এবং তাহারও যাহা কারণ, তাহারও হেতু তিনি। (আমরা যাহাকে) পরম হেতু (মনে করি), তাহার হেতু সেই বিষ্ণু। এই প্রকারে তিনি সমস্ত কার্য্যের (প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য—এই স্থূল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত কার্য্যের) অশেষ কর্ম্মকর্ত্তৃরূপে সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।৫৬

ঐ অচ্যুত ব্রহ্ম (নির্লিপ্ত) হইয়াও প্রভু (নিয়ন্তা), ব্রহ্ম (নিরাকার) হইয়াও তিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ, ব্রহ্ম (নিষ্কাম) হইয়াও প্রজাগণের (প্রতিপালক), তিনি বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক), তিনি অক্ষরব্রহ্ম ও তিনি নিত্য। অজ এবং অখিল অপক্ষয় (বিনাশ) প্রভৃতি যাঁহার স্বরূপ, কোন অসৎ বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। যেমন অজ, নিত্য ও অক্ষর ব্রহ্মই এই পুরুষোত্তম—সেইরূপ আমার রাগ (আসক্তি) প্রভৃতি দোষসমূহ নাশ প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুণ পুরুষোত্তমরূপে লীলা করিতেছেন, সেইরূপ সদোষ আমি যেন নির্দ্দোষ-স্বরূপ হইতে পারি।৫৭-৫৮

সোম বলিলেন,—এই 'ব্রহ্ম' যাঁহার আর একটি নাম, সেই কেশবেরই পরম স্তব আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে সেই কণ্ডুমুনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত

ভগবন্ বালবৈধব্যাদ্ বৃথাজন্মাহমীদৃশী।
মন্দভাগ্যা সমুৎপন্না বিফলা চ জগৎপতে ॥৬৩
ভবন্তু পতয়ঃ শ্লাঘ্যা মম জন্মনি জন্মনি।
ত্বৎপ্রসাদাৎ তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোঽস্তু মে ॥৬৪
রূপসম্পৎসমাযুক্তা সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনা।
অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥৬৫

সোম উবাচ।

তয়ৈবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্।
প্রণামমন্ত্রমুত্থাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥৬৬

দেবদেব উবাচ।

ভবিষ্যন্তি মহাবীর্য্যা একস্মিন্নেব জন্মনি।
প্রখ্যাতোদারকর্ম্মাণো ভবত্যাঃ পতয়ো দশ ॥৬৭
পুত্রশ্চ সুমহাত্মানমতিবীর্য্যপরাক্রমম্।
প্রজাপতিগুণৈর্যুক্তং ত্বমবাপ্সাসি শোভনে ॥৬৮
বংশানাং তস্য কর্ত্তৃত্বং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যমখিলং সূতিস্তস্য চাপূরয়িষ্যতি ॥৬৯
ত্বঞ্চাপ্যযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা।
মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥৭০
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তাং বিশালবিলোচনাম্।
সা চেয়ং মারিষা জাতা যুষ্মৎপত্নী নৃপাত্মজা ॥৭১

পরাশর উবাচ।

ততঃ সোমস্য বচনাৎ জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ॥৭২
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
জজ্ঞে দক্ষো মহাযোগী যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥৭৩
স তু দক্ষো মহাভাগঃ সৃষ্ট্যর্থং সুমহামতে।
পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাসৃষ্ট্যর্থমাত্মনঃ ॥৭৪
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদান্।
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বন্ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতঃ ॥৭৫
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ।
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥৭৬

হইয়াছিলেন। এই মারিষা পূর্ব্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি। ইহার বিবরণ বলিলে তোমাদের কার্য্য গৌরবজনক ফলপ্রদ হইবে। পতি মৃত হইলে এই ভাগ্যবতী রাজমহিষী ভক্তিসহকারে পূর্ব্বে বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিয়াছিল ।৫৯-৬১

আরাধিত বিষ্ণু তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। সেও আত্মবাঞ্ছিত বিষয় বলিতে লাগিল; হে ভগবন্ জগৎপতে! বালবৈধব্যহেতু আমি এরূপ বৃথাজন্মা, মন্দভাগ্যা ও বিফলা হইলাম। অধোক্ষজ। আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্লাঘ্য পতি হয়; প্রজাপতি সম একটী পুত্র হউক এবং আমিও যেন রূপসম্পদ্‌সংযুক্তা সকলের প্রিয়দর্শনা এবং অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। সোম কহিলেন,—দেবেশ হৃষীকেশ বরদ পরমেশ্বর ঐ প্রণামমন্ত্র রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন। একজন্মেই তোমার মহাবীর্য্য প্রখ্যাত উদারকর্ম্মা দশপতি হইবেন। শোভনে! তুমি সুমহাত্মা অতিবীর্য্যপরাক্রম প্রজাপতি গুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে তাহার বংশ সকলের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সন্ততি অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে। তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্য-গুণান্বিতা ও মনুষ্যদিগের মনঃপ্রীতিকরী হইবে। সেই বিশাললোচনাকে এই কথা কহিয়া দেব বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে নৃপাত্মজগণ! সেই এই মারিষা তোমাদের পত্নী হইল ।৬২-৭১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর প্রচেতসগণ সোমের বাক্যে কোপ সংবরণ করিয়া বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্ম্মানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। দশ প্রচেতস হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। হে মহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য ও আত্ম-প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহু পুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টির জন্য উপস্থিত হইয়া মনের দ্বারা

কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
তাসু দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাবস্তথা খগাঃ ॥৭৭
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ॥৭৮
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ।
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯

মৈত্রেয় উবাচ।

অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া।
কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহামুনে ॥৮০
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ সুমহান্ হৃদি বর্ত্ততে।
যদ্ দৌহিত্রঃ স সোমস্য পুনঃ শ্বশুরতাং গতঃ ॥৮১

পরাশর উবাচ।

উৎপত্তিশ্চ বিনাশশ্চ নিত্যৌ ভূতেষু সত্তম।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুষঃ ॥৮২
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ।
পুনশ্চৈবং নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥৮৩

কানিষ্ঠ্যং জ্যৈষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাভূদ্ দ্বিজোত্তম।
তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥৮৪

মৈত্রেয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ প্রকীর্ত্তয় ॥৮৫

পরাশর উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ্জ ভূতানি তথা শৃণু মহামতে ॥৮৬
মানসানি তু ভূতানি পূর্ব্বং দক্ষোঽসৃজৎ তদা।
দেবানৃষীন্ সগন্ধর্ব্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥৮৭
যদাস্য দ্বিজমানস্যো নাভ্যবর্দ্ধত তাঃ প্রজাঃ।
ততঃ পক্ষিস্থা স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৮
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অসিক্নীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥৮৯
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্।
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥৯০

চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করত পশ্চাৎ ষষ্টি কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন। কালপরিবর্ত্তনে বিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দিলেন। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দানবাদির জন্ম। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল; পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইত। মৈত্রেয় কহিলেন,—মহামুনে! দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয়—পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতস্ কিরূপে হইলেন? হে ব্রহ্মন্! আমার মনের আর এক সুমহান্ সংশয় এই যে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর হইলেন? ৭৭-৮১

পরাশর কহিলেন,—হে সত্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্য (প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন), সুতরাং দিব্যচক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে মোহিত হন না। এই দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যুগে যুগে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে কাহার জ্যেষ্ঠত্ব কাহার কনিষ্ঠত্ব এরূপ বিচার ছিল না, গুরুতর তপস্যা প্রভাবই জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হইত। মৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প ও রক্ষদিগের উৎপত্তি সবিস্তারে আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মহামতে! স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে দক্ষকে "প্রজাসৃষ্টি কর" এইরূপ আদেশ করিলেন; তিনি যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও সর্পের সৃষ্টি করেন। ৮২-৮৭

হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া বীরণ প্রজাপতির সুতা তপস্বিনী লোকধারিণী অসিক্নীনাম্নী মহীয়সী কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর

অসিক্ন্যাং জনয়ামাস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৯১

নারদ উবাচ।

হে হর্য্যশ্বা মহাবীর্য্যাঃ প্রজা যূয়ং করিষ্যথ।
ঈদৃশো লক্ষ্যতে যত্নো ভবতাং শ্রূয়তামিদম্ ॥৯২
বালিশা বত যূয়ং বৈ নান্তং জানীত বৈ ভুবঃ।
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ॥৯৩
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব যদা প্রতিহতা গতিঃ।
তদা কস্মাদ্ ভুবো নান্তং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ ॥৯৪

পরাশর উবাচ।

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥৯৫
হর্য্যশ্বেষথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ।
বৈরিণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৯৬
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
পূর্ব্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন্ নারদেন প্রচোদিতাঃ ॥৯৭
অন্যোন্যমূচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ।
ভ্রাতৄণাং পদবী চৈব গন্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৯৮
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৯৯
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥৯৯
ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে দ্বিজ।
প্রযাতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥১০০
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ক্রোধং চক্রে মহাভাগো নারদং স শশাপ চ ॥১০১
সর্গকামস্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয় প্রজাপতিঃ।
ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥১০২
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥১০৩

বীর্য্যবান্ প্রজাপতি বীরণ সর্গহেতু কন্যা অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ মধুর আলাপী বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে প্রজা বৃদ্ধি বিষয়ে ইচ্ছুক দেখিয়া নিকটে গমন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এরূপ তোমাদের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর। তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর (সংসারাঙ্কুরের উৎপত্তি লিঙ্গশরীরের) অধঃ (উপক্রম), ঊর্দ্ধ (অবসান) ও অন্তঃ (মধ্য) জান না, কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে? মনুষ্যজন্মে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সকল বিষয়ে (তত্ত্ববিচারে) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কিজন্য ভূ (লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিতেছ না কেন?

(অথবা এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যভাগ কতখানি তাহা যখন তোমরা জান না, তখন প্রজাসৃষ্টি করিবে কিরূপে? হে অজ্ঞগণ! তোমাদের ঊর্দ্ধদিকে তির্য্যক্, মধ্যস্থানে বক্রগতিতে ও নিম্নে যাইতে যখন তোমাদের অপ্রতিহত শক্তি আছে, তখন এই পৃথিবীর শেষপর্য্যন্ত কেন না দেখিতেছ?) ॥৮৮-৯৪

পরাশর কহিলেন,—তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অদ্যাপি নিবর্ত্তিত হন নাই। হর্য্যশ্বনামা পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস্ দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনশ্চ সহস্র সহস্র পুত্রের সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম শবলাশ্ব। নারদ তাঁহাদিগকেও সন্তানবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ায়, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন,—"মহামুনি ভাল বলিতেছেন, ভ্রাতৃগণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই। পৃথিবীর প্রমাণ (লিঙ্গ-শরীরাবসান) জানিয়া অথবা পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিয়া পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারাও সেই মার্গের (মোক্ষপথের) দিকে চলিয়া গেলেন; তাঁহারও সমুদ্রগত নদীর ন্যায় অদ্যাপি

যে চৈব বহুপুত্রায় যে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
যে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি বৈ শৃণু ॥১০৪
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥১০৫
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ শ্বেতাস্তদপত্যানি মে শৃণু।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥১০৬
মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ ॥১০৭
ভানোহস্তু ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তজাঃ।
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোহথ নাগবীথী তু যামিজা ॥১০৮
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বং অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্ব্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব তু ॥১০৯
যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥১১০
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥১১১
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধ্বনিস্তথা।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১১২
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥১১৩
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা।
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥১১৪
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ।
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥১১৫
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥১১৬
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রং ঋষিং নাম্নাথ দেবলম্।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ ॥১১৭
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত ॥১১৮
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামাষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥১১৯

প্রত্যাগত হন নাই। হে দ্বিজ! তদবধি ভ্রাতার অন্বেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্ত্তব্য নহে ।৯৫-১০০

দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট (নিরুদ্দেশ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টিকামী বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কন্যার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি এবং বহুপুত্র আঙ্গিরস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী। ইঁহাদের অপত্যসকলের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করেন, মরুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, বসুর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-বিষয় (চরাচর প্রাণিজাত) অরুন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। সঙ্কল্পার গর্ভে সর্ব্বাত্মা (সর্ব্ববস্তুবিষয়ক) সঙ্কল্পের জন্ম ।১০১-৯

অনেক বসুপ্রাণ যে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ অষ্টবসু বলিয়া সমাখ্যাত, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি। অষ্টবসুর নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোকপ্রকালন (সংহর্ত্তা) ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ, যাহাতে বর্চ্চস্বী (কান্তিমান্) পুরুষ হয়। ধরের ভার্য্যা মনোহরার পুত্র; দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্য্যা শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অগ্নিপুত্র কুমার শরস্তম্বে (শরগুচ্ছে) জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিকাদিগের অপত্য,

কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥১২০
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥১২১
তস্য পুত্রাস্তু চত্বারস্তেষাং নামানি মে শৃণু।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান্।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥১২২
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥১২৩
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ মহামুনে।
একাদশৈতে প্রথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥১২৪
শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্।
অদিতিদিতির্দনুঃ কালা অরিষ্টা সুরসা তথা ॥১২৫
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তদপত্যানি মে শৃণু ॥১২৬

পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোঽন্যমুচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥১২৭
উপস্থিতেঽতিবলশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে সমাগম্য পরস্পরম্ ॥১২৮
আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১২৯
এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্তে দিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥১৩০
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥১৩১
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩২
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩৩
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ।
সর্ব্বনক্ষত্রযোগিন্যস্তন্নাম্ন্যশ্চৈব তাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩৪

এজন্য কার্ত্তিকের নামে স্মৃত। শাখ, বিশাখ, মৈগমেয় ইহারা পৃষ্ঠজ (অনুজ)। পণ্ডিতেরা কেবল ঋষি দেবলকে প্রত্যূষের পুত্র বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্ মনীষী দুই পুত্র ও বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মচারিণী যোগসিদ্ধা বরস্ত্রী অনাসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। ইনি অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা। শিল্পসহস্রের কর্ত্তা, ত্রিদশগণের বর্দ্ধকি (সূত্রধর), সর্ব্বভূষণের নির্ম্মাতা, শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাতে উৎপন্ন।১১০-২০

বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের বিমানসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা। তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও বুদ্ধিমান্ রুদ্র। ত্বষ্টার আত্মজপুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ। হে মহামুনে! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্র নামে প্রথিত। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কশ্যপের পত্নী অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি; ইঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বমন্বন্তরে অর্থাৎ অতিবলা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন,—দেবগণ! শীঘ্র আইস, আমরা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিব; তাহাতে আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে। তাঁহারা সকলে চাক্ষুষ মন্বন্তরে মারীচ কশ্যপের পত্নী অদিতিতে প্রসূত হন। ঐ মন্বন্তরে বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ—এই অদিতিজাত পুত্রগণ দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া স্মৃত। যাঁহারা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিতনামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বতের সময়ে দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত।১২১-৩৩

তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা।
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ॥১৩৫
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্বাংস্তঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ ॥১৩৬
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥১৩৭
সর্ব্বে দেবগণাস্তাত ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু ছন্দজাঃ।
তেষামপীহ সততং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥১৩৮
যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়ান্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥১৩৯
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ॥১৪০
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥১৪১

অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্।
সংহ্লাদশ্চ মহাবীর্য্যা দৈত্যবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥১৪২
তেষাং মধ্যে মহাভাগ সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী।
প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনার্দ্দনে ॥১৪৩
দৈত্যেন্দ্রদীপিতো বহ্নিঃ সর্ব্বাঙ্গেষ্বপি চিতো দ্বিজ।
ন দদাহ চ যং বিপ্র বাসুদেবে হৃদি স্থিতে ॥১৪৪
মহার্ণবান্তঃসলিলে স্থিতস্য চলতো মহী।
চচাল সকলা যস্য পাশবদ্ধস্য ধীমতঃ ॥১৪৫
ন ভিন্নং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যস্য দৈত্যেন্দ্রপাতিতৈঃ।
শরীরমদ্রিকঠিনং সর্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ ॥১৪৬
বিষানলোজ্জ্বলমুখা যস্য দৈত্যপ্রচোদিতাঃ।
নাস্যন্তে সর্পপতয়ো বভূবুরকৃতেজসঃ ॥১৪৭
শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি যঃ স্মরন্ পুরুষোত্তমম্।
তত্যাজ নাত্মনঃ প্রাণান্ বিষ্ণুস্মরণসংশিতঃ ॥১৪৮

যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোমপত্নীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা নক্ষত্রযোগিনী এবং তন্নাম্নী অর্থাৎ তাঁহাদের নাম পুনর্ব্বসু পুষ্যাদি। তাঁহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান্ অনেক অপত্য হইয়াছিলেন। অরিষ্টনেমিপত্নীদিগের ষোড়শ পুত্র। বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদুষাম্নী চারি ভার্য্যা (কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সীতা)। ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সংকৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ (দেবপ্রহরণ) দেবঅস্ত্র বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা যুগসহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! সর্ব্বদেবগণ যজ্ঞ প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ছন্দজ (স্বেচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণশীল); ইঁহাদেরও নিরোধোৎপত্তি অর্থাৎ লয়ের সহিত উৎপত্তি কথিত হয়। হে মৈত্রেয়। সংসারে সূর্য্যের উদয়-অস্তের ন্যায় ঐ দেবনকল যুগে যুগে সম্ভূত হন।১৩৪-৩৯

কশ্যপের ঔরসে দিতির পুত্রদ্বয় দুর্জ্জয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকানাম্নী এক কন্যাও হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রথিতৌজসা চারি পুত্র; যথা— অনুহ্লাদ, হ্লাদ, বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। ইঁহারা সকলেই মহাবীর্য এবং দৈত্যবংশবর্দ্ধন। হে মহাভাগ! তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি জনার্দ্দনে পরমভক্তি বহন করিয়াছেন। হে বিপ্র! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াও বাসুদেবহৃদয়ে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই।১৪০-৪৪

যে ধীমান্ মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বস্থানে অচ্যুতবুদ্ধি থাকায় যে শরীর গিরিবৎ কঠিন, তাহা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু-নিক্ষিপ্ত বিবিধ শস্ত্রে ভিন্ন হয় নাই। দৈত্য কর্তৃক প্রেরিত বিষাগ্নিতে উজ্জ্বল মুখ বড় বড় সর্পগণ যে মহাতেজের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই। বিষ্ণুস্মরণে সর্বদা মগ্ন শৈলবদ্ধ দেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করেন নাই।১৪৫-৪৮

স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উক্ত হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পড়িতে যে মহামতিকে অবনী নিকটে গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। সংলোবক বায়ু

পতন্তমুচ্চাদবনির্যমুপেত্য মহামতিম্ ।
দধার দৈত্যপতিনা ক্ষিপ্তং স্বর্গনিবাসিনা ॥১৪৯

যস্য সংশোষকো বায়ুর্দেহে দৈত্যেন্দ্রযোজিতঃ ।
অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিত্তস্থে মধুসূদনে ॥১৫০

বিষাণভঙ্গমুন্মত্তা মদহানিঞ্চ দিগ্‌গজাঃ ।
যস্য বক্ষঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যেন্দ্রপরিণামিতাঃ ॥১৫১

যস্য চোৎপাদিতা কৃত্যা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ ।
বভূব নাস্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ ॥১৫২

শম্বরস্য চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ ।
যস্মিন্ প্রযুক্তং চক্রেণ কৃষ্ণস্য বিতথীকৃতম্ ॥১৫৩

দৈত্যেন্দ্রসূদোপহৃতং যস্তু হালাহলং বিষম্ ।
জরয়ামাস মতিমান্ অবিকারমমৎসরী ॥১৫৪

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্বেষ্বেব জন্তুষু ।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥১৫৫

ধর্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা ।
উপমানমলেসাণাং সাধূনাং যঃ সদা ভবেৎ ॥১৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

দৈত্যেন্দ্র দ্বারা যাঁহার দেহে যোজিত হইয়া মধুসূদন চিত্তস্থ থাকায় সদ্যঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ।১৪৯-৫০

দৈত্যেন্দ্রপরিণামিত (বক্রভাবে দন্তপ্রহারে শিক্ষিত) হইয়া উন্মত্ত দিগ্‌গজগণ যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষাণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে দৈত্যেন্দ্ররাজপুরোহিতের দ্বারা উৎপাদিত কৃত্যা (অভিচারক্রিয়া দ্বা তন্ত্রমিশ্র বিকটাকার মূর্তি) যে গোবিন্দাসক্তচেতা প্রহ্লাদের নাশের নিমিত্ত হয় নাই। অতিমায়ী শম্বরাসুরের সহস্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিফল হয়। অমৎসরী মতিমান্ সেই প্রহ্লাদ দৈত্যেন্দ্রের পাচক কর্তৃক প্রদত্ত হলাহল বিষকে কোনরূপে বিকার প্রাপ্ত না হইয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি এই জগতে সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা এবং যেমন আপনাতে তেমনি অন্যত্র পরম মৈত্র গুণান্বিত এবং সেই ধর্মাত্মা সত্য শৌচাদি গুণের আকর ও সর্বদা সাধুগণের উপাদরণস্থল হইয়াছিলেন ।১৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[মৈত্রেয়স্য প্রহ্লাদচরিতবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানাং মহামুনে।
কারণঞ্চাস্য জগতো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥১

যচ্চৈতদ্ ভগবানাহ প্রহ্লাদ দৈত্যসত্তমম্।
দদাহ নাগ্নির্নাস্ত্রৈশ্চ ক্ষুণ্ণস্তত্যাজ জীবিতম্ ॥২

জগাম বহুধা ক্ষোভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে।
বদ্ধবদ্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা ॥৩

শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি ন মমার চ যঃ পুরা।
ক্ষয়ৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্য ধীমতঃ ॥৪

তস্য প্রভাবমতুলং বিষ্ণোর্ভক্তিমতো মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি যস্তৈতৎ চরিতং দীপ্ততেজসঃ ॥৫

কিং নিমিত্তমসৌ শস্ত্রৈর্বিক্ষতো দিতিজৈর্মুনে।
কিমর্থঞ্চাক্ষিপল্লিলে নিক্ষিপ্তো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥৬

আক্রান্তঃ পর্ব্বতৈঃ কস্মাৎ কস্মাদ্দষ্টো মহোরগৈঃ।
ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাৎ কিং বা পাবকসঞ্চয়ে ॥৭

দিগ্‌দন্তিনাং দন্তভূমিং স চ কস্মাদ্বিরূপিতঃ।
সংশোষকোঽখিলশ্চাস্য প্রযুক্তঃ কিং মহাসুরৈঃ ॥৮

কৃত্যাঞ্চ দৈত্যগুরবো যুযুজুস্তত্র কিং মুনে।
শম্বরশ্চাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্ ॥৯

হালাহলং বিষমহো দৈত্যসূদৈর্মহাত্মনঃ।
কস্মাদ্ দত্তং বিনাশায় যদ্ জীর্ণং তেন ধীমতা ॥১০

এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যসূচকম্ ॥১১

ষোড়শ অধ্যায়

[মৈত্রেয়স্য প্রহ্লাদচরিতবিষয়ক প্রশ্ন।]

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানবদিগের বংশ বর্ণনা করিলেন এবং সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল; কিন্তু ভগবান্ (আপনি) বলিলেন যে, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, অস্ত্র-ক্ষুণ্ণ হইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই; প্রহ্লাদ সলিলে স্থিত এবং বদ্ধমধ্যে বদ্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে অঙ্গের বিক্ষোপবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত বসুধা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্তদেহ হইয়া মৃত হন নাই এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মহাত্মা বলিলেন; যে দীপ্ততেজস্বীর চরিত এইরূপ, সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মুনে! দৈত্যরা কি নিমিত্ত উঁহাকে শস্ত্রবিক্ষত করে? কি নিমিত্তই বা ধর্ম্মতৎপর প্রহ্লাদকে সমুদ্র সলিলে নিক্ষিপ্ত করে? কি নিমিত্ত তিনি পর্ব্বতে আক্রান্ত হন? মহাদর্পসকল কি জন্য তাঁহাকে দংশন করে? কি জন্য পর্ব্বতশিখর হইতে, কেনই বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন? তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের দন্তভূমিতে আরোপিত হন? মহান্ অসুরগণ কি হেতু ইহার প্রতি সংশোষক বায়ু প্রয়োগ করে? ১-৮

মুনে! দৈত্যগুরুগণ কিজন্য তৎপ্রতি 'কৃত্যা' বিধান করিয়াছিলেন? শম্বর কি কারণে সহস্র মায়া প্রয়োগ করে এবং হিরণ্যকশিপুর পাচকেরা মহাত্মার বিনাশের জন্য হলাহল বিষই বা দিয়াছিল কেন? সেই বিষ ধীমান্ জীর্ণ করিয়াছিলেন! হে মহাভাগ! মহাত্মা প্রহ্লাদের বিশিষ্ট মহাত্মাসূচক এই সকল চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে নাই,

নহি কৌতূহলং তত্র যদ্ দৈত্যৈর্ন হতো হি সঃ।
অনন্যমনসো বিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে ॥১২
তস্মিন্ ধর্ম্মপরে নিত্যং কেশবারাধনোদ্যতে।
স্বয়ংপ্রভবৈর্দৈত্যৈঃ কর্ত্তুং দ্বেষোঽতিদুষ্করঃ ॥১৩
ধর্ম্মাত্মনি মহাভাগে বিষ্ণুভক্তে বিমৎসরে।
দৈতেয়ৈঃ প্রহৃতং যস্মাৎ তন্মামাখ্যাতুমর্হসি ॥১৪

প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপি নেদৃশে।
গুণৈঃ সমন্বিতে সাধৌ কিং পুনর্যঃ স্বপক্ষজঃ ॥১৫
তদেতৎ কথ্যতাং সর্ব্বং বিস্তরান্মুনিসত্তম।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥১৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

তাহাতে আমার কৌতূহল নাই; কারণ, বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমনা ব্যক্তির বিনাশ কে করিতে পারে? তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও নিত্য কেশবের আরাধনায় উদ্যোগী ছিলেন (এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেষ করা যায় না) তাহাতে আবার দৈত্যগণ তাঁহার স্বয়ংপ্রভব। তবে দৈত্যেরগণ যেজন্য ধর্ম্মাত্মা, মহাভাগ ও মাৎসর্য্যহীন বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। মহাত্মারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমন্বিত কোনও সাধুকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ এরূপ করিলেন কেন? অতএব হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি অশেষপ্রকারে দৈত্যেশ্বরের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি।৯-১৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদচরিতকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শৃণুতাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাত্মনঃ ॥১
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥২
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্।
বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ ॥৩
ধনানামধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ ॥৪
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তৎত্রাসান্মুনিসত্তম।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্ ॥৫

সপ্তদশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের চরিত্র কথন।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! সেই সদা উদারচরিত মহাত্মা ধীমান্ প্রহ্লাদের সম্যক্ চরিত্র শ্রবণ কর। দিতির মহাবীর্য্য পুত্র হিরণ্যকশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল। ঐ দৈত্য ইন্দ্রত্ব করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, সোম এবং ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল; আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করিত। হে মুনিসত্তম! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতনু ধারণ করত অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন। সে ত্রিভুবন

জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্ভুঞ্জে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥৬
পানাসক্তং মহাত্মানং হিরণ্যকশিপুং তদা।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাঃ ॥৭
অবাদয়ন্ জগুশ্চান্যে জগুশ্চান্যে২প্সরোগণাঃ।
দৈত্যরাজস্য পুরতশ্চক্রুঃ সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ ॥৮
তত্র প্রনৃত্যাপ্সরসি স্ফটিকাশ্রময়েহন্তরঃ।
পপৌ পানং মুদা যুক্তঃ প্রাসাদে সুমনোহরে ॥৯
তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥১০
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥১১
পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমিতৌজসম্ ॥১২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পঠ্যতাং ভবতা বৎস সারভূতং সুভাষিতম্।
কালেনৈতাবতা যৎ তে সদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥১৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥১৪
অনাদিমধ্যান্তমজমব্যয়ক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৫

পরাশর উবাচ।

এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদ্গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ ॥১৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে ॥১৭

গুরুরুবাচ।

দৈত্যেশ্বর ন কোপস্তে বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ ॥১৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অনুশিষ্টোঽসি কেনেদৃগ্ বৎস প্রহ্লাদ কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥১৯

জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান (স্তুত) হইয়া প্রিয় বিষয়সকল ভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও সর্পগণ মহাত্মা (অদ্ভুত প্রভাবশালী) পানাসক্ত হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং সিদ্ধগণ আনন্দিত হইয়া জয় শব্দ করিতেন। যে সুমনোহর প্রাসাদ স্ফটিকাশ্রময় (স্ফটিকশিলা-নির্ম্মিত) এবং যাহাতে অপ্সরারা সুন্দর নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অসুর হৃষ্ট হইয়া মদিরাদি পান করিত।১-৯

তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বালপাঠ্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু পাদদেশে প্রণামাবনত অমিততেজাঃ পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল,—বৎস! তুমি এতকাল সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া যাহা পাঠ করিয়াছ, সেই সারভূত সুভাষিত পাঠ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! যাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সারভূত কথা আপনার আজ্ঞানুসারে আমি একাগ্রচিত্তে বলিতেছি,—যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, যিনি অজ, যাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সেই অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি। পরাশর কহিলেন,—দৈত্যেন্দ্র ইহা শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—ব্রহ্মবন্ধো! একি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপক্ষস্তুতিসংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ! গুরু কহিলেন,—হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও না; তোমার এই পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না। হিরণ্যকশিপু কহিল,—বৎস প্রহ্লাদ! কে তোমাকে

প্রহ্লাদ উবাচ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে ॥২০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোঽয়ং বিষ্ণুঃ সুদুর্বুদ্ধে যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্তেঽহ পুরতঃ প্রণতং মম ॥২১

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥২২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽন্য কিমন্যো ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ ॥২৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত মম প্রজানাং
স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥২৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ ॥২৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণু-
রাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ ॥২৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন বিপক্ষবিতথস্তুতৌ ॥২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈর্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ ॥২৮
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ পুত্র গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্ ॥২৯

এরূপ শিক্ষা দিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাসক, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে? (শিক্ষা দেয়?) ।১৯-২০

হিরণ্যকশিপু কহিল,—রে সুদুর্ব্বুদ্ধে! আমার সম্মুখে নিঃশঙ্কভাবে পুনঃপুনঃ যাহাকে জগতের ঈশ্বর বলিতেছিস্, সেই বিষ্ণু কে? প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাঁহার যোগিধ্যেয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই (শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না)। যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু কহিল,—রে অজ্ঞ! আমি থাকিতে তোর অন্য পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু হইয়া পুনঃপুনঃ ইহাই বলিতেছিস্। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু সমস্ত প্রজার এবং আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন, কি জন্য কোপ করিতেছেন? হিরণ্যকশিপু কহিল,—কোন অতি পাপকারী এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ঈদৃশ অসাধু কথাসকল বলিতেছে? প্রহ্লাদ কহিলেন,—কেবল আমার হৃদয়ে নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক অধিকার করিয়া অবস্থিত। পিতঃ! সেই সর্ব্বজ্ঞ আমাকে, আপনাকে এবং অন্যান্য সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—এই দুষ্টকে দূর কর এবং গুরুগৃহে ইহার শাসন করা হউক। দুর্ম্মতিকে কে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতি শিখাইছে? পরাশর কহিলেন,—দৈত্যরাজ এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গুরু গৃহে নীত এবং গুরুশুশ্রূষায় উদ্যোগী হইয়া সর্বদা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিল,—বৎস! কোন গাথা পাঠ কর। প্রহ্লাদ

প্রহ্লাদ উবাচ।
যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৩০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্ত্তৃত্বাদ্ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥৩১

পরাশর উবাচ।
ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীতমহায়ুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥৩২

প্রহ্লাদ উবাচ।
বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং মযি চাদৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে ॥৩৩

পরাশর উবাচ।
ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃ শস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপি সন্।
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ ॥৩৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
দুর্বৃত্তে বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।
ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥৩৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ভো ভো সর্পা দুরাচারমেনমত্যন্তদুর্মতিম্।
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥৩৭

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্পাঃ কুলকাস্তক্ষকাদ্ধকাঃ।
অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রেষ্বতিবিষোল্বণাঃ ॥৩৮
স চাপ্যনন্যমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ ॥৩৯

সর্পা ঊচুঃ।
দংষ্ট্রা বিশীর্ণা মণয়ঃ স্ফুটন্তি
ফণেষু তাপো হৃদয়েষু কম্পঃ।
নাস্য ত্বচঃ স্বল্পমপীহ ভিন্নং
প্রশাধি দৈত্যেশ্বর কার্য্যমন্যৎ ॥৪০

কহিলেন,—যাহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—এই দুরাত্মাকে বধ কর, এ জীবিত থাকার ফল নাই, স্বপক্ষের হানিকর বলিয়া এ কুলাঙ্গার হইয়াছে।২১-৩১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর শত সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে, সেইরূপ তোমাদের অস্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অবিষ্ঠানহেতু অস্ত্রসকল আমাকে আক্রমণ না করুক। পরাশর কহিলেন,—পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করিলেও তাঁহার অল্পমাত্র বেদনা বোধ হইল না, তিনি পুনশ্চ নূতন (সুস্থ সবল) হইলেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—দুর্ব্বুদ্ধে! এই বৈরিপক্ষের স্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, অতি মূঢ়মতি হইও না। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও মৃত্যুপ্রভৃতির সমস্ত ভয় অপগত হয়, সমস্ত ভয়াপহারী সেই অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? ৩২-৩৬

হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে সর্পসকল! তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখ দ্বারা এই অত্যন্ত দুর্ম্মতি দুরাচারকে সত্বই দংশন করিয়া বিনাশ কর। পরাশর কহিলেন,—ইহা শুনিয়া কুলক, অন্ধক ও তক্ষক প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাসর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ আসক্তমতি ও তাহার স্মরণ জন্য আহ্লাদে সংস্থিত হইয়াছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সর্পসকল কহিল,—হে দৈত্যেশ্বর!

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে দিগ্‌গজাঃ সঙ্কটদন্তমিশ্রা
যূয়ৈনমস্মদ্‌রিপুপক্ষভিন্নম্।
তর্জ্জা বিনাশায় ভবন্তি তস্য
যথারণেঃ প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

ততঃ স দিগ্‌গজৈর্বালো ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ।
পাতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবপীড়িতঃ ॥৪২
স্মরতস্তস্য গোবিন্দমিভদন্তাঃ সহস্রশঃ।
শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য স প্রাহ পিতরং ততঃ ॥৪৩

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥৪৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

জ্বাল্যতামম্বরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্‌গজাঃ।
বায়ো সমেধ্যাগ্নিং ত্বং দহ্যতামেষ পাপকৃৎ ॥৪৫

পরাশর উবাচ

মহাকাষ্ঠচয়ক্ষুণ্ণমসুরেন্দ্রসুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৪৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥৪৭

পরাশর উবাচ

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥৪৮

পুরোহিতা ঊচুঃ।

রাজন্ নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়ে নিজে।
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সকলো যতঃ ॥৪৯
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ।
যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥৫০

আমাদের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ ও মণিসকল স্ফুটিত হইতেছে; ফণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প হইতেছে, তথাপি ইহার ত্বক্ (গাত্রচর্ম) স্বল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগকে অন্য কার্য্য আদেশ করুন।৩৭-৪০

হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে দিগ্‌গজসকল! তোমরা সঙ্কটদন্ত-মিশ্র (পরস্পরের দন্তে দন্তে মিলিত) হইয়া এই রিপুপক্ষভিন্নকে (শত্রু পক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে) হনন কর। অরণিজাত অগ্নি যেমন অরণিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর ঐ বালক পর্ব্বতশিখরের ন্যায় দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দন্তসমূহ দ্বারা নিপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দকে স্মরণ করায় সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—এই বজ্রের মত কঠিন গজদন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে, ইহা জনার্দ্দনকে স্মরণ করায় মহাবিপৎপাত-বিনাশন প্রভাবমাত্র। হিরণ্যকশিপু কহিল,—অসুরগণ! তোমরা বহ্নি প্রজ্বালিত কর, দিগ্‌গজগণ অপসৃত হও এবং হে বায়ো! তুমি অগ্নিকে সমেধিত (বর্দ্ধিত) কর, এই পাপকারীকে দগ্ধ কর। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অসুরেন্দ্রসুতকে মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করত অগ্নি জ্বালিয়া দাহ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! এই বহ্নি পবন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মময় আবরণে আবৃতের ন্যায় শীতল দেখিতেছি। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর ভার্গবাত্মজ (শুক্রাদি প্রভৃতি) বাগ্মী মহাত্মা দ্বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! নিজবালক-তনয়ের প্রতি

বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৫১
ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্ যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামোঽনিবর্ত্তিনীম্ ॥৫২

পরাশর উবাচ।

এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঙ্কুলাৎ ॥৫৩
ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্।
অধ্যাপয়ামাস মুহুরুপদেশান্তরে গুরোঃ ॥৫৪

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং মাত্র লোভাদিকারণম্ ॥৫৫
জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽহন্যহনি জরা ॥৫৬
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈতেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা ॥৫৭
মৃতস্য চ পুনর্জ্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৫৮
গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জ্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥৫৯
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥৬০
অত্যন্তমিতিহাস্যানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৬১
ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তি-শোভা-সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥৬২
মাংসাসৃক্-পূয-বিণ্মূত্র-স্নায়ু-মজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥৬৩

কোপ সংবরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর করা উচিত, কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয়। হে নৃপ! আমরা এই বালককে এইরূপে শাসন করিব যে, তাহাতে তোমার বিপক্ষনাশের নিমিত্ত সে বিনীত (শিক্ষিত) হইবে। হে দৈত্যরাজ! শিশুরা সর্ব্বদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের প্রতি অত্যন্ত কোপ করা উচিত হয় না। যদি আমাদের বাক্যে হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমরা অনিবর্ত্তিনী (অব্যর্থ-হিংস্রা) কৃত্যা (অভিচার ক্রিয়া) করিব।৪১-৫২

পরাশর কহিলেন,—পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে অগ্নিরাশি হইতে বাহির করিল। তদনন্তর বালক গুরুগৃহে বাস করত গুরুর উপদেশকালের মাঝে মাঝে শিশু দানবদিগকে পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈতেয় এবং দিতির সন্তানগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদিবশতঃ বলিতেছি না। জন্তুসকল জন্ম, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর প্রতিদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বর তনয়-সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে যে, উপাদান (কারণ) বিনা উদ্ভব (কার্য্য) হয় না। পুনর্জ্জন্ম হইতে গেলে গর্ভবাসাদি যত কিছু অবস্থা ঘটে, সে সমস্তই দুঃখ বলিয়া জানিবে। মূঢ় লোক ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে শিশুবুদ্ধিত্ব (অল্পবুদ্ধিত্ব) হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা দুঃখমাত্র।৫৩-৬০

অত্যন্ত অলসাঙ্গ ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে আচ্ছন্নদৃষ্টিকারী লোক-সকলের পক্ষে প্রহারও (প্রণয়-কুপিত কামিনীদিগের ঝঙ্কারযুক্ত চরণাঘাত) সুখবৎ প্রতীত হয়। কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির পুঞ্জীভূত শরীর; আর কান্তি, শোভা,

অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বং তদ্-বিলোমস্য চেতরৈঃ ॥৬৪

করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্।
তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥৬৫

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥৬৬

যদ্‌যদ্‌গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র হ্যস্যৈব তিষ্ঠতি ॥৬৭

জন্মন্যত্র মহদ্‌দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাস্থ যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ ॥৬৮

গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥৬৯

তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবদ্ভ্যঃ কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥৭০

মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরা-যৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥৭১

বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যামাত্মনো হিতম্ ॥৭২

বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্ ॥৭৩

এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥৭৪

বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নরস্ত্যশক্তা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্ ॥৭৫

সৌগন্ধ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায়? মাংস, অসৃক্, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিনির্ম্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও প্রীতিমান্ হইবে। শীতে অগ্নি হইতে, তৃষ্ণায় জল হইতে ও ক্ষুধায় অন্ন হইতে সুখ উৎপন্ন হয়, এজন্য শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দ্বারা অগ্নি, জল এবং অন্নের সুখকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আবার অপর কারণে ইহার বিপরীত বস্তুদিগের কর্তৃত্ব সাধিত হয়। হে দৈত্যপুত্রগণ! যত অধিক ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে তত অধিক দুঃখ হইয়া থাকে। জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয়-বস্তুর সহিত ভোগ সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরিমাণেই শোকশঙ্কু (খোঁটা) প্রোথিত হয়। লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ হইতে পারে, (ঘটনাক্রমে হয়ও;) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনঃস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তদ্বিনাশজন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। অতএব কোন বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে। এই জন্মে মহাদুঃখ, যে মরণোন্মুখ, তাহার যমযাতনার উগ্র দুঃখ এবং গর্ভ মধ্যে সঞ্চরণ কালেও দুঃখ আছে! গর্ভেও তোমাদের সুখলেশমাত্র যদি অনুমান হইত, তবে বল, সর্ব্বজগৎ এইরূপ দুঃখময় কেন? অতএব এরূপ অতি দুঃখাস্পদ সংসারসাগরে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের পারকর্ত্তা (শেষ গতি)—ইহা সত্যই বলিতেছি।৬১-৭০

আমরা সকলে বালক, অতএব জানি না, দেহী (আত্মা) শাশ্বত (নিত্য), কিন্তু রূপ, যৌবন, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসকল দেহের, আত্মার নহে। "আমি বালক, এখন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করি, যুবকালে শ্রেয়স্করকার্য্যে যত্ন করিব"; যুবা হইয়া মনে করে, "বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব"; বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, "আমি বৃদ্ধ, কর্ম্ম সকল আমার ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব?" দুরাশায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া পিপাসিত (বিষয়াসক্ত) পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ কল্যাণের অভিমুখে যায় না। অজ্ঞলোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকাল,

তস্মাদ্ বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাত্বৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥৭৬
তদেতদ্ যো মযাখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্।
তদস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ ॥৭৭
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্ ॥৭৮
সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ ॥৭৯
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শৌচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥৮০
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥৮১
বন্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যাস্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৮২

এতে ভিন্নদৃশা দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্স্নাত্মোপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥৮৩
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদ্ভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥৮৪
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্ ॥৮৫
যা নাগ্নিনা ন বার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্য-বরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥৮৬
ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যেন্দ্রৈর্নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ।
ন মনুষ্যৈর্ন পশুভির্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ ॥৮৭
জ্বরাক্ষিরোগাতিসার-প্লীহগুল্মাদিকৈস্তথা।
দ্বেষের্ষ্যামৎসরাদ্যৈর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্বচিৎ ॥৮৮
ন চাত্মৈনীয়তে কৈশ্চিন্নিত্যা হ্যেষাত্মনির্মলা।
তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদিসংস্থিতে ॥৮৯

বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বৃদ্ধকালকে পশুবৎ যাপন করে। অতএব বিবেকী লোক বাল্যাবস্থাতেই কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করিবে। দেহী (আত্মা) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দশার সহিত যুক্ত নহে। আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম, যদি মিথ্যা বা মনে কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত ভববন্ধনের মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে স্মরণ কর। ইঁহার স্মরণে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই শুভফল প্রদান করেন। যাঁহারা তাঁহাকে অহর্নিশ স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপক্ষয় হয়। সর্ব্বভূতে অবস্থিত বিষ্ণুতে তোমাদের দিবানিশি মতি এবং (তাঁহার অধিষ্ঠানস্বরূপ প্রাণিসমূহে) মৈত্রী হউক; এইরূপে সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে। যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন? ৭১-৮০

যদি প্রাণিসকল ধনবিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি (ধনাদি) হীন হই, তথাপি আনন্দ (অনুরাগ) রাখা উচিত, কেননা দেশের ধন নিজের অনিষ্ট। আর প্রাণিগণ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলেও "আহা! ইহারা মোহগ্রস্ত" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন। হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া এই বিকল্প বা যাহাতে দ্বেষ নিবৃত্তি হয়—সেইরূপ বলিলাম, কিন্তু (উত্তম লোকদিগের) একটি সংক্ষিপ্ত (মতবাদ) আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতময় বিভুর বিস্তার এই বিশ্ব জগৎ, (তিনিই সর্ব্বময়), এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং আমরা অসুরভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে নির্বৃতি (শান্তি) প্রাপ্ত হইব। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পর্জ্জন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্র, সর্প, কিন্নর, মনুষ্য, বা পশু (যোনিতে জন্ম) বা জ্বর, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা, গুল্মাদি (রোগ) আত্মসম্ভব দোষ হেতু কিংবা দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মৎসর, রাগ, লোভাদি অথবা অন্য কাহারও দ্বারা যাহা (আত্মার) মুক্তি অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥৯০

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্তালভ্যং
ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্ত-
ন্নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎ ফলম্ ॥৯১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল (পাপ) ত্যাগ করিয়া সেই অত্যন্ত নির্ম্মল এবং নিত্যস্বরূপা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্ত্তনে অর্থাৎ বারবার দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহের (জন্মগ্রহণে) সন্তুষ্ট হইও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। অনন্ত সেই ব্রহ্মরূপী তরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়েই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে।৮২-৯১

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদস্য বিনাশায় দৈত্যান্ প্রতি হিরণ্যকশিপোরাদেশঃ।]

পরাশর উবাচ।

তস্যৈবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতের্ভয়াৎ।
আচচক্ষুঃ স চোবাচ সূদানাহূয় সত্বরঃ ॥১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে সূদা মম পুত্রোঽসাবন্যেষামপি দুর্ম্মতিঃ।
কুমার্গদেশকো দুষ্টো হন্যতামবিলম্বিতম্ ॥২

হলাহলং বিষং তস্য সর্ব্বভক্ষ্যেষু দীয়তাম্।
অবিজ্ঞাতমসৌ পাপো হন্যতাং মা বিচার্য্যতাম্ ॥৩

পরাশর উবাচ।

তে তথেত্যব তচ্চক্রুঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে।
বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্য মহাত্মনঃ ॥৪
হালাহলং বিষং ঘোরমনন্তোচ্চারণেন সঃ।
অভিমন্ত্র্য সহাস্যেন মৈত্রেয় বুভুজে তদা ॥৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য দৈত্যদিগের প্রতি হিরণ্যকশিপুর আদেশ।]

পরাশর কহিলেন,—দানবেরা তাঁহার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া দৈত্যপতির ভয়ে তাহার নিকট গমনকরত বলিল। সেই হিরণ্যকশিপুও পাচকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে সূদ(পাচক)গণ। আমার এই দুর্ম্মতি পুত্র অন্য বালকদিগেরও কুমার্গ-উপদেশক হইয়াছে, দুষ্টকে বিনষ্ট কর। তোমরা উহার সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে অজ্ঞাতরূপে হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না। পরাশর বলিলেন,—তাহারা তাঁহার প্রতাপবান্ পিতার আদেশানুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঐরূপ বিষ দান করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়! তিনিও অনন্ত নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ঘোর হলাহল

অবিকারং ন তদ্ ভুক্ত্বা প্রহ্লাদঃ স্বস্থমানসঃ।
অনন্তখ্যাতিনির্ব্বীর্য্যং জরয়ামাস তদ্ বিষম্ ॥৬
ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্ বিষম্।
দৈত্যেশ্বরমুপাগম্য প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৭

সূদা ঊচুঃ।

দৈত্যরাজ বিষং দত্তমস্মাভিরতিভীষণম্।
জীর্ণং তেন সহান্নেন প্রহ্লাদেন সুতেন তে ॥৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সঙ্ঘো দৈত্যপুরোহিতা।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥৯

পরাশর উবাচ।

সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্য পুরোহিতাঃ।
সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়ান্বিতম্ ॥১০

পুরোহিতা ঊচুঃ।

জাতস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতে আয়ুষ্মন্ ব্রহ্মণঃ কুলে।
দৈত্যরাজস্য তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্ ॥১১
কিং দেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাশ্রয়ঃ।
পিতা তে সর্ব্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥১২
তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তবসংহিতাম্।
বাচং পিতা সমস্তানাং গুরূণাং পরমো গুরুঃ ॥১৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগাঃ শ্লাঘ্যমেতন্মহাকুলম্।
মরীচেঃ সকলেঽপ্যস্মিন্ ত্রৈলোক্যে
কোঽন্যথা বদেৎ ॥১৪
পিতা চ মম সর্ব্বস্মিন্ জগত্যুৎকৃষ্টচেষ্টিতঃ।
এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্ ॥১৫
গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ।
যদুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে ॥১৬
পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥১৭
যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুষ্মাভিরীদৃশম্।
কো ব্রবীতি যথাযুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোঽর্থবৎ ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা সোঽভবন্ মৌনী তেষাং গৌরবযন্ত্রিতঃ।
প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাধ্যতে ॥১৯
সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম।
শ্রূয়তাং যদনন্তেন যদি খেদং ন যাস্যথ ॥২০

বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলেন এবং ভক্ষণপূর্ব্বক অনন্তনাম উচ্চারণে নির্ব্বীর্য্য ঐ বিষকে বিনা বিকারে জীর্ণ করিয়া সুস্থচিত্ত থাকিলেন। তখন পাচকেরা মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গমন করত প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। সূদগণ কহিল,—হে দৈত্যরাজ! আমরা অতি ভীষণ বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রহ্লাদ অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে দৈত্যপুরোহিতগণ! শীঘ্র সত্বর হও, সত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিত্ত অচিরে (অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা) কৃত্যা উৎপাদন কর।১-৯

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,—হে আয়ুষ্মন্! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যবিখ্যাত কুলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয়াতুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবগণ, অনন্ত (বিষ্ণু) কিংবা অন্য কাহারও আশ্রয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার পিতা তোমার ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে; অতএব এই বিপক্ষস্তবযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম গুরু। প্রহ্লাদ কহিলেন,—মহাভাগসকল! এইরূপই বটে। মরীচির সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্যে কে ইহার অন্যথা বলিতে পারে? আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট কর্ম্মপরায়ণ ইহাও আমি জানি, এ কথা সত্য; মিথ্যা নয়। পিতা সমস্ত গুরুর পরমগুরু, আপনারা যাহা বলিবেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা। কিন্তু

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥২১
মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষেণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ।
ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরৈঃ ॥২২
তৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞানধ্যানসমাধিভিঃ।
অবাপুর্মুক্তিমপরে পুরুষা ধ্বস্তবন্ধনাঃ ॥২৩
সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততিকর্ম্মণাম্।
বিমুক্তেশ্চৈকতালভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥২৪
যতো ধর্ম্মার্থকামাখ্যং মুক্তিশ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ।
তেনাপি হি কিমিত্যেবমনন্তেন কিমুচ্যতে ॥২৫
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম।
বদন্তু সাধু বাসাধু বিবেকোঽস্মাকমল্পকঃ ॥২৬

পুরোহিতা ঊচুঃ।

দহ্যমানত্বমস্মাভিরগ্নিনা বাল রক্ষিতঃ।
ভূয়ো ন বক্ষ্যসীত্যেবং নৈব জ্ঞাতোঽস্যবুদ্ধিমান্ ॥২৭
যদাস্মদ্বচনান্মোহগ্রাহং ন ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
ততঃ কৃত্যাং বিনাশায় তব স্রক্ষ্যাম দুর্ম্মতে ॥২৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসন্ সাধু সমাচরন্ ॥২৯

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ।
কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুর্ভীষণামালোড্যলাকৃতিম্ ॥৩০
অতিভীমা সমাগম্য পাদন্যাসকৃতক্ষিতিঃ।
শূলেন সা সুসংক্রুদ্ধা তং জঘানাশু বক্ষসি ॥৩১
তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ।
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥৩২
যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃষ্যত্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা ॥৩৩
অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥৩৪

আপনারা যে বলিলেন,—অনন্তে কি হইবে, এ কথা দোষযুক্ত নহে, ইহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ) নহে।১০-১৮

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের গৌরবকে মান্য করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। পরে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"অনন্তে কি হইবে?" এ কথাটিকে ধন্য! হে গুরুগণ! অনন্তে কি হয় বলিতেছেন—ইহা ধন্য। আপনাদিগকে ধন্য! যদি বেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অনন্তে যাহা হয়, শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কথিত। যাঁহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ লাভ হয়, তাহা হইতে কি হইবে—এ কি বৃথা কথা বলিতেছেন? অনন্ত হইতে দক্ষ, মরীচি ও বৃথা অন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম, অন্যেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে তাঁহার গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ভববন্ধন ছেদন করত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরির সহিত ঐক্যলাভ হইতে পারে, এমন আরাধনাই সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল। হে দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ ও কামনামক ফল এবং মুক্তি, সেই অনন্ত দ্বারা কি হইবে, ইহা কি বলিতেছেন? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু যাহা ইচ্ছা বলুন, আমার বিবেক অল্প। পুরোহিতগণ কহিলেন,—ওহে বালক! পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না, আমরা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। দুর্ম্মতে! আমাদের বাক্যে যদি মোহরূপী গ্রাহকে ত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্যা সৃজন করিব। প্রহ্লাদ কহিলেন,—কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে? অসৎ ও সৎ আচরণ করত আত্মাই আত্মাকে সংহার এবং রক্ষা করিয়া থাকেন।১৯-২৯

পরাশর কহিলেন,—তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা অগ্নিশিখাসমূহের মত উল্কাকৃতি কৃত্যা

কৃত্যয়া দহ্যমানাংস্তান্ বিলোক্য স মহামতি।
ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি যদন্যদ্ব্যবপদ্যত ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

সর্ব্বব্যাপিন্ জগদ্রূপ জগৎস্রষ্ট জনার্দ্দন।
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহাগ্নেস্ত্রপাবকাৎ ॥৩৬
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৭
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৮
যে হন্তুমাগতা দন্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দ্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥৩৯
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাত্র সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ ॥৪০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তমাত্রে তে সর্ব্বে সংস্পৃষ্টাশ্চ নিরাময়াঃ।
সমুত্তস্থুর্দ্বিজা ভূয়স্তমূচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতম্ ॥৪১

পুরোহিতা ঊচুঃ।

দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবল-বীর্য্যসমন্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযুক্তো বৎস ভবোত্তম ॥৪২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো গত্বা যথাবৃত্তং পুরোহিতাঃ।
দৈত্যরাজায় সকলমাচচক্ষুর্মহামুনে ॥৪৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

উৎপাদন করিলেন। অতি ভীষণা ঐ কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত বিক্ষত করিতে করিতে অতীব ক্রুদ্ধভাবে আসিয়া শূলের দ্বারা প্রহ্লাদকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ঐ দীপ্তিমান্ শূল তাঁহার হৃদয়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনপায়ী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়, উহা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে কৃত্যা দ্বারা দগ্ধ হইতে দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ "ত্রাহি কৃষ্ণ! ত্রাহি অনন্ত!" বলিতে বলিতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্গুরো! জগৎ-স্রষ্টক! জনার্দ্দন! এই দুঃসহ অস্ত্র-পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত-সকল জীবিত হউন। আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন। যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাহারা হস্তী দ্বারা আঘাত এবং সর্প সকল দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সে সকলেরই প্রতি আমি সমান মিত্রভাবাপন্ন, কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন। পরাশর কহিলেন,—ইহা বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণসকল নিরাময় হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্রয়ান্বিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি উত্তম, তুমি দীর্ঘায়ু, অপ্রতিহত-বলবীর্য্য-সম্পন্ন এবং পুত্রপৌত্র ধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও। পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! পুরোহিতগণ তাঁহাকে ইহা বলিয়া দৈত্যরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক যেমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন।৩০-৪৩

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপোরুক্তিঃ, প্রহ্লাদস্য বিষ্ণুস্তবঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

হিরণ্যকশিপুঃ শ্রুত্বা তাং কৃত্যাং বিতথীকৃতাম্।
আহূয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবস্তস্য কারণম্ ॥১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥২

পরাশর উবাচ।

এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত ন বা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥৪
অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেয়ভাবান্ন বিদ্যতে ॥৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্ ॥৬
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্বভূতস্থমাত্মস্থমপি চ কেশবম্ ॥৭
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ ॥৮
এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্ ॥৯

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ।
ক্রোধান্ধকারিতমুখঃ প্রাহ দৈত্যেয়কিঙ্করান্ ॥১০
দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামস্মাৎ প্রাসাদাৎ শতযোজনাৎ।
গিরিপৃষ্ঠে পতত্বস্মিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥১১

ঊনবিংশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর উক্তি এবং প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তব।]

পরাশর কহিলেন,—হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া পুত্রকে আহ্বান করত এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হিরণ্যকশিপু বলিল,—প্রহ্লাদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার এ কি চেষ্টা! ইহা কি মন্ত্রাদিজনিত, না তোমার স্বাভাবিক? পরাশর কহিলেন,—পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুর বালক প্রহ্লাদ পিতার পদযুগে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—হে তাত! ইহা মন্ত্রাদি কৃত বা আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় অন্যেরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! কারণঅভাবে তাহার পাপ (দুঃখ) আসিতে পারে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে, তাহার সেই পরপীড়ারূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। সর্ব্বভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা করি, আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে করি না বা কথায় বলি না। আমি যখন সর্ব্বত্র শুভচিত্ত, তখন আমার দৈব বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে? হরিকে এইরূপ সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।১-৯

পরাশর কহিলেন,—প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে মুখ অন্ধকার করিয়া দৈত্যকিঙ্করদিগকে

ততস্তং চিক্ষিপুঃ সর্ব্বে বালং দৈতেয়দানবাঃ।
পপাত সোঽপ্যধঃক্ষিপ্তো হৃদয়েনোঽহন্ হরিম্ ॥১২

পতমানং জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাতরি কেশবে।
ভক্তিযুক্তং দধারৈনমুপসঙ্গম্য মেদিনী ॥১৩

ততো বিলোক্য তং স্বঘ্নমবিশীর্ণাস্থিপঞ্জরম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শম্বরং মায়িনাং বরম্ ॥১৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ :

নাস্মাভিঃ শক্যতে হন্তুমসৌ দুর্ব্বুদ্ধিবালকঃ।
মায়াং বেত্তি ভবাংস্তস্মান্মায়য়ৈনং নিষূদয় ॥১৫

শম্বর উবাচ।

সূদয়াম্যেষ দৈতেন্দ্র পশ্য মায়াবলং মম।
সহস্রমাত্রং মায়ানাং যস্য কোটিশতং তথা ॥১৬

পরাশর উবাচ।

ততঃ স সসৃজে মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরোঽসুরঃ।
বিনাশমিচ্ছন্ দুর্বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনি ॥১৭

সমাহিতমতির্ভূত্বা শম্বরোঽপি বিমৎসরঃ।
মৈত্রেয় সোঽপি প্রহ্লাদঃ সস্মার মধুসূদনম্ ॥১৮

ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্।
আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালিতদর্শনম্ ॥১৯

তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকেনৈকক্ষণেন তু দলিতম্ ॥২০

সংশোষকং তথা বায়ুং দৈত্যেন্দ্রস্ত্বিদমব্রবীৎ।
শীঘ্রমেষ মমাদেশাৎ দুরাত্মা নীয়তাং ক্ষয়ম্ ॥২১

তথেত্যুক্ত্বা তু সোঽপ্যেনং বিবেশ পবনো লঘু।
শীতোঽতিরুক্ষঃ শোষায় তদ্দেহস্যাতিদুঃসহঃ ॥২২

তেনাবিষ্টমথাত্মানং স বুদ্ধ্বা দৈত্যবালকঃ।
হৃদয়েন মহাত্মানং দধার ধরণীধরম্ ॥২৩

হৃদয়স্থস্ততস্তস্য তং বায়ুমতিভীষণম্।
পপৌ জনার্দ্দনঃ ক্রুদ্ধঃ স যযৌ পবনঃ ক্ষয়ম্ ॥২৪

ক্ষীণাসু সর্ব্বমায়াসু পবনে চ ক্ষয়ং গতে।
জগাম সোঽপি ভবনং গুরোরেব মহামতিঃ ॥২৫

কহিতে লাগিল,—দুরাত্মাকে এই শতযোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর, গিরি-পৃষ্ঠে পতিত হউক এবং অঙ্গসন্ধি সকল শিলায় ভগ্ন হইয়া যাউক। তদনন্তর সমস্ত দৈত্যদানব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। জগতের ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত পতনশীল প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভগ্ন অস্থিপঞ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মায়াবীদিগের শ্রেষ্ঠ শম্বরকে কহিল,—আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বধ করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়া জান, ইহাকে মায়া দ্বারা বিনষ্ট কর। শম্বর কহিল,—হে দৈত্যেন্দ্র। ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়া আমার জানা আছে। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর দুর্বুদ্ধি শম্বরাসুর তাহাকে বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করিল। হে মৈত্রেয়। শম্বরের প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। তখন দীপ্তিমান্ উত্তম সুদর্শনচক্র ভগবানের আদেশে তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের দেহ রক্ষক সেই দ্রুতগামী চক্র দ্বারা শম্বরের সহস্রমায়া একে একে নষ্ট হইয়া গেল।১৩-২০

দৈত্যেন্দ্র সংশোষক বায়ুকে বলিল,—আমার আজ্ঞায় শীঘ্র এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর। সেই শীতল অতিরুক্ষ ও তাহার দেহের পক্ষে অতিদুঃসহ পবনও "যথাজ্ঞা" এই কথা বলিয়া দেহশোষণের নিমিত্ত প্রহ্লাদের শরীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আপনাকে ঐ শোষক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া দৈত্যবালক হৃদয়ে মহাত্মা ধরণীধর বিষ্ণুকে চিন্তা করিলেন। তাঁহার হৃদয়স্থ জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলিলেন; সেই পবনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। মায়াসকল ক্ষীণ ও পবন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐ মহামতি প্রহ্লাদও গুরু-গৃহে গমন করিলেন।২১-২৫

অহন্যহন্যথাচার্য্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্ ।
গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্ঞামুশনসা কৃতাম্ ॥২৬
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ ।
মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥২৭

আচার্য্য উবাচ ।

গৃহীতনীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥২৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ।
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ ॥২৯
কথং মন্ত্রিষমাত্যেষু বাহ্যেষভ্যন্তরেষু চ ।
চারেষু চৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ ॥৩০
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে ।
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥৩১
এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা ।
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৩২

পরাশর উবাচ ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তথা ॥৩৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন মনেতন্মতং মম ॥৩৪
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৩৫
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রুধঃ ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৩৬
সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে ।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥৩৭
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ম্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥৩৮
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারণ্যোক্তিবিস্তরৈঃ ।
অবিদ্যাস্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত শোভনে ॥৩৯

অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে দিন দিন রাজাদিগের রাজ্যফলপ্রদায়িনী শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। গুরু যখন তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে "ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন" বলিয়াছিলেন। আচার্য্য কহিলেন,—হে দৈত্যপতে! তোমার পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করান হইয়াছে। ভার্গব (শুক্র) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রহ্লাদ যথাযথরূপে শিখিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে প্রহ্লাদ! মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি তিনকালে (ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সাধারণ সময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? মন্ত্রী, মন্ত্রণা বিষয়ে বুদ্ধিদাতা অমাত্য, বাহিরে ও অভ্যন্তরের লোক, চর, চৌরবর্গ, শঙ্কিত (ভয় করিয়া যাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান হইয়াছে) তাহাদিগের এবং অপর ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও বিধান বিষয়ে দুর্গ, আটবিক (অরণ্যবাসী)দিগের সম্বন্ধে সাধন অর্থাৎ বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গুপ্ত শত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সকল এবং অন্যান্য তুমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল,—আমি তোমার মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা করি ॥২৬-৩২

পরাশর কহিলেন,—বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—গুরু আমাকে এ সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি ভাল নহে। মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড,—সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকেই দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? হে তাত! সর্ব্বভূতস্বরূপ জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে? ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান।

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাং তাত জায়তে।
বালোঽগ্নিং কিং ন খদ্যোতমঙ্গুরেশ্বর মন্যতে ॥৪০
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যাহ্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥৪১
তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ প্রণিপত্য ব্রবীমি তে ॥৪২
ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥৪৩
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥৪৪
জড়ানামবিবেকানামসুরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোগ্যানি রাজ্যানি দত্তান্যীতিমতামপি ॥৪৫
তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥৪৬
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্ ॥৪৭
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥৪৮
এবং জ্ঞাতে স ভগবানাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥৪৯

পরাশর উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু কোপেন সমুত্থায় বরাসনাৎ।
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥৫০
উবাচ চ স কোপেন সামর্ষঃ প্রজ্বলন্নিব।
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং হন্তুকামো জগদ্যথা ॥৫১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে বলেশ মহার্ণবে।
নাগপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধা ক্ষিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥৫২
অন্যথা সকলো লোকস্তথা দৈত্যেন্দ্রদানবাঃ।
অনুযাস্যন্তি মূঢ়স্য মতমস্য দুরাত্মনঃ ॥৫৩
বহুশো বারিতোঽস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপরৈঃ।
স্তুতিং করোতি দুষ্টানাং বধ এবোপকারকঃ ॥৫৪

যেখানে সেখানেই সর্বত্র ইনি আমার মিত্র, পৃথক্ শত্রু আমার কোথায়? অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের এই সকল বিষয়ে অধিক উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিষ্কাম) আত্মবিচার যত্ন করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতাবশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে, হে তাত! অসুরেশ্বর! বালক কি খদ্যোত(জোনাকীপোকা)কে অগ্নি মনে করে না? ৩৩-৪০

যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা; অপর কর্ম্ম আয়াসের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র। হে মহাভাগ! আমি ইহা অসার জানিয়া উত্তম সারবিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কে রাজ্য চিন্তা না করে? কে ধনের বাঞ্ছা না করে? তথাপি যাহা ভাবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকলেই মহত্ত্বলাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে। প্রভো! জড় (নিশ্চেষ্ট) অবিবেকী নীতিহীন অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে। এজন্য যে ব্যক্তি মহতী সম্পৎ বা নির্ব্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্য যত্ন করা উচিত। ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সর্প সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবরজঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী। এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন হইলে সকল ক্লেশের ক্ষয় হয় ॥৪১-৪৯

পরাশর কহিলেন,—হিরণ্যকশিপু ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল এবং কোপে অগ্নিবিষ্ণু ও অনন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে বল! তোমরা ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া

পরাশর উবাচ।

ততস্তে সহসা দৈত্যা বদ্ধা তং নাগবন্ধনৈঃ।
ভর্তৃরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিক্ষিপুঃ সলিলালয়ে ॥৫৫
ততশ্চচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ণবঃ।
উদ্বেলোঽভূৎ পরং ক্ষোভমুপেত্য চ সমন্ততঃ ॥৫৬
ভূর্লোকমখিলং দৃষ্ট্বা প্লাব্যমানং মহাম্ভসা।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যানিদমাহ মহামতে ॥৫৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দৈতেয়াঃ সকলৈঃ শৈলৈরত্রৈব বরুণালয়ে।
নিশ্ছিদ্রৈঃ সর্ব্বশঃ সর্বৈশ্চীয়তামেষ দুর্ম্মতিঃ ॥৫৮
নাগ্নির্দহতি মৈবাম্ভঃ শস্ত্রৈশ্ছিন্নো ন চোরগৈঃ।
ক্ষয়ং নীতো ন বাতেন ন বিষেণ ন কৃত্যয়া ॥৫৯
ন মায়াভির্ন চৈবোল্কাং পাতিতো ন চ দিগ্‌গজৈঃ।
বালোঽতিদুষ্টচিত্তোঽয়ং নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥৬০
তদেষ তোয়দাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ।
তিষ্ঠন্বৎসরসাহস্রান্তং প্রাণান্ হাস্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥৬১
ততো দৈত্যা দানবাশ্চ পর্ব্বতৈস্তং মহোদধৌ।
আক্রম্য চক্রুর্যোজনানি সহস্রশঃ ॥৬২
স চিতঃ পর্ব্বতৈরম্ভঃ সমুদ্রস্থ মহামতিঃ।
তুষ্টাবাহ্নিকবেলায়ামেকাগ্রমতিরচ্যুতম্ ॥৬৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে ॥৬৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৬৫
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥৬৬

মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর, বিলম্ব করিও না। নতুবা সমস্ত লোক এবং দৈতেয় দানবেরা এই দুরাত্মার মত অবলম্বন করিবে। আমরা এবং অন্যে সহস্রবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠবিষ্ণুর স্তুতি করিতেছে; দুষ্টদিগের বধই উপকারক। পরাশর কহিলেন,—তাহার পর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর নাগবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সলিলালয়ে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্ত করিল। তদনন্তর প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে উদ্বেল হইয়া উঠিল। হে মহামতে! অখিল ভূর্লোক জলপ্লুত প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা কহিতে লাগিল, হে দৈতেয়গণ! তোমরা সকলে (সমুদ্রে) নিশ্ছিদ্র পর্ব্বতসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্ম্মতিকে সম্পূর্ণরূপে চাপা দাও। ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিতেছে না এবং সর্পদংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা, মায়া দিগ্‌গজসমূহ দ্বারা কিংবা উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও এ বিনাশ প্রাপ্ত হইল না, এই বালক অতি দুষ্টচিত্ত; ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই। অতএব পর্ব্বতসকল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সহস্র বৎসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে দুর্ম্মতি প্রাণত্যাগ করিবে। পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সহস্রযোজন স্থান পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।৫০-৬২

সেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া আহ্নিক বেলায় (প্রতিদিনের কর্ত্তব্য উপাসনা-ভোজন প্রভৃতি সময়ে) একাগ্রচিত্তে অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রিন্! তোমাকে নমস্কার; গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্তবিষয়ে রুদ্র; এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার। দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সর্প, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা,

দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥৬৭
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা-সরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ॥৬৮
রূপং গন্ধো মনো বুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থশ্চ সর্বমেতদ্ ত্বমচ্যুত ॥৬৯
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিনামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥৭০
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥৭১
যদ্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্য-গুণসংসূচিকা প্রভো ॥৭২
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্ঞিনঃ।
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥৭৩

রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা-
স্তেষ্বন্তরাত্মাত্মতীব সূক্ষ্মম্ ॥৭৪

তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানা-
মগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥৭৫
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥৭৬
যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাকাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্ ॥৭৭
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥৭৮
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥৭৯
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥৮০
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যত্যীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমোঽস্তু পরমেশ্বরম্ ॥৮১
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥৮২

(অহঙ্কার), কাল এবং সমস্ত গুণ। হে অচ্যুত! তুমিই এ সকলের পরমার্থ অর্থাৎ মূল কারণ। (এসকলের মধ্যে তুমিই পরম সত্যরূপে আছ)। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত; তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম। বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি। হে প্রভো! আমাতে ও সর্ব্বভূতে এবং ভুবনে তোমার ঐশ্বর্য্যগুণ দ্বারা তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ ।৬৩-৭২

যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক। হে ঈশ! এখানে তোমার মহৎরূপ রহিয়াছে—এই বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভিন্ন ভিন্ন (জরায়ুজ প্রভৃতি) প্রাণিগণ তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা এবং তদপেক্ষাও পর যাহা সূক্ষ্মাদি বিশেষণের বিষয় নহে,—এমন যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার। হে উৎপত্তিস্থান! সর্ব্বাত্মন্! সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণের আধার অপরা অর্থাৎ জড়া শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি গুণাদিবিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারা বেদ্য, সেই পরা ঈশ্বরী অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা করি। যাহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের বাহিরে থাকিয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। যাহার নাম-রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বারা উপলব্ধ হন, সেই মহাত্মাকে

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥৮৩
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥৮৪
সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে ॥৮৫
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্ ॥৮৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নমস্কার। দেবতারাও যাঁহার পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া অবতাররূপে অর্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার। যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে ধ্যেয়, অব্যয়, এই বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে (বস্ত্রের সূত্র যেমন লম্বালম্বি টানা ও পোড়েন দুই ভাবে থাকে, তেমনই), সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন; আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে। আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষয়, নিত্য ও সমস্ত জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরমপুরুষ।৭৩-৮৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীভগবত আবির্ভাবঃ, হিরণ্যকশিপুবধশ্চ।]

পরাশর উবাচ।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপাগ্র্যং মেনে চাত্মানমচ্যুতম্ ॥১
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ ॥২
তস্য তদ্ ভাবনাযোগাৎ ক্ষীণপাপস্য বৈ ক্রমাৎ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তদ্বো জ্ঞানময়েঽচ্যুতঃ ॥৩
যোগপ্রভাবাৎ প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েঽন্তরে।
চলত্বাগবদ্ধৈস্তৈর্মৈত্রেয় ক্রটিতং ক্ষণাৎ ॥৪

বিংশ অধ্যায়

[শ্রীভগবানের আবির্ভাব এবং হিরণ্যকশিপু বধ।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রহ্লাদ আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা এইরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবনাযোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কর্ম্মবাসনারহিত)

ভ্রান্তগ্রাহগণঃ সোর্ম্মির্মহৌ ক্ষোভং মহার্ণবঃ।
চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈল-বন-কাননা ॥৫
স চ তং শৈলসম্পাতং দৈত্যৈর্ন্যস্তমথোপরি।
প্রক্ষিপ্য তস্মাৎ সলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ ॥৬
দৃষ্ট্বা চ স জগদ্ ভূয়ো গগনাদ্যুপলক্ষণম্।
প্রহ্লাদোঽস্মীতি সস্মার পুনরাত্মানমাত্মনা ॥৭
তুষ্টাব চ পুনর্ধীমানাদিং পুরুষোত্তমম্।
একাগ্রমতিরব্যগ্রো গতবাঙ্মানসোদ্যমঃ ॥৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমঃ পরমার্থায় স্থূল-সূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥৯
গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাঞ্জন্ গুণস্থির।
মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট ॥১০
করালসৌম্যরূপাঞ্জন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
সদসদ্রূপ সদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন ॥১১
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাঞ্জন্ নিষ্প্রপঞ্চাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ॥১২
যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো-
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥১৩

পরাশর উবাচ।

তস্য তচ্চেতসো দেবঃ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্বতঃ।
আবির্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥১৪

হইলে, তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুত বিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! অসুর প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে, বিচলিত অবস্থায় ঐ যাদবন্ধনসকল ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়া গেল, ভ্রমণশীল জলজন্তু ও তরঙ্গযুক্ত মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈলকানন সহিত সমস্ত বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহামতি প্রহ্লাদ দৈত্যগণ কর্তৃক উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ সরাইয়া সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাকে "আমি প্রহ্লাদ" এইরূপ বিবেচনা করিলেন এবং বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পরমার্থ (জ্ঞানস্বরূপ)! তোমাকে নমস্কার। হে অর্থ (দৃশ্যরূপ)! তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল (জাগ্রদ্দৃশ্যরূপ)! তোমাকে নমস্কার, হে সূক্ষ্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত (নিরবয়ব)! তোমাকে নমস্কার। হে সকল (সাবয়ব)! তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ (নিয়ামক)! তোমাকে নমস্কার। হে নিরঞ্জন (নির্লেপ)! তোমাকে নমস্কার। হে গুণাঞ্জন (স্বকীয় সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অনুরঞ্জক)! তোমাকে নমস্কার। হে গুণাকর! তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণাঞ্জন্! তোমাকে নমস্কার। হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে সূক্ষ্মমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে স্ফুট (ভক্তগণের নিকট প্রকাশস্বরূপ)! তোমাকে নমস্কার। হে অস্ফুট! (অন্যের পক্ষে অপ্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার।১-১০

হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে বিদ্যা ও অবিদ্যার আলয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার। হে সৎ ও অসৎরূপে (কার্য্য ও কারণের স্বরূপে) থাকিয়াও সৎরূপে (উভয়ের উৎপত্তি স্থানরূপে) বিরাজমান! তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্-ভাবভাবন! (কার্য্য-কারণের মূলস্বরূপ) তোমাকে নমস্কার। হে নিত্য ও

সসম্ভ্রমস্তমালোক্য সমুত্থায়াকুলাক্ষরম্ ।
নমোঽস্তু বিষ্ণবেত্যেতদ্ ব্যাজহারাসকৃদ্দ্বিজ ॥১৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুর্বতস্তে প্রসন্নোঽহং ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ।
যথাভিলষিতো মত্তঃ প্রহ্লাদ ত্রিয়তাং বরঃ ॥১৭

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥১৮
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥১৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি ।
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ ত্রিয়তাং যত্তবেপ্সিতঃ ॥২০

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব ।
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু ॥২১
শস্ত্রাণি পাতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ॥২২
বদ্ধা সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো যচ্চিতোঽস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ ।
অন্যানি চাপ্যনাধৃনি যানি যানি কৃতানি মে ॥২৩
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্বেষাদঘং তৎ সম্ভবঞ্চ যৎ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা ॥২৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রহ্লাদ সর্বমেতৎ তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ।
অন্যঞ্চ তে বরং দদ্মি ত্রিয়তামসুরাত্মজ ॥২৫

এই জগৎপ্রপঞ্চের আত্মরূপিন্! তোমাকে নমস্কার। হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রিত! (জ্ঞানিগণাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার! হে এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার; যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও (যিনি চিন্ময় বলিয়া) প্রকটপ্রকাশ; যিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ অথচ সর্ব্বভূত নহেন; যাহা হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু যিনি বিশ্বের হেতু নহেন; সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার। পরাশর কহিলেন,—তিনি ভগবতচিত্তে এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদগদস্বরে "বিষ্ণুকে নমস্কার" এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেব! শরণাগতের দুঃখহারিন্-কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচ্যুত! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! তুমি স্থিরতর ভক্তি প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ অচ্যুত! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেকী (বিষয়াসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক; অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার স্মরণে একান্ত আবিষ্ট আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি তো আছেই; পুনঃপুনর্জ্জন্মেও এইরূপ থাকিবে; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট হইতে সেইরূপ বর গ্রহণ কর।১১-২০

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দেব! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে, আমার পিতা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক। তাঁহার আদেশে আমার যে শস্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা যে

প্রহ্লাদ উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥২৬
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পরমাপ্স্যসি ॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুস্তস্য মৈত্রেয় পশ্যতঃ।
স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥২৯
তং পিতা মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ ॥৩০
প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তস্মিন্নসুতাপি-মহাসুরঃ।
গুরুপিত্রোশ্চকারৈবং শুশ্রূষাং সোঽপি ধর্ম্মবিৎ ॥৩১
পিতর্য্যুপরতিং নীতে নরসিংহবপুর্ধরঃ।
বিষ্ণুনা সোঽপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূৎ পতিস্ততঃ ॥৩২
ততো রাজ্যচ্যুতিং প্রাপ্য কর্ম্মশুদ্ধিকরীং দ্বিজ।
পুত্র-পৌত্রাংশ্চ তবহূনবাপৈশ্বর্য্যমেব চ ॥৩৩
ক্ষীণাধিকারঃ স যদা পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।
তদাসৌ ভগবদ্ধ্যানাৎ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥৩৪
এবং প্রভাবো দৈত্যোঽসৌ মৈত্রেয়াসীন্মহামতিঃ।
প্রহ্লাদো ভগবদ্ভক্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥৩৫
যশ্চৈতচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥৩৬

আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে যে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ঈর্ষাবশতঃ আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন আমার পিতা সেই সকল কার্য্যে উৎপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অসুরপুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি,—প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে। এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমন্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্ব্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। হে দ্বিজ! পিতা সেই পাষাণ দ্বারা পীড়িত পুত্রকে মস্তক আঘ্রাণ ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল,—বৎস! তুমি জীবিত আছ? ২১-৩০

মহাসুর হিরণ্যাক্ষ তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইল এবং আপনার অসদ্ব্যবহার মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর বিষ্ণু নৃসিংহ-স্বরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে, প্রহ্লাদও দৈত্যদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। অতঃপর রাজ্যশ্রী লাভে তাঁহার দ্বারা তাঁহার কর্ম্মশুদ্ধি হইল, (রাজপালন ও ভোগ প্রভৃতির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইল) ফলে বহু পুত্র, পৌত্র ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ভোগের প্রারব্ধকর্ম্মের অধিকার ক্ষীণ হওয়াতে পুণ্য ও পাপ উভয় বর্জ্জিত হইলেন। তখন ভগবদ্ধ্যানে পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মৈত্রেয়! মনুষ্য প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ

অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ।
শৃণ্বন্ পঠংশ্চ মৈত্রেয় ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ ॥৩৭
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যামষ্টম্যামথবা পঠন্।
দ্বাদশ্যাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ ॥৩৮
প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি যস্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, —সংশয় নাই। হে দ্বিজ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিলে, গো-প্রদানের ফল প্রাপ্ত হন। হরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ রক্ষা করেন ।৩১-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ শিবির্বাষ্কল এব চ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥১

বলেঃ পুত্রশতস্যাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে।
হিরণ্যাক্ষকৃতাশ্চাসন্ সর্ব এব মহাবলাঃ ॥২

উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥৩

অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ বিমূর্দ্ধা শঙ্করস্তথা।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা ॥৪
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাবলঃ ॥৫
এতে দনোঃ সুতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥৬
উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ।
বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা ॥৭

একবিংশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের বংশকথন।]

পরাশর কহিলেন,—সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাষ্কল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। মহামুনে! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। উৎকুর, শকুনি, ভূত-সন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু এবং কালনাভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র হয়, ইহারা সকলেই মহাবল। দনুরও অনেকগুলি পুত্র হয়; বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাবল পুলোমা ও বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি,—ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া খ্যাত। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা; ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের দুই কন্যা—পুলোমা ও কালকা। মহাভাগ্য-

উভে সুতে মহাভাগে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ।
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্নানবসত্তমাঃ ॥৮
পৌলোমা কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ।
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দারুণাস্তিনির্ঘৃণাঃ ॥৯
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।
ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥১০
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা।
অঞ্জকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥১১
সর্ভানুশ্চ মহাবীর্য্যশ্চক্রযোধী মহাবলঃ।
এতে তে দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥১২
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে ॥১৩
সমুৎপন্নাঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪
শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা।
শুকী শুকানজনয়দ্ভেরুক-প্রত্যুলুককান্ ॥১৫
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্রাপি।
শুচ্যৌলূকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত ॥১৬
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ ॥১৭
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ পন্নগাশনঃ।
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥১৮
অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্ খেচরাণাং মহাত্মনাম্।
কাদ্রবেয়াস্তু বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ ॥১৯
সুপর্ণবশগা ব্রহ্মন্ ভক্তিরে নৈকমস্তকাঃ।
তেষাং প্রধানভূতাস্তু শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ ॥২০
শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥২১
এতে চান্যে চ বহবো দন্দশূকা বিষোল্বণাঃ।
গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্যাঃ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥২২
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽজাশ্চ দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্।
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥২৩
ইরা বৃক্ষ-লতা-বল্লীতৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ।
খসা তু যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥২৪

শালিনী এই উভয় কন্যা মারীচ অর্থাৎ কশ্যপের ভার্য্যা; তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র সন্তান জন্মে ।১-৮

মারীচের এই সকল দানবশ্রেষ্ঠ পুত্রেরা পৌলোমা ও কালকের নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তদ্ভিন্ন বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্য্য দারুণ ও অতি নিষ্ঠুর কতকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম—ব্যংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্য্য সর্ভানু ও মহাবল চক্রযোধী। এই দানবশ্রেষ্ঠসকল দনু-বংশবর্দ্ধনকারী। ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে। সুমহৎ তপস্যা দ্বারা ভাবিতাত্মা (আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন) দৈত্য প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয়। তাম্র হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে সুমহাপ্রভাবা ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শুকী শুক, পেচক ও কাকদিগকে প্রসব করে ।৯-১৫

শ্যেনী শ্যেন সকলকে, ভাসী ভাসগণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষীদিগকে এবং সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করে। এইরূপে তাম্রার বংশ কথিত হইল। বিনতার বিখ্যাত দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। সুপর্ণ (গরুড়) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্পভোজী। হে ব্রহ্মন্! সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী বহুমস্তকবিশিষ্ট খেচর ও মহাপ্রভাবশালী সহস্র সর্পের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভেও বলবান্ অমিত-তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! ইহারাও অনেক মস্তকবিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকী, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়—এই সকল এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক উৎকটবিষাক্ত দংশনশীল সর্পেরাই প্রধান। ক্রোধবশার বংশীয়দিগের নাম "ক্রোধবশ" জানিবে। সকলেই দংষ্ট্রাযুক্ত; দারুণ ও মাংসাশী। মাংসাশী, দারুণ, স্থলজ

অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্বান্ সমজীজনৎ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণু-জঙ্গমাঃ ॥২৫
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে সর্গো ব্রহ্মন্ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥২৬
বৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।
ব্রহ্মানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥২৭
পূর্বং যত্র তু সপ্তর্ষীন্ উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥২৮
গন্ধর্ব-ভোগিদেবানাং-দানবানাঞ্চ সত্তম।
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥২৯
তয়া চারাধিতঃ সম্যক্ কশ্যপস্তপতাং বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বরে ততো বরম্ ॥৩০
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্।
স চ তস্মৈ বরং প্রাদাদ্ ভার্য্যায়ৈ মুনিসত্তম ॥৩১
দত্ত্বা চ বরমত্যুগ্রং কশ্যপস্তামুবাচ হ।
শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্ভং ধরিষ্যসি ॥৩২
সমাহিতাতিপ্রয়তা শুচিনী ধারয়িষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং গমতঃ কশ্যপো মুনিঃ ॥৩৩
দধার সা চ তং গর্ভং সম্যক্ শৌচসমন্বিতা।
গর্ভমাস্রবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মঘবানপি ॥৩৪
শুশ্রূষুস্তামথাগচ্ছদ্ বিনয়াদমরাধিপঃ।
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সুরতিষ্ঠৎ পাকশাসনঃ ॥৩৫
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ॥৩৬
নিদ্রাকাহাবয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণির্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা ॥৩৭
স পাট্যমানো বজ্রেণ প্রারুরোদাতিদারুণম্।
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাষত ॥৩৮

এবং জলজ পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে। ক্রোধা মহাবল পিশাচদিগকেও প্রসব করে। সুরভি গো-মহিষ সকলকে প্রসব করেন। ইরা বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণজাতিকে, খসা যক্ষরক্ষোদিগকে, ধূমি অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা মহাতেজস্বী গন্ধর্বগণকে প্রসব করে। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।১৬-২৫

তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়—বলিতেছি। পিতামহ পূর্ব্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে তাহাদিগকে মানসপুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে, দিতি কশ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দিতি-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ আরাধিত হইয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁহাকে বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এমন একটী অমিততেজাঃ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। হে মুনিসত্তম! কশ্যপও সেই ভার্য্যাকে বর দিলেন এবং অতি উগ্র বরদান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—যদি শ্রীবিষ্ণুধ্যান-পরায়ণা অতি পবিত্রা ও শৌচবতী * হইয়া তুমি শতবৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে। কশ্যপ ঋষি ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। তিনিও শৌচসমন্বিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ

---

* শৌচাদি নিয়ম যথা,—"সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি। ন ঘাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা॥ বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন॥" গর্ভাবস্থায় শৌচের নিয়ম—উভয় সন্ধ্যায় (প্রাতঃ ও সায়ংকালে) গর্ভিণী ভোজন করিবে না। বৃক্ষমূলে স্নান ও ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা কলহ বর্জ্জন করিবে। লোকসমক্ষে গাত্রভঙ্গ (আড়ামোড়া) বর্জ্জন করিবে। মুক্তকেশী (এলোচুলে) বা অশুচি হইয়া কখনও থাকিবে না।

সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিস্রঃ কুপিতঃ পুনঃ ।
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণারিবিদারিণা ॥৩৯

মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরতিবেগিনঃ ।

বজ্রক্ষুণ্ণং বৈ মঘবতা তেনৈব মরুতোঽভবন্ ।
দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥৪০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

জানিয়া বিনীত ও শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া দিতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে প্রবেশের ইচ্ছায় (ছিদ্রান্বেষণতৎপর) হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ২৬-৩৫।

নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিত হইলে ইন্দ্র বজ্রগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল। শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে "রোদন করিও না" এই কথা বারংবার বলিলেন। সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শত্রুবিদারণ বজ্র দ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ড করিলেন। তাঁহারা মরুৎ নামে অতি বেগবান্ দেবগণ হইলেন। ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন,—"মা রোদীঃ" অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই তাঁহারা মরুৎ নামে অভিহিত হইলেন; এই একোনপঞ্চাশৎ দেব বজ্রপাণির ইন্দ্রের সহায় হইলেন।৩৬-৪০

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীভগবতো বিষ্ণোশ্চতুর্বিধবিভূতিবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

যথাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূর্বং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিতামহঃ ॥১

নক্ষত্র-গ্রহ-বিপ্রাণাং বীরুধাকাপ্যশেষতঃ।
সোমং রাজ্যেঽদধাদ্ ব্রহ্মা গন্ধানাং তপসামপি ॥২

রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা।
আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥৩
প্রজাপতীনাং দক্ষস্তু বাসবং মরুতামপি।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমদিশৎ প্রভুঃ ॥৪
পিতৃণাং ধর্ম্মরাজং তং যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণামশ্বানাং পতিং প্রভুঃ ॥৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভূতির বর্ণনা।]

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তদনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে সকলকে রাজ্যদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ লতা, বজ্র এবং তপস্যার রাজত্বে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের ও পাবককে বসুগণের রাজ্যে পতি করিলেন। দক্ষকে প্রজাপতিগণের,

পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বৃষভন্তু গবামপি ॥৬
শেষন্তু নাগরাজানং মৃগাণাং সিংহমীশ্বরম্।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ৎ ॥৭
এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥৮
পূর্ব্বস্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং সুতং বৈ সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥৯
দক্ষিণস্যাং দিশি তথা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১০
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানমভিষিক্তবান্ ॥১১
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানমভ্যষেচয়ৎ ॥১২
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পরিপাল্যতে ॥১৩
এতে সর্বে প্রভূতস্য স্থিতৌ বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম ॥১৪
যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতাঃ সর্বে ভূতেশ্বরা দ্বিজ।
তে সর্বে সর্বভূতস্য বিষ্ণোরংশা দ্বিজোত্তম ॥১৫
যে তু দেবাধিপতয়ো যে চ দৈত্যাধিপাস্তথা।
দানবানাঞ্চ যে নাথা যে নাথাঃ পিশিতাশিনাম্ ॥১৬
পশূনাং যে চ পতয়ঃ পতত্রো যে চ পক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্পাণাং নাগানাঞ্চাধিপাশ্চ যে ॥১৭
বৃক্ষাণাং পর্বতানাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চাপি যেঽধিপাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে ॥১৮
তে সর্বে সর্বতস্য বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ।
ন হি পাবনসামর্থ্যমৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরিম্।
স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ ॥১৯
সৃজত্যেষ জগৎসর্গে স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকরে চ রজঃ-সত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ ॥২০
চতুর্ব্বিভাগঃ সংসর্গে চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ।
প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ ॥২১
একেনাংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবত্যব্যক্তমূর্তিমান্।
মরীচিমিশ্রাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্যভাগতঃ ॥২২

ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের আধিপত্য দিলেন। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শেষকে নাগগণের, সিংহকে মৃগ(পশু)গণের, বটবৃক্ষকে বনস্পতিগণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্যসকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দিক্‌পালগণকে সর্ব্বদিকে স্থাপিত করিলেন। তিনি বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত করিলেন ।১-১০

রজের পুত্র অচ্যুত (চ্যুতিহীন) মহাত্মা কেতুমান্ রাজাকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিলেন এবং পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই সপ্তদ্বীপা নগরসহিত সমস্ত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে (পূর্ব্ব-বিভাগানুসারে) ধর্ম্মানুসারে পরিপালন করিতেছেন। হে মুনিসত্তম। ইঁহারা এবং অন্য যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ। হে দ্বিজোত্তম। যাঁহারা ভূতেশ্বর (অধিপতি) হইলেন এবং যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশ। যাঁহারা দৈত্যাধিপতি, যাঁহারা দানব ও রক্ষোদিগের নাথ, যাঁহারা পশু ও পক্ষিগণের পতি, যাঁহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি, যাঁহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণের অধিপ, যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। হে মহাপ্রাজ্ঞ।

কালস্তৃতীয়স্তস্যাংশঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ।
ইত্থং চতুর্দ্ধা সংস্থানো বর্ত্ততেঽসৌ রজোগুণঃ ॥২৩
একাংশেন স্থিতৌ বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্।
মন্বাদিরূপশ্চান্যেন কালরূপোঽপরেণ চ ॥২৪
সর্ব্বভূতেষু চান্যেন সংস্থিতঃ কুরুতে রতিম্।
সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৫
আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিমন্তকালে তথা পুনঃ।
রুদ্ররূপো ভগবানেকাংশেন ভবত্যজঃ ॥২৬
অন্যস্তকাদিরূপেণ ভাগেনান্যেন বর্ত্ততে।
কালস্বরূপো ভাগোঽন্যঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ ॥২৭
বিনাশং কুর্ব্বতস্তস্য চতুর্দ্ধৈবং মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনা ব্রহ্মন্ কথ্যতে সার্ব্বকালিকী ॥২৮
ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ।
বিভূতয়ো হরেরেতা জগতঃ সৃষ্টিহেতবঃ ॥২৯
বিষ্ণুর্মন্বাদয়ঃ কালঃ সর্ব্বভূতানি চ দ্বিজ।
স্থিতেনিমিত্তভূতস্য বিশ্বোরেতা বিভূতয়ঃ ॥৩০
রুদ্র-কালান্তকাদ্যাশ্চ সমস্তাশ্চৈব জন্তবঃ।
চতুর্দ্ধা প্রলয়ায়ৈতে জনার্দ্দনবিভূতয়ঃ ॥৩১
জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজ।
ধাত্রা মরীচিমিশ্রৈশ্চ ক্রিয়তে জন্তুভিস্তথা ॥৩২
ব্রহ্মা সৃজত্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখাস্ততঃ।
উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্ ॥৩৩
কালেন ন বিনা ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকো দ্বিজ।
ন প্রজাপতয়ঃ সর্বে ন চৈবাখিলজন্তবঃ ॥৩৪
এবমেব বিভাগোঽয়ং স্থিতাবপ্যুপদিশ্যতে।
চতুর্দ্ধা দেবদেবস্য মৈত্রেয় প্রলয়ে তথা ॥৩৫
যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎসর্বং বৈ হরেস্তনুঃ ॥৩৬

পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পালনসামর্থ্য নাই।১১-১৯

এই সনাতন বিষ্ণু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিবিষয়ে সৃজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন। জনার্দ্দন সৃষ্টি-বিষয়ে চতুর্বিভাগ, পালনবিষয়ে চতুঃপ্রকারে অবস্থিত থাকিয়া এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ এক অংশ দ্বারা ব্রহ্মা, অন্যভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হন, তাঁহার তৃতীয় অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। এই রজোগুণস্থিত বিষ্ণু সংসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপে চতুঃপ্রকারে বর্ত্তমান থাকেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু স্থিতিবিষয়ে সত্ত্বগুণ সমাশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা প্রতিপালন করেন, অন্য অংশে মন্বাদি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অন্য অংশে সর্ব্বভূতে স্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন। ভগবান্ অজ বিষ্ণু অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হন, অন্য ভাগ দ্বারা অগ্নি অন্তকাদিরূপে বর্ত্তমান থাকেন; তাঁহার অন্য ভাগ কালস্বরূপ এবং অপর অংশে সর্ব্ব ভূত। হে ব্রহ্মন্! বিনাশকারী সেই মহাত্মার এইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সমস্ত কালে চারপ্রকার বিভাগ কল্পনা কথিত হয়। ব্রহ্মা দক্ষাদি প্রজাপতি কাল এবং অখিল জন্তু, হরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু।২০-২৯

হে দ্বিজ! বিষ্ণুই মন্বাদি, কাল এবং সর্ব্বভূত; স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। রুদ্র, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্তু, জনার্দ্দনের এই চার প্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হয়। হে দ্বিজ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত অনুক্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ, পরে জন্তুগণও প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা, প্রজাপতিগণ এবং অখিল জন্তু সকলেই কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টিনিষ্পাদক হইতে পারেন না। হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেবদেবের এইরূপ চারপ্রকার

হন্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্।
জনার্দ্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ ॥৩৭
এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ।
জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ সমস্তস্য জনার্দ্দনঃ ॥৩৮
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ত্ততে।
গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ ॥৩৯
তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপম্যম্।
চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৪০

মৈত্রেয় উবাচ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে।
মমাচক্ষ্ব যথান্যায়ং যদুক্তং পরমং পদম্ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ব্ববস্তুষু।
সাধ্যঞ্চ বস্তুভিমতং যৎ সাধয়িতুমাত্মনঃ ॥৪২
যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্।
সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্যত্র ন বর্ত্ততে যতঃ ॥৪৩
সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ।
স ভেদঃ প্রথমস্তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে ॥৪৪
যুঞ্জতঃ ক্লেশমুক্ত্যর্থং সাধ্যং যদ্ব্রহ্মযোগিনঃ।
তদালম্বনবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োঽংশো মহামুনে ॥৪৫
উভয়োস্তুবিভাগেন সাধ্য-সাধনয়োর্হি যৎ।
বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদ্ভাগোঽন্যো ময়োদিতঃ ॥৪৬
জ্ঞানত্রয়স্য চৈতস্য বিশেষো যো মহামুনে।
তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ ॥৪৭
নির্ব্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যক্তিমাত্রমনৌপম্যম্।
আত্মসম্বোধবিষয়ং সত্তামাত্রমলক্ষণম্ ॥৪৮
প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিভাব্যমসংশ্রিতম্।
বিষ্ণোর্জ্ঞানময়ন্যোক্তং তজ্জ্ঞানং পরমং পদম্ ॥৪৯
তত্রান্যজ্ঞানরোধেন যোগিনো যান্তি যে লয়ম্।
সংসারকর্ষণোক্তৌ তে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজ ॥৫০
এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্ ॥৫১

বিভাগ কথিত হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ। হে দ্বিজ! যে কোন প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্টি হয়, সেই সকল বস্তুর উৎপত্তিবিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু। কিংবা যে যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম ভূতকে কোথায়ও সংহার করে, হে মৈত্রেয়! তাহা জনার্দ্দনেরই অন্তকারী রৌদ্রশরীর। সকলের ঈশ্বরজনার্দ্দন এইরূপেই জগৎ সৃষ্টি, জগৎ পালন এবং জগদ্ ভক্ষণ (বিনাশ) করেন। তাঁহার অগুণ পরমপদ গুণের প্রবর্ত্তনা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ) দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিপ্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে প্রবৃত্ত হন। পরমাত্মার স্বরূপ অতুলনীয়, তত্ত্বজ্ঞানময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও উহা চতুঃপ্রকার ।৩৭-৪০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে! আপনি যে পরমপদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথাবিধি বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত নিজের অভিমত, তাহাই সাধ্য। মুক্তিকাম যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি; সাধ্য পরম ব্রহ্ম,—যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। হে মুনে! সাধনের আলম্বন যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়, তাহাই সেই স্বরূপের প্রথম গ্রন্থি ভেদ। মহামুনে! ক্লেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগাভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্রহ্ম বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ। উভয় সাধ্য-সাধনের অবিভাগে (ঐক্যে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি, এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্য বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি। এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি সাধন করিতেছি। আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম,—এইরূপ যে পার্থক্য বোধ) তাহার নিরাকরণ (পরিহার) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরমপদ সাধক যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা আত্মার স্বরূপকে

তদ্ ব্রহ্ম পরমং যোগী যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
অপুণ্য-পুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশোঽতিনির্ম্মলঃ ॥৫২
দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে ॥৫৩
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥৫৪
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাদানদূরত্বাদ্ বহ্বল্পত্বাচ্চ তাময়ঃ ॥৫৫
জ্যোৎস্নাভেদোঽস্তি তস্যাগ্নেস্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ ॥৫৬
ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ।
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ।
ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাদয়স্ততঃ ॥৫৭

তদেতদ্ধ্রুবং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্ম-নাশবিকল্পবৎ ॥৫৮
সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্।
মূর্ত্তং যদ্‌যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥৫৯
সালম্বনো মহাযোগঃ সবীজো যত্র সংস্থিতঃ।
মনস্যুদ্ব্যাহতে সম্যগ্ যুক্তস্তাং জায়তে মুনে ॥৬০
স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥৬১
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ ন জগচ্চাখিলং মুনে ॥৬২
ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভুবনাদ্যন্তরূপবৎ ॥৬৩

দর্শন করাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া নাই, অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ (ব্যাপ্তি) মাত্র, অতুলনীয় আত্মবোধবিষয়ক সত্তামাত্র ॥৪১-৪৮

হে দ্বিজ! অজ্ঞানবোধ (অর্থাৎ অবিদ্যানাশ) দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে (চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে) লীন হন, তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে কর্ম্ম (গমনাগমন) বিষয়ে কর্ম্মফলরূপ বীজ নষ্ট হওয়ায় ইহার কোনও লক্ষণ নাই—শান্তিময়, দুঃখশূন্য, চিন্তার অতীত ও অপরের আশ্রিত নহে এমন একটি অবস্থা। জ্ঞানময় বিষ্ণুর এইরূপ জ্ঞানই, তাঁহার পরম পদ। অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ বীজ নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপক, অবিনশ্বর ও সমস্ত ভেদরহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ এই প্রকার। পাপ-পুণ্যের বিনাশ হইলে ক্লেশক্ষয় ও অতি নির্ম্মল যোগী সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাঁহা হইতে আর পুনরাগমন হয় না। সেই ব্রহ্মের দুইরূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষরস্বরূপ ঐ রূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অক্ষর—সেই পরমব্রহ্ম; ক্ষর—এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তির বিকাশ এই অখিল জগৎ। হে মৈত্রেয়! নিকটে ও দূরে থাকার জন্য যেমন অগ্নির তেজের বাহুল্য ও অল্পতা ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও তারতম্য বিদ্যমান আছে।* হে ব্রহ্মন! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা প্রধান ব্রহ্মশক্তি। হে মৈত্রেয়! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন (হীনশক্তি); তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন; মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর, তদপেক্ষা ন্যূনতর হইল বৃক্ষ গুল্মাদি। হে মুনিবর! উৎপাদিবিরহিত আবির্ভাব, তিরোভাব বা জন্ম ও নাশবিশিষ্ট হইলেও সেই এই অখিল জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু অপর ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি,—যাঁহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন ॥৪৯-৫৯

হে মুনে! যোগিগণের মন যাঁহার প্রতি একাগ্র হইলে সালম্বন (ধ্যেয় বিষ্ণুর সহিত) এবং সবীজ (মন্ত্রজপাদি সহিত) মহাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ

---

* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যানাশ আবেশের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্য ব্রহ্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও দুর্ব্বাদির মধ্যে হীনতা বলা যায়।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভূষণাস্ত্রস্বরূপস্থং যচ্চৈতদখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তন্মম খ্যাতুমর্হসি ॥৬৪

পরাশর উবাচ।

নমস্কৃত্বাপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
কথয়ামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন ময়াভবৎ ॥৬৫
আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥৬৬
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরূপাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥৬৭
ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতম্ ॥৬৮
বলস্বরূপমত্যুগ্রমুভয়েনস্থিতামিলম্।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করেস্থিতম্ ॥৬৯

পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতুসঞ্ঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥৭০

যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
শরূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥৭১

বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোঽত্যন্তনির্ম্মলম্।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানমবিদ্যাকোশসংস্থিতম্ ॥৭২

ইত্থং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ।
ভূতানি চ হৃষীকেশে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় সর্ব্বমেতৎ সমাশ্রিতম্ ॥৭৩

অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জ্জিতঃ।
বিভর্ত্তি মায়ারূপোঽসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ ॥৭৪

সবিদ্যাঞ্চ প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈবাখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি পুণ্ডরীকাক্ষস্তদেবং পরমেশ্বরঃ ॥৭৫

যোগিগণের সমাধি জন্মে, হে মহাভাগ! ব্রহ্মের শক্তি-সকলের মধ্যে সেই হরিই প্রধান; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী এবং সর্ব্বময় (সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ) অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ন্যায় তাঁহার অংশ নহেন। তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত। হে মুনে! তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই জগৎ। কার্য্য-কারণাত্মক ঈশ্বর বিষ্ণু পুরুষ-প্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে ভূষণ ও অস্ত্ররূপে এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। পরাশর বলিলেন,—আমি, যিনি প্রমাজ্ঞানগম্য নহেন সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া বসিষ্ঠ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ভগবান্ হরি এই জগতের সহিত নির্লেপ (সম্বন্ধশূন্য), গুণবর্জ্জিত ও নির্ম্মল আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে কৌস্তুভমণি স্বরূপে ধারণ করিতেছেন। প্রধান (প্রকৃতি) শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ (ধনুরূপে) ধারণ করিতেছেন। বলস্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ করেন ।৬০-৬৯

হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরকসবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহাতে পঞ্চভূতমাত্র একত্র বাঁধা আছে এবং পঞ্চভূত মালাকারে রহিয়াছে। বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, জনার্দ্দন তাহাদিগকে অসংখ্য শরূপে ধারণ করেন। অচ্যুত যে অতি নির্ম্মল অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যা-কোশস্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে হৃষীকেশে আশ্রিত। এই রূপবিবর্জ্জিত হরি প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারূপ হইয়া অস্ত্র ও ভূষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব

যা বিদ্যা যা তথাবিদ্যা যৎ সদ্ যচ্চাসদব্যয়ম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বভূতেশে মৈত্রেয় মধুসূদনে ॥৭৬

কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি-দিনর্ত্বয়ন-হায়নৈঃ।
কলাস্বরূপো ভগবানপরো হরিরব্যয়ঃ ॥৭৭

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো মুনিসত্তম।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভুঃ ॥৭৮

লোকাত্মমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
স্বাধারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ ॥৭৯

দেব-মানুষ-পশ্বাদিস্বরূপৈর্বহুভিঃ স্থিতঃ।
ততঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তো ভূতমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্ ॥৮০

ঋচো যজূংষি সামানি তথৈবাথর্ব্বণানি বৈ।
ইতিহাসোপবেদাস্তু বেদাস্তেষু তথোক্তয়ঃ ॥৮১

বেদাঙ্গানি সমস্তানি মন্বাদিগদিতানি চ।
শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যাতান্যনুবাদাশ্চ যে কচিৎ ॥৮২

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥৮৩

যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যাস্যত্রাস্যত্র বা কচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ ॥৮৪

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো-
নান্যৎ ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা বস্তুগদা ভবন্তি ॥৮৫

ইত্যেষ তেঽংশঃ প্রথমঃ পুরাণস্যাস্য বৈ দ্বিজ।
যথাবৎ কথিতো যস্মিন্ শ্রুতে পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬

কার্ত্তিক্যাং পুষ্করস্নানে দ্বাদশাব্দেন যৎ ফলম্।
তদস্য শ্রবণাৎ সর্ব্বং মৈত্রেয়াপ্নোতি মানবঃ ॥৮৭

দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্ব-যক্ষাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
ভবন্তি শৃণ্বতঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা মুনে ॥৮৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ এইরূপে সবিকার (পরিণামযুক্তা) প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা, যাহা অবিদ্যা, যাহা অসৎ, যাহা সৎ ও যাহা অব্যয়, সে সকলই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিত। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও বৎসরবিশিষ্ট কালস্বরূপ নিত্য ভগবান্‌ও অপর হরি অর্থাৎ হরির রূপান্তর। মুনিসত্তম! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোকও সেই বিভু বিষ্ণু। পূর্ব্বজ সমস্ত লোক যাঁহার মূর্ত্তি, সেই হরি সর্ব্ববিদ্যার শোভন আধাররূপে স্থিত।৭৬-৭৯

তদনন্তর নিরাকার সর্ব্বেশ্বর অনন্ত ভূতমূর্ত্তি (সাকার) হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ রূপে অবস্থিত। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি), উপবেদ (আয়ুর্ব্বেদাদি), বেদান্ত-সমূহের উক্তি সকল, সমস্ত বেদাঙ্গ, মনু-আদির কথিত অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, যে কোন অনুবাদ (কল্পসূত্র প্রভৃতি), যাহা কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত, এতৎ সমস্তই শব্দমূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর শরীর। কিংবা অন্যান্য যে কোন স্থানে যাহা কিছু সাকার ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার শরীর। "আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দ্দন, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য-কারণ নাই" যাহার মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয়, তাহার আর সংসারজনিত রাগদ্বেষ-শীতোষ্ণ প্রভৃতি বস্তুজ্ঞানরূপ রোগ উৎপন্ন হয় না। হে দ্বিজ! বিষ্ণুপুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম; যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপের মুক্তি হয়। দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয়! মানব এই পুরাণশ্রবণে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষাদির উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া থাকেন।৮০-৮৮

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽংশঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং বিবরণম্, ভরতবংশকথনঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া।
জগতঃ সর্গসম্বন্ধি যৎ পৃষ্টোঽসি গুরো ময়া ॥১
যোঽয়মংশো জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া।
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োঽপি মুনিসত্তম ॥২
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য যৌ।
ত্বয়োক্তস্তানপাদস্য ধ্রুবঃ পুত্রস্ত্বয়োদিতঃ ॥৩
প্রিয়ব্রতস্য নৈবোক্তা ভবতা দ্বিজ সন্ততিঃ।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥৪

পরাশর উবাচ।

কর্দ্দমস্যাত্মজাং কন্যামুপযেমে প্রিয়ব্রতঃ।
সম্রাট্ কুক্ষী চ তৎকন্যে দশপুত্রাস্তথাপরে ॥৫
মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীর্য্যা বিনীতা দয়িতাঃ পিতুঃ।
প্রিয়ব্রতসুতাঃ খ্যাতাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৬
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা।
মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥৭
জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং সত্যনাম্না সুতোঽভবৎ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং প্রখ্যাতো বলবীর্য্যতঃ ॥৮
মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥৯
নির্ম্মমাঃ সর্ব্বকালস্য সমস্তার্থেষু বৈ মুনে।
চক্রুঃ ক্রিয়া যথান্যায়মকলাকাদিক্ষণো হি তে ॥১০
প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাং মুনিসত্তম।
বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয় স্বমহাত্মনাম্ ॥১১

প্রথম অধ্যায়

[প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের বিবরণ ও ভরতের বংশকথন।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন।১

মুনিসত্তম! আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বিষয় আপনি বলিয়াছেন। হে দ্বিজ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন নাই, আমি ইহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন—প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের ঔরসজাতা কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহার সম্রাট্ ও কুক্ষী নাম্নী দুই কন্যা এবং দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্, মহাবীর্য্য, বিনীত এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর;—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং দশম-পুত্র জ্যোতিষ্মান্। ইনি সত্যনাম্না অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট ও প্রিয়ব্রতের সকল পুত্রের মধ্যে বলবীর্য্যে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র,—এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ ও জাতিস্মর ছিলেন। ইঁহারা রাজ্যভোগে মনোযোগ করেন নাই,—যোগপরায়ণ হন। মুনে! তাঁহারা মমত্ববুদ্ধি রহিত হইয়া ও সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরম এবং ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন।২-১০

জম্বুদ্বীপং মহাভাগ সোঽগ্নীধ্রায় দদৌ পিতা।
মেধাতিথেস্তথা প্রাদাৎ প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্ ॥১২
শাল্মলে চ বপুষ্মন্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥১৩
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যঞ্চক্রে চ স প্রভুঃ ॥১৪
সবনং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ৎ ॥১৫
জম্বুদ্বীপেশ্বরো যস্তু অগ্নীধ্রো মুনিসত্তম।
তস্য পুত্রা বভূবুস্তে প্রজাপতিসমা নব ॥১৬
নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ।
রম্যো হিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব এব চ ॥১৭
কেতুমালস্তথৈবান্যঃ সাধুচেষ্টো নৃপোঽভবৎ।
জম্বুদ্বীপবিভাগাংশ্চ তেষাং বিপ্র নিশাময় ॥১৮
পিত্রা দত্তং হিমাহ্বস্তু বর্ষং নাভেস্তু দক্ষিণম্।
হেমকূটং তথা বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ ॥১৯
তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ ॥২০
নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা।
শ্বেতং তদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে ॥২১
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ।
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্ বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্ ॥২২
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্।
ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ স নরেশ্বরঃ ॥২৩
বর্ষেষ্বেতেষু তান্ পুত্রানভিষিচ্য স ভূমিপঃ।
শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয় তপসে যযৌ ॥২৪
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥২৫
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধম-মধ্যমাঃ ॥২৬
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বষ্টাসু সর্ব্বদা।
হিমাহ্বং যস্তু বৈ বর্ষং নাভেরাসীন্মহাত্মনঃ ॥২৭

হে মুনিসত্তম! মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই মহাত্মা সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। হে মহাভাগ! পিতা প্রিয়ব্রত অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুষ্মান্‌কে শাল্মলী দ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা প্রিয়ব্রত) জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু প্রিয়ব্রত ভব্যকে শাকদ্বীপের রাজা করিলেন এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে রাজা করাইলেন। হে মুনিসত্তম! জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের নয় পুত্র হয়; তাঁহারা সকলেই প্রজাপতিতুল্য। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, ষষ্ঠ, হিরণ্বান্, কুরু এবং নবম ভদ্রাশ্ব। পরে কেতুমাল নামে অন্য এক সৎকর্মশালী রাজাও জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই সাধুচেষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্মশালী রাজা হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। পিতা অগ্নীধ্র নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী স্থান (ইলাবৃতবর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন।১১-২০

পিতা অগ্নীধ্র নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ হিরণ্বান্‌কে এবং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শৃঙ্গবদ্‌বর্ষ), তাহা কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্ব্বভাগে যে বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরপতি অগ্নীধ্র সকল পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি পুত্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে গমন করেন। মহামুনে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। সেই সকল বর্ষে (অসুখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি) বিপর্য্যয়

তস্যর্ষভোঽভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভাদ্ ভরতো জজ্ঞে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য সঃ ॥২৮
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ তথেষ্ট্বা বিবিধান্ মখান্।
অভিষিচ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ ॥২৯
তপসে স মহাভাগঃ পুলস্ত্যস্যাশ্রমং যযৌ।
বানপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩০
তপস্তেপে যথান্যায়ং যদা চ স মহীপতিঃ।
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥৩১
ন্যস্য বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাপ্রস্থানং ততো গতঃ।
ততশ্চ ভারতং বর্ষমেতল্লোকেষু গীয়তে ॥৩২
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্।
সুমতির্ভরতস্যাভূৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥৩৩
কৃত্বা সম্যগ্ দদৌ তস্মৈ রাজ্যমিষ্টমখঃ পিতা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥৩৪
যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেঽত্যজন্মুনে।
অজায়ত চ বিপ্রোঽসৌ যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥৩৫
মৈত্রেয় তস্য চরিতং কথয়িষ্যামি তে পুনঃ।
সুমতেস্তেজসস্তস্মাদিন্দ্রদ্যুম্নো ব্যজায়ত ॥৩৬
পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ ॥৩৭
ভুবস্তস্মাৎ তথোদ্গীথঃ প্রস্তাবস্তৎসুতো বিভুঃ।
পৃথুস্ততোঽভবদ্রক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥৩৮
নরো গয়স্য তনয়স্তৎপুত্রোঽভূদ্ বিরাট্ ততঃ।
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্মাদজায়ত ॥৩৯
মহান্তস্তৎসুতশ্চাভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্মাপ্যভূৎ সুতঃ ॥৪০
শতজিদ্ রজসস্তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং মুনে।
বিশ্বগ্‌জ্যোতিঃ প্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥৪১

নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই। সে সকল স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। সেই অষ্টবর্ষে সর্ব্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাসাদি হয়, তাহা নাই। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরুদেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে মহাতেজস্বী পুত্র হন; ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সেই মহাভাগ ঋষভ স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে তপস্যাচরণের জন্য পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেখানে নিশ্চিত হইয়া হইয়া যথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইল, তখন মুখে একখণ্ড প্রস্তর দিয়া উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। তদনন্তর এই স্থান লোকসমূহে ভারতবর্ষনামে কথিত, যেহেতু পিতা ঋষভ বানপ্রস্থানকালে ভরতকে উহা দিয়া যান। ভরতের সুমতি নামে একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল।২১-৩৩

পিতা ভরত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে সম্যক্ রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে (সুমতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন: হে মুনে! সেই মহীপতি ভরত পুত্রকে রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া শালগ্রামতীর্থে যোগাভ্যাসে রত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যোগিগণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! তাঁহার চরিত তোমাকে পুনর্ব্বার বলিব। তাহার পর সুমতির ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। তাহা হইতে প্রতিহার এবং প্রতিহারের প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপন্ন হন। প্রতিহর্ত্তা হইতে ভুব উৎপন্ন; ভুবের পুত্র উদ্গীথ, উদ্গীথের পুত্র নৃপতি প্রস্তাব। তাঁহা হইতে পৃথুর জন্ম। পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয়। গয়ের তনয় নর এবং তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাবীর্য্য হইতে ধীমান্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহান্তের আত্মজ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ এবং বিরাজের পুত্র রজ। হে মুনে! রজের পুত্র

তৈরিদং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কৃতম্।
তেষাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ॥৪২
কৃতত্রেতাদিসর্গেণ যুগাপ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥৪৩

এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ।
বারাহে তু মুনে কল্পে পূর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥৪৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

শতজিৎ। শতজিতের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে বিশ্বগ্‌জ্যোতিঃ প্রধান। যে শত পুত্র দ্বারা এই সকল প্রজা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন)। তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে সত্য-ত্রেতাদি সৃষ্টিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত এই ভারতভূমি ভোগ করেন। হে মুনে! বরাহ-কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নেরা রাজা হইয়াছিলেন। (তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়।) এই স্বায়ম্ভুবংশের পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।৩৪-৪৪

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[জম্বুদ্বীপবর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতা ভবতা ব্রহ্মন্ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবস্য মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ॥১
যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পর্ব্বতাঃ।
বনানি সরিতঃ পুর্য্যো দেবাদীনাং তথা মুনে ॥২
যৎপ্রমাণমিদং সর্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্।
সংস্থানমস্য চ মুনে যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম।
নাস্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যো হি বিস্তরঃ ॥৪
জম্বু-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধি-দুগ্ধ-জলৈঃ সমম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[জম্বুদ্বীপের বর্ণনা]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার সমীপে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবর্ণনা করিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি। হে মুনে! যতগুলি সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন ও নদী আছে, দেবতা প্রভৃতিদিগের যত পুরী আছে, তাহাদিগের এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ কত, তাহাদিগের আধার কি, উপাদান কি ও আকারই বা কিরূপ এবং ইহাদিগের স্থিতিই বা কিয়ৎ পরিমাণ? হে মুনে। যথাযথভাবে এই সকল আমাকে বলুন।১-৩

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়। এই সকল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ,

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥৭
চতুরশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশন্মুর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥৮
মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্য পর্ব্বতঃ।
ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৯
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥১০
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ দশাহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবন্তবিস্তারিণশ্চ তে ॥১১
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥১২
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥১৩
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥১৪
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্তু নবসাহস্রবিস্তৃতম্।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ॥১৫
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্লোকনাম্নুন্মুচ্ছ্রিতাঃ ॥১৬
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥১৭
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এব চ।
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ॥১৮
জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্মহামুনে।
মহাগজপ্রমাণানি জম্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ ॥১৯
পতন্তি ভূতলে পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ।
রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ॥২০

শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর,—এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি দুগ্ধ এবং জল,—এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্ব্বত মেরু অবস্থিত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট, উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎসহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন। (সুতরাং) শৈলরাজ সুমেরু এই পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোশ-রূপে অবস্থিত ।৪-৯

ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী—এই সকল বর্ষপর্ব্বত অর্থাৎ ভারতাদিবর্ষের সীমা নিরূপক পর্ব্বত আছে। মধ্যস্থ দুই পর্ব্বত (নীল ও নিষধ) পূর্ব্ব-পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুই দুইটী দশাংশ দশাংশ ন্যূন অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত নবতি নবতি সহস্র যোজন; হিমবান্ ও শৃঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। তাহারা প্রত্যেকে দুই দুই সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত। হে দ্বিজ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্রতীরে) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে রম্যক, তৎপরে হিরণ্ময় এবং তদনন্তর ভারতের ন্যায় অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ। হে দ্বিজসত্তম! ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও নবসহস্র যোজন, তাহার মধ্যে সুউচ্চ সুবর্ণপর্ব্বত মেরু বর্ত্তমান। মহাভাগ! সেই ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে ব্যাপিয়া চারিদিকে চারিটী পর্ব্বত আছে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক মেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ স্তম্ভস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন উন্নত হইয়া ইহারা আছে। ঐ পর্ব্বত চারিটির মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্ব্বত বিদ্যমান। সেই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট—একাদশশত যোজন উচ্চ এই চারি বৃক্ষ পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। হে মহামুনে! সেই জম্বুই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ।

সরিৎ প্রবর্ত্ততে সা চ পীয়তে তদ্বাসিভিঃ।
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ॥২১
তৎপানাৎ স্বচ্ছমনসাং জনানাং তত্র জায়তে।
তীরমৃৎ তদ্ রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোষিতা।
জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥২২
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্মধ্যে ইলাবৃতম্ ॥২৩
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥২৪
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা ॥২৫
শীতান্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুররী মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেশরাচলাঃ।
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ॥২৬
নিষধাস্তা দক্ষিণতস্তস্য কেশরপর্ব্বতাঃ।
শিখিবাসাঃ সবৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥২৭
মেরোরনন্তরাঙ্গেষু জঠরাদিষ্ববস্থিতাঃ।
শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ।
কালঞ্জরাস্তাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ॥২৮
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥২৯
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥৩০
বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গাং পততি বৈ দিবঃ ॥৩১
যা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥৩২

সেই জম্বুর মহাগজপরিমিত ফলসকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইল, তাহাদের রসে সেখানে বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে।১৯-২০

সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে, সেখানকার অধিবাসিগণ উহার জল পান করে। জম্বুনদীর জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় সেখানে লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীরস্থ মৃত্তিকা, সুখস্পর্শ বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইয়া জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়,—ইহা সিদ্ধগণের ভূষণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং উত্তরে সেইরূপ নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর সর্ব্বদা মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতান্ত, চক্রমুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান্ এবং বৈকঙ্কপ্রমুখ এই সকল পর্ব্বত (কমলের কর্ণিকা স্বরূপ) মেরুর পূর্ব্বদিকের কেশর। ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক এবং নিষধপ্রমুখ এই সকল পর্ব্বত তাহার দক্ষিণদিকের কেশর। শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধিপ্রমুখ এই সকল কেশরপর্ব্বত সেইরূপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ এবং কালঞ্জরপ্রমুখ এই সকল কেশরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমুদায় পর্ব্বত মেরুর অনন্তরাঙ্গে অর্থাৎ মূলসমীপস্থ অঙ্গে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরী সকল আছে।২১-৩০

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা সেখানে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা; তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতেছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত

পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাম্বেনৈতি সার্ণবম্ ॥৩৩
তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্।
প্রযাতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা মহামুনে ॥৩৪
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্ততঃ।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ ॥৩৫
ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে ॥৩৬
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্-গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৩৭
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদা শৈলবাহ্যতঃ ॥৩৮
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ ॥৩৯
গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূর্বপশ্চায়তাবুভৌ।
অশীতিযোজনায়ামাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥৪০
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথা পূর্বৌ তথা স্থিতৌ ॥৪১
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্ব্বতৌ।
পূর্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥৪২
ইত্যেতে মুনিবর্য্যোক্তা মর্য্যাদাপর্ব্বতাস্তব।
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দ্দিশম্ ॥৪৩
মেরোশ্চতুর্দ্দিশঃ যে তু প্রোক্তাঃ কেশরপর্ব্বতাঃ।
সীতান্তাস্তা মুনে তেষামতীব হি মনোরমাঃ ॥৪৪
শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধ-চারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ ॥৪৫
লক্ষ্মী-বিষ্ণ্বগ্নি-সূর্য্যাদিদেবানাং মুনিসত্তম।
তাস্বায়তনবর্য্যাণি জুষ্টানি বরকিন্নরৈঃ ॥৪৬
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষাংসি তথা দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥৪৭
ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্ম্মিণামালয়া মুনে।
নৈতেষু পাপকর্ম্মাণো যান্তি জন্মশতৈরপি ॥৪৮

হইতেছেন। মহামুনে! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে গমন করিতেছেন। চক্ষু পশ্চিমদিগ্‌বস্থিত পর্ব্বতসকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। মহামুনে! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রে গমন করিতেছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে অবস্থিত। মর্য্যাদা-শৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্বুদ্বীপরূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত; তাহারা উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত গন্ধমাদন ও কৈলাস, এই দুই মর্য্যাদা-পর্ব্বত অশীতি যোজন করিয়া দীর্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্র নামক দুই মর্য্যাদাপর্ব্বত পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দুই পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা যেমন নীল-নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি দুই বর্ষ-পর্ব্বত আছে, এই দুইটী পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি সীমাপর্ব্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম। তাহাদের দুই দুইটী পর্ব্বত মেরুর চতুর্দ্দিকে আছে। হে মুনে! মেরুর চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশরপর্ব্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অতি মনোরম পর্ব্বতসমূহের অভ্যন্তরে যে পর্ব্বতসন্ধিস্থান আছে, সিদ্ধ-দেবগায়কগণ সেখানে বাস করেন। সেই সকল স্থানে সুরম্য কানন ও পুরী আছে।৩১-৪৫

হে মুনিসত্তম! সেই সকল স্থানে শ্রেষ্ঠ কিন্নরগণের দ্বারা সেবিত লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে। গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় পর্বতসন্ধিস্থানে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। মুনে! এই সকল স্থান ভৌম

ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুর্হয়শিরা দ্বিজ।
বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥৪৯

মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুবর্ষান্তে জনার্দ্দনঃ।
বিশ্বরূপেণ সর্বত্র সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥৫০

সর্বস্যাধারভূতোঽসৌ মৈত্রেয়ান্তেঽখিলান্তকঃ।
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃ ক্ষুদ্ভয়াদিকম্ ॥৫১

সুস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ॥৫২

ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ।
কৃত-ত্রেতাদিতা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥৫৩

সর্বেষ্বেতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তম ॥৫৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসস্থান, পাপিষ্ঠগণ শত জন্মেও এখানে যাইতে পারে না। দ্বিজ! ভগবান বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। জনার্দ্দন গোবিন্দ কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে রহিয়াছেন। সর্বত্র সকল জীবের প্রভু হরি বিশ্বরূপে সর্বত্রই বিরাজমান। হে মৈত্রেয়! তিনি সকলের আধার ও অখিলান্তক। মহামুনে! কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, সে সকলে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয় ইত্যাদি নাই। প্রজাগণ স্বস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে ।৪৬-৫২

সে সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না,—পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাদি কল্পনা নাই। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে; নদীসমূহ সেই সকল কুলপর্বত হইতে নিঃসৃত ।৫৩-৫৪

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ভারতবর্ষবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ ॥৩
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে ॥৪
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥৫
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥৬
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥৭
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥৮
ইজ্যা-যুদ্ধ-বাণিজ্যাদ্যৈর্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ।
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ ॥৯
বেদ-স্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে।
নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ ॥১০
তাপী-পয়োষ্ণী-নির্ব্বিন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ॥১১
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ।
কৃতমালা-তাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥১২
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা-কুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥১৩

তৃতীয় অধ্যায়

[ভারতবর্ষের বর্ণনা।]

পরাশর বলিলেন,—যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; সেখানে ভরতের সন্তানেরা বাস করেন। হে মহামুনে! ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটী কুলপর্বত আছে। মুনে! এই স্থান হইতে স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতেই তাহারা কর্ম্মানুসারে পশু-পক্ষী আদি তির্য্যক্-যোনিতে ও নরকেও গমন করে। এই স্থান হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ—ইলাবৃতাদিবর্ষ), মোক্ষ (সদ্যোমুক্তি), অন্তরিক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। এই ভারতবর্ষের নব ভাগ আছে,—শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ এবং এই সমুদ্রের দ্বারা পরিবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্রযোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করত বাস করিতেছেন। শতদ্রু ও চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে মুনে! বেদ-স্মৃতি-প্রধানা কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্না নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত।১-১০

আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥১৪
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ ॥১৫
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারুষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ ॥১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥১৭
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলাঃ ॥১৮
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ ॥১৯
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥২০

পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বূদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥২১
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বূদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥২২
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥২৩
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥২৪
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥২৫

ভাশী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী ঋক্ষপর্ব্বত হইতে সমুৎপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী-আদি পাপঘ্নবারিণী নদী সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীপ্রমুখা কতকগুলি নদী মলয়পর্ব্বত হইতে সম্ভূতা। ত্রিসামা আচার্য্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপন্না এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী-আদি কতগুলি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদসম্ভবা। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও উপনদী আছে। কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপনিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, আভীর, অর্ব্বুদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ; সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকলবাসিগণ, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি সমস্ত লোক, সেই নদীসমূহের তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এই সকল নদীর সমীপবর্ত্তী দেশসকল হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। হে মহামুনে। এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ (অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস-বৃদ্ধি) আছে—অন্য কোথায়ও নাই। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্য আদরপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন।১১-২০

জম্বূদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অন্যদ্বীপে অন্য প্রকার অর্থাৎ সোম সূর্য্যাদির পূজা হয়। মহামুনে! জম্বূদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মলাভ করেন। দেবগণ এইরূপ গীতি গান করিয়া থাকেন,—"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সকল পুরুষ দেবতা অপেক্ষাও অধিক; সুতরাং ধন্য। তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের ফলাকাঙ্ক্ষার সঙ্কল্প না করিয়া পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুতে অর্পণ করত অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া লয় (ঐক্য) প্রাপ্ত হন।২১-২৫

জানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীণাঃ ॥২৬
নববর্ষং তু মৈত্রেয় জম্বূদ্বীপমিদং ময়া।
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥২৭
জম্বূদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষীরোদধির্বহিঃ ॥২৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বূদ্বীপের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। হে মৈত্রেয়! লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বূদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে ।২৬-২৮

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[ষড়্দ্বীপবর্ণনম্, লোকালোকপর্ব্বতকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।
ক্ষীরোদেন যথা দ্বীপো জম্বূসংজ্ঞোঽভিবেষ্টিতঃ।
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥১
জম্বূদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মন্ প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ ॥২
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্ ॥৩
সুখোদয়স্তথানন্দঃ (ক) শিবঃ ক্ষেমক এব চ।
ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে ॥৪
পূর্বং শান্তভয়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥৫
মর্য্যাদাকারকাস্তেষাং তথান্যে বর্ষপর্বতাঃ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

[ষড়্দ্বীপের বর্ণনা ও লোকালোক পর্ব্বতের কথা।]

পরাশর বলিলেন,—জম্বূনামক দ্বীপ যেমন লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপও লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। হে ব্রহ্মন্! জম্বূদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, আর এই প্লক্ষদ্বীপ ইহার দ্বিগুণ বলিয়া কথিত হয়। (প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির লাভ পুত্র।) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়। তদনন্তর যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব তাঁহাদের সপ্তম। তাঁহারা প্লক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কীর্ত্তিত শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখোদয়বর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ এবং ধ্রুববর্ষ—এই নববর্ষের অধিপতি। তাঁহাদের মর্য্যাদাকারক অন্য লাভটী

পাঠান্তর :—(ক) সুখদশ্চ তথানন্দঃ —।

গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।
সোমকঃ সুমনাশ্চৈব বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৭
বর্ষাচলেষু রম্যেষু সর্বেষ্বেতেষু চানঘাঃ।
বসন্তি দেব-গন্ধর্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥৮
তেষু পুণ্যা জনপদাশ্চিরাঞ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্বকালসুখং হি তৎ ॥৯
তেষাং নদ্যস্তু সপ্তৈব বর্ষাণ্যাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥১০
অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥১১
এতে শৈলাস্তথা নদ্যঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব।
ক্ষুদ্রশৈলাস্তথা নদ্যস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥১২
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে।
অপসর্পী ন তেষাং বৈ ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজ ॥১৩
ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্বদৈব মহামতে ॥১৪

প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥১৫
ধর্মাঃ পঞ্চ স্থধৈতেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ।
বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে ॥১৬
আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥১৭
জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাংস্তরুঃ।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞোঽয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম ॥১৮
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥১৯
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা ॥২০
ইত্যেবং তব মৈত্রেয় প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং মে নিশাময় ॥২১
শাল্মলস্তেশ্বরো বীরো বপুষ্মাংস্তৎসুতান্ শৃণু।
তেষান্তু নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥২২

বর্ষপর্ব্বত আছে,—হে মুনিসত্তম! তাহাদের নাম শ্রবণ কর। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্বগণের সহিত নিষ্পাপ প্রজাসকল সতত বাস করেন। সেই সকল পর্ব্বতে পবিত্র জনপদসকল আছে। সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে লোকের মৃত্যু হয়। তথায় আধি কিংবা ব্যাধি নাই, অতএব সর্ব্বদাই সুখ। সেই সকল বর্ষের সাতটী সমুদ্রগামিনী নদী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর, শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়।১-১০

অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা—এই সপ্ত নদী আছে। এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল। সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসী হৃষ্ট লোকগণ সর্ব্বদা সেই সকল নদীর জল পান করে। হে দ্বিজ! সেই জনপদবাসিগণের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। হে মহামতে! সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই,—সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগসমান কাল বর্ত্তমান আছে। হে ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত সপ্তদ্বীপে মনুষ্য-সকল নিরোগ হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ) আছে, তথায় যে চারিবর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিসত্তম! তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হে দ্বিজোত্তম! তাহার (প্লক্ষদ্বীপের) মধ্যে জম্বুবৃক্ষপরিমিত একটী সুমহান্ প্লক্ষ নামক তরু আছে। তাহাতেই এই দ্বীপের নাম প্লক্ষ হইয়াছে। তথায় সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি আর্য্যকাদি ত্রিবর্ণকর্ত্তৃক পূজিত হন। প্লক্ষদ্বীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা প্লক্ষদ্বীপ সমাবৃত। হে মৈত্রেয়! তোমাকে প্লক্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ

শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ মহামুনে ॥২৩
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনাথ সর্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥২৪
তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
বর্ষাণ্যেষাঞ্চকা যে তু তথা সপ্ত চ নিম্নগাঃ ॥২৫
কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ।
দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥২৬
কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা।
ককুদ্মান্ পর্বতবরঃ পরিমানানি মে শৃণু ॥২৭
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদাঃ ॥২৮
শ্বেতস্য হরিতস্যৈব বৈদ্যুতস্য মানসস্য তথা।
জীমূতরোহিতে চৈব সুপ্রভস্যাতিশোভনম্ ॥২৯
সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্বর্ণ্যযুতানি বৈ।
শাল্মলে যে তু বর্ষাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে ॥৩০

কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তে ॥৩১
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
বায়ুভূতং মখৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দ্বিজো যজ্ঞসংস্থিতম্ ॥৩২
দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোহরে।
শাল্মলিঃ সুমহাবৃক্ষো যস্মা নির্বৃতিকারকঃ ॥৩৩
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যেব সমেন তু সমন্ততঃ ॥৩৪
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥৩৫
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ ॥৩৬
প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ।
তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়-দানবৈঃ ॥৩৭
তথৈব দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষালয়ঃ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥৩৮

সংক্ষেপে বলিলাম। আমার শাল্মলদ্বীপের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর।১১-২১

শাল্মল দ্বীপের রাজা বীর বপুষ্মান্। তাঁহার সপ্তপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। যথা,—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। হে মহামুনে! তাঁহাদের নামানুসারেই সেই সাত বর্ষের নাম হইয়াছে। ইক্ষুরসোদক সমুদ্র তদপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাল্মলদ্বীপ দ্বারা চারিদিক আবৃত হইয়া স্থিত আছে। সেখানেও রত্নের উৎপত্তিস্থান ও বর্ষের সীমানিরূপক সাতটি পর্ব্বত এবং সাতটি নদী আছে জানিবে। সেই পর্ব্বতগণের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্ব্বতে মহৌষধি সকল আছে। পঞ্চম কঙ্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ককুদ্মান্ সপ্তম। এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর। যথা ;—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী এবং তাহাদের মধ্যে সপ্তমী নদী নিবৃত্তি। এই সকল নদীকে স্মরণ করিলে পাপের উপশম হয়। তথায় অতিশোভন শ্বেত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, জীমূত, রোহিত ও সুপ্রভ নামক চাতুর্ব্বর্ণ্য-যুক্ত সাত বর্ষ আছে। হে মহামুনে! শাল্মলদ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেই দ্বিজিকগণ সকলের আত্মা, অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুস্বরূপ বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানের নিকটই থাকেন। শাল্মলী নামে একটি সুখদায়ক সুমহান্ বৃক্ষ আছে; ঐ বৃক্ষের নামেই এই শাল্মল দ্বীপ। ইহা সমবিস্তার সম্পন্ন সুরাসমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত। সুরাসমুদ্র শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানুসারেই বর্ষ

ধর্ম্মিনঃ শুভ্রিণঃ স্নেহা মন্দেহাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৩৯

যথোক্তকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় তে।
তত্রৈব তং কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্।
যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যুগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্ ॥৪০

বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা।
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ।
বর্ষাচলাস্তু তত্রেতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে ॥৪১

নদ্যস্তু সপ্ত তাসান্তু শৃণু নামান্যনুক্রমাৎ।
ধৃতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥৪২

বিদ্যুদম্ভা মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ ॥৪৩

কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতঃ।
তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ ॥৪৪

ঘৃতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ শ্রূয়তাঞ্চাপরো মহান্ ॥৪৫

কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ ॥৪৬

তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহীপতিঃ ॥৪৭

কুশলো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽন্ধ্যন্ধকারকঃ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা মুনে ॥৪৮

তত্রাপি দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতাঃ সুমনোহরাঃ।
বর্ষাচলা মহাবুদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৪৯

ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ।
দেবাবৃৎ পঞ্চমশ্চাত্র তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্।
দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণাস্তে পরস্পরম্ ॥৫০

দ্বীপাদ্ দ্বীপেষু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা ॥৫১

বর্ষেষেতেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেষু চ।
নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥৫২

সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে। সেই স্থানে দৈত্যের ও দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদিগণ বাস করেন। সেখানেও স্ব স্ব অনুষ্ঠান-তৎপর চারিবর্ণ আছেন। হে মহামুনে! ধর্ম্মী, শুভ্রী, স্নেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সেই কুশদ্বীপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাধিকারক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনের আরাধনা করত অত্যুগ্র ফলপ্রদ অধিকার অর্থাৎ অহঙ্কারকে উন্মূলিত করেন।২২-৪০

হে মহামুনে! সেই দ্বীপে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি এবং সপ্তম মন্দরাচল নামে এই সাতটি বর্ষ পর্ব্বত আছে। নদীও সাতটি আছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা—ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভা ও মহী। ইঁহারা সর্ব্বপাপহারিণী। তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী এবং পর্ব্বত আছে। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ব আছে, তাহার নামানুসারেই কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ তৎপরিমাণ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা সমাবৃত। ঐ ঘৃতোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা পরিবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাত্মা দ্যুতিমানের সাত পুত্র হয়। মহীপতি দ্যুতিমান্ তাঁহাদের নামানুসারে বর্ষসকলের নাম নিরূপণ করেন। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সাতটি তাঁহার পুত্র। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত সুমনোহর বর্ষপর্ব্বত আছে; তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান্, দুন্দুভি এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ সেই সকল দ্বীপে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ।৪১-৫১

এই সকল রমণীয় বর্ষে ও পর্ব্বতে নিরাতঙ্ক প্রজাবর্গ

পুষ্করাঃ পুষ্কলা ধন্যাস্তিষ্যাখ্যাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৫৩
তে তত্র নদ্যো মৈত্রেয়! যাঃ পিবন্তি শৃণুষ্ব তাঃ।
সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তত্রান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ॥৫৪
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
ক্ষান্তিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥৫৫
তত্রাপি বিষ্ণুর্ভগবান্ পুষ্করাত্মৈর্জনার্দ্দনঃ।
যাগৈ রুদ্রস্বরূপশ্চ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ॥৫৬
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ।
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ॥৫৭
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন মহামুনে ॥৫৮
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্য সুমহাত্মনঃ।
সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দধৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ॥৫৯
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ।
কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥৬০
তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারিণঃ ॥৬১
পূর্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জলাধারস্তথাপরঃ।
তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তথৈবাম্বো গিরিদ্বিজ ॥৬২
আক্কিকেয়স্তথা রম্যঃ কেসরী পর্ব্বতোত্তমঃ।
শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥৬৩
যত্রত্যবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ॥৬৪
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ যা ॥৬৫
ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা।
অন্যাস্বমৃতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে ॥৬৬
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥৬৭
বর্ষেষু তে জনপদাঃ স্বর্গাদভ্যেত্য মেদিনীম্।
ধর্ম্মহানির্ন তেষ্বস্তি ন সংঘর্ষঃ পরস্পরম্ ॥৬৮

দেবগণের সহিত বাস করেন। হে মহামুনে! এই দ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! তাঁহারা তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটি বর্ষ নদীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে অন্যান্য শতশত ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই দ্বীপেও পুষ্করাদি সকলে রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্যপরিমাণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্র দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ সর্ব্বতোভাবে আবৃত। মহামুনে! দধিসমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং শাকদ্বীপ দ্বারা সমাবৃত। শাকদ্বীপের অধিপতি সুমহাত্মা ভব্যেরও সাত পুত্র। তিনি তাঁহাদিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকি এবং সপ্তম পুত্র মহাদ্রুম ।৫২-৬০

তথায় যথাক্রমে সেই সেই নামে সাতটি বর্ষ আছে এবং বর্ষবিচ্ছেদকারী সপ্ত পর্ব্বত আছে। হে দ্বিজ! তাহার পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি; অপর পর্ব্বতসকলের নাম, যথা—জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অম্বুগিরি, আক্কিকেয়, রম্য এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কেশরী। তথায় সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত একটি মহান্ শাকবৃক্ষ আছে। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমন্বিত অনেক পবিত্র জনপদ আছে। সর্ব্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্রা অনেক নদীও আছে। তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী এই সাতটিই প্রধান। মহামুনে! তথায় অন্যান্য অমৃত অমৃত ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্ব্বত আছে। স্বর্গভোগানন্তর স্বর্গ হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জল পান করেন। এই সকল বর্ষে ধর্ম্মহানি এবং পরস্পর কলহ নাই। ঐ সপ্ত দেশে মর্য্যাদাহানি

মর্য্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সত্তম।
মৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ॥৬৯
মৃগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ ॥৭০
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥৭১
শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ ॥৭২
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥৭৩
পুষ্করে সবলস্যাপি মহাবীরোঽভবৎ সুতঃ।
ধাতকিশ্চ তয়োস্তত্র দ্বে বর্ষে নামচিহ্নিতে ॥৭৪
মহাবীরং তথৈবান্যং ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্।
একশ্চাত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ ॥৭৫
মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি উর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥৭৬
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ॥৭৭
স্থিতোঽসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকদ্বয়ম্।
বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্বর্ষং তথা গিরিঃ ॥৭৮
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতাঃ ॥৭৯
অধর্ম্মোত্তমৌ ন তেষাস্তাং ন বধ্য-বধকৌ দ্বিজ।
নের্ষ্যাসূয়া ভয়ং দ্বেষো দোষো লোভাদিকো ন চ ॥৮০
মহাবীরং বহির্বর্ষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ।
মানসোত্তরশৈলস্য দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ॥৮১
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে।
ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়ান্বিতে ॥৮২
তুল্যবেশাস্তু মনুজা দেবাস্তত্রৈকরূপিণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জ্জিতম্ ॥৮৩
ত্রয়ীবার্ত্তাদণ্ডনীতিশুশ্রূষারহিতঞ্চ তৎ।
বর্ষদ্বয়ন্তু মৈত্রেয় ভৌমস্বর্গোঽয়মুত্তমঃ ॥৮৪
সর্ব্বস্য সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জ্জিতঃ।
ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞেঽথ মহাবীরে চ বৈ মুনে ॥৮৫
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥৮৬

নাই। মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিবর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ,—শূদ্র।৬১-৭০

হে মুনে! শাকদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত বর্ণ সকল সংযতাত্মা হইয়া যথাশাস্ত্র কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! শাকদ্বীপপরিমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। হে ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণপরিমিত পুষ্কর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে চারিদিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। পুষ্করদ্বীপে মহাবীর ও ধাতকী নামে সবলের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে দুই বর্ষের নাম মহাবীরবর্ষ এবং ধাতকীখণ্ড হইয়াছে। হে মহাভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটি বিখ্যাত বর্ষপর্ব্বত আছে। মধ্যভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার—এই গিরি বলয়াকার পুষ্করদ্বীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। পুষ্করদ্বীপে মানবগণ নিরাময়, বিশোক এবং রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই, বধ্য ও ঘাতক নাই, ঈর্ষা নাই, অসূয়া, ভয়, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই।৭১-৮০

দেব-দৈত্যাদির দ্বারা সেবিত মহাবীরবর্ষ মানসোত্তর গিরির বহির্ভাগে এবং ধাতকীখণ্ডের অন্তর্ভাগে অবস্থিত। পুষ্করদ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং দুইটি বর্ষ সহিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অন্য পর্ব্বতও নাই। সেখানে মনুষ্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমানসুন্দর) এবং একরূপ।

স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারাস্মণ্ডলং তথা ॥৮৭
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ॥৮৮
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব-সমুদ্রেষু সমানি বৈ।
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিন্নৈব জায়তে ॥৮৯
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুরুদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম ॥৯০
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তময়েষ্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ ॥৯১
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে ॥৯২
ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড়্রসং ভুঞ্জতে বিপ্র প্রজাঃ সর্বাঃ সদৈব হি ॥৯৩

স্বাদূদকস্যাপরতো দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতিঃ।
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥৯৪
লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবদ্ভি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ॥৯৫
ততস্তমঃসমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥৯৬
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বী মহামুনে।
সহৈবাণ্ডকটাহেন সদ্বীপাব্ধিমহীধরা ॥৯৭
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্ব্বভূতগণাধিকা।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং মৈত্রেয় জগতামিতি ॥৯৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটী বর্ণ ও আশ্রমাচারহীন, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত এবং ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও শুশ্রূষারহিত, (সুতরাং) ইহা উত্তম ভৌম স্বর্গ। হে মুনে! ধাতকিখণ্ডে ও মহাবীরবর্ষে কাল জরারোগাদি বর্জ্জিত এবং সকলের সুখপ্রদ। পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটী বট বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্র পুষ্করদ্বীপকে মণ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপ এবং সমুদ্রের দ্বিগুণ। সকল সমুদ্রের জল সর্ব্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যূনাধিক (কম বেশী) হয় না। হে মুনিসত্তম! স্থালীস্থিত জল অগ্নির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, সেইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও উদ্রিক্ত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে। অমল ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় শুক্লকৃষ্ণ পক্ষে বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়। হে মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পাঁচশত দশ অঙ্গুলি দেখা যায়। হে বিপ্র! সেই পুষ্করদ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্ব্বদাই স্বয়ং উপস্থিত (অযত্ন-সুলভ) ষড়্‌রস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া থাকে। স্বাদূদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণ-পরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব্ব জন্তু-বিবর্জ্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।* তাহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ। তমমন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্ব্বতকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিয়া অবস্থিত। অন্ধকারও অণ্ড-কটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। হে মহামুনে! অণ্ডকটাহের মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতের সহিত এই সেই পৃথিবী পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃতা। হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্ব্বভূত অপেক্ষা অধিকগুণ বিশিষ্টা সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্ত্রী) বিধাত্রী (জন্মিত্রী) এবং আধারভূতা ॥৮১-৯৮

* যোগিগণ এই কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পান।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[সপ্তপাতালবিবরণম্, অনন্তস্য গুণবর্ণনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

বিস্তার এষ কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে ॥১
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম।
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥২
শুক্লা কৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনাঃ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ ॥৩
তেষু দানবদৈত্যেয়া যক্ষাশ্চ শতশস্তথা।
নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে ॥৪
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি ॥৫
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ।
নাগৈরাভ্রিয়মাণাঃ স্যুঃ পাতালং কেন তৎ সমম্ ॥৬
দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে।
পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ॥৭
দিবাকরাংশবো যত্র প্রভাং তন্বন্তি নাতপম্।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশিস্যোতায় কেবলম্ ॥৮
ভক্ষ্যভোজ্যমহাপানমুদিতৈরতিভোগিভিঃ।
যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ ॥৯
বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ।
পুংস্কোকিলাভিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যপরাণি চ ॥১০
ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যাঙ্গানুলেপনম্।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গানাং স্বনাস্তূর্য্যাণি চ দ্বিজ ॥১১
এতান্যন্যানি চোদারভাগ্যভোগানি দানবৈঃ।
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥১২
পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।
শেষাখ্যা যদ্গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ ॥১৩

পঞ্চম অধ্যায়

[সপ্ত পাতালের বিবরণ এবং অনন্তের গুণ বর্ণনা।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে বলিলাম। উহার উচ্চতাও সত্তর (৭০) সহস্র যোজন কথিত হইয়াছে। হে মুনিসত্তম! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল এবং সপ্তম পাতাল নামে সাতটি পাতালই (ভূ-বিবর) প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন পরিমিত। হে মৈত্রেয়! এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে শুক্ল, কৃষ্ণ, অরুণ, পীত, শর্করা, শৈল এবং কাঞ্চনময়। হে মহামুনে! সেই সকল স্থানে দানবগণ, দৈত্যেরগণ, শত শত যক্ষ এবং মহানাগজাতিসকল বাস করে। নারদ সকল পাতাল পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, পাতালসমূহ স্বর্লোক অপেক্ষাও রমণীয়। তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাগগণ সেই সকল মণি ধারণ করেন,—সুতরাং সেই পাতাল কাহার সহিত সমান হইবে? অর্থাৎ অপ্রতিম সুখস্থান। দৈত্য ও দানবকন্যাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে কাহার না প্রীতি জন্মে? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। সূর্য্যরশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে,—উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়,—শীতের কারণ হয় না। তথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দনুজাদিগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও মহাপানে আনন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও জানিতে পারেন না। অনেক বন নদী, রমণীয় সরোবর, কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুংস্কোকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে।১-১০

হে দ্বিজ! অতি রমণীয় ভূষণ সকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তূর্য্য—এই সকল এবং সৌভাগ্যভোগ্য অন্যান্য অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছে। পাতালসকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ বলরাম নামে যে তামসী তনু আছেন, দৈত্য-দানবেরাও যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত

যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবো দেবর্ষিপূজিতঃ।
স সহস্রশিরা ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥১৪
ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
সর্বান্ করোতি নির্বীর্যান্ হিতায় জগতোঽসুরান্ ॥১৫
মদঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ।
কিরীটী স্রগ্ধরো ভাতি সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥১৬
নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ।
সাভ্রগঙ্গাপ্রবাহোঽসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ ॥১৭
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্।
উপাস্যতে স্বয়ং কান্তা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া ॥১৮
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥১৯
স বিভ্রচ্ছেষতাভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চিতঃ ॥২০

তস্য বীর্য্যং প্রভাবঞ্চ স্বরূপং রূপমেব চ।
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥২১
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা।
আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি ॥২২
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা ॥২৩
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগ-চারণাঃ।
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মব্যয়ঃ ॥২৪
যস্য নাগবধূহর্ত্তৈর্লাগিতং হরিচন্দনম্।
মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং যাতি দিক্ষুদবাসতাম্ ॥২৫
যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ॥২৬
তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।
বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং সদেবাসুর-মানুষাম্ ॥২৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

এবং যে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্রশিরাঃ এবং মস্তকে স্বস্তিকচিহ্ন অমলভূষণরূপে প্রকাশিত, তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা মণি দ্বারা দিক্‌সকল সমুজ্জ্বল করিয়া সমস্ত অসুরকে নির্ব্বীর্য্য (শক্তিহীন) করিতেছেন; যিনি মদঘূর্ণিতনেত্র এবং সর্ব্বদা এক কুণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি নীল বসনধারী, যিনি মদোৎসিক্ত ও শ্বেতহারে উপশোভিত হইয়া কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গাপ্রবাহযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত। যাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অন্য হস্তে উত্তম মুষল, তাঁহাকে স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া উপাসনা করিতেছেন।১১-১৮

কল্পান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিষানল দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। সেই অশেষ দেবগণপূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত, সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলকে ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থিত আছেন। দেবগণও তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ত্ব) বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না। এই সমগ্র পৃথিবী যাঁহার ফণামণি সকলের কিরণে অরুণবর্ণা হইয়া পুষ্পমালার ন্যায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীর্য্য কে বর্ণন করিতে পারিবে? মদঘূর্ণিত-লোচন অনন্ত যখন জৃম্ভণ করেন, (হাই তুলেন), তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। গন্ধর্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, সর্প ও চারণগণ তাঁহার গুণের অন্ত পান না বলিয়া এই অব্যয় দেব "অনন্ত" নামে খ্যাত। নাগবধূগণ তাঁহার অঙ্গে হরিচন্দনের যে অনুলেপন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জল-সুগন্ধিকর চূর্ণ স্বরূপ হয়। পুরাতন ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাতসূচক গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি বিষয়ে শুভাশুভ ফল যথার্থরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ শেষ পৃথিবীকে মস্তকে রাখিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত এই লোকমালার (পাতালাদি লোকসকল) ধারণ করিতেছেন।১৯-২৭

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[নরকবর্ণনম্, হরিস্মরণেন সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকথনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ততশ্চ নরকান্ বিপ্র ভূবোঽধঃ সলিলস্য চ ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে ॥১
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো লবনোঽথ বিমোহনঃ ॥২
রুধিরান্ধো বৈতরণী ক্রিমীশঃ ক্রিমিভোজনঃ ।
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষশ্চ দারুণঃ ॥৩
তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ ।
সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥৪
শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীচিশ্চ তথাপরঃ ।
ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ ॥৫
যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিভয়দায়িনঃ ।
পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে ॥৬

কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।
যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্ ॥৭

ভ্রূণহা পুরহর্ত্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম ।
যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধকঃ ॥৮

সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী সুবর্ণস্য চ শূকরে ।
প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥৯

রাজন্যবৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতল্পগঃ ।
তপ্তকুম্ভে স্বসৃগামী হন্তি রাজভটাংশ্চ যঃ ॥১০

সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্ধন্ধপালঃ কেসরিবিক্রয়ী ।
তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥১১

সূয়াং সূতাং বাপি গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে ।
অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

[নরকবর্ণনা ও হরিস্মরণে সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত কথন ।]

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্র! হে মহামুনে! অনন্তর পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে যে নরকসকল আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—সেই নরকসকলের বিবরণ শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, ক্রিমীশ, ক্রিমি-ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শস্ত্রভয় ও অগ্নিভয়দায়ী এই সকল ঘোর নরক যমের অধিকারস্থ। যে পুরুষেরা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয় ।১-৬

যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী (ব্যবহারালয়ে আদালতে আমিয়াও বলে না, অথবা অন্যরূপ বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে। হে মুনিসত্তম! যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণকারী ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে; এই রোধ নরকে শ্বাসরোধ হইয়া যায়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচৌর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর নরকে গমন করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহন্তা লোক তাল নরকে এবং গুরুপত্নীগামী তপ্তকুম্ভ নরকে যায়। ভগিনীগামী ব্যক্তি, যে রাজভৃত্যকে হত্যা করে, স্ত্রীবিক্রয়ী, কারাগৃহরক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং যে ভক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয় ।৭-১১

বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ।
অগম্যগামী যশ্চ স্যাৎ তে যান্তি লবণং দ্বিজ ॥১৩
চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা।
বেদ-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি ক্রিমিভক্ষে বৈ ক্রিমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ ॥১৪
পিতৃ-দেবাতিথীন্ যশ্চ পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ।
লালভক্ষে স যাত্যগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে ॥১৫
করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকুত্সরঃ।
প্রয়াস্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে ॥১৬
অসৎপ্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাত্যধোমুখে।
অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ ॥১৭
ক্রিমিপূয়বহশ্চৈকো যাতি মিষ্টান্নভুগ্ নরঃ।
লাক্ষা-মাংস-রসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ ॥১৮
মার্জ্জার-কুক্কুট-ছাগ-শ্ব-বরাহ-বিহঙ্গমান্।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম ॥১৯
রঙ্গোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্বকারী চ যো দ্বিজ ॥২০
আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনির্গ্রামযাজকঃ।
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥২১
মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ।
ক্ষেত্রসেতুপাতাদিকর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনো হি যে।
তে কৃচ্ছ্রে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে ॥২২
অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ।
ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ ॥২৩
যান্ত্যেতে দ্বিজ তত্রৈব যে চাপাকেষু বহ্নিনাঃ।
ব্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্ বিচ্যুতশ্চ যঃ ॥২৪

পুত্রবধূ ও কন্যা গমন করিলে মহাজ্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। হে দ্বিজ! যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে এবং অগম্যা গমন করে, তাহারা লবণ নরকে যায়। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার নিন্দক, বেদ, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে গমন করে। যে নরাধম পিতা, দেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী ব্যক্তি বেধক নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কর্ণিনামক বাণ বা যে ব্যক্তি খড়্গাদি অস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি পুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে এবং লাক্ষা, মাংস, সমস্ত রস (ঘৃতাদি), তিল ও লবণবিক্রেতা ব্রাহ্মণ কৃমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই (পূয়বহ) নরকেই যায়। যে সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী (নটনর্ত্তকাদিবৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর, কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির উপভুক্ত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক *, পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) গৃহদাহী, মিত্রঘ্ন, শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং যে সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়।১২-২১

মধুহা ও গ্রামঘাতী মনুষ্য বৈতরণী নরকে যায়। যাহারা বীর্য্যপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কুহকজীবী, তাহারা কৃচ্ছ্রনরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বন-ছেদন করে, সে অসিপত্রবন নরকে

* মহীষোপজীবী কিম্বা যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসদ্বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে মাহিষিক বলে। মহিষী শব্দে স্ত্রীকেও বুঝায়।

সন্দংশঘাতনামধ্যে পতত্তস্তাবুভাবপি।
দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ।
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি স্বভোজনে ॥২৫

এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥২৬

যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ।
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ ॥২৭

বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥২৮

অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ।
দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্ব্বানধঃ পশ্যন্তি নারকান্ ॥২৯

স্থাবরাঃ ক্রিময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥৩০

সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়াদুত্তমাস্তথা।
সর্ব্বে হ্যেতে মহাভাগ যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ ॥৩১

যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ।
পাপকৃদ্ যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ ॥৩২

পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্ যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥৩৩

পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥৩৪

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥৩৫

গমন করে। মেষোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহিদ্বাল নরকে পতিত হয়। হে ব্রহ্মন্! সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্যবশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা মৃত্তিকা ও ইষ্টকাদি সঞ্চয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপ করে এবং স্বীয় আশ্রম-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবানিদ্রায় বীর্য্যপাত করে এবং পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা স্বভোজন নরকে পতিত হয়। এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র নরক আছে; উহাতে দুষ্কর্ম্মকারিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এই সকল পূর্ব্বোক্ত পাপ সমূহের ন্যায় অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে; অন্যান্য নরকসমূহে স্থিত পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ করে। যে সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে (নরকে) পতিত হয়। অধোমস্তকে নরকস্থ জীবেরা স্বর্গস্থিত সকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে অধোমুখ নরকস্থ জীব সকলকে দেখিতে পান। পাপিগণ নরক ভোগান্তর যথাক্রমে স্থাবর, তরু, লতা, গুল্ম, কৃমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২২-৩০

দ্বিতীয় স্থাবীয় কৃমিবর্গ হইতে প্রথম স্থাবীয় স্থাবরগণ সহস্র গুণ অধিক। হে মহাভাগ! মুমুক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্ত্তী অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রগুণ অধিক। নরক ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদি-ক্রমে পাপিগণ যত সংখ্যায় পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে, সেইরূপ স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপ বশতঃ তত সংখ্যাতেই নরকস্থ হন। পাপীর মধ্যেও আবার প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; সেবার্থ স্মরণপূর্ব্বক (বিবেচনা করিয়া) পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি অনেকেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষে (মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত হইলেও) হরি-

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তস্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥৩৬
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি লঘুঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥৩৭
বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥৩৮
বাসুদেবে মনো যস্য জপ-হোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥৩৯
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্।
ক্ব জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥৪০
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥৪১
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥৪২

সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়; (কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না) প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিষ্ণু-সংস্মরণ জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, স্বর্গপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কর্ম্ম মধ্যে যাহার মন বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ; কারণ, পুনরাবর্ত্তন-বিশিষ্ট স্বর্গগমন, আর উত্তম মুক্তিজনক "বাসুদেব"—এইরূপ জপ কখনই তুল্য নহে। অতএব মুনে! মরণ-ধর্ম্মশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—নরকে যায় না। স্বর্গ মনের প্রীতিকর এবং নরক মনের অপ্রীতিকর। হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ; অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য—নরক এবং স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল ।৩১-৪২

বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ ॥৪৩
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥৪৪
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখ-দুঃখাদিলক্ষণঃ ॥৪৫
জ্ঞানমেব পরংব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্ বিদ্যতে পরম্।
বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয় জ্ঞানমেবাবধারয় ॥৪৬
এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ।
পাতালানি চ সর্ব্বাণি তথৈব নরকাঃ দ্বিজ ॥৪৭
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপবর্ষাণি নিম্নগাঃ।
সংক্ষেপাৎ সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

যখন এক বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ত-স্বভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয়; তাহাই কোপের এবং প্রসন্নতারও কারণ হয়; অতএব কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নাই। সুখ-দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম (সুতরাং পরমার্থ), জ্ঞানই (অবিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত) বন্ধনের কারণ। (এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়।) এই বিশ্ব জ্ঞানাত্মক,—জ্ঞান ব্যতীত শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। হে দ্বিজ! তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিবরণ এইরূপ বলিলাম এবং সমস্ত পাতাল, নরক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী সকলই সংক্ষেপে বলা হইল; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৩-৪৮

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যাদি-গ্রহাণাং সপ্ত-লোকানাঞ্চ সংস্থানম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ ময়ৈতদখিলং ত্বয়া ।
ভুবর্লোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে ॥১
তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।
সমাচক্ষ্ব মহাভাগ মহ্যং ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥২

পরাশর উবাচ ।

রবি-চন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাসতে ।
সসমুদ্র-সরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ॥৪
ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্ ।
লক্ষাদ্দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥৫
পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥৬
যে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ ॥৭
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥৮
সৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম ॥৯
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ ॥১০
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে ।
ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা ॥১১
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।
একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ ॥১২
যে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥১৩

সপ্তম অধ্যায়

[সূর্য্যাদি-গ্রহ ও সপ্তলোকের সংস্থান ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন। মুনে ! আমি ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ ! গ্রহগণের সংস্থান (কাহার উপরে কোন্ গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি আমাকে তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন,—সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। হে মৈত্রেয় ! ভূমি হইতে লক্ষযোজন ব্যবধানে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষ যোজন ব্যবধানে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। নিশাকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরি ভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। হে ব্রহ্মন্ ! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষযোজন উপরে বুধ এবং বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত। শুক্রের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন। হে দ্বিজোত্তম। বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেধীভূত (মাস্তি-স্বরূপ) ধ্রুব অবস্থিত রহিয়াছেন ।১-১০

চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাস্তপঃ স্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥১৪
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥১৫
পাদগম্যস্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্তুস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥১৬
ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ॥১৭
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি কথিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ ॥১৮
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥১৯
কৃতকাকৃতয়োর্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥২০
এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয় কথিতাস্তবঃ।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষ বিস্তরঃ ॥২১
এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যক্ চোর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥২২
দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডস্থ তদ্ বৃতম্।
সর্ব্বোঽম্বুপরিধানোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ ॥২৩
বহ্নিশ্চ বায়ুনা বায়ুর্মৈত্রেয় নভসা বৃতঃ।
ভূতাদিনা নভঃ সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥২৫

হে মহামুনে! এই ত্রৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় বলিলাম। ঐ ত্রৈলোক্য যজ্ঞাদির ফলভোগের ভূমি। এই ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যেখানে সেই ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন, সেই মহর্লোক ধ্রুবলোক হইতে কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক; এই লোকে নির্ম্মলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। জনলোক হইতে অষ্টকোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয়; এই স্থানে দাহ-বর্জ্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থিত। তপোলোকানন্তর পূর্ব্বোক্ত জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক শোভা পাইতেছে। তাহাই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠলোক বলিয়া কথিত। সেখানে পুনর্ম্মৃত্যু নাই। যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদ সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া খ্যাত; ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি। হে মুনিসত্তম। ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধ প্রভৃতি ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। ধ্রুব ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্দ্দশ নিযুত যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান নির্ণায়কগণ স্বর্লোক বলেন। হে মৈত্রেয়! এই তিনটি (ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ) লোক 'কৃতক' নামে এবং জন, তপঃ ও সত্য এই তিনটি লোক 'অকৃতক' নামে অভিহিত হয়। (কারণ, প্রথমোক্ত তিনটির প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়,—অন্য তিনটির হয় না) কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক। ইহার নাম 'কৃতাকৃতক'। কারণ, ইহা কল্পান্তে জ্ঞানশূন্য হয়; কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না।১১-২০

মৈত্রেয়! আমি এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম; সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার বিবরণ এই। কপিত্থের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই চারিদিকেই অণ্ডরূপ কটাহ দ্বারা সমাবৃত। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! বহ্নি বায়ুদ্বারা ও বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। মৈত্রেয়! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিভাবপ্রাপ্ত। প্রকৃতি আবার মহত্তত্ত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত। সেই অনন্তের (সর্ব্বগত-প্রকৃতির)

অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাতপ্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ ॥২৬
হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ ॥২৭
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ ॥২৮
প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতো সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ ॥২৯
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাবকারণং সংশ্রয়স্য চ।
ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে ॥৩০
যথা শৈত্যং জলে বায়ো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
জগচ্ছক্তিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মিকা ॥৩১
যথা চ পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ।
আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ ॥৩২
প্রভবন্তি ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যপরে ক্রমাঃ।
তেঽপি তল্লক্ষণদ্রব্যকারণানুগতা মুনে ॥৩৩
এবমব্যাকৃতাৎ পূর্বং জায়ন্তে মহদাদয়ঃ।
বিশেষান্তাস্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যসুরাদয়ঃ ॥৩৪
তেভ্যশ্চ পুত্রাস্তেষাঞ্চ পুত্রাণামপরে সুতাঃ।
বীজাদ্ বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥৩৫
সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥৩৬
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষাস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥৩৭
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যমাদায় মুনিসত্তম ॥৩৮
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাদায় প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥৩৯

অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই ; যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা, তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র ও সহস্র অযুত অণ্ড এবং এইরূপ কোটী কোটী শত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ প্রধানে (প্রকৃতিতে) অবস্থিত। হে মহাবুদ্ধে! সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপা বিষ্ণুশক্তি (বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ-ভাবে অবস্থিত। হে মহামতে। সেই চিৎশক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্ হইবার কারণ, স্থিতিকালে সংযোগের কারণ এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয় ।২১-৩০

বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর চিৎশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত মিলিত হন নাই। মুনে! আদি বীজ হইতে যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্যবীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব্ববৃক্ষের সমজাতীয় আম্রাদি দ্রব্যবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সেই সকল হইতে অসুরাদির উৎপত্তি হয়, তাহাদের অনেক পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্রগণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব্ব-বৃক্ষের অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্ব্বভূতগণের অপচয় হয় না। যেমন আকাশ ও কাল প্রভৃতি সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুনিসত্তম! ধান্যের বীজের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণাসকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু (তুমি

স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥৪০
তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।
যস্য সর্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ॥৪১
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি ॥৪২
কর্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এব তৎকর্মফলঞ্চ তস্য তৎ।
স্রুগাদি যৎ সাধনমপ্যশেষতো-
হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি বৈ ॥৪৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মসকলে অবস্থিত দেবাদি বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যিনি জগৎস্বরূপ, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম। সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ; যেহেতু তিনি সদসদের পরমপদ। যাহা হইতে সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্ন হইয়া অবস্থিতেছে, এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মের লক্ষণে ঐক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু। অতএব তিনি মূল প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী (ব্রহ্মাণ্ড) এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত ও তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়া-সকলের কর্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত হন, তিনিই সেই যজ্ঞের ফল এবং যজ্ঞের স্রুক্ প্রভৃতি যে অশেষ সাধন, তাহাও তিনি; হরিব্যতিরিক্ত কিছুমাত্রও নাই ।৩১-৪৩

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথসংস্থানাদি কথনম্, কালস্য নিরূপণম্, গঙ্গায়া উৎপত্তিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্ ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং তব সুব্রত।
ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ্ব মে ॥১
যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম ॥২
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিস্কন্ধরাত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪
চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্পন্দনস্য মহামতে ॥৫

অষ্টম অধ্যায়

[সূর্য্যরথসংস্থানাদি কথন, কালের নিরূপণ এবং গঙ্গার উৎপত্তি।]

পরাশর বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম। তাহার পর সূর্য্যাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! ভাস্করের রথ নবসহস্র যোজন এবং ইহার ঈষা-দণ্ড (অক্ষ ও যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড) দ্বিগুণ (অষ্টাদশ সহস্র যোজন)*। তাহার অক্ষ দেড়কোটি সপ্তনিযুত

* যুগ অর্থাৎ ঈষার অগ্রভাগে অধযোজনার্থ বক্রভাগে স্থিত যে কাষ্ঠ দ্বারা এই উভয়ের যোগ হয়, তাহার নাম ঈষাদণ্ড।

অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারো রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে ॥৬

হয়াশ্চ সপ্ত চ্ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
গায়ত্রী স বৃহত্যুষ্ণিক্ জগতী ত্রিষ্টুরেব চ।
অনুষ্টুপ্ পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥৭

মানসোত্তরশৈলে তু পূর্বতো বাসবী পুরী।
দক্ষিণেন যমস্যাস্থা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ।
উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু ॥৮

বহ্বৌকসারা শক্রস্য যাম্যা সংযমনী তথা।
পুরী সুখা জলেশস্য সোমস্য চ বিভাবরী ॥৯

কাষ্ঠাং গতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
মৈত্রেয় ভগবান্ ভানুর্জ্যোতিষাং চক্রসংযুতঃ ॥১০

অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ।
দেবযানঃ পরঃ পন্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষয়ে ॥১১
দিবসস্থ রবির্মধ্যে সর্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্বদ্বীপেষু মৈত্রেয় নিশার্দ্ধস্থ চ সম্মুখঃ ॥১২
উদয়াস্তমনে চৈব সর্বকালস্য সম্মুখে।
বিদিশাসু স্বশেষাসু তথা ব্রহ্মন্ দিশাসু চ ॥১৩
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভানুঃ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবক যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥১৪
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥১৫
শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণে যৌ বিকর্ণস্থত্রীন্ কোণান্ বৈ পুরে তথা ॥১৬
উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাৎ তপন্ রবিঃ।
ততঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরন্তং নিষচ্ছতি ॥১৭

যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক। তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ,—এই ত্রিনাভিবিশিষ্ট, সংবৎসর পরিবৎসরাদি পাঁচটী অর (শলাকা) যুক্ত ও বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্ত-বলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষয় সংবৎসরময় চক্রে সমুদায় কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মহামতে! সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। অক্ষের যাহা পরিমাণ, তাহাই সেই উভয়দিকে তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট যুগার্দ্ধ পরিমাণ। হ্রস্ব (পূর্বোক্ত-দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে সেই চক্র অবস্থিত। সাতটী ছন্দ সূর্য্যের অশ্ব। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি; এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত অশ্ব বলিয়া কথিত। মানসোত্তর শৈলে পূর্বদিকে ইন্দ্রের, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রের পুরী বহ্বৌকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। হে মৈত্রেয়! জ্যোতিশ্চক্রে সংযুক্ত ভগবান্ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্তধানুর ন্যায় শীঘ্র গমন করেন।১-১০

ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার কারণ হন এবং তিনিই রোগাদি ক্লেশ সমূহের সম্যক্ ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তি-ভাগী যোগিগের দেবযান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরাবৃত্তিরহিত) পথ হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়! এই দ্বীপের ভারতবর্ষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য (যেমন লক্ষযোজন উচ্চ আকাশে তীব্রাদি প্রকাশ শুক্লকিরণে সর্বকালে) বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাঁহার সমানসূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে, তাহারও সম্মুখবর্ত্তী হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্রপাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্ বিদিক্ সমুদয়েই এইরূপ। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়। সর্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও

উদয়াস্তমনাভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাৎ তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥১৮
ঋতেঽমরগিরের্মৈরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
যে যে মরীচয়োঽর্কস্য প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
তে তে নিরস্তাস্তদ্ভাসা প্রতীপমুপযান্তি বৈ ॥১৯
তস্মাদ্দিগুত্তরস্তাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
সর্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো গতঃ ॥২০
প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে ॥২১
বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ।
অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥২২
তেজস্বী ভাস্করাগ্নেয়ে প্রকাশোষ্ণস্বরূপিণী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ॥২৩
দক্ষিণোত্তরভূম্যর্দ্ধে সমুতিষ্ঠতি ভাস্করে।
অহোরাত্রং বিপর্য্যস্তমঃপ্রাকাশ্যশীলবৎ ॥২৪
আতাম্রা হি ভবন্ত্যাপো দিবা নক্তপ্রবেশনাৎ।
দিনং বিশতি চৈবাম্ভো ভাস্করেঽস্তমুপেয়ুষি।
তস্মাচ্ছুক্লীভবন্ত্যাপো নক্তমম্ভঃপ্রবেশনাৎ ॥২৫
এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা যাতি দিবাকরঃ।
ত্রিংশদ্ভাগস্তু মেদিন্যাস্তদা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ ॥২৬
কুলালচক্রপর্য্যন্তো ভ্রমতেন দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্মেদিনীং দ্বিজ ॥২৭

অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া পুরদ্বয়কে স্পর্শ করেন তিনি সেখানে থাকিয়াই তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ তিন কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন *। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করিতে করিতে অস্ত গমন করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয়। সূর্য্য সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ এবং দুইপার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। অমরগিরির (সুমেরুর) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সর্ব্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুমেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত সকলের দক্ষিণে অবস্থিত; সেইজন্য মেরুর উত্তরদিকে নিরন্তর রাত্রি ও দক্ষিণদিকে নিরন্তর দিন।১১-২০

সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রভা অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে, এই নিমিত্ত রাত্রিতে দূর হইতে অগ্নি দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজ! এইরূপে দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; এই অগ্নিসংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপতেজ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণ ভূমার্দ্ধে গমন করিলে, দিনে অন্ধকারশীল রাত্রি এবং উত্তর ভূমার্দ্ধে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা জলে প্রবেশ করে। দিনের বেলায় রাত্রি জলে প্রবেশ করে বলিয়া জলসকল ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য অস্ত হইলে দিন জলে প্রবেশ করে, এজন্য রাত্রিকালে জলসকল শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ দিবাকর যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তম-ভাগে গমন করেন, তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকী

---

* যখন সূর্য্য ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে অস্তসময়, ঈশানকোণস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যোদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈর্ঋতিকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈর্ঋতিকোণে তৃতীয় প্রহর; বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈর্ঋত কোণে উদয় ইত্যাদি।

অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।
ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশেরাশ্যন্তরং দ্বিজ ॥২৮
ত্রিংশেতেষ্বথভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্।
প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন্ অহোরাত্রং ততঃ সমম্।
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেঽহর্দিনং দিনম্ ॥২৯
ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ।
রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥৩০
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে ॥৩১
অতিবেগতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন্।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিন্তু কালেনাল্পেন গচ্ছতি ॥৩২
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শৈঘ্র্যান্ মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে।
ত্রয়োদশার্দ্ধনক্ষত্রাণ্যহ্না তু চরতি দ্বিজ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥৩৩

কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ ॥৩৪
তস্মাদ্ দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পান্ত গচ্ছতি।
অষ্টাদশমুহূর্ত্তং যদুত্তরায়ণপশ্চিমম্।
অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥৩৫
ত্রয়োদশার্দ্ধমহ্না তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥৩৬
অথো মন্দতরং নাভ্যাং চক্রং ভ্রমতি বৈ তথা।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥৩৭
কুলালচক্রনাভিস্থ যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয় তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥৩৮
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥৩৯

(মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী) গতি হয়। হে ব্রহ্মন্! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতেছেন, এইরূপে ত্রিংশৎ ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয়। হে দ্বিজ! ভাস্কর উত্তরায়ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন। তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীনরাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র সমান করত বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুবরেখায় গমন করেন। তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর (মেষ বৃষ অতিক্রমের পর) মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন করিতে থাকেন ॥২১-৩০

কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য্য দক্ষিণায়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন, বায়ুবেগবলে অতি দ্রুত গমন করত অল্পকালেই এক স্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। হে দ্বিজ! দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দ্বাদশমুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ গমন করেন। কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, সূর্য্য উত্তরায়ণের দিবসে সেইরূপ মন্দগতিতে গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। অনন্তর কুলালচক্রে নাভি এবং নাভিস্থিত মৃৎপিণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিশ্চক্রের নাভি এবং তত্রস্থ ধ্রুবও সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন স্ব-স্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ ধ্রুবও স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেইস্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে সমস্বানুসারে সূর্য্যের দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীঘ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে। যে অয়নে

মন্দাহি যস্মিন্নয়নে শীঘ্রা নক্তং তদা গতিঃ।
শীঘ্রা নিশি যদা চাস্য তদা মন্দা দিবাগতিঃ ॥৪০
একপ্রমাণমেবৈষ মার্গং যাতি দিবাকরঃ।
অহোরাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে সমস্তা রাশয়ো দ্বিজ ॥৪১
ষড়েব রাশয়ো ভুঙ্‌ক্তে রাত্রাবন্যাংশ্চ ষড় দিবা।
রাশিপ্রমাণজনিতা দীর্ঘহ্রস্বত্বসম্ভবা দিনে।
তথা নিশায়াং রাশীনাং প্রমাণৈর্ঘূনীর্ঘতা ॥৪২
দিনাদের্দীর্ঘহ্রস্বত্বং তদ্ভোগেনৈব জায়তে।
উত্তরে প্রক্রমে শীঘ্রা নিশি মন্দা গতির্দিবা।
দক্ষিণে ত্বয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥৪৩
ঊষা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিশ্চাপ্যুচ্যতে দিনম্।
প্রোচ্যতে চ তথা সন্ধ্যা ঊষাবুষ্ট্যোর্যদন্তরম্ ॥৪৪
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৪৫

প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥৪৬
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তেষাং গাং ক্ষিপন্তি মহামুনে ॥৪৭
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দগ্ধন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা ॥৪৮
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমস্তা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥৪৯
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥৫০
বৈষ্ণবোঽংশঃ পরং সূর্য্যো যোঽন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥৫১
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥৫২

দিবসে সূর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্র গতি হয় এবং যখন নিশাকালে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইঁহার দিবসে মন্দগতি হয় ।৩১-৪০

এই দিবাকর এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম করেন; হে দ্বিজ! তিনি অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। (সুতরাং দ্বাদশরাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও রাত্রি গন্তব্য পথ তুল্য হইল); দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশিসকলের প্রমাণানুসারে হয়, (যেহেতু) রাশিভোগবশতই দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরায়নে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র-গতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়নে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত)। ঊষাকাল রাত্রি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত দিন বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহা উক্ত ঊষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্বর্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা দোষ হয়, অতএব 'দ্বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য' ইহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী শ্লোক উক্ত হইতেছে,) যথা— পরম দারুণ রৌদ্রমুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত এই শাপ আছে। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূর্য্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনে! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচারী রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায়। অগ্নিহোত্রকালে "সূর্য্যো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে, প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্রকিরণ, প্রভাকর, ওঙ্কাররূপী, ঋগ্‌যজুঃসামতেজাঃ বেদাধিপতি ও ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য দীপ্তিমান্ হন; এবং সেই আহুতিমন্ত্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয় ।৪১-৫০

তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যঃ সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥৫৩
ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
বালখিল্যাদিভিশ্চৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥৫৪

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥৫৫

হ্রাস-বৃদ্ধী স্বহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রা বৈ হ্রাসবৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা ॥৫৬
লেখাৎ প্রভৃত্যাদিত্যো ত্রিমুহূর্ত্তগতে তু বৈ।
প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগশ্চাহ্নঃ সপঞ্চমঃ ॥৫৭
ততঃ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাৎ তু সঙ্গবাৎ ॥৫৮
তস্মাদ্মাধ্যাহ্নিকাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ ॥৫৯
দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বৈষুবতঃ স্মৃতম্ ॥৬০
বর্দ্ধতেঽহো হ্রসেদ্ধৈবাপ্যয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রির্গ্রসতি বাসরম্ ॥৬১
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবন্তু বিভাব্যতে।
তুলামেষগতে ভানৌ সমরাত্রিদিনন্তু তৎ ॥৬২
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে ॥৬৩
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রন্তু যন্ময়া।
তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥৬৪
মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাঋতুঃ।
ঋতুত্রয়কাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে বর্ষমংজ্ঞিতম্ ॥৬৫

সূর্য্য দৈবের অংশ। যিনি নির্ব্বিকার, উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, পরম ওঙ্কার তাহার বাচক এবং ব্রাহ্মসত্বে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ওঙ্কারপ্রবর্ত্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করেন। অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা-কার্য্যের লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যে সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করে, সে সূর্য্যহত্যা করে। অনন্তর জগৎপালনে উদ্যুক্ত ভগবান্ সূর্য্য বালখিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই) মুহূর্ত্তাত্মিকা; দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আদিত্য লেখ অর্থাৎ অর্দ্ধোদয় হইতে তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত, প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়;* ইহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "সঙ্গব" এবং সেই সঙ্গব-কালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "অপরাহ্ণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ অতীত হইলে সায়াহ্ন কাল। পঞ্চদশমুহূর্ত্তাত্মক অর্থাৎ ত্রিংশদ্ঘণ্টাত্মক দিবসে এই সকল মুহূর্ত্ত অন্যূনাতিরিক্ত-ভাবে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু অন্য সময়ে তিন মুহূর্ত্ত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৈষুবত দিন (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক ।৫১-৬০

উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে হ্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথাক্রমে দিন রাত্রিকে গ্রাস করে এবং রাত্রি দিবসকে গ্রাস করে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যে

*উপরে যে অর্থ লিখিত হইল, তাহা স্বামিসম্মত। অন্যবিধ অর্থ যথা—লেখ শব্দে ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক।

সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে ॥৬৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ ॥৬৭
যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি ঐরম্মৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ ॥৬৮
দক্ষিণোত্তরকৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদন্তময়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥৬৯
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয় বিষুবৎ স্থিতঃ।
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্ ॥৭০

প্রথমে কৃত্তিকাভাগে যদা ভবতি সংস্থিতঃ শশী।
বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥৭১
বিশাখায়াং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥৭২
তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে।
তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥৭৩
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখমেতৎ তু দানতঃ।
দত্তদানস্তু বিষুবে কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥৭৪
অহোরাত্রাধিমাসৌ তু কলাকাষ্ঠাক্ষণাস্তথা।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবস্যা তথৈব চ।
দিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চান্দ্রমতিস্তথা ॥৭৫

ভানু, তুলা বা মেষরাশি গত হইলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য "বিষুব" হয়; তাহা সম-রাত্রিদিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। সূর্য্য কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃপর্য্যন্ত রাশিতে-স্থিতি-কাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন পর্য্যন্ত রাশিতে স্থিতিকাল উত্তরায়ণ, ইহা ভাবার্থ)। হে ব্রহ্মন্! ত্রিংশৎ-মুহূর্ত্তাত্মক যে অহোরাত্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দুই পক্ষে একমাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা "বৎসর"*। চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নক্ষত্র মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদিপঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; এবং তাহা যুগনামে উক্ত হইয়াছে। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর, পঞ্চম—বৎসর, এই কাল "যুগ" নামে খ্যাত। শ্বেত বর্ষের উত্তর-দেশবর্ত্তী "শৃঙ্গবান্" নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত "শৃঙ্গবান্" নামে খ্যাত হইয়াছে। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটী শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটী মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটীই "বৈষুবত"। সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। হে মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশ-ভেদে তত্তন্মাসীয় পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিষুবৎ নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত্ত স্মৃত হইয়াছে।৬১-৭০

হে মুনে! সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই অবস্থান করেন এবং সূর্য্য

---

*পক্ষ, মাস ও বর্ষ, সৌর, সাবন, চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই) মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দুই সৌর মাসে, এক ঋতু; যথা,—অগ্রহায়ণ ও পৌষ যেমন ঋতু ইত্যাদি।

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ।
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভো নভস্যোঽথ ইষশ্চ সোর্জ্জঃ।
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ ॥৭৬
লোকালোকশ্চ যঃ শৈলঃ প্রাগুক্তো ভবতো ময়া।
লোকপালাস্তু চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥৭৭
সুধামা শঙ্খপাচ্চৈব কর্দ্দমস্যাত্মজো দ্বিজ।
হিরণ্যরোমা চৈবান্যশ্চতুর্থঃ কেতুমানপি ॥৭৮
নির্ম্মন্যা নিরভিমানা নিস্তন্ত্রা নিস্পরিগ্রহাঃ।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দ্দিশম্ ॥৭৯
উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাবহিঃ ॥৮০
তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ভূতায়ত্তকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋষিগুপ্ততাঃ ॥৮১
প্রারভন্তে তু যে লোকাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ।
চলিতং তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ॥৮২
সন্ততত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥৮৩
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়তে নিধনেঽহনি।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ।
সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্ ॥৮৪
নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ ॥৮৫

যখন বিশাখায় তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে। তখনই পবিত্র বিষুবনামা কাল অভিবিত হইয়াছে, সেইকালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের দেবগণ-উদ্দেশে প্রযত স্বভাবে দান করা কর্ত্তব্য ও পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। এই কালে দেবাদির মুখ, দান-গ্রহণের জন্য বিবৃত হয়। এই বিষুব-কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়। যাগাদিকালের নির্ণয়ার্থে অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। পৌর্ণমাসী দুইপ্রকার,—রাকা ও অনুমতি; * এইরূপ অমাবস্যারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহূ †। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয়। পূর্ব্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের বিবর বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্ব্বতে চারিজন সুব্রত লোকপাল বাস করেন। হে দ্বিজ! ইঁহাদের নাম সুধামা, কর্দ্দমাত্মজ শঙ্খপাৎ, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান্। ইঁহারা চারি জন লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থিতি করেন, ইঁহাদের সুখ-দুঃখজ্ঞান, অভিমান, অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই।৭১-৭৯

অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানরপথ ভিন্ন মৃগবীথি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন। সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রী ঋষি আছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন। যাঁহারা আরম্ভকর্ত্তারূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদির ঔরসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ প্রবর্ত্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিক সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নিধনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তরকালীন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে যতদিন চন্দ্রতারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে স্থিত নিয়তব্রত মহর্ষিগণ, বারবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং বেদের বিনষ্ট

---

* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, তাহাকে রাকা কহে, আর যাহাতে চন্দ্র একবারে হীন, তাহাকে অনুমতি কহে।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহূ।

তত্র তে বহ্নিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মাত্ত্যক্তিতশ্চ তৈঃ ॥৮৬
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্‌পন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্ ॥৮৭
তেঽসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষপ্রবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ ॥৮৮
পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছন্দাদ্বেষোদ্ভবাদৃতে।
ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে ॥৮৯
আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে ॥৯০
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতো বিধিঃ।
আভূতসংপ্লবং স্থানং ফলভুক্তং ত্রয়োদ্বিজ ॥৯১
যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে ॥৯২

ঊর্দ্ধোত্তরমুষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥৯৩
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্।
স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥৯৪
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশার্ত্তিহেতবঃ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৫
ধর্ম্মধ্রুবাস্ত্বাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।
তৎসাধ্যোৎপ্রয়োগেঽঙ্গস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৬
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৭
দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৮
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেঘীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ।
ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংসি জ্যোতিঃষ্টোমুচো দ্বিজ ॥৯৯

সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষিগণের দক্ষিণে সূর্য্যের উত্তরবর্ত্তী যে পথ আছে, তাহাকে দেবযান কহে। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মলস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় যে সকল সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সন্তান কামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরমার্গে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্রসংখ্যক মুনিগণ বাস করেন। তাঁহারা লোভের অসংযোগ, মৈথুনবর্জ্জন ইচ্ছা ও দ্বেষে অপ্রবৃত্তি, কর্ম্মে অনুষ্ঠান-ত্যাগ, যোগ হইতে অস্খলনহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত তমোমোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমৃতত্ব বলে এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি পর্য্যন্ত কালকে অপুনর্ম্মার (পুনর্মৃত্যুরহিত) কহে ॥৮৬-৯০

ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হয়, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ হয়। হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রলয়কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেবযানের ঊর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিযুক্ত দিব্য স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। * পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে, দোষ-রূপপঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বশীকরণাদি সাধনযোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। সেই বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপচক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক এবং তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান বলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহাতে তেজস্বী স্বয়ং ধ্রুব মেঘস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই ধ্রুবনক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট, নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট, মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টি দ্বারা লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয় এবং দেবতা প্রভৃতিও

* এই ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিকৃত।

মেঘেষু সন্ততা বৃষ্টির্বৃষ্টেশ্চাপোঽথ পোষণম্।
আপ্যায়নঞ্চ সর্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ॥১০০
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ।
বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥১০১
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥১০২
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥১০৩
বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ-নখস্রোতোবিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ ॥১০৪
ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিরুহ্যমানজটা জলে ॥১০৫
যার্ঘ্যোঘৈঃ সন্ততৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্।
ভূয়োঽধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদুপক্ষয়ম্ ॥১০৬
মেরুপৃষ্ঠে পতত্যুচ্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ।
জগতঃ পাবনার্থায় যা প্রয়াতি চতুর্দিশম্ ॥১০৭
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা।
একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্‌ভেদগতিলক্ষণা ॥১০৮
ভেদকালকনন্দাখ্যং যস্যাঃ সর্বোঽপি দক্ষিণম্।
দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥১০৯
শম্ভোর্জটাকলাপাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তাস্ত্রিশর্করাঃ।
প্লাবয়িত্বা দিবং নিম্নে পাপাঢ্যান্ সগরাত্মজান্ ॥১১০
স্নাতস্য সলিলে যস্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।
অপূর্বপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চ সদ্যো মৈত্রেয় জায়তে ॥১১১
দত্তাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপস্তনয়ৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সমাত্রয়ং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং মৈত্রেয় দুর্লভাম্ ॥১১২
যস্যামিষ্ট্বা মহাযজ্ঞৈর্যজ্ঞেশং পুরুষোত্তমম্।
দ্বিজভূতাঃ পরামৃদ্ধিমবাপুর্দিবি চেহ চ ॥১১৩

তৃপ্ত হয়; কারণ, সেই জলপানে জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এইরূপকারে সর্বপ্রকার যজ্ঞাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ ধ্রুবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান্ ভাস্কর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাত্মক, সকলের আধারভূত এবং লোকত্রয়ের বৃদ্ধিকারণ বিষ্ণুর পরমপদ।৯১-১০২

হে ব্রহ্মন্। সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গনারীগণের কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগসম্পর্কে পিঙ্গলবর্ণা সর্বপাপহরা মন্দাকিনী প্রকাশ পায়। সেই গঙ্গা বিষ্ণুর বাম-পাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে স্রোতঃস্বরূপে নির্গত ও ধ্রুব দিবারাত্র তাঁহাকে ভক্তিভাবে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ তরঙ্গমালায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত জটাভারে যে গঙ্গার জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, যাঁহার নিবিড় বারিপ্রবাহে প্লাবিত চন্দ্রমণ্ডল কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহন করে, যিনি শশিমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দিকে প্রয়াণ করেন; যিনি এক হইয়াও চারিদিক্ ভেদে গতির নিমিত্ত সীতা, অলকানন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা—এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া অবস্থিতি করেন, ভগবান্ শম্ভু যাঁহার দক্ষিণদিক্‌গত অলকনন্দাখ্য সমুদয় প্রবাহ শতবর্ষেরও অধিককাল অতি প্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করেন, যিনি শম্ভুর জটাকলাপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাপপূর্ণ সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণ-সমূহকে প্লাবিত করত তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন, হে মৈত্রেয়। যাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসমন্বিত পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহার প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে, পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বরকে মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুলসমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন, যতিগণ যাঁহার জলে স্নানান্তে বিনষ্টপাপ হইয়া কেশবে মন অর্পণপূর্বক সর্বোত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রতিদিন যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে, দর্শনে স্পর্শনে, পানে,

স্নানাদ্ বিধূতপাপাশ্চ যজ্জলে যত্তয়স্তথা।
কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্বাণমুত্তমম্ ॥১১৪

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে ॥১১৫

গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্ ॥১১৬

যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি।
সমুদ্ভূতা পরং তত্ত্ব তৃতীয়ং ভগবৎপদম্ ॥১১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অবগাহনে যা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়, প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া "গঙ্গা, গঙ্গা",—যাঁহার এই নাম উচ্চারণ করিলে তিন জন্মের অর্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই গঙ্গা যাঁহা হইতে ত্রিলোকপাবনের জন্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাই ভগবান বিষ্ণুর পরম তৃতীয় পদ।১০৩-১৭

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[বৃষ্টিকারণবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ ॥১
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্।
ভ্রমন্তমনু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ ॥৩
শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি।
নারায়ণঃ পরং ধাম্নাং তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥৪

উত্তানপাদপুত্রস্ত তমারাধ্য প্রজাপতিম্।
স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥৫

আধারঃ শিশুমারস্য সর্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দ্দনঃ।
ধ্রুবস্য শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুর্ব্যবস্থিতঃ ॥৬

নবম অধ্যায়

[বৃষ্টির কারণ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—আকাশে শিশুমারাকৃতি * তারা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে ধ্রুব অবস্থিত। সেই ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল ভ্রমণশীল, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ বাতসমূহরূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদি ও সূর্য্যাদি গ্রহের অন্তরীক্ষে যে শিশুমারসদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া

* শিশুমার জলজন্তুবিশেষ।

তদাধারং জগচ্ছেদং সদেবাসুরমানুষম্।
যেন বিপ্র বিধানেন তন্মৈকমনাঃ শৃণু ॥৭
বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদাপো রসাত্মিকাঃ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্নমন্নাদপাখিলং জগৎ ॥৮
বিবস্বানংশুভিস্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্।
সোমং পুষ্ণত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥৯
নালৈর্বিক্ষিপতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্তিষু।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যত্রাণি তান্যতঃ ॥১০
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াদাস্য নির্মলাঃ ॥১১
সবিৎসমুদ্রভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ।
চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে ॥১২
আকাশগঙ্গাসলিলং তদাদায় গভস্তিমান্।
অনভ্রগতমেবোর্ব্যাং সদ্যঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥১৩
তস্য সংস্পর্শনির্ধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যো দিব্যস্নানং হি তৎ স্মৃতম্ ॥১৪
দৃষ্টসূর্য্যং হি যদ্বারি পততাভ্রৈর্বিনা দিবঃ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদ্গোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥১৫
কৃত্তিকাদিষু ঋক্ষেষু বিষমেষ্বম্বু যদ্দিবঃ।
দৃষ্টার্কং পততি ক্ষেয়ং তদ্গাঙ্গং দিগ্‌গজোজ্ঝিতম্ ॥১৬
যুগ্মর্ক্ষেষু চ যদ্ভোয়ং পততার্কোজ্ঝিতং দিবঃ
তৎ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরস্যতে ॥১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে ॥১৮
যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং দ্বিজ।
পুষ্ণাত্যোষধয়ঃ সর্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥১৯
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ জায়তে ॥২০

রহিয়াছেন। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতিমারায়ণের আরাধনা করিয়া তাঁহারই সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বাধার জনার্দ্দনই শিশুমাররূপে সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার, এই ধ্রুবে সূর্য্য অবস্থিতি করেন। দেব, অসুর ও মানুষে পরিপূর্ণ এই জগতের সূর্য্যই একমাত্র আধার। কেন তাহাকে এ প্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি,—অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। সূর্য্য স্বকীয় কিরণসমূহ দ্বারা আট মাস ক্রমান্বয়ে ষড়্‌রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার চারি মাসে তাহা বর্ষণ করেন। সেই জলবৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা সেই জগৎ রক্ষিত হয়। সূর্য্য প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের জলসকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময় নাল দ্বারা সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই মেঘ ধূম, অগ্নি ও বায়ুময়। ঐ চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জলসমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে না বলিয়া মেঘের নাম অভ্র।৭-১০

হে মৈত্রেয়! সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন সেই জল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। হে মুনে! ভগবান্ সূর্য্য নদী, সমুদ্র, ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল গ্রহণ করেন। সূর্য্য, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্গার অমেঘসম্ভূত জল কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদ্যঃ নিক্ষেপ করেন। হে দ্বিজোত্তম! সেই জলের সংস্পর্শে মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না; কারণ, তাহা দিব্যস্নান বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূর্য্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতিরেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহাই আকাশগঙ্গার সলিল। ঐ জল সূর্য্যকিরণ-প্রক্ষিপ্ত। কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিষম অবস্থায় থাকিলে, সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা দিগ্‌গজগণপ্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল। রোহিণী আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে, সূর্য্য আকাশ হইতে যে জলক্ষেপ করেন, সেই জল সূর্য্যকিরণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয়। হে দ্বিজ! হে মহামুনে! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্যস্নান—এই উভয় অতিশয় পুণ্যজনক ও পাপবিনাশক। হে দ্বিজ! মেঘসকল যে

তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ।
কুর্বন্ত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপুর্বকাঃ।
সর্বে দেবনিকায়াশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্বমন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া।
সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তম ॥২৩
আধারভূতঃ সবিতুর্ধ্রুবো মুনিবরোত্তম।
ধ্রুবস্য শিশুমারোঽসৌ সোঽপি নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥২৪
হৃদি নারায়ণস্যস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ।
বিভর্ত্তা সর্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

জল নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ী এবং ওষধিগণের পোষণকারী। সেই মেঘপরিত্যক্ত জল দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফল পরিণামে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়।১১-২০

শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ তাহা দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞসকল অহরহ সম্পাদন করিয়া দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে যজ্ঞ, বেদ, ব্রহ্মণাদি বর্ণ, সর্বপ্রকার দেবমূর্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ—এই সবই বৃষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত; কারণ, বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন। হে মুনিবরোত্তম! আবার সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব এবং ধ্রুবের আধার শিশুমার, আর সেই শিশুমারও নারায়ণের আশ্রিত। সেই শিশুমারের হৃদয়দেশে সর্বভূতের আদিভূত সনাতন নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন।২১-২৫

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথাধিষ্ঠাতৃণাং দেবাদীনাং বিবরণম্।]

পরাশর উবাচ।
সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ।
আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরহ্নেন যা গতিঃ ॥১
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ ॥২
ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা।
রথকৃদ্‌গ্রামণীর্হেতিস্তুম্বুরুশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৩
এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাসে সদৈব হি।
মৈত্রেয় স্যন্দনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ ॥৪
অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকস্থলা।
প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ।
মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে ॥৫
মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা।
হাহা রথস্বনশ্চৈব মৈত্রেয়ৈতে বসন্তি বৈ ॥৬

দশম অধ্যায়

[সূর্য্যরথে অধিষ্ঠিত দেবতা প্রভৃতিদিগের বিবরণ।]

পরাশর বলিলেন,—প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ এবং অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল-ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে চৈত্রমাসে সাতজন মাসাধিকারী সর্ব্বদা বাস করেন; তাহাদিগের নাম ধাতা,

বরুণো বশিষ্ঠো রম্ভা সহজন্যা হূহূর্বুধঃ।
রথচিত্রস্তথা শুক্রে বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞকে ॥৭
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পশ্চার্কে বসন্তি বৈ ॥৮
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুশ্চাপূরণস্তথা।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥৯
পূষা চ সুরুচির্ধাতা গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাশ্বযুজে রবৌ ॥১০
বিভাবসু-ভরদ্বাজৌ পর্জ্জন্যৈরাবতৌ তথা।
বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥১১
অংশুকাশ্যপতার্ক্ষ্যাস্তু মহাপদ্মস্তথোর্ব্বশী।
চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্মার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥১২

ক্রতুর্ভগস্তথোর্ণায়ুঃ স্ফূর্জ্জঃ কর্কোটকস্তথা।
অরিষ্টনেমিশ্চৈবান্যা পূর্ব্বচিত্তির্বরাপ্সরাঃ ॥১৩
পৌষমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে।
লোকপ্রকাশনার্থায় বিপ্রবর্য্যাধিকারিণঃ ॥১৪
ত্বষ্টাথ জমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্রোঽথ সপ্তমঃ ॥১৫
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে।
শ্রুয়তাকাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥১৬
বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাথ সত্যজিৎ।
বিশ্বামিত্রস্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥১৭
মাসেষ্বেতেষু মৈত্রেয় বসন্ত্যেতে তু সপ্তকাঃ।
সবিতুর্ম্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥১৮

ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক গ্রামণী, যক্ষ, হেতি ও তুম্বুরু। হে মৈত্রেয়! ইঁহারা সপ্ত মাসের অধিকারী হইয়া মধুসংজ্ঞ বা চৈত্রমাসে সূর্য্যের রথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রবিরথে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম অর্য্যমা, পুলহ, রথৌজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নীরদ। সূর্য্যরথে যাঁহারা জ্যৈষ্ঠমাসে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন-যক্ষ। আষাঢ় মাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হূহূ, বুধ ও রথচিত্র। ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্পাখ্য রাক্ষস,—ইঁহারা শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র,—ইঁহারা ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী ইঁহারা আশ্বিন মাসে রবিরথে বাস করেন।১-১০

বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ,—ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ, তার্ক্ষ্য (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব) ও বিদ্যুৎ (রাক্ষস),—ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য), ঊর্ণায়ুঃ (গন্ধর্ব্ব), স্ফূর্জ্জ (রাক্ষস), কর্কোটক (নাগ), অরিষ্টনেমি (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি নামে অপ্সরা, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা সাতজন লোকপ্রকাশের নিমিত্ত পৌষ মাসে ভাস্করমণ্ডলে বাস করেন। ত্বষ্টা (সূর্য্য), জমদগ্নি, কম্বল (সর্প), তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস), ঋতজিৎ (যক্ষ) ও ধৃতরাষ্ট্র (গন্ধর্ব্ব),—ইঁহারা মাঘ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। যাঁহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—হে মহামুনে! বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর (সর্প) রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই সাত জন বাস করেন। হে ব্রহ্মন্! মাসে মাসে, যথাক্রমে সাত জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বর্দ্ধিততেজঃ হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই রথাধিষ্ঠিত মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন করেন। পন্নগগণ রথকে সজ্জিত

স্তবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যাগ্রে নিশাচরাঃ ॥১৯
বহন্তি পন্নগা যত্নৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥২০
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম।
হিমোষ্ণবারিবৃষ্টীনাং হেতুত্বে সমবং গতঃ ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

করেন। যক্ষগণ অশ্বের অভীষু (অশ্বরজ্জু) ধারণ করেন এবং নিত্যসেবক বালখিল্যগণ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সূর্য্যের সপ্তগণের বিবরণ ইহাই। সপ্তগণ স্বসময়ে আগমন করিয়া যথাক্রমে হিম, উষ্ণ ও বারিবর্ষণের কারণ হন ।১১-২১

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথস্থায়াস্ত্রয়ীময়্যা বিষ্ণুশক্তের্বিবরণম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।
যদেতদ্ ভগবানাহ গণঃ সপ্তবিধো রবেঃ।
মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তন্ময়া শ্রুতম্ ॥১
ব্যাপারাশ্চাপি কথিতা গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাপ্সরসাং গুরো ॥২
যক্ষাণাঞ্চ রথে ভানোর্বিষ্ণুশক্তিধৃতাত্মনাম্।
কিম্বাদিত্যস্য যৎ কর্ম্ম তন্নাস্রোক্তং ত্বয়া মুনে ॥৩
যদি সপ্তগণো বারি হিমমুষ্ণঞ্চ বর্ষতি।
তৎ কিমত্র রবের্যেন বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্য্যতে ॥৪
বিবস্বানুদিতো মধ্যে যাত্যস্তমিতি কিং জনাঃ।
ব্রবীত্যেতৎ সমং কর্ম্ম যদি সপ্তগণস্য তৎ ॥৫

পরাশর উবাচ।
মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যদ্ভবান্ পরিপৃচ্ছতি।
যথা সপ্তগণেঽপ্যেকঃ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ ॥৬

একাদশ অধ্যায়

[সূর্য্যরথস্থ ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তির বিবরণ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি রবিমণ্ডলে হিমতাপাদির কারণ যে সপ্তবিধ গণের বিষয় বলিলেন, তাহা আমি (অবহিতচিত্তে) শ্রবণ করিলাম। হে গুরো! গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ঋষি, বালখিল্য, অপ্সরা ও যক্ষগণ বিষ্ণুশক্তির প্রভাবে সূর্য্যরথে যে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও বলিয়াছেন, কিন্তু হে মুনে! আপনি সূর্য্যদেবের কোন কর্ম্মই এখানে বলিলেন না। যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপবর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে আপনি "সূর্য্য হইতে বৃষ্টি"—এই কথা কেন বলিলেন? যদি বলেন,—সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা সাধারণ কর্ম্ম, তাহা হইলে "সূর্য্য উদিত হইলেন", "সূর্য্য গগনমধ্যবর্ত্তী", "সূর্য্য অস্ত যাইলেন",—কেবল মাত্র সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যগণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন করে? পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্য হইতেই ভগবান্

সর্ব্বা শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
সৈষা ত্রয়ী তপত্যংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা ॥৭
সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিত্যাং জগতঃ পালনোন্মুখঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতোঽন্তঃ সবিতুর্দ্বিজ তিষ্ঠতি ॥৮
মাসি মাসি রবির্যোঽন্যস্তত্র তত্র হি সা পরা।
ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং করোতি বৈ ॥৯
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্নেঽথ যজুংষি বৈ।
বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামান্যস্তঃ ক্ষয়ে রবৌ ॥ ১০
অঙ্গমেধা ত্রয়ী বিষ্ণোর্ঋগ্‌-যজুঃ-সামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা ॥১১
ন কেবলং রবৌ শক্তির্বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্ ॥১২
সর্গাদৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচির্ণিনঃ ॥১৩
এবং সা সাত্ত্বিকী শক্তির্বৈষ্ণবী যা ত্রয়ীময়ী।
আত্মসপ্তগণস্থং তং ভাস্বন্তমধিতিষ্ঠতি ॥১৪
তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোঽপি জাজ্বল্যতি স্বরশ্মিভিঃ।
তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়তি চাখিলম্ ॥১৫
স্তুবন্তি তং বৈ মুনয়ো গন্ধর্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি তস্য চানু নিশাচরাঃ ॥১৬
বহন্তি পন্নগা ঘর্ম্মং ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥১৭
নোদেতা নাস্তমেতা চ কদাচিচ্ছক্তিরূপধৃক্।
বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্য গণঃ সপ্তময়োঽপ্যয়ম্ ॥১৮
স্বচ্ছস্বদর্পণস্যেব যোঽয়মাসন্নতাং গতঃ।
ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ ॥১৯
এবং সা বৈষ্ণবী শক্তির্নৈবাপৈতি ততো দ্বিজ।
মাসান্মাসং ভাস্বন্তমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্ ॥২০
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন্ স সদাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ।
পরিবর্ত্তত্যহোরাত্রকারণং সবিতা দ্বিজ ॥২১
সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিতস্তেন চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণপক্ষেঽমরৈঃ শশ্বৎ পীয়তে বৈ সুধাময়ঃ ॥২২

সূর্য্যের প্রাধান্য অধিক। বিষ্ণুর ঋক্, যজুঃ ও সামলক্ষণা ত্রয়ীরূপা যে সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে—সূর্য্য সেই শক্তিস্বরূপ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন। হে দ্বিজ! এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য ঋক্-যজুঃ-সামরূপে সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ীময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন। ঋক্সকল পূর্ব্বাহ্ণে তাপ প্রদান করেন। বৃহদ্রথন্তরাদি যজুঃসকল মধ্যাহ্নে ও সামসকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন।১-১০

বিষ্ণুর ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই (অচিন্তনীয়প্রভাবা) বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ত্রয়ময়ী এই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল সূর্য্যমাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা নহে,; কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা ঋঙ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ম্ময়, রুদ্র জগতের অন্তের জন্য বেদাক্ষরপাঠের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অশুচি সাম স্বরূপে অবস্থিত। সেই ত্রয়ীময়ী সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি সপ্তগণে অধিষ্ঠিত হইয়া সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান ও সমস্ত জগতের অখিল অন্ধকার বিনাশ করেন। মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতেছেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশাচরগণ গমন করিতেছে। সর্পগণ রথসজ্জা করিতেছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতেছেন ও বালখিল্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত হন না বা অস্তও গমন করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় বা অস্ত গমন করেন। স্বচ্ছস্বদর্পণ অতি নির্ম্মল দর্পণের নিকটে আসিলে পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়াযোগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই সূর্য্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয়

পীতং তদ্ বিকলং সোমং কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে দ্বিজ।
পিবন্তি পিতরঃ শেষং ভাস্করাৎ তর্পণং তথা ॥২৩
আদত্তে রশ্মিভির্যত্তু ক্ষিতিসংস্থং রসং রবিঃ।
তমুৎসৃজতি ভূতানাং পুষ্ট্যর্থং শস্যবৃদ্ধয়ে ॥২৪
তেন প্রীণাত্যশেষাণি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাদীনেবমাপ্যায়য়ত্যসৌ ॥২৫
পক্ষতৃপ্তিস্তু দেবানাং পিতৃণামেব মাসিকী।
শশ্বত্তৃপ্তিশ্চ মর্ত্যানাং মৈত্রেয়ার্কঃ প্রযচ্ছতি ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিষ্ণুশক্তির সান্নিধ্যেই মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য স্ব স্ব শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হন।১১-২০

সেই বিষ্ণুশক্তিরই প্রভাবে সূর্য্য অহোরাত্রের কারণরূপে পিতৃ, দেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করত পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। সূর্য্যরশ্মিই সুষুম্না দ্বারা শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃগণ পান করেন। এই প্রকারে সূর্য্য স্বরশ্মিযোগে অমৃতীকৃত চন্দ্র দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য কিরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আবার পরিত্যাগ করেন, সেই রস দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণীদিগকে পোষণ করে। এই প্রকারেই ভগবান্ সূর্য্য অশেষপ্রকার জীবের তৃপ্তিসাধন এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বদর্শিত রীতিক্রমে সূর্য্য দেবগণের একপক্ষ, পিতৃগণের মাসে একদিন এবং মনুষ্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন করিতেছেন।২১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[চন্দ্রাদিগ্রহাণাং রথাদীনাং, প্রবহ-বায়োঃ, শ্রীবিষ্ণোর্মাহাত্ম্যস্য চ কথনম্।]

পরাশর উবাচ।
রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ।
বাম-দক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ ॥১
বীথ্যাশ্রয়াণি ঋক্ষাণি ধ্রুবাধারেণ বেগিনা।
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমস্তস্য রশ্মীনাং রবিবুর্যথা ॥২
অর্কস্যেব হি তস্যাশ্বাঃ সকৃদ্‌যুক্তা বহন্তি তে।
কল্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥৩
ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি দীপ্তিমান্।
মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ॥৪

দ্বাদশ অধ্যায়

[চন্দ্রাদিগ্রহগণের রথাদি, প্রবহ-বায়ু ও শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য কথন।]

পরাশর বলিলেন,—চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণভাগে কুন্দ-পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দশ অশ্ব যুক্ত থাকে। তিনি এই রথে করিয়া বিচরণ করেন। এই চন্দ্র সেই বেগবান্ ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে মাঘবীথীর আশ্রয় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। সূর্য্যের কিরণ-সমূহের হ্রাসবৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ হইতে উৎপন্ন এবং একবার

ক্রমেণ যেন পীতোঽসৌ দেবৈস্তেন নিশাকরম্।
আপ্যায়য়ত্যহর্দিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ ॥৫
সম্ভূতকার্দ্ধমাসেন তৎসোমস্বং সুধামৃতম্।
পিবন্তি দেবা মৈত্রেয় সুধাহারা যতোঽমরাঃ ॥৬
ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্ ॥৭
কলাদ্বয়াবশিষ্টস্তু প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্।
অমাখ্যয়ার্শৌ বসতি অমাবস্যা ততঃ স্মৃতা ॥৮
অপ্সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্বং বসতি চন্দ্রমাঃ।
ততো বীরুৎসু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ ॥৯
ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে।
পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥১০
শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্নে পিতৃগণা অমৃতং পর্য্যুপাসতে ॥১১
পিবন্তি দ্বিকলাকারশিষ্টা তস্য কলা তু যা।
সুধামৃতময়ী পুণ্যা তামিন্দোঃ পিতরো মুনে ॥১২
নিঃসৃতং তদমাবস্যাং গভস্তিভ্যঃ সুধামৃতম্।
মাসং তৃপ্তিমবাপ্যাগ্র্যাং পিতরঃ সন্তি নির্বৃতাঃ
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তে ত্রিধা ॥১৩
এবং দেবান্ সিতে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তথা পিতৃন্।
বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শীতৈরপ্পরমাণুভিঃ ॥১৪
বীরুধোঽধিনিষ্পাদ্য মনুষ্যপশুকীটকান্।
আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রকাশ্যাহ্লাদনেন তু ॥১৫
বায্বগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ।
পিশঙ্গৈস্তরুণৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ ॥১৬
সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূসন্তবৈর্হয়ৈঃ।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথো মহান্ ॥১৭
অষ্টাশ্রঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি রথো মহান্।
পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ ॥১৮
অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি বর্ষান্তে রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥১৯

যুক্ত হইয়া একদল পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! সুরগণ চন্দ্রের কলাসমূহ পান করিলে তিনি যখন কলামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান্ সূর্য্য তাঁহাকে একরশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার পোষিত করেন। কৃষ্ণপ্রতিপদ আরম্ভ করিয়া সুরগণ চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে চন্দ্রকে কিরণগৃহীত বারি দ্বারা আপূরিত করিয়া থাকেন। এইরূপে অর্দ্ধমাসে সঞ্চিত চন্দ্রস্থ সুধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়! এই কারণে অমরগণ সুধাহারই আহার করিয়া থাকেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন। কলাদ্বয়াবশিষ্ট চন্দ্র যে তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমানামক সূর্য্যকিরণে বাস করেন, সেই তিথির নাম অমাবস্যা। সূর্য্যপ্রবেশের পূর্ব্বে চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া পরে লতাসমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন। যখন নিশাকর (চন্দ্র) লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেই কালে যে লতা ছেদন করে বা তাহার একটিও পত্র পাতিত করে, সে ব্রহ্মহত্যানামক পাতক প্রাপ্ত হয়।১০-১০

কলাত্মক কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অমস্থ চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্নে পানের জন্য সেবন করেন। পরে দ্বিকলাবশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃতকলা পিতৃগণ পান করেন। অমাবস্যায় চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত সুধা পান করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করত এক মাস নির্ব্বৃত(শান্ত) থাকেন। এইরূপে চন্দ্রমা শুক্লপক্ষে পিতৃগণের ও শীতল অমীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন। শীতাংশু চন্দ্র লতা ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য, পশু, কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বুধগ্রহের রথ,—বায়ু-অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে বায়ুবেগশালী পিশঙ্গবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত থাকে। শুক্রগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড,

আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতম্।
তমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥২০
স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যষ্টৌ কৃষ্ণাভা ধূসরং রথম্।
সকৃদ্‌যুক্তাস্তু মৈত্রেয় বহন্ত্যবিরতং সদা ॥২১
আদিত্যাগ্নিঃসুতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥২২
তথা কেতুরথস্যাশ্বা অপ্যষ্টৌ বাতরংহসঃ।
পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ ।২৩
এতে ময়া গ্রহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব।
সর্ব্বে ধ্রুবে মহাভাগ প্রবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥২৪
গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ।
ভ্রমন্ত্যচিন্তচারেণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥২৫

যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥২৬
তৈলাপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতাবিদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥২৭
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥২৮
শিশুমারস্তু যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥২৯
যদদৃষ্টা কুরুতে পাপং তৎ দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে।
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ ॥৩০

এবং তাহাতে পৃথিবীসমুৎপন্ন অশ্বসকল যুক্ত রহিয়াছে। মঙ্গলগ্রহের রথ প্রকাণ্ড, অষ্টকোণ, কাঞ্চনমিশ্রিত এবং তাহাতে বরূথ *, অনুকর্ষ ১, উপাসঙ্গ ২ ও পতাকা আছে। সেইরথে বহ্নিসম্ভব পদ্মরাগের ন্যায় অরুণবর্ণ শ্রীমান্ অশ্বসকল যুক্ত রহিয়াছে। আটটী পাণ্ডুরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চন মিশ্রিত রথে বর্ষান্তে প্রতি রাশিতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। আকাশসম্ভব বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দগামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন।১১-২০

রাহুর রথ ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত আছে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া সর্ব্বদা সেই রথকে বহন করিতেছে। এই রাহুগ্রহ চন্দ্রপর্ব্বে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে। পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বায়ুবেগশালী আটটী অশ্ব কেতুগ্রহের রথ বহন করিতেছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূমবর্ণ নহে, পরন্তু মধ্যে মধ্যে লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণও আছে। হে মহাভাগ! আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই নয়খানি রথই বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা ধ্রুবনক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল ধ্রুবনক্ষত্রে বায়ুরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! তাহারা অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। যত সংখ্যক তাঁহারা আছে, তত সংখ্যক বায়ু-রজ্জু আছে। এই বায়ু-রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকে ভ্রমণ করাইতেছে। তৈলকারগণ যেমন আপনারা ঘুরিয়া তৈলচক্রকে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল জ্যোতিষ্কগণ আপনারা ঘুরিতেছে এবং ধ্রুবকে ঘুরাইতেছে। যে পথ বায়ুচক্র দ্বারা প্রেরিত অলাত-চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্কগণকে বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ। যাহাকে শিশুমার বলিয়া পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি এবং ধ্রুব যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সন্নিবেশ-প্রকার তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে দিবাকৃত সমুদায় পাপ নষ্ট হয়। এই শিশুমারে যতগুলি তারা দৃষ্ট হয়, তাবৎসংখ্যক বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ দর্শনকারী ব্যক্তি পুণ্যলোকে জীবিত থাকে।২১-৩০

* রথচক্র। ১ রথের নিম্নস্থিত কাষ্ঠ।
২ রথের উপরিস্থিত কাষ্ঠবিশেষ।

উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োঽত্যুত্তরো হনুঃ।
যজ্ঞোঽধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ ॥৩১

হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী ॥৩২

শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানং সমাশ্রিতঃ।
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোঽথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকাশিশুমারস্য নাভ্যমেতি চতুষ্টয়ম্ ॥৩৩

ইত্যেব সন্নিবেশোঽয়ং পৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥৩৪

বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ।
তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং পুনঃ ॥৩৫

যদম্বু বৈষ্ণবং কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাদ্যাদিসংযুতা ॥৩৬
জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণু-
র্বনানি বিষ্ণুগিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য ॥৩৭

জ্ঞাতস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ
অশেষমূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্
জ্ঞানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥৩৮

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥৩৯

বস্তুস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্ ॥৪০

মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।

উত্তানপাদ সেই শিশুমারের উত্তরহনুস্বরূপ; আর যজ্ঞ তাঁহার নিম্ন হনু। ধর্ম্ম তাঁহার মস্তক স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থিত, পূর্ব্ব পাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত। বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম উরুদ্বয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন (মূত্রাশয়) ও মিত্র তাঁহার অপানস্থান অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব,—ইঁহারা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে স্থান রহিয়াছেন, ইঁহারা কখনই অস্তগমন করেন না। মৈত্রেয়! তোমার নিকট এই পৃথিবী, জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সন্নিবেশ কীর্ত্তন করিলাম এবং ঐ সকল স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদেরও স্বরূপ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্র। বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ যে জল, তাহা হইতেই এই পর্ব্বত-সমুদ্রাদিযুক্তা পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুই সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভুবন, বিষ্ণুই সকল বন, বিষ্ণুই সকল পর্ব্বত ও সকল দিক্, বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জগতে ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই বিষ্ণু। অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ; তিনি জড় নহেন, সুতরাং জগতে যত কিছু পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থভেদ আছে, তাহা কেবল জ্ঞান-বিজৃম্ভণ মাত্র জানিবে। কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে যখন শেষরহিত সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে অবস্থিতি করেন, তখন সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের ফলসমূহস্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানা ভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একাকারে পরিণত হয়। যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ বস্তু (ঘটাদি) কখনই বাস্তব নহে; কারণ, একটি পদার্থ একরূপই থাকে,—বাস্তব পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্ব্বার এই ঘটাদি পদার্থ অণুরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোনটি বাস্তব-রূপ বলিব?

জনৈঃ স্বকর্মস্তিমিতান্তরাত্মভি-
র্নিলক্ষ্যতে ক্রহি কিমত্র বস্তু ॥৪১
তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাভ্যুপেতম্ ॥৪২
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
এবং সদৈকঃ পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥৪৩
সম্ভাব এষো ভবতো ময়োক্তো
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥৪৪
যজ্ঞঃ পশুর্বহ্নিরশেষ ঋত্বিক্
সোমঃ সুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ।
ইত্যাদিকর্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং
ভূরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥৪৫
যচ্চৈতদুক্তং ভুবনগতং ময়া তবোক্তং
সর্বত্র ব্রজতি হি তত্র কর্মবশ্যঃ।
জ্ঞাত্বৈবং ধ্রুবমচলং সদৈকরূপং
তৎ কুর্য্যাদ্ বিরতি হি যেন বাসুদেবম্ ॥৪৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কি প্রকারেই ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে ? ৩১-৪০

দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ঘট কপালিকাতে পর্য্যবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্য্যবসিত হইলে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কি বলিয়া নিশ্চয় করিব ?—তাহা মাটী ? অথবা ঘট ? অথবা কপাল ? কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্ম্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া এই সকল বস্তুকে কেমন ঘটাদিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। মূঢ় মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই ঘটাদির যাথার্থ্য কোথায় পর্য্যবসিত ? বস্তুগণের এইপ্রকার অনির্ব্বচনীয় পরিণাম ও অযাথার্থ্য প্রযুক্ত জানা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞানবিমূঢ়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কর্ম্মবশে বিভিন্নচিত্ত জনগণ দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত (স্বীকৃত)। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময় আত্মা এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক ও প্রকৃতিসঙ্গবিমুক্ত সেই জ্ঞান পরমপুরুষ সমাতন বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে ; কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই। এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম ; জ্ঞানই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভুবনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা ব্যবহার মাত্র। বাস্তবিক এ সকলই সেই সমাতন একজ্ঞান স্বরূপ ভগবানের সঙ্কল্পমাত্র রচিত, ইহাতে পরমার্থসত্তা নাই। ইহা কেবল জ্ঞানমার্গের কথা ; ইহা ছাড়া তোমার নিকট কর্ম্মমার্গানুসারে যজ্ঞ, পশু, বহ্নি, ঋত্বিক্, সোম, দেবগণ ও স্বর্গময় অভিলাষ—এ সকল বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল ভূরাদি লোকের ভোগ হইয়া থাকে। এই তোমার নিকট ত্রিভুবনের যত প্রকার স্থানের কথা বলিলাম, জীবগণ কর্ম্মবশে যাহা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা স্থির জানিয়া এমন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, যাহার বলে সেই সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান অচল বাসুদেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় ॥৪১-৪৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[জড়ভরতোপাখ্যানং, সৌবীরং রাজানং প্রতি ভরতস্য তত্ত্বোপদেশশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমি ময়াখিলম্।
ভূসমুদ্রাদিসংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্ ॥১
বিষ্ণ্বাধারং তথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থস্তু তেনোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥২
যত্ত্বেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥৩
ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেঽবসৎ কিল।
যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ ॥৪
পুণ্যদেশপ্রভাবেণ ধ্যায়তশ্চ সদা হরিম্।
কথন্তু নাভবন্মুক্তির্যদভূৎ স দ্বিজঃ পুনঃ ॥৫
বিপ্রত্বে চ কৃতং তেন যদ্বভূব মুমহাত্মনা।
ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥৬

পরাশর উবাচ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্যস্তমানসঃ।
স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥৭
অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥৮
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥৯
নান্যদ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ।
এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জড়ভরতের উপাখ্যান এবং সৌবীর রাজার প্রতি ভরতের তত্ত্বোপদেশ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনাকে গ্রহাদির সংস্থিতি, পৃথিবী, সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থ-ভূত জ্ঞানই যে প্রধান—ইহাও সম্যক্ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন যে, ভরত নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব। এইক্ষণে তাহা আমার নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন। আমার শুনা আছে, সেই ভরতনামা নৃপতি শালগ্রাম নামক প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করত কালযাপন করিতেন। কিন্তু পুণ্যদেশে বাস এবং অবিরত হরিধ্যানেও তাঁহার মুক্তি না হইবার কারণ কি? তিনি পুনর্ব্বার কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন? এবং সেই মুমহাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার যে সকল কর্ম্ম করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! ভরত-নামক মহাভাগ ভূপতি ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া সেই শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই কেবল "হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!" এই কথাই বলিতেন। হে মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোন বাক্য ব্যবহার করিতেন না; কেবল উক্ত বাক্য কথন এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সেই মোক্ষতাপস রাজা সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের

সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥১১
জগাম সোঽভিষেকার্থমেকদা তু মহানদীম্।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ ॥১২
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥১৩
ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥১৪
ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ ॥১৫
তমুহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্।
জগ্রাহ স নৃপো গর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্ ॥১৬
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥১৭
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥১৮
চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন বব্রৃধে মুনে ॥১৯
চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ ॥২০
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যপাশ্রমম্।
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥২১
তস্য তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আদীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যথাবত্ততো দ্বিজ ॥২২
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥২৩
কিং বৃকৈর্ভক্ষিতো ব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ।
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যালীদিতি মানসম্ ॥২৪

পূজাদি ক্রিয়ার জন্য সমিধ্, পুষ্প ও কুশ প্রভৃতির আহরণ করিতেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল না।১১

এক দিবস রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে অনন্তরকর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্যে হইতে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসাতুর হইয়া জলপানার্থে সেইস্থানে আগমন করিল। অনন্তর সেই হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক সুমহান্ এক সিংহের নাদ উত্থিত হইল। তখন সেই হরিণী ত্রাসে নদীতটে একটা লম্ফপ্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ করিবার কালে হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। তখন সেই গর্ভ হইতে পতিত মৃগপোত তরঙ্গমালাবেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃপতি তাহাকে ধারণ করত তীরে উঠাইলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর গর্ভপাতপীড়া ও অতি উচ্চ তটে উল্লম্ফনপ্রযুক্ত সেই হরিণী পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। পরে নৃপ তাপস ভরত সেই হরিণীকে মৃতা দেখিয়া সেই মৃগশাবককে গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর রাজা প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগপোত (মৃগশিশু) এই প্রকারে পালিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই মৃগশাবক প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত তৃণসকল আহার করিত, আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত।১২-২০

কোন কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিত। হে দ্বিজ! এইরূপে কখনও দূরবর্ত্তী, কখনও নিকটবর্ত্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত; তিনি অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন। ভরত পূর্ব্বে রাজ্য, তনয় ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণবালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন। সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা! সেই মৃগপোতকে বৃক ও ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহে

এষা বসুমতী তস্য খুরাগ্রক্ষতকর্বুরা।
প্রীতয়ে মম জাতোঽসৌ ক মমৈণকবালকঃ ॥২৫
বিষাণাগ্রেণ মদ্বাহু-কণ্ডূয়নপরো হি সঃ।
ক্ষেমেণাভ্যাগতোঽরণ্যাদপি মাং সুখয়িষ্যতি ॥২৬
এতে লুনশিখাস্তস্য দশনৈরচিরোদ্গতৈঃ।
কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব ॥২৭
ইত্থং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে মানসং মুনিঃ।
প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বস্থে চাভবন্ মৃগে ॥২৮
সমাধিভঙ্গস্তস্যাসীৎ তন্মনস্কাদৃতাত্মনঃ।
সদ্যস্ত্যক্তরাজ্যভোগদ্ধিবন্ধুজনস্যাপি ভূপতেঃ ॥২৯
চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি।
মৃগপোতেঽভবচ্চিত্তং স্থৈর্য্যবত্তস্য ভূপতেঃ ॥৩০
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্জরে মহীপতিঃ।
পিতেব সাশ্রুং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥৩১
মৃগমেব তদাস্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥৩২
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জন্মমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ ॥৩৩
জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাগযৌ ॥৩৪
শুষ্কৈস্তৃণৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্ব্বন্নাত্মপোষণম্।
মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্ম্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ ॥৩৫
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥৩৬
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৩৭
আত্মনোঽধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে।
সর্ব্বভূতাত্মভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥৩৮

তাহাকে বিনষ্ট করিল! তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্ব্বুর (ধূলিময়) হইয়াছে। সেই হরিণবালক আমার প্রীতির জন্যই জন্মিয়াছিল। আহা! সে এক্ষণে কোথায়? কখন সে বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা আমার বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? অহো! তাহার অচিরোদ্গত দন্তসকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া এই কুশ ও কাশ সকল শিখাহীন সামাধ্যায়ী দ্বিজবালকগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই ভূমি মৃগটি দূরগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহারই চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আহ্লাদে প্রসন্ন হইত। ভূপতি ভরত রাজ্যভোগ, বন্ধু ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিলেও কেবলমাত্র সেই মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তিবশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মৃগপোত চপল হইলে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত; সেই মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিত্তও যেন সঙ্গে সঙ্গে দূরে গমন করিত। এই প্রকারে ভূপতির চিত্ত মৃগবালকে একান্ত স্থিরভাবে আসক্ত হইল।২১-৩০

অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত পুত্রসদৃশ মৃগপোতকর্ত্তৃক অশ্রুপূর্ণনয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হে মৈত্রেয়! রাজা প্রাণত্যাগকালেও সস্নেহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া অন্য কোন চিন্তা করেন নাই। তাঁহার পর তিনি মৃত্যুকালে নিয়তবদ্ধির মৃগবিষয়চিন্তা করেন বলিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতের জন্মমার্গে মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন মৃগজন্মেও ভরত মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার শালগ্রামে গমন করিলেন। অনন্তর শুষ্কপত্র ও শুষ্কতৃণমাত্র দ্বারা তিনি আত্মপোষণ করিয়া মৃগজন্ম লাভের কারণ স্বকীয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচার-বিশিষ্ট যোগীদিগের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। হে মৈত্রেয়! এই জন্মে তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন। সকল শাস্ত্রের অর্থ তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ও পর (শ্রেষ্ঠ) দেখিতেন। হে মহামুনে! সেই আত্মজ্ঞানী মহামতি

ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃত্তোপনয়নঃ শ্রুতম্।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ ॥৩৯
উক্তোঽপি বহুশঃ কিঞ্চি জড়বাক্যমভাষত।
তদপ্যসংস্কারযুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিগর্হিতম্ ॥৪০
অপধ্বস্তবপুঃ সোঽথ মলিনাম্বরধৃগ্ দ্বিজঃ।
ক্লিষ্টদন্তান্তরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥৪১
সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥৪২
তস্মাচ্চরেত্ত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্ ॥৪৩
হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যেত্থং মহামতিঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োন্মত্তাকৃতিং জনে ॥৪৪
ভুঙ্‌ক্তে কুল্মাষসক্তূংশ্চাদি শাকং বন্যফলং কণান্।
যদ্ যদাপ্নোতি সুবহু তদশ্নে কালসংযমম্ ॥৪৫

পিতর্য্যুপরতে সোঽথ ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যবান্ধবৈঃ।
কারিতঃ ক্ষেত্রকর্ম্মাদি কদন্নাহারপোষিতঃ ॥৪৬
স তুষ্ণীমাবয়বো জড়কারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্বলোকোপকরণং বভূবাহারবেতনঃ ॥৪৭
তং তাদৃশমসংস্কারবিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্।
কৃত্বা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্যমমন্যত ॥৪৮
স রাজা শিবিকারূঢ়ো গন্তুং কৃতমতির্দ্বিজ।
বভূবেক্ষুমতীতীরে কপিলর্ষের্বরাশ্রমম্ ॥৪৯
শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে দুঃখপ্রায়ে নৃণামিতি।
প্রষ্টুং তং মোক্ষধর্ম্মজ্ঞং কপিলাখ্যং মহামুনিম্ ॥৫০
উবাহ শিবিকাং তস্য ক্ষত্রুর্বচনচোদিতঃ।
নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানামন্যেষাং সোঽপি মধ্যগঃ ॥৫১
গৃহীতো বিষ্টিনা বিপ্রঃ সর্ব্বজ্ঞানৈকভাজনঃ।
জ্ঞাতিস্মরোঽসৌ পাপস্য ক্ষয়কাম উবাহ তাম্ ॥৫২

ব্রাহ্মণ দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হইলেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না, কোন কর্ম্মও দর্শন করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না, বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট অল্পবাক্য বলিতেন। সেই বাক্য ব্যাকরণাদিদুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত ।৩১-৪০

সর্ব্বদা তাঁহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিষ্কার ও দন্ত-সকল অমার্জ্জিত থাকিত; এইজন্য নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত। হে মৈত্রেয়। সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ লোককর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। মনুষ্যগণ যাহাতে অবমাননা করে এবং কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে না আসে, সেইজন্য যোগী সৎপথের নিন্দা না করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। যাবক, ব্রীহি, শাক, প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই 'কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়' এই প্রকার ভাবনায় ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিৎ অন্নদ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের ন্যায় স্থূল (মোটা)-শরীর ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ আহার মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্মে প্রয়োজন হইত, তখনই তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত। তাঁহাকে তাদৃশ সংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহারকারী অবলোকন করিয়া সৌবীররাজ্যের সারথি বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীররাজ শিবিকায় আরোহণ করত ইক্ষুমতীতীরস্থ কপিল ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতে ছিলেন। অনন্তর সারথির বাক্যানুসারে বিনামূল্যে শিবিকাবাহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত সেই

যযৌ জড়গতিঃ সোঽথ যুগমাত্রাবলোকনম্।
কুর্ব্বন্ মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদন্যে ত্বরিতং যযুঃ ॥৫৩
বিলোক্য নৃপতিঃ সোঽপি বিষমাং শিবিকাগতিম্।
কিমেতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ ॥৫৪
পুনস্তথৈব শিবিকাং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ।
নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবদ্ভির্গম্যতেঽন্যথা ॥৫৫
ভূপতের্বদতস্তস্য শ্রুত্বেত্থং বহুশো বচঃ।
শিবিকোদ্বাহকাঃ প্রোচুরয়ং যাতীত্যদন্বরম্ ॥৫৬

রাজোবাচ।

কিং শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে ॥৫৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহং পীবান্ ন চৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি ন চায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে ॥৫৮

রাজোবাচ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানস্যাপি শিবিকা ত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্ ॥৫৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রত্যক্ষং ভবতো ভূপ যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাদ্বিশেষণম্।
ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যস্যাপি চ সংস্থিতা ॥৬০
মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ শৃণোতু বচনং মম ॥৬১
ভূমৌ পাদযুগস্যাস্যা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
ঊরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্ ॥৬২
বক্ষঃস্থলং তথা বাহূ স্কন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ।
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোঽত্র কিং কৃতঃ ॥৬৩
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্ত্বদুপলক্ষিতম্।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা ॥৬৪

ব্রাহ্মণরূপী ভরত ঐ নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ॥৪১-৫২

সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্র এই প্রকারে বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন। অনন্তর মতিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ যুগমাত্র অবলোকন করত জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিবিকাবাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। সৌবীর নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া বলিলেন,—আঃ ইহা কি হইতেছে? শিবিকাবাহিগণ! তোমরা সকলে সমানভাবে গমন কর। নৃপতি তথাপি শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা কি করিতেছ? কেন এপ্রকার বিষমভাবে গমন করিতেছ? নৃপতির অনেকবার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকাবাহিগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল,—এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এ প্রকার বিষম গতি হইতেছে। তখন রাজা বলিলেন,—অহো! তুমি অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ, তবে কেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পার না? তোমাকে ত বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহীপতে। আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে। রাজা বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দেহিগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকল বিপরীত কেন বলিতেছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! প্রত্যক্ষ আমার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলবান্ ও অবলবান্ এই বিশেষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্ব্বে কহিলেন যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন। পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয় অবস্থিত, জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর ঊরুদ্বয় ও ঊরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত; সেই উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি

অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যধঃ ॥৬৫
কর্ম্মবশ্যা গুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যালক্ষিতং কর্ম্ম তচ্চাপ্যেষেষু জন্তুষু ॥৬৬
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রবৃদ্ধাপচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু ॥৬৭
যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবাপচয়ো নৃপ।
তদা পীবানসীত্যুক্তং কথা যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্ ॥৬৮
ভূপাদজঙ্ঘাকট্যূরুজঠরাদিষু সংস্থিতে।
শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্বয়া ॥৬৯
তদাস্যৈর্জন্তুভির্ভূপ শিবিকোদ্বো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুমগৃহোদ্বোঽপি পৃথিবীসম্ভবোঽপি বা ॥৭০
যদা পুংসঃ পৃথগ্‌ভাবঃ প্রাকৃতৈঃ কারণৈর্নৃপ।
সোঢ়ব্যস্তত্তদাভারঃ কথং বা নৃপতে ময়া ॥৭১
যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্দ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ।
ভবতো মেঽপি লস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ ॥৭২

পরাশর উবাচ।

এবমুক্ত্বাভবদ্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজঃ।
সোঽপি রাজাবতীর্য্যোর্ব্যাং তৎপাদৌ জগৃহে ত্বরন্ ॥৭৩

রাজোবাচ।

ভো ভো বিসৃজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ।
কথ্যতাং কো ভবানত্র জ্ঞাস্যরূপধরঃ স্থিতঃ ॥৭৪
যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্।
তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং বিপ্র মহ্যং শুশ্রূষবে ত্বয়া ॥৭৫

করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে, তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন? এবং তদুপলক্ষিত শরীর মাত্র শিবিকাতে রহিয়াছে, তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না? ৫৩-৬৩

রাজন্! তুমি, আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতও সত্ত্ব-রজস্তমঃস্বরূপ ত্রিগুণপ্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে। হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম অবিদ্যালক্ষিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। রাজন্! আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্ত, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জন্তুসকলে একরূপ রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে কোন্ যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন? যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে আপনার ভারবোধ কেন না হইল? হে মহারাজ! যে যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলেন, সেই যুক্তিবলে অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাভার কেন,—পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃথিবীর ভার উপন্যাস কেন করিতেছেন না? হে মহারাজ! প্রাকৃত ভারকারণ বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস কি প্রকারে সম্ভব? হে নৃপতে! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে ইহা তোমার জিনিষ বলা যায়; সেই যুক্তিবলে আমার অথবা সকল প্রাণীর ইহার উপর মমতা জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে ৬৪-৭২

পরাশর বলিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনী হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এ প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? কেনই বা এইরূপ বেশধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে দ্বিজন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন, আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ করুন। আমি কে?—

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং কোঽহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ন শক্যতে।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ সর্বত্র গমনক্রিয়া ॥৭৬
সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদ্যুৎপাদকৌ
ধর্মাধর্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহান্তরক্ষিতি ॥৭৭
সর্বস্যৈব হি ভূপাল জন্তোঃ সর্বত্র কারণম্।
ধর্মাধর্মৌ যতঃ কস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে ততঃ ॥৭৮

রাজোবাচ।

ধর্মাধর্মৌ ন সন্দেহঃ সর্বকার্যেষু কারণম্।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদেশান্তরাগমঃ ॥৭৯
যত্ত্বেতদুক্তবান্ প্রোক্তং কোঽহমিত্যেতদাত্মনঃ।
বক্তুং ন শক্যতে শ্রোতুং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ততে ॥৮০
যোঽস্তি সোঽহমিতি ব্রহ্মন্ কথং বক্তুং ন শক্যতে।
আত্মন্যেব ন দোষায় শব্দোঽহমিতি যো দ্বিজ ॥৮১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শব্দোঽহমিতি দোষায় আত্মন্যেব তথৈব তৎ।
অনাকুল্যাত্মবিজ্ঞানং শব্দো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ ॥৮২
জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তৌষ্ঠং তালুকং নৃপ।
এতে নাহং যতঃ সর্বে বাঙ্নিষ্পাদনহেতবঃ ॥৮৩
কিং হেতুর্ভির্বদত্যেষা বাগেবাহমিতি স্বয়ম্।
তথাপি বাঙ্নাহমেতদ্বক্তুমিত্থং ন যুজ্যতে ॥৮৪
পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ।
ততোঽহমিতি কুতৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহম্ ॥৮৫
যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মতঃ পার্থিবসত্তম।
তদৈষোঽহমযুক্তাত্মো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥৮৬
যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ।
তদা হি কো ভবান্ কোঽহমিত্যেতদ্ বিফলং বচঃ ॥৮৭

একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্বত্র আমার গমনক্রিয়া হইয়া থাকে। ধর্ম এবং অধর্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ-দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব দেহাদি গ্রহণ করে। হে ভূপাল! ধর্ম ও অধর্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ; আপনি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজা বলিলেন,—ধর্ম ও অধর্ম সকল কার্যেরই কারণ—ইহাতে সন্দেহ নাই এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয়; কিন্তু আপনি পূর্বে বলিলেন যে, "আমি কে—এ কথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না",—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত,—"আমি সেই" এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এই প্রকার শব্দ দ্বারা তাহার বর্ণন কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! 'অহং' এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ ধরা যায় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে, অহংশব্দ আত্মাতে প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে।৭৬-৮২

হে নৃপ! জিহ্বা "অহং" এই বাক্য বলিয়া থাকে এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালু শব্দের যথাস্থান উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল, তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র। বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহংশব্দ উচ্চারণ করিতেছে ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, "আমি বাক্য নহি", এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না; পাণি ও পাদাদি স্বরূপ দেহপিণ্ড আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্! তবে এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়? হে পার্থিবসত্তম! আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন আর কোন সজাতীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আপনি কে? আমি কে?—এসকল বাক্য বিফল। আপনি রাজা, এই আপনার শিবিকা, এই অশ্বসকল আপনার

ত্বং রাজা শিবিকা চেয়মিমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ।
অযঞ্চ ভবতো লোকো ন সন্দেহস্তত্রোচ্যতে ॥৮৮
বৃক্ষাদ্ দারু ততশ্চেয়ং শিবিকা ত্বমধিষ্ঠিতা।
কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ স্যাদ্ দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ ॥৮৯
বৃক্ষারূঢ়ো মহারাজো নাহং বদতি তে জনঃ।
ন চ দারুণি সর্ব্বস্ত্বাং ব্রবীতি শিবিকাগতম্ ॥৯০
শিবিকা দারুসঙ্ঘাতো রচনাবস্থিতিসংস্থিতঃ।
অস্থিত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্ভেদে শিবিকা ত্বয়া ॥৯১
এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্ভাবো বিমৃশ্যতাম্।
ক গতং ছত্রমিত্যেব ন্যায়স্ত্বয়ি তথা ময়ি ॥৯২
পুমান্ স্ত্রী গৌরজো বাজী কুঞ্জরোষ্ট্রবিহঙ্গমস্তরুঃ
দেহেষু লোকসংজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়া কর্ম্মহেতুষু ॥৯৩
পুমান্ন দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ।
শরীরাকৃতিভেদাস্তু ভূপেতে কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৯৪
বস্তুরাজেতি যল্লোকে নক্ষ রাজভটাত্মকম্।
তথা ত্বঞ্চ নৃপেদং তন্ন সং সঙ্কল্পনামনম্ ॥৯৫
সৎ তু কালান্তরেণাপি নান্যথা সংজ্ঞামেষ্যতি বৈ
পরিণামাদিসম্ভূতং তত্তস্তু নৃপ তচ্চ কিম্ ॥৯৬
ত্বং রাজা সর্ব্বলোকস্য পিতৃঃ পুত্রো রিপোঃ রিপুঃ।
পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতা সূনোঃ কিং ত্বাং ভূপ বদাম্যহম্ ॥৯৭
ত্বং বিমেবং স্থিতঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে ॥৯৮
সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্ ভূপ ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ॥৯৯
এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে ময়াহমিতি ভাবিতুম্।
পৃথক্ করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে কথম্ ॥১০০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বাহকবৃন্দ, এই আপনার ভৃত্যাদি, ইহারা কেহই পরমার্থ সত্য নহে। হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আর দেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, আপনি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বলুন দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ আপনাকে বৃক্ষারূঢ়, একথা বলিতেছে না; কিংবা শিবিকাস্থিত আপনাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষে সংস্থিত দারুসমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাস্বামি অন্বেষণ করুন দেখি, পান কি না? ৮৩-৯১

এই প্রকার আপনার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখুন, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার আপনার বা আমার দেহ অন্বেষণ করুন, দেখিবেন,—তন্মধ্যে বা পর, আপনি বা আমি নহি। এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, ছাগ, অশ্ব, হস্তী, মেষ, বানর ও বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্ম হেতু দেহেতে হইয়া থাকে,—ইহা জানিবেন। হে রাজন্! আত্মা,—দেব নহেন, মনুষ্য, পশু, বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবলমাত্র কর্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত। লোক, ধন, রাজা, রাজার সেবা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে, তাহা এই প্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনামাত্র। মহারাজ! যে পদার্থের কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না, তাহাই সত্য বস্তু। সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার, তাহা আপনাকে কি প্রকারে বুঝাইব? হে মহারাজ! আপনি সকল লোকের রাজা, আবার আপনি আপনার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং আপনার পুত্রের পিতা; এক্ষণে আপনাকে কি বলিয়া ডাকা যায়? আমার সম্মুখে আপনি অবস্থিত, অথবা আপনার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে; আপনি কি চরণ প্রভৃতিস্বরূপ অথবা এই চরণাদি আপনার? —হে মহীপতে! এস্থলে কি বলা উচিত? রাজন্! আপনি সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। আপনি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা করুন দেখি,—"আমি কে?" মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত, সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চার্য্য "আমি" এই প্রকার শব্দ আমি কি প্রকারে বলিব? ৯২-১০০

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞঃ সৌবীরস্য প্রশ্নঃ, ভরতস্যোত্তরদানঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

নিশম্য তদ্ভেতি বচঃ পরমার্থসমন্বিতম্ ।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্ ॥১

রাজোবাচ ।

ভগবন্ যত্ত্বয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ ।
শ্রুতে তস্মিন্ ভ্রমন্তীব মনসো মম বৃত্তয়ঃ ॥২
এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তুষু ।
ভবতা দর্শিতং বিপ্র তৎ পরং প্রকৃতের্মহৎ ॥৩
নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা ।
শরীরমন্যদপ্যেতো যেনেয়ং শিবিকা ধৃতা ॥৪
গুণপ্রবৃত্ত্যা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মচোদিতা ।
প্রবর্ত্তন্তে গুণা হ্যেতে কিমেতদ্ যৎ ত্বয়োদিতম্ ॥৫
এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ মম শ্রোত্রপথং গতে ।
মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গতম্ ॥৬
পূর্ব্বমেব মহাভাগং কপিলর্ষিমহং দ্বিজ ।
প্রষ্টুমভ্যুদ্যতো গন্তা শ্রেয়ঃ কিন্ত্বত্র শংস মে ॥৭
তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্ ।
তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥৮
কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ দ্বিজ ।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায়োর্ব্বীমুপাগতঃ ॥৯
স এব ভগবান্ নূনমস্মাকং হিতকাম্যয়া ।
প্রত্যক্ষতামত্র গতো দর্শয়ন্নস্তবতোচ্যতে ॥১০
তস্মদ্ধং প্রণতায় ত্বং যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং দ্বিজ ।
তদ্ বদাখিলবিজ্ঞানজলরাশ্যুদধির্ভবান্ ॥১১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[রাজা সৌবীরের প্রশ্ন এবং ভরতের উত্তরদান ।]

পরাশর বলিলেন,—রাজা সৌবীর সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনম্রাবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে পরমার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তিসকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে। অশেষ জন্তুতেই যে এক পরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন। "আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং শিবিকাও আমার উপর নাই; এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) গুণের প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমার সেই ত্রিগুণও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।" এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থজিজ্ঞাসু আমার মন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। আমি ইহার পূর্ব্বে এই সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয় কি,—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত পরমার্থ-শ্রবণেচ্ছায় আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহবিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভূপ পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ পরমার্থং নু পৃচ্ছসি।
শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে ॥১২

দেবতারাধনং কৃত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি।
পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তস্যৈব তদ্নৃপ ॥১৩

কর্ম্ম যজ্ঞাত্মকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ।
শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে ॥১৪

আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ যোগযুক্তৈস্তথাপরম্।
শ্রেয়স্তস্যৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥১৫

শ্রেয়াংস্যেবমনেকানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সন্ত্যত্র পরমার্থস্তু তত্ত্বতঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে ॥১৬

ধর্ম্মায় ত্যজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি।
ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে কস্মাৎ কামপ্রাপ্ত্যুপলক্ষণঃ ॥১৭

পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্যাৎ সোঽপ্যন্যস্য নরেশ্বর।
পরমার্থভূতঃ সোঽন্যস্য পরমার্থো হি তৎপিতা ॥১৮

এবং ন পরমার্থোঽস্তি জগত্যস্মিংশ্চরাচরে।
পরমার্থা হি কার্য্যাণি কারণানামশেষতঃ ॥১৯

রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরত্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি।
পরমার্থা ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ ॥২০

ঋগ্-যজুঃ-সামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব।
পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম ॥২১

যত্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া।
তৎকারণানুগমনাজ্জায়তে নৃপ মৃন্ময়ম্ ॥২২

এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্য-কুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী ॥২৩

অনাশী পরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তৎ তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্ ॥২৪

মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি। হে দ্বিজ! যাহা শ্রেয়, তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি(সাগর)স্বরূপ।১-১১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভূপতে! তুমি শ্রেয় ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু শ্রেয় ও পরমার্থ অশেষবিধ। হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধনসম্পদ্, পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়। সঙ্কল্পরহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্যশ্রেয়। আবার কেহ বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয় বলে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আমার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই পরমশ্রেয়; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ, তাহাই পরম-শ্রেয়। এইরূপ অনেক শত শত সহস্র সহস্র শ্রেয় রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কি প্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে। পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা, তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাজে কাজেই পরমার্থ সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না; কারণ, পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য্য অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। রাজ্যাদিপ্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানাস্থলে উক্ত হয়, এই বলিয়া যদি রাজ্যই পরমার্থ হয়—ইহা বল, তাহাও বলা যায় না; কারণ, রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে।১২-২০

ঋক্-যজুঃ-সাম দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি যা যা বলি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে; এইরূপ অর্পিতা সমিধ্-ঘৃত-কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা

তদেবাকলনং কর্ম্ম পরমার্থো ন সাধনম্ ॥২৫
ধ্যানঞ্চৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম্।
ভেদকারি পরেভ্যস্তু পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥২৬
পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদদ্রব্যং হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥২৭
তস্মাচ্ছ্রেয়াংস্যশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ।
পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম ॥২৮
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ ॥২৯
পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ।
স যোগবান্ যুক্তোঽভূন্নেব পার্থিব যোজ্যতে ॥৩০
তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩১
বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥৩২
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতঃ।
দেবাদিভেদোঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণে হি নঃ ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা অনিত্য হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল বিনাশী; কারণ, তাহার কারণ-সকল বিনাশী দ্রব্য। সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে; যেহেতু; পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না; এবং তাহা নিরপেক্ষও নহে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। হে ভূপ! যদি বল দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এইপ্রকার ধ্যান দেহ হইতে আত্মার ভেদকারী; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন। (কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ তিনি এক এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য)। উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্ব্ববাক্যটী মিথ্যাভূত, অসদ্বস্তু অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না; এই হেতু জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব। এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আত্মা,—সর্ব্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ, বিশুদ্ধ, নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী। তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। অবিদ্যা-প্রসূত নাম-জাতিপ্রভৃতির সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না। তিনি আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান,—তাহাই পরমার্থ। মহারাজ! যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা অতত্ত্বদর্শী অর্থাৎ ভ্রান্ত। অভিন্ন এবং ব্যাপক—একবায়ু যেরূপ বেণুগত রন্ধ্রাদিভেদে ষড়্জ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুতঃ অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি-বিশিষ্ট হইলেও এক এবং সর্ব্বব্যাপকভাবেই অবস্থিত। আত্মার যে রূপভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। আমার দেহাদি-ভেদ অপধ্বস্ত (নষ্ট) হইলে, তাহার বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না।২১-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[ঋভু-নিদাঘসংবাদঃ।]

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে মৌনিনং ভূপশ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্।
প্রত্যুবাচাথ বিপ্রোঽদ্বাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল যদ্গীতমৃভুণা পুরা।
অববোধং জনয়তা নিদাঘস্য মহাত্মনঃ ॥২

ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিজ্ঞাততত্ত্বসদ্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে ॥৩

তস্য শিষ্যো নিদাঘোঽভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা।
প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুদা ॥৪

অবাপ্তজ্ঞানতত্ত্বস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্।
স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্বর ॥৫

দেবিকায়াস্তটে বীরনগরং নাম বৈ পুরম্।
সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যেন নিবেশিতম্ ॥৬

রম্যোপবনপর্য্যন্তে স তস্মিন্ পার্থিবোত্তম।
নিদাঘো নাম যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্যোঽবসৎ পুরা ॥৭

দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেঽস্য তৎপুরম্।
জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ ॥৮

স তস্য বৈশ্বদেবান্তে দ্বারালোকনগোচরে।
স্থিতস্তেন গৃহীতার্ঘ্যো নিজবেশ্মপ্রবেশিতঃ ॥৯

প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রিপাণিঞ্চ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥১০

ঋভুরুবাচ।

ভো বিপ্রবর্য্য ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে।
তৎ কথ্যতাং কদন্নেষু ন প্রীতিঃ সততং মম ॥১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[ঋভু ও নিদাঘ সংবাদ।]

পরাশর বলিলেন,—এই তত্ত্ব কথা বলায়, মহীপতি যখন মৌনী হইয়া চিন্তা করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদসম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ঋভু মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার ঋভু নামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! ঐ ঋভু স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ব্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন। তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন। হে নরেশ্বর! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈতবাসনা হয় নাই,—ঋভু ইহা জানিতে পারিলেন। পুলস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত বীরনগর নামে এক পুর (নগর) ছিল। ঐ পুর অতি মনোহর সমৃদ্ধিশালী এবং দেবিকানামে নদীতটে অবস্থিত। হে নৃপোত্তম! সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীরনগরের প্রান্তভাগে যোগজ্ঞ ঋভু-শিষ্য নিদাঘ পূর্ব্বে বাস করিতেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋভু শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন,—ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন। বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপনান্তে নিদাঘ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায় অবলোকন করিতে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ঋভু হস্তপদ প্রক্ষালন করত আসন পরিগ্রহ করিলেন দেখিয়া বিপ্রশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি আহার করুন।" ১-১০

তখন ঋভু বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তোমার গৃহে

নিদাঘ উবাচ।

ভক্ত-যাবক-বাট্যানামপূপানাঞ্চ মে গৃহে।
যদ্ রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ যথেচ্ছয়া ॥১২

ঋভুরুবাচ।

ফলমূলানি দ্বিজৈতানি মৃষ্টমন্নং প্রযচ্ছ মে।
সংযাব-পায়সাদীনি ত্রপুস-ক্বাথিতবস্তি চ ॥১৩

নিদাঘ উবাচ।

হে হে শালিনি মদ্‌গেহে যৎ কিঞ্চিদতিশোভনম্।
ভক্ষ্যোপসাধনং মৃষ্টং তেনাস্যান্নং প্রসাধয় ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তা তেন সা পত্নী মৃষ্টমন্নং দ্বিজস্য যৎ।
প্রসাধিতবতী তস্মৈ ভর্ত্তুর্বচনগৌরবাৎ ॥১৫
তং ভুক্তবন্তমিচ্ছন্তো মৃষ্টমন্নং মহামুনিম্।
নিদাঘঃ প্রাহ ভূপাল প্রশ্রয়াবনতস্থিতঃ ॥১৬

নিদাঘ উবাচ।

অপি তে পরমা তৃপ্তিরুৎপন্না তুষ্টিরেব চ।
অপি তে মানসং স্বস্থমাহারেণ কৃতং দ্বিজ ॥১৭
ক্ব নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক্ব চ গন্তুং সমুদ্যতঃ।
আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চ দ্বিজোচ্যতাম্ ॥১৮

ঋভুরুবাচ।

ক্ষুদ্‌ঘস্য তস্য ভুক্তেঽন্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ জায়তে।
ন মে ক্ষুদ্ভবৎতৃপ্তিঃ কস্মান্মাং পরিপৃচ্ছসি ॥১৯
বহ্নিনা পার্থিবে ধাতৌ ক্ষয়িতে ক্ষুৎসমুদ্ভবঃ।
ভবত্যম্ভসি চ ক্ষীণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে ॥২০
ক্ষুত্তৃষৌ দেহধর্ম্মাখ্যৌ ন মমৈতে যতো দ্বিজ।
ততঃ ক্ষুৎসম্ভবাভাবাৎ তৃপ্তিরস্ত্যেব মে সদা ॥২১
মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিত্তধর্ম্মাবিমৌ দ্বিজ।
চেতসো যস্য তৎ পৃচ্ছ পুমানেভির্ন যুজ্যতে ॥২২

ভোক্তব্য যে অন্ন আছে, তাহা বর্ণন কর; কারণ, কুৎসিত অন্নে আমার কখনই প্রীতি হয় না। নিদাঘ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার গৃহে ভক্ত (ভাত), যাবক (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ), ফল-কন্দমূলাদি এবং অপূপাদি (পিষ্টকাদি) আছে, ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন। ঋভু কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি যাহার নাম করিলে ঐ সকল অন্ন কদন্ন, আমার ভোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্ন, সংযাব, পায়স, ঘন দধি এবং কাথিত (সোঁড়ী—অথবা ফেণী) প্রভৃতি দান কর। নিদাঘ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে শোভনে! আমার যাহা কিছু অতিশোভন ও মধুর ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইঁহার অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! নিদাঘ গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তার বাক্যগৌরব প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মিষ্ট-অন্ন আহার করিলে পর, নিদাঘ বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দ্বিজ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত? হে বিপ্র! আপনার নিবাস কোথায়? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এখানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ঋভু কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে। আমার ক্ষুধাও হয় নাই, তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তিও হয় নাই। তবে কেন এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? অগ্নি পার্থিবধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয় এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে।১১-২০

ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; সুতরাং ক্ষুধার সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত * আছি। এই চিত্তধর্ম্ম স্বস্থতা এবং তুষ্টি, ইহারা মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম্ম, তাহাকে

* এখানে ক্ষুধাজন্য দুঃখাভাব পরিতৃপ্তিশব্দের লক্ষ্য; কারণ, আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ এই মতে স্বীকৃত নহে।

ক নিবাসস্তবেত্যুক্তং ক গন্তাসি চ যৎ ত্বয়া।
কুতশ্চাগম্যতে তত্র ত্রিতয়েঽপি নিবোধ মে ॥২৩
পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্ ॥২৪
নাহং গন্তা ন চাগন্তা নৈকদেশনিকেতনঃ।
স্বকাল্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নাহ্যে নৈবাহমপ্যহম্ ॥২৫
মৃষ্টং ন মৃষ্টমপ্যেষা জিজ্ঞাসা মে কৃতা তব।
কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম ॥২৬
কিমস্মাদথবা মৃষ্টং ভুঞ্জতোঽস্মং দ্বিজোত্তম।
মৃষ্টমেব গদামৃষ্টং তদৈবোদ্বেগকারকম্ ॥২৭
অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টং মৃষ্টাদুদ্বিজতে জনঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্ ॥২৮
মৃন্ময়ং হি গৃহং যত্নাদ্ লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥২৯
যব-গোধূম-মুদ্গাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি।
গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ ॥৩০
অদ্দেঽদ্রব্যতা জ্ঞাত্বা মৃষ্টামৃষ্টবিচারিণি যৎ।
তত্মনঃ সমতাং কার্য্যং সাম্যং হি মুক্তয়ে ॥৩১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পরমার্থাশ্রিতং নৃপ।
প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাঘো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩২

নিদাঘ উবাচ।

প্রসীদ মদ্ধিতার্থায় কথ্যতাং যত্নমাগতঃ।
নষ্টো মোহস্তবাকর্ণ্য বচাংস্যেতানি মে দ্বিজ ॥৩৩

জিজ্ঞাসা কর। পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নহেন। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তোমার গৃহ কোথায়? কোথায় যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে?—এই তিন কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কর। পুরুষ আকাশের ন্যায় যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশে "কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে" এই সকল প্রযুক্ত বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? আমি কোন স্থলেই গমন বা কোন স্থল হইতে আগমন করি না,—একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলেও আমার স্থিতি নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নও। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি। আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর অন্নের প্রার্থনা করিলে, তুমি কি উত্তর দাও, তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম। ভোজনকারীর স্বাদু বা অস্বাদু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ। আশ্চর্য্য, দেখ—কালবশে কুৎসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কালক্রমে মধুর অন্ন খাইলেই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি, এমন কোন অন্ন আছে, যাহা প্রথমে, মধ্যে ও শেষে রুচিকারক? মৃন্ময়গৃহে যেমন মৃত্তিকা লেপ করিলে ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব পরমাণুসমষ্টি দ্বারা আলিপ্ত হইয়া স্থির হয়। যব, গোধূম, মুদ্গ আদি, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি ইহারা সকলই পার্থিব পরমাণুসমষ্টি, সুতরাং স্বাদুত্ব বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান। তুমি এই সকল জানিয়া মৃষ্টামৃষ্টবিচারকারী মনকে সমতাবলম্বী কর। কারণ সাম্যজ্ঞানই মুক্তির কারণ।২১-৩১

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! মহাভাগ নিদাঘ এই প্রকার পরমার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুকে প্রণাম পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। গুরু বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমার নাম গুরু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমার প্রজ্ঞালাভের জন্য এখানে আসিয়াছি। তোমার নিকট পরমার্থ কহিলাম, এই নিখিল

ঋভুরুবাচ।

ঋভুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞাদানায় তে দ্বিজ।
ইহাগতোঽহং যাস্যামি পরমার্থস্তবোদিতঃ ॥৩৪
একমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ।
বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৩৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা নিদাঘেন প্রণিপাতপুরঃসরম্।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযযাবৃভুঃ ॥৩৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

জগৎকে এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তিসহকারে "তাহাই করিব" এই কথা বলিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋভু ইচ্ছাক্রমে সেখান হইতে গমন করিলেন।৩২-৩৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[নিদাঘসমীপে ঋভোঃ পুনর্গমনম্, আত্মতত্ত্বোপদেশশ্চ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ঋভুর্বর্ষসহস্রে তু সমতীতে নরেশ্বর।
নিদাঘজ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥১

নগরস্য বহিঃ সোঽথ নিদাঘং দদৃশে মুনিঃ।
মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্থিবে ॥২

দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসম্মর্দ্দবর্জ্জকম্।
ক্ষুৎ-ক্ষামকণ্ঠমায়ান্তমরণ্যাৎ সমিৎকুশম্ ॥৩

দৃষ্ট্বা নিদাঘং স ঋভুরুপগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ কস্মাদেকান্তে স্থীয়তে ভবতা দ্বিজ ॥৪

নিদাঘ উবাচ।

ভো বিপ্র জনসম্মর্দ্দো মহানেষ জনেশ্বরে।
প্রবিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্থীয়তে ময়া ॥৫

ঋভুরুবাচ।

নরাধিপোঽত্র কতমঃ কতমশ্চেতরো জনঃ।
কথ্যতাং যে দ্বিজশ্রেষ্ঠমভিজ্ঞো মতো মম ॥৬

ষোড়শ অধ্যায়

[নিদাঘের নিকট ঋভুর পুনরায় গমন এবং আত্মতত্ত্বোপদেশ।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নরেশ্বর! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু নিদাঘকে জ্ঞানদানের জন্য পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করিলেন। তিনি ঋভু দেখিলেন যে, তৎকালে মহতী সেনার সহিত নরপতি নগরে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু নিদাঘ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আরও দেখিলেন,—নিদাঘ লোকসমূহের সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিৎকুশাদি আহরণপূর্ব্বক এক্ষণে ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া আগমন করিতেছেন। তখন ঋভু এই প্রকার অবলোকন করত নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্জ্জনে) অবস্থান করিতেছ? নিদাঘ কহিলেন,—হে বিপ্র! এই নৃপতি নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এইজন্য বহুলোকের সম্মর্দ্দ (ভীড়) উপস্থিত, সেই কারণে আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি। ঋভু

নিদাঘ উবাচ।

যোঽয়ং গজেন্দ্রমুন্মত্তমদ্রিশৃঙ্গসমুচ্ছ্রিতম্।
অধিরূঢ়ো নরেন্দ্রোঽয়ং পরলোকস্তথেতরঃ ॥৭

ঋভুরুবাচ।

এতৌ হি গজ-রাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম।
ভবতা ন বিশেষেণ পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥৮
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ বিশেষো ভবতানয়োঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোঽত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ ॥৯

নিদাঘ উবাচ।

গজো যোঽয়মধো ব্রহ্মন্ উপর্য্যস্যৈষ ভূপতিঃ।
বাহ্য-বাহকসম্বন্ধং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ ॥১০

ঋভুরুবাচ।

জানাম্যহং যথা ব্রহ্মংস্তথা মামববোধয়।
অধঃশব্দনিগদ্যং কিং কিমোর্দ্ধমভিধীয়তে ॥১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সহসারুহ্য নিদাঘঃ প্রাহ তুম্বুরুম্।
শ্রূয়তাং কথয়াম্যেষ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১২
উপর্য্যহং যথা রাজা ত্বমধঃ কুঞ্জরো যথা।
অববোধায় তে ব্রহ্মন্ দৃষ্টান্তো দর্শিতো ময়া ॥১৩

ঋভুরুবাচ।

ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্যাতোঽহং গজবদ্ যদি।
তদেতৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব কতমস্ত্বমহং তথা ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সত্বরং তস্য প্রগৃহ্য চরণাবুভৌ।
নিদাঘঃ প্রাহ ভগবনাচার্য্যস্ত্বমুদ্ভূর্ব্বন্ ॥১৫
নাস্ত্যস্যাদ্বৈতসংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা।
যথাচার্য্যস্য তেন ত্বাং মন্যে প্রাপ্তমহং গুরুম্ ॥১৬

ঋভুরুবাচ।

তবোপদেশসামান্য পূর্ব্বশ্রুতশ্রবণাদৃতঃ।
গুরুস্তেঽহমনুর্ব্যাখ্যা নিদাঘ সমুপাগতঃ ॥১৭
তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে।
পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ ॥১৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্ নিদাঘং স ঋভুর্গুরুঃ।
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ ॥১৯

করিলেন,—ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? আর কোন ব্যক্তিই বা ইতর? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সকল জান। নিদাঘ বলিলেন,—এই পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত গজেন্দ্রের উপর যিনি আরূঢ়, তিনিই নরেন্দ্র; আর যাহারা রহিয়াছে, তাহারা রাজা নয়। ঋভু কহিলেম,—গজ এবং রাজাকে তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু এই দুইয়ের বিশেষরূপে কোন পৃথক্‌চিহ্ন দেখাইলে না। হে মহাভাগ! সেই জন্য এই দুইয়ের মধ্যে 'বিশেষ' কি তাহা বল, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? হস্তীই বা কে? নিদাঘ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে নিম্নে রহিয়াছে, উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি। হে দ্বিজ! বাহ্য এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে ।১-১০

ঋভু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, অধঃশব্দে বা কি বুঝায় আর ঊর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝায়? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ সহসা তাঁহার উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন,—আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাস্য করিলে তাহার উত্তর শ্রবণ কর। এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী। হে ব্রহ্মন্! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। তখন ঋভু বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম—তবে আমার নিকট বল, তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য্য ভগবান্ ঋভু! আমার আচার্য্যের মন

সর্ব্বভূতাত্মভেদেন দদৃশে স তদাত্মনঃ।
যথা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজঃ ॥২০
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ।
ভব সর্ব্বগতং জ্ঞানন্ আত্মানমবনীপতে ॥২১
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥২২
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽস্মৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেত-
দাত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥২৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যীরিতস্তেন স রাজবর্য্য-
স্তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।
স চাপি জাতিস্মরণাত্মবোধ-
স্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ ॥২৪
ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃত্তসারং
কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিযুক্তঃ।
স বিমলমতিরেতি নাত্মমোহং
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিযোগ্যঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

যেমন অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত, এমন আর কাহারও নয়; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভু কহিলেন,—হে নিদাঘ! পূর্ব্বে তোমার সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিলাম, এই নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু প্রভু। হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ যে, সকল বস্তুতেই পরমাত্মার প্রভেদ জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত।১১-১৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! গুরু প্রভু নিদাঘকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। নিদাঘও সেই উপদেশ বলে অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন ব্রহ্মপর দ্বিজ নিদাঘ সকল ভূতকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে অবনীপতে! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করত সর্ব্বগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও। আকাশ যেমন এক হইলেও কখন নীল, কখন বা সিত(শুভ্র)রূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপে ভ্রান্তদর্শিগণও এক আত্মাকে উপাধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদ-জ্ঞানজনিত মোহ পরিত্যাগ কর।১৯-২৩

পরাশর বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণও পূর্ব্বজন্মস্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন। এই ভরত নরপতির সার বৃত্তান্ত যিনি ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে, কখন আত্মমোহ উপস্থিত হইবে না এবং ভক্তিযোগ্য সেই ব্যক্তি লোকের স্মরণীয় হইবেন।২৪-২৫

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।

গমিষ্যন্তি দুরাচারা নিরয়ে নাত্র সংশয়ঃ।
কথং সুখং ভবেদ্দেবি রামনাম বহির্মুখে ॥
কায়েন মনসা বাচা কৃতমদ্ভুতং কৃতম্।
রাম রামেতি সঙ্কীর্ত্য সদ্য স্তস্মাদ্ বিমুচ্যতে ॥

চতুর্ব্বেদের সারসিদ্ধান্ত। পূর্ব্বপক্ষ-নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ-স্থাপন সকল সুখের একমাত্র কারণ, লোকসমূহের প্রেমদায়ক, পরব্রহ্ম রামনাম।

সেইহেতু কায়মনোবাক্যের দ্বারা সাবধানে সকল দুষ্ট অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কল্যাণ-কারণ রামনাম ভজনা কর।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যের দ্বারা দুষ্টাত্মা-কৃত পাপ—পরমব্রহ্ম পরমধাম পবিত্র মহৎ রামনাম-জপে নিশ্চয় আশু বিনষ্ট হয়।

হে কমলে! মহেশ্বর-পূজিত 'রাম' এই মধুর নাম নিত্য ভজনা কর। আমি মূর্ত্তিমান্ নাম হৃদয়ে সংকীর্ত্তন করি।

দুষ্টাচারিগণ নরকে গমন করিবে—এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে দেবি! রামনাম-বহির্মুখের কি প্রকারে সুখ হইবে?

কায়মনোবাক্যের দ্বারা যদি অতিশয় ভীষণ পাপ অনুষ্ঠিত হয়, "রাম" "রাম" এই নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মানব সদ্য তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে

অম্বরীষ মহাভাগ শৃণু মদ্বচনং বরম্।
সর্ব্বোপদ্রবনাশার্থং কুরু শ্রীরামকীর্ত্তনম্ ॥

তত্রৈব

রামনামসমং চান্যৎ সাধনং প্রবদন্তি যে।
তে চণ্ডালসমাঃ সর্ব্বে সদা রৌরববাসিনঃ ॥
নাম্নাং সহস্র দিব্যানাং স্মরণে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎফলং লভতে নূনং রামোচ্চারণমাত্রতঃ ॥
রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥
ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ যতিঃ।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে ॥

লিঙ্গ-পুরাণে

বৃথালাপং বদন্ ব্রীড়া যোগং নায়াতি সংসদম্।
ত্যক্ত্বা শ্রীরামনামেদং তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ॥

স্মর্ত্তব্যং হি সদা রামনাম নির্ব্বাণদায়কম্।
ক্ষণার্দ্ধমপি বিস্মৃত্য যাতি দুঃখালয়ং জনঃ॥

হে মহাভাগ অম্বরীষ! আমার উত্তম বাক্য শ্রবণ কর, সকল উৎপাতনাশের জন্য শ্রীরামনাম কীর্ত্তন কর।

যাহারা অন্য সাধনাকে রামনামের সমান বলে, তাহারা সকলে চণ্ডালের সমান সর্ব্বদা নরকবাসী। স্ব স্ব ইষ্টই "রাম"।

মানব বিষ্ণু সহস্র নামস্মরণে যে সকল ফল লাভ করে, সেই ফল "রাম" নাম উচ্চারণমাত্রই নিশ্চিত লাভ করিয়া থাকে।

রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারে, হরে, বৈকুণ্ঠ ও বামন—এই একাদশ নাম যদি যতি পাঠ করেন বা পাঠ করান, তাহা হইলে কোটি সহস্র জন্মের পাতক হইতে মুক্ত হ'ন। (যতির পাঠ করিবার অধিকার, সকলের পাঠের অধিকার।)

এই রামনাম-ত্যাগপূর্ব্বক নিরর্থক কথোপকথন করত যাহাদের সত্বর লজ্জা না আসে, সেই মানবগণ পশু বলিয়া স্মৃত হয়।

নিশ্চয়ই নির্ব্বাণদায়ক রামনাম সর্ব্বদা স্মরণীয়, মানব অর্দ্ধক্ষণমাত্রেও বিস্মৃত হইয়া দুঃখের আবাসে গমন করে অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

বরাহ-পুরাণে

দৈবাচ্ছূকর-শাবকেন নিহতো ম্লেচ্ছো জরাজর্জ্জরো
হা রামেণ হতোঽস্মি ভূমিপতিতো ভগ্নস্তনুংস্ত্যক্তবান্।
তীর্ণো গোষ্পদবদ্ ভবার্ণবমহো নাম্নঃ প্রভাবাদ্বরেঃ
কিং চিত্রং যদি রামনাম রসিকাস্তে যান্তি রামাস্পদম্॥

স্কন্দ-পুরাণে

সর্ব্বেঽবতারাঃ শ্রীরামনামশক্তিসমুদ্ভবাঃ।
সত্যং বদামি দেবেশি নামমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্॥

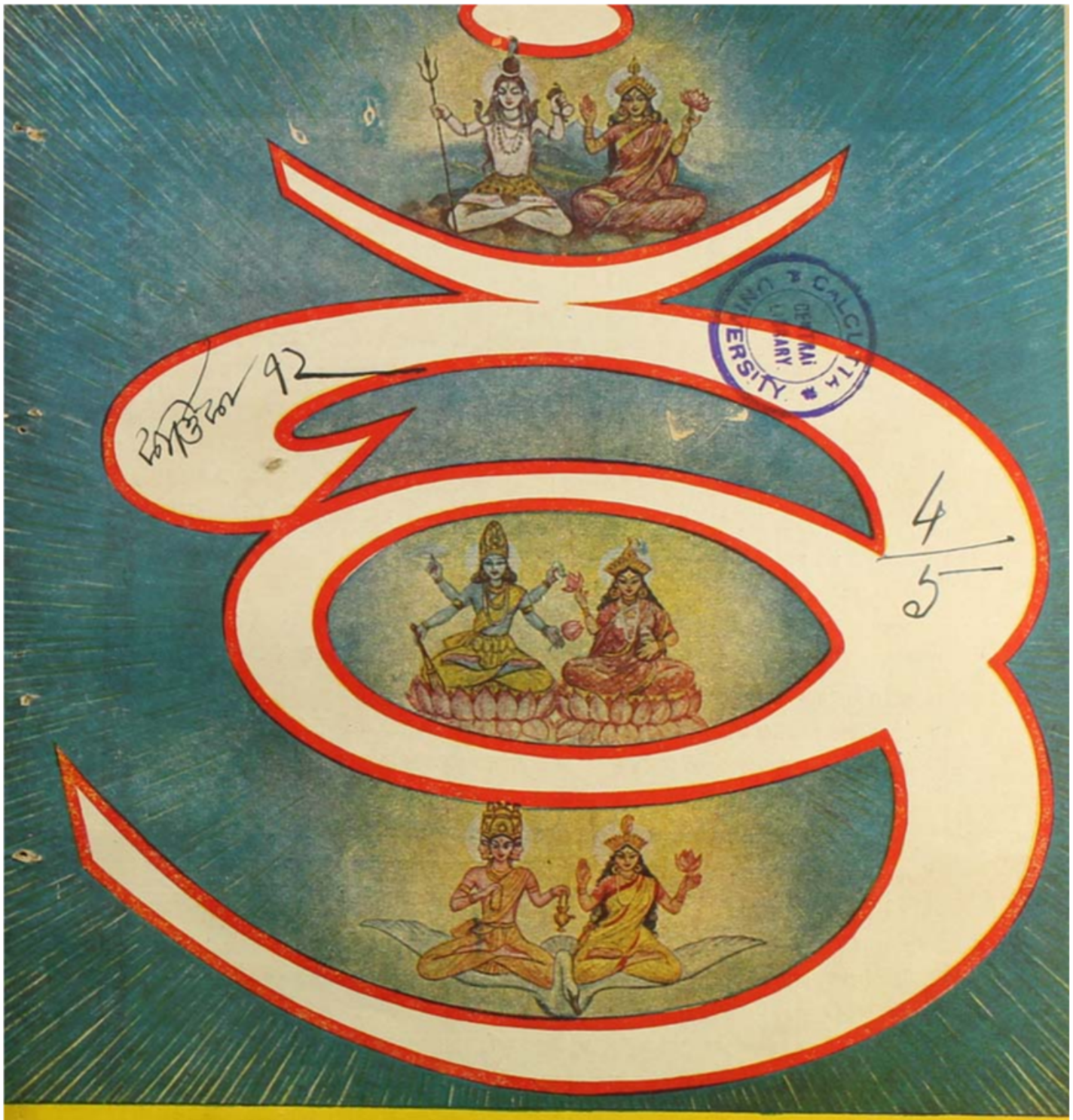

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মহাভারতামৃত

যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেহপি। ৭।৬১—ছান্দোগ্যোপনিষদ্

—যারা ক্ষুদ্র, তারা বিবাদপ্রিয়, পরদোষোদ্ঘাটক, পরদোষ-প্রচারক হয়।

সদ্ বাসদ্ পরিবাদো ব্রাহ্মণস্য ন শস্যতে।

নরকপ্রতিষ্ঠাস্তে বৈ স্যুর্যে বৈ কুর্বন্তি জন্মনঃ ॥৮ —মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৪৫ অঃ

—কাহারও সত্য অথবা মিথ্যা নিন্দা করা ব্রাহ্মণের (সকলের) অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরনিন্দা যাহারা করে, তাহাদের নরকই চরম আশ্রয়স্থান।

মহাভারত, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব ১১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শত্রুদমন ভারত! যদি কোন দুষ্ট উক্ত ব্যক্তি মৃদু তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা সভামধ্যে কোন বিদ্বান্ পুরুষকে নিন্দা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

ভীষ্ম বলিলেন,—হে নৃপাল! শ্রবণ কর। এ বিষয়ে সদা যেরূপ কথা বলা হয়, তাহা বলিতেছি। বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ এ জগতে সত্তই মূর্খ মানবের কঠোর বাক্য সহ্য করেন ॥ ২ ॥

যিনি নিন্দুকের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দুকের পুণ্য লাভ ক'রে থাকেন, আর ঐ সজ্জনশীল পুরুষ আপনার সমস্ত পাপ ঐ দোষী নিন্দাকারীকে দেন ॥ ৩ ॥

বিদ্বানের কর্ত্তব্য টিট পক্ষী বা রোগীর ন্যায় চুপ চাপ থাকা। শব্দকারী ঐ নিন্দুক পুরুষকে উপেক্ষা করা। ইহার দ্বারা সে সকল লোকের উপেক্ষার পাত্র হইবে, আর তার সমুদয় সৎকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥ ৪ ॥

সেই মূর্খ ঐ পাপকর্ম্মের দ্বারা সদা স্বীয় প্রশংসা পূর্ব্বক বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক সম্মানিত পুরুষকে বিশিষ্ট সভামধ্যে এই কথা বলিয়াছি আর সে সেখানে অতিশয় লজ্জিত হইয়াছে, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, সে অধোমুখ হইয়াছে। এইরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করত সেই নির্লজ্জ আপনাকে প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ঐরূপ নরাধমকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য, মূর্খ মানব যাহা কিছু বলুক না কেন বিদ্বান্ পুরুষ তাহা সহ্য করিবেন ॥ ৭ ॥

যেরূপ কাক বনে বৃথা "কা কা" করে, ঐরূপ মূর্খ মানব অকারণ নিন্দা করিয়া থাকে। সে প্রশংসা অথবা নিন্দা করত কাহার কি ভাল বা মন্দ করিবে? অর্থাৎ কিছুই করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

যদি পাপাচারী পুরুষ কটু বচন বলিলে পর তাহার বদলে কটু বাক্য বলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কেবল বাক্যের দ্বারা কলহ মাত্র হইবে। যে হিংসা করিতে চাহিতেছে, তাহাকে গালি দিলে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না ॥ ৯ ॥

ময়ূর যখন নৃত্য করে, তখন সে তার গুপ্ত অঙ্গকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপ যে মূর্খ অনুচিত আচরণ করে, সে ঐ কুচেষ্টার দ্বারা আপনার গুপ্ত দোষসমূহকে প্রকট করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চতুর্থ বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৭২]

[পঞ্চম সংখ্যা—ঔথালী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ওয়ার্ড. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

UNIVERSITY OF CALCUTTA LIBRARY

তৃতীয়াংশঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[মন্বন্তরবিবরণম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতা গুরুণা সম্যগ্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ ।
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ ॥১
দেবাদীনাং তথা সৃষ্টির্ঋষীণামপি বর্ণিতা ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ ॥২
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ময়োদিতম্ ।
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ক্রমাৎ ॥৩
মন্বন্তরাধিপাংশ্চৈব শক্রদেবপুরোগমান্ ।
ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো ॥৪

পরাশর উবাচ ।

অতীতানাগতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ ।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥৫
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বো মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।
ঔত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥৬
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতস্তু রবেঃ সুতঃ ।
বৈবস্বতোঽয়ং ষষ্ঠেঽতঃ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্ ॥৭
স্বায়ম্ভুবস্য কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া ।
দেবাস্তুষিতয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥৮
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু ।
মন্বন্তরাধিপান্ সম্যগ্ দেবর্ষীংস্তৎসুতাংস্তথা ॥৯
পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ।
বিপশ্চিচ্চৈব দেবেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীন্মহাবলঃ ॥১০
ঊর্জ্জঃ স্তম্বস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা ।
নিশ্চরশ্চোর্ব্বরীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥১১

প্রথম অধ্যায়

[মন্বন্তরবিবরণ ।]

মৈত্রেয় মহর্ষি পরাশরকে বলিলেন,—আপনি আমার গুরু; আপনি আমার নিকটে পৃথিবী ও সমুদ্র প্রভৃতির সংস্থিতি, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। দেবপ্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের ও পশু পক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিজাত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং ধ্রুব-প্রহ্লাদচরিত, বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। হে গুরুদেব! আপনি অশেষ মন্বন্তর এবং ইন্দ্রদেব প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরের অধিপতিদিগের বিবরণ যথাক্রমে বলুন, আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৪

পরাশর বলিলেন, যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে ও যে সকল মন্বন্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট যথাযথ বলিতেছি। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম রৈবত মনু এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু—এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্যতনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুবনামে যে প্রথম মনু হন, তাঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে যাঁহারা দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি। অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর (অধিকার) এবং সেই সময়ের মন্বন্তরাধিপতিসমূহ, দেব ও ঋষিগণ এবং তাঁহাদের পুত্রাদির বিষয় বলিতেছি। মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হন; আর মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্দ্র হন। তৎকালে ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও ঊর্ব্বরীবান্,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হন।৫-১১

চৈত্র-কিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাঃ স্বারোচিষস্য তু।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ ॥১২
তৃতীয়ে ত্বন্তরে ব্রহ্মন্ ঔত্তমির্নাম যো মনুঃ।
সুশান্তির্নাম তত্রেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীৎ সুরেশ্বরঃ ॥১৩
সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাশ্চাসন্ প্রতর্দ্দনাঃ।
বশবর্ত্তিনশ্চ পঞ্চৈতে গণা দ্বাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৪
বসিষ্ঠতনয়াস্তত্র সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্।
অজঃ পরশুদিব্যাদ্যাস্তস্যোত্তমিমনোঃ সুতাঃ ॥১৫
তামসস্যান্তরে দেবাঃ সুরূপা হরয়স্তথা।
সত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥১৬
শিবিরিন্দ্রস্তথা চাসীদ্ যজ্ঞোপলক্ষণঃ।
সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেষাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥১৭
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বনকস্তথা।
পীবরশ্চর্ষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥১৮
নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জানুজঙ্ঘাদয়স্তথা।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥১৯
পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় রৈবতো নাম নামতঃ।
মনুর্বিভুশ্চ তত্রেন্দ্রো দেবাংশ্চৈবান্তরে শৃণু ॥২০
অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সুমেধসঃ।
এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥২১
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥২২
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্র তত্রাসন্ রৈবতেঽন্তরে।
বলবন্ধুঃ সুসম্ভাব্যঃ সত্যকাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥২৩
নরেন্দ্রাঃ সুমহাবীর্য্যা বভূবুর্মুনিসত্তম ॥২৪
স্বারোচিষোঽথৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥২৫
বিষ্ণুমারাধ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ব্রতঃ।
মন্বন্তরাধিপানেতান্ লব্ধবান্ বংশরক্ষকান্ ॥২৬
ষষ্ঠে মন্বন্তরে প্রাপ্তে চাক্ষুষস্যাপ্যথো মনুঃ।
মনোস্তবস্তথৈবেন্দ্রো দেবানপি নিবোধ মে ॥২৭

স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি। তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা কহিলাম। এখন ঔত্তমিনামকীয় তৃতীয় মন্বন্তরের কথা শুন। হে ব্রহ্মন্! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র দেবগণের রাজা হন। সে সময় সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী—এই পঞ্চ দেবগণের নাম, এই পাঁচটি গণে—প্রত্যেকে বারটি করিয়া ছিলেন, এরূপ কথিত আছে। এই মন্বন্তরে সাতজন বসিষ্ঠতনয় সপ্তর্ষি হন। ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য ইত্যাদি। তামসনামক মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা হন। ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময় শিবি-রাজা শতযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। তখন যাঁহারা সপ্তর্ষি হন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর। ইঁহারা তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি, শান্ত-হয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস-মনুর অতিশয় বলশালী পুত্রেরা রাজা হন। মৈত্রেয়! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন। তৎকালে বিভু ইন্দ্র হন; সে সময় যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। অমিতাভ, ভূতরজঃ, বৈকুণ্ঠ, ও সুমেধাগণ, ইঁহারা দেবগণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি, রৈবত মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম,—বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য এবং সত্যক প্রভৃতি। হে মুনিসত্তম! ইঁহারা অতিশয় বলশালী রাজা ছিলেন।১২-২৪

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত,—এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া বীরবংশে এই মন্বন্তরের অধিপতিগণকে লাভ করেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে

আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাশ্চ পৃথুগাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহাত্মভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতেঽপ্যষ্টকা গণাঃ ॥২৮
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মান্নুত্তমো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষণঃ ॥২৯
ঊরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নপ্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্ ॥৩০
বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে ॥৩১
আদিত্য-বসু-রুদ্রাস্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে।
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয় ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৩২
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোঽথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥৩৩
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ ॥৩৪
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ॥৩৫
বিষ্ণুশক্তিরনৌপম্যা সর্ব্বোদ্রিক্তা স্থিতৌ স্থিতা।
মন্বন্তরেষশেষেষু দেবত্বেনাধিতিষ্ঠতি ॥৩৬
অংশেন তস্য জজ্ঞেঽসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
আকূত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেঽন্তরে ॥৩৭
ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেঽন্তরে।
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ ॥৩৮
ঔত্তমে ত্বন্তরে চৈব তুষিতস্য পুনঃ স বৈ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যাঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥৩৯
তামসস্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভিঃ সার্দ্ধং হরিরেব বভূব হ ॥৪০
রৈবতেঽপ্যন্তরে দেবঃ সম্ভূত্যাং মানসোঽভবৎ।
সম্ভূতৈ রাজসৈঃ সার্দ্ধং দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥৪১
চাক্ষুষে চান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দেবতৈঃ সহ ॥৪২
মন্বন্তরে তু সম্প্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজঃ।
বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥৪৩

চাক্ষুষ-নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব ইন্দ্র হন এবং যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও দেবগণ—এই মহাত্মভব পাঁচটি গণ তখন দেবতা হন। ইঁহাদের প্রত্যেকে আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হন। ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্নপ্রমুখ মহাবলশালী চাক্ষুষ-মনুপুত্রগণ তখন রাজা হন। হে বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বিদ্যমান। বর্ত্তমানে সূর্য্যের পুত্র মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছেন। হে মহামুনে! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি।২৫-৩২

বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ,—ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান্—এই নয়টী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক। এক্ষণে উপমারহিত বিষ্ণুশক্তি সত্ত্বগুণে উদ্রিক্ত। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোকসকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকালে আকূতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে যজ্ঞ এবং মানসদেব উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ-মন্বন্তরকালে ঊরু অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঔত্তমমন্বন্তর-কালে ঐ তুষিত সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামসমন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন।৩৩-৪০

রৈবত-মন্বন্তর সময়ে রাজসগণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানসনামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥৪৪
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমন্বন্তরেষু বৈ।
সপ্তাথবাভবন্ বিপ্র যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥৪৫
যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাৎ স প্রোচ্যতেবিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥৪৬

সর্ব্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ
সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যো যত্রিদশেশভূতো
বিষ্ণোরংশেনাস্য বিভূতয়স্তাঃ ॥৪৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিলেন। হে দ্বিজ! বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিষ্কণ্টক করত দেবরাজকে তাহা প্রদান করেন। হে বিপ্র! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি-সকল বিশ্বেই প্রবিষ্ট—এইজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক বিশ্ধাতু হইতেই বিষ্ণু এই পদটী সাধিত। সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত মনু-সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র, এবং সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি ।৪১-৪৭

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সাবর্ণ্যাদিমন্বন্তরকথনম্, কল্পপরিমাণঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।
প্রোক্তান্যেতানি ভবতা সপ্ত মন্বন্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥১

পরাশর উবাচ।
সূর্য্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥২

অসহন্তী তু সা ভর্ত্তুস্তেজশ্ছায়াং ন্যযোজয়ৎ বৈ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণেঽরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥৩
সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ ছায়ায়ামাত্মরূপিণম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ ॥৪
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা সদা।
তদাস্যোরসি বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যম-সূর্য্যয়োঃ ॥৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

[সাবর্ণ্যাদি মন্বন্তর কথন এবং কল্পপরিমাণ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত মন্বন্তরের বিষয় কহিলেন। এখন ভবিষ্য সপ্ত-মন্বন্তরের আখ্যান কীর্ত্তন করুন। পরাশর বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়াকে সূর্য্য পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হে মুনে! এই সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটী সন্তান উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া

ততো বিবস্বানাখ্যাতে ভয়েবারণ্যসংস্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্ ॥৬
বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবধাবিনৌ।
জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ ॥৭
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্ম্মা চকার হ ॥৮
ভ্রমিমারোপ্য সূর্য্যস্য তস্য তেজোবিশাতনম্।
কৃতবানষ্টমং ভাগং ন বাশাতয়তাব্যয়ম্ ॥৯
যৎ সূর্য্যাদ্ বৈষ্ণবং তেজঃ শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
জাজ্বল্যমানমপতৎ তদ্ভূমৌ মুনিসত্তম ॥১০
ত্বষ্টৈব তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চৈব রুদ্রস্য শিবিকাং ধনদস্য চ ॥১১
শক্তিং গুহস্য দেবানামন্যেষাঞ্চ যদায়ুধম্।
তৎ সর্ব্বং তেজসা তেন বিশ্বকর্ম্মা ব্যকল্পয়ৎ ॥১২

ছায়াসংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মনুঃ।
পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণিস্তেন চোচ্যতে ॥১৩
তস্য মন্বন্তরং জ্ঞেয়ং সাবর্ণকমথাষ্টমম্।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়ামি তে ॥১৪
সাবর্ণিস্তু মনুর্যোঽসৌ মৈত্রেয় ভবিতা ততঃ।
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ ॥১৫
তেষাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ।
সপ্তর্ষীনপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যান্মুনিসত্তম ॥১৬
দীপ্তিমান্ গালবো রামঃ কৃপো দ্রৌণিস্তথাপরঃ।
মৎপুত্রস্তু তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ সপ্তমঃ ॥১৭
বিষ্ণুপ্রসাদাদনঘঃ পাতালাসুরগোচরঃ।
বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥১৮
বিরজাশ্চর্ব্বরীবাংশ্চ নির্ম্মোহাদ্যাস্তথাপরে।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরাঃ ॥১৯

ছায়াদেবী একটী কন্যাকে স্বামীশুশ্রূষার বিমুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর ঐ ছায়াদেবী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান করিয়া তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্রটীর নাম সাবর্ণি মনু এবং কন্যাটীর নাম তপতী। অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে শাপ দিলেন। তখন যম ও সূর্য্য উভয়েই বুঝিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন। তখন ছায়া প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করিলে সূর্য্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। অনন্তর সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। তৃতীয় পুত্রটী রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবন্ত নামে কীর্ত্তিত। ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজের প্রশমন করিলেন। তিনি সূর্য্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সূর্য্যতেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজ্বল্যমান তেজঃ ভূতলে পতিত হইল।১-১০

তখন বিশ্বকর্ম্মা ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি ঐ তেজদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান-বর্ণপ্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। সাবর্ণিমনুর অন্তরের নাম সাবর্ণিক মন্বন্তর। মহাভাগ! এক্ষণে সেই সাবর্ণিক অষ্টম মন্বন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তর শেষ হইলে সাবর্ণি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার অধিকার-কালে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন।

নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
পারা মরীচিগর্ভাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা ॥২০
ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ।
তেষামিন্দ্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো দ্বিজ ॥২১
সবলো দ্যুতিমান্ ভব্য বসুর্মেধা ধৃতিস্তথা।
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তত্রৈতে চ মহর্ষয়ঃ ॥২২
ধৃতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।
পৃথুশ্রবাদ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাস্ত্বজাঃ ॥২৩
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথা সুরাঃ ॥২৪
তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তির্নাম মহাবলঃ।
সপ্তর্ষয়ো ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুষ্ব চ ॥২৫
হবিষ্মান্ সুকৃতিঃ সত্যো মূর্ত্যাংমূর্ত্তিস্তথাপরঃ।
নাভাগোঽপ্রতিমৌজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥২৬
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ হরিষেণাদয়ো দশ।
ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্তু রক্ষিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥২৭

একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ।
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরতয়স্তথা ॥২৮
গণাস্ত্বেতে তদা মুখ্যা দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্।
একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ ॥২৯
নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ বপুষ্মান্ বিষ্ণুরারুণিঃ।
হবিষ্মাননঘশ্চৈতে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ॥৩০
সর্ব্বগঃ সর্ব্বধর্ম্মা চ দেবানীকাদয়স্তথা।
ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য তনয়াঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥৩১
রুদ্রপুত্রস্তু সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ।
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্ ॥৩২
হরিতা লোহিতা দেবাস্তথা সুমনসো দ্বিজ।
সুকর্ম্মাণশ্চ তারাশ্চ দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥৩৩
তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তিস্তপোরতিঃ।
তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চাস্যঃ সপ্তমস্তু তপোধনঃ ॥৩৪
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা।
মনোস্তস্য মহাবীর্য্যা ভবিষ্যন্তি সুতা নৃপাঃ ॥৩৫

হে মুনিসত্তম! সেই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি,—দীপ্তিমান্, গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, মৎপুত্র ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ। পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি বিষ্ণুর কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন। বিরজা অর্ব্বরীগণ্ ও নির্ম্মোহ প্রভৃতি অপর সাবর্ণমনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন।১১-১৯

হে মৈত্রেয়! দক্ষসাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা,—এই ত্রিবিধ গণ তৎকালে দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকগণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হে দ্বিজ! এই সময় মহাশক্তিশালী অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে সবল, দ্যুতিমান্, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি,—দক্ষসাবর্ণের পুত্রগণের নাম। হে মুনে! ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন। এই সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকগণে একশত করিয়া সংখ্যা। মহাবল শান্তি দেবগণের ইন্দ্র হইবেন। এই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপাংমূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ও হরিষেণাদি করিয়া ব্রহ্মসাবর্ণের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। তৎকালীন বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ,—ইঁহারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশ জন করিয়া দেবতা। এই সময় বৃষ ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর সন্তানগণ রাজা হইবেন।২০-৩১

অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন। সে সময় ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। এইকালে যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! হরিতগণ

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সূত্রামাণঃ সুধর্ম্মাণঃ সুকর্ম্মাণস্তথাপরাঃ ॥৩৬
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ।
দিবস্পতির্মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥৩৭
নির্ম্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসুকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ ॥৩৮
সপ্তর্ষয়স্ত্বিমে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ ॥৩৯
ভৌত্যশ্চতুর্দ্দশশ্চাত্র মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
শুচিরিন্দ্রঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষ্ব তান্ ॥৪০
চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা।
বচোবৃদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥৪১
অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রো মাগধোঽগ্নিধ্র এব চ।
যুক্তস্তথাঽজিতশ্চাগ্র্যো মনুপুত্রানতঃ শৃণু ॥৪২
উরুগম্ভীরবুদ্ধ্যাদ্যা মনোস্তস্য সুতা নৃপাঃ।
কথিতা মুনিশার্দ্দূল পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্ ॥৪৩

চতুর্যুগান্তে বেদানাং ভ্রাম্যতে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেতা ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ ॥৪৪
কৃতে কৃতে স্মৃতেবিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ।
দেবা যজ্ঞভুজস্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্তু তৎ ॥৪৫
ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবন্মন্বন্তরন্তু তৈঃ।
তদন্বয়োদ্ভবৈশ্চৈব তাবদ্ভূঃ পরিপাল্যতে ॥৪৬
মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ সুতাঃ।
মন্বন্তরে ভবন্ত্যেতে সর্গৈঃ সর্গাধিকারিণঃ ॥৪৭
চতুর্দ্দশভিরেতৈস্তু গতৈর্মন্বন্তরৈর্দ্বিজ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ॥৪৮
তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেষাহিবপুরাপ্লবে ॥৪৯
ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রস্ত্বা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
স্বমায়াসংবৃতো বিপ্র সর্ব্বভূতো জনার্দ্দনঃ ॥৫০
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথা পূর্ব্বং তথা পুনঃ।
সৃষ্টিং করোত্যব্যয়াত্মা কল্পে কল্পে রজোগুণঃ ॥৫১

লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ—এই পঞ্চ গণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া দেবতা। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর মহাবল-শালী পুত্রেরা রাজা হইবেন। হে মুনে! রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সূত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা। মহাতেজস্বী দিবস্পতি ইঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর; চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি, ইঁহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন। হে মৈত্রেয়। যিনি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম ভৌত্য। এই মন্বন্তরে শুচি—ইন্দ্র হইবেন, তৎকালীন দেবতাগণের নাম শ্রবণ কর।৩২-৪০

চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচো-বৃদ্ধগণ,—ইঁহারাই দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ কর। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্বন্তরীয় মনুপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। উরু, গম্ভীর, বুদ্ধ ইত্যাদি ইঁহারা সকলে পৃথিবীপতি হইবেন। প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদবিপ্লব হয়; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রবর্ত্তিত করেন। হে বিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যাদিযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক্ হন। মনুপুত্র ও তাঁহার বংশধরগণ এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীপালন করিয়া থাকেন। মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইঁহারা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয়। অনন্তর ঐ

মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
সাত্ত্বিকোঽংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম ॥৫২
চতুর্যুগেঽপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎ শৃণু ॥৫৩
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥৫৪
চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্ত্রয়ম্ ॥৫৫
বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥৫৬
বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্ত কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥৫৭
এবমেষ জগৎ সর্ব্বং পরিপাতি করোতি চ।
হন্তি চান্তেঽনন্তাত্মা নান্ত্যস্মাদ্ ব্যতিরেক যৎ ॥৫৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বভূতাত্মমহাত্মনঃ।
তদত্রাস্ত্র বা বিপ্র সদ্ভাবঃ কথিতস্তব ॥৫৯
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি কথিতানি ময়া তব।
মন্বন্তরাধিপাশ্চৈব কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৬০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ। সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলবিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন ॥৪১-৪৯

হে বিপ্র! ভগবান্ আদি-বিভু সর্ব্বভূতের আশ্রয় জনার্দ্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ আশ্রয় করত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,—ইঁহারা সকলেই বিভুর ভুবনস্থিতি-কারক সাত্ত্বিক অংশ। হে মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তিস্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিস্তার করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সেই হরি এই প্রকার বেদব্যাসরূপে বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির শেষে কল্কিরূপ গ্রহণকরত দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্ত-স্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন; সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই। হে বিপ্র! ইহলোকে বা পরলোকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যত পদার্থ আছে, তাহা সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন, ইহা তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মন্বন্তর ও মন্বন্তরাধিপতিগণের বৃত্তান্ত তোমায় বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিব? ৫০-৬০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[বেদব্যাসস্যাষ্টাবিংশতিনামকথনম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ব্রহ্মন্ যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ ।
বিষ্ণুর্বিষ্ণো বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ ॥১
এতত্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মনা ।
বেদব্যাসস্য রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে ॥২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহামুনে ।
তং তমাচক্ষ্ব ভগবন্ ! শাখাভেদাংশ্চ মে বদ ॥৩

পরাশর উবাচ ।

বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ ।
ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তম্ ॥৪
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে ।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥৫
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥৬
যস্মা স কুরুতে তস্মা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ ।
বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্ধরণীবিষয়ঃ ॥৭
যস্মিন্ মন্বন্তরে যে যে ব্যাসাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে ।
যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনে ॥৮
অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥৯
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সত্তম ।
চতুর্দ্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥১০
দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা ।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

[বেদব্যাসের অষ্টাবিংশতি নাম কথন ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ ; বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে এবং সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই ; এইবিষয় পূর্ব্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরন্তু হে ভগবন্ মহামুনে। কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং বেদশাখা সকলের কত প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়। বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র-প্রকার শাখা ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা অসম্ভব, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর। হে মহামুনে। ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য, তেজ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস। হে মুনে ! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সকল দ্বাপরযুগেই মহর্ষিগণ পুনঃপুনঃ অর্থাৎ আটাশবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! প্রতি দ্বাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি ।১-১০

এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস

তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে চ বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥১২
সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বসিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥১৩
একাদশে তু ত্রিবৃষা ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো বপ্রী চাপি চতুর্দ্দশে ॥১৪
ত্রয্যারুণঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণঞ্জোঽষ্টাদশে স্মৃতঃ ॥১৫
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।
গৌতমাদুত্তমো ব্যাসো হর্য্যাত্মা যোঽভিধীয়তে ॥১৬
অথ হর্য্যাত্মনো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবাস্ততঃ।
সোমশুষ্মায়নস্তস্মাৎ তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥১৭
ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।
তস্মাদস্মৎপিতা শক্তির্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে ॥১৮
জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥১৯

একো বেদশ্চতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু।
ভবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ ॥২০
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥২১
প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥২২
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎ কারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥২৩
অগাধপারমক্ষয্যং জগৎ সম্মোহনালয়ম্।
সম্প্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥২৪
সাঙ্খ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনাম্।
যত্তদব্যক্তমমৃতং প্রকৃতং ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥২৫
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহ্যমব্রহ্ম শস্যতে।
অবিভাগং তথা শুক্লমক্ষরং বহুধাত্মকম্ ॥২৬

হন। এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণঞ্জ্য, ঊনবিংশে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পর বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা, হর্য্যাত্মার পর দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোমশুষ্মার গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্ব্বিংশে ভৃগুবংশীয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশে আমি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস। ইঁহারাই প্রত্যেক দ্বাপরযুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে, ভবিষ্য দ্বাপরযুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন।১১-২০

'ওঁ' এই একাক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত। এই ওঁকার বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এইজন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—ইহারা প্রণবরূপ ব্রহ্মে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঁকার—ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ, এই হেতু ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ ও পরমগুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। তিনি অনন্তগুণ, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন-কারী তমোগুণের আধার, তিনি সম্যক্‌প্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের (ভোগ ও মোক্ষরূপ) প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। তিনি সাঙ্খ্যদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় যাঁহাদের সংযত, তিনি তাঁহাদিগের গতি অর্থাৎ আত্ম অনাত্ম বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত

পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।
যদ্রূপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ ॥২৭
এতদ্ ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।
সর্ব্বভূতেষভেদোঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ ॥২৮
স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥২৯
স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥৩০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্য কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান, তিনি বিভাগরহিত, তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শূন্য এবং বহুস্বরূপ। পরমাত্ম-স্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার। এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা ভিন্ন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্নভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। তিনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ; তিনি দেহিগণের আত্মস্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখারচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত।২৯-৩০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[বেদব্যাসমহাত্ম্য-বেদবিভাগবর্ণনম্।]

আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
ততো দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বকামধুক্ ॥১
ততোঽত্র মৎস্যতো ব্যাসো দ্বাষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥২
যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যস্তা ব্যাসৈস্তথা ময়া ॥৩
তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম।
চতুর্যুগেষ্বারচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥৪

চতুর্থ অধ্যায়

[বেদব্যাসের মাহাত্ম্য ও বেদবিভাগ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ-প্রভৃতি চতুর্বিধ ভেদসমন্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রকার কামনাপূর্ণকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশটি যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত দেখিয়া আমার পুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্যান্য

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥৫
তেন ব্যস্তা যদা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
দ্বাপরে হ্যত্র মৈত্রেয় তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥৬
ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥৭
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥৮
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ।
সুমন্তস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্ বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥৯
রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥১০
এক আসীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভির্হৌত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥১২
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥১৩
রাজ্ঞস্তথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি ॥১৪
সোঽয়মেকো মহাবেদতরুস্তেন পৃথক্কৃতঃ।
চতুর্ধা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননম্ ॥১৫
বিভেদ প্রথমং বিপ্র পৈল ঋগ্বেদপাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাষ্কলায় চ সংহিতে ॥১৬
চতুর্থী স বিভেদাথ বাষ্কলির্দ্বিজ সংহিতাম্।
বৌধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্তু শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥১৭
বৌধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্ যাজ্ঞবল্ক্য-পরাশরৌ।
প্রতিশাখান্তু শাখায়াস্তস্যান্তে জগৃহুর্মুনে ॥১৮

বেদব্যাসকৃত ও আমি পূর্ব্বে বেদ বিভাগ করিয়াছিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্যুগে বেদসকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে? মৈত্রেয়! দ্বাপরযুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে, তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি ব্যাসদেব,—পৈল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবকরূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।১-১০

পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তাহার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋগ্বেদ দ্বারা হৌত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা মুনি বেদব্যাস ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন। তৎপরে তিনি ঋগ্বেদসকল উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদসংহিতা ও যজুঃসমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা ও সামসমুদায় উদ্ধার করিয়া সাম সংহিতা সঙ্কলিত করিলেন। হে মৈত্রেয়! অথর্ব্ববেদে রাজগণের কর্ম্মসমুদায় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করিলেন। বেদব্যাস এইরূপে মহাবেদতরুকে বিভক্ত করিলে, ঐ বেদসকল শাখা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিণত হইল। হে বিপ্র! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋগ্বেদরূপ বৃক্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। হে দ্বিজ! মহামুনি বাষ্কলিও ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরনামক শিষ্য-

ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।
মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা ॥১৯
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্য পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্ যযৌ।
বেদমিত্রস্তু সাকল্যঃ সংহিতাং তামধীতবান্ ॥২০
চকারঃ সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥২১
মুদ্গলো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয় সুমহামুনিঃ ॥২২
সংহিতাস্ত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূণিরথেতরম্।
নিরুক্তমকরোৎ তুরীয়ঞ্চতুর্থং মুনিসত্তম ॥২৩
ক্রোঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বদ্ বলাকশ্চ মহামতিঃ।
নিরুক্তকৃচ্চতুর্থোঽভূদ্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥২৪
ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঽপ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম।
বাস্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ দ্বিজ ॥২৫
শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ কথাজবঃ।
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ সংহিতা নৈঃ প্রবর্তিতাঃ ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

চতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মহাত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য-প্রশিষ্যে বেদমিত্র সাকল্যও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন।১১-২০

পরে তিনি ঐ শাখা হইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর;—মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য। ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূণি অপর তিনটী সংহিতা রচনা করিলেন।তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহর্ষি কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতাসকল প্রবর্তিত হইয়াছে।২১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[যজুর্ব্বেদশাখাবিভাগঃ, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত-সূর্য্যস্তুতিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশমহামতিঃ ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ ॥১
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূদ্ ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ ।
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা ॥২
ঋষির্যোঽস্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি ।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥৩
পূর্ব্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োঽভূৎ কৃতো দ্বিজ ।
বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥৪
স্বস্ত্রীয়ং বালকং সোঽথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ ॥৫
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্ ।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা ॥৬
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্ ॥৭
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক ॥৮
নিস্তেজসো বদন্যেতান্ যত্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্ ।
তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা ॥৯
যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ ভক্ত্যৈতত্তে ময়োদিতম্ ।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ ॥১০

পঞ্চম অধ্যায়

[যজুর্ব্বেদশাখা বিভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সূর্য্যস্তব ।]

পরাশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা প্রণয়ন করিলেন। তিনি সেই সমুদায় শাখা বহু শিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাতপুত্র পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যনামা শিষ্য সর্ব্বদা গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে, আমাদের এই মহামেরুস্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্তরাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই এই নিয়ম পালন করেন, কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন। পরে তিনি ঐ শাপক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন। তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে শিষ্যগণ। তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা-পাতকবিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, ইহাতে কোন বিচার করিও না। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইঁহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব। মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া—রোষপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন,—অরে বিপ্রগণের অবমাননকারিন্! তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর। যে শিষ্য তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে নিস্তেজ বলিতেছ, আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তোমার ন্যায় সেই শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে দ্বিজ! অপমাতে ভক্তি আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য বলিয়াছি। আমারও আপনার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন ।১-১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ গুরবে চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥১১
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্ত তে ততঃ ॥১২
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈঃ।
চরকাধ্বর্য্যবস্তে তু চরণাত্মুনিসত্তম ॥১৩
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয় প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ ॥১৪

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ ॥১৫
নমোঽগ্নীসোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌম্নমুরু বিভ্রতে ॥১৬
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালজ্ঞানাত্মনে নমঃ।
ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে ॥১৭
বিভর্ত্তি যঃ সুরগণানাপ্যায়েন্মুং স্বরশ্মিভিঃ।
সুধায়তেন চ পিতৃন্ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ ॥১৮
হিমাসূর্বর্ষগৃহ্ণীনাং কর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে ॥১৯
যো হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎপতিঃ।
সত্ত্বধামধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে ॥২০
সৎকর্ম্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্।
যস্মিন্নুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে ॥২১
স্পৃষ্টো যদংশুভির্লোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোঽভিজায়তে।
পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুক্লাত্মনে নমঃ ॥২২
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে।
আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ ॥২৩

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া রুধিরাক্ত সাকার যজুর্ব্বেদ উদ্গিরণ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তিত্তিরপক্ষিরূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এই জন্য উক্ত যজুর্ব্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে অভিহিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে বিখ্যাত হইল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাঁহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্, যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণ স্বরূপ, যিনি সুষুম্নসংজ্ঞক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার। যিনি কলাকাষ্ঠানিমেষাদির জ্ঞান-কারণ ধ্যেয় ও বিষ্ণুস্বরূপ, সেই পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার। যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করত সুধারূপ অমৃতদ্বারা পিতৃগণের পরিতৃপ্তি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকাল স্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি একাকী এই জগতের তিমিররাশি দূর করেন, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার।১১-২০

যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না এবং জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। মানবগণ যাঁহার কিরণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুক্লস্বভাব সেই দিবাকরকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার। যাঁহার চক্ষুঃ সমুদয় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময় ও অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার। পরাশর বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকারে স্তব করিলে পর সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—তোমার

হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধাম্নিঃ।
বহন্তি ভুবনালোকিচক্ষুষং তং নমাম্যহম্ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈ রবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ত্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতম্ ॥২৫

যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্।
যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ ॥২৬

এবমুক্তো যদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্‌গুরুঃ ॥২৭
যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাখ্যঃ সোঽভবদ্ যতঃ ॥২৮
শাখাভেদাস্তু তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্।
কাণ্বাদ্যাস্তু মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিতাঃ ॥২৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার গুরুও যাহা জানেন না, ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন। পরাশর বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ সূর্য্য যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, তাদৃশ অযাতযামনামক যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এই অযাতযামনামক যজুর্ব্বেদ অধীত হয়, তাঁহারা বাজি (অশ্ব) রূপ সূর্য্যপ্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; কারণ, এই বেদদান-কালে ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ! এই বাজিপ্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্বপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখাসকলের প্রবর্ত্তক।২১-২৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[সামাথর্ব্ববেদশাখাবিভাগঃ, পুরাণনাম-লক্ষণাদিনিরূপণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

সামবেদতরোঃ শাখা ব্যাসশিষ্যৈঃ স জৈমিনিঃ।
ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তন্মম ॥১
সুমন্তুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুকর্ম্মাস্যাপ্যভূৎ সুতঃ।
অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥২
সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎসুতস্ততঃ।
চকার তস্য তচ্ছিষ্যৌ জগৃহাতে মহামতী ॥৩
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম।
উদীচ্যসামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥৪
হিরণ্যনাভাৎ তাবত্যঃ সংহিতা যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
গৃহীতাস্তেঽপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ ॥৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

[সাম ও অথর্ব্ববেদের শাখা বিভাগ এবং পুরাণের নাম ও লক্ষণাদি নিরূপণ।]

পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয়! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখাসকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ও সুকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনিদ্বয় জৈমিনিসকাশে এক এক সাম-বেদ শাখা অধ্যয়ন করিলেন। সুমন্তু ও তৎপুত্র সুকর্ম্মা ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্রপ্রকার সংহিতার বিভাগ করিলেন।

লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুলীদির্লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যাস্তন্ত্রৈস্তৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥৬
হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ।
প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥৭
তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভির্বহুলীকৃতঃ ॥৮
অথর্ব্বণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥৯
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্ দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥১০
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম ॥১১
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা বৈদ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥১২
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে ॥১৩
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ ॥১৪
চতুর্থঃ স্যান্তিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥১৫
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥১৭
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ সট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥১৮
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥১৯

হে দ্বিজোত্তম। পরে সুমন্তুপুত্র সুকর্ম্মার মহামতি শিষ্যদ্বয় —কৌশল্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশ সখ্যক শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে যে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে, তাহা ঔদীচ্যসাম বলিয়া জানিবে। ইঁহারা (ঐ পঞ্চদশ শিষ্য) ঔদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্যসামগ বলিয়া থাকেন। লোকাক্ষি, কুথুমি, কুলীদি ও লাঙ্গলি—ইঁহারা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইঁহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা রচিত হইয়াছে। কৃতি নামে হিরণ্যনাভের একজন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য ছিলেন, তিনি চতুর্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। কৃতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। এক্ষণে অথর্ব্ববেদের শাখা সকল বলিতেছি। অমিততেজস্বী মুনি সুমন্তু কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান ।১-১০

মৌদগ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ—ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য। হে দ্বিজ! পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটী শাখা বজ্রকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান। সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্র-কল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প—এই পাঁচ ভাগ সংহিতাসকলের বিকল্পক এবং অথর্ব্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তৎপরে পুরাণবিষয়ে বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-শুদ্ধির সহিত পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপসংজ্ঞক অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন—ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূলসংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! সেই তিন ও সূতকথিত সংহিতা

চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে ॥২০
আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥২১
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অন্যান্যনারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥২২
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্ ॥২৩
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ॥২৪
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥২৫
যদেতৎ তব মৈত্রেয় পুরাণং কথ্যতে ময়া।
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্ ॥২৬
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু।
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষ্বেব সত্তম ॥২৭

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥২৮
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥২৯
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥৩০
ইতি শাখাঃ প্রসংখ্যাতাঃ শাখাভেদাস্তথৈব চ।
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥৩১
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ।
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে দ্বিজ ॥৩২
এতৎ তবোদিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
মৈত্রেয় বেদসম্বন্ধং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে শাখাভেদো নাম ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

রোমহর্ষণিকা—এই চারি সংহিতার সারগ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণু-পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছি অর্থাৎ সেই চারি সংহিতায় বিষ্ণুপুরাণের তত্ত্ব যেরূপ আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই পুরাণে প্রকাশিত হইয়াছে।১১-২০

ব্রাহ্মপুরাণ সমুদয় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন,—পুরাণসকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত (এক এক বংশজাত রাজগণের চরিত্র) এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।২১-২৫

হে মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে। হে সত্তম! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র—এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র—এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলাইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়। ঋষি প্রধানতঃ ত্রিপ্রকার। প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি এবং তৃতীয় রাজর্ষি। এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা ও শাখাভেদের কারণ বলিলাম। প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপে বেদের শাখাভেদ হয়। প্রাজাপত্য শ্রুতি অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র। হে মৈত্রেয়! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে অন্য কি বিষয় বলিব? ২৬-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[যমগীতা।]

মৈত্রেয় উবাচ।

যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া দ্বিজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥১
সপ্ত দ্বীপানি পাতাল-বীথ্যশ্চ মুমহামুনে।
সপ্ত লোকা যেঽন্তরস্থা ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সর্ব্বতঃ ॥২
স্থূলৈঃ সূক্ষ্মস্তথা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা।
স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥৩
অঙ্গুলস্যাষ্টভাগোঽপি ন সোঽস্তি মুনিসত্তম।
ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥৪
সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবান্ কিল।
আয়ুষোঽন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥৫
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥৬
সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ন ভবন্তি নরা যেন তৎ কর্ম্ম কথয়ামলম্ ॥৭

পরাশর উবাচ।

অয়মেব মুনে প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা।
পৃষ্টঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুষ্ব মে ॥৮

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা সমাগতো বৎস সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ।
স মামুবাচ পৃষ্টো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥৯
তেনাখ্যাতমিদঞ্চেদমিত্থঞ্চৈতদ্ভবিষ্যতি।
তথাচ তদভূদ্ বৎস যথোক্তং তেন ধীমতা ॥১০
স পৃষ্টশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্দধানবতা দ্বিজঃ।
যদ্ যদাহ ন তদ্দৃষ্টমন্যথা হি ময়া ক্বচিৎ ॥১১

সপ্তম অধ্যায়

[যমগীতা।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমি আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল শ্রেণি এবং সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ! এক অঙ্গুলির অষ্টভাগের এক ভাগ প্রমাণ অর্থাৎ যবোদরপ্রমাণ এমন স্থানও দেখা যায় না, যেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে। ভগবন্! আয়ুঃ শেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয় ও পরে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পাপভোগ শেষ হইলে তাহারা দেবাদি শরীর গ্রহণ করে,—শাস্ত্রের ইহাই নিশ্চয়। মনুষ্যগণ যে কি প্রকার কর্ম্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না, আমি সেই নির্ঘণ কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি তাহা বলুন।১-৬

পরাশর বলিলেন,—মুনে! মহাত্মা নকুল পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—হে বৎস! কলিঙ্গদেশোদ্ভব আমার এক ব্রাহ্মণ সখা এক দিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। বৎস নকুল! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল।৭-১০

একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্ ভবতোদিতম্।
প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্বচঃ ॥১২
জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো মম।
সমকিঙ্করয়োর্যোঽভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥১৩

কালিঙ্গ উবাচ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥১৪
অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমেন মমাপি বিষ্ণুঃ ॥১৫
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ
কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভি-
র্হরিরখিলাভিরদীর্য্যতে তথৈকঃ ॥১৬
ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে
পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা।
সুরপশুমনুজাপ্লবস্তথান্তে
গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন ॥১৭
হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥১৮
ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী
যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো সমস্তধাতু-
র্ভবতি হরেঃ খলু কাদৃশোঽস্য ভক্তঃ ॥১৯

আমি শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার সেই কলিঙ্গদেশোদ্ভব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতিস্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন, তাহা সকলই অব্যভিচারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য)। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কলিঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,—পূর্ব্বে যম ও যম-কিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার কাছে বলেন ; এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। কলিঙ্গদেশবাসী বলিলেন,—পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন,—মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও ; যেহেতু, আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু। দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিধাতা লোকের পাপপুণ্য-বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন! আমি গুরুস্বরূপ হরির অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি ; যেহেতু, হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহুরূপে কীর্ত্তিত। বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণুসমষ্টি পৃথিবীর (সূক্ষ্মাংশ) সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণক্ষোভজনিত সুরাসুরমনুজাদিও প্রলয়কালে সেই সর্ব্বগুণপ্রভু সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হয়। দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগতপাপ পুরুষকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও। পাশহস্ত যমদূত ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—বিভো! কিরূপে কোন্ প্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন, তাহা বলুন। যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্‌বর্গে ও বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন ; যিনি

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥২০

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলযতের্মলিনীকৃতোঽন্তমোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্ ॥২১

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥২২

স্ফটিকগিরিনিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ।
নহি তুহিনমযূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥২৩

বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥২৪

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥২৫

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণা-
মনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥২৬

হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে
হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা।
তদঘমখবিধাতকর্তৃভিন্নং
ভবতি কথং সতি চাস্কারমর্কে ॥২৭

পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও অতি নির্ম্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।১১-২০

যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা মলিন হয় না, যিনি মোহশূন্যহৃদয়ে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষপ্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। স্ফটিকগিরির ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণু বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদিদোষ কলুষিত হৃদয়ই বা কোথায়? এ উভয়ের অনেক অন্তর (পার্থক্য)। চন্দ্রকিরণসমূহে কখনই হুতাশনদীপ্তিজাত উগ্রতা থাকে না অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারেনা। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত, মাৎসর্য্যরহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়ভাষী ও হিতবাদী এবং অভিমান ও মায়ারহিত, তাঁহার হৃদয়েই বাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে। হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই; এবংবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও। শঙ্খ-খড়্গ-গদাধারী অব্যয়াত্মা ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা সকল পাপই পাপ-বিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়; কারণ, সূর্য্য থাকিতে কখন অন্ধকার থাকিতে পারেনা। যে পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগণের হিংসা করে, যে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে,

হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভমনিতরুর্ম্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতের্হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥২৮
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।
ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং
মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য ॥২৯
পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপধাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং
তমধমচেষ্টমবৈহি নাস্য ভক্তম্ ॥৩০
অশুভমতিরসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ
সততমনার্য্যবিশালদঙ্গমত্তঃ
অনুদিনকৃতপাপবদ্ধযত্নঃ
পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥৩১

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥৩২
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥৩৩
বদতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽস্মলোক্যঃ ॥৩৪

কালিঙ্গ উবাচ।

ইতি নিজভটশাসনায় দেবো
রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধর্ম্মরাজঃ।

যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্ম্মল নহে, অমঙ্গল কার্য্যে যাহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারে না, যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দুক যে অসাধু, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন না। যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট পিতামাতার নিকট কিম্বা ভৃত্যবর্গের নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থতৃষ্ণা করে, সেই অধমস্বভাব ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে জানিবে। যে ব্যক্তির মন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষপশু বাসুদেবের ভক্ত নয়। ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, এই সকল জগৎ এবং আমিও বাসুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি যাঁহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে।২১-৩২

হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও,—যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপরহিত ব্যক্তিগণকে দূর হইতেই পরিহার করিও। যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিকুণ্ঠচক্রপ্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্য্য বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য। কলিঙ্গবাসী কহিলেন,—হে কুরুবর। দেব রবিতনয় ধর্ম্মরাজ নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই আতিথ্য মুনি আমাকে ঐ কথা

মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং
কুরুবর সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥৩৫

ভীষ্ম উবাচ।

নকুলৈতন্মমাখ্যাতং পূর্ব্বং তেন দ্বিজন্মনা।
কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা সুমহাত্মনা ॥৩৬

ময়াপ্যেতদ্‌যথাখ্যায়ং সম্যগ্‌বৎস তবোদিতম্।
যথা বিষ্ণুমৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে ॥৩৭

কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ।
সমর্থাস্তস্য সদ্ভাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥৩৮

পরাশর উবাচ।

এতন্মুনে তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যৎ।
তৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে যমগীতা নাম
সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম। ভীষ্ম বলিলেন,—হে নকুল! পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত সুমহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। বৎস! অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসারসাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ কর্ত্তা কেহ নাই। যাহার হৃদয় সকল সময়েই কেশবকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিঙ্কর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই ।৩৫-৩৮

পরাশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রশ্ন প্রসঙ্গে ভীষ্মকীর্ত্তিত যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৩৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং ফলশ্রুতি-চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম-কথনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ।
মামাখ্যাহি জগন্নাথো বিষ্ণুরারাধ্যতে যথা ॥১
আরাধিতাশ্চ গোবিন্দাদারাধনপরৈর্নরৈঃ।
যৎ প্রাপ্যতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে ॥২

পরাশর উবাচ।

যৎ পৃচ্ছতি ভবানেতৎ সগরেণ মহাত্মনা।
ঔর্ব্ব আহ যথা পৃষ্টস্তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥৩
সগরঃ প্রণিপত্যেদমৌর্বং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্।
বিষ্ণোরারাধনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম ॥৪

অষ্টম অধ্যায়

[শ্রীবিষ্ণু পূজার ফলশ্রুতি ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম কথন।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাঁহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করেন? হে মহামুনে! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফল লাভ করেন? ইহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন,—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঔর্ব্ব

ফলকারাধিতে বিষ্ণৌ যৎ পুংসামভিজায়তে ।
স চাহ পৃষ্টো যত্নেন তন্মৈত্রেয়াখিলং শৃণু ॥৫

ঔর্ব্ব উবাচ ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্ ।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্ ॥৬

যদ্‌যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে ।
তৎ তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপি বা ॥৭

যৎ তু পৃচ্ছসি ভূপাল কথমারাধ্যতে হি সঃ ।
তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে ॥৮

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥৯

যজন্ যজ্ঞান্ গজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ ।
হংস্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ ॥১০

তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণা ॥১১

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে ।
স্বধর্ম্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥১২

পরাপবাদং পৈশুন্যমনৃতঞ্চ ন ভাষতে ।
অন্যোদ্বেগকরঞ্চাপি তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৩

পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্ ।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৪

ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোঽন্যাংশ্চ দেহিনঃ ।
যো মনুষ্যো মনুষ্যেন্দ্র তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৫

দেবদ্বিজগুরূণাং যঃ শুশ্রূষাসু সদোদ্যতঃ ।
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর ॥১৬

যথাত্মনি চ পুত্রে চ সর্ব্বভূতেষু যস্তথা ।
হিতকামো হরিস্তেন সর্ব্বদা তোষ্যতে সুখম্ ॥১৭

যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি—শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! সগর ভৃগুসংশীয় ঔর্ব্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়! ঔর্ব্ব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর। ঔর্ব্ব বলিলেন,—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভূমিসম্বন্ধী মনুষ্যের মনোরথ সকল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণমুক্তিও পাওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! যে যে ফল যে পরিমাণে ইচ্ছা করা যায়, তাহা অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হে ভূপতে! কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়?" এই কথা যে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমি আপনাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বকীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেই পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন (অন্য কোন পথই) বিষ্ণুর তোষজনক নহে। হে নৃপ! যিনি অনুসারে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজন হয়, বিধিপূর্ব্বক জপ করিলে বিষ্ণুরই জপ হয় এবং অন্য কোন প্রাণীরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়।১-১০

অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করা হয়। হে ধরণীপতে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইঁহাদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয়। যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা শঠতাচরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার না করেন, যিনি এমন কোন কার্য্যই করেন না যে, তাহার দ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাঁহার উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। হে রাজন্! যিনি পরপত্নীহরণে, পরদ্রব্য গ্রহণে বা পরহিংসাকরণে মতি না করেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদকে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর! তিনিই ভগবান্

যস্য রাগাদিদোষেণ ন দুষ্টং নৃপ মানসম্।
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সর্ব্বদা ॥১৮
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম।
তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥১৯

সগর উবাচ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ।
তথৈবাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্য্য ব্রবীহি তান্ ॥২০

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
ত্বমেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥২১
দানং দদ্যাদ্ যজেদ্ দেবান্ যষ্টৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্ বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥২২
বৃত্তার্থং যাজয়েচ্চান্যানন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ ॥২৩
সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যাদ্রাহিতং কস্যচিদ্ দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥২৪
গ্রাবে রত্নে চ পাত্রেষু সমবুদ্ধির্ভবেদ্ দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব ॥২৫
দানাদি দস্যাদিস্রাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব ॥২৬
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥২৭
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো যজ্ঞাদিকর্ম্মণাম্ ॥২৮
দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্ রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থাকরো নৃপঃ ॥২৯
পাশুপাল্যং বণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥৩০

সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর! তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন। যিনি স্বকীয় পুত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতেরই মঙ্গল কামনা করেন, তিনি সুখে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। হে রাজন্! যাঁহার মন ও হৃদয় রাগাদিদোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের উপর বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। হে নৃপ! শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, অন্যপ্রকারে নহে। সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তৎসমুদায় বলুন ।১১-২০

ঔর্ব্ব বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে,—ব্রাহ্মণ দান করিবেন, যজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবেন, বেদাদি অধ্যয়ন করিবেন, নিত্য স্নান-তর্পণাদি কর্ম্মে রত থাকিবেন এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিয়া নিত্য অগ্নিহোত্রী হইবেন। ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন করিবেন ও অধ্যাপন করাইবেন, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন করিবেন, কখন কাহারও অনিষ্ট করিবেন না; কারণ, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। ব্রাহ্মণ পত্থরকীয় রত্নকে প্রস্তরতুল্য বিবেচনা করিবেন। হে রাজন্! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, বিবিধযজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন এবং অধ্যয়ন করিবেন। শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবীরক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠজীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবীপালন করাই প্রথম কল্প। ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন। সকল বর্ণের স্থিতিরক্ষক রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা অপরাপর অভীষ্টলোকপ্রাপ্ত হন। হে মনুজেশ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা পশুপালন করিবেন, বাণিজ্য ও

তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥৩১
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তদার্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্বাপি ধনৈঃ কারুত্বেন বা ॥৩২
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ ॥৩৩
ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে ॥৩৪
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মাঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা ॥৩৫
মৈত্রস্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥৩৬

আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষামেতে সামান্যলক্ষণাঃ।
গুণাংস্তথাপদ্ধর্ম্মাংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু ॥৩৭

ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্ম ন বৈ তয়োঃ ॥৩৮

সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যমুভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্ ॥৩৯

ইত্যেতে কথিতা রাজন্ বর্ণধর্ম্মা ময়া তব।
ধর্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যগ্ ব্রুবতো মে নিশাময় ॥৪০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ধর্ম্মো নাম
অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষিকর্ম্ম করিবেন। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও দান—এই তিন প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও করিবেন। শূদ্রের কর্ত্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা করিবেন; দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাচরণ করিবেন, তাহার দ্বারা আত্মপোষণ হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আত্মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারুকর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। এতদ্ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজসেবাদ্বারা ধন দ্বারা বৈশ্বদেব-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, দানাদি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভৃত্যাদির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থসংগ্রহ করা এবং ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করা কর্ত্তব্য। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্লেশসহিষ্ণুতা, অভিমান-শূন্যতা, সত্য, বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি, পরিমিত পরিশ্রম, মঙ্গল ও হিতকর কর্ম্মকারিতা, প্রিয়বাদিতা, মৈত্রী, অস্পৃহা, অকার্পণ্য এবং অনসূয়তা,—হে রাজন্! এই সমুদায় গুণ সমস্ত বর্ণের ও সকল আশ্রমের পক্ষে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া অভিহিত। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর। যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহাত্মক ব্রাহ্মণবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শস্ত্রধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্ম পশুপালন কৃষিবাণিজ্যাদিতে রত হইবেন। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন; পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবেন না। হে রাজন্! যদি কোনরূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন না; কিন্তু বিপৎকালে অন্য কোন উপায় না থাকিলে তাঁহারা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। যাহাতে চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল বলিলাম। এক্ষণে আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।২১-৪০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমচতুষ্টয়বর্ণনম্ ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ ।
গুরুগেহে বসেদ্ ভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১
শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥২
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাদ্ গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥৩
স্থিতে তিষ্ঠেদ্ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি ।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সমাচরেৎ ॥৪
তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্ বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ ।
অনুজ্ঞাতশ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্ গুরুণা ততঃ ॥৫

অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ ।
সমিদ্ফলাদিকঞ্চাস্য কল্যং কল্যমুপানয়েৎ ॥৬

গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোঽনুজ্ঞামবাপ্য বৈ ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ ॥৭
বিধিনাবাপ্তদারস্তু ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা ।
গৃহ্যকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্ ভূপাল শক্তিতঃ ॥৮

নিবাপেন পিতৃনর্চ্চেদ্ যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্ ।
অধ্যৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥৯

বলিকর্ম্মণা চ ভূতানি বাক্সত্যেনাখিলং জগৎ ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্ম্মসমর্জ্জিতান্ ॥১০

নবম অধ্যায়

[ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের বর্ণনা ।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপতে ! বালক উপনয়নের পর বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। সেখানে শুচিতা ও আচার রক্ষা করিয়া গুরুশুশ্রূষা করিবে এবং ব্রত-সমূহের আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। হে রাজন্! প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দুই সন্ধ্যা সমাহিতচিত্তে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিবে এবং উপাসনার পর গুরুকে অভিবাদন করিবে। গুরু অবস্থান করিলে শিষ্যও অবস্থান করিবে। গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! কখনও গুরুর প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরু অনুজ্ঞা করিলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে, পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে। আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ, জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে। শিষ্য এইরূপে আপনার গ্রহণযোগ্য বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। রাজন্! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া শক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্থকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। পিণ্ডদানাদি-দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথি-গণের, স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের, পুত্রোৎপত্তি দ্বারা প্রজাপতির, বলিকর্ম্মদ্বারা প্রাণিগণের এবং সত্যবাক্য দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর অর্চ্চনা করিয়া গৃহস্থ স্বকীয় সৎকর্ম্মার্জ্জিত উত্তমস্বর্গাদিলোকে গমন করেন ।১-১০

ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥১১
বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥১২
অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ংগৃহাশ্চ তে।
তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ॥১৩
তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ।
গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্ ॥১৪
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥১৫
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চৈব গৃহে সতঃ।
পরিতাপোপঘাতৌ চ পারুষ্যঞ্চ ন শস্যতে ॥১৬
যস্ত সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তো লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥১৭
বয়ঃপরিণতৌ রাজন্ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥১৮
পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।
ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্নৃপ ॥১৯
চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুর্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে।
তস্মৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্যতস্য নরেশ্বর ॥২০
দেবতাভ্যর্চ্চনং হোমঃ সর্ব্বাভ্যাগতপূজনম্।
ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্যতস্য নরেশ্বর ॥২১
বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চাস্য শস্যতে।
তপস্তপ্তশ্চ রাজেন্দ্র শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥২২
যত্নেতাং নিহিতশ্চর্য্যাং বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ।
স দহত্যগ্নিবদ্ দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥২৩
চতুর্থশ্চাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপার্হসি ॥২৪

যে সকল পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেই জন্য গার্হস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়নের কার্য্যে, তীর্থস্নানের নিমিত্ত এবং পৃথিবীদর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যে স্থলে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয় ও সস্নেহে দেহপোষণের কারণ। রাজন্! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ স্বাগত জানাইয়া ও কুশল-জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক মধুর-বাক্য বলিবে এবং সামর্থ্যানুসারে আহার, আসন ও শয্যা প্রদান করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সেইব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করেন। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কারপ্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা—এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে। যে গৃহস্থ এই সকল উত্তম বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পরিণতবয়স হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবেন। হে নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া কেশ শ্মশ্রু (দাড়ি) ও জটা ধারণ পূর্ব্বক ফল, মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথিপূজা করিবেন। চর্ম্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। হে নরেশ্বর! এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নানও বনবাসীর প্রশস্ত কর্ম্ম।১১-২০

হে রাজন্! দেবতাপূজা, হোম, অভ্যাগত ব্যক্তি সকলের পূজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান এবং দেবতোদ্দেশে পূজোপহার প্রদানও বনবাসীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম। হে রাজশ্রেষ্ঠ! গাত্রে বনজ তৈল মাখিবেন এবং শীত গ্রীষ্ম সহ্যপূর্ব্বক তপস্যা করিবেন। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনিবাবহার করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় আত্মদোষ সমুদায় দগ্ধ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।২১-২৩

পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূতমৎসরঃ ॥২৫

ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥২৬

জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥২৭

একরাত্রস্থিতির্গ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্ যথা প্রীতির্দ্বেষো বাস্য ন জায়তে ॥২৮

প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্ গৃহান্ ॥২৯

কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পমোহলোভাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাড্ নির্ম্মমো ভবেৎ ॥৩০

অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩১

কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি।
বিপ্রস্য ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥৩২

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিঃ স্বসঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে নৃপ! পণ্ডিতেরা যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, স্ত্রী ও সমুদায় দ্রব্যে স্নেহশূন্য হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! ভিক্ষু—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গ্রামে একরাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; ইহার অধিক কাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহারনিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। পরিব্রাজক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ, লোভ প্রভৃতি দোষসকলপরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইবেন। যে মুনি সর্ব্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, সকল জীব হইতেও তাঁহার কখনও ভয় উৎপন্ন হয় না। যে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভিক্ষালব্ধ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজ মুখে হোম করিয়া চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কর্ম্মসকল দহন করেন, তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলোক—মুক্তি) প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প-রচিত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ইন্ধনহীন জ্যোতিঃস্বরূপ প্রশান্ত ব্রহ্মলোক জয় করিবেন।২১-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[জাতকর্মাদিক্রিয়াণাং কন্যায়াশ্চ লক্ষণনিরূপণম্ ।]

সগর উবাচ ।

কথিতশ্চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্বর্ণ্যক্রিয়া তথা ।
পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ॥১
নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ ।
সমাখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥২

ঔর্ব্ব উবাচ ।

যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকাশ্রিতম্ ।
তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥৩
জাতস্য জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ ।
পুত্রস্য কুর্ব্বীত পিতা শ্রাদ্ধকাভ্যুদয়াত্মকম্ ॥৪
যুগ্মাংস্তু প্রাঙ্মুখান্ বিপ্রান্ ভোজয়েন্মনুজেশ্বর ।
যথাবৃত্তি তথা কুর্য্যাদ্ দৈবং পিত্র্যং দ্বিজন্মনাম্ ॥৫
দদ্ভা যবৈঃ সবদরৈর্মিশ্রান্ পিণ্ডান্ মুদা যুতঃ ।
নান্দীমুখেভ্যস্তীর্থেন দত্ত্বাদ্যৈবেন পার্থিব ॥৬
প্রাজাপত্যেন বা সর্ব্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্ ।
কুর্ব্বীত তত্তথাশেষবৃত্তিকালেষু ভূপতে ॥৭
ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি ।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্ ॥৮
শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্ ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ ॥৯
নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা ।
নামঙ্গল্যং জুগুপ্সং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্ ॥১০
নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুর্ব্বক্ষরান্বিতম্ ।
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্ ॥১১
ততোঽনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবেশ্মনি ।
যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যাপরিগ্রহম্ ॥১২
গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।
গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্ দারপরিগ্রহম্ ॥১৩

দশম অধ্যায়

[জাতকর্মাদি ক্রিয়া ও কন্যার লক্ষণ-নিরূপণ ।]

সগর বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ম্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মসমূহ অশেষপ্রকারে বলুন ।১-২

ঔর্ব্ব কহিলেন,—নৃপ ! আপনি যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন। পুত্র জন্মিলে পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধসময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবেন এবং স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে ব্রাহ্মণগণের দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিতে হইবে। হে রাজন্। সন্তুষ্টচিত্তে যব ও বদরমিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা হয়।) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে। অথবা প্রজাপতি-তীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিবে। হে ভূপতে ! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য (যাম হইতে দক্ষিণ এইভাবে) ক্রমে করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পুত্রজন্মের পর হইতে দশম দিবস অতীত হইলে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পুরুষের নাম পুরুষ-বাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতির যোগ করিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে বর্ম্মা ও বৈশ্য-শূদ্রের নামের শেষে (যথাক্রমে) গুপ্ত-দাস প্রভৃতি যোগ করা উচিত। অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলকর ও নিন্দিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি সম হওয়া উচিত ।৩-১০

পিতা,—অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, বেশী পরিমাণে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট নহে—এমন সুখোচ্চার্য্য মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন। অনন্তর বালক তৎপরবর্ত্তী সংস্কারে

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কুর্য্যাৎ তৎপুত্রাদেরথাপি বা ॥১৪
বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্ বা যথেচ্ছয়া ।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যান্মহীপতে ॥১৫
বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্ ।
নাতিকেশামকেশাং বা নাতিকৃষ্ণাং ন পিঙ্গলাম্ ॥১৬
বিকলাঙ্গীমধিকাঙ্গীঞ্চ নোদ্বহেৎ ।
নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বাহকুলজাং বাতিরোগিণীম্ ॥১৭
ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাটাং ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ ।
ন শ্মশ্রুব্যঞ্জনবতীং ন চৈব পুরুষাকৃতিম্ ॥১৮
ন ঘর্ঘরস্বরাং ক্ষাম-বাক্যাং কাকস্বরাং ন চ ।
নাবিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বদ্ বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥১৯
যস্যাশ্চ লোমশে জঙ্ঘে গুল্ফৌ যস্যাস্তথোন্নতৌ ।
গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যস্যা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ ॥২০
নোদ্বহেৎ তাদৃশীং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যবিশারদঃ ।
নাতিরুক্ষরুচিং পাণ্ডুকরচামরুণেক্ষণাম্ ॥২১
আপীনহস্তপাদাঞ্চ ন কন্যামুদ্বহেদ্ বুধঃ ।
ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতভ্রুবম্ ॥২২
ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করালমুখীং নরঃ ।
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীম্ ॥২৩
গৃহস্থস্তূদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ॥২৪
গান্ধর্ব-রাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥২৫
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং তেনাস্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬
সধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া ।
সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেষা সম্যগূঢ়া মহাফলম্ ॥২৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

সংযত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিয়া যথোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া বিদ্যা অর্জ্জনে রত হইবে। হে ভূপাল! পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় বিবাহ করিবে; অথবা সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে এবং গুরুর বা গুরুপুত্রাদির শুশ্রূষা করিবে কিংবা পূর্ব্বে যে প্রকার সঙ্কল্প থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। যিনি গৃহস্থাশ্রমী, তিনি আপনার বয়সের তৃতীয়াংশ বয়ঃক্রম এমন কন্যাকে বিবাহ করিবেন। যে কন্যা অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতি কৃষ্ণবর্ণা বা পিঙ্গলবর্ণা, স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্নশরীরা, যদ্দকুলোৎপন্না, অতিশয় রোগপীড়িতা, দুষ্টা, কটুভাষিণী, পিতামাতার অঙ্গবিকার জন্য বিকৃতাঙ্গী, শ্মশ্রুচিহ্নবিশিষ্টা, পুরুষাকারা, ঘর্ঘরস্বরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকস্বরা, পক্ষ্মশূন্য-নেত্রা বা বৃত্তনয়না হইবে, তাহাকে বিবাহ করিবেন না। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমশ, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবেন না।১১-২০

যাহার আকার অতিশয় রুক্ষ, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ ও যাহার অধম রক্তবর্ণ—এবংবিধ কন্যাকে কর্ম্মদক্ষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না। যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্যাকে পণ্ডিত ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না। যাহার শরীর অতি খর্ব্ব বা অতি দীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ব্যক্তি ঈদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না। যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ করাল,—ঈদৃশ কন্যাকে এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করিবেন না। হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ন্যায়ানুগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহ আছে। এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মহর্ষিরা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচিক বিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তি বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিবেন। (যেহেতু) সধর্ম্মচারিণী পত্নী যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাফল প্রদান করেন।২১-২৭

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[গৃহস্থসদাচারাণাং মূত্র-পুরীষোৎসর্গাদিবিধেশ্চ বর্ণনম্ ।]

সগর উবাচ ।

গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে ।
লোকাদস্মাৎ পরস্মাচ্চ যমাতিষ্ঠন্ন হীয়তে ॥১

ঔর্ব্ব উবাচ ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল সদাচারস্য লক্ষণম্ ।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥২
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥৩
সপ্তর্ষয়োঽথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা ।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে ॥৪
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে শুচ্যে চ মানসে মতিমান্ নৃপ ।
বিশুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়

[গৃহস্থ সদাচার ও মল-মূত্রত্যাগাদি বিধির বর্ণনা ।]

সগর বলিলেন,—হে মুনে ! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে পৃথিবীপাল ! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন। সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়া থাকেন। সৎ শব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। সেই সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার। হে মহীপতে ! সপ্তর্ষিগণ, মনুগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা। হে নৃপ ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের সহিত অবিরোধ অর্থচিন্তা করিবে। ধর্ম্ম ও

অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা ॥৬
পরিত্যজেদর্থ-কামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ ॥৭
ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর ।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ ॥৮
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥৯
আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা ।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥১০
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি ।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ॥১১

অর্থ উভয়ের অবিরোধে কামচিন্তাও করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এইজন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হে নৃপ ! ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্ম পরিণামে অসুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিবে না। হে রাজন্ ! অনন্তর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামের নৈর্ঋতকোণে বাণ নিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। গৃহাঙ্গনে পাদপ্রক্ষালনের জল বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে না। নিজের ছায়ার উপর, বৃক্ষচ্ছায়ার উপর এবং গো, গুরু, ব্রাহ্মণ ও বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে অথবা সূর্য্যাভিমুখে পণ্ডিত ব্যক্তি প্রস্রাব করিবেন না ।১-১০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হলাদি দ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শস্যক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদিতীর্থে,

নাপ্স্থ নৈবাম্বুসন্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ॥১২
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥১৩
তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥১৪
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমস্তর্জ্জলাং তথা ।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥১৫
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ ।
পরিত্যাজ্যেষ্বদ্দেশ্যাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥১৬
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তাস্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥১৭
অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥১৮
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥১৯
শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥২০
আচান্তশ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্ ।
আদর্শাঞ্জনমাঙ্গল্যদূর্ব্বাদ্যালভনানি চ ॥২১
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্ ।
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যত্নেচ্চ পৃথিবীপতে ॥২২
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ ।
ধনে যতো মনুষ্যাণাং যতেতাতো ধনার্জ্জনে ॥২৩
নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ ॥২৪
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি ।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥২৫
শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ।
তেষামেব হি তীর্থেন কুর্বীত সুসমাহিতঃ ॥২৬
ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবর্জ্জয়েৎ ।
তর্পয়ীণাং যথান্যায়ং সকৃচ্ছাপি প্রজাপতেঃ ॥২৭

জলমধ্যে, জলাশয়ের তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ (মল) পরিত্যাগ করিবে না। হে রাজন্! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত ব্যক্তি দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিবেন। পুরীষোৎসর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে, বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিবে, সে স্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, কথা কহিবে না। শৌচকালে বল্মীক (উই) কর্ত্তৃক এবং ইন্দুর কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকা, আর্দ্রমৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ-মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা দ্বারা শৌচনির্ব্বাহ হইতে পারে। লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে তিনবার, বামহস্তে দশবার ও হস্তদ্বয়ে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে শৌচনির্ব্বাহ হয়। অনন্তর গন্ধ ও ফেনশূন্য নির্ম্মল বুদ্বুদহীন জলে আচমন করিবে। আচমনের পূর্ব্বে একাগ্রমনে পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করত পাদশৌচ করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে। তৎপরে মস্তক, ইন্দ্রিয় সকল, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়—এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে।১১-২০

এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইবে; আদর্শ (দর্পণ), অঞ্জন, দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহের যথারীতি ব্যবহার করিবে। হে ভূপতে! এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে গৃহস্থ জীবিকার জন্য জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে এবং শ্রদ্ধা-সহকারে যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অষ্ট্যাধেয়াদি হবিঃসংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং মনুষ্য ধন উপার্জ্জন করিতে যত্ন করিবে। অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্য নদী, নদ, তড়াগ কিংবা দেবখাতে অথবা পর্ব্বতপ্রস্রবণে স্নান করিবে। এইসকলের

পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্ ॥২৮
মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যকান্যৎ শৃণুষ্ব মে ॥২৯
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথা নৃপ।
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে ॥৩০
ইদকাপি জপেদন্ত দদ্যাদাপ্তেচ্ছয়া নৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ ॥৩১
দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কূষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ ॥৩২
জলেচরা ভূমিলয়া বায্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রযান্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ ॥৩৩
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥৩৪
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৫
যত্র কচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্।
ইদমপ্যক্ষয়কাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥৩৬
কাম্যোদকপ্রদানস্তে ময়ৈতৎ কথিতং নৃপ।
যদ্দত্ত্বা প্রীণয়ত্যেতন্মনুষ্যঃ সকলং জগৎ ॥৩৭
জগদাপ্যায়নোদ্ভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ।
দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥৩৮
আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥৩৯
ততো গৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুরপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশ্চ নিবেদনৈঃ ॥৪০

অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে। কোন কারণে এই ভূমিতে সকল পদার্থের সমাবেশ না ঘটিলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিতচিত্তে সেই সেই তীর্থে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিন বার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে। পৃথিবীপতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিন বার জল প্রদান করিবে।* পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইঁহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ কর। এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার (পিতামহী ও মাতামহী), ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার (প্রপিতামহী ও প্রমাতামহী) ইহা গুরুপত্নীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলাদির, ইহা প্রিয় মিত্রগণের ও ইহা রাজার—এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে।২১-৩১

তাহার মন্ত্র,—দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধ, কূষ্মাণ্ড, বৃক্ষ, পক্ষি এবং জলজন্তুগণ ও ভূতলস্থ কীটাদি-পবনাহারী প্রাণিগণ,—ইঁহারা সকলে আমার প্রদত্ত জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি এই জল প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা অন্য জন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দ্বারা পীড়িত হইয়া যে যেখানেই থাকুন, (তাঁহাদের উদ্দেশে) আমার প্রদত্ত এই তিলোদক অক্ষয় হউক। হে নৃপ! কাম্যজল প্রদানের বিধি এই আমি তোমাকে বলিলাম, ইহা প্রদান করিয়া মনুষ্য অখিললোককে প্রীত করে। হে নিষ্পাপ! ইহার প্রদাতাও জগতের তৃপ্তিসম্পাদন জন্য পরম পুণ্য লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদান পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আচমন করত

* মৃতপিতৃকগণের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষের এবং জীবৎপিতৃকগণের পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন পুরুষের তর্পণ বিধেয়।

অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগ ব্রহ্মণে ততঃ।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাদাহুতিমাদরাৎ ॥৪১
গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায়াথ ততোঽনুমতয়ে ক্রমাৎ।
তদ্ভেষং মণিকেঽদ্ভ্যোঽথ পর্জ্জন্যায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥৪২
দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ।
গৃহস্য পুরুষব্যাঘ্র দিগ্‌দেবানপি মে শৃণু ॥৪৩
ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে।
প্রাচ্যাদিষু বুধো দদ্যাৎ হুতশেষান্নকং বলিম্ ॥৪৪
প্রাগুত্তরে চ দিগ্‌ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ।
নির্বপেদ্ বৈশ্বদেবঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাদতঃ পরম্ ॥৪৫
বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তাস্তু ততো দিশাম্।
ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্ বলিম্ ॥৪৬
বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন্ পিতৃন্।
যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশ্য বলিং দদ্যান্নরেশ্বর ॥৪৭
ততোঽন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ।
দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥৪৮

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥৪৯
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং মদন্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু ॥৫০
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু ॥৫১
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন গতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রদাস্যামি তথায় তেষাম্ ॥৫২

সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার মন্ত্র—"অদো বিবস্বতে" ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপ নিবেদন দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে।৩২-৪০

পরে প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে, পরে প্রজাপতিকে ঘৃতের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে গুহ্য, কশ্যপ ও অনুমতিকে যথাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্ট জল, জলাশয়নিকটে জল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বারের দুই পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মার উদ্দেশে জলপ্রদান করিবে। পরে গৃহের দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহের পূর্ব্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিমে বরুণকে এবং উত্তরে চন্দ্রকে হুতশেষ অন্নরূপ বলিপ্রদান করিবে। পূর্ব্ব-উত্তরদিকে ধন্বন্তরি-বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। তৎপরে নিম্ন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। হে রাজন্! বায়ুকোণে বায়ুকে, তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিবে। পরে বিশ্বেদেব, বিশ্বভূত, ভূতপতি, পিতৃ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন লইয়া সমাহিতচিত্তে পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে তাহা প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র—"দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, সর্প, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ এবং তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব আমার প্রদত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি। তাঁহারা সকলেই ইহাতে পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন।৪১-৫০

যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান

চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ
তত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু ॥৫৩
ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ ॥৫৪
শ্ব-চণ্ডাল-বিহঙ্গানামেকং দদ্যাৎ ততো নরঃ।
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রা ভুবি মানবাঃ ॥৫৫
ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গনে।
অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া ॥৫৬
অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা।
তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ ॥৫৭
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েদ্ গৃহী ॥৫৮
অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্।
পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥৫৯
অকিঞ্চনমনস্বন্তমন্যদেশাৎ সমাগতম্।
অসম্পূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ ॥৬০
স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী ॥৬১
পিত্রর্থকাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েন্নৃপ।
তদ্দেশ্যং বিদিতাচারমভূতিং পঞ্চযজ্ঞিয়ম্ ॥৬২
অন্নাগ্রঞ্চ সমুদ্ধৃত্য হস্তকারোপকল্পিতম্।
নিবাপভূতং ভূপাল শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ ॥৬৩
দদ্যাচ্চ ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড্ব্রহ্মচারিণাম্।
ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্ বিভবে সত্যবারিতম্ ॥৬৪
ইত্যেতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাগুক্তা ভিক্ষবশ্চ যে।
চতুরঃ পূজয়েদেতান্ নৃযজ্ঞার্থং প্রমুচ্যতে ॥৬৫

করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি—সকলই বিষ্ণুস্বরূপ ; কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এইজন্য সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে। আমি সমুদয় জীবস্বরূপ ; অন্ন (সমুদায় প্রাণিবর্গের) তৃপ্তির জন্য প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন। গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে ; যেহেতু, গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। অনন্তর কুক্কুর, চণ্ডাল ও বিহঙ্গগণের মধ্যে একজনকে এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে। পরে অতিথির জন্য গোদোহন কালমাত্র গৃহপ্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিবে। অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে আগত-জিজ্ঞাসা, আসনপ্রদান, পাদপ্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্নদান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবে। কিন্তু এক গ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে। যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেয়াদি-রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া স্বয়ং গৃহস্থ যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি অধো (নরক)গামী হন ।৫১-৬০

গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া হিরণ্যগর্ভ (ভগবান্ বিষ্ণু) বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। হে নৃপ ! অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও তদ্দেশীয় অন্য অদূরে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত। হে রাজন্। এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অগ্রান্ন উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥৬৬
ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জতেঽন্নং নরেশ্বর ॥৬৭
তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ।
স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে ত্বতিথিং বিনা ॥৬৮
ততঃ সুবাসিনীর্দুঃখিগর্ভিণী-বৃদ্ধবালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥৬৯
অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্‌ক্তে হি দুষ্কৃতম্।
মৃতশ্চ নরকং গত্বা শ্লেষ্মভুগ্ জায়তে নরঃ ॥৭০
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্।
অসংস্কৃতান্নভুঙ্ মূত্রং বালাদিপ্রথমং শকৃৎ ॥৭১
তস্মাচ্ছৃণু রাজেন্দ্র যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী।
ভুঞ্জতশ্চ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥৭২

ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্তথা নৃপ।
ভবত্যনিষ্টশান্তিশ্চ বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥৭৩
স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥৭৪
কৃতজাপ্যো হুতে বহ্নৌ শুক্লবস্ত্রধরো নৃপ।
দত্ত্বাতিথিভ্যো বিপ্রেভ্যো গুরুভ্যঃ সংশ্রিতায় চ ॥৭৫
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥৭৬
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্‌মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্‌মুখো বাপি ন চৈবান্যমনা নৃপ ॥৭৭
অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ।
ন কুৎসিতাহৃতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥৭৮
দত্ত্বা তু ভুক্তবৎ শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥৭৯

গৃহস্থ এইরূপে ত্রিবিধপ্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবারিত দান করিবে। শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারি প্রকার অতিথির অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ নৃষজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। যাঁহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্বামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন; আর অতিথি গৃহস্বামী সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। নরপতে! ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও বসুগণ অতিথি শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন। অতএব অতিথিপূজা বিষয়ে সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি সুবাসিনী, গর্ভিণী, দুঃখার্ত্ত, বালক ও বৃদ্ধদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে ।৬১-৬৯

এই সকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহীর আহার তাহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিয়া সে শ্লেষ্মভুক্ হইবে। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে রক্ত ও পূয় পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র পান করে। যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে আহার করে, সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও যেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মে, তাহা শ্রবণ কর। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্ট-শান্তি ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়। গৃহস্থব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করত হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক প্রযত হইয়া আহার করিবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে। অনন্তর পবিত্র গন্ধপূর্ণ ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্ব্বক প্রীত, বিশুদ্ধবদন আর্দ্রপাণি (জলসিক্ত হস্ত) আর্দ্রপাদ (জলসিক্ত পদদ্বয়) হইয়া পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে মুখ করত ভোজন করিবে। ভোজনকালে একবস্ত্রধারী, বিদিঙ্মুখ (পশ্চিমাদিমুখে) বা অন্যমনা হওয়া

নাদন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসঙ্কীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥৮০
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ন চ পর্য্যুষিতং নৃপ।
অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শুষ্ক শাকাৎ তথৈব চ ॥৮১
তদ্বদ্ বাদরিকেভ্যশ্চ গুড়পক্কেভ্য এব চ।
ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর ॥৮২
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে।
মধ্বন্নদধিসর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ॥৮৩
অশ্নীয়াৎ তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥৮৪
প্রাগ্ দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ মধ্যে চ কঠিনাশনম্।
পুনরন্তে দ্রবাশী চ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥৮৫
অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥৮৬
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥৮৭
সুস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানান্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥৮৮
অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশং নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্ ॥৮৯
অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ।
ভবত্যেতৎ পরিণতৌ মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥৯০
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥৯১
অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামজন্তবং
যচ্ছন্তুরোগো মম চাস্তু দেহে ॥৯২

উচিত নহে। অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত,—এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না। অন্নের কিয়দংশ শিশু ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দানপূর্ব্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে।৭০-৮০

হে রাজন্! প্রশস্ত অন্ন মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন ভোজন করিবে না। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। বাদরিক এবং গুড়পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ বস্তুও কখন ভক্ষণ করিবে না। হে জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি মধু, অন্ন, দধি, ঘৃত ও শক্তু (ছাতু) ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। শুদ্ধমনা হইয়া ভোজন করিবে। প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অম্ল এবং শেষে কটুতিক্তাদি রস আবার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার রীতিতে অনিন্দিত অন্ন আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহারসময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না। ভোজনারম্ভসময়ে মহামৌনী হুঙ্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অনন্তর আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া অভীষ্ট দেবগণের স্মরণ করিবে। বায়ুকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিবধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং আমার সুখ হউক। অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু, এই সমুদায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক ৮১-৯০

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনাস্তমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥৯৩
বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যতামিদং তথা ॥৯৪
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃশ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥৯৫
সচ্ছাস্ত্রাদিবিনোদেন সন্মার্গাগুবিরোধিনা।
দিনং নয়েৎ ততঃ সন্ধ্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ ॥৯৬
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামুক্তৈর্মুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেৎ যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব ॥৯৭
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥৯৮
সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্।
অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ॥৯৯
তস্মাদভ্যুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামস্বপংশ্চ দিনাস্তজাম্ ॥১০০
উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং ন পূর্ব্বাং ন চ পশ্চিমাম্।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥১০১
পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে।
বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পক্ত্বামন্ত্রং বলিং হরেৎ ॥১০২
তত্রাপি শ্বপচাদিভ্যস্তথৈবান্নাপবর্জ্জনম্।
অতিথিঃ কাগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্ বুধঃ ॥১০৩
পাদশৌচাসনপ্রহ্বস্বাগতোক্ত্যা চ পূজনম্।
ততশ্চান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব ॥১০৪
দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ।
তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে ॥১০৫

এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চ বায়ুর পুষ্টিকর হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত সুখলাভ হউক। আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি, তাহা অগস্তি, অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্নপরিপাকজন্য সুখও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই মদুক্ত নানাবিধ অন্ন আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। বিষ্ণু ভোক্তা, সেইরূপ অন্নও তিনি এবং তাহার পরিণামও বিষ্ণু—এই প্রকার ভাবনাময়-সত্য উপাসনাবলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক। গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জ্জনা করিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত অনায়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎ-শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত করিবে। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিত-মানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। হে নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সন্ধ্যোপাসনাসময়ে যথাবিধি আচমন করিবে। হে নৃপ! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ, পীড়া ও ভয়—এই কয়েকটী বাধা না থাকিলে প্রতিদিনই সন্ধ্যো-পাসনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকে, সে পাপী হয়। মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুত্থান-পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে।৯১-১০০

হে নৃপ! যে সকল দুরাত্মা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করে। অবনীপতে! সায়ংকালে গৃহস্থপত্নী পাক করিয়া অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্বদেব নিমিত্ত মন্ত্রহীন বলি প্রদান করিবে। এ সময়েও জ্ঞানবান্ পুরুষ,—চণ্ডাল-প্রভৃতি অনন্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি-তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাদোদকপ্রদান, আসনদান,

তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র সূর্য্যোঢ়মতিথিং নরঃ।
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥১০৬
অন্নশাকাম্বুদানেন স্বশক্ত্যা প্রীণয়েৎ পুমান্।
শয়নপ্রস্তরমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্ ॥১০৭
কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী।
গচ্ছেদস্ফুটিতাং শয্যামপি দারুময়ীং নৃপ ॥১০৮
নাবিশালাং ন বা ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাবৃতাম্ ॥১০৯
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদম্ ॥১১০
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে।
পুষ্যমর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥১১১
নাস্নাতাস্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্।
নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্ভিণীম্ ॥১১২
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্।
ক্ষুৎকামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈবির্ত্তশৈর্মুতঃ ॥১১৩
স্নাতঃ স্রগ্‌গন্ধধৃক্ প্রীতো ন ধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা।
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥১১৪
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১১৫
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং নৃপ ॥১১৬
অশেষপর্ব্বস্বেতেষু তস্মাৎ সংযমিভির্বুধৈঃ।
ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ ॥১১৭
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ ॥১১৮
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে ॥১১৯

নম্রতাপ্রকাশ, কুশলপ্রশ্ন, অন্নপ্রদান ও শয্যাদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে রাজন্! দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। হে রাজেন্দ্র! এইজন্য সূর্য্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে অতিথি পূজিত হইলে সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়। ভোজনার্থ শাক, অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে। হে রাজন্! গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজনান্তে পাদাদিপ্রক্ষালন করিয়া ছিদ্রাদিরহিত কাষ্ঠাদিময় পর্য্যঙ্কাদিতে শয়নার্থ গমন করিবে। এই পর্য্যঙ্কাদি যেন ক্ষুদ্র বা ভগ্ন না হয়, অসম, কীটপূর্ণ না হয় এবং মলিন ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণদিকে মস্তক করা কর্ত্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ হয়।১০১-১১০

হে অবনীপতে! ঋতুকালে স্বপত্নীতে গমন করা কর্ত্তব্য। পুষ্যনামক নক্ষত্রে শুভ সময়ে প্রশস্ত যুগ্ম রাত্রিতে গমন করা উচিত। অস্নাতা, পীড়িতা, রজস্বলা অপ্রিয়া, অপ্রশস্তা অথবা কুপিতা বা গর্ভিণী রমণীতে গমন করিবে না। যে স্ত্রী অনুকূলা নহে, যে অন্য পুরুষে আসক্তা, যে অকামা, যে পরপত্নী, যে ক্ষুধার্ত্তা, যে অধিক ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে না এবং নিজেও যদি পূর্ব্বোক্ত স্বভাবান্বিত হয়, তবে স্ত্রীগমন করিবে না। স্নাত, মাল্য ও গন্ধদ্রব্যধারী, প্রীত, সকাম ও সানুরাগ হইয়া স্ত্রীগমন করিবে। ক্ষুধাযুক্ত বা চিন্তান্বিত হইয়া গমন করিবে না। হে রাজেন্দ্র! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই কয়েক দিবস পর্ব্ব। যে পুরুষ এই সকল পর্ব্বদিবসে তৈল মর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ করে, সে মল-মূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সকল পর্ব্বদিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৎশাস্ত্রচর্চ্চা, দেবপূজা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবেন। গো-ছাগাদিযোনিতে, অযোনিতে, দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ বা গুরুর আলয়ে অথবা কোনরূপ ঔষধ খাইয়া মৈথুন করিবে না। ভূপতে! চৈত্যবৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা

প্রোক্তপর্ব্বব্যতিরেকেষু নৈব ভূপাল সঙ্গমেৎ।
গচ্ছেদ্ ব্যবায়ং মতিমান্ন মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥১২০

পর্ব্বস্বভিগমোঽধন্যো দিবা পাপপ্রদো নৃপ।
ভুবি রোগাবহো নৃণামপ্রশস্তো জলাশয়ে ॥১২১

পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাদিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥১২২

মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।
পরদারগতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা ॥১২৩

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু নরো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥১২৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

জলমধ্যে মৈথুন করা উচিত নহে। হে নৃপ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পর্ব্বদিবসে, প্রত্যূষে, সন্ধ্যাসময়ে কিংবা মলমূত্রবেগযুক্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না। পর্ব্বদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে গমন করিলে পাপ হয়, ভূমিতলে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে রোগ হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয়। বাক্য বা মন দ্বারাও কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না; কারণ, পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয়। পরস্ত্রীগমন করিলে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় হয় ও পরলোকে নরকে গমন করে। পরদারাগ্রহী পুরুষেরা কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ত্রই ভয়গ্রস্ত হয়। জ্ঞানবান্ এই সমুদায় চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষশূন্য সকাম স্বকীয় পত্নীতে ঋতুকালে বা অন্য সময়ে ইচ্ছানুসারে গমন করিবে।১১১-২৪

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[গৃহস্থাচারকথনম্।]

ঔর্ব্ব উবাচ।

দেব-গো-ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধবৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যাময়ীমুপচরেৎ তথা ॥১
সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতো নরঃ ॥২
স্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যা বিভৃয়াচ্চ নরঃ সদা ॥৩
কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নাত্মদোষানুদীরয়েৎ ॥৪
নাত্যশ্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥৫
বিবিষ্টপতিতোন্মত্তবহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকী-বন্ধকীভর্ত্তৃ-ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়

[গৃহস্থব্যক্তিগণের আচার কথন।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ ও বৃদ্ধ আচার্য্যগণের পূজা করিবে এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিবে। অগ্নিসকলের হোমাদি দ্বারা উপচরণ করিবে। গৃহস্থ সর্ব্বদা প্রযত হইয়া অনুপহত (অচ্ছিন্ন) বস্ত্রদ্বয়, মহৌষধি ও গারুড় রত্নসকল ধারণ করিবে। কেশগুলি সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও পরিষ্কার রাখিবে। সুগন্ধযুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে ও উত্তম শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে। কখন কিছুমাত্রও পরস্ব হরণ করিবে না, কাহাকেও অল্প মাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, মিথ্যা

তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ ॥৭
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্নে নরেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥৮
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুর্য্যাচ্চ নাসিকাম্।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাস-কাসৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥৯
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখাগ্র বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েন্নোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্ বিচক্ষণঃ।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ॥১০
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ঞ্চৈব সূর্য্যঞ্চাস্তমনোদয়ে ॥১১
ন হুং কুর্য্যাচ্ছবঞ্চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥১২
চতুষ্পথান্ চৈত্যতরূন্ শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা ॥১৩
পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্ বুধঃ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যগৃহে বসেৎ ॥১৪
কেশাস্থি-কণ্টকামেধ্য-বহ্নি-ভস্ম-তুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্নজ্ঞান্ রোচয়েদ্ বুধঃ।
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ ॥১৬
অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ॥১৭
দংষ্ট্রিণং শৃঙ্গিণঞ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবস্থায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা ॥১৮
ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥১৯
হোমদেবার্চ্চনাস্যান্ন ক্রিয়াস্বাচমনে তথা।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥২০

প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে না। অন্যের দোষ বর্ণন করিবে না। হে পুরুষেশ্বর! অন্যের সম্পদ্ দেখিয়া লোভ করিবে না, কাহারও সহিত শত্রুতাও করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ করিবে না এবং মহীকূলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, বহুশত্রুসমন্বিত লোকের সহিত, কুক্লেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিত, অল্পলাভগর্ব্বিত ব্যক্তির সহিত, মিথ্যাবাদীর সহিত, অতি ব্যয়কারী মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবেন না এবং এক পথও আশ্রয় করিবেন না। হে নরেশ্বর! স্রোতস্বতী মন্তাদির স্রোতোরহিত জলে স্নান করিবে না; প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না। মুখ আবৃত না করিয়া হাই তুলিবে না। শ্বাস ও কাস অনাবৃত মুখ হইয়া বর্জ্জন করিবে। উচ্চ হাস্য বা শব্দপূর্ব্বক অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না। নখদ্বারা বা নখ দ্বারা ভূমিতে লিখিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্মশ্রুভক্ষণ বা লোষ্ট্রমর্দ্দন করিবেন না। হে প্রভো! অপবিত্র অবস্থায় সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাহ্মণাদি প্রশস্ত পদার্থ নিরীক্ষণ করা উচিত নহে।৯-১১

উলঙ্গ পরস্ত্রী ও উদয়াস্তকালীন দিবাকর দর্শন করিবে না; শব দর্শন করিয়া ও শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করিবে না; যেহেতু, শবগন্ধ সোমের অংশ। রাত্রিকালে চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুষ্টনারী—এই সমুদায়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ—এই সকলের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শূন্যগৃহে বাস বা একাকী শূন্য অরণ্যে গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অনার্য্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না, কুটিল লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিবে না। নিদ্রাভঙ্গের পর অধিকক্ষণ শয্যায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যাসেবন ও অধিকক্ষণ

নাধমৈঃসহসীলৈস্তু সহাসীত কদাচন।
সদৃবৃত্তসন্নিকর্ষো হি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে ॥২১
বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে ॥২২
নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢ়ব্যা বৈরেণার্থাগমং ত্যজেৎ ॥২৩
স্নাতো নাঙ্গানি নির্ম্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।
ন চ নিধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ ॥২৪
পাদেন নাক্রামেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ।
বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ ॥২৫
অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ॥২৬
সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখম্।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিণ্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ॥২৭
তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎ তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ॥২৮
শ্লেষ্মনিঃহরণকোৎসর্গো নাধমকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ॥২৯
দোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ বুধঃ।
ন চৈবৈর্ষ্বিবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥৩০
মাঙ্গল্যপুষ্পরত্নাদ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেদ্ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নৃপ ॥৩১
চতুষ্পথান্ নমস্কুর্য্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ।
দীনানভ্যুদ্ধরেৎ সাধূনুপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥৩২
দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিণ্ডোদকপ্রদঃ।
সংকর্ত্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ॥৩৩
হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বক্তাত্মা যোঽভিভাষতে।
স যাতি লোকানাহ্লাদ-হেতুভূতান্ নৃপাক্ষয়ান্ ॥৩৪

ব্যায়াম করিবে না। হে রাজেন্দ্র! প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি মন্ত্রীর ও শৃঙ্গীর নিকটে যাইবে না। সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে। উলঙ্গ হইয়া স্নান, নিদ্রা ও আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করিবে না, হোম দেবপূজা আদি ক্রিয়া, আচমন, পুণ্যাহ-বাচন ও জপকার্য্যে একবস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।১২-২০

কুটিলচিত্ত মনুষ্যের সহিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্ষণার্দ্ধ কালও সাধু ব্যক্তির সংসর্গ প্রশস্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। হে নৃপ! বিবাদ ও বিবাহ সমশীল লোকের সহিত করাই কর্ত্তব্য! বস্তুতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিবে না, নিষ্ফল শত্রুতা করিবে না। অল্প ক্ষতিও সহ্য করা উচিত, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা দ্বারা অর্থ লাভ করা উচিত নহে। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্রসকল মার্জ্জন করিবে না। কেশ বিধূনন করিবে না। স্নানের পর জল হইতে উঠিয়া স্থলে আচমন করিবে না। পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিবে না। গুরুজনের সম্মুখে বিনয়ী হইবে ও বীরাসন পরিত্যাগ করিবে। দেবাগার, চতুষ্পথ, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি—এই সমুদায়ের বামভাগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তির দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকলের অভিমুখে নিষ্ঠীবন(থুথু), মূত্র বা বিষ্ঠা (মল) পরিত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিবে না, পথেও প্রস্রাব করিবে না। শ্লেষ্মা, মল, মূত্র, ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। আহারের সময়, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্য ও জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে এবং মহাজনসমীপে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না; হাঁচিবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাদের উপর অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না এবং তাঁহাদের উপর কোন বিষয়ের কর্তৃত্বও দিবে না।২১-৩০

সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজ্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। চতুষ্পথসমূহকে নমস্কার করিবে।

ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাযুক্ত আস্তিকো বিনয়ান্বিতঃ।
বিদ্যাভিজনবৃদ্ধানাং যাতি লোকানমুত্তমান্ ॥৩৫
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বাশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥৩৬
শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসনকৃৎ সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ॥৩৭
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৩৮
নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্ দূরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্ বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্ বিলোকয়ন্ ॥৩৯
দোষহেতূনশেষাংস্তু বস্ত্যাস্থা যো নিরস্যতি।
তস্য ধর্ম্মার্থকামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে ॥৪০

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিষক্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥৪১
যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে।
সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃতা মহী ॥৪২
তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্।
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥৪৩
প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥৪৪
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

যথাকালে হোম-পর হইবে, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্ সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজক, যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী এবং যিনি অতিথি-সৎকার করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সময়ে মিত, হিত ও প্রিয়বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে অমঙ্গলজনক অক্ষয় লোকে গমন করেন। যিনি ধীমান্, হ্রীমান্, ক্ষমাবান্, আস্তিক ও বিনীত, তিনি সৎকুলজাত বিদ্যাকুলধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকালে, পর্ব্বদিবসে, অশৌচ সময়ে অকালে মেঘগর্জ্জনে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও অমৎসর এবং সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল। যিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বর্ষায় ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন। রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং গমনকালে সর্ব্বদাই পাদুকা ব্যবহার করিবেন। পার্শ্ব বা ঊর্দ্ধ বা দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতদের যাওয়া উচিত নহে; গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী চারি হস্ত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করত যাইবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ও অন্যান্য দোষের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অল্পও ব্যাঘাত হয় না।৩১-৪০

পাপী ব্যক্তির প্রতি যিনি পাপ ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে, যিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর বন্ধু এবং সেই বন্ধুতাবিবন্ধন যাঁহার চিত্ত আর্দ্র থাকে, মুক্তি তাহার হস্তগত। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ ও বীতরাগ, যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবেই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল সময়ে সত্য বাক্য বলিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে; যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সেই স্থলে মৌনী হইয়া থাকিবে;—ইহা প্রিয়, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর নহে, এই মনে করিয়া তাদৃশ সত্যকথা বলিবে না। কারণ, হিতবাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহাও বলা শ্রেয়ঃ। যে কার্য্য ইহলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, মতিমান্ সেই কার্য্যই কায়মনোবাক্যে ভজনা করিবেন।৪১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[শবদাহস্য, অশৌচস্য, একোদ্দিষ্টস্য, সপিণ্ডীকরণস্য চ ব্যবস্থা।]

ঔর্ব্ব উবাচ।

সচেলস্য পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে।
জাতকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ ॥১
যুগ্মান্ দৈবাংশ্চ পিত্র্যাংশ্চ সম্যক্ সব্যক্রমাদ্ দ্বিজান্।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ ॥২
দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
দৈবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ ॥৩
নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু ॥৪
কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥৫
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥৬
পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেদ সমাসতঃ।
শ্রূয়তামবনীপাল প্রেতকর্ম্মক্রিয়াবিধিঃ ॥৭
প্রেতদেহং শুচৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্।
দগ্ধ্বা গ্রামাদ্ বহিঃ স্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে ॥৮
যত্র তত্র পিতায়ৈতদমুকায়েতি বান্ধবাঃ।
দক্ষিণাভিমুখা দদ্যুর্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্ ॥৯
প্রবিষ্টাশ্চ সমং গোভির্গ্রামং নক্ষত্রদর্শনে।
কটধর্ম্মাংস্ততঃ কুর্য্যুর্ভূমৌ স্তরশায়িনঃ ॥১০
দাতব্যোঽহন্যহনি পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব।
দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মনুজর্ষভ ॥১১
দিনাদি তাবদিস্যাতঃ কর্ত্তব্যং বিপ্রভোজনম্।
প্রেতস্তৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুক্তবা ॥১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[শবদাহ, অশৌচ, একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—পুত্র জন্মিবামাত্র নিকটস্থ পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল (পরিহিত বস্ত্রের সহিত) স্নান করিবেন, অনন্তর পুত্রের জাতকর্ম্ম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। তিনি অনন্যমানস হইয়া যাবদ্দিবা হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্মযুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপন করত পূজা করিবেন ও ব্রাহ্মণদিগকে আহার করাইবেন। হে নৃপ! প্রাঙ্মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দধি, আতপতণ্ডুল ও কুলফল দ্বারা নির্ম্মিত পিণ্ড দেবতীর্থ বা প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবেন। হে রাজন্! এই শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ, ইহা দ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে সকল পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিকার্য্যে এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, নূতন গৃহপ্রবেশ, বালকের নামকরণ, চূড়াকর্ম্ম, সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রমুখদর্শন কালে এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে গৃহস্থ প্রযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন। হে অবনীপাল! পূর্ব্বে প্রাচীন মতানুসারে সংক্ষেপে পিতৃপূজার বিধি উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে প্রেতকর্ম্মের ক্রম শ্রবণ করুন। মরণান্তে সেই মৃতদেহকে স্নান ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বস্ত্রের সহিত জলাশয়ে স্নান করত দক্ষিণমুখ হইয়া 'যত্র তত্র পিতায় এতৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বান্ধবগণ সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। দিনের মধ্যে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, গোগণের সহিত সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে ভূমিতে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া কটধর্ম্ম (প্রেতকার্য্য) পালনে প্রবৃত্ত হইবে।১-১০

হে নৃপ! অশৌচকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটী পিণ্ড দিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! দিবাভাগে একবার আমিষহীন অন্ন আহার করিবে। এই অশৌচকালে ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে ও সপিণ্ডজ্ঞাতিদিগকে ভোজন

প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা।
বস্ত্রত্যাগং বহিঃস্নানং কৃত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্ ॥১৩
ততোঽন্যে বন্ধুবর্গস্তু ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্।
চতুর্থেঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং ভস্মাস্থিচয়নং নৃপ ॥১৪
তদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
যোগ্যাঃ সর্ব্বক্রিয়াণাস্তু সমানসলিলাস্তথা ॥১৫
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদন্যত্র পার্থিব।
শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতা ॥১৬
বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ গুরৌ মৃতে।
সদ্যঃশৌচং তথেচ্ছাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু ॥১৭
মৃতবন্ধোর্দশাহানি কুলান্নাহং ন ভুঞ্জতে।
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥১৮
বিপ্রস্যৈতদ্ ব্যাদশাহং রাজন্যস্যাপ্যশৌচকম্।
অর্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে ॥১৯
অযুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজানাদ্যে ততো দিনে
দদ্যাদ্ দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতায়োচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥২০
বার্য্যায়ুধপ্রতোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজভোজনাৎ।
স্প্রষ্টব্যোঽনন্তরং বর্ণৈঃ শুধ্যেরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ ॥২১
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
তান্ কুর্বীত পুমান্ জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা ॥২২
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্।
আহ্বানাদিক্রিয়াদৈব-নিয়োগরহিতং হি তৎ ॥২৩
একোঽর্ঘস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্।
প্রেতায় পিণ্ডো দাতব্যো ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু ॥২৪
প্রশ্নশ্চ তত্রাভিরতির্যজমানৈর্দ্বিজন্মনাম্।
অক্ষয্যমমুকস্যেতি বক্তব্যং বিরতৌ তথা ॥২৫

করাইবে; কারণ, বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অশৌচের প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিবসে বস্ত্রত্যাগ, বহির্দ্দেশে স্নান এবং প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান করিবে। তাহার পরে প্রেত-বন্ধুগণও ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিবে। হে নৃপ! অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও অস্থিচয়ন করিবে, অনন্তর সপিণ্ড জ্ঞাতিবর্গের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে। হে ভূপতে! যাঁহারা সমানোদক, তাঁহারা অশৌচে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু স্রক্ (মালা) চন্দন ও পুষ্প প্রভৃতির ভোগ করিবেন না। ঐ কালে সপিণ্ডগণও শয্যা আসন প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন। ভস্ম ও অস্থিচয়নের পর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। বালক, দেশান্তরিত ব্যক্তি, পতিত ব্যক্তি ও গুরু দেহত্যাগ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, কিংবা জল, অগ্নি বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণ মাত্রই সদ্যঃ শৌচ হয়। মৃতব্যক্তির সপিণ্ডকুলের অন্ন মৃতাহ হইতে দশ দিন ভোজন করিবে না। অশৌচকালে দান, প্রতিগ্রহ, যজ্ঞ ও অধ্যয়নকর্ম্ম করিবে না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ। অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধে তিনটি বা পাঁচটি অথবা যেরূপ অভিরুচি, সেইরূপ অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে।১১-২০

পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে,—বৈশ্য প্রতোদকে ও শূদ্র যষ্টিকে স্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। অশৌচান্তে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন এবং ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবেন। পরে প্রতিমাসে মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্বদেব আবাহন করিতে হয় না, এই মাসিক শ্রাদ্ধে একটী অর্ঘ ও একটী পবিত্রদান করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে প্রেতোদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর যজমানের 'অভিরম্যতাম্' এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ 'অভিরতাঃ স্মঃ' এই উত্তর করিবেন ও 'অমুকস্য অক্ষয্যমিদমুপতিষ্ঠতাম্,' এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ

একোদ্দিষ্টময়ো ধর্ম্ম ইত্থমা বৎসরাৎ স্মৃতঃ।
সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু ॥২৬
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্ ॥২৭
পাত্রং প্রেতস্য তত্রৈকং পাত্রত্রয়যুতং তথা।
সেচয়েৎ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপ ত্রিষু ॥২৮
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে।
শ্রাদ্ধধর্ম্মৈরশেষৈস্তু তৎপূর্ব্বানর্চ্চয়েৎ পিতৃন্ ॥২৯
পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ।
সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হী নৃপ জায়তে ॥৩০
তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সম্বন্ধা যে জলেন বা ॥৩১
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ।
সংঘাতান্তর্গতৈর্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য বা ক্রিয়া ॥৩২
উৎসন্নবন্ধু-ঋক্থানাং কারয়েদবনীপতিঃ।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৩

ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়াঃ হ্যেতাস্তাসাং ভেদং শৃণুষ্ব মে।
আদাহবার্য্যায়ুধাদি-স্পর্শান্তাস্তু যাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৪
তাঃ পূর্ব্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞিতাঃ।
প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু ॥৩৫
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ।
পিতৃমাতৃসপিণ্ডেষু সমানসলিলৈস্তথা ॥৩৬
তৎসজ্ঞাস্তর্গতৈশ্চৈব রাজা বা ধনহারিণা।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥৩৭
দৌহিত্রৈর্বা নরশ্রেষ্ঠ কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা।
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজন্নেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥৩৮
তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব।
যদা যদা চ কর্ত্তব্যা বিধিনা যেন মানব ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্দিষ্ট বিধিক্রমে করিতে হইবে। পরন্তু ইহাতে তিল, গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটী পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেতের একপাত্র ও পিতৃলোকের তিনপাত্র। অনন্তর প্রেতপাত্রস্থ জলাদি দ্বারা পিতৃপাত্রত্রয় সেচন করিবে। হে মহীপতে! সেই প্রেত পিতৃভাব প্রাপ্ত হইবার পর স্বধাকারাদি দ্বারা তাহা হইতে উর্দ্ধতন তিন পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। হে নৃপ! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র কিংবা অন্য কোন সপিণ্ডসন্তান সপিণ্ডীকরণে অধিকারী ।২১-৩০

যদি ইহাদের অভাব হয়, তবে সমানোদক সন্তান তদভাবে মাতামহসপিণ্ড, তাহারও অভাব হইলে মাতামহ-সমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে। হে নৃপ! যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই লোপ পাইয়াছে, স্ত্রীলোকে তাহার সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে। তাদৃশ স্ত্রীলোক না থাকিলে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ী প্রভৃতিরাও প্রেতকৃত্য করিতে পারে। যাহার বন্ধু বা উত্তরাধিকারী কেহই নাই, রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভেদ আমার নিকট শ্রবণ করুন। দাহ হইতে বর্ণিতপ্রকারে জল-শস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া, তাহার নাম আদ্য-ক্রিয়া। মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্য ক্রিয়া বলা যায়। প্রেত পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহার নাম অন্তিমক্রিয়া। পিতা, মাতা, সপিণ্ড, সমানোদক, শিষ্য, গুরু, সহাধ্যায়ী, বন্ধু, রাজা বা অপর কোন উত্তরাধিকারী পূর্ব্বক্রিয়া করিতে পারেন; পরন্তু পুত্রপৌত্রাদিই অন্তিম ক্রিয়া করিতে পারে, অপরে ঐ ক্রিয়ার অধিকারী নহে। পুত্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয় অন্তিমক্রিয়া করিবে। হে নৃপ! প্রতিবৎসর মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতিক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিমক্রিয়া করা উচিত। হে পার্থিব! যাহাকে অন্তিমক্রিয়া কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, তাহা শ্রবণ করুন ।৩১-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধফলশ্রুতি-বিশেষশ্রাদ্ধফল-পিতৃগীতাবর্ণনম্ ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র-নাসত্য-সূর্য্যাগ্নি-বসু-মারুতান্ ।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্ ॥১
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ ভূতসংজ্ঞকম্ ।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥২
মাসি মাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং নরেশ্বর ।
তথাষ্টকাসু কুর্ব্বীত কাম্যান্ কালান্ শৃণুষ্ব মে ॥৩
শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্ ।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেঽয়নে তথা ॥৪
বিষুবে চৈব সম্প্রাপ্তে গ্রহণে শশি-সূর্য্যয়োঃ ।
সমস্তেষ্বেব ভূপাল রাশিষর্কে চ গচ্ছতি ॥৫
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে ।
ইস্বাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥৬
অমাবস্যা যদা মৈত্র-বিশাখা-স্বাতিযোগিনী ।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকীম্ ॥৭
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চর্ক্ষে পুনর্বসৌ ।
দ্বাদশাব্দং তদা তৃপ্তিং প্রযান্তি পিতরোঽঙ্কিতাঃ ॥৮
বারুণে বাসবাজৈকপাদ্বক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্ ।
বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥৯
নবর্ক্ষেষ্বমাবস্যা যদৈতেষ্বনীপতে ।
তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্ ॥১০
গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাত্মনে ।
পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় শ্রদ্ধয়াবনতায় চ ॥১১
বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া
নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে ।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধফলশ্রুতি, বিশেষশ্রাদ্ধফল এবং পিতৃগীতা বর্ণন ।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, মরুৎ, বিশ্বেদেব, ঋষি, পক্ষী, মানুষ, পশু, সর্প ও পিতৃগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে নৃপ! প্রতি মাসে অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল। শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকট শ্রবণ কর। যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে; তখন কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে। বিষুব-সংক্রান্তিতে, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তি দিবসে, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্যশ্রাদ্ধ বিধেয়। যে অমাবস্যা তিথি অনুরাধা, বিশাখা বা স্বাতীনক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যে অমাবস্যা তিথি পুষ্যা, আর্দ্রা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যিনি দেবগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষাযুক্তা অমাবস্যা অতীব দুর্লভ অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। হে অবনীপতে! অমাবস্যা পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে

এতা যুগাখ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-
রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥১৩
চন্দ্রক্ষয়ো মাধবমাদি যত্র
দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ।
মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়স্তথৈব
চ্ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥১৪
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ
ত্রিষষ্টকাস্বপ্যয়নদ্বয়ে চ।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥১৫
মাঘাদিতে পঞ্চদশী কদাচি-
দ্ভবেতি যোগং যদি বারুণেন।
ক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং
নক্ষত্রপুণ্যৈর্নৃপ লভ্যতেঽসৌ ॥১৬
কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্
ভবন্তি ভূপাল তদা পিতৃভ্যঃ।
দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্মনুষ্যৈঃ ॥১৭
তত্রৈব চেন্ত্রাত্রপদাস্তু পূর্ব্বাঃ
কালে তদা যৎ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ।
শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন
যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥১৮
গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা।
অত্রাবগাহ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণাং দুরিতং নিহন্তি ॥১৯
গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সদৈব
বর্ষাসুধাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ।
মাঘাসিতান্তে শ্রুততীর্থতোয়ৈ-
র্যাস্যামি তৃপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥২০

কৃত শ্রাদ্ধ পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর।১-১০

পিতৃভক্ত শ্রদ্ধাবনত মহাত্মা পুরুরবা সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকশুক্লা নবমী, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী এবং মাঘমাসের অমাবস্যা—এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাখ্যা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরের আদ্যতিথিসকল, ছায়াগত ব্যতীপাতযোগ, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয় এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়—এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া পিতৃগণকে সতিল জল প্রদান করে, তাহার সহস্রবৎসর শ্রাদ্ধকরণজন্য ফললাভ হয়। সকলের অবিদিত এই দিবসসমূহের কথা পিতৃগণই বলিয়া থাকেন। যদি কদাচিৎ মাঘমাসের অমাবস্যা-তিথি শতভিষা নক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময়। হে নৃপ! অল্প পুণ্যে মনুষ্যগণ এতাদৃশ যোগ প্রাপ্ত হয় না। হে রাজন্! মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিতে যদি ধনিষ্ঠানক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস তৎকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। মাঘমাসের অমাবস্যা যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ণ একযুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান। গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী—এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে, সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। পিতৃগণ সর্ব্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের অমৃতৃপ্তি (অপরপক্ষীয় মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্তি) লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মাঘমাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিব।১১-২০

চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তি-
র্নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥২১
পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাংশ্চ শৃণুষ্ব মে।
শ্রুত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাত্মনা ॥২২
অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্ব্বপিষ্যতি ॥২৩
রত্নবস্ত্রমহীযান-সর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥২৪
অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তস্মাত্রবিভবো নরঃ ॥২৫
অসমর্থোঽন্নদানস্য ধান্যমামং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপি দক্ষিণাম্ ॥২৬
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্ভূপ দাস্যতি ॥২৭
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ অলাঞ্জলীন্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভূম্যস্মাকং প্রদাস্যতি ॥২৮
যতঃ কুতশ্চিৎ সম্প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স দাস্যতি ॥২৯
সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥৩০
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৃন্নতোঽস্মি।
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ
ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥৩১
ঊর্ব্ব উবাচ।
ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্।
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব ॥৩২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি এবং যথোক্তপাত্র ও পরমভক্তি—শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশে মনুষ্যগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। এস্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকট শ্রবণ করুন; আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন। যিনি বিত্তশাঠ্য পরিহারকরত আমাদিগকে পিণ্ডদান করিবেন; এরূপ ধন্য কোনও মতিমান্ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণসকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, ধান, ধন ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান করিবেন। তাদৃশ ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনম্রবুদ্ধি হইয়া স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইবে। যদি অন্নদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে স্বশক্তি অনুসারে আমধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবে। হে ভূপ! যদি কোন ব্যক্তি এপ্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করত অর্পণ করিবে অথবা ভক্তিনম্র হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সাতটী আটটী তিল মিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক (গাভীর একাহভক্ষ্য) তৃণ আহরণ করত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্য গাভীকে প্রদান করিবে। যদি ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিজের নির্ধনত্বজ্ঞাপনের জন্য ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে—আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্য আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তি দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুন, আমি এই বাহুদ্বয় বায়ুপথ গমনে উত্থাপিত করিলাম। ঊর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপ! ধন থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়, পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন, সেই বিধি অনুসারে যিনি কার্য্য করেন, তাঁহার যথাবিধিবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয় ॥২১-৩২

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধভোজি-বিপ্রলক্ষণাদিকথনম্, যোগিপ্রশংসা চ।]

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে যদ্‌গুণাংস্তান্নিবোধ মে।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥১
বেদবিচ্ছ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ।
ঋত্বিক্ স্বশ্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা ॥২
মাতুলোঽথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাগ্ন্যভিরতস্তথা।
শিষ্যঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ ॥৩
এতান্ নিয়োজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পূর্ব্বোক্তান্ প্রথমং নৃপ।
ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুষ্ট্যর্থমনুকল্পেরনন্তরান্ ॥৪
মিত্রদ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ।
কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্ঝকঃ সোমবিক্রয়ী ॥৫
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকস্তদ্বদ্ ভৃতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥৬
পরপূর্ব্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ।
বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলীপতিরেব চ।
তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥৭
প্রথমেঽহ্নি বুধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন্ নিমন্ত্রয়েৎ।
কথয়েচ্চ তদৈবৈষাং নিয়োগান্ পৈত্র্য-দৈবিকান্ ॥৮
ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীনায়াসঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
যজমানো ন কুর্ব্বীত দোষস্তত্র মহানয়ম্ ॥৯
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা তু ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যবায়ী বেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৃন্ ॥১০
তস্মাৎ প্রথমমাহূতং দ্বিজাগ্র্যাণাং নিমন্ত্রণম্।
অনিমন্ত্র্য দ্বিজান্ গেহমাগতান্ ভোজয়েদ্ যতীন্ ॥১১
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥১২

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধভোজী বিপ্রলক্ষণাদিকথন ও যোগিপ্রশংসা।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত* ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠ সামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্তাপরায়ণ, পঞ্চাগ্নিবিরত (১), শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকল্প শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত), কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ, চৌর, পিশুন (খল), গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়নকর্ত্তা, পরপূর্ব্বাপতি (পূর্ব্বে অন্যকে যে কন্যা দত্তা হইয়াছে, তৎপরে অপর পতি।) মাতাপিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান-প্রতিপালক, শূদ্রাণীর ভর্ত্তা ও দেবল (যে ধনার্থী হইয়া তিন বৎসর দেবার্চ্চনা করিয়াছে।) এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না। শ্রাদ্ধশক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে 'আপনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ' ইহা বলিয়া দিবেন। শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ, স্ত্রীসম্ভোগ এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ; তাহা মহাদোষ। পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া

---

* যিনি বেদের ৪টি কঠিকা তিনটি অনুবাক অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাকে বলে ত্রিণাচিকেত। 'মধুবাতা' ইত্যাদি তিন ঋক্ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি—ত্রিমধু। 'ব্রাহ্মণেনমান' ইত্যাদি তিনটি অনুবাক যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি—ত্রিসুপর্ণ। 'যুঞ্জানঃ প্রথম' ইত্যাদি কাল্‌বিশেষ পর্য্যন্ত যাহাকে বলা হয়—জ্যেষ্ঠসাম; তদধ্যেতাকে বলে—জ্যেষ্ঠসামগ।

(১) গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসক।

পিতৃণামযুজো যুগ্যান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্।
দেবানামেকমেকং বা পিতৃণাঞ্চ নিয়োজয়েৎ ॥১৩
তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্।
কুর্ব্বীত ভক্তিসম্পন্নস্তন্ত্রং বা বৈশ্বদৈবিকম্ ॥১৪
প্রাগ্‌গ্রান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াত্মকান্।
পিতৃপৈতামহানাঞ্চ ভোজয়েচ্ছাপ্যুদগ্‌গ্রান্ ॥১৫
পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহুঃ শ্রাদ্ধস্য করণং নৃপ।
একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ ॥১৬
বিষ্টরার্থং কুশান্ দত্ত্বা সম্পূজ্যার্ঘ্যবিধানতঃ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥১৭
যবাম্বুনা তু দেবানাং কুর্য্যাদর্ঘ্যং বিধানবিৎ।
স্রগ্-গন্ধ-ধূপ-দীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি ॥১৮
পিতৃণামপসব্যং তৎ সর্বমেবোপকল্পয়েৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিধাকৃতান্ ॥১৯

মন্ত্রপূর্বং পিতৃণাস্তু কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ।
তিলাম্বুনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং নৃপ ॥২০
কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্যকামং নৃপাধ্বগম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥২১
যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥২২
তস্মাদভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রাতিথিং বুধঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি নরেন্দ্রাপূজিতোঽতিথিঃ ॥২৩
জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জনস্যাগ্রাদ্ ভাগমগ্নৌ ততোঽনলে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তস্য ত্রিকৃত্বঃ পুরুষর্ষভ ॥২৪
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্যা তদনন্তরম্।
বৈবস্বতায় চৈবান্যা তৃতীয়া দীয়তে ততঃ ॥২৫

বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে মৈথুনকর্ত্তা নিজ পিতৃগণকে রেতঃ (বীর্য্য) কুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া থাকে।১-১০

এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। অনিমন্ত্রিত অতিথিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণ গৃহে আগমন করিলে শৌচাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়া অর্থাৎ প্রাদেশপ্রমাণ কুশাগ্রভাগ হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন করাইবে। সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে; নিতান্ত অসমর্থকল্পে পিতৃপক্ষে একটী ও দেবপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। এইরূপ ভক্তিসহকারে বৈশ্বদেব-ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে কিংবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটী বৈশ্বদেব নিয়োগ করিবে। দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। হে নৃপ! কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাহারও বা মতে একত্র একবারেই উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ করা যায়। বিষ্টরার্থ প্রদত্ত ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য কুশসমূহ প্রদান করিয়া অর্ঘ্যবিধানানুসারে অর্চ্চনা করত তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে। পরে বিধানজ্ঞব্যক্তি যবসহিত উদক দ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্যপ্রদান করিবে ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ দান করিবে। অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত দুই ভাগে দর্ভপ্রদান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃগণের আবাহন করিবে। হে রাজন্! বামভাগে সতিল জল দ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে।১১-২০

এই সময় অন্নলাভের ইচ্ছায় কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিবে। অবিজ্ঞাতস্বরূপ যোগিগণ লোকের উপকার করিবার জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। হে নরেন্দ্র! এই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন; অতিথি অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট করেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া

হুতাবশিষ্টমন্নাদ্যং পিতৃপাত্রেষু নির্বপেৎ।
ততোঽত্র মিষ্টমত্যর্থমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ ॥২৬
দত্ত্বা ভূয়শ্চমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্।
ভোক্তব্যং বৈশ্চ তচ্চিত্তৈর্মৌনিভিঃ সুমুখৈঃ সুখম্ ॥২৭
অক্রুধ্যতা চাত্মরতা দেয়ং তেনাপি ভক্তিতঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণং তিলৈঃ ॥২৮
কৃত্বা ধ্যেয়াঃ স্বপিতরস্ত এব দ্বিজসত্তমাঃ।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়াস্ত্বস্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥২৯
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়াস্ত্বগ্নি-হামাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥৩০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়াস্ত পিণ্ডেন মমা দত্তেন ভূতলে ॥৩১
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়াস্ত মে ভক্ত্যা যন্ময়ৈতদিহাকৃতম্ ॥৩২
মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য
পিতা তথা তস্য পিতা তথাদ্যঃ।
বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়ান্তু
তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্যস্য চ যাতুধানাঃ ॥৩৩
যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্বে ॥৩৪
তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নং বিপ্রেষু ভূতলে।
দত্ত্বাচ্ছাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সকৃৎ সকৃৎ ॥৩৫
তৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতো দত্ত্বাঽন্নং ভূতলে।
সমাহিতেন তৃপ্যন্তাং মাতামহ-গণাঃ সমাহিতঃ ॥৩৬

লবণসহিত শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। হে রাক্ষস! তন্মধ্যে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি, 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি এবং 'বৈবস্বতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে হুতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া অন্ন অন্ন পিতৃপাত্রসমুদায়ে নির্ব্বপণ (প্রদান) করিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতি সংস্কৃত মিষ্ট অন্ন নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান করিয়া কোমলভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেচ্ছরূপে ভোজন করুন। ব্রাহ্মণগণও একাগ্রচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক প্রসন্নমুখে ভোজন করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ত্বরাহীন হইয়া ভক্তিসহকারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর 'রক্ষোঘ্ন' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ও ভূমিতে তিল ছড়াইয়া সেই সকল দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠান করত তৃপ্তি লাভ করুন। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ অগ্নিতে হোম দ্বারা আপ্যায়িতমূর্ত্তি হইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন।২১-৩০

আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ভূতলে দত্ত পিণ্ড দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। এই শ্রাদ্ধে আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইলাম, তাহাও পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তি দ্বারা সম্পন্ন এই শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হউন। আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং বিশ্বেদেবগণ পরিতৃপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনষ্ট হউক। সমস্ত হব্য(দেবোদ্দিষ্ট অন্ন)কব্য(পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন) ভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধান-হেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুন। এই মন্ত্র কয়টী ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, কর্ত্তৃক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে এক এক গণ্ডূষ জলপ্রদান করিবে। অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিতমানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদি সহিত উত্তম অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে। অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড

পিতৃতীর্থেন সংস্থিতান্ দদ্যাদথ জলাঞ্জলীন্।
মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেন নির্বপেৎ ॥৩৭
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।
অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব হি ॥৩৮
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদিপূজিতম্।
স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দত্ত্বাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥৩৯
পিতামহায় চৈবাগ্রং তৎপিত্রে চ তথাপরম্।
দর্ভমূলে লেপভুজঃ প্রীণয়েল্লেপবর্দ্ধণৈঃ ॥৪০
পিণ্ডৈর্মাতামহাংস্তদ্বদ্গন্ধমাল্যাদিসংযুতৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাদ্ধাচমনং ততঃ ॥৪১
পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা তন্মনস্কো নরেশ্বর।
সুস্বধেত্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥৪২
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্ বৈশ্বদৈবিকান্।
প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তেন ইতীরয়েৎ ॥৪৩

তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।
পশ্চাদ্ বিসর্জ্জয়েদ্দেবান্ পূর্বং পৈত্র্যান্ মহামতে ॥৪৪
মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ।
ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বদ্ বিসর্জ্জনে ॥৪৫
আপাদশৌচনাৎ পূর্বং কুর্য্যাদ্দেববিজন্মসু।
বিসর্জ্জনন্তু প্রথমং পৈত্রমাতামহেষু বৈ ॥৪৬
বিসর্জ্জয়েৎ প্রীতিবচঃ সম্মানাভ্যর্চিতাংস্ততঃ।
নিবর্ত্তেতাভ্যনুজ্ঞাত আ দ্বারাত্তাদনুব্রজেৎ ॥৪৭
ততস্তু বৈশ্বদেবাখ্যং কুর্য্যান্নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।
ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পুত্র্য-ভৃত্য-বন্ধুভিরাত্মনঃ ॥৪৮
এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পৈত্র্যং মাতামহং তথা।
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সর্বকামান্ পিতামহাঃ ॥৪৯
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
রজতস্য তথা দানং কথাসন্দর্শনাদিকম্ ॥৫০

প্রদান করা উচিত। এই সকল কার্য্য যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণাপ্রবণা (দক্ষিণদিগভিমুখে ঢিলা) ভূমিতে করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিষ্কৃত স্থানে কিংবা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশসকল বিস্তার করিয়া প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা অর্চ্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে পিতামহকে একটী ও প্রপিতামহকে একটী পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্তলিপ্ত অন্ন ঘর্ষণপূর্ব্বক লেপভোজী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে।৩১-৪০

অনন্তর গন্ধমাল্য প্রভৃতি সংযুক্ত পিণ্ডসকল দ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া দ্বিজসমূহকে আচমনীয় জলপ্রদান করিবে। হে নরেশ্বর! অনন্তর তন্মনা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক "সুস্বধা" এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে! অনন্তর দক্ষিণাপ্রদান করিয়া বৈশ্বদৈবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা বিশ্বেদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহার উত্তর গ্রহণ করিবে। হে মহামতে! ব্রাহ্মণেরা "তথাস্তু" এই কথা বলিলে তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে পশ্চাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান অবলম্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জ্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে। উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধস্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন অগ্রে করিতে হইবে। অনন্তর প্রীতি-বাক্যে ও সম্মানপূর্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে, অনন্তর সংযতচিত্তে মান্যব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবেন। পিতামহগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্তিলাভ

বর্জ্যানি কুর্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা।
ভোক্তৃরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্যতে ॥৫১

বিশ্বেদেবাঃ সপিতরস্তথা মাতামহা নৃপ।
কুলঞ্চাপ্যায়তে পুংসাং সর্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্বতাম্ ৫২

সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারস্তু চন্দ্রমাঃ।
শ্রেষ্ঠযোগিনিযোগস্তু তস্মাদ্ ভূপাল শস্যতে ॥৫৩

সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ।
সর্বান্ ভোক্তৃংস্তারয়তি যজমানং তথা নৃপ ॥৫৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন। শ্রাদ্ধ-স্থলে দৌহিত্র*, কুতপ†, তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজতকথা শ্রবণ, এই সমুদায় পবিত্রতাজনক ॥৪১-৫০

হে রাজেন্দ্র! যিনি শ্রাদ্ধকর্তা তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! সমুদয় শ্রাদ্ধকর্তার প্রতি বিশ্বদেব, পিতৃগণ, মাতামহগণ ও তদংশীয় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সোম (চন্দ্র)ধার (সোমোপজীবী) এবং চন্দ্র যোগাধার (অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ যোগবলে চন্দ্রের আপ্যায়ন (পরিবর্দ্ধন) করেন। সেইজন্য যোগিমাত্রই পিতৃগণের আহ্লাদক, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত। হে রাজন্! সহস্র শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন ॥৫১-৫৪

* চন্দ্র অমাবস্যাগত হইলে, যে গাভী তৃণ ভক্ষণ করে, সেই গাভীকে বলে 'দৌহিত্রী'। তাহার দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দুগ্ধকে বলে —'দৌহিত্র'। কেহ বলেন—গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র।

† দিনের অষ্টম ভাগকে বলে—'কুতপ'। কেহ বলেন—ছাগলোমজাত কম্বল।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধে মধুমাংসাদিদানফলস্য ক্লীবাদিদ্বারাশ্রাদ্ধদর্শনদোষস্য চ বর্ণনম্।]

ঔর্ব্ব উবাচ।

হবিষ্য-মৎস্য-মাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
সৌকরচ্ছাগলৈরেণৈরৌরবৈর্গবয়েন চ ॥১
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসরুন্ত্যা পিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বার্ধ্রীণসামিষৈঃ ॥২
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ত-তৃপ্তিদানি নরেশ্বর ॥৩

গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে।
সফলং তস্য তজ্জন্ম ভবতি পিতৃতুষ্টিদম্ ॥৪
প্রসাদ্ভিকাঃ সনীবারাঃ শ্যামাকা বিবিধাস্তথা।
বনৌষধী প্রধানাস্তু শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুদ্গা গোধূমা ব্রীহয়স্তিলাঃ।
নিষ্পাবাঃ কোবিদারাশ্চ সর্ষপাশ্চাত্র শোভনাঃ ॥৬

ষোড়শ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধে মধু-মাংসাদি দানফল এবং ক্লীবাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ দর্শন দোষ বর্ণন।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুইমাস, শশকমাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ-মাংস প্রদানে ছয় মাস; এণ(মৃগবিশেষ)মাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংসে প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংসে

অকৃতাগ্রয়ণং যচ্চ ধান্যজাতং নরেশ্বর।
রাজমাষানণূংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭
অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
গান্ধারকং করম্ভাণি লবণান্যৌষরাণি চ ॥৮
আরক্তাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ।
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে ॥৯
নক্তাহৃতং ন চোৎসৃষ্টং তৃপ্যতে ন চ যত্র গৌঃ।
দুর্গন্ধি কেনিলঞ্চাম্বু শ্রাদ্ধযোগ্যং ন পার্থিব ॥১০
ক্ষীরমেকশফানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ।
মার্গঞ্চ মাহিষঞ্চৈব বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥১১
যণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডালপাষণ্ডোগ্রতরোগিভিঃ।
কৃকবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশূকরৈঃ ॥১২
ঔদক্যাসূতকাশৌচিমৃতহারৈশ্চ বীক্ষিতে।
শ্রাদ্ধে হ্যন্না ন পিতরো ভুঞ্জতে পুরুষর্ষভ ॥১৩
তস্মাৎ পরিশ্রিতে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ঊর্ব্যাঞ্চ তিলবিক্ষেপাদ্ রাক্ষসানান্ নিবারয়েৎ ॥১৪
ন পূতি নৈবোপপন্নং কেশকীটাদিভির্নৃপ।
ন চৈবাভিষবৈর্মিশ্রমন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥১৫
শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দত্তং পিতৃভ্যো নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥১৬
শ্রূয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে।
ইক্ষ্বাকোর্ম্মনুপুত্রস্য কলাপোপবনে পুরা ॥১৭
অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গগামিনঃ।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ ॥১৮

প্রদান করিলে একার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণসক মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণ শাক ও মধু—এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ। পৃথিবীপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবধান্য, বীবারধান্য, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পঞ্চাঙ্গুক প্রধান বন্যৌষধি—এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযুক্ত। যব, প্রিয়ঙ্গু (কাঙ্গুনীনামক শস্য বিশেষ), মুগকলায়, গম, ব্রীহি (শূকশূন্য ধান), তিল, সিনী, কোবিদার ও সর্ষপ—এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়। হে নরেশ্বর! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, রাজমাষ, সূক্ষ্ম শালি ধান্য ও মসূরবিদল, অলাবু (লাউ), গৃঞ্জন (গাজা), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার (শাকবিশেষ), করম্ভ আম ভাজা খই বা শাকবিশেষ), উষর ভূমিতে উৎপন্ন লবণ, স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ রুক্ষরস, প্রত্যক্ষ লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকার জল, গোসমূহের অতৃপ্তিকারক জল, দুর্গন্ধ জল ও কেনিল জল শ্রাদ্ধযোগ্য নহে ।১-১০

একশফ (একখুর) জন্তুর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। ক্লীব, অপরিক্ষ (যজ্ঞজন যাজক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পাষণ্ড কিংবা বৈদিক কর্ম্মত্যাগী), চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উগ্রন্ত, চিররোগী, কুক্কুর, নগ্ন (গ্রন্থকার পরে যে 'নগ্ন' সংজ্ঞা বলিবেন, সেই নগ্ন) বানর, গ্রামশূকর, রজস্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণশৌচবিশিষ্ট এবং মৃতহারক (শববহন করা যাহাদের বৃত্তি) শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধে ভোজন করেন না; অতএব সাবধানে সদাচার পরায়ণ লোকগণের সম্মুখে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিবে। ভূমিতে তিলনিক্ষেপ করিয়া নিশাচরগণকে দূর করিবে। দুর্গন্ধ, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও পর্য্যুষিত অন্ন শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শ্রদ্ধাসহকারে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া পিতৃগণকে অন্নদান করিলে, পিতৃগণ যেরূপ আহারে যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেইরূপ আহার প্রাপ্ত হন। হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কলাপগ্রামের কলাপী নামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গাথা গীতা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমন কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিয়া সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে, সে আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে ঘৃতমধুসংযুক্ত পায়স প্রদান করে।

---

* ত্রিঃ পিবন্তি স্ত্রিয়ং ক্ষীরং যেহত্র বৃদ্ধপ্রজাপতিম্।
বাধ্রীণসস্তু তং প্রাহুর্যাজিকা: শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
(অন্নপানে গজ মুখবৎ কর্ণৌ চ জলং স্পৃশতঃ স ত্রিপিঃ।)
যথা
কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ।
স বৈ বাধ্রীণসঃ প্রোক্ত ইত্যেষা নৈগমী শ্রুতিঃ।

অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥১৯

গৌরীং* বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলং† বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥২০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র জন্মে যে, সে ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে পায়স, মধু ও ঘৃত দান করে, অথবা গৌরী কন্যা বিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় ॥১৯-২০॥

* অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাং তু রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
গৌরীং বদন্ত্যকপুত্রং বৈকুণ্ঠং খাদতি রোহিণীম্। কন্যাং বদন্ ব্রহ্মলোকং যৌবনস্থ রজস্বলাম্॥
† লোহিতো যস্য বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ। শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

[নগ্নলক্ষণম্, ভীষ্ম-বশিষ্ঠসংবাদঃ, বিষ্ণুস্তুতিঃ, মায়ামোহোৎপত্তিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ইত্যাহ ভগবানৌর্বঃ সগরায় মহাত্মনে।
সদাচারান্ পুরা সম্যঙ্ মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে ॥১
ময়াপ্যেতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ।
সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং কশ্চিন্নাপ্নোতি শোভনম্ ॥২

মৈত্রেয় উবাচ।

ষণ্ডাপবিদ্ধপ্রমুখা বিদিতা ভগবন্ মম।
উদক্যাস্থাশ্চ যে সর্বে নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
কো নগ্নঃ কিংসমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং নরো লভেৎ।
নগ্নস্বরূপমিচ্ছামি যথাবদ্ গদিতং ত্বয়া ॥৪

পরাশর উবাচ।

ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্দ্বিজ।
এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥৫
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্ঝিতায়ামতস্তস্যামসংশয়ম্ ॥৬

সপ্তদশ অধ্যায়

[নগ্ন লক্ষণ, ভীষ্ম-বশিষ্ঠসংবাদ, বিষ্ণুস্তুতি এবং মায়ামোহোৎপত্তি।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বকালে সদাচারসমূহের বিষয় মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা করিলে ভগবান্ ঔর্ব্ব এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার কাছে অশেষপ্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম। হে দ্বিজ! সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবান্! ক্লীব, অপবিদ্ধ ও উদক্যাদি কাহাকে বলে, তাহা আমার জানা আছে; কিন্তু নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি। নগ্ন কে? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে নগ্নসংজ্ঞা লাভ করে? নগ্নের স্বরূপ বা কি? এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর বলিলেন,—দ্বিজ! বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋক্-যজুঃ-সাম-সংজ্ঞক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে ব্রহ্মন্! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ; অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন হয়, ইহাতে সংশয় নাই। আমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ বশিষ্ঠ মহাত্মা

ইদঞ্চ শ্রুয়তামস্মদ্ ভীষ্মায় সুমহাত্মনে।
কথয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বশিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥৭
ময়াপি তস্য গদতঃ শ্রুতমেতন্মহাত্মনঃ।
নয়সম্বন্ধি মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥৮
দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং দিব্যমব্দং পুরা দ্বিজ।
তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈত্যৈর্হ্লাদপুরোগমৈঃ ॥৯
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং গত্বাতপ্যন্ত বৈ তপঃ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় জগুশ্চেমং স্তবং তথা ॥১০

দেবা ঊচুঃ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥১১
যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥১২
তথাপ্যরাতিবিধ্বংসধ্বস্তবীর্য্যা ভবাধিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈবগোচরে ॥১৩
ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্ ॥১৪
একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ ॥১৫
তত্রেশ তব তৎ পূর্বং ব্রহ্মাভিকমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥১৬
শক্রার্করুদ্রবস্বগ্নি-মরুৎ-সোমাদিভেদবৎ।
বহুমেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥১৭
দম্ভপ্রায়মদম্ভোধি তিতিক্ষা-দমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ ॥১৮
নাস্তিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যঃ স্তিমিততেজসি।
শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ ॥১৯
ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম ॥২০
স্বর্গস্বধর্ম্মিসদ্ধর্ম্ম-ফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন ॥২১

ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন ভীষ্মের নিকট বলেন, তখন শুনিয়াছি। হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগণ ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। অনন্তর দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগিলেন।১-১০

দেবগণ বলিলেন,—আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব, তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন। যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া নিজেদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি এবং তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ। হে ভূতাত্মন্! তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান এবং কালের বিভেদ করিতেছে। হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা; তুমিই সেই ব্রহ্মার স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি। আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্ত্তি দম্ভময়, বিবেকশূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জ্জিত সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার। হৃদয়রূপ নাড়ীসকল সমধিক জ্ঞানের আধার নয় বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ-রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে

হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ॥২২

অতিতিক্ষ্ণাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ ॥২৩

অববোধি চ যজ্ঞানমলোমমপকল্মষম্।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ ॥২৪

ভক্ষয়ত্যখ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্।
যদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥২৫

সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ।
নৃত্যত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥২৬

প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ স্বদ্রূপায় নরাত্মনে ॥২৭

অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন্ তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥২৮

যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।
বৃক্ষাদিভেদৈর্যদ্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥২৯

তির্য্যঙ্মানুষদেবাদি ব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপং তবাদেঃ সর্বস্য তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥৩০

প্রধানবুদ্ধ্যাদিমমাদশেষাদ্
যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্।
রূপং তবাদ্যং ন যদস্যতুল্যং
তস্মৈ নমঃ কারণকারণায় ॥৩১

শুক্লাদিনীর্ঘাদিঘনাদিহীন-
মগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমার্থদৃশ্যং
রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম ॥৩২

যন্নঃ শরীরেষু যদস্যদেহে-
দশেষজন্তুব্রজমব্যয়ং যৎ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি
ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥৩৩

সকলমিদমজস্য যস্য রূপং
পরমপদাত্মবতঃ সনাতনস্য।

যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যজ্ঞরূপী তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত, তুমি সেই পিশাচ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ।১১-২০

হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ; সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার। যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাঁহারা ক্রূর, যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্ব সর্পগণরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই ঋষিগণরূপী তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি কল্পান্তে অবারিতরূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষরূপে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার। হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধযুক্ত (একাদশ ইন্দ্রিয় বধ, নবতুষ্টি বধ ও অষ্টসিদ্ধি বধ—সমুদায়ে অষ্টাবিংশতিপ্রকার বধ।) তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশুমূর্ত্তি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি জগতের সিদ্ধিসাধন যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্নপ্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্ব্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার ।২১-৩০

হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ সৃষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোন রূপ নাই, সেই কারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার যে মূর্ত্তি শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপরহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি যমাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা

তমনিধনমশেষবীজভূতং
প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥৩৪
পরাশর উবাচ।
স্তোত্রস্যান্তাবসানে তু দদৃশুঃ পরমেশ্বরম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥৩৫
তমূচুঃ সকলা দেবাঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রসীদ দেব দৈত্যেভ্যস্ত্রাহীতি শরণার্থিনঃ ॥৩৬
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ।
হৃতং নো ব্রহ্মণোঽপ্যাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরমেশ্বর ॥৩৭
যদ্যপ্যশেষভূতস্থ বয়ং তে চ তবাংশকাঃ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ ॥৩৮
স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যাস্তেঽসুরা হন্তুমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ ॥৩৯
তমুপায়মমেয়াত্মন্নস্মাকং দাতুমর্হসি।
যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্ ক্ষমাঃ ॥৪০

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ।
তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥৪১
শ্রীভগবানুবাচ।
মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥৪২
স্থিতৌ স্থিতস্য মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপন্থিনঃ।
ব্রহ্মণো যেঽধিকারস্থ দেবদৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥৪৩
তদ্গচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা মায়ামোহোঽয়মগ্রতঃ।
গচ্ছন্ত্বত্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বা প্রণিপত্যেনং যযুর্দেবা যথাগতম্।
মায়ামোহোঽপি তৈঃ সার্দ্ধং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিরা যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি। যিনি আমাদের শরীরে, অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি উৎপত্তিহীন, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। পরাশর বলিলেন,—স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন। তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে নাথ! প্রসন্ন হও; আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমাদের ত্রিলোক রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। যদিও তুমি অশেষ জীবস্বরূপ এবং আমরা ও তাহারা তোমার অংশ, তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে জগৎ সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি। আমাদের শত্রুগণ স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মে নিরত, বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে অমেয়াত্মন্ ভগবন্! যাহাতে আমরা সেই সমুদয় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এইরূপ কোন উপায় করিয়া দাও।৩১-৪০

পরাশর বলিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। হে দেবগণ! সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই বধ্য। হে দেবগণ। এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না; এই মায়ামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক। পরাশর বলিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, মায়ামোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন।৪১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[অসুরেভ্যো মায়ামোহস্যোপদেশদানম্, বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তিঃ, নগ্নসম্পর্কদোষঃ, নৃপস্য শতধনোরুপাখ্যানঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

তপস্তপ্তিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো মহাসুরান্ ।
মৈত্রেয় দদৃশে গত্বা নর্ম্মদাতীরসংস্থিতান্ ॥১
ততো দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো দ্বিজ ।
মায়ামোহোঽসুরান্ শ্লক্ষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২

মায়ামোহ উবাচ ।

ভো দৈত্যপতয়ো ব্রূত যদর্থং তপ্যতে তপঃ ।
ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥৩

অসুরা ঊচুঃ ।

পারত্র্যফললাভায় তপশ্চর্য্যা মহামতে ।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিং বা তেঽত্র বিবক্ষিতম্ ॥৪

মায়ামোহ উবাচ ।

কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্ ॥৫
ধর্ম্মো বিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বে যূয়ং মহাবলাঃ ॥৬

পরাশর উবাচ ।

এবং প্রকারৈর্বহুভির্মুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ ॥৭
ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্নসদিত্যপি ।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সম্প্রযচ্ছতি ॥৮
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো ন চাপ্যয়ম্ ।
কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটস্থিদম্ ।
দিগ্‌বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহ্ববাসসাম্ ॥৯
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা ।
তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাৎস্ত্যাজিতা দ্বিজ ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়

[অসুরগণকে মায়ামোহের উপদেশদান, বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তি, নগ্নসম্পর্কদোষ এবং রাজা শতধনুর উপাখ্যান ।]

পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয়! অনন্তর মায়ামোহ সেই স্থান হইতে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই মহাসুরগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছে। হে দ্বিজ! তখন মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ, তাহা বল। এই তপস্যা দ্বারা তোমরা ঐহিক বা পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর? অসুরগণ বলিল,—হে মহামতে! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর? মায়ামোহ বলিলেন, যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার-স্বরূপ মদুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযোগী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে। তোমরা সকলেই মহাবল, তোমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পরাশর বলিলেন,—এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি-প্রদর্শন দ্বারা এবং পরিশঙ্কিত বাক্যসমূহ দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাতে ধর্ম্ম হয়, ইহাতে অধর্ম্ম হয়, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় না, ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য্য, এইটী অকার্য্য, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, হে দ্বিজ! এইরূপ অনেক প্রকার সংশয়-

অর্হতেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্ ॥১১
ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
কারিতাস্তময়া হ্যাসংস্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ ॥১২
তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ।
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা বৈদিকৈর্দৈবতাঃ প্রাগলম্ ॥১৩
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃগ্‌মায়ামোহোঽভিতেক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদুমধুরাক্ষরম্ ॥১৪

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥১৫
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্ ॥১৬
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥১৭

পরাশর উবাচ।

এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যধ্বমিতীরয়ন্।
মায়ামোহঃ স দৈত্যেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়দ্দ্বিজম্ ॥১৮
নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিগোজ্ঝিতম্।
তথা তথা চ তদ্ধর্ম্মং তত্যাজুস্তে যথা যথা ॥১৯
তেঽপ্যন্যেষাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ।
মৈত্রেয় তত্যজুর্ধর্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরম্ ॥২০
অন্যানপ্যসুপাষণ্ড-প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ।
দৈত্যেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোঽতিমোহকৃৎ ॥২১
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাম্ ॥২২
কেচিন্নিনিন্দুর্বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যে চ দ্বিজন্মনাম্ ॥২৩
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যূর্ধ্বকোদিতম্ ॥২৪

জনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন।১-১০

মায়া-মোহ দৈত্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম মান্য কর। এইজন্য যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হয়। মায়া-মোহ এইরূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন; অসুরসমূহও মায়ামোহ-প্রভাবে মূঢ় হইয়া অন্যান্য জনকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। অসুরলক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে এবং আর আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করাইল, অল্প দিনের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। অনন্তর মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জনরাগ করিয়া অন্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে অসুরগণ। যদি নির্ব্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে কোন ফল হইবে না—ইহা জানিবে, জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, এই জগৎ অনাধার, ভ্রমজ্ঞানগোচর, অর্থান্বেষণে তৎপর ও রাগাদিদোষে সাতিশয় দূষিত। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। পরাশর বলিলেন,—মায়ামোহ এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ বুঝিবে এবং এইরূপ বুঝিয়া রাখ—এই কথা বলিয়া দানবগণকে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন। মায়ামোহ দৈত্যগণের নিকট এইরূপ নানা-প্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, তাহারা সেই বাক্যানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ধর্ম্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট বলিল,—অন্যেও পরের নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! দৈত্যেরা এইরূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল।১১-২০

হে দ্বিজ! অতিশয় মোহজনক মায়ামোহ অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া অপরাপর অসুরগণকে

গজৈরনেকৈর্দেবস্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ ॥২৫
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে ॥২৬
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং প্রভুঞ্জ্যাদ্যং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ ॥২৭
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যন্ময়েরিতম্ ॥২৮
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়াস্মৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ ॥২৯
মায়ামোহেন তে দৈত্যাঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যামোহিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥৩০

ইত্থমুন্মার্গগাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥৩১
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্দ্বিজ।
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥৩২
স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্বং নেষুর্নষ্টে চ তত্র তে ॥৩৩
ততো মৈত্রেয় তন্মার্গবিভ্রান্তিনো যেঽভবন্ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈর্মতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা ॥৩৪
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড্ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥৩৫
যস্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।
পরিব্রাড্ বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃত্তরঃ ॥৩৬

মোহিত করিল। এইরূপে মায়ামোহের মোহপ্রভাবে অসুরগণ অল্পকালে বেদমার্গাশ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল, কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল; কেহবা যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, ঈদৃশ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়—এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘৃতসমূহ অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে—ইহা বালকের যোগ্য বাক্য। অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু পশু সরস পত্র ভক্ষণ করে। যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে, যদি সেই পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন আপনার পিতাকে বধ করে না? শ্রাদ্ধকালে একব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাস গমন কালে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন? (পুত্রগণ শ্রদ্ধার সহিত গৃহে আহার করিলেই প্রবাসীর তৃপ্তি হইতে পারে) অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমি যাহা কহিলাম, তাহাতে তোমাদের রুচি হউক। হে অসুরগণ! আপ্তবাক্য সকল আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা, আমি বা অন্য ব্যক্তি সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। মায়ামোহ এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃতি ভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না।২১-৩০

এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা সন্মার্গভ্রষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মরূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল। হে মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই নগ্ন; কারণ, তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক,—এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই। হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ

নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশম্।
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥৩৭
প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি।
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ ॥৩৮
সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥৩৯
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামতে।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥৪০
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেশ্মনি।
প্রয়ান্ত্যনর্চ্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ ॥৪১
দেবাদিনিঃশ্বাসহতং শরীরং যস্য বেশ্ম চ।
ন তেন সঙ্করং কুর্য্যাদ্ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥৪২
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্যাঞ্চৈব কুর্ব্বতঃ।
জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ বৎসরম্ ॥৪৩
অথ ভুঙ্‌ক্তে গৃহে তস্য করোত্যাস্যাং তথাসনে।
শেতে চাপ্যেকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ ॥৪৪
দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্চ্য যোঽতিথীন্।
ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥৪৫
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতোমুখম্।
যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥৪৬
চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্তসঙ্করঃ।
তত্রাস্থা সাধুবৃত্তীনামুপঘাতায় জায়তে ॥৪৭
অনভ্যর্চ্চ্য ঋষীন্ দেবান্ পিতৃন্ ভূতাতিথীংস্তথা।
যে ভুঙ্‌ক্তে তস্য সম্ভাষাৎ পতন্তি নরকে নরাঃ ॥৪৮
তস্মাদেতান্ নরো নগ্নাংস্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥৪৯
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কৃতং যস্মাদ্ দেবান্ পিতৃপিতামহান্।
ন প্রীণয়তি তচ্ছ্রাদ্ধং যদেভিরবলোকিতম্ ॥৫০

করিয়া বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজক না হয়, সেই পাপাত্মাও নগ্ন বলিয়া গণ্য। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্ম্মও বিনষ্ট হয়। হে মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে একপক্ষ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। এক বৎসর-কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়া না হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। হে মহামতে! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না।৩১-৪০

এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণ পূজা না পাইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাপাচারী নাই। যাহার শরীর ও গৃহ দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিশ্বাস দ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না। যে ব্যক্তি উক্ত পাতকীর সহিত এক বৎসর কাল সম্ভাষণ, কুশলপ্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে, সে তৎসদৃশ পাতকী হয়। যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে বা তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করে কিংবা এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয়। যে ব্যক্তি দেবতাদিগের, পিতৃগণের, ভূতবর্গের ও অতিথিবৃন্দের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হয় কিংবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে। হে মৈত্রেয়! একগৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অত্যন্ত সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই গৃহবাসে সাধুব্যবহারের উপঘাত (হানি) হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঋষি এবং দেবতাদিগকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিবৃন্দকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, লোক নরকে গমন করে। এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি বেদপরিত্যাগদূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। শ্রদ্ধাবান্ লোকে যখন যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ

শ্রূয়তে চ পুরা খ্যাতো রাজা শতধনুর্ভুবি ।
পত্নী চ শৈব্যা তস্যাভূদতিধর্ম্মপরায়ণা ॥৫১
পতিব্রতা মহাভাগা সত্য-শৌচ-দয়ান্বিতা ।
সর্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ ॥৫২
স তু রাজা তয়া সার্দ্ধং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
আরাধয়ামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥৫৩
হোমৈর্জপৈস্তথা দানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ ।
পূজাভিশ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥৫৪
একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে ।
ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥৫৫
পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সম্মুখং দ্বিজ ।
চাপাচার্য্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫৬
অতস্তদ্ গৌরবাৎ তেন সহালাপমথাকরোৎ ।
ন তু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী ব্রতব্রতা ॥৫৭
উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্ দৃষ্টে দদর্শ চ ॥৫৮
সমাগম্য যথান্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি ।
বিষ্ণোঃ পূজাদিকং সর্বং কৃতবন্তৌ দ্বিজোত্তম ॥৫৯
কালেন গচ্ছতা রাজা সমারাসৌ সপত্নিকঃ ।
অস্মারুরোহ তং দেবী চিতাস্থং ভূপতিং পতিম্ ॥৬০
স তু তেনোপচারেণ খ্যাজ্ঞে বসুধাধিপঃ ।
উপোষিতেন পাষণ্ডসম্ভাষো যঃ কৃতোঽভবৎ ॥৬১
সাপি জাতিস্মরা জজ্ঞে কাশীরাজসুতা শুভা ।
সর্ববিজ্ঞানসম্পূর্ণা সর্বলক্ষণপূজিতা ॥৬২
তাং পিতা দাতুকামোঽভূদ্ বরায় বিনিবারিতঃ ।
তয়ৈব তস্যা বিরতেতি বিবাহারম্ভতো নৃপঃ ॥৬৩
ততঃ সা দিব্যয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা স্বামিনং নিজং পতিম্ ।
বৈদিশাখ্যং পুরং গত্বা তদবস্থং দদর্শ তম্ ॥৬৪

করেন, সেই সময় সাধুগণ যদি অবলোকন করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তাদেরও সেই শ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না ।৪১-৫০

শুনিয়াছি,—পূর্ব্বকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। ঐ শৈব্যা পতিব্রতা, মহাভাগ্যবতী, সত্যনিষ্ঠা, শৌচপরায়ণা, দয়াপরতন্ত্রা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন। সেই রাজা শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিষ্ণু জনার্দ্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতিদিন তন্মনা হইয়া ভক্তিসহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজা দ্বারা আরাধনা করিতেন, অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। একদা তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া একত্র ভাগীরথী-সলিলে স্নানপূর্ব্বক উত্থান করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে আগত এক পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড মহাত্মা রাজা চাপাচার্য্যের সখা। রাজা আচার্য্যের গৌরব স্মরণ করিয়া সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরন্তু তাঁহার পত্নী ব্রতব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্‌যতা হইয়া থাকিলেন। আমি উপবাস করিয়া আছি—এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই পাষণ্ডের দর্শন হওয়ায় সূর্য্য দর্শন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সেই দম্পতী যথারীতি আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিলেন। কিছুকাল পরে শত্রুবিজয়ী রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবী শৈব্যাও চিতারূঢ় পতির অনুগমন করিলেন ।৫১-৬০

রাজা উপোষিত হইয়া সে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই দোষের জন্য কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতারূপে জন্মিলেন এবং সর্ব্ব-বিজ্ঞানযুক্তা সর্ব্বশুভলক্ষণসম্পন্না, শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন। অনন্তর কাশীরাজ কোন বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের ব্যাপারে নিষেধ করাতে রাজা বিরত হইলেন। পরে কাশীপতিতনয়া শৈব্যা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি কুক্কুর হইয়া বিদিশা-নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া

তং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগং শ্বানং ভূতং পতিং তথা।
দদৌ তস্মৈ বরাহারং সংস্কারপ্রবণং শুভম্ ॥৬৫
ভুঞ্জন্ দত্তং তয়া সোঽন্নমতিমিষ্টমভীপ্সিতম্।
স্বজাতিললিতং কুর্ব্বন্ বহু চাটু চকার বৈ ॥৬৬
অতীব ব্রীড়িতা বালা কুর্বতা চাটু তেন সা।
প্রণমেপূর্বমাহেদং দয়িতং তং কুযোনিজম্ ॥৬৭

পত্ন্যুবাচ।

স্মর্য্যতাং তন্মহারাজ দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া।
যেন স্বযোনিমাপন্নো মম চাটুকরো ভবান্ ॥৬৮
পাষণ্ডিনং সমাভাষ্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্।
প্রাপ্তোঽসি কুৎসিতাং যোনিং কিন্ন স্মরসি
তৎ প্রভো ॥৬৯

পরাশর উবাচ।

তয়ৈবং স্মারিতে তত্র পূর্বজাতিকৃতে তদা।
সধ্যৌ চিরমথাবাপ নির্বেদমতিদুর্লভম্ ॥৭০
নির্বিণ্ণচিত্তঃ স ততো নির্গম্য নগরাৎ ততঃ।
মরুপ্রপতনং কৃত্বা শার্গালীং যোনিমাগতঃ ॥৭১
সাপি দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে বর্ষে দিব্যেন চক্ষুষা।
জ্ঞাত্বা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং
গিরিম্ ॥৭২
তত্রাপি দৃষ্ট্বা তং প্রাহ শার্গালীং যোনিমাগতম্।
ভর্তারমতিচার্বঙ্গী তনয়া পৃথিবীপতে ॥৭৩

পত্ন্যুবাচ।

অপি স্মরসি রাজেন্দ্র স্বযোনিস্থস্ত যন্ময়া।
প্রোক্তং তে পূর্ব্বচরিতং পাষণ্ডালাপসংশ্রয়ম্ ॥৭৪
পুনস্তয়োক্তস্তজ্জ্ঞাত্বা সত্যং সত্যব্রতাং বরঃ।
কাননে স নিরাহারস্তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥৭৫
ভূয়স্ততো বৃকং জাতং গত্বা তং নির্জ্জনে বনে।
স্মারয়ামাস ভর্তারং পূর্ব্ববৃত্তনিন্দিতা ॥৭৬

তদবস্থায় ভর্তাকে দেখিতে পাইলেন। হে মহাভাগ! ভর্তাকে তাদৃশ কুক্কুর হইতে দেখিয়া কাশীরাজদুহিতা আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন। তাঁহার ভর্তাও তৎপ্রদত্ত অভিলষিত অতি মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে স্বজাতি যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীর চাটুদর্শনে বালিকা কাশীরাজ-কন্যা অতীব লজ্জিতা হইলেন। তিনি কুযোনিজাত ভর্তাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহারাজ! আপনি গুরুর সমাবোধে সৌরব প্রকাশপূর্ব্বক পাষণ্ডকে যে প্রীতিমধুর বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্য কুক্কুর-জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকার চাটু করিতেছেন —তাহা স্মরণ করুন। প্রভো! আপনি তীর্থস্নানের পর পাষণ্ড সম্ভাষণ করিয়া এই কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা কেন স্মরণ করিতেছেন না? ৬১-৬৯

পরাশর বলিলেন,—কাশীরাজদুহিতা এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিলে, কুক্কুর পূর্ব্বজন্মের জন্য অনেকক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্ব্বেদ(বেদ)প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই কুক্কুর নির্বিণ্ণচিত্ত হইয়া সেই নগরী হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করত শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই বৈশ্যা দিব্যচক্ষু দ্বারা পতি শৃগাল-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোলাহলপর্ব্বতে গমন করিলেন। রমণীয়াকৃতি রাজকুমারী সেখানে শৃগাল-যোনিপ্রাপ্ত ভর্তাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কুক্কুর-যোনিতে অবস্থানকালে পূর্ব্বে পাষণ্ডের সহিত আলাপবিষয়ক যে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন? পরাশর বলিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সমুদায় বুঝিতে পারিলেন এবং অনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগালদেহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনিন্দিতা কাশীরাজতনয়া নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃকরূপী ভর্তাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন;—মহাভাগ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্ব্বে কুক্কুর পরে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছিলেন; এক্ষণে

ন ত্বং বৃকো মহাভাগ রাজা শতধনুর্ভবান্ ।
স্বা ভূত্বা ত্বং শৃগালোঽভূর্বৃকত্বং সাম্প্রতং গতঃ ॥৭৭

পরাশর উবাচ ।

স্মারিতেন যদা ত্যক্তস্তেনাত্মা গৃধ্রতাং গতঃ ।
অবাপ সা পুনশ্চৈনং বোধয়ামাস ভাবিনী ॥৭৮
নরেন্দ্র স্মর্যতামাত্মা হ্যলং তে গৃধ্রচেষ্টয়া ।
পাষণ্ডালাপজাতোঽয়ং দোষো যদ্গৃধ্রতাং গতঃ ॥৭৯
ততঃ কাকত্বমাপন্নং সমনন্তরজন্মনি ।
উবাচ তন্বী ভর্তারমুপলভ্যাত্মযোগতঃ ॥৮০
অশেষা ভূভৃতঃ পূর্ব্বং বশ্যা যস্মৈ বলিং দদুঃ ।
স ত্বং কাকত্বমাপন্নো জাতোঽদ্য বলিভুক্ প্রভো ॥৮১

পরাশর উবাচ ।

এবমেব চ কাকত্বে স্মারিতঃ স পুরাতনম্ ।
তত্যাজ ভূপতিঃ প্রাণান্ ময়ূরত্বমবাপ চ ॥৮২
ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ চকারানুগতং শুভা ।
দত্তৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদ্যৈস্তৃপ্তং তজ্জাতিভোজনৈঃ ॥৮৩
ততস্তু জনকো রাজা বাজিমেধং মহাক্রতুম্ ।
চকার তস্যাবভৃথে স্নাপয়ামাস তং তদা ॥৮৪
সন্নৌ স্বয়ঞ্চ তন্বঙ্গী স্নাপয়ামাস চাপি তম্ ।
যথাসৌ স্বশৃগালাত্মা যোনির্জগ্রাহ পার্থিবঃ ॥৮৫
স্মৃতজন্মক্রমঃ সোঽথ তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ।
জজ্ঞে চ জনকস্যৈব পুত্রোঽসৌ তনয়াত্মনঃ ॥৮৬
ততঃ সা পিতরং তন্বী বিবাহার্থমচোদয়ৎ ।
স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥৮৭
স্বয়ংবরে কৃতে সা তং সম্প্রাপ্তং পতিমাত্মনঃ ।
বরয়ামাস ভূয়োঽপি ভর্তৃভাবেন ভাবিনী ॥৮৮
বুভুজে চ তয়া সার্দ্ধং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ ।
পিতর্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেষু চকার বৈ ॥৮৯
ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ দদৌ দানানি চার্থিনাম্ ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস যুযুধে চ সহারিভিঃ ॥৯০
রাজ্যং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্ ।
তত্যাজ সপ্রিয়ান্ প্রাণান্ সংগ্রামে ধর্ম্মতো নৃপঃ ॥৯১

বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন। কাশীরাজদুহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, রাজা বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃধ্র (শকুনি) হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্ব্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন যে,—রাজন্! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষণ্ডালাপ-জনিতদোষে আপনি গৃধ্র হইয়াছেন। পরে রাজা গৃধ্রশরীর পরিত্যাগ করিয়া কাক হইলেন। ভীরুস্বভাবা কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্ত্তাকে জানিয়া বলিলেন,—প্রভো! পূর্ব্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া যাহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ হইলেন। পরাশর বলিলেন,—কাকজন্মেও রাজা এই প্রকার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন।৭০-৮২

তখন কাশীরাজতনয়া ভর্ত্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটীকে স্নান করাইলেন। কাশীরাজনন্দিনী স্বয়ংও স্নান করিয়া রাজা কিরূপে কৃচ্ছ্রে শৃগাল প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ময়ূররূপী রাজাও ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর তনয়াসী কাশীরাজকন্যা পিতাকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ংবরসভা করিলেন। যখন স্বয়ংবরসভা হইল, তখন রাজকন্যা স্বীয় ভর্ত্তাকে সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃভাবে বরণ করিলেন। জনকরাজার পুত্রও কাশীরাজতনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে জনকরাজার মৃত্যুর পর তিনি বিদেহ-দেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচকগণকে বহুসংখ্যক ধন দান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল; তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে

ততশ্চিতাস্থং তং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা শুভেক্ষণা।
অন্বারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্ব্বং মুদা সতী ॥৯২
ততোঽবাপ তয়া সার্দ্ধং রাজপুত্র্যা স পার্থিবঃ।
ঐন্দ্রানতীত্য বৈ লোকান্ লোকান্ কামদুহোদ্ভবান্ ॥৯৩
স্বর্গাক্ষয়ত্বমতুলং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্।
প্রাপ্তং পুণ্যফলং প্রাপ্য সংশুদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম ॥৯৪
এষ পাষণ্ডসম্ভাষদোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানমাহাত্ম্যমেব চ ॥৯৫
তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপ-স্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥৯৬
ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত্তু মতিমান্ নরঃ ॥৯৭
কিং পুনর্যৈস্তু সাত্যক্তা ত্রয়ী সর্বাত্মনা দ্বিজ।
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্বেদবাদবিরোধিভিঃ ॥৯৮
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥৯৯
দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ সহাস্থাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈস্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১০০
এতে ময়াস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকঃ।
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি ॥১০১
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা ন হ্যেতানলপেদ্ বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্ ॥১০২
পুংসাং জটাধরণমৌণ্ড্যব্রতাং বৃথৈব
মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্।
তোয়প্রদানপিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং
সম্ভাষণাদপি নরা নরকং প্রযান্তি ॥১০৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

রাজ্যভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন। সুলোচনা সতী রাজকন্যা আনন্দের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার বিধানানুসারে চিতাস্থায়ী মৃতপতির অনুগমন করিলেন।৮৩-৯২

অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত ইন্দ্রলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তিনি পরিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীয় অক্ষয় স্বর্গ, দুর্লভ দাম্পত্য-সুখ ও পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয় পুণ্যের ফল ভোগ করেন। হে দ্বিজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধযজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বলিলাম। এতএব পাষণ্ড পাপাচারীদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বিশেষতঃ কোন বিদ্বান্ নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য। যাহার গৃহে একমাস কাল নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবেন। বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদ-বিরোধী যে সকল পাপাত্মা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা অতীব কর্ত্তব্য। পাষণ্ড, বিকর্ম্মক, বৈড়ালব্রতিক, শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তি—এই সকল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শ করে, এইজন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। মৃত কাহাকে বলে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে একদিনের পুণ্য নষ্ট হয়। এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে সেই দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়। নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথি পূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্ব্বপ্রকার শৌচহীন এবং তর্পণ কিংবা পিতৃপিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ—এই সকল ব্যক্তির সম্ভাষণমাত্র করিলেও মনুষ্যগণ নরকে গমন করে।৯৩-১০৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽংশঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[বংশবিস্তারকথনম্। ব্রহ্মণো দক্ষাদীনাঞ্চোৎপত্তিঃ, পুরূরবসো জন্ম,
রেবত্যা সহ বলরামস্য বিবাহশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ যজ্ঞৈঃ কার্য্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতৈঃ।
ত্বন্মুখং গুরুণাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকম্ ॥১
বর্ণধর্ম্মাস্তথাখ্যাতা ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু বৈ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রব্রূহি মে গুরো ॥২

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তামময়মনেকযজ্বিবীরশূরভূপালালঙ্কৃতো ব্রহ্মাদির্মানবো বংশঃ।

তথা চোচ্যতে।

ব্রহ্মাণ্ডং যো মনোর্ব্বংশমহন্যহনি সংস্মরেৎ।
তস্য বংশলুচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥৩

তদস্য বংশানুপূর্ব্বীমশেষপাপপ্রক্ষালনায় মৈত্রেয়েতাং শৃণু। তদ্ যথা সকলজগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়ং ব্রহ্মণো মূর্ত্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূব ॥৪

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ, দক্ষস্যাপ্যদিতিঃ, অদিতের্বিবস্বান্, বিবস্বতো মনুঃ, মনোরিক্ষ্বাকু-নৃগ-ধৃষ্ট-শর্য্যাতি-নরিষ্যন্ত-প্রাংশু-নাভাগনেদিষ্ঠ-করূষ-পৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥৫
ইষ্টিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ব্বহ্নুঃ পুত্রকামশ্চকার ॥৬
তত্রাপহতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব ॥৭

সৈব চ মিত্রাবরুণপ্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রী সতী সোমসূনোর্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম ॥৮

সানুরাগশ্চ তস্যাং বুধঃ পুরূরবসমাত্মজমুৎপাদয়ামাস ॥৯

তাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভিরিষ্টিমস্ত ঋঙ্‌ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়োঽথর্ব্বময়ঃ সর্ব্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়োঽখিলাত্মকো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষস্বরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বমভিলষদ্ভির্যথাবদিষ্টঃ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

[বংশ বিস্তারকথন। ব্রহ্মা ও দক্ষাদির উৎপত্তি, পুরূরবার জন্ম এবং রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! সৎকর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, গুরুদেব আপনি তাহা আমাকে বলিয়াছেন। হে গুরো! আপনি আশ্রমসমূহের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশসকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন।১-২

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! নানা যজ্ঞকর্ত্তা বীর ও শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া যে বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মনুর বংশ শ্রবণ কর। এই ভূপালগণের আদিপুরুষ ব্রহ্মা। এই প্রকার উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মনুবংশ প্রতিদিন স্মরণ করে, কখনও তাহার বংশ সমুচ্ছেদ হয় না। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের জন্য এই মনুর বংশ যথানুক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার,—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদ্বিষ্ণুময় পরমব্রহ্মের

তৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নেঽভবৎ ॥১১
তস্যাপ্যুৎকল-গয়-বিনতসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ।
সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্বকত্বাদ্ রাজ্যভাগং ন লেভে ॥১২
তৎপিত্রা তু বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তম্। তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥১৩
করূষাৎ কারুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ ॥১৪
নাভাগো নেদিষ্ঠপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ ॥১৫

তস্মাদ্ভলন্দনঃ পুত্রোঽভবৎ। ভলন্দনাদ্বৎসপ্রিপ্রুদারকীর্তিঃ, বৎসপ্রেঃ প্রাংশুরভবৎ, প্রজামিশ্চ প্রাংশোরেকোঽভবৎ, ততশ্চ খনিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ, ক্ষুপাচ্চ অতিবলপরাক্রমোঽবিবিংশোঽভবৎ। ততো বিবিংশঃ, তস্মাচ্চ খনীনেত্রঃ, ততশ্চাতিবিভূতিঃ, অতিবিভূতেভূরিবলপরাক্রমঃ করন্ধমঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপ্যবিক্ষিঃ, অবিক্ষেরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুত্তোঽভবৎ ॥১৬

যস্যেমাবপ্যাপি শ্লোকৌ গীয়েতে। মরুত্তস্য যথা যজ্ঞস্তথা কস্যাভবদ্ ভুবি। সর্বং হিরণ্ময়ং যস্য যজ্ঞবস্ত্বতিশোভনম্। অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ। মরুত্তঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্যাশ্চ দিবৌকসঃ ॥১৭

মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী নরিষ্যন্তনামানং পুত্রমবাপ। তস্মাচ্চ দমঃ, দমস্য পুত্রো রাজ্যবর্দ্ধনো জজ্ঞে। রাজ্যবর্দ্ধনাৎ সুধৃতিরভূৎ। ততশ্চ নরঃ, তস্মাচ্চ কেবলঃ, কেবলাদ্

মূর্ত্তিস্বরূপ, অনাদি, সকল জগতের আদিভূত, ঋগ্-যজুঃ-সামময় ও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আবির্ভূত হন।৩-৪

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতি এক নাম্নী কন্যা হয়, সেই অদিতির পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ঠ, করূষ ও পৃষধ্র *। মনু পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যালাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। হে মৈত্রেয়! মিত্রাবরুণদেবের অনুগ্রহে সেই ইলানাম্নী কন্যাতে মনুর সুদ্যুম্ননামক পুত্র হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বরকোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরূরবানামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব অভিলাষে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামময়, অথর্ব্বময়, সর্ব্বময়, ও মনোময়, কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিন্ময় ভগবান্ যজ্ঞপুরুষরূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন।৫-১০

ভগবানের প্রসাদে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ সুদ্যুম্ন হইলেন। সেই সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হয়; তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। সুদ্যুম্নের পিতা বশিষ্ঠ-বাক্যানুসারে সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠাননামক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্নও ঐ নগর পুরূরবাকে দান করিলেন। পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়াছিলেন বলিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। করূষ হইতে 'কারুষ' নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন। নেদিষ্ঠপুত্র নাভাগ বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। নাভাগের বৈশ্যত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভলন্দন নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র উদারকীর্ত্তি বৎসপ্রিপ্রু ও বৎসপ্রিপ্রুর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর প্রজামি নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের অবিবিংশনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনীনেত্র, তৎপুত্র অতি-বিভূতি, তৎপুত্র ভূরিবল (মহাবলশালী) পরাক্রান্ত করন্ধম,

* কেহ কেহ অর্থ করেন,—ইক্ষ্বাকুপুত্র নৃগ, নৃগপুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি।

বন্ধুমান্, বন্ধুমতো বেগবান্, বেগবতো বুধঃ, ততঃ তৃণবিন্দুঃ, তস্যাপ্যেকা কন্যা ইলিবিলা নাম। তমকালম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুং ভেজে। তস্যামস্য বিশালো জজ্ঞে; যঃ পুরীং বৈশালীং নাম নির্ম্মমে। হেমচন্দ্রশ্চ বিশালস্য পুত্রোঽভবৎ। তস্মাচ্চ সুচন্দ্রঃ, তস্তনয়ো ধূম্রাশ্বঃ, তস্যাপি সৃঞ্জয়োঽভূৎ। সৃঞ্জয়াৎ সহদেবঃ, ততঃ কৃশাশ্বো নাম পুত্রোঽভূৎ। সোমদত্তঃ কৃশাশ্বাদ্জজ্ঞে; যো দশাশ্বমেধানাজহার। তৎপুত্রশ্চ জনমেজয়ঃ, জনমেজয়াৎ সুমতিঃ। এতে বৈশালকা ভূভৃতঃ ॥১৮

শ্লোকোঽপ্যত্র গীয়তে।

তৃণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তোঽতিধার্ম্মিকাঃ ॥১৯

শর্য্যাতেঃ কন্যা সুকন্যা নামাভবৎ; যামুপযেমে চ্যবনঃ। আনর্ত্তশ্চ নাম ধার্ম্মিকঃ শর্য্যাতিপুত্রোঽভবৎ। আনর্ত্তস্যাপি রেবতো নাম পুত্রো জজ্ঞে। যোঽসাবানর্ত্তবিষয়ং বুভুজে, পুরীঞ্চ কুশস্থলীমধ্যবসৎ। রেবতস্যাপি রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃশতজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তস্য চ রেবতী নাম কন্যা। তামাদায় কস্যেয়মর্হতীতি ভগবন্তমজযোনিং প্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং জগাম। তাবচ্চ ব্রহ্মণোঽন্তিকে হাহা-হূহূসংজ্ঞাভ্যাং গন্ধর্ব্বাভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্ব্বমগীয়ত ॥২০

তাবচ্চ ত্রিমার্গপরিবর্ত্তৈরনেকযুগপরিবৃত্তি তিষ্ঠন্নপি রৈবতকঃ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তমিব মেনে ॥২১

গীতাবসানে ভগবন্তমজযোনিং প্রণম্য রৈবতকঃ

তৎপুত্র অবিক্ষি। অবিক্ষিরও অতি বলশালী মরুত্ত নামে পুত্র হয়।১১-১৬

আজ পর্য্যন্ত মরুত্ত সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত হইয়া থাকে, যথা—মরুত্ত রাজার যে প্রকার যজ্ঞ হয়, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল। সেই যজ্ঞে সোমপানে ইন্দ্র হৃষ্ট হন ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সন্তোষ লাভ করেন। এই যজ্ঞে স্বর্গবাসী দেবগণ অন্নাদি পরিবেশন করেন ও সন্তুষ্ট হন। চক্রবর্ত্তী রাজা মরুত্ত নরিষ্যন্ত নামে পুত্র লাভ করেন। তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্যবর্দ্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজ্যবর্দ্ধনের সুধৃতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর; তৎপুত্র কেবল; তৎপুত্র বন্ধুমান্; তৎপুত্র বেগবান্, তৎপুত্র বুধ এবং বুধপুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দুর প্রথমে ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুকে ভজনা করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; ঐ বিশাল বৈশালী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র, তাহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। তৎপুত্র সৃঞ্জয়; তৎপুত্র সহদেব; সহদেবের কৃশাশ্বনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত। এই সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র সুমতি। এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ। ইঁহাদের সম্বন্ধে এক শ্লোকও গীত হয়,—"তৃণবিন্দুর প্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন।১৭-১৯

শর্য্যাতির সুকন্যা নাম্নী এক কন্যা হয়। তাঁহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তেরও রেবত নামে এক পুত্র হয়। সেই রেবত রাজা আনর্ত্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করেন। রেবতেরও রৈবত ককুদ্মীনামা অতি ধর্ম্মাত্মা একপুত্র ছিলেন এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রেবতী নামে এক কন্যা হয়। রৈবত ককুদ্মী "এই কন্যা, কাহার উপযুক্তা" এই কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলোক হাহা ও হূহূনামে গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতাননামে দিব্যগন্ধর্ব্ব গান করিতেছিলেন। তখন

কন্যাযোগ্যং বরমপৃচ্ছৎ। তস্মাৎ ভগবন্ কথয় যোঽভিমতস্তে বর ইতি। পুনশ্চ প্রণম্য ভগবতে যথাভিমতান্ আত্মনঃ স বরান্ কথয়ামাস—ক এষাং ভগবতোঽভিমতঃ? কস্মৈ কন্যামিমাং প্রযচ্ছামীতি। ততঃ কিঞ্চিদবনতশিরাঃ সস্মিতো ভগবানজযোনিরাহ ॥২২

যে এতে ভবতোঽভিমতা নৈতেষাং সাম্প্রতমপত্যাপত্যসন্ততিরপ্যবনীতলেঽস্তি। বহূনি হি তবাত্রৈ তদ্গান্ধর্ব্বং শৃণ্বতশ্চতুর্যুগান্যতীতানি। সাম্প্রতং ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্, আসন্নো হি তৎকলিঃ। অন্যস্মৈ কন্যারত্নমিদং ভবতৈকাকিনা দেয়ম্ ॥২৩

ভবতোঽপি মিত্র-মন্ত্রি-ভৃত্য-কলত্র-বন্ধু-বল-কোষাদয়ঃ কালেনৈতেনাত্যন্তমতীতাঃ ॥২৪

পুনরপ্যুৎপন্নসাধ্বসঃ স রাজা ভগবন্তং প্রণম্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্! এবমবস্থিতে ময়েয়ং কস্মৈ দেয়েতি। ততঃ স ভগবান্ কিঞ্চিদবনতকন্ধরং কৃতাঞ্জলিভূতং সপ্তলোকগুরুরজযোনিরাহ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য
বিদ্মো বয়ং সর্ব্বগতস্য ধাতুঃ।
ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং
ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য ॥২৬

কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো
ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
অজস্রনাশস্য সমস্তমূর্ত্তে-
রনাময়রূপস্য সনাতনস্য ॥২৭

ষড়জ, মধ্যম, গান্ধারাদি (অথবা তারা, উদারা ও মুদারা এই ত্রিবিধ) স্বর পরিবর্ত্তনে অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে রাজা অনেক যুগের পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, পরন্তু তাঁহার যেন মনে হইল তিনি এক মুহূর্ত্তকাল গান শ্রবণ করিতেছেন। পরে গীত সমাপ্ত হইলে রৈবতকরাজ ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন যে, "তোমার কোন্ বর অভিমত? তাহা বল।" তখন রৈবতক রাজা পুনর্ব্বার ভগবান্ পদ্মযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিমত বরসকলের নাম করত বলিলেন,—ইহাদের মধ্যে কোন্ বর আপনার অভিমত বা কাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব? তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—যে সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে এক্ষণে ইহাদের পুত্রপৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্ত্তমান নাই; কারণ, তোমার এইস্থলে গীত শ্রবণের মধ্যে বহু যুগ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ভূতলে অষ্টাবিংশতিতম মনুর অধিকারের চতুর্যুগ প্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি একাকী *, অন্য কোন বরকে কন্যারত্ন প্রদান কর। এইকালের মধ্যে তোমার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি একেবারে অতীত হইয়াছে।২৩-২৪

তখন রৈবতক ভয় সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এইরূপ অবস্থায় আমার কন্যা কাহাকে প্রদান করা যায়? অনন্তর সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা অবনতকন্ধর কৃতাঞ্জলি রাজাকে বলিলেন,—জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত আমরা কিছুই জানি না; যিনি সর্ব্বগত ও ধাতা; যে পরমেশ্বরের স্বরূপ, পর (তত্ত্বসীমা) স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না; কলামুহূর্ত্তময় কালও যাঁহার বিভূতির পরিণামের কারণ নহে†; যাঁহার জন্ম বা

---

* তোমার সদৃশ অন্য কোন পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, সুতরাং তুমি একাকী (সজাতীয় দ্বিতীয় শূন্য)।

† ইহার ভাব এই,—মনুষ্যাদির বিভূতি কালক্রমে ফুরাইয়া যায়; কারণ, তাহা অনিত্য। কিন্তু ভগবানের বিভূতি নিত্য, চিরকালই তাহা সমভাবেই রহিয়াছে; কাল তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য
ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽস্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো
যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ ॥২৮

মন্ত্ররূপমাম্নায় সৃজত্যজো যঃ
স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্বরূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং
ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্ ॥২৯

শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্ব-
মর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি।
পাকায় যোঽগ্নিস্বমুপেত্য লোকান্
বিভর্তি পৃথ্বীবপুরব্যয়াত্মা ॥৩০

চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী
লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী।
দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্থ
সর্ব্বাবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥৩১

যঃ সৃজ্যতে সর্গকৃদাত্মনৈব
যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ।
বিশ্বাত্মনঃ সংস্থ্রিয়তেঽন্তকারী
পৃথঙ্ ন যস্মাচ্চ যোঽব্যয়াত্মা ॥৩২

যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাত্মো
যশ্চাশ্রিতোঽস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভূঃ।
স সর্ব্বভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং
স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেঽবতীর্ণঃ ॥৩৩

কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যা
পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র চাস্তে
স কেশবাংশো বলদেবনামা ॥৩৪

তস্মৈ ত্বমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র!
প্রদেহি মায়ামনুজায় কামম্।
শ্লাঘ্যো বরোঽসৌ তনয়া তবেয়ং
স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ ॥৩৫

নাশ নাই, যিনি সনাতন ও সর্ব্বস্বরূপ ও যাঁহাকে নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যাঁহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি, যাঁহার ক্রোধময় রুদ্র জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতিকালে পুরুষস্বরূপ যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতিকর্ত্তা, যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্যরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি স্থিতিকালে স্বয়ং পুরুষ বিষ্ণুরূপী, যিনি রুদ্রস্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন, যিনি সূর্য্য-চন্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন, পৃথিবীস্বরূপী যে ভগবান্ পাকের জন্য অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি অব্যয়াত্মা, যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জলরূপে লোকসমূহের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, বিশ্বের স্থিতির জন্য যিনি আকাশরূপে অবস্থিতি করত সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আপনাকেই আপনি সৃষ্টি করিতেছেন, যিনি আপনা দ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক, যিনি বিশ্ব সংসারের অন্তকারী হইয়া স্বয়ং রক্ষিত হইতেছেন, যাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যয়াত্মা, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎস্বরূপ, আবার এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়ম্ভূ; হে নৃপতে! যিনি সকলের কারণ, তিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ভূপ! পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ।২৫-৩৪

হে নরেন্দ্র! সেই মায়ামনুজ ভগবান্ বলদেবকে তোমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রদান কর। এই বলদেব জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তবতোঽস্যৌ কমলোদ্ভবেন
ভুবং সমাদায় পতিঃ প্রজানাম্।
দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষানশেষা-
নতেজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্য্যান্ ॥৩৬

কুশস্থলীং তাঞ্চ পুরীমুপেত্য
দৃষ্ট্বান্যরূপাং প্রদদৌ স্বকন্যাম্।
সীরধ্বজায় স্ফটিকাচলাভ-
বক্ষঃস্থলায়াতুলধীর্নরেন্দ্রঃ ॥৩৭

উচ্চপ্রমাণামতি তামবেক্ষ্য
স্বলাঙ্গলাগ্রেণ স তালকেতুঃ।
বিনাময়ামাস ততশ্চ সাপি
বভূব সদ্যো বনিতা যথান্যা ॥৩৮

তাং রেবতীং রৈবতভূপকন্যাং
সীরায়ুধোঽসৌ বিধিনোপযেমে।
দত্ত্বা চ কন্যাং স নৃপো জগাম
হিমাচলং বৈ তপসে ধৃতাত্মা ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

স্ত্রীরত্নভূতা ; অতএব ইঁহাদের পরস্পর যোগ (মিলন) যোগ্য হইবে,—তাহার সন্দেহ নাই। পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর রাজা রৈবতক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সকল পুরুষই হ্রস্ব, অল্পতেজাঃ, অল্পবীর্য্য ও হীন-বিবেক হইয়াছে। তখন অতুলনীয় বুদ্ধিমান্ নরেন্দ্র আপনার পুরী কুশস্থলীকে অন্য প্রকার দেখিলেন ; অনন্তর সেখানে বলদেবকে স্বকীয় কন্যা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বলদেবের বক্ষঃস্থল স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল। ভগবান্ বলদেব সেই রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নম্রাকার করিলেন ; তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। বলদেব সেই রৈবতরাজকন্যা রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিবার পর ধীরস্বভাব রৈবতক রাজাও কন্যাপ্রদানান্তে তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন।৩৫-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ইক্ষ্বাকোর্জন্ম, ককুৎস্থবংশস্য যুবনাশ্বস্য সৌভরেশ্চোপাখ্যানম্।]

পরাশর উবাচ।

যাবচ্চ ব্রহ্মলোকাৎ ককুত্স্থী রৈবতো নামাভ্যেতি তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসাস্তামস্য পুরীং কুশস্থলীং জঘ্নুঃ ॥১

তাবচ্ছাস্য ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাদ্ দিশো ভেজে। তদন্বয়াশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বদিক্ষু অভবন্। ধৃষ্টস্যাপি ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং সমভবৎ। নভাগস্যাম্বরীষঃ, নাভাগঃ, তস্যাম্বরীষঃ, অম্বরীষস্যাপি বিরূপোঽভবৎ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বো জজ্ঞে। তস্যাপি রথীতরঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥২

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে। তস্য পুত্রশতপ্রবরা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। শকুনিপ্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রা উত্তরাপথরক্ষিতারো বভূবুঃ। চত্বারিংশদন্যে চ দক্ষিণাপথে ভূপালাঃ ॥৩

স চ ইক্ষ্বাকুরষ্টকায়ানুৎপাদ্য শ্রাদ্ধার্হমাংস-মানয়েতি বিকুক্ষিমাজ্ঞাপয়ামাস ॥৪

স তথেতি গৃহীতাস্ত্রো বনমভ্যেত্যানেকান্ মৃগান্ হত্বা অতিশ্রান্তোঽতিক্ষুৎপরীতো বিকুক্ষিরেকং শশমভক্ষয়ৎ, শেষঞ্চ মাংসমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। ইক্ষ্বাকুণাপি ইক্ষ্বাকুকুলাচার্য্যস্তৎপ্রোক্ষণায় বসিষ্ঠঃ প্রচোদিতঃ প্রাহ,—অপমনেনামেধ্যেনামিষেণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ইক্ষ্বাকুর জন্ম, ককুৎস্থবংশ এবং যুবনাশ্ব ও সৌভরির উপাখ্যান।]

পরাশর বলিলেন,—যে কালের মধ্যে রৈবত ককুত্স্থী ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামক রাক্ষসগণ তাঁহার সেই কুশস্থলী নাম্নী পুরী ধ্বংস করে। সেই সময় রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা পুণ্যজনসঙ্ঘের রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিল। সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের বংশীয়েরা ধার্ষ্টক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিরূপ নামে পুত্র হয়। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব। তাঁহার পুত্র রথীতর। সেই রথীতরের সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয় যে, "এই রথীতরের বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ইহাঁদিগের সমন্ধ মনুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ। শকুনি-প্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশজন পুত্র দক্ষিণাপথে রাজা হন। সেই রাজা ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকাশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন,—"তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর।" বিকুক্ষি "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া বনগমনপূর্ব্বক অনেক মৃগ হননান্তে অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি সেই সমাহৃত মৃত পশুগণের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন ও তদ্ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল আনয়ন করত পিতাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু ইক্ষ্বাকুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠকে সেই মাংস সকল প্রোক্ষণ করিতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই অপবিত্র মাংসে

দুরাত্মনানেন তে পুত্রেণ এতস্মাংসমুপহৃতং, যতোঽনেন শশকো ভক্ষিতঃ। ততশ্চাসৌ বিকুক্ষিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপ, পিত্রাপি চ পরিত্যক্তঃ। পিতর্য্যুপরতে চাখিলামেতাং পৃথ্বীং ধর্ম্মতঃ শশাস। শশাদস্য চ পরঞ্জয়ো নাম পুত্রোঽভবৎ ॥৬

ইক্ষ্বাকুতঃ,—পুরা হি ত্রেতায়াং দৈবাসুরমতীব ভীষণং যুদ্ধমাসীৎ। তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতা ভগবন্তং বিষ্ণুমারাধয়াঞ্চক্রুঃ। প্রসন্নশ্চ দেবানামনাদিনিধনঃ সকলজগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ,—জ্ঞাতমেব ময়া যুষ্মাভির্যদভিলষিতম্, তদর্থমিদং শ্রূয়তাম্ ॥৮

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্য চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যঃ। তস্মংশরীরেঽহমংশেন স্বয়মেবাবতীর্য্য তানশেষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তদ্যুষ্মাভিঃ পরঞ্জয়োঽসুরবধার্থায় ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য ইতি। এতচ্ছ্রুত্বা প্রণম্য ভগবন্তং বিষ্ণুমমরাঃ পরঞ্জয়সকাশমাজগ্মুঃ ॥৯

উচুশ্চৈনং ভোঃ ভোঃ ক্ষত্রিয়বর্য্য। অস্মাভিরভ্যর্থিতেন ভবতা অস্মাকমরাতিবধোদ্যতানাং সাহায্যকং কৃতমিচ্ছামঃ ॥১০

তদ্ভবতা অস্মাকমভ্যাগতানাং প্রণয়ভঙ্গো ন কার্য্যঃ। ইত্যুক্তঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ,—সকলত্রৈলোক্যনাথো যোঽয়ং যুষ্মাকমিন্দ্রঃ শতক্রতুরস্য যদ্যহং স্কন্ধমারুহ্য যুষ্মদরাতিভিঃ সহ যোৎস্যে, তদাহং ভবতাং সহায়ঃ। ইত্যাকর্ণ্য সমস্তদেবৈরিন্দ্রেণ চ বাঢ়মিত্যেবমঙ্গীকৃতম্ ॥১১

ততশ্চ শতক্রতোর্বৃষভরূপধারিণঃ ককুৎস্থো হর্ষ-

কি প্রয়োজন? তোমার এই দুরাত্মা পুত্র মাংসসকল নষ্ট করিয়াছে; কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি তখন শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষ্বাকু মৃত হইলে শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। শশাদের পরঞ্জয় নামে পুত্র হয়। আর ইহাও শুনা যায় যে, পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবতা ও অসুরগণের পরস্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে অতিবল অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদিনিধন ও সকলজগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শশাদ নামক রাজর্ষির পরঞ্জয় নামে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে। আমি তাহার শরীরে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অসুরবধের জন্য পরঞ্জয়কে কার্য্যোদ্যোগী অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের জন্য উদ্যুক্ত কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করত পরঞ্জয় নিকটে আগমন করিলেন।১-৯

দেবগণ আগমন করিয়া পরঞ্জয়কে বলিলেন,—হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা (অনুনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা) করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও। এই কারণে আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাদের প্রণয়ভঙ্গ করিও না। দেবগণ এই কথা বলিলে, পরঞ্জয় বলিলেন,—সকলত্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইঁহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আমি যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায় হইব, নচেৎ নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণ ও ইন্দ্র "আচ্ছা, তাহাই হইবে" ইহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রামে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ (স্কন্ধ)-প্রদেশে অবস্থিত ও হৃষ্ট রাজা পরঞ্জয় চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত অসুর-

সমন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানেবাসুরান্ নিজঘান। যতশ্চ বৃষভরূপকুৎস্থেন রাজ্ঞা নিসূদিতমসুরবলম্, ততশ্চাসৌ ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপ ॥১২

ককুৎস্থস্যাপ্যনেনাঃ পুত্রোঽভূৎ। অনেনসঃ পৃথুঃ, পৃথোর্বিশ্বগশ্বঃ, তস্য চার্দ্রোঽভূৎ, অর্দ্রস্য যুবনাশ্বঃ তস্য শ্রাবস্তঃ, যঃ শ্রাবস্তীং পুরীং নিবেশয়ামাস। শ্রাবস্তস্য বৃহদশ্বঃ, বৃহদশ্বস্যাপি কুবলয়াশ্বঃ; যোঽসাবুতঙ্কস্য মহর্ষেরপকারিণং ধুন্ধুনামানমসুরং বৈষ্ণবেন তেজসাপ্যায়িতঃ পুত্রসহস্রৈরেকবিংশতিভিঃ পরিবৃতো জঘান, ধুন্ধুমার ইতি সংজ্ঞামবাপ। তস্য চ সমস্তা এব পুত্রা ধুন্ধুমুখনিঃশ্বাসাগ্নিনা বিপ্রনষ্টা বিনেতুঃ ॥১৩

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশেষিতাঃ।

দৃঢ়াশ্বাদ্ বার্য্যশ্বঃ, তস্মাদ্ নিকুম্ভঃ, নিকুম্ভাৎ সংহতাশ্বঃ, ততশ্চ কৃশাশ্বঃ, তস্মাৎ প্রসেনজিৎ, ততো যুবনাশ্বোঽভবৎ। তস্য চাপুত্রস্যাতিনির্ব্বেদাদ্ মুনীনামাশ্রমমণ্ডলে নিবসতঃ কৃপালুভিস্তৈর্মুনিভিঃ পুত্রোৎপাদনায় ইষ্টিঃ কৃতা। তস্যাঞ্চ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং মন্ত্রপূতজলপূর্ণকলসং বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ সুষুপুঃ ॥১৪

তেষু চ সুপ্তেষু অতীব তৃট্‌পরীতঃ স ভূপালস্তমাশ্রমং বিবেশ, সুপ্তাংশ্চ তানৃষীন্ নৈবোত্থাপয়ামাস ॥১৫

তচ্চ কলসজলমপরিমেয়মাহাত্ম্যং মন্ত্রপূতং পপৌ। প্রবুদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ,—কেনৈতন্মন্ত্রপূতং বারি পীতং? অত্র হি পীতে রাজ্ঞোঽস্য যুবনাশ্বস্য পত্নী মহাবলপরাক্রমং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ইত্যুক্তবন্তস্তে রাজা তত্রানীতো ময়া পীতমিতি ॥১৬

গণকে হনন করিলেন। যেহেতু রাজা বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া অসুরদলকে দলিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল। ককুৎস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগশ্ব। তাঁহার পুত্র অর্দ্র। অর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই কুবলয়াশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করত উতঙ্ক নামক মহর্ষির অপকারী ধুন্ধুনামক অসুরকে বিনাশ করেন, এইজন্য ইনি ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াশ্বের সকল পুত্রই ধুন্ধুনামক অসুরের মুখনিশ্বাসসম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রক-নিবন্ধন অতি নির্ব্বেদ (খেদ) প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপাপরবশ হইয়া যুবনাশ্বের পুত্রোৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ মন্ত্রপূত জলকলস বেদিমধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন। অনন্তর ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে রাজা যুবনাশ্ব অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগণকে আর উঠাইলেন না। রাজা সেই অপরিমেয় মাহাত্ম্য মন্ত্রপূত বারি পান করিলেন। তারপর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে এই মন্ত্রপূত বারি পান করিয়াছে? এই জল পান করিলে, যুবনাশ্বপত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহার জন্য ছিল।" রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—না জানিয়া আমি এই জল পান করিয়াছি। তখন যুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল ও কালক্রমে গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে নৃপতির দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বালক নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু রাজা মরিলেন না। তখন মুনিগণ বলিলেন,—এই জাত বালক কাহাকে স্তন্য (পান) করিবে? অর্থাৎ কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া জীবিত

গর্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেঽভবৎ। ক্রমেণ চ বরূধে। প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমধনীপতের্নির্ভিদ্য নিশ্চক্রাম ন চাসৌ রাজা মমার ॥১৭

জাতো নামৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ। অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ,—মাময়ং ধাস্যতীতি। ততো মান্ধাতা নামতোঽভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেবরাজেন ন্যস্তা, তাং পপৌ। তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য পীত্বা চাহ্নৈব ব্যবর্দ্ধত। স তু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং বুভুজে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ,—

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥১৮

মান্ধাতা চ শশবিন্দুদুহিতরং বিন্দুমতীমুপযেমে, পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ,তস্যামপত্যত্রয়মুৎপাদয়ামাস। পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্য নৃপতের্বভূবুঃ। বহ্বৃচশ্চ সৌভরির্নাম ঋষিরন্তর্জলে দ্বাদশাব্দং কালমুবাস ॥১৯

তত্র চান্তর্জলে সম্মদনামাতিবহুপ্রজোঽতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ। তস্য পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতো বক্ষঃ-পুচ্ছ-শিরসাকোপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব সহাহর্নিশমতিনির্বৃতা রেমিরে। স চাপি তৎস্পর্শোপচীয়মানহর্ষপ্রকর্ষো বহুপ্রকারং তদ্বর্দ্ধৈঃ পশ্যতস্তৈরাত্মজ-পৌত্র-দৌহিত্রাদিভিঃ সহানুদিবসং বহুপ্রকারং রেমে। অথান্তর্জলাবস্থিতঃ স সৌভরিরেকাগ্রতাসমাধানমপহায়ানুদিনং তৎ তস্য মৎস্যস্যাত্মজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহাতিরমণীয়ং ললিতমবেক্ষ্যাচিন্তয়ৎ ॥২০

অহো ধন্যোঽয়মীদৃশমপি অনভিমতং যোন্যন্তরমবাপ্য এভিরাত্মজপৌত্রাদিভিঃ সহ রমমাণোঽতীবাস্মাকং স্পৃহামুৎপাদয়তি। বয়মপ্যেবং পুত্রাদিভিঃ সহ রমিষ্যামঃ। ইত্যেবমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জলান্নিক্রম্য নির্ব্বেষ্টুকামঃ কন্যার্থং মান্ধাতারং রাজানমগচ্ছৎ ॥২১

থাকিবে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—এই বালক আমাকে ধারণ করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে), এই কারণে এই কুমারের মান্ধাতা (মাং ধাতা) নাম হইল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বালকের মুখে প্রদেশিনী অঙ্গুলি বিন্যাস করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষিতে লাগিল। সেই অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বালক মান্ধাতা কালে চক্রবর্ত্তী ভূপাল হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে যে, "সূর্য্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্বতনয় রাজা মান্ধাতার বলিয়া কীর্ত্তিত।১৭-১৮

মান্ধাতা শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য (পুত্র) উৎপাদন করেন। রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। এই কালে বহৃচগোত্রজ সৌভরিনামক ঋষি জলমধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন।১৯

সেই জলমধ্যে সম্মদনামা বহুসন্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যাধিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রগণ সর্ব্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে এবং বক্ষঃ, পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণকরত ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রই অতি সুস্থাবস্থায় ক্রীড়া করিত। এই ক্রীড়াদর্শনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে সেই সম্মদনামক মৎস্য সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষোচ্ছ্বাসভরে পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আহা! এই মৎস্যই ধন্য! কারণ, এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল পুত্র-পৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করত আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে। আমিও এইরূপ পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিব। এই প্রকার বিবেচনা করত সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত

অথাগমনশ্রবণানন্তরং চোত্থায় তেন রাজ্ঞা সম্যগ্ অর্ঘ্যাদিনা পূজিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ সৌভরিরুবাচ।

নির্কেলস্টুকামোঽস্মি নরেন্দ্র কন্যাং
প্রযচ্ছ মে মা প্রণয়ং বিভাবয়ীঃ।
ন হ্যর্থিনঃ কার্য্যবশাদ্ব্যুপেতাঃ
ককুৎস্থগোত্রে বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥২২

অন্যেঽপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং
ক্ষমাপাল যেষাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ।
কিন্ত্বর্থিনামর্থিতদানদীক্ষা-
কৃতব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং তে ॥২৩

শতার্দ্ধসঙ্খ্যাস্তব সন্তি কন্যা-
স্তাসাং মমৈকাং নৃপতে প্রযচ্ছ।
যৎ প্রার্থনাভঙ্গভয়াদ্ বিভেমি
তস্মাদহং রাজবরাতিদুঃখাৎ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইতি ঋষিবচনমাকর্ণ্য স রাজা জরাজর্জ্জরিত-দেহং তমৃষিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাতরস্তস্মাচ্চ ভগবতঃ শাপতো বিভ্যৎ কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং দধ্যৌ।

ঋষিরুবাচ।

নরেন্দ্র কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তা-
মলকামুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ।
যাহ্যবশ্যদেয়া তনয়া তবৈব
কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্ ॥২৫

পরাশর উবাচ।

অথ তস্য শাপভীতঃ সপ্রশ্রয়মুবাচাসৌ রাজা।

রাজোবাচ।

ভগবন্! অস্মৎকুলস্থিতিরিয়ং—য এব কন্যায়া অভিরুচিতোঽভিজনবান্ বরঃ, তস্মৈ কন্যা প্রদীয়তে। ভগবদ্ব্যাচ্চৈষা চাস্মন্মনোরথানামপ্যগোচরবর্ত্তিনি কথমপ্যেষা সম্পাতা। তদেবমবস্থিতে ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্ম ইতি তস্মিন্ন চিন্তাত ইত্যভিহিতে তেন ভুভুজা মুনিরচিন্তয়ৎ। অহো অয়মস্মাকোঽস্মৎ প্রত্যাখ্যানোপায়ঃ। বৃদ্ধোঽয়মনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিমুত কন্যানামিতি অমুনা সঙ্কিষ্টোঽয়মভিহিতম্ ॥২৬

এবমস্তু তথা করিষ্যামীতি সঙ্কিষ্ট্য মান্ধাতারমুবাচ ॥২৭

হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যালাভের জন্য রাজা মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন।২০-২১

সৌভরির আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা গাত্রোত্থান করত অর্ঘাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঋষি সৌভরির পূজা করিলে পর তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন,—হে নরেন্দ্র। আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর। আমি প্রার্থী, সুতরাং কাম্য বস্তুর অপ্রদানে আমাকে পরাঙ্মুখ করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে আগমনকারত যাচকগণ কখনও পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে ভূপতে। পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, যাঁহাদের অনেক তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য; কারণ, যাচকদিগের প্রার্থিত দান করাই এই কুলের ব্রতস্বরূপ।২২-২৩

হে নৃপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে একটী কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভূপতে! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কাসমুৎপন্ন দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি। পরাশর বলিলেন,—ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা তাঁহাকে জরাজর্জ্জরিতগাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যানকাতর ও সেই ভগবান সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করত বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঋষি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র। তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল? ২৪-২৫

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর রাজা সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন,—হে ভগবন্। আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্যা সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে, তাহাকেই

যদ্যেবং তদাদিশ্যতামস্মাকং প্রবেশায় কন্যান্তঃপুরবর্ষবরঃ ॥২৮

যদি কন্যৈব কাচিন্মামভিলষতি, তদাহং দারপরিগ্রহং করিষ্যামীতি। অন্যথা চেৎ তদলমস্মাকম্ এতেনাতীতকালারম্ভেণেত্যুক্ত্বা বিররাম। ততশ্চ মান্ধাত্রা মুনিশাপশঙ্কিতেন কন্যান্তঃপুরবর্ষবরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ। কন্যান্তঃপুরং প্রবিশন্নেব ভগবানখিলসিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যেভ্যোঽতিশয়েন কমনীয়ং রূপমকরোৎ। প্রবেশ্য চ তমৃষিমন্তঃপুরবর্ষবরস্তাঃ কন্যকাঃ প্রাহ, ভবতীনাং জনয়িতা মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ কন্যার্থী সমভ্যাগতঃ, ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতং, যদ্যস্মৎকন্যকা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি, তৎকন্যায়াশ্ছন্দেনাহং পরিপন্থানং করিষ্যামি, ইত্যাকর্ণ্য সর্ব্বা এব তাঃ কন্যকাঃ সানুরাগাঃ সমন্মথাঃ করেণব ইবেভযূথপতিং তমৃষিমহমহমিকয়া বরয়াম্বভূবুরুচুশ্চ ॥২৯

অলং ভগিন্যোঽহমিমং বৃণোমি

বৃতো ময়া নৈষ তবানুরূপঃ।

মমৈব ভর্ত্তা বিধিনৈষ সৃষ্টঃ

সৃষ্টাহমস্যোপশমং প্রযাহি ॥৩০

বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং

গৃহং বিশন্নেব বিহন্যসে কিম্।

ময়া ময়েতি স্ফিতিপাস্মজানাং

তদর্থমত্যর্থকলির্বভূব ॥৩১

যদা তু সর্ব্বাভিরতীব হার্দ্দাদ্

ধৃতঃ স কন্যাভিরনিন্দ্যকীর্ত্তিঃ।

তদা স কন্যাধিকৃতো নৃপায়

যথাবদাচষ্ট বিনম্রমূর্ত্তিঃ ॥৩২

তদবগম্যাৎ কিমেতৎ কথয়, কিং করোমীতি কিং ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথমপি রাজানুমেনে। কৃতানুরূপবিবাহশ্চ মহর্ষিঃ সকলা এব

কন্যা প্রদান করা যায়। আপনার প্রার্থনা আমাদের মনোরথের অগোচরে বর্ত্তমান। এইরূপ স্থলে আমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানোপায়। এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, সেইহেতু স্ত্রীলিঙ্গের অনভিমত; সুতরাং কন্যাগণের ত কথাই নাই, নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিয়াই রাজা এতাদৃশ কথা বলিয়াছেন। তখন সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মান্ধাতাকে বলিলেন,—মহারাজ! এই প্রকার তোমার কুশস্থিতি থাকুক; আমি তাহাই করিতেছি। তবে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরকে আদেশ কর। যদি কোন কন্যা আমাকে অভিলাষ করে, তবেই আমি দারপরিগ্রহ করিব; যদি অন্যথা হয়, তবে আমার এ বৃদ্ধবয়সে বৃথা উদ্‌যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা শাপাশঙ্কায় মুনিকে কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরকে সেখানে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। তারপর ভগবান্ সৌভরি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশকালেই অখিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুর-রক্ষক ক্লীব সেই কন্যাগণকে কহিল,—আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন,—এই ব্রহ্মর্ষি কন্যার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিও ইঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ কখনই করিব না। এইকথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই কামপরাধীনা হস্তিনীগণ যেরূপ যূথপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেইরূপ "আমি অগ্রে" এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল,—ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইঁহাকে বরণ করিলাম। আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ

তাঃ কন্যকাঃ স্বমাশ্রমমনয়ৎ। তত্র চাশেষশিল্পিশিল্প-প্রণেতারং বিধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় সকল-কন্যানামেকৈককন্যাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজকুঞ্জকলহংস-কারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাভিরামজলাশয়াঃ সোপবনাঃ সবিকাশাঃ সাধুশয্যাসনপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়ন্তা-মিত্যাদিদেশ ॥৩৩

তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিল্পবিশেষাচার্য্যস্রষ্টা দর্শিতবান্ ॥৩৪

ততশ্চ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তেষু গৃহেষ্বনপায়া-নন্দনামা মহানিধিরাসাদ্যক্রে ॥৩৫

ততোঽনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদ্যুপভোগৈ-রাগতানুগতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্ষিতীশ-দুহিতরো ভোজয়ামাসুঃ ॥৩৬

একদা তু দুহিতৃস্নেহাকৃষ্টহৃদয়ঃ স মহীপতিরতি-দুঃখিতাস্তাঃ সুখিতা বা ইতি বিচিন্ত্য তস্য মহর্ষে-রাশ্রমমুপেত্য স্ফুরদংশুমালাং স্ফটিকময়ীং প্রাসাদ-মালামতিরম্যোপবনজলাশয়াং দদর্শ ॥৩৭

প্রবিশ্য চৈকং প্রাসাদমাত্মজাং পরিষজ্য কৃতাসন-পরিগ্রহঃ প্রবৃত্তস্নেহনয়নাম্বুগর্ভনয়নোঽব্রবীৎ ॥৩৮

অপ্যত্র বৎসে ভবত্যাঃ সুখমুত কিঞ্চিদসুখমপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত সংস্মর্য্যতেঽস্মদ্গৃহবাসস্য। ইত্যুক্তা তনয়া পিতরমাহ তাত অতিশয়রমণীয়ঃ প্রাসাদোঽত্র অতিমনোজ্ঞমুপবনমতিকলধ্বাক্যবিহগা-ভিরুতাঃ প্রোৎফুল্লপদ্মাকরজলাশয়াঃ মনোঽনু-কূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগোপভোগো মৃদূনি শয়নানি সর্ব্বসম্পৎসমবেতমেতদ্গার্হস্থ্যং, তথাপি

মহেন। বিধি ইঁহাকে আমারই ভর্ত্তা করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তোমরা শান্ত হও ।২৬-৩০

কেহ বা বলিতে লাগিল,—"আহা, ইনি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইঁহাকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ?" তখন 'আমি বরণ করিয়াছি, আমি বরণ করিয়াছি' এই কথা লইয়া নরপতিকন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরম্ভ হইল। তখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দনীয়কীর্ত্তি ঋষিকে বরণ করিল, তখন কন্যান্তঃপুররক্ষক বিনম্রমূর্ত্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা বলিল ।৩১-৩২

ইহা অবগত হইয়া রাজা 'ইহা কি বল?' 'আমি কি করিব?' 'আমি কি বলিয়াছি?' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন; অবশেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্ব্বাঙ্গীকার পালন করিলেন। ঐ অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই তপোবন মধ্যেই মহর্ষি অশেষশিল্পিপ্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; এই সকল প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎফুল্ল পঙ্কজ ও কূজনশীল কলহংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলপক্ষিগণ দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, সহ স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদসকল পরিপূর্ণ থাকিবে। অশেষশিল্পবিশেষাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন! অনন্তর সেই ঋষির আজ্ঞানুসারে অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহসমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর ক্ষিতিপতিকন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যাদি উপভোগদ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্যবর্গকে সেই গৃহসমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ।৩৩-৩৬

একদিবস কন্যাস্নেহে আকৃষ্টহৃদয় রাজা "আমার সেই কন্যাগণ দুঃখে আছে বা সুখে আছে" এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে আগমন করত দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট স্ফটিকময় সেই প্রাসাদমালা ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহার মধ্যে একটী প্রাসাদে

কেন বা জন্মভূমির্ন স্মর্য্যতে ? স্বং প্রসাদাদিদমশেষমতিশোভনম্ ॥৩৯

কিন্তু এতৎ মমৈকং দুঃখকারণং যদস্মদ্ভর্ত্তাস্মদ্‌গেহান্ন নিঃসরতি। মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা সমীপবর্ত্তী, নান্যাসাং মদ্ভগিনীনামেবঞ্চ মম সহোদরা দুঃখিতা ইত্যেবমতিদুঃখকারণম্, ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয়ং প্রাসাদমুপেত্য স্বতনয়াং পরিষ্বজ্যোপবিষ্টস্তথৈব পৃষ্টবান্। তয়াপি তথৈব সর্ব্বমেতৎ প্রাসাদাদ্যুপভোগসুখমাখ্যাতং মমৈব কেবলং পার্শ্ববর্ত্তী নান্যাসামস্মদ্ভগিনীনামিত্যেবমাদি শ্রুত্বা সমস্তপ্রাসাদেষু রাজা প্রবিবেশ, তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছৎ, তাভিশ্চ তথৈবাভিহিতঃ। পরিতোষবিস্ময়নির্ভরবিবশহৃদয়ো ভগবন্তং সৌভরিমেকান্তাবস্থিতমুপেত্য কৃতপূজোঽব্রবীৎ ॥৪০

দৃষ্টস্তে ভগবন্ মহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবো নৈবংবিধমন্যস্য কস্যচিদস্মাভির্বিভূতিবিলসিতমুপলক্ষিতম্। কিমেতত্তপোভগবংস্তপসঃ ফলমিত্যভিপূজ্য তমৃষিং তত্রৈব তেন ঋষিবর্য্যেণ সহ কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং বুভুজে স্বপুরঞ্চ জগাম ॥৪১

কালেন গচ্ছতা তস্য রাজতনয়াসু তাসু পুত্রশতং সার্দ্ধমভবৎ। তদনুদিনানুরূঢ়স্নেহঃ স তত্রাতীব মমতাকৃষ্টহৃদয়োঽভবৎ ॥৪২

অপ্যেতেঽস্মৎপুত্রাঃ কলভাষিণঃ পদ্ভ্যাং গচ্ছেয়ুঃ, অপ্যেতে যৌবনিনো ভবেয়ুঃ, অপি কৃতদারানেতান্ পশ্যেয়ম্, অপ্যেতেষাং পুত্রা ভবেয়ুঃ, অথ তৎপুত্রান্ পুত্রসমন্বিতান্ পশ্যেয়ম্, এবমাদিমনোরথমনুদিনকাল-সম্পত্তিরুদ্ভিমবৈতোতৎ সঞ্চিন্তয়ামাস ॥৪৩

প্রবেশপূর্ব্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করত আসন পরিগ্রহ করিলেন ও স্নেহাশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন,—বৎসে ! এখানে তোমার সুখ অথবা কোন অসুখ আছে ? মহর্ষি কি তোমাকে অনুরাগ করেন ? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ করিয়া থাক ? রাজা এই কথা বলিলে, সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত ! এইখানে অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ, অতি মনোহর উপবন, অতি কলভাষী পক্ষিগণের শব্দে রমণীয় প্রফুল্লপদ্মপূর্ণ জলাশয়, মনোনুরূপ ভোজ্য, ভক্ষ্য, অনুলেপন, ভূষণ এবং বস্ত্রাদির ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শয্যা, এই গার্হস্থ্যে সর্ব্বসম্পদই আছে, জন্মভূমি কে না স্মরণ করে ? পিতঃ ! আপনার প্রসাদে এখানে সকলই অত্যন্ত সুন্দর ।৩৭-৩৯

কিন্তু আমার ইহাই এক দুঃখের কারণ যে, আমাদিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। কেবল প্রণয়সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যাননা, এইজন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই দুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার অতিশয় দুঃখের কারণ। রাজা এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হইয়া আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নেহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ; সেই কন্যাও সেই প্রকার সর্ব্ববিধ প্রাসাদাদির উপভোগসুখ বর্ণন করিল। আর পূর্ব্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল,—আমার পতি আমার পার্শ্ববর্তী হইয়াই থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কারণ। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশপূর্ব্বক সকল কন্যাকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও পূর্ব্বোক্তরূপ সুখের কথা নৃপতির নিকট কীর্ত্তন করিল। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময়নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনার এই মহান্ সিদ্ধিপ্রভাব অবলোকন করিলাম। আমরা অপর কোন ব্যক্তির এই প্রকার বিভূতিবিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস ভগবানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেকগুণ অধিক, ইহা ত কিঞ্চিন্মাত্র। অনন্তর রাজা এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা করিলেন ও সেই স্থানেই ঐ ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত কিছুকাল অভিলাষানুরূপ উপভোগ করিয়া নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ।৪০-৪১

কালক্রমে সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির

অহো মে মোহস্যাতিবিস্তারঃ।
মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি
বর্ষযুতেনাপি তথাঽবলানাং।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥৪৪
পশ্যাং গতা যৌবনিনশ্চ জাতা
দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ।
দৃষ্টাঃ সুতাস্তত্তনয়প্রসূতিং
দ্রষ্টুং পুনর্বাঞ্ছতি মেঽন্তরাত্মা ॥৪৫
দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎ প্রসূতিং
মনোরথো মে ভবিতা ততোঽন্যঃ।
পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য ॥৪৬
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানা-
মন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ।
মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি ॥৪৭
স মে সমাধির্জলবাসমিত্র-
মৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।
পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং
পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিদিৎসাঃ ॥৪৮
দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্য
শতার্দ্ধসঙ্খ্যং তদিদং প্রসূতম্।
পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং
সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ ॥৪৯
সুতাত্মজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ ভূয়ো
ভূয়শ্চ তেষাং স্বপরিগ্রহেণ।
বিস্তারমেষ্যত্যতিদুঃখহেতুঃ
পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥৫০

একশত পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় মমতাকৃষ্টহৃদয় হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব? ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! তাহাদের পুত্রগণকেও কি পুত্রসমন্বিত দেখিতে পাইব? এইরূপে যেমন এক একটী ভাবনার পর এক একটী করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটী অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না; কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নূতন মনোরথসকল উৎপন্ন হয়। আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহাও দেখিলাম; এক্ষণে আমার অন্তরাত্মা আবার সেই পৌত্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী। আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পাই, তখন নিশ্চয় আবার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে, আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে, অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে? ৪২-৪৬

মরণ পর্য্যন্ত মনোরথসমূহের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার চিত্ত মনোরথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাত্মসঙ্গী হইতে পারে না। আহা! জলবাস-সহচর মৎস্য-সঙ্গে আমার সেই সমাধি সহসা বিনষ্ট হইল। আমার এই দারপরিগ্রহ আসক্তিজন্য, তাহার সন্দেহ কি? আর দারপরিগ্রহ দ্বারা এই মহতী কার্য্যেচ্ছা হইয়াছে। শরীরগ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই দুঃখ নরপতিতনয়াগণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহুসুতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইয়াছে, পুত্রের পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও

চীর্ণং তপো যত্তু জলাশ্রয়েণ
তস্যস্থিরেষা তপসোঽন্তরায়ঃ।
মৎস্যস্য সঙ্গাদভবচ্চ যো মে
সুতাদিরাগো মুনিতোঽস্মি তেন ॥৫১
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥৫২
অহং চরিষ্যামি তথাত্মনোঽর্থে
পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিঃ।
যথা হি ভূয়ঃ পরিহীণদোষো
জনস্য দুঃখৈর্ন বিতা ন দুঃখী ॥৫৩
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণম্।
সিতাসিতক্ষেশ্বরমীশ্বরাণাম্
আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুম্ ॥৫৪
তস্মিন্নশেষৌজসি সর্ব্বরূপি-
ণ্যব্যক্তবিষ্পষ্টতনাবনন্তে।
মমাচলং চিত্তমপেতদোষং
সদাস্তু বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥৫৫
সমস্তভূতাদমলাননন্তাৎ
সর্ব্বেশ্বরাদচ্যুতনাদিমধ্যাৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিৎ তমহং গুরূণাং
পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিষ্ণুম্ ॥৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও পরিগ্রহদ্বারা আমার এই মমতানিধান দুঃখহেতু পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ।৪৭-৫০

আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পৎ। আহা! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ আমার যে পুত্রাদির অনুরাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম। নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়; যাহার সিদ্ধি অল্প, তাহার ত কথাই নাই। পরিগ্রহরূপগ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি দোষহীন হইয়া যে প্রকারে পুনর্ব্বার পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। যিনি সকলেরই বিধাতা, যাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যিনি শুক্ল (সত্ত্ব) ও কৃষ্ণ (তমঃ) স্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিব। সেই অনন্ত, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বরূপী ও অব্যক্ত বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়া সর্ব্বদা মোক্ষের জন্য অচলভাবে পুনর্ব্বার আসক্ত হউক। যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমর ও অনন্ত, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যাঁহার আদি বা মধ্য নাই, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই, সেই গুরুগণেরও পরমগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ।৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সর্পবিনাশমন্ত্রবর্ণনম্, অনরণ্যবংশস্য সগরোৎপত্তেশ্চ কথনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাত্মানমাত্মনৈবাভিধায়ৌর্বো সৌভরিরপহায় পুত্র-গৃহাসনপরিবর্হাদিকমশেষমর্থজাতং সকলভার্য্যা-সমবেতো বনং প্রবিবেশ । তত্রাপ্যনুদিনং বৈখানস-নিষ্পাদ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং নিষ্পাদ্য ক্ষপিত-সকলপাপঃ পরিপক্বমনোবৃত্তিরাত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষুরভবৎ ॥১

ভগবতি আসজ্যাখিলং কর্ম্মকলাপমজমবিকার-মমরণাদিধর্ম্মমবাপ পরং পরবতামচ্যুতপদম্ ॥২

ইত্যেতন্মান্ধাতুর্হৈহয়স্য বন্ধ্বাখ্যাতম্ ॥৩

যশ্চৈতৎ সৌভরিচরিতমনুস্মরতি পঠতি শৃণোত্যব-ধারয়তি তস্যাষ্টৌ জন্মান্যসম্মতিরসঙ্কল্পো বা

মনসোঽসম্মার্গাচরণমশেষহেয়েষু বা মমত্বং ন ভবতীতি । অতো মান্ধাতুঃ পুত্রসন্ততিরভিধীয়তে ॥৪

অম্বরীষস্য মান্ধাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃ পুত্রোঽভূৎ । তস্মাৎ হরিতঃ, যতোঽঙ্গিরসো হারিতাঃ ॥৫

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্ব্বাঃ ষট্‌কোটি-সঙ্খ্যাস্তৈরশেষাণি নাগকুলানি অপহৃতপ্রধানরত্নাদি-পত্যাস্তক্রিয়ন্ত ॥৬

তৈশ্চ গন্ধর্ব্ববীর্য্যাবধূতৈরুরগেশ্বরৈর্ভগবান্ অশেষ-দেবেশস্তবশ্রবণোন্মীলিতোদ্ভিন্ন-পুণ্ডরীকনয়নো জল-শয়নো নিদ্রাবসানাবিবুদ্ধঃ প্রণিপত্যাভিহিতো ভগবন্ অস্মাকমেতেভ্যো গন্ধর্ব্বেভ্যো ভয়মুপনয়-মেষ্যতীত্যাহ ভগবানাদিপুরুষঃ পুরুষোত্তমো

তৃতীয় অধ্যায়

[সর্পবিনাশ মন্ত্রের বর্ণন, অনরণ্যবংশ ও সগরের উৎপত্তিকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—সৌভরি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত সকল ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন ও প্রতিদিবস সেই বনে বৈখানসকর্ত্তব্য অশেষবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে পাপসকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদিরহিতচেতা হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করত যতি হইলেন। অনন্তর সৌভরি ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল কর্ম্ম বিন্যাস (সমর্পণ) করিয়া অচ্যুতপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। এই অচ্যুতপদ উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন, মরণাদি ধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও পরমান্তর ।১-২

মান্ধাতার তনয়াদিগের কথাপ্রসঙ্গে এই সৌভরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সৌভরি চরিত স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করিবে, তাহার আটজন্ম পর্য্যন্ত দুর্ম্মতি, অধর্ম্ম ও মনের অসৎমার্গে অনুধাবন হইবে না এবং অশেষবিধ হেয় (সংসার) সমূহে তাহার মনস্ত জন্মিবে না। ইহার পর মান্ধাতার পুত্রপৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি। মান্ধাতৃ-পুত্র অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত আঙ্গিরস নামে ক্ষত্রিয়কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রসাতলে ষট্‌কোটিসংখ্যক মৌনেয়নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও আধিপত্য হরণ করে। তখন গন্ধর্ব্ববীর্য্যপরাভূত নাগগণ নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ, স্তবশ্রবণে উন্মীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র ও জলশায়ী ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! এই গন্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে? তখন আদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্ কহিলেন,—যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎস নামক

যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসনামা পুত্রস্তমহমনুপ্রবিশ্যৈতানশেষদুষ্টগন্ধর্ব্বানুপশমং নয়িষ্যামি ॥৭

ইত্যাকর্ণ্য ভগবতে কৃতপ্রণামাঃ পুনর্নাগলোকমাগতাঃ পন্নগপতয়ো নর্ম্মদাঞ্চ পুরুকুৎসানয়নায় চোদয়ামাসুঃ॥৮

সা চৈনং রসাতলে নীতবতী। রসাতলগতশ্চাসৌ ভগবতেজসাপ্যায়িতাত্মবীর্য্যঃ সকল-গন্ধর্ব্বান্ জঘান, পুনশ্চ স্বভবনমাজগাম। সকলপন্নগপতয়শ্চ নর্ম্মদায়ৈ বরং দদুঃ। যস্তেঽনুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি তস্য সর্পবিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥৯

অত্র শ্লোকঃ।

নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি।
নমোঽস্তু নর্ম্মদে তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পতঃ॥

ইত্যুচ্চার্য্যাহর্নিশমন্ধকারপ্রবেশে বা ন সর্পৈর্দশ্যতে ॥১০

ন চাপি কৃতানুস্মরণভুজো বিষমপি
স্বভুক্তমুপঘাতায় ভবিষ্যতি ॥১১

পুরুকুৎসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন ভবিষ্যতীত্যুরগপতয়ো বরং দদুঃ ॥১২

পুরুকুৎসো নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুমজীজনৎ।

ত্রসদস্যুসুতঃ সম্ভূতঃ, ততোঽনরণ্যস্তং রাবণো দিগ্বিজয়ে জঘান। অনরণ্যস্য পৃষদশ্বঃ, পৃষদশ্বস্য হর্য্যশ্বঃ পুত্রোঽভবৎ। ততশ্চ সুমনাঃ, তস্যাপি ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বনস্ত্র্যারুণঃ ॥১৩

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। সোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ, চণ্ডালতামুপগতশ্চ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমমুদিনং ববন্ধ ॥১৪

পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারোপিতঃ। ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ। তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ

পুত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ব্বকুলের বিনাশ সাধন করিব। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রসাতলে আগমন করত পুরুকুৎসকে আনিবার জন্য নর্ম্মদাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গেলেন। রাজা পুরুকুৎস রসাতলে গমনপূর্ব্বক ভগবানের তেজঃপ্রভাবে স্বশক্তিবর্দ্ধন করিয়া সকল গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সকল সর্পপতিগণ প্রসন্ন হইয়া নর্ম্মদাকে বর প্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত শ্লোকসমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সেই শ্লোকটী এই,—'প্রাতঃকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার। হে নর্ম্মদে। তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা কর।' এই কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না ॥৩-১০

যে ব্যক্তি নর্ম্মদাকে স্মরণ করিয়া বিষপান করে, তাহার সেই ভুক্ত বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সর্পপতিগণ পুরুকুৎসকেও 'তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে না' এই বর দিলেন। পুরুকুৎস নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যুনামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। ত্রসদস্যুর পুত্র 'সম্ভূত'। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগ্বিজয়কালে রাবণ এই অনরণ্যকে বিনাশ করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র সুমনাঃ, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যারুণ, ত্র্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা * প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়; তখন রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পরিপোষণ জন্য,—চণ্ডালের দান গ্রহণে দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে, জাহ্নবীতীরস্থ একটী ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

* পরিণীয়মানা ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করায় ইঁহার পিতা ইঁহাকে 'চণ্ডাল হও' বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

হরিতঃ, হরিতাচ্চক্ষুঃ, চক্ষোর্বিজয়-দেবৌ। রুরুকো বিজয়াৎ, রুরুকস্য চ বৃকস্ততো বাহুঃ। যোঽসৌ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতোঽস্তর্ব্বত্ন্যা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥১৫

তস্যাশ্চ সপত্ন্যা গর্ভস্তনায় গরো দত্তঃ। তেনাস্যা গর্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্থৌ। স চ বাহুর্হতভাবাদৌর্ব্বাশ্রমসমীপে মমার ॥১৬

সা তস্য ভার্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানুমরণকৃতনিশ্চয়াভূৎ। অথৈনামতীতানাগতবর্ত্তমানকালবেদী ভগবানৌর্ব্বঃ স্বস্মাদাশ্রমান্নির্য্যায়াব্রবীৎ, অলমেতেনাসদ্গ্রহেণ। অখিলভূমণ্ডলপতিরতিবীর্য্যপরাক্রমোঽনেকযজ্ঞকৃদরাতিপক্ষক্ষয়কর্ত্তা তবোদরে চক্রবর্ত্তী তিষ্ঠতি। মৈবং মৈবং সাহসাধ্যবসায়িনী ভবতী ভবতু ইত্যুক্তা চ সা তস্মাদনুমরণনির্ব্বন্ধাদ্ বিবরাম ॥১৭

তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয়দিনান্তরে চ সাহসেন তেন গরেণাতিতেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্যৌর্ব্বো জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার। কৃতোপনয়নঞ্চৈনমৌর্ব্বো বেদান্ শাস্ত্রান্যশেষাণি অস্ত্রগ্রামঞ্চাগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস। উৎপন্নবুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ,—অম্ব! কথমত্র বয়ম্? ক্ব বা তাতঃ? তাতোঽস্মাকং কঃ। ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতঃ তস্মাতা সর্ব্বমবোচৎ। ততঃ পিতুরাজ্যাহরণামর্ষিতো হৈহয়তালজঙ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রাদুশ্চ হৈহয়ান্ জঘান। শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥১৮

অথৈতান্ বসিষ্ঠো জীবন্মৃতকান কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুহতৈঃ॥১৯

সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চক্ষু। চক্ষুর দুই পুত্র, বিজয় ও বসুদেব; বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর সহিত বনে প্রবেশ করেন।১১-১৫

পরে বনে মহিষীর গর্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভস্রাবের জন্য বিষ প্রদান করে। সেই বিষপ্রভাবে মহিষীর গর্ভস্থ জীব সাত বৎসর পর্য্যন্ত জঠরেই অবস্থান করেন। রাজা বাহুও বার্দ্ধক্য অবস্থায় ভীত হইয়া অবশেষে ঔর্ব্বনামক ঋষির আশ্রমনিকটে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন রাজমহিষী চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণপূর্ব্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকাল-বৃত্তান্তবেত্তা ভগবান্ ঔর্ব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া বলিলেন,—হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্ত্তী, অতিবীর্য্যপরাক্রমশালী অনেক যজ্ঞকর্ত্তা ও শত্রুপক্ষক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না। ঋষি এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন।১৬-১৭

ভগবান্ ঔর্ব্ব তৎপরে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিতেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিল। ঔর্ব্ব সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার 'সগর' এই নাম রাখিলেন। পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ঔর্ব্ব তাঁহাকে বেদ, অখিলশাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয়অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। বালক পরিপক্কবুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! আমরা কেন এই তপোবনে রহিয়াছি? আমার পিতাই বা কোথায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজঙ্ঘাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এতে চ ময়ৈব স্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ ॥২০

স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, প্রহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্, নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অনন্তর প্রায় সকল হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া তাঁহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃতপ্রায় করিয়া সগরকে বলিলেন,—বৎস! এই জীবন্মৃতগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে? ১৮-১৯

এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি (সুতরাং ইহারা জীবন্মৃত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?)। রাজা সগর "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া গুরুবাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদের বিভিন্নপ্রকার বেশ করিয়া দিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন, পারদগণকে প্রলম্বমান-কেশযুক্ত করিলেন, পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন এবং ইহাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বষট্‌কারবিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সগর রাজাও স্বপুরে আগমন করত অপ্রতিহত সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন।২০-২১

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[সগরস্যাশ্বমেধযজ্ঞঃ, ভগীরথস্য গঙ্গানয়নম্, রামচন্দ্রাদীনামুৎপত্তিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

কশ্যপদুহিতা সুমতির্বিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্ ॥১

তাভ্যামাপত্যার্থমারাধিত ঔর্ব্বঃ পরমেণ সমাধিনা বরমদাৎ ॥২

একা বংশধরমেকং পুত্রমপরা ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি জনয়িষ্যতীতি যস্যা যদভিমতং গৃহ্যতাম্ । ইত্যুক্তে কেশিনী পুত্রমেকং, সুমতিঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং বব্রে। তথেতি চ ঋষিণাভিহিতে অল্পৈরেবাহোভিরেকমসমঞ্জসং নাম বংশধরং পুত্রমসূত কেশিনী । বিনতাতনয়ায়াস্তু সুমত্যাঃ ষষ্টীঃ পুত্রসহস্রাণ্যভবন্ । তস্যাদসমঞ্জসোঽংশুমান্ নাম কুমারো জজ্ঞে ॥৩

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপরূঢ়ঃ । পিতা চাস্যাচিন্তয়ৎ—অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যতীতি ।

অথ তত্রাপি বয়স্যতীতে তচ্চরিতমেবৈনং পিতা ত্যাজ্য ॥৪

তান্যপি ষষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জসচরিতমনুচক্রুঃ ॥৫

ততশ্চাসমঞ্জসচরিতানুকারিভিঃ সাগরৈরপরক্তযজ্ঞাদিসন্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যাময়মদংস্পৃষ্টমশেষদোষৈর্ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্যাংশভূতং কপিলর্ষিং প্রণম্য তদর্থমূচুঃ ॥৬

ভগবান্ এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসচরিতমনুগম্যতে, কথমেবমেভিরনুদবস্থিতৈর্জগদ্বিদ্যাতীত্যার্ত্তজগৎপরিত্রাণায় চ ভগবতোঽত্র শরীরগ্রহণম্ । ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্ 'অল্পৈরেব দিনৈরেতে বিনঙ্ক্ষ্যন্তি' ইত্যুক্তবান্ ॥৭

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেভে । তত্র চ

চতুর্থ অধ্যায়

[সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, ভগীরথের গঙ্গানয়ন এবং রামচন্দ্রাদির উৎপত্তি ।]

পরাশর বলিলেন,—কশ্যপদুহিতা সুমতি ও বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী—সগরের এই দুইটী পত্নী। এই পত্নীদ্বয় পুত্রলাভের জন্য পরম সমাধি দ্বারা ঔর্বমহর্ষির আরাধনা করিলে, তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে, আর একজন ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, সে সেই বর গ্রহণ কর। ঔর্ব এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্রপ্রার্থনা করিলেন। "তাহাই হইবে" ঋষি এই কথা বলিলে, পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতাতনয়া সুমতিরও কালক্রমে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল। কেশিনীতনয় অসমঞ্জার অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয়। সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন; তাঁহার পিতা চিন্তা করিলেন,—অসমঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান্ হইবেন। অনন্তর বাল্যকাল অতীত হইলেও তিনি সেই প্রকার অসচ্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সগর রাজার অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করিল ।১-৫

তখন অসমঞ্জার চরিত্রানুকারী সগরতনয়গণ জগতে যজ্ঞাদিসন্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে দেখিয়া দেবগণ সকল বিদ্যাময়, অশেষদোষে নির্লিপ্ত, ভগবান্ পুরুষোত্তমাংশভূত কপিল ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জন্য

তৎপুত্রৈরধিষ্ঠিতমশ্বাখং কোঽপ্যপহৃত্য ভুবো বিবরং প্রবিবেশ ॥৮

ততশ্চাশ্বান্বেষণায় তনয়ান্ যুযোজ। ততস্তনয়াশ্চাশ্বখুরপদবীমনুসরন্তোঽতিনির্ব্বন্ধেন বসুধাতলমেকৈকো যোজনং যোজনমবনেশ্চখান ॥৯

পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তমবনীপতিনন্দনাস্তে দদৃশুঃ। নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপঘনে শরৎকালেঽর্কমিব তেজোভিরনবরতমূর্দ্ধ্বমধশ্চাশেষদিশশ্চোদ্ভাসয়মানং কপিলর্ষিমপশ্যন্ ॥১০

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্মদপকারী যজ্ঞবিঘাতকর্ত্তা হয়হর্ত্তা হন্যতাং হন্যতামিত্যধাবন্। ততশ্চ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎপরিবর্ত্তিতলোচনেন বিলোকিতাঃ, স্বশরীরসমুত্থেনাগ্নিনা দহ্যমানা বিনেশুঃ ॥১১

সগরোঽপ্যনুগম্যাশ্বানুসারি তৎ পুত্রবলমশেষং পরমর্ষিকপিলতেজসা দগ্ধমংশুমন্তমদমঞ্জসঃ পুত্রমশ্বানয়নায় চোদয়ামাস ॥১২

স তু সগরতনয়ধাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য ভক্তিনম্রস্তুত্বা তথা চ তুষ্টাব, যথৈনং ভগবানাহ—গচ্ছৈনং পিতামহায়াশ্বং প্রাপয়, বরং বৃণীষ্ব চ। পুত্র পৌত্রশ্চ তে স্বর্গাদ্ গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ॥১৩

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামস্মৎপিতৃণাং স্বর্গয় স্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং ভগবান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥১৪

তচ্ছ্রুত্বাহ ভগবান্ উক্তমেবৈতন্ময়া পৌত্রস্তে

বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সকল সগরতনয়গণ অসমঞ্জার চরিত্রের অনুসমন করিতেছে, এই সকল অসন্মার্গানুসারী সগরতনয়গণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে? হে ভগবন্। আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণের জন্যই আপনি এই শরীর ধারণ করিয়াছেন। ভগবান্ কপিল এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে। তারপর সেই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞের আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল। একদিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে কোনও ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। সগর তনয়গণকে অশ্বান্বেষণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পরে অশ্বান্বেষণে নিযুক্ত সগরতনয়গণ অতিনির্ব্বন্ধসহকারে অশ্বখুর-চিহ্নিতপথের অনুসরণ করিতে করিতে এক একজনে এক একযোজন বসুধাপৃষ্ঠ খননপূর্ব্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সগরপুত্রগণ পাতালে যজ্ঞীয় অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতিদূরে কপিল বিরাজমান; ভগবান্ কপিল ঋষি শরৎকালের নির্ম্মল আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবিরত স্বতেজের দ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও অষ্টদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়াছিলেন।৮-১০

অনন্তর সগরতনয়গণ অস্ত্র উদ্যত করিয়া "এই দুরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞবিঘাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর—হনন কর" এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই কপিলমুনির দিকে ধাবিত হইল; তখন সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল নয়ন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং তাঁহার নিজ শরীর-সমুদ্ভূত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া সগরতনয়গণকে বিনষ্ট করিলেন। সগর রাজা সেই অশ্বানুগমনকারী পুত্রগণ পরমর্ষি কপিলতেজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্‌কে অশ্বানয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন অংশুমান্ সেই সগরতনয়গণকৃত পথ দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিকট গমনপূর্ব্বক ভক্তিনম্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ মহর্ষি কপিল বলিলেন,—বৎস! গমন কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর; হে পুত্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে।

ত্রিদিবাদ্ গঙ্গাং ভুবমানয়িষ্যতীতি। তদম্ভসা সংস্পৃষ্টেষ্বস্থিভস্মসু তে স্বর্গমারোক্ষ্যন্তি। ভগবদ্বিষ্ণু-পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতজলস্য হি তস্যাহাত্ম্যং যন্ন কেবলমভি-সন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেনৈবোপকারকমনভি-সংহিতমপ্যপেত-প্রাণস্যাস্থি-চর্ম্ম-স্নায়ুকেশাদ্যুৎসৃষ্টং শরীরজং যদুপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তীত্যুক্তঃ প্রণম্য চ ভগবতেঽশ্বমাদায় পিতামহযজ্ঞ-মাজগাম ॥১৫

সগরোঽপ্যাশ্বমাদায় তং যজ্ঞং সমাপয়ামাস। সাগরং চাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কল্পয়ামাস ॥১৬

তস্যাপ্যংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোঽভবৎ। দিলীপ-স্যাপি ভগীরথঃ, যোঽসৌ গঙ্গাং স্বর্গাদিহানীয় ভাগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥১৭

ভগীরথাৎ শ্রুতঃ, তস্যাপি নাভাগঃ, ততোঽ-প্যম্বরীষঃ, তস্মাৎ সিন্ধুদ্বীপঃ, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, তৎপুত্র ঋতুপর্ণো, নলসহায়োঽক্ষহৃদয়জ্ঞোঽভূৎ ॥১৮

ঋতুপর্ণ-পুত্রঃ সর্ব্বকামঃ। ততস্তনয়ঃ সুদাসঃ। সুদাসাৎ সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥১৯

যোঽসাবটব্যাং মৃগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ, তাভ্যাঞ্চ তদ্বনমপমৃগং কৃতম্ ॥২১

স চৈকং তয়োর্ব্বাণেন জঘান ॥২২

ত্রিয়মাণশ্চাসাবতিভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো রাক্ষসোঽভবৎ ॥২৩

দ্বিতীয়োঽপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীত্যুক্ত্বান্ত র্দ্ধানং জগাম ॥২৪

কালেন গচ্ছতা স সৌদাসো যজ্ঞমযজৎ। পরি-নিষ্ঠিতযজ্ঞে চাচার্য্যবসিষ্ঠে নিষ্ক্রান্তে তদ্রক্ষো বসিষ্ঠরূপ-মাস্থায় যজ্ঞাবসানে মম সমাংসং ভোজনং দেয়ং, তৎ সংস্ক্রিয়তাং ক্ষণাদিহাগমিষ্যামীত্যুক্ত্বা নিষ্ক্রান্তঃ ॥২৫

ভূয়শ্চ সূদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংসং

অনন্তর অংশুমানও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ডহত অতএব স্বর্গাযোগ্য আমার এই পিতৃব্যগণের স্বর্গ-প্রাপ্তিকর বর ভগবান্ প্রদান করুন।১১-১৪

তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! আমি ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। সেই গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থিসকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গত জলের ইহাই মাহাত্ম্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্বক তাহাতে স্নানাদি করিলেই যে উপকার হয়—তাহা নহে। অকালেও বিগত-প্রাণের ভূপতিত এবং পরিত্যক্ত শরীরজ অস্থি-চর্ম্ম-স্নায়ু-কেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে, ইহা শরীরীকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে। ঋষি এই কথা বলিলে পর অংশুমান্ ভগবান্ কপিলকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক পিতামহযজ্ঞে আগমন করিলেন। সগর রাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্রীতিপ্রযুক্ত সাগরকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতায়ু, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সুদাস, তৎপুত্রের নাম সৌদাস মিত্রসহ। এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন।১৫-২০

ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল মৃগই ভক্ষণ করিয়াছিল। রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটীকে বাণ দ্বারা নিহত করিলেন। মরণকালে ঐ ব্যাঘ্র অতি ভীষণা-কৃতি করালবদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল। দ্বিতীয় ব্যাঘ্র "তোমার প্রতিক্রিয়া করিব" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে আচার্য্য বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন

সংস্কৃত্য রাজ্ঞে হ্যবেদয়ৎ। অসাবপি হিরণ্যপাত্রস্থিতং মাংসমাদায় বসিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষোঽভবৎ ॥২৬

আগতায় চ বসিষ্ঠায় নিবেদিতবান্, স চাচিন্তয়ৎ, অহো রাজ্ঞোঽস্য দৌঃশীল্যম্ যেনৈতন্মাংসমস্মাকং প্রযচ্ছতি। কিমেতদ্দ্রব্যজাতমিতি ধ্যানপরোঽভূৎ, অপশ্যচ্চ তন্মানুষমাংসম্। ততশ্চ ক্রোধকলুষীকৃত-চেতা রাজানং প্রতিশাপমুৎসসর্জ্জ, যস্মাদভোজ্যমস্মদ্-বিধানাং তপস্বিনাম্ অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহ্যং দদাতি, তস্মাত্তবৈবাত্র লোলুপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥২৭

অনন্তরঞ্চ তেনাপি ভগবতৈবাভিহিতোঽস্মীত্যুক্তং, কিং কিং ময়ৈবাভিহিতম্ ইতি পুনরপি সমাধৌ তস্থৌ ॥২৮

সমাধিবিজ্ঞানবিগতার্থশ্চাস্যানুগ্রহং চকার, নাত্যন্ত-মেতৎ, দ্বাদশাব্দং ভবতো ভোজনং ভবিষ্যতীতি ॥২৯

অসাবপি তু প্রগৃহ্যোদকাঞ্জলিং মুনিশাপপ্রদা-নায়োদ্যতো ভগবানস্মদ্গুরুর্নার্হস্যেবং কুলদেবতা-ভূতমাচার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ। শস্ত্রানুদরক্ষার্থং তস্যাপাম্বু মৌর্ব্ব্যাং নাকাশে চিক্ষেপ, তেনৈব স্বপাদৌ সিষেচ ॥৩০

তেন ক্রোধশ্রুতেনাম্বুনা দগ্ধচ্ছায়ৌ তৎপাদৌ কল্মাষতামুপগতৌ ॥৩১

ততশ্চ স কল্মাষপাদসংজ্ঞামবাপ, বসিষ্ঠশাপাচ্চ ষষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমুপেত্যাটব্যাং পর্য্যট-ন্নেকশো মানুষানভক্ষয়ৎ ॥৩২

করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক, "যজ্ঞাবসানে আমাকে মাংসের সহিত ভোজন-করান কর্ত্তব্য, সেই জন্য অন্নাদির সংস্কার কর, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন করিতেছি" রাজাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে রন্ধনকারী পাচকের বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস রন্ধন করত রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা সৌদাসও সেই মাংস হুবর্ণপাত্রে রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।২১-২৬

অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে ঐ মাংস নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই রাজার কি দুঃশীলতা। রাজা আমাকে এই মাংস প্রদান করিল! পরে এই সকল দ্রব্য কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন ও ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিত্ত হইয়া রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে পারিয়াও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বিগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, সেই জন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংসলোলুপ হইবে অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন। অনন্তর রাজা বলিলেন—হে ভগবন্! আপনিই আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন। এই কথা শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ—কি কি? —আমি বলিয়াছি, এই বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপর হইলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধিবলে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও বলিলেন—বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন ক'রতে হইবে। তখন রাজাও অঞ্জলি-পূরিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক বসিষ্ঠকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী, মদয়ন্তী—"কি করেন! ভগবান্ বসিষ্ঠ আমাদের গুরু, এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান করা কর্ত্তব্য নহে"—এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। তখন অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল 'পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্য ও মেঘ নষ্ট হইবে', এই বিবেচনায় রাজা ঐ জল স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন।২৭-৩০

সেই ক্রোধোদ্গিরণ জলসংস্পর্শে তাঁহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইয়া কল্মাষবর্ণ (কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিল।

একদা তু কঞ্চিন্মুনিমৃতুকালে ভার্য্যয়া সহ সঙ্গতং দদর্শ ॥৩৩

তয়োশ্চ ভয়াতিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য ত্রাসাৎ প্রধাবিতয়োর্দম্পত্যোর্ব্রাহ্মণং জগ্রাহ ॥৩৪

ততঃ সা ব্রাহ্মণী বহুশস্তং যাচিতবতী, প্রসীদেক্ষ্বাকুকুলতিলকভূতস্ত্বং মহারাজমিত্রসহো ন রাক্ষসঃ। নার্হসি স্ত্রীধর্ম্মসুখাভিজ্ঞো ময্যকৃতার্থায়ামিমং মদ্ভর্ত্তারমভুক্ত্বৈব বহুপ্রকারং তস্যাং বিলপন্ত্যাং ব্যাঘ্রঃ পশুমিব তং ব্রাহ্মণমভক্ষয়ৎ ॥৩৫

ততশ্চাতিকোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং 'যস্মাদেবং ময্যতৃপ্তায়াং ত্বয়ায়ং মৎপতির্ভক্ষিতঃ, তস্মাৎ ত্বমপ্যস্তমবলোপভোগপ্রবৃত্তো প্রাপ্স্যসি' ইতি শপাগ্নিং প্রবিবেশ চ ॥৩৬

ততস্তস্য দ্বাদশাব্দপর্য্যন্তে বিমুক্তশাপস্য স্ত্রীবিষয়াভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মারয়ামাস ॥৩৭

ততশ্চ পরমসৌ স্ত্রীসম্ভোগং তত্যাজ। বসিষ্ঠশ্চ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং চকার। গতা চ সপ্ত বর্ষাণ্যসৌ গর্ভো ন জজ্ঞে, ততস্তং গর্ভমশ্মনা দেবী জঘান। পুত্রশ্চাজায়ত। তস্য চাশ্মক এব নামাভবৎ। অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্রোঽভবৎ। যোঽসৌ নিঃক্ষত্রেঽস্মিন্ ক্ষ্মাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য্য রক্ষিতঃ। ততস্তং নারীকবচমুদাহরন্তি। মূলকাদ্ দশরথঃ, তস্মাদিলিবিলঃ, ততশ্চ বিশ্বসহঃ, তস্মাচ্চ খট্বাঙ্গো দিলীপঃ। যোঽসৌ দেবাসুরাণাং সংগ্রামে দেবতাভিরভ্যর্থিতোঽসুরান্ জঘান। স্বর্গে চ কৃত-

---

এই কারণে তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল। পরে বসিষ্ঠশাপবশে রাজা তৃতীয় দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে পর্য্যটন করত অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতুকালে দয়িতাসঙ্গত এক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। তখন অতিভীষণ রাক্ষস দেখিয়া ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পতীর মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট অনেক যাচ্ঞা করিতে লাগিল যে,—হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের তিলকস্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস নহ। তুমি স্ত্রীধর্ম্মসুখে অভিজ্ঞ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্ত্তাকে ভক্ষণকরা তোমার উচিত নহে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহু বিলাপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া ব্যাঘ্র যে প্রকার পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন। তখন অতি কোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে শাপ প্রদান করিল যে, "আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল।৩১-৩৬

অনন্তর দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে রাজা শাপমুক্ত হইয়া স্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইলে, তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই অবধি রাজা স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন। পরে অপুত্র রাজার প্রার্থনানুসারে বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া দেবী মদয়ন্তী প্রস্তর দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলেন, তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। অশ্মকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র স্ত্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, সেই জন্য তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র ইলিবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ দিলীপ। এই খট্বাঙ্গ দিলীপ দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ প্রিয়কারী বলিয়া

প্রিয়ৈর্দেবৈর্বরার্থং চোদিতঃ প্রাহ,—যদ্যবশ্যং বরো গ্রাহ্যস্তন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। অনন্তরঞ্চৈতৈরুক্তম্—একমুহূর্ত্তপ্রমাণমায়ুঃ। ইত্যুক্তোঽস্খলিতগতিনা বিমানেন লঘিমগুণো মর্ত্ত্যলোকমাগম্যাহ,—যথা ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকাশাদাত্মাপি মে প্রিয়তরঃ, ন চাপি স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ময়া কদাচিদপ্যনুষ্ঠিতং, ন চ সকলদেব-মানুষ-পশু-বৃক্ষাদিকেঽপ্যচ্যুতব্যতিরেকবতী দৃষ্টির্মমাভূৎ, তথা তমেব দেবং মুনিজনানুস্মৃতং ভগবন্তমস্খলিতগতিরস্ত প্রাপয়েমিত্যশেষদেবগুরৌ ভগবত্যনির্দ্দেশ্যবপুষি সত্তামাত্রস্বরূপাত্মানং পরমাত্মনি বাসুদেবে যুযোজ, তত্রৈব লয়মবাপ ॥৩৮

তত্রাপি শ্রূয়তে শ্লোকো গীতঃ সপ্তর্ষিভিঃ পুরা।
খট্বাঙ্গেন সমো নান্যঃ কশ্চিদুর্ব্ব্যাং ভবিষ্যতি ॥

যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা দানেন চৈব হি ॥৩৯

খট্বাঙ্গতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তত্পুত্রোঽজঃ, অজাদ্ দশরথঃ, দশরথস্যাপি শ্রীভগবান্ অজনাভো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ ॥৪০

রামোঽপি বাল এব বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষণায় গচ্ছংস্তাড়কাং জঘান ॥৪১

যজ্ঞে চ মারীচমিষুপাতাহতং দূরং চিক্ষেপ, সুবাহুপ্রমুখাংশ্চ ক্ষয়মনয়ৎ। সন্দর্শনমাত্রেণৈবাহল্যামপাপাং চকার। জনকগৃহে চ মাহেশ্বরং চাপমনায়াসেনৈব বভঞ্জ, সীতাঞ্চাযোনিজাং জনকরাজতনয়াং বীর্য্যশুল্কাং লভে ॥৪২

তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন,—যদি আমাকে নিতান্তই বর গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে, "আপনারা বলুন, আমি কতকাল বাঁচিব?" অনন্তর দেবগণ বলিলেন,—আপনার এক মুহূর্ত্তপ্রমাণ আয়ু অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই কথা বলিলে, খট্বাঙ্গদিলীপ অস্খলিতগতি দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, "যেহেতু ব্রাহ্মণগণ হইতে আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, যেহেতু আমি কখনই স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করি নাই, যেহেতু আমার দৃষ্টি দেব-মানুষ-পশু-বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই নিমিত্ত আমি অদ্য অস্খলিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানুস্মৃত দেব ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা খট্বাঙ্গদিলীপ সেই অশেষগুরু, অনির্দ্দেশ্যশরীর, সত্তামাত্র স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে আত্মার যোগ করিলেন ও ভগবান্ বাসুদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন।৩৭-৩৮

সপ্তর্ষিগণ পুরাকালে এই খট্বাঙ্গদিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোকগান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, "পৃথিবীতে খট্বাঙ্গ সদৃশ অপর কেহই জন্মিবে না। এই খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তকালমাত্র আয়ু জানিতে পারিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক বুদ্ধিপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান দ্বারা ত্রিলোকই জয় করিয়াছেন। খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎ পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান্ পদ্মনাভ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্নরূপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন।৩৯-৪০

রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষণের জন্য গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কানামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন। তিনি বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে ধর্ম্মমাত্রই অপাপা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করেন ও অযোনিজা জনকরাজতনয়া সীতাকে বীর্য্যের শুল্কস্বরূপ পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী, অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্বকে

সকলক্ষত্রক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পরশুরামমপাস্তবীর্য্য-বলাবলেপং চকার ॥৪৩

পিতৃবচনাচ্চাগণিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃভার্য্যা-সমন্বিতো বনং বিবেশ ॥৪৪

বিরাধ-খর-দূষণাদীন্ কবন্ধ-বালিনৌ চ জঘান। বদ্ধা চাম্ভোনিধিং অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা দশাননাপহৃতাং তদ্বধাপহৃতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশশুদ্ধা-মশেষদেবেশসংস্তূয়মানাং সীতাং জনকরাজতনয়া-মযোধ্যামানিন্যে ॥৪৫

ভরতোঽপি গন্ধর্ব্ববিষয়সাধনায়োগ্রগন্ধর্ব্বকোটী-স্তিস্রো জঘান। শত্রুঘ্নেনাপ্যমিতবলপরাক্রমো মধু-পুত্রো লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা। ইত্যেবমাদ্যতুলবলপরাক্রমবিক্রমণৈরতি-দুষ্টনিবর্হণৈরশেষস্যাস্য জগতো নিষ্পাদিতস্থিতয়ো রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নাঃ পুনর্দ্দিবমারূঢ়াঃ। যেঽপি তেষু ভগবদংশেষ্বনুরাগিণঃ কোশলনগরজনপদা স্তেঽপি তন্মনস্তৎসলোকতামবাপুঃ ॥৪৬

রামস্য তু কুশ-লবৌ পুত্রৌ, লক্ষ্মণস্যাঙ্গদ-চন্দ্রকেতু, ভরতস্য তক্ষ-পুষ্করৌ ভরতস্য, সুবাহু-শূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য ॥৪৭

কুশস্যাতিথিঃ, অতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোঽভবৎ। নিষধস্যাপি নলঃ, তস্যাপি নভাঃ, নভসঃ পুণ্ডরীকঃ, তস্যাপি ক্ষেমধন্বা, তস্য চ দেবানীকঃ। তস্যাপ্যহীনগুঃ (ততো রুরুঃ) ততো রুরুঃ, তস্য চ পারিপাত্রঃ, পারিপাত্রাদ্বলঃ, বলাদ্বলঃ, তস্যাপ্যুক্থঃ, উক্থাদ্বজ্র-নাভঃ, তস্মাৎ শঙ্খনাভঃ, ততো ব্যুষিতাশ্বঃ, ততশ্চ বিশ্বসহো জজ্ঞে। হিরণ্যনাভস্ততো মহাযোগীশ্বর-জৈমিনিশিষ্যঃ। যতো যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ। হিরণ্যনাভস্য পুত্রঃ পুষ্যঃ, তস্মাদ্ ধ্রুবসন্ধিঃ, ততঃ সুদর্শনঃ, তস্মাদগ্নিবর্ণঃ, ততশ্চ শীঘ্রঃ, ততোঽপি মরুঃ পুত্রোঽভূৎ। যোঽসৌ যোগমাস্থায়াদ্যাপি কলাপ-গ্রামমাশ্রিতস্তিষ্ঠতি। আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্র-

---

ধর্ব্ব করিলেন এবং পিতৃবাক্যে রাজ্যাভিলাষকে গণনা না করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বনে বিরাধ-খর-দূষণাদি রাক্ষসগণ এবং কবন্ধ ও বালিকে দমন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক অশেষ রাক্ষসকুলক্ষয় করিয়া দশাননাপহৃতা, দশাননবধদূরীভূতকলঙ্কা, অথচ অগ্নি-প্রবেশশুদ্ধা, অশেষদেবেশসংস্তূয়মানা জনকরাজতনয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করেন। ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য লাভ করিবার জন্য তিনকোটী সংখ্যক গন্ধর্ব্বকে বিনাশ করেন। শত্রুঘ্নও অমিতবলপরাক্রম মধুপুত্র লবণনামক রাক্ষসেশ্বরকে হনন পূর্ব্বক মথুরা নামক একটী পুরী স্থাপন করেন। এইরূপ নানা প্রকার অতুলনীয় বল-পরাক্রম-বিক্রমসমূহ দ্বারা বহু দুরাত্মাদিগকে বধ করিয়া এই সকল জগতের স্থিতি সম্পাদন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মনুষ্যগণ সেই ভগবদংশে-চতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারাও রামচন্দ্রে মন অর্পণ করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন ॥৪১-৪৬

রামের পুত্র কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শূরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পুত্র হয়, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু (তৎপুত্র রুরু।) তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎপুত্র বল, তৎপুত্র বল, তৎপুত্র উক্থ, তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনিশিষ্য হিরণ্যনাভ। এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগশিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র হয়। এই মরু যোগে অবস্থান করত অদ্যাপি কলাপগ্রাম

প্রবর্ত্তয়িতা ভবিষ্যতীতি। প্রসুশ্রুতস্তস্মাৎসুঃ, তস্যাপি সুগন্ধিঃ, ততশ্চামর্ষঃ, তস্য মহবান্ ততো বিশ্রুতবান্, ততো বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত ॥৪৮

এতে ঐক্ষ্বাকুভূপালাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ। এতেষাকীর্ত্তিতং শৃণ্বন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র মহবান, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্ ও তৎপুত্র বৃহদ্বল। ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুকুল-নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইঁহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥৪৭-৪৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[নিমিযজ্ঞবিবরণম্, সীতায়া উৎপত্তিঃ, কুশধ্বজবংশকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসৌ নিমির্নাম, স তু সহস্রবৎসরং সত্রমারেভে, বসিষ্ঠঞ্চ হোতারং বরয়ামাস ॥১

তমাহ বসিষ্ঠঃ, অহমিন্দ্রেণ পঞ্চবর্ষশতং যাগার্থং প্রথমতরং বৃতঃ, তদনন্তরং প্রতিপালয়তাম্, আগতস্তবাপি ঋত্বিগ্ ভবিষ্যামি, ইত্যুক্তে স পৃথিবীপতিনা ন কিঞ্চিদুক্তঃ ॥২

বসিষ্ঠোঽপ্যনেন সমন্বীপ্সিতমিত্যমরপতের্যাগমকরোৎ ॥৩

সোঽপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভির্যাগমকরোৎ। সমাপ্তে চামরপতের্যাগে ত্বরাবান্ বসিষ্ঠো নিমেঃ কর্ম্ম করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎকর্ম্মকর্ত্তৃংশ্চ তত্র গৌতমস্য দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কর্ম্মান্তরমপিতং

পঞ্চম অধ্যায়

[নিমিযজ্ঞ বিবরণ, সীতার উৎপত্তি ও কুশধ্বজ বংশ কথন।]

পরাশর বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সহস্র সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। বরণ কালে বসিষ্ঠ বলিলেন,—ইন্দ্র পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাবৎকাল আপনি প্রতীক্ষা করুন; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে আমি গমন করিয়া আপনার ঋত্বিক্ হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজা নিমি তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। তখন বসিষ্ঠ 'আমার কথা রাজা স্বীকার করিলেন'—ইহা ভাবিয়া সুরপতির যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজা নিমিও সেই কালে গৌতমাদি অন্য ঋত্বিগণের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে "নিমি রাজার যজ্ঞ করিতে হইবে" এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ ত্বরা

যস্মাৎ, তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥৪

প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ, যস্মান্মামসম্ভাষ্য অজানত এব ময়ানস্য শাপোৎসর্গমিমৌ দুষ্টগুরুশ্চকার, তস্মাৎ তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥৫

তস্মাচ্ছাপাচ্চ মিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বসিষ্ঠতেজঃ প্রবিষ্টম্, উর্ব্বশীদর্শনাদ্বিচ্যুতবীর্য্যপ্রপাতয়োঃ সকাশাদ্ বসিষ্ঠো দেহমপরং লেভে ॥৬

নিমেরপি তচ্ছরীরমতিমনোহরৈস্তৈলগন্ধাদিভিরুপস্কৃতমাণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ, সদ্যো মৃতমিব তস্থৌ ॥৭

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়াগতান্ দেবান্ ঋত্বিজ উচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তামিতি। দেবৈশ্ছন্দিতো নিমিরাহ ॥৮

ভগবন্তোঽখিলসংসারদুঃখচ্ছেদকারিণঃ তস্য ক্ষেত্রাদ্বো নাহেতাবদ্ধগত্যন্যদ্ দুঃখমস্তি, যচ্ছরীরাত্মনোর্বিয়োগো ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোকলোচনেষু বস্তুম্, ন পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্ত্তুম্। ইত্যুক্তে দেবৈরুদারবেশেভূতানাং নেত্রেষু আশাং কারিতঃ ॥৯

ততো ভূতান্যুন্মেষনিমেষং চক্রুঃ। অপুত্রস্য চ তস্য ভূভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়োঽরণ্যাং মমন্থুঃ ॥১০

তত্র কুমারো জজ্ঞে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাকাসাববাপ ॥১১

অভূদ্ বিদেহোঽস্য পিতেতি বৈদেহো মথনাদ্মিথিরভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো নন্দিবর্দ্ধনঃ, তস্মাৎ সুকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ, ততশ্চ বৃহদ্রুক্থঃ, তস্য চ মহাবীর্য্যঃ, তস্যাপি সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, ধৃষ্টকেতোর্হর্য্যশ্বঃ, তস্য চ মরুঃ, মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ কৃতরথঃ, তস্মাৎ কৃতিঃ, তস্য

সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি 'গৌতম সকল যজ্ঞকর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন' দেখিয়া মিত্রাগত রাজা মিমিকে শাপপ্রদান করিলেন যে, রাজা মিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইবেন ।১-৪

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"যে কারণে এই দুষ্ট গুরু বসিষ্ঠ আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া শপ্তাম এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞাতা আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেই জন্য তাঁহারও দেহ পতিত হইবে।" রাজা এই প্রকার প্রতিশাপ-প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শাপের প্রভাবে মিত্রাবরুণের তেজে বসিষ্ঠের তেজ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর উর্ব্বশীদর্শনে ঐ মিত্রাবরুণের রেতঃ (বীর্য্য) স্খলিত হইলে, সেই বীর্য্য হইতে বসিষ্ঠ অপরদেহ লাভ করিলেন। মিমি রাজারও সেই মৃতদেহ অতি মনোহর তৈল গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকাতে, ক্লেদাদিদোষদূষিতে হইল না বরং সদ্যোমৃতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল ।৫-৭

যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে, ভাগগ্রহণার্থে আগত দেবগণকে ঋত্বিগ্‌গণ বলিলেন,—আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে, নিমি কহিলেন,—"হে অখিল-সংসারের দুঃখচ্ছেদকারী ভগবদ্‌গণ! জগতে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মুনিগণ অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া রাজার শরীর অরণীতে (অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠে)

বিবুধঃ, তস্যাপি মহাধৃতিঃ, তস্য চ কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা, ততঃ সুবর্ণরোমা, তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা, ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ। তস্য পুত্রার্থং যজ্ঞনভুবং কৃষতঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাসীৎ। সীরধ্বজস্য ভ্রাতা সাঙ্কাশ্যাধিপতিঃ কুশধ্বজনামা। সীরধ্বজস্যাপত্যং ভানুমান্ ॥১২

ভানুমতঃ শতদ্যুম্নঃ, তস্য শুচিঃ, তস্মাদূর্দ্ধবহো নামপুত্রো জজ্ঞে। তস্যাপি সত্যধ্বজঃ(ক), ততঃ কুনিঃ, (কুণিঃ) কুনেরঞ্জনঃ, তৎপুত্রঃ ঋতুজিৎ, ততোঽরিষ্টনেমিঃ, তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ, ততঃ সূর্য্যাশ্বঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ (সংনয়ঃ), ততঃ ক্ষেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ (মানরথঃ), তস্য সত্যরথঃ, তস্য সাত্যরথিঃ, সাত্যরথেরুপগুঃ, তস্মাৎ শ্রুতঃ, (উপগুপ্তঃ,) তস্মাৎ শাশ্বতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা (সুবর্চ্চাঃ), তস্যাপি সুভাসঃ, ততঃ সুশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুত্রো বিজয়ঃ, তস্য ঋতঃ, ঋতাৎ সুনয়ঃ, ততো বীতহব্যঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাদ্ (ক্ষেমাশ্বঃ, তস্মাৎ) ধৃতিঃ, ধৃতের্বহুলাশ্বঃ, তস্য পুত্রঃ কৃতিঃ, কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেঽয়ং জনক-বংশঃ ॥১৩

ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥১৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে জনকের দেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়; ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম "মিথি" হয়। তাঁহার উদাবসু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদুক্থ। তৎপুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তৎপুত্র মহারোমা, তৎপুত্র সুবর্ণরোমা, তৎপুত্র হ্রস্বরোমা ও তৎপুত্র সীরধ্বজ। তিনি পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এই সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে দুহিতা সমুৎপন্ন হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি সাঙ্কাশ্যনগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান্।৮-১২

ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন, তৎপুত্র শুচি; শুচির ঊর্দ্ধবহনামে পুত্রজন্মে। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র ঋতুজিৎ, তৎপুত্র অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ, তৎপুত্র সূর্য্যাশ্ব, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র ক্ষেমারি, তৎপুত্র অনেনাঃ, তৎপুত্র মীনরথ, তৎপুত্র সত্যরথ, তৎপুত্র সাত্যরথি, তৎপুত্র উপগু, তৎপুত্র শ্রুত (উপগুপ্ত), তৎপুত্র শাশ্বত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র সুভাস, তৎপুত্র সুশ্রুত, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ঋত, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, (তৎপুত্র ক্ষেমাশ্ব,) তৎপুত্র ধৃতি। ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আত্মবিদ্যাশ্রয়ী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত।১৩-১৪

পাঠান্তর :—(ক) তস্যাপি শতধ্বজঃ,

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[চন্দ্রবংশকথনম্, তারাহরণম্, অগ্নিত্রয়োৎপত্তিশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

সূর্য্যস্য ভগবন্ বংশঃ কথিতো ভবতা মম।
সোমস্য বংশে ঋষিলান্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান্ ॥১
কীর্ত্ত্যতে স্থিরকীর্ত্তীনাং যেষামদ্যাপি সন্ততিঃ।
প্রসাদসুমুখস্তস্মে ব্রহ্মন্নাখ্যাতুমর্হসি ॥২

পরাশর উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল বংশঃ প্রথিততেজসঃ।
সোমস্যাদ্যুক্রমাৎ খ্যাতা যত্রোর্ব্বীপতয়োঽভবন্ ॥৩
অয়ং হি বংশোঽতিবলপরাক্রমদ্যুতিশীলচেষ্টাবদ্ভি-
রতিগুণান্বিতৈর্নহুষ-যযাতি-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিভির্ভূপা-
লৈরলঙ্কৃতঃ ॥৪
তমহং কথয়ামি শ্রূয়তাম্—অখিলজগৎস্রষ্টুর্ভগবন্না-
রায়ণনাভিসরোজিনীসমুদ্ভবাজযোনের্ব্রহ্মণঃ পুত্রো-
ঽত্রিঃ, অত্রেঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবানজযোনিরশেষৌষধি-
দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৫
স চ রাজসূয়মকরোৎ। তৎপ্রভাবাদত্যুৎকৃষ্টাধি-
পত্যাধিষ্ঠাতৃত্বহেতোশ্চৈনং মদ আবিবেশ ॥৬
মদাবলেপাচ্ছাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং
নাম পত্নীং জহার ॥৭
বহুশশ্চ বৃহস্পতিচোদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা
চোদ্যমানঃ সকলৈশ্চ দেবর্ষিভির্যাচ্যমানোঽপি ন
মুমোচ। তস্য হি বৃহস্পতিত্বেষাদুশনাঃ পার্ষ্ণিগ্রা-
হোঽভবৎ ॥৮
অঙ্গিরসশ্চ সকাশোপলব্ধবিদ্যো ভগবান্ রুদ্রো
বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ ॥৯
যতশ্চোশনাঃ, অতো হি তস্য-কুক্ষিস্থাঃ সমস্তা

ষষ্ঠ অধ্যায়

[চন্দ্রবংশ কথন, তারাহরণ ও অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তি।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি নৃপতিগণের সন্ততি অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্নবদনে সেই নৃপতিগণের বিষয় আমার নিকটে বলুন। পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! প্রথিততেজা সোমের বংশে প্রখ্যাত ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ অনুক্রমে শ্রবণ কর।১-৩

অতিবলপরাক্রমশালী, কান্তিমান্, সৎস্বভাব, দানাদি ক্রিয়ান্বিত ও অতিগুণবান্ নহুষ, যযাতি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। অখিলজগৎস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাভিসরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞপ্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয়। মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র সকলদেবগুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী পত্নীকে হরণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে

এব দৈত্যদানবনিকায়া মহান্তমুদ্যমং চক্রুঃ। বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যসহায়ঃ শক্রোঽভবৎ ॥১০

এবঞ্চ তয়োরতীবোগ্রঃ সংগ্রামস্তারকানিমিত্ত-স্তারকাময়ো নামাভবৎ। ততশ্চ সমস্তশস্ত্রাণ্যস্ত্রেষু রুদ্রপুরোগমা দেবা দেবেষু চাসেসদানবা মুমুচুঃ ॥১১

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভক্ষুব্ধহৃদয়মশেষমেব জগদ্ ব্রহ্মাণং শরণং জগাম ॥১২

ততশ্চ ভগবানপ্যুশনসং শঙ্করমসুরান্ দেবাংশ্চ নিবার্য্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ। তাঞ্চাস্তঃপ্রসবা-মবলোক্য বৃহস্পতিরাহ ॥১৩

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবত্যান্যস্মতো ধার্য্যস্তদুৎসৃজৈন-মলমতিধার্ষ্ট্যেনেতি। সা চ তেনৈবমুক্তা পতিব্রতা ভর্তৃবচনাৎ তমীষিকাস্তম্বে গর্ভমুৎসসর্জ্জ ॥১৪

স চোৎসৃষ্টমাত্র এবাতিতেজসা দেবানাং তেজাং-স্যাচিক্ষেপ ॥১৫

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্য কুমারস্যাতিচারুতয়া সাভিলাষৌ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুৎপন্নসন্দেহাস্তারং পপ্রচ্ছুঃ, সত্যং কথয়াস্মাকমতিদুর্ভগে কস্যায়মাত্মজঃ, সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ? ইত্যুক্তাপি সা তারা ব্রিয়া ন কিঞ্চিদুবাচ ॥১৬

বহুশোঽপ্যভিহিতা যদাসৌ দেবেভ্যো নাচচক্ষে, ততঃ কুমারস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ, প্রাহ চ দুষ্টে অদ্য কস্মান্মম তাতং নাখ্যাসি, অস্যৈব তেঽলীকলজ্জাবত্যাঃ শাস্তিময়মহং করোমি, যথা নৈবমন্যাপ্যতিমন্যুরবচনা ভবতীতি ॥১৭

অথ ভগবান্ পিতামহস্তং কুমারং সন্নিবার্য্য স্বয়-

পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ থাকায় শুক্রও তাঁহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া অন্য কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিল। এদিকে সকল দেবসৈন্য সহায় ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন।৪-১০

তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময়। অনন্তর রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধে ক্ষুব্ধ-হৃদয় সমস্ত জগৎ ব্রহ্মার শরণ লইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া বলিলেন,—"আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাতপুত্র তোমার ধারণ করা উচিত নহে; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।" বৃহস্পতি এই কথা বলিলে পতিব্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে (ঘুণ তৃণগুচ্ছে) পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপন্ন পুত্র স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজকে অভিভূত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতে দেখিয়া দেবগণ সন্দিগ্ধমনাভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে অতিদুর্ভগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"অয়ি দুষ্টস্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীকলজ্জাবতী তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্যুরভাষিণী হইতে পারিবে না।১১-১৭

অনন্তর ভগবান্ পিতামহ সেই কুমারকে নিবারণ

মপৃচ্ছৎ তারাম্, কথ্যতাং বৎসে কস্যায়মাত্মজঃ সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ? ইত্যুক্তা লজ্জাজড়মাহ সোমস্যেতি ॥১৮

ততঃ স্ফুরদ্বিচন্দ্রাসিতামলকপোলকান্তির্ভগবানুডুপতিস্তমালিঙ্গ্য কুমারং সাধু সাধু বৎস প্রাজ্ঞোঽসীতি বুধ ইতি নাম চক্রে ॥১৯

স চ আখ্যাতমেবৈতৎ — যথেলায়ামাত্মজং পুরূরবসমুৎপাদয়ামাস।

পুরূরবাশ্চ তিদানশীলোঽভিমন্তাতিতেজস্বী। যং সত্যবাদিনমতিরূপবন্তং মিত্রাবরুণশাপাদ্মানুষে লোকে নয়া বস্তব্যম্ ইতি কৃতমতিরুর্ব্বশী দদর্শ ॥২০

দৃষ্টমাত্রে চ যস্মিন্ অপহায় মানমশেষমপাস্য স্বর্গ-সুখাভিলাষং তন্মনা ভূত্বা তমেবোপতস্থে ॥২১

সোঽপি চ তামতিশয়িতসকললোকস্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্যাতিবিলাস-হাস্যাদিগুণামবলোক্য তদায়ত্তচিত্তবৃত্তির্বভূব ॥২২

উভয়মপি তন্মনস্কমনন্যদৃষ্টি পরিত্যক্তসমস্তান্যপ্রয়োজনমভূৎ ॥২৩

রাজা তু প্রাগল্ভ্যাৎ তমাহ ॥২৪

ভদ্রে ত্বামহমভিকামোঽস্মি প্রসীদাস্যুরাগমুদ্বহ ইত্যুক্ত্বা লজ্জাবখণ্ডিতমূর্ব্বশী প্রাহ ॥২৫

ভবত্বেবং যদি মে সময়পরিপালনং ভবান্ করোতীতি ॥২৬

আখ্যাহি মে সময়মিত্যথ পৃষ্টা পুনরব্রবীৎ ॥২৭

শয়নসমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেতব্যম্ ॥২৮

ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ, ঘৃতমাত্রঞ্চ মমাহারঃ। ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ। তয়া চ সহাবনীপতিরলকায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মষণ্ডেষু অভিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু অভিরমমাণ এব ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোঽনয়ৎ।

করিয়া তারাকে কহিলেন,—"বৎসে! বল এ পুত্র কাহার—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তারা লজ্জাজড়িতভাবে বলিলেন,—"চন্দ্রের"। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার নাম বুধ রহিল। আলিঙ্গনকালে চন্দ্রের কপোলকান্তি উচ্ছ্বসিত ও দীপ্যমান হইয়াছিল। সেই বুধ ইলার গর্ভে যে প্রকারে পুরূরবাকে উৎপাদন করেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পুরূরবা অতি দানশীল, বহু যজ্ঞকারী ও তেজস্বী ছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে "মিত্রাবরুণের শাপপ্রভাবে আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে" ইহা বিবেচনা করিয়া উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আগমন করত সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্ রাজা পুরূরবাকে দর্শন করিলেন।১৮-২০

তাঁহাকে দেখিবামাত্র উর্ব্বশী অশেষ মান ও স্বর্গসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা পুরূরবাও সেই সকল স্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য হইতে অতিশয় লাবণ্যাদিযুক্তা, অতিবিলাস হাস্যাদিগুণময়ী উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীনমনোবৃত্তি অর্থাৎ অত্যন্ত আকৃষ্টচিত্ত হইলেন। তৎকালে রাজা ও উর্ব্বশী উভয়েই পরস্পরানক্তচিত্ত ও অনন্যদৃষ্টি হইলেন এবং অন্য সকল কাম্য বস্তুকে নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন রাজা অসঙ্কোচে বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি অভিলাষী হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও এবং আমার প্রতি অনুরাগ বহন কর অর্থাৎ আমাতে অনুরক্ত হও। রাজা এই প্রকার বলিলে, উর্ব্বশী লজ্জাশিথিল ভাবে বলিলেন,—আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা হইলে এই প্রকারই হইবে। "তোমার কি প্রতিজ্ঞা" এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার বলিলেন,—আমার পুত্রদ্বয়-স্বরূপ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না; আপনি আমার নিকট

উর্ব্বশী চ তদুপভোগাৎ প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসেঽপি ন স্পৃহাং চকার। বিনা চোর্ব্বশ্যা সুরলোকোঽপ্সরসাং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ নাতিরমণীয়োঽভবৎ ॥২৯

ততশ্চোর্ব্বশী পুরূরবসোঃ সময়বিদ্ বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্ব-সমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমুরণকং জহার ॥৩০

তস্য চাকাশে নীয়মানস্যোর্ব্বশী শব্দমশৃণোৎ। আহ চ, মমানাথায়াঃ পুত্রঃ কেনাপ্যয়মপহ্রিয়তে, কং শরণমুপযামীত্যাকর্ণ্য রাজা, নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যযৌ। অথান্যমপ্যুরণকমাদায় গন্ধর্ব্বা যযুঃ। তস্যাপ্যপহ্রিয়মাণস্য শব্দমার্কণ্য আকাশে পুনরপি 'অনাথাস্ম্যহমভর্ত্তৃকা কুপুরুষাশ্রয়েতি' আর্ত্তরাবিণী বভূব। রাজাপ্যমর্ষবশাদন্ধকারমেতদিতি খড়্গমাদায় দুষ্ট দুষ্ট হতোঽসীতি ব্যাহরন্নভ্যধাবৎ। তাবচ্চ গন্ধর্ব্বৈরতীবোজ্জ্বলা বিদ্যুচ্চমিতা। তৎ-প্রভয়া চোর্ব্বশী রাজানমপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত-সময়া তৎক্ষণাদেবাপক্রান্তা ॥৩১

পরিত্যজ্য তাবুরণকৌ গন্ধর্ব্বাঃ সুরলোকমুপা-গতাঃ। রাজাপি তৌ মেষাবাদায় হৃষ্টমনাঃ স্বশয়ন-মায়াতো নোর্ব্বশীং দদর্শ ॥৩২

তাকাপশ্যন্নপগতাম্বর এবোন্মত্তরূপো বভ্রাম, কুরুক্ষেত্রে চাম্ভোজসরসি অন্যাভিশ্চতসৃভিরপ্সরোভিঃ সমবেতামুর্ব্বশীং দদর্শ। ততশ্চোন্মত্তরূপো রাজা জায়েহ তিষ্ঠ, মনসি ঘোরে বচসি, ইত্যনেকপ্রকারং সূক্তমবোচৎ ॥৩৩

আহ চোর্ব্বশী, মহারাজ অলমনেনাবিবেকচেষ্টিতেন।

উলঙ্গ হইবেন না এবং মৃতমাত্রই আমার আহার—এই তিনটীই আমার পণ। তখন রাজা বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। অনন্তর রাজা উর্ব্বশীর সহিত কখন অলকায় চৈত্ররথাদি বনে, কখন বা অতি রমণীয় অমল-পদ্মসমূহ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করত প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে বহুদিবস বৎসর যাপন করিলেন। উর্ব্বশীও রাজার সহিত উপভোগ-সুখে প্রতিদিনই অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় অমর-লোকবাসেরও স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন উর্ব্বশী ব্যতিরেকে অপ্সরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সুরলোক আর রমণীয় বোধ হইল না।২১-২৯

অনন্তর পণবেত্তা বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়া রাত্রে উর্ব্বশী ও পুরূরবার শয্যার সমীপ হইতে একটি মেষ হরণ করিলেন। আকাশমার্গে অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী বলিলেন,—আমি অনাথা, কোন ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব? এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলঙ্গাবস্থা প্রযুক্ত এই অবস্থা পাছে উর্ব্বশী দেখিতে পান, এই ভয়ে মেষের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্বগণ আর একটি মেষ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—আমি অনাথা, ভর্তৃহীনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার সন্তানকে রক্ষা করিবে? তখন রাজা ক্রোধবশে 'এক্ষণে অন্ধকার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্ব্বশী দেখিতে পাইবেন না'—এই ভাবিয়া খড়্গগ্রহণ-পূর্ব্বক, 'অরে দুষ্ট দুষ্ট! হত হইলি'—এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ স্ফুরণ করিলেন; সেই বিদ্যুৎপ্রভায় উর্ব্বশী রাজাকে বিগতবস্ত্র দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ হইয়াছে' এই বোধে প্রস্থান করিলেন।৩০-৩১

তখন গন্ধর্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে রাজা সেই মেষদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমনে নিজশয্যায় আগমন করিলেন, কিন্তু উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর উর্ব্বশীর অদর্শনে রাজা বিগতবস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিবস কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজসরোবরে রাজা অন্যান্য চারি জন অপ্সরার সহিত বর্ত্তমানা উর্ব্বশীকে

অন্তর্ব্বত্নী অহম্, অস্যান্তে ভবতাত্রাগন্তব্যম্, কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঙ্ক নিশামহং ত্বয়া সহ বৎস্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরমাজগাম। তামাপ্তা-প্সরসামুর্ব্বশী কথয়ামাস, অয়ং স পুরুষোৎকর্ষো, যেন অহমেতাবন্তং কালমনুরাগাকৃষ্টমনসা সহোষিতা ॥৩৪

ইত্যেবমুক্তাস্তা অপ্সরস উচুঃ—সাধু সাধু অস্য রূপম্, অনেন সহাস্মাকমপি সর্ব্বকালমভিরন্তুং স্পৃহা ভবেদিতি ॥৩৫

অব্দে চ পূর্ণে স রাজা তত্রাজগাম, কুমার-কাঙ্ক্ষয়াসমস্মৈ তদোর্ব্বশী দদৌ, একাঙ্ক নিশাং তেন রাজ্ঞা সহোষিত্বা পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমাপ ॥৩৬

উবাচ চৈনং রাজানম্, অস্মৎপ্রীত্যা মহারাজায় সর্ব্ব এব গন্ধর্ব্বা বরদাঃ সংবৃত্তাঃ, তস্মাদ্ ব্রিয়তাং বর ইতি ॥৩৭

আহ রাজা চ, বিগত-সকলারাতিরহতেন্দ্রিয়-সামর্থ্যো বর্দ্ধমানমিতবলকোষঃ, নাস্তদস্মাকমুর্ব্বশী-সালোক্যাদ্ অপ্রাপ্যমস্তি, তদহমনয়া সহোর্ব্বশ্যা কালং নেতুমভিলষামি ॥৩৮

ইত্যুক্তে গন্ধর্ব্বা রাজ্ঞেঽগ্নিস্থালীং দদুঃ ॥৩৯

উচুশ্চ এনমগ্নিমাম্নায়ানুসারী ভূত্বা, ত্রিধা কৃত্বা, উর্ব্বশীসলোকতামনোরথমুদ্দিশ্য সম্যগ্ যজেথাঃ। ততোঽবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি ॥৪০

ইত্যুক্তস্তামগ্নিস্থালীমাদায়াগচ্ছন্, অন্তরটব্যা-মচিন্তয়ৎ,—অহো মে অতিমূঢ়তা, যদগ্নিস্থালী ময়ানীতা নোর্ব্বশীতি। অথৈনামটব্যামেবাগ্নিস্থালীং তত্যাজ স্বপুরমাজগাম ॥৪১

দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্তপ্রায় রাজা উর্বশীকে বলিলেন,—হে নির্দ্দয়ে। জায়ে। এস আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, আমার কথা শুন ! এইরূপ বহুবিধ সূক্ত বাক্য বলিলেন। তাহা শ্রবণে উর্বশী বলিলেন,—মহারাজ ! অবিবেকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন, ঐ সময় আপনার একটি পুত্র হইবে এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাস করিব। উর্বশী এইকথা বলিলে পর রাজা হৃষ্ট হইয়া স্বপুরে গমন করিলেন। তখন উর্বশী অপর অপ্সরোগণকে বলিলেন,—ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুরবা। ইঁহার সহিতই অনুরাগাকৃষ্ট-হৃদয়ে এতকাল সহবাস করিয়াছি। এই প্রকার উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ বলিলেন,—ইহার রূপ সাধু। সাধু। (অতিশয় সুন্দর) আমাদেরও ইঁহার সহিত সর্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয় ।৩২-৩৫

অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন উর্বশী তাঁহাকে আয়ু নামক একটি পুত্র প্রদান করিলেন এবং এক নিশা রাজার সহবাস করিয়া পুনর্বার পাঁচটি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভধারণ করিলেন। অনন্তর উর্বশী রাজাকে বলিলেন,—আমার প্রীতিনিবন্ধন সকল গন্ধর্বগণ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি তাঁহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন। রাজা বলিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, এখন ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অব্যাহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে। কেবল উর্বশী সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য,—এই কারণে আমি উর্বশীর সহিত কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে গন্ধর্বগণ তাঁহাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন ও বলিলেন,—বেদানুসারী হইয়া উর্বশীসহবাস-কামনা পূর্বক প্রতিদিন তিন ভাগ করত এই অগ্নির যজন করিবেন, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন ।৩৬-৪০

এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করত স্বপুর অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; আগমকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন,—'অহো

ব্যতীতার্দ্ধরাত্রৌ বিনিদ্রশ্চাচিন্তয়ৎ,—মমোর্ব্বশী-সালোক্যপ্রাপ্ত্যর্থমগ্নিস্থালী গন্ধর্ব্বৈর্দত্তা, সা চ ময়া অটব্যাং পরিত্যক্তা। তদহং তত্র তদাহরণায় যাস্যামি ইত্যুত্থায় তত্রাপ্যুপগতো নাগ্নিস্থালী-মপশ্যৎ। শমীগর্ভকাশ্বত্থমগ্নিস্থালীস্থানে দৃষ্ট্বা অচিন্তয়ৎ—মন্নাত্র স্থালী নিক্ষিপ্তা, সা চাশ্বত্থঃ শমী-গর্ভোঽভূৎ। তদেতমেবাহমগ্নিরূপমাদায় স্বপুরমভি-গম্য অরণীং কৃত্বা তদুৎপন্নাগ্নেরুপাস্তিং করিষ্যা-মীতি ॥৪২

এবমেব স্বপুরমুপগতোঽরণীং চকার ॥৪৩

তৎপ্রমাণকাঙ্গুলৈঃ কুর্ব্বন্ গায়ত্রীমপঠৎ।
পঠতশ্চাক্ষরসংখ্যান্যেবাঙ্গুলান্যরণ্যভবৎ ॥৪৪

তত্রাগ্নিং নির্ম্মথ্যাগ্নিত্রয়মাম্নায়ানুসারী ভূত্বা জুহাব, উর্ব্বশীসালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিতবান্। তেনৈবাগ্নিবিধিনা বহুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্ট্বা গন্ধর্ব্ব-লোকান্ প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ বিয়োগং নাবাপ ॥৪৫

একোঽগ্নিরাদাবভৎ, ঐলেন তত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা ॥৪৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

আমার কি মূঢ়তা, যেহেতু অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম, কিন্তু উর্বশীকে আনয়ন করিলাম না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বনমধ্যে সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ পূর্বক স্বপুরে আগমন করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে বিনিদ্র রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, উর্বশী-সহবাসলাভের নিমিত্ত গন্ধর্বগণ আমাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিস্থালী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব। এইপ্রকার চিন্তাপূর্বক রাজা সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্বে যেখানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শমীগর্ভস্থ একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন, 'এইখানেই আমি অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অশ্বত্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য আমি এই অশ্বত্থকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করত তাহাকে অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নির উপাসন করিব ॥৪১-৪২

এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা সেই অশ্বত্থকে গ্রহণ করত নিজপুরে আগমন করিলেন এবং তাহা দ্বারা অরণী করিলেন। পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলীপ্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যানুসারে অঙ্গুলী-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল। তারপর রাজা সেই অরণী মর্ষণ করিয়া অগ্নিত্রয় উৎপাদন করত বেদানুসারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন এবং ইহলোকে উর্বশীর সহবাসরূপ ফল কামনা করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নিবিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন আর তাঁহার উর্বশীবিয়োগ হইল না। পূর্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন্বন্তরে ইলাপুত্র পুরূরবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামে ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্তিত করিলেন ॥৪৩-৪৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[পুরূরবসো জহ্নোশ্চ বংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

তস্যাপ্যায়ুর্ধীমানমাবসু-বিশ্বাবসু-শতায়ু-শ্রুতায়ুঃ (অমূর্তরয়ঃ) সংজ্ঞাঃ ষড়ভবন্ পুত্রাঃ ॥১

অমাবসোর্ভীমো নাম পুত্রোঽভবৎ। ভীমস্য কাঞ্চনঃ, কাঞ্চনাৎ সুহোত্রঃ, তস্যাপি জহ্নুঃ। সোঽয়ং যজ্ঞবাটমখিলং গঙ্গাম্ভসা প্লাবিতমালোক্য ক্রোধসংরক্তনয়নো ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমাত্মনি পরমেণ সমাধিনা সমারোপ্যাখিলামেব গঙ্গামপিবৎ ॥২

অথৈনং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদ্যামাসুঃ, দুহিতৃত্বে চাস্য গঙ্গামনয়ৎ। জহ্নোশ্চ সুজহ্নুর্নাম পুত্রোঽভবৎ। তস্যাপ্যজকঃ, তস্য বলাকাশ্বঃ, তস্মাৎ কুশঃ, কুশস্য কুশাশ্ব-কুশনাভামূর্তরয়াবসবশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥৩

তেষাং কুশাশ্বঃ "শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবেদি"তি তপশ্চচার। তস্যোগ্রতপসমবলোক্য "মা ভবন্তোঽস্মত্তুল্যবীর্য্যং" ইত্যাস্থানৈবাসোদ্ভবঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ ॥৪

গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ। গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ। তাঞ্চ ভার্গবে ঋচীকো বব্রে ॥৫

গাধিরপ্যতিরোষণায় অতিবৃদ্ধায় চ ব্রাহ্মণায় দাতুমনিচ্ছন্নেকতঃ শ্যামকর্ণানামিন্দুবর্চ্চসামনিলবংহসামশ্বানাং সহস্রং কন্যাশুল্কমযাচত ॥৬

তেনাপি ঋষিণা বরুণালয়কাশতঃ উপলভ্য অশ্বতীর্থোৎপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥৭

ততস্তামৃচীকঃ কন্যামুপযেমে। ঋচীকশ্চ তস্যাশ্চরুমপত্যার্থং চকার। তথা প্রপালিতশ্চ তস্মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে চরুমপরং সাধয়ামাস ॥৮

সপ্তম অধ্যায়

[পুরূরবা ও জহ্নুর বংশকথন।]

পরাশর বলিলেন,—পুরূরবারও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুঃ ও শ্রুতায়ু (অমূর্তরয়ঃ) নামে ছয়টি পুত্র হয়। অমাবসুরও ভীম নামে পুত্র হইল। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র সুহোত্র ও তৎপুত্র জহ্নু। এই জহ্নু নিজের সমস্ত যজ্ঞবাটিকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে পরমসমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবর্ষিগণ ইঁহাকে প্রসন্ন করত গঙ্গাকে ইঁহার দুহিতাস্বরূপে স্বীকার করান। তখন জহ্নু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জহ্নুর সুজহ্নু নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশ, কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্তরয় ও অমাবসু নামে চারিজন পুত্র হয়; তাঁহাদের মধ্যে কুশাশ্ব 'আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিবে' এই সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি উগ্র তপস্যা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র 'অপর কেহ মৎসদৃশ পরাক্রমশালী না হউক' এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।১-৪

এই ইন্দ্রই কৌশিক গাধি-নামা হইলেন। গাধির সত্যবতীনাম্নী এক কন্যা হয়। এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক প্রার্থনা করিলেন। গাধিও অতি-ক্রুদ্ধস্বভাব অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এক সহস্র শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতকান্তি ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্ অশ্ব কন্যার শুল্কস্বরূপে যাচ্ঞা করিলেন। সেই ঋষিও বরুণদেবের নিকট হইতে অশ্বতীর্থোৎপন্ন তাদৃশ অশ্বসহস্র লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তারপর

এষ চরুর্ভবত্যা অয়মপরস্তন্মাত্রা সম্যগুপযোজ্য ইত্যুক্ত্বা বনং জগাম ॥৯

উপযোগকালে চ তাং মাতা সত্যবতীমাহ, সর্ব্ব এবাত্মপুত্রমতিগুণং সমভিলষতি, নাত্মজায়াভ্রাতৃগুণে-ষ্বতীবাদৃতো ভবতীত্যতোঽর্হসি মম ত্বমাত্মীয়চরুং দাতুং মদীয়চরুমাত্মনোপযোক্তুম্ ॥১০

মৎপুত্রেণ হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্য্যম্॥১১

কিয়দ্ব্রাহ্মণস্য বলবীর্য্যসম্পদিতুক্ত্বা সা স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী ॥১২

অথ বনাদভ্যাগত্য সত্যবতীমৃষিরপশ্যৎ, আহ চৈনাম্, অতিপাপে কিমিদমকার্য্যং ভবত্যা কৃতম্, অতিরৌদ্রং তে বপুরালক্ষ্যতে, নূনং ময়া ত্বন্মাতৃসৎ-কৃতশ্চরুরুপযুক্তো ন যুক্তমেতৎ ॥১৩

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌর্য্য-বীর্য্য-বল-সম্পদা-রোপিতা, ত্বদীয়ে চরাবপ্যখিলশান্তি-জ্ঞান-তিতিক্ষাদিকা ব্রাহ্মণগুণসম্পৎ। এতচ্চ বিপরীতং কুর্ব্বত্যাস্তবাতিরৌদ্রাস্ত্রধারণ-মারণনিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচারঃ পুত্রো ভবিষ্যত্যস্যাশ্চোপশমরুচির্ব্রাহ্মণাচারঃ ॥১৪

ইত্যাকর্ণ্যৈব সা তস্য পাদৌ জগ্রাহ। প্রণিপত্য চ এনমাহ,—ভগবন্ ময়ৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং, প্রসাদং মে কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কামমেবংবিধঃ পৌত্রো ভবতু ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ, এবমস্তু ইতি ॥১৫

কোন সময়ে ঋচীক সত্যবতীর সন্তানকামনায় চরু (যজ্ঞীয় পায়স) করিলেন। তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করত স্বকীয় জননীরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চরুপ্রস্তুত করিলেন। চরু প্রস্তুত হইলে মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে এই চরু তোমার এবং এই অপরটি তোমার মাতার উপযোগী,—এই বলিয়া বনে গমন করিলেন।৫-৯

অনন্তর চরুদেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্য-বতীকে বলিলেন,—সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্ পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই নিজপত্নীর ভ্রাতার গুণে তাদৃশ অতিশয় আদর করে না, (এইজন্য বোধ হয়, ঋষি আমার চরু অপেক্ষা তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার চরুটী আমাকে দাও ও আমার চরুটী তুমি ভক্ষণ কর।" আরও বলিলেন,—"আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?" জননী এই কথা বলিলে পর সত্যবতী স্বকীয় চরু মাতাকে প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্যবতীকে দেখিলেন ও বলিলেন,—হে অতিপাপে! তুমি এ কি অকার্য্য করিয়াছ? তোমার শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ করিয়াছ। সত্যবতি! তোমার এ কর্ম্ম উচিত হয় নাই; কারণ, তোমার মাতার চরুতে আমি সকল বীর্য্যসম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি-জ্ঞান-মতি-তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম; তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ—এই কারণে তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচার হইবে।১০-১৪

ঋষি এই কথা বলিলে, সত্যবতী ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু এতাদৃশ পৌত্র হউক। সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি বলিলেন,—"তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে।" অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ। তস্মাত্তা চ বিশ্বামিত্রং জনয়ামাস। সত্যবতী চ কৌশিকী নাম নদ্যভবৎ। জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোস্তনয়াং রেণুকামুপযেমে। তস্যাঞ্চাংশেনক্ষত্রবংশহন্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণস্যাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ ॥১৬

বিশ্বামিত্রপুত্রস্তু ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈর্দত্তঃ, ততশ্চ দেবরাতনামাভবৎ। ততশ্চ তে মধুচ্ছন্দ-জয়-কৃতদেব-দেবাষ্টক-কচ্ছপ-হারীতকাপ্যা বিশ্বামিত্রপুত্রা বভূবুঃ ॥১৭

তেষাঞ্চ বহূনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈবাহ্যানি ভবন্তীতি ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

প্রসব করিলেন এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন এবং সেই রেণুকার গর্ভে অশেষ-ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদকারী সকল লোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। দেবগণ ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। সেইজন্য তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক। সেই সকল অপত্যাদির কৌশিকগোত্র এবং ঋষ্যন্তরবংশে বিবাহযোগ্য বহু পুত্র হয় ।১১-১৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[আয়ুর্বংশকথনম্, ধন্বন্তরেরুৎপত্তিঃ, তদ্বংশবর্ণনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা স বাহোর্দুহিতরমুপযেমে। তস্যাং স পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষ-ক্ষত্রবৃদ্ধ-রম্ভ-রজিসংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ পুত্রোঽভূৎ। কাশ-লেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্তয়িতাঽভূৎ ॥১

কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রোঽভবৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। স হি সংসিদ্ধকার্য্যকরণঃ সকলসম্ভূতিরশেষজ্ঞানবিৎ ॥২

অষ্টম অধ্যায়

[আয়ুর বংশ কথন এবং ধন্বন্তরির উৎপত্তি ও তদ্বংশবর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাঁহার নাম আয়ুঃ, তিনি রাহুর কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। সেই সন্তানগণের নাম যথা,—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ এবং রজি ও অনেনাঃ নামে তাঁহার পঞ্চম পুত্র হয়। ক্ষত্রবৃদ্ধের সুহোত্রনামক পুত্র হয়। এই সুহোত্রের তিন পুত্র,—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তক ।১

কাশের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি ; এই ধন্বন্তরির

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসম্ভূতাবস্যৈ বরো দত্তঃ ॥৩

কাশিরাজগোত্রেঽবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। যজ্ঞভাগ্ ভবিষ্যসি ইতি ॥৪

তস্য চ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্। কেতুমতো ভীমরথঃ, তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দ্দনঃ। স চ ক্ষত্রস্যৈবংশবিনাশাদশেষাঃ শত্রবোঽনেন জিতা ইতি শত্রুজিদভবৎ ॥৫

তেন চ প্রীতিমতাত্মপুত্রো বৎস বৎসেত্যভিহিতঃ, ততো বৎসোঽসাবভবৎ ॥৬

সত্যব্রততয়া কৃতধ্বজসংজ্ঞামবাপ। পুনশ্চ কুবলয়নামানমশ্বং লেভে, কুবলয়াশ্ব ইত্যস্যাং পৃথিব্যাং প্রথিতঃ ॥৭

তস্য চ বৎসস্য পুত্রোঽলর্কো নামাভবৎ। যস্যায়মদ্যাপি শ্লোকো গীয়তে।—

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥৮

তথালর্কস্য সন্ততির্নামাত্মজোঽভবৎ। ততঃ সুনীথঃ, তস্য সুকেতুঃ, ততো ধর্ম্মকেতুঃ, ততঃ সত্যকেতুঃ, তস্মাদ্ বিভুঃ, ততঃ সুবিভুঃ, ততশ্চ সুকুমারঃ, তস্যাপি ধৃষ্টকেতুঃ, ততশ্চ বৈনহোত্রঃ (ক), ততশ্চ ভার্গঃ, ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেতে কাশ্যপা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ। রঙ্কেস্তু সন্ততিঃ শ্রূয়তামিতি ॥৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্যধর্ম্ম ছিল না এবং ইনি সকল প্রাণিতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ নারায়ণ ইঁহাকে বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশিরাজগোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে * এবং তুমি যজ্ঞভাগী হইবে।২-৪

সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দন ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'শত্রুজিৎ' নাম হয়। ইঁহার পিতা দিবোদাস ইঁহাকে অতি প্রীতির সহিত "বৎস! বৎস!" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইঁহার অপর নাম বৎস এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইঁহার আর একটী নাম হয় কৃতধ্বজ। পুনরায় ইনি কুবলয়নামক অশ্ব লাভ করায় পরে কুবলয়াশ্বনামে এই পৃথিবীতে প্রখ্যাত হন। এই বৎসের অলর্কনামা পুত্র হয়। এই অলর্ক সম্বন্ধে অদ্যাপিও একটী শ্লোক গীত হয় যথা,—"পূর্ব্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থায় ষাট্ হাজার ও ষাট্ শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন নাই। সেই অলর্কের সন্ততিনামক পুত্র হয়। তৎপুত্র সুনীথ, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার হয়। এই কাশ্যপভূপালগণের বিবরণ তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে রঙ্কির বংশাবলি শ্রবণ কর ।৫-৯

---

* কায়-বাল-গ্রহোদ্ধার-শল্য-দংষ্ট্র-জরা-বিষম্।
অষ্টাঙ্গানি তস্যাহুর্চিকিৎসা যেষু সংস্থিতা ॥

যথা "শল্যং শলাকা দ্বারা বিদ্ধ্বা কায়স্থমিশ্চ অন্যং তত্র ব্রণাদানং ব্যালীবরণং কুমারতন্ত্রম্" ইত্যাদৌ।

পাঠান্তর :- (ক)—ততশ্চ বীতিহোত্রঃ।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[রজের্দৈত্যানাঞ্চ যুদ্ধম্, ক্ষত্রবৃদ্ধস্য বংশাবলিকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

রজেঃ পঞ্চপুত্রশতান্যতুলবীর্য্যসারাণ্যাসন্। দেবাসুরসংগ্রামারম্ভে পরস্পরবধেপ্সবো দেবাশ্চাসুরাশ্চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ ॥১

ভগবন্ অস্মাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষো জেতা ভবিষ্যতীতি। অথাহ ভগবান্ যেষামর্থে রজিরাত্তায়ুধো যোৎস্যতীতি। অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ,—যোৎস্যেঽহং ভবতামর্থে, যদ্যহমমরত্বমাত্মভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যসি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো নবয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যম ইত্যুক্ত্বা গতেষ্বসুরেষু দেবৈরপ্যসাববনীপতিরেবমেবোক্তঃ। তেনাপি চ তথৈবোক্তং। দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্ ॥২

রজিনাপি দেবসৈন্যসহায়েন অনেকৈর্মহাস্ত্রৈস্তদশেষমসুরবলং নির্মূলিতম্। অবজিতারাতিপক্ষশ্চ ইন্দ্রো রজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড়্যাহ,—ভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্, অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো ভবান্, যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ ॥৩

স চাপি রাজা প্রহস্যাহ, এবমেবাস্ত, অনতিক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটুবাক্যগর্ভা প্রণতিঃ, ইত্যুক্ত্বা স্বপুরমাজগাম ॥৪

শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার। অথাতে চ রজেঃ

নবম অধ্যায়

[রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলিকথন।]

পরাশর বলিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রমসার পঞ্চশত পুত্র ছিল। কোন কালে দেবাসুর-সংগ্রামে পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাদের এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—যাঁহাদিগের জন্য রজিরাজা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। তারপর দৈত্যগণ আসিয়া সাহায্যলাভার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতে, রজি বলিলেন,—"যদি আপনারা সুরগণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্রত্বপ্রদান করেন তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অসুরগণ বলিল,—"আমরা একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।" এইরূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পর দেবগণ আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্ব্বে যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়াছিলেন, দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন। তখন দেবগণও স্বীকার করিলেন,—"আপনিই আমাদের ইন্দ্র হইবেন" ।১-২

অনন্তর রজি দেবসৈন্যসহায় হইয়া অনেক মহাস্ত্র দ্বারা সেই অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। যখন শত্রুপক্ষ সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদদ্বয় স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন (স্পর্শ) করিয়া বলিলেন,—"আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের পিতা, আপনি এক্ষণে লোকসমূহের মধ্যে

---

* অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥
—ইতি শাস্ত্রবচনাৎ।

নারদর্ষিচোদিতা রাজসুতাঃ শতক্রতুমাস্থপিতৃপুত্রমাচারাদ্ রাজ্যং যাচিতবন্তঃ ॥৫

অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ। ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ ॥৬

বদরীফলমাত্রমপ্যইসি মম আপ্যায়নায় পুরোডাশখণ্ডং দাতুমিত্যুক্তো বৃহস্পতিরূচে,—যজ্ঞেবং পূর্ব্বমেব ত্বয়াহং চোদিতঃ স্যাং, তন্ময়া ত্বদর্থং কিমকর্ত্তব্যমিতি ॥৭

স্বৈরেরেবাহোভিস্ত্বাং নিজং পদং প্রাপয়িষ্যামি ইত্যভিধায় তেষামসুনিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মাচারান্ ইন্দ্রো জঘান। পুরোহিতাপ্যায়িততেজাশ্চ ত্রিদিবমাক্রামৎ। এতদিন্দ্রস্য স্বপদচ্যবনাবোহণং শ্রুত্বা পুরুষঃ স্বপদভ্রংশং দৌরাত্ম্যং বা ন চাপ্নোতি। ঋক্ষস্বনপত্যোহভবৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তৎপুত্রঃ সঞ্জয়ঃ, ততশ্চ বিজয়ঃ, তস্মাচ্চ যজ্ঞকৃৎ, তস্য হর্যবর্দ্ধনঃ, হর্যবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তস্য জয়সেনঃ, ততশ্চ সংহৃতিঃ, তৎপুত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মাঃ, ইত্যেতে ক্ষত্রবৃদ্ধস্য। অতো নহুষবংশং বক্ষ্যামি ইতি ॥৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

সর্ব্বোত্তম হইলেন; কারণ, ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র।" তখন রাজা রজিও হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হউক, শৈত্রিপক্ষেরও অনেকবিধ চাটুবাক্যযুক্ত প্রণতি অতিক্রমকরা উচিত নহে—স্বপক্ষের ত কথাই নাই।" এই বলিয়া রাজা স্বপুরে আগমন করিলেন ॥৩-৪

ওদিকে শতক্রতুই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রজি স্বর্গে গমন করিলে পর, রজিপুত্রেরা নারদঋষিপ্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র রাজ্য প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগ ইন্দ্র নির্জ্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—"বদরীফলপ্রমাণ ঘৃত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবেন?" ইন্দ্র এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি বলিলেন,—"যদি তুমি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন্ কর্ম্ম আমার অকরণীয় হইত? এক্ষণে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।" এই বলিয়া বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য প্রতিদিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধির জন্য হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধিমোহ প্রযুক্ত অভিভূত হইয়া ব্রহ্মদ্বেষী, ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদ-পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন ইন্দ্র অনায়াসে ধর্ম্মাচারবিহীন সেই রজিপুত্রগণকে হনন করিলেন এবং পুরোহিত বৃহস্পতির অনুগ্রহে বর্দ্ধিততেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ইন্দ্রের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপদপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ স্বপদভ্রংশ কিংবা দৌরাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না। ঋক্ষ পুত্র-কন্যাহীন ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র যজ্ঞকৃৎ, তৎপুত্র হর্যবর্দ্ধন, হর্যবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র অদীন, তৎপুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংহৃতি এবং তৎপুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা। ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিবরণ কথিত হইল। অতঃপর নহুষবংশ বলিব ॥৫-৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[নহুষবংশবর্ণনম্, যযাতেরুপাখ্যানঞ্চ ।]

যতি-যযাতি-সংযাতি-অযাতি-বিযতি-কৃতিসংজ্ঞা নহুষস্য ষট্‌পুত্রা মহাবলপরাক্রমা বভূবুঃ। যতিস্তু রাজ্যং নৈচ্ছৎ। যযাতিস্তু ভূভৃদভবৎ, উশনসশ্চ দুহিতরং দেবযানীং শর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্ব্বণীমুপযেমে ॥১

অত্রানুবংশশ্লোকা ভবন্তি।

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রহ্যঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥২

কাব্যশাপাচ্চ অকালেনৈব যযাতির্জরামবাপ ॥৩

প্রসন্নশুক্রবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং জ্যেষ্ঠং পুত্রং যদুমুবাচ,—তস্মাত্তামহশাপাদিয়মকালেনৈব জরা মামুপস্থিতা। তামহং তস্যৈবানুগ্রহাদ্ ভবতঃ সকাশাদ্যামি। একং বর্ষসহস্রং ন তৃপ্তোঽস্মি বিষয়েষু ত্বদ্বয়সা বিষয়ানহং ভোক্তুমিচ্ছামি ॥৪

নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তঃ

দশম অধ্যায়

[নহুষবংশবর্ণন ও যযাতির উপাখ্যান।]

পরাশর বলিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে নহুষের ছয়টি পুত্র হয়। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যতি রাজ্য ইচ্ছা করেন নাই; যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। এইস্থলে যযাতি পুত্রগণের সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে, যথা,—দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রহ্য, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি শুক্রের শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হন।১-৩

অনন্তর শুক্র প্রসন্ন হইলে তদ্বচনানুসারে যযাতি স্বীয় জরা সংক্রামিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বলিলেন,—হে পুত্র। তোমার মাতামহ-শাপপ্রভাবে অকালেই আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার অনুগ্রহেই আমি সেই জরা তোমাতে এক সহস্র বৎসরের জন্য সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করি। আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমি বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। রাজা এই কথা বলিলে, যদু জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তোমার বংশে কেহই রাজ্যার্হ অর্থাৎ পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবার উপযুক্ত রাজা হইবে না' ।৪-৫

অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে দ্রহ্য, তুর্ব্বসু ও অনুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের যৌবন-গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জরা তাঁহাদের সংক্রামণ করিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু একে একে তাঁহারা সকলেই যযাতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা সর্ব্বকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরুর নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় কহিলেন। তখন অতি প্রবলমতি পুরু পিতাকে

অনুদিনঞ্চ উপভোগতশ্চ কামানতীব রম্যান্ মেনে ॥৮

ততশ্চৈবমগায়ত।

যযাতিরুবাচ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৯
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥১০
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বা এব সুখা দিশঃ(ক) ॥১১
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং দস্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥১২
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥১৩
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ্বেব জায়তে ॥১৪
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥১৫

পরাশর উবাচ

পুরোঃ সকাশাদাদায় জরাং দত্ত্বা চ যৌবনম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পুরুঞ্চ প্রযযৌ তপসে বনম্ ॥১৬
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং প্রত্যথাদিশৎ।
প্রতীচ্যাঞ্চ তথা দ্রুহ্যং দক্ষিণাপথতো যদুম্ ॥১৭
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবানুঃ কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্।
সর্ব্বপৃথ্বীপতিং পুরুং সোঽভিষিচ্য বনং যযৌ ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

প্রণামপূর্ব্বক বহুমানের সহিত 'আমার উপর ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ' এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা যযাতিও নবীন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অভিলাষানুরূপ যথাকালে উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয় ভোগ ও সম্যগ্‌রূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা যযাতি বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত নানাপ্রকার উপভোগ করত প্রতিদিনই 'কামসমূহের অন্ত দেখিব' এই প্রকার বিবেচনায় নিতান্ত তন্মনস্ক হইলেন। প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে রত হইয়া বিষয়সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়ভোগের অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না, বরঞ্চ ঘৃতাহুতি দ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া অতি তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ।৬-১০

পুরুষ যখন সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি করত সকল ভূতেই পাপময় ভাব (রাগাদি) না করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সকল দিকই সুখময় হয়। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে পরম সুখে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ হয় না; নিত্য নূতন ভাবেই বাড়িয়া থাকে। এক সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আসক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রতিদিন সমস্ত বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বাড়িতেছে। এই সকল কারণে আমি তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করত দ্বন্দ্বহীন ও নির্ম্মম হইয়া মৃগসমূহের সহিত বনে বিচরণ করিব। পরাশর বলিলেন,—অনন্তর রাজা যযাতি পুরুর নিকট হইতে জরা গ্রহণ করত তাঁহাকে যৌবন অর্পণ পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। রাজা যযাতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যকে, দক্ষিণাপথে যদু এবং উত্তরদিকে অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করত পুরুকে সর্ব্বপৃথ্বীপতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন ।১১-১৮

পাঠান্তর :—(ক)—দর্শাঃ সুখময়া দিশঃ।

* বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

সংসারে যাহার অবাচ্য কিছু নাই, আর অকার্য্যও কিছু নাই, শুদ্ধ সৎকর্ম্মপরায়ণ মানবের ঐরূপ লোকের সহিত বাক্যালাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। ১১॥

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রশংসা করে এবং পরোক্ষে নিন্দা করে, সে মানব সংসারে কুক্কুরের তুল্য। তাহার ইহ ও পর-লোক দুইই নষ্ট হইয়া থাকে। ১২॥

পরোক্ষে পরনিন্দাকারী মনুষ্য শত সংখ্যক মানবকে যাহা দান করে এবং হোম করে, পরনিন্দা তৎক্ষণাৎ সেই সব কর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয়॥ ১৩॥

এইজন্য বুদ্ধিমান্ মানুষের কর্ত্তব্য যে, ঐরূপ পাপচেতা পুরুষকে পরিত্যাগ করা। সে কুক্কুরের মাংসের ন্যায় সাধুগণের সতত ত্যাজ্য॥ ১৪॥

যেমন সর্প আপনার ফণা উচ্চ করত প্রকাশিত করে, তদ্রূপ জনসমূহের মধ্যে কোন মহাপুরুষের নিন্দাকারী ব্যক্তি আপনার দোষসকলই প্রকটিত করে॥ ১৫॥

যিনি পরনিন্দারূপ স্বীয় কার্য্যকারী দুষ্ট পুরুষের কার্য্যের প্রতিকার করিতে চাহেন, তিনি ভস্মে লুণ্ঠনকারী মূর্খ গর্দ্দভের ন্যায় কেবল দুঃখে নিমগ্ন হ'ন। ১৬॥

যে সতত লোকসমূহের নিন্দাতেই তৎপর থাকে, সে মানব শরীররূপ গৃহে বাসকারী অলাক্ষ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র। সে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চীৎকার করে এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর কুক্কুরের ন্যায় দংশন করিবার জন্য ধাবিত হয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষের কর্ত্তব্য তাহাকে সতত ত্যাগ করা॥ ১৭॥

সে মূর্খগণের দ্বারা সেবিত পথের পথিক ইন্দ্রিয়সংযম ও বিনয় হইতে দূরে অবস্থিত; সে শত্রুতার ব্রত লইয়াছে, সে অসূয়া সকলের অবনতি চাহিতেছে; সেই পাপাত্মা এবং পাপবুদ্ধি মানুষকে ধিক্কার॥ ১৮॥

যদি ঐরূপ দুষ্ট মানব কাহারও প্রতি আক্রমণ করত তাহার নিন্দা করিতে থাকে, আর তাহা শুনিয়া ভাল মানুষ তাহার উত্তর দিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দিয়া বলিবে যে, তুমি দুঃখিত হইও না। কেন না স্থিরবুদ্ধি মানব উচ্চ পুরুষের নীচের সহিত সম্প্রয়োগের (সম্পর্কের) বিশেষরূপে নিন্দা করেন॥ ১৯॥

যদি ক্রূরস্বভাব মূর্খ মানব ক্রুদ্ধ হয় তাহা হইলে সে চপেটাঘাত করিতে মুখের উপর ধূলি অথবা "তুষ" দিতে পারে এবং দন্ত বিকাশ করিয়া (দাঁত খিঁচাইয়া) ভয় দেখাইতে পারে। তাহার দ্বারা সমস্ত কুচেষ্টাই সম্ভব॥ ২০॥

যিনি ইহা সতত পাঠ করেন অথবা শুনেন এবং যে ব্যক্তি সভা মধ্যে কোন অতিশয় দুষ্টাত্মার দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিয়া লয়েন, তিনি দুর্জ্জন মানবের বাণীর দ্বারা নিন্দাজনিত কিছুমাত্র দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন না॥২১

দ্বিতীয়

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব, ১৩২ অধ্যায়

কাহারও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে এবং তাহা কোন প্রকারে শ্রবণও উচিত নহে। যদি কেহ অপরের নিন্দা করে, তাহা হইলে তথায় আপনার কর্ণদ্বয় আবরিত করিবে অথবা সেই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে॥ ১২॥

23 JAN 1966

নরনাথ! অপরের নিন্দা করা আর পিশুনতা দুষ্ট মনের স্বভাব ই। সৎপুরুষও সজ্জনসমূহের সমীপে অপরের গুণ-গানই করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব, ১৪২ অধ্যায়

বাগ্মীই যাহার অস্ত্র এবং যাহার বাক্য বাণের ন্যায় অনুভূত হয়, সে যেন বিদ্বান্ সকলের সহিত বিদ্বেষ করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি অপর সকলের বিদ্যার নিন্দা করত আপনার বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা প্রচার করে ॥ ১৪ ॥

হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ মানবগণকে তুমি বিদ্বান্ বলিয়া ও রাক্ষসের ন্যায় পরদ্রোহী জানিবে। উহাদের ছলনায় তোমার সৎপুরুষ দ্বারা প্রতিপালিত এবং আচরিত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১৬ ॥

মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ২৮৭ অধ্যায়

গুণহীন মনুষ্যই অধিকতর আপনার প্রশংসা করে, সে আপনার গুণ অল্প দেখিয়া অন্য গুণবান্ পুরুষগণের প্রতি দোষ আবিষ্কার করত তাহার উপর আক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

কিন্তু যিনি অপরের নিন্দা এবং আপনার প্রশংসা করেন না, এইরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষ-ই মহান যশের ভাগী হ'ন ॥

মূর্খ মানব কেবল আপনার প্রশংসা করিয়াই জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। বিদ্বান্ পুরুষ গুহায় লুক্কায়িত থাকিলেও সর্ব্বত্র তাহার প্রসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

অসদ্বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, জগতের তাহার আদর হয় না; কিন্তু সুন্দর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য ধীরে ধীরে বলিলেও তাহা সংসারে প্রকাশিত হয়, তাহার আদর হয়, প্রচার পড়িয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

যেমন সূর্য্য সূর্য্যকান্তি মণির যোগে আপনার দাহক ও অগ্নির রূপ প্রকট করে, তদ্রূপ গর্ব্বিত মূঢ়গণের কথিত অসার বাক্যসমূহ আপনার দূষিত অন্তঃকরণেরই পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব, ২৯৮ অধ্যায়

বিদ্বান্ ব্যক্তি কটুবাদী বা অপমানকারী অজ্ঞানীকে তাহার দোষ বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন না। তাহার সম্মুখে অপরের প্রশংসা করিবেন না। তাহার উপর আক্ষেপ করত তাহার দ্বারা আপনার হিংসা করাইবেন না ॥ ২৫ ॥

বিদ্বান্ অপমানকে অমৃতের ন্যায় মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। কেননা অপমানিত পুরুষ সুখে শয়ন করিয়া থাকেন আর অপমানকারী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥২৬

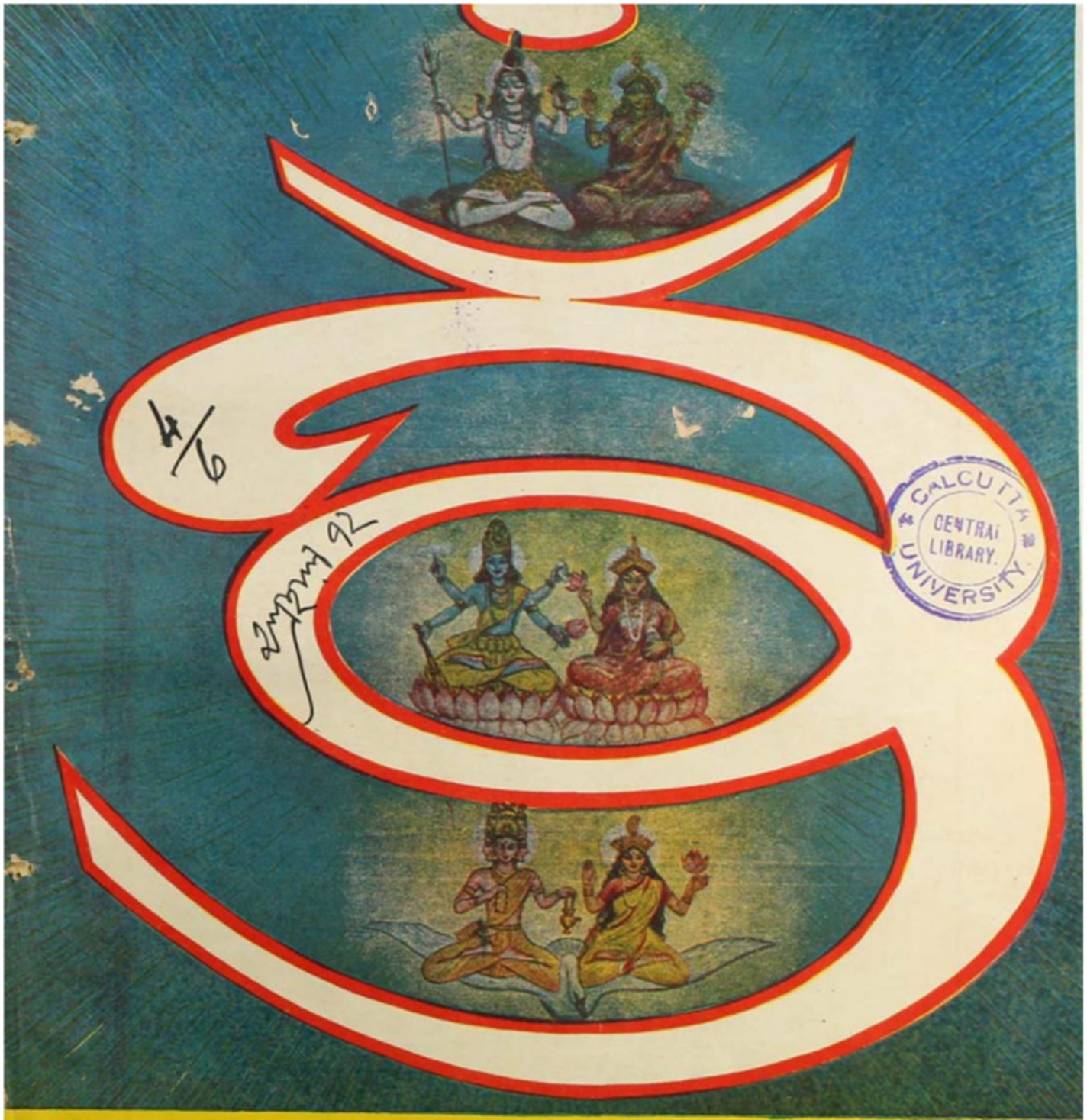

৮/৬
১৯৯৩

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY.
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

তৈত্রব

ইতি পৃষ্টস্তদা শম্ভুরুবাচ হরিসেবকঃ।
হরের্নামসহস্রাণাং সারং ধ্যায়ামি নিত্যশঃ॥
জপামি রামনামাঙ্কমবতারং স সপ্তমম্।
চতুর্বিংশতিসম্ভাবান্ প্রাদুর্ভাবান্ হরের্গুণান্॥
এতেষামপি যৎসারং প্রণবাখ্যং মহৎ কলম্।
দ্বাদশাক্ষরসংযুক্তং ব্রহ্মরূপং সনাতনম্॥
অক্ষরত্রয়সম্বন্ধং গ্রামত্রয়সমন্বিতম্।
সবিন্দুং প্রণবং শশ্বজ্জপামি জপমালয়া॥
বেদসারমিদং নিত্যং বাক্যং সংতোষতম্।
নিষ্কলং হ্যমৃতং শান্তং সচ্চপমমৃতোপমম্॥

দৈবাৎ শূকর শাবক কর্তৃক ভয়াক্রান্তচিত্ত জনৈক ভেক নিহত হয়। "হারামের দ্বারা হত হইলাম" বলিয়া ভূমি পতিত হইয়া দেহত্যাগ করে। অহো আশ্চর্য্য! শ্রীহরির নামের প্রভাবে সেও গোষ্পদের ন্যায় ভীম ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইয়া যায়। রামনামরসিকগণ রামের পরমপদে গমন করেন—তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

সমস্ত অবতার শ্রীরামনামশক্তি সমুদ্ভূত। হে দেবেশি! আমি সত্য বলিতেছি, নাম-মাহাত্ম্য অদ্ভুত!

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হরিসেবক শঙ্কর বলিলেন,—আমি সহস্র হরিনামের সার ধ্যান করি।

সপ্তম অবতার রামনাম অঙ্ক আমি জপ করি—যাহা হইতে চতুর্বিংশতি গুণ (তত্ত্ব) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে॥

এই সকলের মধ্যে যাহা সার, তাহা প্রণবনামক বল দ্বাদশাক্ষর সংযুক্ত সনাতন ব্রহ্মরূপ॥

আমি জপমালায় তিনটী অক্ষরের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত (মিলিত) ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন স্বরসংঘাতসমন্বিত সবিন্দু প্রণব নিত্য জপ করি॥

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

মহামিলন মঠ
পি. ডব্লিউ. ডি. রোড
কলিকাতা-৩৪
৮ই মাঘ, ১৩৭২

আবেদন

প্রিয় সজ্জনবৃন্দ! আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বহুকাল হইতেই পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের প্রবর্ত্তিত 'আর্য্যশাস্ত্র' নামক মাসিক পত্র প্রাচ্যশাস্ত্রসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গাক্ষরে বঙ্গভাষানুবাদসহ যথানিয়মে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু সেই পত্রটি বঙ্গাক্ষরময় বলিয়া যাহারা বঙ্গাক্ষরে অনভিজ্ঞ, তাহাদের কোন উপকার সাধন করিতেছে না—ইহা অনুধাবন করিয়া এবং সম্প্রতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ একান্ত দুর্লভ হওয়ায়, শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিতান্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী দেবনাগরাক্ষরে প্রাচ্য সনাতনশাস্ত্র ও তদ্‌ভাষ্য-টীকাদি প্রচারের জন্য "সনাতনশাস্ত্রম্" নামক একটি মাসিক পত্র প্রচারার্থ শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ মহারাজের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগরিত হইয়াছে। সেই সঙ্কল্প আগামী পুণ্য শ্রীরামনবমীতিথিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে—ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

সেই অভিলাষের সাফল্যোপযোগী কার্য্যাবলীর ব্যবস্থাদি নির্ণয়ের জন্য আগামী মাঘী পূর্ণিমায় (বর্ত্তমান বর্ষের মাঘমাসের ২২ তারিখে) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পি. ডব্লিউ. ডি. রোডের পার্শ্বে অবস্থিত 'মহামিলন মঠে' একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সভায় আপনাদের শুভাগমন সাগ্রহে প্রার্থনা করি।

বিনীত
শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য
শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ
শ্রীনারায়ণ ন্যায়াচার্য্য, এম্-এ

File Name - 312.
Amrita, Vol-2, Part-3, No-26-38, 1369

[চতুর্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২] [ষষ্ঠ সংখ্যা—ছাদনী যাত্রা (প্রাবরণী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রাধাবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাশিত। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রমূলক মাসিক পত্র।
আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যদুবংশস্য সহস্রহস্তার্জ্জুনচরিত্রস্য চ বর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্বংশমহং কথয়ামি । যত্রাশেষলোকনিবাসিমনুষ্য-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-গুহ্যক-কিম্পুরুষাপ্সর-উরগ-বিহগ-দৈত্য-দানব-দেবর্ষি-দ্বিজর্ষি-মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থিভিস্তৎফললাভায় সদাভিষ্টূয়তাপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্যো-নাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার ॥১

অত্র শ্লোকঃ ।

যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাকৃতি ॥২

সহস্রজিৎ-ক্রোষ্টু-নল-রঘুসংজ্ঞাশ্চত্বারো যদুপুত্রা বভূবুঃ । সহস্রজিৎপুত্রঃ শতজিৎ । তস্য হৈহয়-হেহয়-বেণুহয়াত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ । হৈহয়াদ্ ধর্ম্মনেত্রঃ, ততঃ কুন্তিঃ, কুন্তেঃ সাহঞ্জিঃ, ততস্নয়ো মহিষ্মান্, তস্মাদ্ ভদ্রশ্রেণ্যঃ, ততো দুর্দ্দমঃ, তস্মাদ্ ধনকঃ, ধনকস্য কৃতবীর্য্য-কৃতাগ্নি-কৃতধর্ম্ম-কৃতৌজসশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ । কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্ব্বাহুসহস্রো জজ্ঞে । যোঽসৌ ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়-মাখ্যমারাধ্য বাহুসহস্রমধর্ম্মসেবানিবারণং ধর্ম্মেণ পৃথিবীজয়ং ধর্ম্মতশ্চানুপালনমরাতিভ্যোঽপরাজয়-মখিলজগৎপ্রখ্যাতপুরুষাচ্চ মৃত্যুম্,—ইত্যেতান্ বরান্ অভিলষিতবান্, লেভে চ । তেনেয়মশেষদ্বীপবতী পৃথ্বী সম্যক্ পরিপালিতা । দশযজ্ঞসহস্রাণ্যাজা-বযজৎ । তস্য চ শ্লোকোঽদ্যাপি গীয়তে ॥৩

নূনং ন কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥৪

একাদশ অধ্যায়

[যদুবংশ ও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের বর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—(হে মৈত্রেয় !) অতঃপর আমি তোমাকে যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশের কথা বলিব । যত্রলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, গুহ্যক, কিম্পুরুষ, অপ্সর, সর্প, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহবা মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় যাঁহাকে সর্ব্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু এই যদুবংশে অপরিমিত মহত্ত্বশালী স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন ।১

এই যদুবংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা,—"যে যদুবংশে নিরাকার বিষ্ণু-সংজ্ঞক পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়" ।২

যদুর চারিটী পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল ও রঘু; সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, হেহয় ও বেণুহয় নামে তিন পুত্র হয় । হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহঞ্জি, তৎপুত্র মহিষ্মান্, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, তৎপুত্র দুর্দ্দম এবং তৎপুত্র ধনক । ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতধর্ম্মা ও কৃতৌজাঃ নামে চারিজন পুত্র হয় । তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনের সহস্র বাহু ছিল ও তিনি সপ্তদ্বীপপতি হন । এই অর্জ্জুন ভগবানের অংশ অত্রিকুলসমুৎপন্ন দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া "সহস্রবাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ, ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় এবং অখিলজগৎপ্রখ্যাত পুরুষের হস্তে মরণ"—এই কয়টী বর প্রার্থনা করেন । দত্তাত্রেয়ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বর কয়টী প্রদান করেন । এই অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপবতী

অনষ্টদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেঽভবৎ ॥৫

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যব্দানব্যাহতারোগ্যশ্রীবল-পরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ। মাহিষ্মত্যাং দিগ্বিজয়াভ্যাগতো নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়ানিপান-মদাকুলেনাযত্নেনৈব তেনাশেষদেবদৈত্যগন্ধর্ব্বেশজয়োদ্ভূতমদাবলেপোঽপি রাবণঃ পশুরিব বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ ॥৬

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ। তস্য পুত্রশত প্রধানাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ, শূর-শূরসেন-বৃষণ-মধুধ্বজ-জয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ। জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ পুত্রোঽভবৎ। তালজঙ্ঘস্য পুত্রশতমাসীৎ। যেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তথান্যো ভরতঃ, ভরতাদ্ বৃষ-দ্বুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতদ্ গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ ॥৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বহুমতীকে সম্যক্‌প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র যজ্ঞ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী শ্লোক অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে; যথা—"বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অন্য কোন ভূপতিই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না।" তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না।৩-৫

রাজা অর্জ্জুন এই প্রকারে আরোগ্য, সম্পত্তি, বল ও পরাক্রম সুরক্ষিত রাখিয়া পঞ্চাশীতি (৮৫) সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। একদিবস তিনি নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়া সময়ে অতিশয়-মদ্যপান-জনিত মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় বহু দেব, দৈত্য ও গন্ধর্ব্বেশ্বরগণের জয়সম্ভূত গর্ব্বে রাবণ তাঁহার মাহিষ্মতী নগরী আক্রমণ করেন; তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেন।৬

এই অর্জ্জুন পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর ভগবান্ নারায়ণের অংশে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। অর্জ্জুনের একশত পুত্র; তন্মধ্যে পাঁচজন পুত্র প্রধান। তাঁহাদের নাম যথা,—শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়। এই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র; তাহাদের মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরতই জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও দ্বুজাত। বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়। এই মধুরও বৃষ্ণিপ্রমুখ একশত পুত্র হয়; এই কারণেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কুলের মধুসংজ্ঞার কারণ মধুই হন। যদু নামের জন্যই ইঁহারা যাদব নামে বিখ্যাত।৭

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যদুপুত্রক্রোষ্টুবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

ক্রোষ্টুশ্চ যদুপুত্রস্যাত্মজো বৃজিনীবান্। তস্মাচ্চ স্বাহিঃ, ততো রুষদ্গুঃ, রুষদ্রোশ্চিত্ররথঃ, তস্যতনয়ঃ শশবিন্দুশ্চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যভবৎ ॥১

তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ। দশলক্ষসঙ্খ্যাশ্চ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়ঃ, পৃথুদানঃ, পৃথুকীর্ত্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ, ষট্ পুত্রাঃ প্রধানাঃ। পৃথুশ্রবসঃ পুত্রস্তমঃ, তস্মাদুশনাঃ। যো বাজিমেধানাং শতমাজহার। তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোঽভূৎ, তস্যাপি রুক্মকবচঃ, ততঃ পরারুৎ, পরারুতো রুক্মেষু-পৃথুরুক্ম-জ্যামঘ-পালিত-হরিত-সংজ্ঞাঃ পঞ্চাত্মজা বভূবুঃ। অত্রাস্যাপি জ্যামঘস্য শ্লোকো গীয়তে ॥২

ভার্য্যাবন্ধ্যাস্তু যে কেচিদ্ ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ।
তেষান্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূন্নৃপঃ ॥
অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্যা নাম তথাপ্যসৌ।
অপত্যকামোঽপি ভয়ান্নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত ॥

স হৈকদাতিপ্রভূত-গজ-তুরগ-সম্মর্দ্দেনাতিদারুণে মহাহবে যুধ্যমানঃ সকলমেবারাতিচক্রমজয়ৎ। তচ্চারিচক্রমপাস্তপুত্রকলত্রবন্ধুবলকোষং স্বমধিষ্ঠানং পরিত্যজ্য দিশঃ প্রবিদ্রুতম্ ॥৩

তস্মিংশ্চ বিদ্রুতেঽতিত্রাসাল্লোলায়তলোচনযুগলং ত্রাহি তাত ভ্রাতরিত্যাকুলবিলাপবিধুরং রাজকন্যা-রত্নমদ্রাক্ষীৎ ॥৪

তদ্দর্শনাচ্চ তস্যামনুরাগানুগতান্তরাত্মা স ভূপোঽচিন্তয়ৎ ॥৫

দ্বাদশ অধ্যায়

[যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশকথন।]

পরাশর বলিলেন,—যদুপুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র স্বাহি, তৎপুত্র রুষদ্রু, রুষদ্রুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দুর নিকট চতুর্দ্দশ* মহারত্ন ছিল এবং ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন।১

শশবিন্দুর শতসহস্র (একলক্ষ) পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবাঃ নামে ছয়টি পুত্রই শ্রেষ্ঠ। পৃথুশ্রবার পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনাঃ। এই উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ইঁহার শিতেষু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র রুক্মকবচ, তৎপুত্র পরারুৎ। পরারুতের পাঁচটী পুত্র হয়, তাঁহাদিগের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত। ইহাদের মধ্যে জ্যামঘ সম্বন্ধে শ্লোক গীত হইয়া থাকে, যথা—"জগতে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া যাহারা মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার পত্নী শৈব্যা অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা তাঁহার ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই রাজা জ্যামঘ একদিবস বহুসংখ্যক অশ্ব গজ প্রভৃতির সম্মর্দ্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে

---

* চতুর্দ্দশ মহারত্ন বিবিধ,—গ্রাম্য ও অগ্রাম্য। স্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, স্থপতি, অশ্বারোহী এবং গজারোহী—এই সাতটি মহারত্ন গ্রাম্য। আর চক্র, রথ, মণি, খড়্গ, চর্ম (ঢাল), ধ্বজা ও নিধি—এই সাতটি মহারত্ন অগ্রাম্য।

চক্রং রথো মণিঃ খড়্গশ্চর্ম্ম রত্নঞ্চ পঞ্চমম্।
কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈব প্রাগহীনানি চক্রিণঃ ॥
ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী স্থপতিস্তথা চ যঃ।
গজাশ্বরত্নান্যেতানি গ্রামীণঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ)
চতুর্দ্দশেতি রত্নানি সর্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥

সাধ্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্য বন্ধ্যাভর্তুঃ সাম্প্রতং বিধিনাপত্যকারণং কন্যারত্নমুপপাদিতম্, তদেতৎ সমুদ্বহামি। অথ চৈনাং স্যন্দনমারোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়ামি ॥৬

তথৈব দেব্যাহমনুজ্ঞাতঃ সমুদ্বক্ষ্যামীতি। অথৈনাং রথমারোপ্য স্বনগরমাগচ্ছৎ ॥৭

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভৃত্যপরিজনাগাত্য-সমবেতা শৈব্যা দ্রষ্টুমধিষ্ঠানদ্বারমাগতা ॥৮

সা চ অবলোক্য রাজ্ঞঃ দব্যপার্শ্ববর্তিনীং কন্যামীষদুদ্ভূতামর্ষস্ফুরদধরপল্লবা রাজানমবোচৎ,—অতিচপলচিত্তাত্র স্যন্দনে কেয়মারোপিতা ইতি। অসাবপ্যনালোচিতোত্তরবচনোঽতিভয়াৎ তামাহ, স্নুষা মমেয়মিতি ॥৯

অথৈনং শৈব্যোবাচ।

নাহং প্রসূতা পুত্রেণ নান্যা পত্ন্যস্তবং তব।
স্নুষাসম্বন্ধবাচ্যৈষা কতমেন সুতেন তে ॥১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যাক্ষেপ্যাকোপ-কলুষিত - বচনমুদিতবিবেকতয়া দুরুক্তপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ ॥১১

যস্তে জনিষ্যত্যাত্মজঃ, তস্যেয়মনাগতমেব ভার্য্যা নিরূপিতা,—ইত্যাকর্ণ্যোদ্ভূতমৃদুহাসা তথেত্যাহ, প্রবিবেশ চ রাজ্ঞা সহাধিষ্ঠানমিতি ॥১২

অনন্তরকালাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্ত কৃতপুত্রজন্মালাপগুণাদ্ বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি শৈব্যা স্বাত্মৈরেবাহোভির্গর্ভমবাপ ॥১৩

কালেন চ পুত্রমজীজনৎ। তস্য চ বিদর্ভ ইতি পিতা নাম চক্রে। স চ তাং স্নুষামুপযেমে ॥১৪

করিতে সকল শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন। অনন্তর পরাজিত শত্রুসমূহ পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নগর ছাড়িয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল ।২-৩

শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে রাজা "হে তাত! হে ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা কর" এইরূপে বিলাপরত এক রাজকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। অতিশয় ভয়বশতঃ ঐ কন্যার আয়ত নয়নযুগল চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্টচিত্ত রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি অপত্যহীন ও বন্ধ্যাভর্ত্তা, সম্প্রতি বিধাতা আমার অপত্যলাভের জন্যই এই কন্যারত্ন প্রদান করিলেন; আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব। অতএব ইহাকে এক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই। তারপর সেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞায় ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। দেবী শৈব্যা অনেক পরিজন, পৌর, ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।৪-৮

পরে তিনি রাজার বামপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যাকে অবলোকনকরত তৎকালসমুৎপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈষৎস্ফুরিত করিয়া রাজাকে বলিলেন,—"হে অতিচপলচিত্ত! এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?" তখন রাজা অতিশয় ভয়ে আলোচনা না করিয়াই প্রত্যুত্তর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—"এ কন্যাটী আমার পুত্রবধূ।" অনন্তর শৈব্যা রাজাকে বলিলেন,—"আমার ত পুত্র হয় নাই, তোমার অন্য পত্নীও নাই; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?" পরাশর বলিলেন,—এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার কোপ-কলুষিত বাক্যে বিবেক-নাশ হওয়ায় কথিত ঐ অসম্বন্ধবাক্য পরিহারার্থে রাজা বলিলেন,—"তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাঁহারই ভার্য্যারূপে নিরূপিতা হইয়াছেন।" এই কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে।" অনন্তর রাজার সহিত শৈব্যা

তস্যাক্রোষ্টো ক্রথ-কৌশিকসংজ্ঞৌ পুত্রাবজনয়ৎ। পুনশ্চ তৃতীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমারমজীজনৎ। রোমপাদাদ্ বভ্রুঃ, বভ্রোঃ পুত্রো ধৃতিঃ। কৌশিকস্যাপি চেদিঃ পুত্রোঽভূৎ, যস্য সন্ততৌ চৈদ্যা ভূপালাঃ। ক্রথস্য সুষাপুত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরভবৎ ॥১৫

কুন্তের্বৃষ্ণিঃ, বৃষ্ণেনির্বৃতিঃ, নির্বৃতের্দশার্হঃ, ততশ্চ ব্যোমা, তস্মাদপি জীমূতঃ, তস্যাপি বংশকৃতিঃ, ততো ভীমরথঃ, তস্মাদ্ নবরথঃ, ততশ্চ দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, ততনয়ঃ করম্ভিঃ, করম্ভের্দেবরাতোঽভবৎ। তস্মাদ্ দেবক্ষত্রঃ, তস্য মধুঃ, মধোরনবরথঃ, অনবরথাৎ কুরুবৎসঃ, ততশ্চানুরথঃ, ততঃ পুরুহোত্রো জজ্ঞে। ততশ্চ অংশঃ, ততশ্চ সত্বতঃ, সত্বতাদেতে সাত্বতাঃ ॥১৬

ইত্যেতাং জ্যামঘসম্ভূতিং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় রাজা ও শৈব্যার পুত্র-জন্মবিষয়ক এই যে আলাপ, তাহা বিশুদ্ধ লগ্নহোরাশোধক* অবয়বাদিতেও নিষ্পন্ন হয়, এই কারণে শৈব্যা সন্তানপ্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন ।৯-১৩

কালক্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যামঘ পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর যথাকালে এই বিদর্ভ সেই পূর্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করিলেন। পরে পুনর্বার রোমপাদ নামক আর এক পুত্রোৎপাদন করেন। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেদি নামে পুত্র হইল। এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের পুত্র-বধূর পুত্র ক্রথেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি, নির্বৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি এবং করম্ভির দেবরাত নামে পুত্র হয়। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র ও তৎপুত্র মধু। মধুর পুত্র অনবরথ, অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অনুরথ হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয়। পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, তৎপুত্র সত্বত, এই সত্বত হইতে সাত্বত বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে। এই জ্যামঘ-বংশাবলি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন ।১৪-১৭

* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত সময়বিশেষই ইহার তাৎপর্য্য।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[সত্বতপুত্রাণাং বর্ণনম্, স্যমন্তকমণিবৃত্তান্তকথনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক-দেবাবৃধ-মহাভোজ-বৃষ্ণি-সংজ্ঞাঃ সত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ ॥১

ভজমানস্য নিমি-বৃকণ-বৃষ্ণয়ঃ, তথান্যে তদ্‌বৈমাত্রাঃ —শতাজিৎ-সহস্রাজিদ্-অযুতাজিৎসংজ্ঞাঃ ॥২

দেবাবৃধস্যাপি বভ্রুঃ পুত্রোঽভূৎ । তস্য চ অয়ং শ্লোকো গীয়তে ॥৩

যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ।
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥৪
পুরুষাঃ ষট্ চ ষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ ।
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥৫

মহাভোজস্তু ধর্ম্মাত্মা । তস্যান্বয়ে ভোজা মার্ত্তিকাবতা বভূবুঃ ॥৬

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোঽভবৎ । ততশ্চানমিত্র-শিনী তথা ॥৭

অনমিত্রান্নিঘ্নঃ, নিঘ্নস্য প্রসেন-সত্রাজিতৌ । তস্য চ সত্রাজিতস্য ভগবানাদিত্যঃ সখাভবৎ ॥৮

একদা ত্বম্ভোধের্স্তীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রাজিত-স্তুষ্টাব । তন্মনস্কতয়া চ ভাস্বানভিষ্টূয়মানোঽগ্রতস্তস্য তস্থৌ, অস্পষ্টমূর্ত্তিধরং চৈনমালোক্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যমাহ, যথৈব ব্যোম্নি ত্বাং বহ্নিপিণ্ডোপমমহমপশ্যং তথৈবাগ্র্যাগ্রতো গতমপ্যত্র ন কিঞ্চিদ্ভগবতা প্রসাদীকৃতং বিশেষমুপলক্ষয়ামি ॥৯

ইত্যেবমুক্তে (ভগবতা) সূর্য্যেণ নিজকণ্ঠাচ্ছ্যুত্য স্যমন্তকনামা মণিরবতার্য্য একান্তে ন্যস্তঃ, ততস্তমাতাম্রোজ্জ্বলদ্রুদ্রবপুষম্ ঈষদাপিঙ্গলনয়নমাদিত্য-

---

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[সত্বতের পুত্রগণের বর্ণনা এবং স্যমন্তকমণির বৃত্তান্তকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—সত্বতের যে কয় জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। ভজমানের পুত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ্ণি এই তিনজনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ। দেবাবৃধের বভ্রু নামক একপুত্র হয়। সেই বভ্রু সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত হয়; যথা—"আমরা দূর হইতে যেমন শুনিয়া থাকি, ইঁহার নিকটে আসিয়াও তাদৃশই দেখিতে পাই। বভ্রু মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধও দেবগণের তুল্য। এই বভ্রু ও দেবাবৃধের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিয়া ছয় হাজার চুয়াত্তর জন (কেহ বলেন—ক্রমান্বয়ে ছয়জন, বাটজন ও ছয় এবং আট সহস্র জন) অমরপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন; তাঁহার বংশে ভোজ ও মার্ত্তিকাবত ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বৃষ্ণির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ আদিত্য সত্রাজিতের সখা হন। সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিত তন্ময় হইয়া স্তব করিতে থাকিলে দিবাকর তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যকে অস্পষ্ট-মূর্ত্তিধর অবলোকন করিয়া সত্রাজিত বলিলেন,—"আপনাকে আকাশে যেমন তপ্ত-বহ্নিপিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রসাদে কৈ তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না।" সত্রাজিত এইরূপ বলিলে পর (ভগবান্) সূর্য্য নিজ কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক নামক মণি খুলিয়া একস্থানে রাখিয়া

মদ্রাক্ষীৎ। কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকঞ্চ সত্রাজিতমাহ ভগবান্, বরমস্মত্তোঽভিমতং বৃণীষ্বেতি, স চ তদেব মণিরত্নমযাচত। স চাপি তস্মৈ তং দত্ত্বা বিগতভি স্বং ধিষ্ণ্যমারুরোহ ॥১০

সত্রাজিতোঽপ্যমল-মণিরত্নসনাথকণ্ঠত্বয়া সূর্য্য ইব তেজোভিরশেষদিগন্তরাণ্যুদ্ভাসয়ন্ দ্বারকাং বিবেশ ॥১১

দ্বারকাবাসিজনপদস্তু তমায়ান্তমবেক্ষ্য ভগবন্তমনাদি-পুরুষং পুরুষোত্তমমবনিভারাবতারণায়াংশেন মানুষ-রূপধারিণং প্রণিপত্যাহ, ভগবন্! ভগবন্তমযং নূনং দ্রষ্টুমায়াত্যাদিত্যঃ। ইত্যাকর্ণ্য প্রহস্য চ তানাহ ভগবান্, নায়মাদিত্যঃ, সত্রাজিতোঽয়মাদিত্যদত্তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিং বিভ্রদত্রোপায়াতি। তদেনং বিভ্রকাঃ পশ্যত, ইত্যুক্ত্বাস্তে যযুঃ ॥১২

স চ তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিমাত্মনিবেশনে চক্রে ॥১৩

প্রতিদিনঞ্চ তন্মণিরত্নপ্রবরমষ্টৌ কনকভারান্ স্রবতি ॥১৪

তৎপ্রভাবাচ্চ সকলস্যৈব রাষ্ট্রস্যোপসর্গা অনাবৃষ্টি-ব্যালাগ্নিচৌরদুর্ভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥১৫

অচ্যুতোঽপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমেত-দিতি লিপ্সাক্রান্তে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার ॥১৬

সত্রাজিতোঽপ্যচ্যুতো মামেতদ্ যাচিষ্যতীত্যবগত-রত্নলোভঃ স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং দত্তবান্ ॥১৭

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মাণমশেষসুবর্ণস্রাবাদিকং গুণমুৎপাদয়তি, অন্যথা য এব ধারয়তি, তমেব হন্তীতি। অসাবপি প্রসেনঃ স্যমন্তকেন কণ্ঠাসক্তেনাশ্বমারুহ্য-

---

দিলেন। অনন্তর সত্রাজিত সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার নয়ন ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, তাঁহার বপুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উজ্জ্বল, অথচ স্নিগ্ধ। অনন্তর সত্রাজিত পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিত সূর্য্যের নিকট সেই স্যমন্তক মণিটী প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরত্ন প্রদান করিয়া অন্তরিক্ষে নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ।১-১০

অনন্তর সত্রাজিত কণ্ঠদেশে সেই নির্ম্মল মণিরত্ন ধারণ করত সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া অশেষ তেজঃসমূহ দ্বারা দিগন্তর সকল উদ্ভাসিত করিতে করিতে দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ অবধী-ভারাবতারণার্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ, মানুষরূপী অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ সূর্য্য ভগবৎস্বরূপ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই ব্যক্তি আদিত্য নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্যমন্তকাখ্য মণিধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তোমরা বিগত হইয়া ইঁহাকে দর্শন কর।" ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ।১১-১২

অনন্তর সত্রাজিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন। প্রতিদিন সেই সর্ব্বোত্তম মণিরত্ন আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল এবং সেই মণির প্রভাবে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রেরই রোগ, অনাবৃষ্টি, হিংস্র জন্তু, অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয় দূর হইল। ভগবান্ অচ্যুতও 'রাজা উগ্রসেনেরই এবংবিধ রত্ন ধারণ করা উচিত' এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সস্পৃহ হইলেন; কিন্তু সামর্থ থাকিলেও গোত্রভেদভয়ে তাহা হরণ করিলেন না। সত্রাজিতও কৃষ্ণের সেই রত্নে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, "পাছে হরি আমার নিকট এই রত্ন যাচ্ঞা করেন,—এই ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান করিলেন। এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্ধাবস্থায় ধৃত হইলে অশেষ সুবর্ণাদি প্রসব

টব্যাং মৃগয়ামগচ্ছৎ। তত্র চ সিংহাদ্ বধমবাপ। সাশ্বঞ্চ তং নিহত্য সিংহোঽপ্যমলমণিরত্নমাস্যাগ্রেণাদায় গন্তুমুদ্যতঃ ঋক্ষাধিপতিনা জাম্ববতা দৃষ্টো ঘাতিতশ্চ। জাম্ববানপ্যমলং তন্মণিরত্নমাদায় স্ববিলং প্রবিবেশ, সুকুমারকসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রীড়নমকরোৎ ॥১৮

অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রসেনে কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্, নূনমেতদস্য কর্ম্ম, নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইত্যখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণিকথয়ৎ ॥১৯

বিদিতলোকাপবাদবৃত্তান্তশ্চ ভগবান্ যদুসৈন্যপরিবারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমনুসসার, দদর্শ চাশ্বসমেতং প্রসেনং নিহতং সিংহেন। অখিলজনপদমধ্যে সিংহপদদর্শনকৃতপরিশুদ্ধিঃ সিংহপদমনুসসার ॥২০

ঋক্ষবিনিহতঞ্চ সিংহমপাস্যে ভূমিভাগে দৃষ্ট্বা ততশ্চ তদ্রত্নগৌরবাদৃক্ষস্যাপি পদান্যনুযযৌ। গিরিতটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপ্য তৎপদানুসারী ঋক্ষবিলং প্রবিবেশ। অর্দ্ধপ্রবিষ্টশ্চ ধাত্র্যাঃ সুকুমারমুল্লাপয়ন্ত্যা বাণীং শুশ্রাব ॥২১

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥২২

ইত্যাকর্ণ্য লব্ধস্যমন্তকোদন্তোঽন্তঃপ্রবিষ্টঃ কুমারক্রীড়নকীকৃতঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভির্জ্জাজ্বল্যমানং স্যমন্তকং দদর্শ ॥২৩

তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষচক্ষুষমপূর্ব্বং পুরুষমাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার ॥২৪

তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরকামদপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্ আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্ঘোরযুদ্ধ-

---

করিত; কিন্তু অশুচি অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা ধারণকর্ত্তার প্রাণ বধ করিত। এই প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিলেন। সেই স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ সেই অমল মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় ভল্লুকাধিপতি জাম্ববান্ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর জাম্ববান্ সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিজগর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মণিটী নিজের সুকুমার নামক বালককে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, যদুকুলে সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিলেন যে, "কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কৃষ্ণের কর্ম্ম; প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই।" অনন্তর ভগবান্ তাদৃশ লোকাপবাদবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যদুসৈন্যের সহিত প্রসেনের অশ্বপদবী অনুসরণ করত দেখিলেন, অশ্বসমেত প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন সিংহপদ দেখিয়া অখিল জনগণই বিশ্বাস করিল যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে। কৃষ্ণ করেন নাই। ভগবান্ও তখন বিস্মৃত হইয়া সিংহপদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।১৩-২০

অনন্তর অল্প দূরেই গিয়া দেখিলেন যে সিংহ এক ভল্লুক কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সেই ভল্লুকের পদবীর অনুসরণ করিলেন। তারপর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া ঋক্ষ (ভল্লুক) পদানুসরণ করত সেই ঋক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই একটী সুন্দর বালকের প্রলোভনার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চারিত বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করিলেন,—যথা,—সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববান্ও সেই সিংহকে বিনাশ করিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই, এই কথা শ্রবণে ভগবান্ স্যমন্তক মণির বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ কুমারের ক্রীড়ার জন্য ধাত্রী-হস্তে স্যমন্তক মণি স্বকীয়তেজে অতিশয়

মেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তন্নিষ্ক্রান্তিমুদীক্ষমাণাস্তস্থুঃ। অনিষ্ক্রমমাণে চ মধুরিপৌ অনাববশ্যমত্র বিলেহত্যন্তনাশমাপ্তো ভবিষ্যত্যন্যথা তস্য কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগতা হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ ॥২৫

তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ ॥২৬

তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ ॥২৭

ইতরস্যানুদিনমতিগুরুপুরুষভিন্নমানস্যাতিনিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িতাখিলাবয়বস্য নিরাহারতয়া বলহানিঃ। নির্জ্ঞিতশ্চ ভগবতা জাম্ববান্ প্রণিপত্যাহ—অসুরসুর-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাদিভিরপ্যখিলৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ, কিমুতাবনিগোচরৈরল্পবীর্য্যৈর্নরাবয়বদুষ্টৈশ্চ তির্য্যগ্‌যোন্যনুসৃতিভিঃ কিং পুনরস্মদ্বিধৈরবশ্যং ভগবতোঽস্মৎ-স্বামিনো নারায়ণস্য সকলজগৎপরায়ণস্যাংশেন ভগবতা ভবিতব্যমিত্যুক্তঃ ॥২৮

তস্মৈ ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচচক্ষে ॥২৯

প্রীত্যাস্তিতকরতলস্পর্শনেন চৈনমপগতযুদ্ধখেদং চকার ॥৩০

স চ প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রদায় জাম্ববতীং নাম কন্যাং গৃহাগমনার্ঘ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস ॥৩১

স্যমন্তকমণিমপাসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোঽপ্যতিপ্রণতাৎ তস্মাদগ্রাহ্যমপি তন্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ ॥৩২

সহ জাম্ববত্যা দ্বারকামাজগাম। ভগবদাগমনোদ্ভূতহর্ষোৎকর্ষস্য দ্বারকাবাসিজনস্য কৃষ্ণাবলোকনানুক্ষণ-

---

দীপ্তি পাইতেছে। তখন ধাত্রী স্যমন্তকাভিলাষে নিহিতদৃষ্টি সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সেইস্থানে আগমন করিলেন। তখন দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে যদুসৈনিকগণ গর্ত্ত হইতে কৃষ্ণের নির্গমনাশায় সাত আট দিন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্ মধুসূদন নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা করিল,—তিনি এই গর্ত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন তাঁহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রচার করিল যে, "কৃষ্ণ হত হইয়াছেন" ।২১-২৫

অনন্তর কৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়াসকল (শ্রাদ্ধাদি) সম্পন্ন করিলেন। এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত অন্নজলাদি দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইল। কিন্তু অতি মহান্ পুরুষকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও অতি নিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িত জাম্ববানের আহার অভাবে বলহানি হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান্ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিলেন। তখন জাম্ববান্ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—সুর, অসুর, যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবান্‌কে জয় করিতে পারে না; আমাদের ন্যায় অবনীতলবিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অল্পবীর্য্য ও তির্য্যগ্‌জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের গতি নারায়ণের অংশ,—তাহাতে সন্দেহ নাই। জাম্ববান্ এই কথা বলিলে, ভগবান্ তাহাকে অখিল-অবনীভারাবতারণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধপীড়া অপনয়ন করিলেন ।২৬-৩০

অনন্তর জাম্ববান্ ভগবান্‌কে পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করাইলেন এবং পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন।

মেবাতিপরিণতবয়সোঽপি নবযৌবনমিবাভবৎ। আনকদুন্দুভিশ্চ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চ সকলযাদবাঃ স্ত্রিয়শ্চ সভাজয়ামাসুঃ ॥৩৩

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে যথাবদাচচক্ষে, স্যমন্তকঞ্চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তিবিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীঞ্চান্তঃপুরে নিবেশয়ামাস। সত্রাজিতোঽপি মহাস্যাভূতমলিনমারোপিতমিতি জাতসন্ত্রাসঃ স্বকৃতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং দদৌ ॥৩৪

তাঞ্চাক্রূর-কৃতবর্ম্ম-শতধন্বপ্রমুখা যাদবাঃ পূর্ব্বং বরয়ামাসুঃ। ততস্তৎপ্রদানাদবজ্ঞাতমাত্মানং মন্যমানাঃ সত্রাজিতে বৈরানুবন্ধং চক্রুঃ। অক্রূর-কৃতবর্ম্মপ্রমুখাশ্চ শতধন্বানমূচুঃ, অয়মতিদুরাত্মা সত্রাজিতো যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপ্যাত্মজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্, তদলমনেন জীবতা। ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে বয়মপ্যভ্যুপপৎস্যামঃ যদ্যচ্যুতস্তবাপি বৈরানুবন্ধং করিষ্যতীতি ॥৩৫

এবমুক্তস্তথেত্যসাবপ্যাহ। জতুগৃহদগ্ধানাঞ্চ পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোঽপি ভগবান্ দুর্য্যোধন প্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায় বারণাবতং গতঃ ॥৩৬

গতে চ তস্মিন্ সুপ্তমেব সত্রাজিতং শতধন্বা জঘান, মণিরত্নঞ্চাদদে। পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ সত্যভামা শীঘ্রং স্যন্দনমারুহ্য বারণাবতং গত্বা ভগবতেঽহং

তখন ভগবান্ অচ্যুত 'অতি প্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরত্ন অগ্রাহ্য হইলেও' আত্মশোধনের জন্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিবার পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবানের আগমনে উদ্ভূত হর্ষভরে যেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইল। তখন যাদব ও স্ত্রীগণ সকলে মিলিয়া "বসুদেবকে বড়ই মঙ্গল, মঙ্গল" এই প্রকার বাক্যে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ভগবান্ যাদবসমাজে তাহা সমস্ত বলিলেন; সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাপবাদ দোষ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি,—এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবানের ভার্য্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে অক্রূর, কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সেই কন্যাকে (সত্যভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্রাজিত ভগবান্‌কে ঐ কন্যা অর্পণ করিলে "সত্রাজিত আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল" এই ভাবিয়া তাঁহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। অক্রূর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে বলিলেন,—"এই সত্রাজিত অতি দুরাত্মা; কারণ, আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও এই দুষ্ট আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে। অতএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ন কেন লইতেছেন না? যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জন্য শত্রুতা করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব ।৩১-৩৫

তাঁহারা এইকথা বলিলে শতধন্বা বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই করিব। এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ জতুগৃহ-দাহানন্তর পাণ্ডবদিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও দুর্য্যোধনের যত্নের শিথিলতা সম্পাদনার্থে কুলোচিত সৌজন্য দেখাইবার জন্য বারণাবতে গমন করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরত্নটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পিতৃবধজন্য ক্রোধপূর্ণহৃদয়া সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে বলিলেন,—"পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন,

প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপাদিতঃ, তচ্চ স্যমন্তকমণিরত্নমপহৃতম্। তদিয়মস্যাবহাসনা। তদালোচ্য যদত্র যুক্তং, তৎ ক্রিয়তামিতি কৃষ্ণমাহ ॥৩৭

তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণোঽপি কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে নৈষাবহাসনা, নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে ॥৩৮

ন হ্যনুল্লঙ্ঘ্য বরপাদপং তৎকৃতনীড়াশ্রয়িণো বিহঙ্গা বধ্যন্তে ॥৩৯

তদলমত্যর্থমুন্নাম্যৎপুরতঃ শোকপ্রেরিতবাক্যপরিকরেণ, ইত্যুক্ত্বা দ্বারকামভ্যেত্য বলদেবমেকান্তে বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেনমটব্যাং মৃগপতির্জঘান। সত্রাজিতোঽপ্যধুনা শতধন্বনা নিধনং প্রাপিতঃ। তদুভয়বিনাশাৎ তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং ভবিষ্যতি ॥৪০

তদুত্তিষ্ঠ, আরুহ্যতাং রথঃ, শতধনুর্নিধনায়োদ্যমং কুরু, ইত্যভিহিতস্তথেতি সমঙ্গীকৃতবান্। কৃতোদ্যোগৌ চ তাবুভাবুপলভ্য শতধন্বা কৃতবর্মাণমুপেত্য পাক্ষিপূরণকর্মনিমিত্তমচোদয়ৎ। আহ চৈনং কৃতবর্মা, নাহং বলভদ্র-বাসুদেবাভ্যাং সহ বিরোধায়ালম্, ইত্যুক্তশ্চাক্রূরমচোদয়ৎ। আহ চাসাবপি,—নহি কশ্চিদ্ ভগবতা পাদপ্রহারপরিকম্পিতজগত্ত্রয়েণ অসুরবরবনিতাবৈধব্যকারিণা প্রবলরিপুচক্রপ্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা, মদমুদিত-নয়নাবলোকিতারিবলবিপাতনেন অতিগুরুবৈরিবারণাকর্ষণাবিষ্কৃত-মহিমোরুলীরেণ সীরিণা চ সহ সকলজগদ্বন্দ্যানামমরবরাণামপি যোদ্ধুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্। তদস্যতঃ শরণমভিলষ্যতাম্ ॥৪১

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যত্তস্মৎপরিত্রাণাসমর্থং ভবানাত্মানমবগচ্ছতি, তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য

এইজন্য শতধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে বধ করিয়াছে এবং সেই স্যমন্তক নামক মণিরত্নও অপহরণ করিয়াছে। এইব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে, ইহা আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহা করুন" ৩৬-৩৭

সত্যভামা এই কথা বলিলে, ভগবান্ মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধতাম্র-নয়নে সত্যভামাকে বলিলেন,—"সত্য, শতধন্বা এই অবমাননা আমারই করিয়াছে, আমি তাহার এই অবমাননা কখনই সহ্য করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উল্লঙ্ঘন না করিয়া কখনও তাহার উপরে বাসায় স্থিত পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। আমার কাছে এ প্রকার শোকসম্ভূত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর। আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।" ভগবান্ এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন করত নির্জ্জনে বলদেবকে বলিলেন,—বনমধ্যে মৃগয়াগত প্রসেনকে সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধন্বা নিধন করিয়াছে; সুতরাং অধিকারী না থাকাতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি হইবে; অতএব উত্থিত হইয়া রথে আরোহণ করুন এবং শতধন্বার নিধনের জন্য উদ্যুক্ত হউন। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শতধন্বা 'বাসুদেব ও বলদেব উদ্যোগ করিতেছেন' জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করত তাঁহাকে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে বলিলেন,—আমি বাসুদেব ও বলভদ্রের সহিত বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শতধন্বা অক্রূরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অক্রূরও বলিলেন,—জগতে এমন কেহই নাই যে, যাহার পাদ-প্রহারে ত্রিজগৎ কম্পিত হয় এবং যিনি অসুর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতাসমূহের বৈধব্যকারী, প্রবল রিপুমণ্ডলে অপ্রতিহতচক্র সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত-নয়নাবলোকন দ্বারা অরিবলের দমনকারী এবং অতি বলশালী শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে আবিষ্কৃতমহিমা সেই প্রকাণ্ড হলধারী

রক্ষ্যতাম্। ইত্যুক্তঃ সোঽপ্যাহ, যদ্যস্ত্যায়ামপ্যবস্থায়াং ন কস্মৈচিদ্দত্তবান্ কথয়িষ্যতি, তদহমেনং গ্রহীষ্যামি। তথেত্যুক্তে অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ ॥৪২

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং বড়বা-মারুহ্যাপক্রান্তঃ। শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহ-কাশ্বচতুষ্টয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেব-বাসুদেবৌ তমনুপ্রয়াতৌ ॥৪৩

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য পুনরপি বাহ্যমানা মিথিলাবনোদ্দেশে প্রাণানুৎসসর্জ্জ।

শতধনুরপি তাং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ ॥৪৪

কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রমাহ,—তাবদত্রৈব স্যন্দনে ভবতা স্থেয়ম্। অহমেনমধমাচারং পদাতিরেব পদাতি-মনুগম্য যাবদ্ঘাতয়ামি। অত্র হি ভূভাগে দৃষ্টদোষা হয়াঃ, নৈতেঽস্মা ভবতেমং ভূমিভাগমুল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ ॥৪৫

তথেত্যুক্ত্বা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ। কৃষ্ণোঽপি ত্রিক্রোশমাত্রং ভূমিভাগমনুসৃত্য দূরস্থস্যৈব চক্রং ক্ষিপ্ত্বা শতধনুষঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তচ্ছরীরাম্বরাদিষু চ বহুপ্রকারমন্বিষ্যন্নপি স্যমন্তকং মণিং নাবাপ যদা, তদোপগম্য বলভদ্রমাহ, বৃথৈবাস্মাভির্ঘাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্তমখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্। ইত্যাকর্ণ্য উদ্ভূতকোপো বলদেবো বাসুদেবমাহ,—ধিক্ ত্বাং ধনমর্থলিপ্সুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃদ্বাদর্ঘয়ে তদয়ং পন্থাঃ, স্বেচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ কার্য্যম্। অলমেভির্মমাগ্রতোঽলীক-

---

হলধরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়; আমার ত সাধ্যই নাই। এই কারণে আপনি অন্যত্র শরণ প্রার্থনা করুন ।৩৮-৪১

অক্রূর এই প্রকার বলিলে শতধনু বলিলেন, যদি আপনি আপনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচনা করেন, তবে আমার এই মণিটী গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করুন। শতধনুঃ এই প্রকার বলিলে, অক্রূর বলিলেন,—আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরণকালেও এই মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ "তাহাই হইবে" এই কথা বলিলে পরে, অক্রূর ঐ মণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শতধনুঃ,—অতুল বেগবতী শতযোজনবাহিনী এক বড়বা(ঘোটকী)তে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপরে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষ্টয় যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বলদেব ও বাসুদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন ।৪২-৪৩

সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় মিথিলার বনদেশে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধনুঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে বলিলেন,—আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমাচারপরায়ণ শতধনুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে হনন করত যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, আপনি ততক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে বড়বার মৃত শরীরাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে ।৪৪-৪৫

বলভদ্র "তাহাই হউক" এই বলিয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও দুইক্রোশ মাত্র ভূমিভাগ অনুসরণ করত দূরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া চক্রক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া যখন ঐ স্যমন্তক মণি পাইলেন না, তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৃথাই আমরা শতধনুকে বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিলসংসারের সারভূত সেই মণিরত্নটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র কোপসহকারে বাসুদেবকে বলিলেন,—তোমাকে ধিক্। তুমি অর্থলিপ্সু, তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই সেই পথ; তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাও, তোমাতে বা বন্ধুবর্গে কিংবা দ্বারকায়

শপথৈঃ। ইত্যাক্ষিপ্য তং তথা প্রসাদ্যমানোঽপি ন তস্থৌ, বিদেহপুরীং প্রবিবেশ ॥৪৬

জনকশ্চার্ঘ্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস। স তত্রৈব চ তস্থৌ বাসুদেবোঽপি দ্বারকামাজগাম। যাবচ্চ জনকরাজগৃহে বলভদ্রোঽবতস্থে, তাবদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনস্তৎসকাশাদ্ গদাশিক্ষামশিক্ষত ॥৪৭

বর্ষত্রয়ান্তে চ যজ্ঞপ্রসেনপ্রভৃতিভির্যাদবৈর্ন তদ্রত্নং কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিবিদেহপুরীং গত্বা বলদেবঃ সংপ্রত্যাদ্য দ্বারকামানীতঃ ॥৪৮

অক্রূরোঽপ্যুত্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরস্ততো যজ্ঞানীজে ॥৪৯

সবনগতৌ হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিঘ্নন্ ব্রহ্মহা ভবতীত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি ॥৫০

এবং তন্মণিরত্নপ্রভাবাৎ তত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষমরকাদিকং নাভূৎ ॥৫১

অথাক্রূরপক্ষীয়ৈর্ভোজৈঃ শক্রঘ্নে সাত্বতস্য প্রপৌত্রে ব্যাপাদিতে ভোজৈঃ সহাক্রূরো দ্বারকামপহায় অপক্রান্তঃ ॥৫২

তদপক্রান্তিদিনাদারভ্য তত্রোপসর্গব্যালানাবৃষ্টিমরকাদ্যুপদ্রবা বভূবুঃ। অথ যাদব-বলভদ্রোগ্রসেনসমবেতোঽমন্ত্রয়ন্ ভগবানুবাচারিকেতনঃ কিয়দিদমেকদৈব প্রচুরোপদ্রবাগমনমেতদ্যালোচ্যতাম্ ॥৫৩

ইত্যুক্তে অন্ধকনাম্না যদুবৃদ্ধঃ প্রাহ, অস্যাক্রূরস্য পিতা শ্বফল্কো নাম যত্র গত্রাভূৎ, তত্র তত্র দুর্ভিক্ষমরকানাবৃষ্ট্যাদিকঞ্চ নাভূৎ ॥৫৪

কাশিরাজস্য বিষয়েঽত্যন্তানাবৃষ্ট্যাং শ্বফল্কোঽনীয়ত ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ। কাশিরাজস্য পত্ন্যাশ্চ গর্ভে কন্যা পূর্ব্বমাসীৎ ॥৫৫

আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ? বলভদ্র এই প্রকারে ভগবান্‌কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সেখানে অবস্থিতি না করিয়া বিদেহপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিদেহরাজ জনক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন। বলভদ্রও সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেবও দ্বারকায় আগমন করিলেন। যে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেইসময় দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন ।৪৬-৪৭

অনন্তর তিন বৎসরের পর যজ্ঞ উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ 'কৃষ্ণ সেই রত্ন অপহরণ করেন নাই' ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমনপূর্ব্বক শপথাদি দ্বারা বলদেবের বিশ্বাস উৎপাদন করত তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। এখানে অক্রূরও সেই উত্তমমণিসমুদ্ভূত সুবর্ণসমূহ দ্বারা কোন্ কর্ম্ম করা উচিত তাহা বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং যজ্ঞদীক্ষিত অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়া অক্রূর দীক্ষারূপ বর্ম্ম ধারণ করত দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার সেই মণিরত্নের প্রভাবে দ্বারকায় আর কোন উপসর্গ, দুর্ভিক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত না ।৪৮-৫১

অনন্তর অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রূরও দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অক্রূরের পলায়নদিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, বিদ্রোহজন্য ভয়, অনাবৃষ্টি ও মরকাদি উপদ্রব উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন,—এক দিবসেই এবংবিধ প্রচুর উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার

সাপি পূর্ণেঽপি প্রসূতিকালে নৈব নিশ্চক্রাম। এবঞ্চ তস্য গর্ভস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যনিক্রামতো যযুঃ। কাশিরাজস্তু তামাত্মজাং গর্ভস্থামাহ, পুত্রি কস্মান্ন জায়সে নিক্রম্যতাম্, আস্যন্তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। স্বকাঞ্চ মাতরং কিমিতি চিরং ক্লেশয়সি ইত্যুক্তা সা গর্ভস্থৈব ব্যাজহার,—তাত যস্যৈকৈকাং গাং দিনে দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, তদাহমস্যৈস্ত্রিভির্বর্ষৈরস্মাদ্ গর্ভাৎ তাবদবশ্যং নিষ্ক্রমিষ্যামীতি। এতচ্চ তদ্বচনমাকর্ণ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রাদাৎ, সাপি তাবতা কালেন জাতা। ততস্তস্যাঃ পিতা গান্দিনীতি নাম চকার। তাঞ্চ গান্দিনীং কন্যাং স্বকস্কায়োপকারিণে গৃহাগতায়ার্ঘ্যভূতাং প্রাদাৎ, সা চ গান্দিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্তবতী। তস্যামেবমক্রূরঃ স্বকস্কাজ্জজ্ঞে। তস্যৈবংগুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ ॥৫৬

তৎ কথমস্মিন্নপক্রান্তেঽত্র মরকদুর্ভিক্ষাদ্যুপদ্রবা ন ভবিষ্যন্তি। তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবত্যপরাধান্বেষণেন ইতি ॥৫৭

যদুবৃদ্ধস্যান্ধকস্য এতদ্বচনমাকর্ণ্য কেশবোগ্রসেনবলভদ্রপুরোগমৈর্যদুভিঃ কৃতাপরাধতিতিক্ষাভয়মভয়ং দত্ত্বা স্বাকল্কিঃ স্বপুরমানীতঃ, তত্র চাগত এব তৎস্থস্যমন্তকমণেরনুভাবান্নাবৃষ্টিমরকদুর্ভিক্ষব্যালাদ্যুপদ্রবঃ শশাম। কৃষ্ণশ্চ চিন্তয়ামাস,—স্বল্পমেতৎ কারণং, যদয়ং গান্দিন্যাং স্বকস্কেনাক্রূরো জনিতঃ, তুমহাংশ্চায়মনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষমরকাদ্যুপশমনকারী প্রভাবঃ ॥৫৮

তন্নূনমস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যমন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি।

কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। ভগবান্ এই কথা বলিলে, অন্ধকনামা একজন যদুবৃদ্ধ বলিলেন,—এই অক্রূরের পিতা স্বকস্ক যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্ট্যাদি হইত না। কোন সময় কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইখানে স্বকস্ককে লইয়া যাওয়া হয়। স্বকস্ক সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ জলবর্ষণ করিলেন। এই সময় কাশিরাজের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটী কন্যা ছিল।৫২-৫৫

প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর কাশিরাজ একদিন গর্ভস্থা তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না এবং কেনই বা তুমি নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ দিতেছ? রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থা কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল—যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে এক একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি অবশ্যই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব। কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রতিদিনই ব্রাহ্মণগণকে একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তখন কাশিরাজ ঐ কন্যার 'গান্দিনী' নাম রাখিলেন। তারপর গৃহাগত উপকারী স্বকস্ককে অর্ঘ্যস্বরূপে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই স্বকস্ক গান্দিনীতে এই অক্রূরকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট মিথুন হইতেই অক্রূরের জন্ম; সুতরাং সেই অক্রূর চলিয়া গেলে কেনই বা মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্রূরকে আনয়ন করুন; অতি গুণবান্ সেই অক্রূরের অপরাধ অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই।৫৬-৫৭

যদুবৃদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব, উগ্রসেন, বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ 'তাহাদের সমস্ত অপরাধ আমরা সহ্য করিব' এইরূপ অভয় প্রদান করিয়া স্বকস্কপুত্র অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর

তস্য হ্যেবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে। অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরমন্যং ক্রতুশতং, তস্মাদ্ যজ্ঞাশতং যজতীতি। অল্পোপাদানকাস্য। অসংশয়মত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি কৃতাধ্যবসায়োঽন্যৎ প্রয়োজনমুদ্দিশ্য সকলযাদবসমাজমাত্মগেহে এবাকারয়ৎ। তত্র চোপবিষ্টেষ্বখিলেষু যাদবেষু পূর্ব্বপ্রয়োজনমুপন্যস্য পর্য্যবসিতে চ তস্মিন্ প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামক্রূরেণ সহ কৃত্বা জনার্দ্দনস্তমক্রূরমাহ ॥৫৯

দানপতে! জানীম এব বয়ং,—যথা শতধন্বনা অখিলজগৎসারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পিতম্। তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠতু, সর্ব্ব এব বয়ং তৎপ্রভাবফলভুজঃ, কিন্তুস্মৎ বলভদ্রোঽস্মানাশঙ্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়, ইত্যভিহিতঃ সবস্ত্রঃ সোঽচিন্তয়ৎ। কিমত্রানুষ্ঠেয়ম্ অন্যথা চেৎ ব্রবীম্যহং, তৎ কেবলাম্বরতিরোধানমিথ্যাস্তো রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি, অতোঽন্বেষণং ন ক্ষেমমিতি সঞ্চিন্ত্য তমখিলজগৎকারণভূতং নারায়ণমাহাক্রূরঃ,—ভগবন্! মমৈতৎ স্যমন্তকমণিরত্নং শতধনুষা সমর্পিতম্ ॥৬০

অপগতে চ তস্মিন্ অস্য বঃ পরশো বা ভগবান্ মাং যাচিষ্যতীতি কৃতমতিরস্তিক্রুচ্ছ্রৈণৈতাবন্তং কালমধারয়মস্য চ ধারণক্লেশেনাহমশেষোপভোগেষসঙ্গিমানসো ন বেদ্মি স্বসুখকলামপি ॥৬১

এতাবন্মাত্রমশেষরাষ্ট্রোপকারি ধারয়িতুং ন

আগমন করিবামাত্রই সেই স্যমন্তক মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি, মরক, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব শান্ত হইল। তখন কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'অক্রূর গান্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন', ইহা অল্পমাত্র কারণ, এবংবিধ মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারী হেতু নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর হইবে। সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্যমন্তকাখ্য মহামণি আছে; কারণ, সেই মণির এই প্রকার প্রভাবসকল শুনা গিয়াছে। আর এ ব্যক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আমার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে; কিন্তু ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে। ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন। অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্ব্বপ্রয়োজন সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত ও তাহা সমাপ্ত করিয়া জনার্দ্দন অক্রূরের সহিত প্রসঙ্গক্রমে হাস্য-পরিহাস সূচক কথা দ্বারা পরিচয় করত তাঁহাকে বলিলেন ।৫৮-৫৯

হে দানপতে! আমরা সকলেই ইহা জানি যে, শতধন্বা অখিল জগতের সারভূত সেই স্যমন্তকরত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপকারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে, থাকুক; তাহাতে ক্ষতি কি? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি। কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার নিকটে আছে, এ কারণে আপনি আমাদের প্রীতির জন্য একবার তাঁহাকে সেই রত্নটি দেখান। ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই ঐ রত্ন থাকায় অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তাহা হইলে ইহারা অন্বেষণপূর্ব্বক কেবল বস্ত্র দ্বারা আবৃত এই রত্নকে দেখিতে পাইবে। অতএব অন্বেষণ কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না। অক্রূর এই প্রকার চিন্তা করিয়া সকল জগতের কারণভূত নারায়ণকে বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সেই স্যমন্তক মণি, শতধনুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ।৬০

সেই শতধন্বার মৃত্যুর পর 'অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন' এই ভাবিয়া অনেক কষ্টে এতকাল ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। ইহার ধারণজনিত ক্লেশে আমার মানস এতকাল উপভোগসমূহ ভোগ করিতে পারে নাই, সেইজন্য

শক্নোতীতি মাং ভগবান্ মংস্যত ইত্যাত্মনা ন চোদিতম্ ॥৬২

তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্। ততঃ সোঽধরবস্ত্রনিগোপিতাতি-লঘুকনকসমুদ্গকং প্রকটীকৃতবান্ ॥৬৩

ততশ্চ নিষ্ক্রাম্য স্যমন্তকমণিং তত্র যদুসমাজে মুমোচ। মুক্তমাত্রে চ তেনাতিকান্ত্যা তদখিল-মাস্থানমুদ্দ্যোতিতম্ ॥৬৪

অথাহাক্রূরঃ,—স এষ মণির্যঃ শতধন্বনাস্মাকং সমর্পিতঃ, যস্যায়ং স এনং গৃহ্নাত্বিতি। তন্মণি-রত্নমালোক্য সর্ব্বযাদবানাং সাধু সাধ্বিতি বিস্মিতমনসাং বাচোঽশ্রূয়ন্ত। তমালোক্য মমায়-মচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমন্বীপ্সিত ইতি বলভদ্রঃ সম্পৃহোঽভবৎ ॥৬৫

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীব চ সত্যভামাপি স্পৃহয়াঞ্চকার। বল-সত্যাননাবলোকনাৎ কৃষ্ণোঽ-প্যাত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে ॥৬৬

সকলযাদবসমক্ষমক্রূরমাহ,—এতদ্ধি মণিরত্নমাত্ম-শোধনায়ৈষাং যদূনাং দর্শিতম্। এতচ্চ মম বল-ভদ্রস্য চ সামান্যং, পিতৃধনঞ্চৈতৎ সত্যভামায়া নান্যস্য ॥৬৭

এতচ্চ সর্ব্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যগুণবতা ধ্রিয়-মাণমশেষরাষ্ট্রস্যোপকারকম্, অশুচিনা ধ্রিয়মাণ-মাধারমেব হন্তি ॥৬৮

অতোঽহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে ॥৬৯

কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু? আর্য্যেণ বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ

এতকাল আমি অংশমাত্রও সুখ অনুভব করিতে পারি নাই। পাছে ভগবান্ (আপনি) মনে করেন যে এই ব্যক্তি রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ অল্পভারপদার্থটীও ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই। এক্ষণে এই স্যমন্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই ইহা প্রদান করুন। অক্রূর এই কথা বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্র দ্বারা সঙ্গোপিত অতিলঘু একটী সুবর্ণকৌটা বাহির করিলেন। অনন্তর অক্রূর কৌটা হইতে সেই স্যমন্তক মণি বাহির করিয়া যদুসমাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন; সেই মণি স্থাপিত হইবামাত্র স্বকীয় কান্তিদ্বারা অখিল সভাকে উদ্ভাসিত করিল ।৬১-৬৪

অনন্তর অক্রূর বলিলেন,—যে স্যমন্তকমণি শতধন্বা আমাকে দিয়াছিল, এই সেই স্যমন্তক মণি; এই মণিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন। তখন সেই মণিরত্ন অবলোকন করিয়া বিস্মিত-মানস সকল যাদবগণের মুখেই "সাধু সাধু" এই বাক্য শুনা যাইল। সেই মণি অবলোকন করিয়া 'কৃষ্ণের সহিত ইহা আমার তুল্যরূপে উপভোগ্য' ইহা ভাবিয়া বলভদ্রও তাহাতে সম্পৃহ হইলেন। 'ইহা আমারই পিতৃধন' এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবতী হইলেন। বলভদ্র ও সত্যভামার মুখ অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া চক্রমধ্যগতের ন্যায় আপনার প্রতি সংশয়িত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রূরকে বলিলেন,—আমার অপবাদক্ষালন দ্বারা আত্মশুদ্ধিপ্রকাশ করিবার জন্য এই রত্নসকল যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। আমি ষোড়শসহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহি; কারণ, সর্ব্বকালেই শুচি ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা ধারণকর্ত্তাকে বিনাশ করে ।৬৫-৬৯

এই কারণে সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন

কথং কার্য্যঃ। তদযং গন্তুলোকোঽয়ং বলভদ্রোঽহং সত্যা চ ত্বাং দানপতে! প্রার্থয়ামঃ, এতদ্ ভবানেব ধারয়িতুং সমর্থঃ, ত্বৎস্থকাশ্চ রাষ্ট্রস্যোপকারকং, তদ্ভবানশেষরাষ্ট্রোপকারনিমিত্তমেতৎ পূর্ব্ববদ্ ধারয়তু। ত্বয়ান্যথা ন বক্তব্যমিত্যুক্তে দানপতিস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্রাহ তন্মহামণিরত্নম্। ততঃ প্রভৃতি চাক্রূরঃ প্রকটেনৈবাতীব তেজসা জাজ্বল্যমানেনাত্মকণ্ঠাসক্তেনাদিত্য ইবাংশুমালী চচার ॥৭০

ইত্যেতাং ভগবতো মিথ্যাভিশস্তিক্ষালনাং যঃ স্মরতি, ন তস্য কদাচিদল্পাপি মিথ্যাভিশস্তির্ভবতি, অব্যাহতেন্দ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষমবাপ্নোতি ॥৭১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া গ্রহণ করিবেন? আর্য্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরাপানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন? এইজন্য হে দানপতে অক্রূর! এই সকল যাদবগণ, বলভদ্র, সত্যভামা ও আমি সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ, আর আপনার কাছে থাকিলেই ইহা এই রাজ্যের উপকারক হইবে, অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপকারার্থে ইহাকে ধারণ করুন; আপনি ইহার অন্যথা কিছু বলিবেন না। ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, দানপতি অক্রূর "তাহাই হইবে" এই বলিয়া ঐ মণিটী গ্রহণ করিলেন। তদবধি অক্রূর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজ্বল্যমান মণির জ্যোতি দ্বারা অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া সকলের সমক্ষেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভগবানের মিথ্যাপবাদক্ষালনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি স্মরণ করিবে, তাহার কোন কালে অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে এবং সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৭০-৭১

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[অনমিত্রান্ধকয়োর্বংশবর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অনমিত্রস্যানুজঃ শিনির্নামাভবৎ । তস্যাপি সত্যকঃ, সত্যকাৎ সাত্যকির্যুযুধাননামা, ততোঽপ্যসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ তুণিঃ, তুণের্যুগন্ধর ইতি শৈনেয়াঃ ॥১

অনমিত্রস্যৈবান্বয়ে পৃশ্নিঃ, তস্মাচ্চ স্বফল্কঃ । তৎপ্রভাবঃ কথিত এব । স্বফল্কস্য কনীয়াংশ্চিত্রকো নামাভবদ্ ভ্রাতা, স্বফল্কাদক্রূরো গান্দিন্যামভবৎ । তথোপমদ্গু-মৃদর-বিশারি-মেজয়-গিরিক্ষত্রোপক্ষত্র-শত্রুঘ্ন-বিমর্দ্দন-ধর্ম্মধৃগ্ দৃষ্টশর্ম্ম-গন্ধমোজাবাহ-প্রতিবাহাখ্যাঃ পুত্রাঃ সুতারাখ্যা চ কন্যা । দেববান্ উপদেবশ্চ অক্রূরপুত্রৌ । পৃথু-বিপৃথু-প্রমুখাশ্চিত্রকস্য পুত্রা বহবোঽভবন্ ॥২

কুকুর-ভজমান-শুচি-কম্বলবর্হিষাখ্যাস্তথান্ধকস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥৩

কুকুরাদ্ ধৃষ্টঃ, তস্মাচ্চ কপোতরোমা, ততশ্চ বিলোমা, তস্মাদপি তুম্বুরুসখা ভবদংস্তকশ্চন্দনোদকদুন্দুভিঃ । ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ পুনর্ব্বসুঃ, তস্যাপ্যাহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী কন্যাভূৎ ॥৪

আহুকস্য দেবকোগ্রসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ । দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতো দেবকস্যাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ । তেষাঞ্চ বৃকদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা শান্তিদেবা সহদেবা দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ । তাশ্চ সর্ব্বা এব বসুদেব উপযেমে । উগ্রসেনস্যাপি কংস-ন্যগ্রোধ-সুনাম-কঙ্ক-শঙ্কু-সুভূমি-

---

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[অনমিত্র ও অন্ধকের বংশ বর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি যুযুধান, তৎপুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তুণি, তৎপুত্র যুগন্ধর; ইঁহারাই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত । অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র স্বফল্ক । এই এই স্বফল্কের প্রভাব পূর্ব্বে বলিয়াছি । চিত্রকনামে স্বফল্কের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । স্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বফল্কের সুতারা নামে এক কন্যা হয় ও আরও কয়টী পুত্র হয় । তাহাদিগের নাম যথা—উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ, অবাহ ও প্রতিবাহ । অক্রূরের দুই পুত্র—দেববান্ ও উপদেব । চিত্রকেরও পৃথু-বিপৃথুপ্রমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল ।১-২

অন্ধকের চারিটী পুত্র; তাঁহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ । কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র তব; ইনি তুম্বুরুসখা; ইহার আর এক নাম চন্দনোদকদুন্দুভি । তবের পুত্র অভিজিৎ । তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর আহুক নামে পুত্র ও আহুকী নাম্নী এক কন্যা হয় । দেবক ও উগ্রসেন নামে আহুকের দুই পুত্র । দেবকের চারি পুত্র—দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত । এই চারি পুত্রের সাতটী ভগিনী; তাহাদের নাম—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী । বসুদেব

রাষ্ট্রপাল-যুদ্ধমুষ্টি-তুষ্টিমৎসংজ্ঞাঃ পুত্রাঃ, কংসা কংসবতী সুতনু রাষ্ট্রপালী কঙ্কী চোগ্রসেনতনুজাঃ ॥৫

ভজমানাচ্চ বিদূরথঃ পুত্রোঽভবৎ। বিদূরথাৎ শূরঃ, শূরাৎ শমী, শমিনঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজঃ, ততশ্চ হৃদিকঃ ॥৬

ততশ্চ কৃতবর্ম্মা, তস্মাৎ শতধনুর্দেবমীঢুষাদ্যা বসুবুঃ ॥৭

দেবমীঢুষস্য শূরঃ, শূরস্যাপি মারিষা নাম পত্ন্যভবৎ ॥৮

অস্যাঞ্চাসৌ দশ পুত্রানজনয়দ্ বাসুদেবপূর্ব্বান্। বাসুদেবস্য জাতমাত্রস্যৈব এতদ্গৃহে ভগবদংশাবতারমব্যাহতদৃষ্ট্যা পশ্যদ্ভির্দেবৈর্দিব্যা আনকা দুন্দভয়শ্চ বাদিতাঃ ॥৯

ততস্তদ্দেবানকদুন্দুভিসংজ্ঞামবাপ। তস্যাপি দেবভাগ-দেবশ্রবোঽনাধৃষ্টি - করুষ্টক - বৎসবালক-সৃঞ্জয়-শ্যাম-শমীক-গণ্ডূষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো বসুবুঃ, পৃথা শ্রুতদেবা-শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা-রাজাধিদেবী চ বসুদেবাদীনাং পঞ্চভগিন্যোঽভবন্। শূরস্য চ কুন্তিভোজনামা সখাভবৎ। তস্মৈ চাপুত্রায় পৃথামাত্মজাং বিধিনা শূরোঽদদৎ। তাঞ্চ পাণ্ডুরুবাহ। তস্যাঞ্চ ধর্ম্মানিলশক্রৈর্যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। পূর্ব্বমনূঢ়ায়াশ্চ ভগবতা ভাস্বতা কর্ণাখ্যঃ কানীনঃ পুত্রোঽজন্যত ॥১০

তস্যাশ্চ সপত্নী মাদ্রী নামাভবৎ। তস্যাঞ্চ নাসত্যদস্রাভ্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্রৌ জনিতৌ। শ্রুতদেবাস্তু বৃদ্ধশর্ম্মা নাম কারূষ উপযেমে। তস্যাং দন্তবক্রো নাম মহাসুরো জজ্ঞে। শ্রুতকীর্ত্তিমপি কৈকেয়রাজ উপযেমে। তস্যাং

এই নাতটী কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্রগণের নাম—কংস, সুগ্রোধ, সুনাম, কঙ্কু, শঙ্কু, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান্। কন্যাগণের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী। ভজমানের বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র শূর, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র হৃদিক, তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমীঢুষাদি। দেবমীঢুষের শূরনামা এক পুত্র হয়। এই শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন।৩-৮

শূর সেই পত্নীগর্ভে বসুদেব আদি করিয়া দশ পুত্র উৎপাদন করেন। জন্মিবামাত্র অব্যাহত দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন" এই বলিয়া আনকদুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন; এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার আনকদুন্দুভি নাম হইল। বসুদেবের নয়জন ভ্রাতা ও পাঁচটী ভগিনী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, করুষ্টক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ এই নয় জন ভ্রাতা এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পাঁচ জন ভগিনী। বসুদেবের পিতা শূরের কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন। এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এইজন্য শূর তাঁহাকে বিধানানুসারে পোষ্যকন্যারূপে স্বীয়কন্যা পৃথাকে সমর্পণ করেন। এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্য পৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক কানীন* পুত্র উৎপাদন করেন।৯-১০

পৃথার মাদ্রী নাম্নী এক সপত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহাদের নাম—নকুল ও সহদেব। কারূষ বৃদ্ধশর্ম্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে দন্তবক্রনামক মহাসুর জন্মগ্রহণ করে। কৈকেয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়াখ্য পুত্র হয়। অবন্তিরাজ রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুই সন্তান

---

* অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম কানীন।

সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ। রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ অজ্ঞাতে ॥১১

শ্রুতশ্রবসমপি চেদিরাজো দমঘোষনামা উপযেমে। তস্যাং শিশুপালমুৎপাদয়ামাস। স হি পূর্ব্বমপ্যনাচারবিক্রমদম্পন্নো দৈত্যাদিপুরুষো হিরণ্যকশিপুরভূৎ ॥১২

যশ্চ ভগবতা সকললোকগুরুণা ঘাতিতঃ, পুনরপ্যক্ষতবীর্য্যশৌর্য্যসম্পৎপরাক্রমগুণঃ সমাক্রান্তসকলত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপো দশাননোঽভবৎ ॥১৩

বহুকালোপভুক্তভগবৎসকাশাদেবাপ্ত-শরীরপাতোদ্ভবপুণ্যফলোঽথ ভগবতৈব রাঘবরূপিণা সোঽপি নিধনমুপনীতঃ, পুনশ্চেদিরাজ-দমঘোষপুত্রঃ শিশুপালনামাভবৎ ॥১৪

শিশুপালত্বে চ ভগবতো ভূভারাবতারণায়াবতীর্ণাংশস্য পুণ্ডরীকনয়নাখ্যস্য উপরি বেষানুবন্ধমতিতরাং চকার। ভগবতা চ নিধনমুপনীতস্তত্রৈব পরমাত্মভূতে মনসস্তদেকাগ্রতয়া তত্রৈব সাযুজ্যমবাপ ॥১৫

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি, অপ্রসন্নোঽপি নিঘ্নন্ দিব্যমনুপমং স্থানং প্রযচ্ছতি ॥১৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হয়; তাঁহাদের নাম যথা—বিন্দ ও অনুবিন্দ। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপাল নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শিশুপালই পূর্ব্বজন্মে অনাচারবিক্রমসম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিল। এই হিরণ্যকশিপু সকললোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার অক্ষত-বীর্য্য-শৌর্য্যসম্পত্তিমান্ সকল-ত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপশালী পরাক্রান্ত দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তুসকল উপভোগ করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের বলে পুনর্ব্বার রামরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক ঘাতিত হইল। তারপর মরণান্তে দমঘোষপুত্র শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিল। এই শিশুপালজন্মেও ভূমিভারহরণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত দ্বেষ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন করিলে, সে সেই পরমাত্মভূত ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতা প্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করিলেও দিব্য অনুপম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ॥১১-১৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শিশুপালস্য পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তস্য, বসুদেবস্য চ সন্তানানাং বর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা।
অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥
ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতং হরৌ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর।
কৌতূহলপরেণৈতৎ পৃষ্টো মে বক্তুমর্হসি ॥১

দৈত্যেশ্বরস্য তু বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতি-বিনাশকারিণা পূর্ব্বতনুং গৃহ্ণতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেবং ন মনস্যভূৎ ॥২

নিরতিশয়পুণ্যজাতসম্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতিরজো-দ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্ত-বধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিকা-ধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥৩

যাততস্মিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্য-নালম্বনি কৃতে মনসস্তত্র লয়ম্ ॥৪

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্ত-চেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তিবিপক্ষতোঽন্তঃকরণস্য মানুষ-বুদ্ধিরেব কেবলমভূৎ ॥৫

পুনরচ্যুতবিনিপাতমাত্রফলমখিল-ভূমণ্ডলশ্লাঘ্য-চেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥৬

তত্র স্বখিলাস্বেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্। ততশ্চ

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শিশুপালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত ও বসুদেবের সন্তানগণের বর্ণনা।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া একটী বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টী এই যে, এই শিশুপাল পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নানাপ্রকার দেবদুর্লভ ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সেই জন্মেই বা কি কারণে সেই ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় নাই; আর শিশুপাল জন্মেই বা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই সনাতন ভগবানে লয় (সাযুজ্য মুক্তি) প্রাপ্ত হইল? ১-৩

পরাশর বলিলেন,—পূর্ব্বকালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ অপূর্ব্বতনুগ্রহণকালে নৃসিংহরূপই প্রকটিত করেন। সেই সময় 'এই নৃসিংহই বিষ্ণু' এইপ্রকার চিন্তা হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে উদিত হয় নাই। 'কিন্তু ইহা নিরতিশয় পুণ্যসমূহসম্ভূত প্রাণী' এই প্রকার রজোগুণপ্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া ভগবান্ হইতে মরণলাভ-জনিত অখিলত্রৈলোক্য-মধ্যে অধিকারিণী অতিশয় ভোগ সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অন্তরহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই। অনন্তর দশাননজন্মেও চিত্তের কামপরাধীনতার জন্য জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের দাশরথিরূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়াছিল; কিন্তু সেই-রামই যে স্বয়ং অচ্যুত, এ কথা

তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনামাগ্রহণ-বরতমনেকজন্মসংবন্ধিতবিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দন্ সম্ভর্জ্জনাদিষু উচ্চারণমকরোৎ ॥৭

তচ্চ রূপমুৎফুল্লপদ্মদলনামলাক্ষমত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্র-ধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদারপীবর-চতুর্ব্বাহুশঙ্খ-চক্র-গদাসিধরমতিপ্রৌঢ়বৈরানুভাবাবেটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্ববস্থান্তরেষু নৈবাপযযৌ-বস্থাস্তরচেতসঃ ॥৮

ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়ে ধারয়ন্নাত্মবধায় ভগবদ্ধস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়ে তেজঃ-স্বরূপং পরমব্রহ্মস্বরূপমপগতরাগদ্বেষাদিদোষং ভগবন্তমব্রাক্ষীৎ ॥৯

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতঃ। তেন তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘপঙ্কয়ো ভগবতৈবাস্তমুপনীত-স্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতৎ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ যেষামু-বন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদি-দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতাম্ ॥১০

বসুদেবস্থানকদুন্দুভেঃ পৌরবী-রোহিণী-মদিরা-ভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা বহ্ব্যঃ পত্ন্যোঽভবন্ ॥১১

বলভদ্র-শারণ-শঠ-দুর্ম্মদাদীন্ পুত্রান্ রোহিণ্যামান-কদুন্দুভিরুৎপাদয়ামাস। বলভদ্রোঽপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ। মাষ্টিমাষিমচ্ছিশি-শিশু-সত্যধৃতিপ্রমুখাঃ শারণস্যাত্মজাঃ। ভদ্রাশ্ব-ভদ্রবাহু দুর্দ্দম-ভূতাদ্যা রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ ॥১২

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা মদিরায়াস্তনয়াঃ। ভদ্রায়াশ্চোপনিধি-গদাদ্যাঃ। বৈশাল্যাং চ কৌশিক-মেকমজনয়দানকদুন্দুভিঃ। দেবক্যামপি কীর্ত্তিমৎ-

---

মনে উদিত হয় নাই, সুতরাং বিপন্ন অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মানুষবুদ্ধিই হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের ফলস্বরূপ অখিলভূমণ্ডলে শ্লাঘ্য চেদিরাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করত অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল ।৪-৬

এই শিশুপাল-জন্মে এমন বহুতর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইত। অনেক জন্ম হইতেই ভগবানের প্রতি চিত্তের বিদ্বেষ থাকায় সম্ভর্জ্জনাদিতে নিন্দাচ্ছলে শিশুপাল অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত। তখন বহুকালের শত্রুভাবহেতু শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি অবস্থাসমূহেও প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলমেত্রধারী, অত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধারী, অমল কেয়ূর, কিরীট ও কটক দ্বারা সুশোভিত, উদার পীবর চতুর্ব্বাহু দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী। ভগবানের রূপ অপগত হইত না। অনন্তর শিশুপাল আক্রোশকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করত তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিল, আর সকল সময়েই দেখিতে লাগিল যেন স্বীয় বধের জন্য ভগবান্ চক্র ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্মস্বরূপ রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত ভগবান্ অক্ষয়-তেজরূপে বিরাজ করিতেছেন ।৭-৯

শিশুপালের এই প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত শিশুপাল অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল। আমি তোমার নিকট এই সকল বিষয় বলিলাম। দ্বেষের সহিতও যদি ভগবানের নাম স্মরণাদি ও কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখিল-সুরাসুরাদিদুর্লভ ফল প্রদান করেন; ভক্তির সহিত স্মরণাদি করিলে ত কথাই নাই। আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল। আনকদুন্দুভি রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ ও দুর্ম্মদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করেন। বলভদ্র রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। মাষ্টি, মাষিমৎ, শিশি, শিশু ও সত্যধৃতিপ্রমুখ শারণের

সুষেণোদাপি-ভদ্রসেন ঋজুদাস ভদ্রদেহাখ্যাঃ ষট্ পুত্রা অজ্ঞিরে ॥১৩

তাংশ্চ সর্ব্বানেব কংসো ঘাতিতবান্। অনন্তরঞ্চ সপ্তমং গর্ভমর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রেরিতা যোগনিদ্রা রোহিণ্যা জঠরমপকৃষ্য নীতবতী ॥১৪

কর্ষণাচ্চাসাবপি সঙ্কর্ষণাখ্যমবাপ ॥১৫

ততঃ সকলজগন্মহাতরুমূলভূতো ভূতাভীত-ভবিষ্যাদিসকল-সুরাসুর-মুনি-মনুজ-মনসামপ্যগোচরো-হজভবপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈশ্চ প্রণম্যাবনিভারাবতারণায় প্রসাদিতো ভগবাননাদিমধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ ॥১৬

তৎপ্রসাদবিবর্দ্ধিতমনোভিমানা চ যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী ॥১৭

তৎপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিভয়ং তদ্বমানস-মখিলমেবৈতজ্জগদপাস্তাধর্ম্মমভবৎ — তস্মিংশ্চ পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে ॥১৮

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতৎ সম্প্রাপ্তিং জগদ-ক্রিয়ত। ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্যলোকেঽবতীর্ণস্য ষোড়শ-সহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্। তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-কালহাসিনী প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ। তাসু চাষ্টাযুতানি লক্ষঞ্চ পুত্রাণাং ভগবানখিলমূর্ত্তিরনাদিমানজনয়ৎ ॥১৯

তেষাঞ্চ প্রদ্যুম্ন - চারুদেষ্ণ - সাম্বাদয়স্ত্রয়োদশ প্রধানাঃ। প্রদ্যুম্নো হি রুক্মিণস্তনয়াং ককুদ্মতীং নামো-পযেমে। তস্যামস্যানিরুদ্ধো জজ্ঞে। অনিরুদ্ধোঽপি রুক্মিণ এব পৌত্রীং সুভদ্রাং নামোপযেমে। তস্যামস্য বজ্রোঽভবৎ। বজ্রস্য প্রতিবাহুঃ, তস্যাপি

বহু সন্তান হয়। ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু দুর্দ্দম ও ভূতপ্রমুখ রোহিণীর কুলজাত। নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র। উপনিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র। আনকদুন্দুভিও বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও কীর্ত্তিমান্ সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টী পুত্র হয়।১০-১৩

ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল। অনন্তর সপ্তম বার গর্ভ হইলে, অর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রেরিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সন্তান লইয়া যান। বলভদ্র গর্ভাবস্থানকালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার সঙ্কর্ষণ নাম হয়। অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর, আদি ও মধ্যরহিত ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ব্রহ্মা ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রণামের সহিত প্রসাদিত হইয়া দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবানের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত মান ও অভিমানযুক্তা যোগনিদ্রাও নন্দনগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠিত হন। কমললোচন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অধর্ম্ম নষ্ট হইল, আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির ভয় দূরীভূত এবং অখিললোকই সুস্থ-মানস (নিশ্চিন্ত) হইল।১৪-১৮

ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া অখিল জগৎকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ ভগবানের ষোড়শ সহস্র ও একশত পত্নী হয়। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও কালহাসিনী প্রভৃতি আটটী স্ত্রীই প্রধানা। আদি-মধ্য-রহিত অখিল-মূর্ত্তি ভগবান্ সেই সকল পত্নীর গর্ভে আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও সাম্বপ্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান। প্রদ্যুম্ন ককুদ্মতী নামে রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনুরুদ্ধেরও বজ্র নামে এক পুত্র হয়। বজ্রের পুত্র

সুচারুঃ। এবমনেকশতসাহস্রপুরুষসঙ্ঘস্য যদুকুলস্য পুরুষসংখ্যা বর্ষশতৈরপি জ্ঞাতুং ন শক্যতে। যতো হি শ্লোকবত্র চরিতার্থে ॥২০

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।
কুমারাণাং গৃহাচার্য্যাশ্চাপযোগে যে রতাঃ ॥২১
সঙ্খ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতং লক্ষেণান্তে শতাধিকম্ ॥২২
দেবাসুরহতা যে তু দৈত্যেন্দ্রাঃ সুমহাবলাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু জনোপদ্রবকারিণঃ ॥২৩

প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু এই প্রকারে অনেক শত সহস্র পুরুষসমূহ-শোভিত যদুকুলের পুরুষ সংখ্যা একশত বর্ষেও জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট ।১৯-২০

যথা—"যদুকুমারগণের চাপ (ধনু) শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তিন কোটি অষ্টাশীতি শত সহস্র (৮৮ লক্ষ) সংখ্যক গৃহাচার্য্য সর্ব্বদা রত থাকিতেন; মহাত্মা যাদবগণের এইপ্রকারে গণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? এই যাদবগণের সংখ্যা লক্ষ অযুত হইবে" ।২১-২২

তেষামুৎসাদনার্থায় ভুবি দেবো যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণঃ কুলশতং যত্রৈকাভ্যধিকং দ্বিজ ॥২৪

বিষ্ণুস্তেষাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য বভূবুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥২৫

প্রসূতিং বৃষ্ণিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা।
স সর্ব্বপাতকৈর্মুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবাসুরসংগ্রামে নিহত হন, তাঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করিবার জন্য মনুষ্যলোকে যদুবংশে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! তাঁহাদেরই উৎপাদন করিবার জন্য দেব বাসুদেব যদুকুলে অবতীর্ণ হন। এই যদু হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয়। সেই যাদবগণের কার্য্যাকার্য্য-নিয়ম ও পালনে বিষ্ণুই প্রভু ছিলেন। সকল যাদবগণ তাঁহার নির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতেন। যে মানুষ বৃষ্ণি-বীরগণের বংশের কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ।২৩-২৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[তুর্ব্বসুবংশকথনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

ইত্যেষ সমাসতস্তে কথিতঃ, তুর্ব্বসোর্বংশমবধারয় ॥১

তুর্ব্বসোর্বহ্নিরাত্মজঃ, বহ্নের্গোভানুঃ, ততশ্চ ত্রৈশাম্বঃ, তস্মাচ্চ করন্ধমঃ, তস্মাদপি মরুতঃ, সোঽনপত্যোঽভবৎ। ততশ্চ পৌরবং দুষ্মন্তং পুত্রমকল্পয়ৎ। এবং যযাতিশাপাৎ তদংশঃ পৌরবং বংশমাশ্রিতবান্ ॥২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

[তুর্ব্বসুর বংশকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—এই যদুবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এক্ষণে তুর্ব্বসুর বংশ শ্রবণ কর। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশাম্ব, তৎপুত্র করন্ধম ও তৎপুত্র মরুত। এই মরুত অনপত্য (পুত্র-কন্যাহীন) ছিলেন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পিত করেন। এইপ্রকারে যযাতিশাপ-প্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল ।১-২

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

[দ্রুহ্যবংশবিবরণম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ ॥১

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরব্ধান্ নাম, তদাত্মজো গান্ধারঃ, ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাদ্ ধৃতঃ, ধৃতাদ্ দুর্গমঃ, ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতমধর্ম্মবহুলানাং ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোৎ ॥২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

[দ্রুহ্যবংশবিবরণ ।]

পরাশর বলিলেন,—দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু। বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধান্, তৎপুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্গম এবং তৎপুত্র প্রচেতাঃ। প্রচেতার একশত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন।১-২

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যযাতিপুত্রস্যানোর্বংশবর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

যযাতেশ্চতুর্থস্য পুত্রস্য অনোঃ সভানর-চাক্ষুষ-পরমেষ্ণু-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ ; সভানরপুত্রঃ কালানরঃ, কালানরাৎ সৃঞ্জয়ঃ, সৃঞ্জয়াৎ পুরঞ্জয়ঃ, তস্মাজ্জনমেজয়ঃ, ততো মহামনিঃ, তস্মাচ্চ মহামনাঃ, তস্মাদপ্যুশীনর-তিতিক্ষূ দ্বৌ পুত্রাবুৎপন্নৌ । উশীনরস্যাপি শিবি-নৃগ-নর-কৃমি-ধর্ব্বাখ্যাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ। বৃষদর্ভ - সুবীর - কৈকয়-মদ্রকাশ্চত্বারঃ শিবিপুত্রাঃ, তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ । ততো হেমঃ, হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্ বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্মপুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত ॥১

তন্নামসন্ততিসংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥২

অঙ্গসুতঃ পারঃ, ততো দিবিরথঃ, তস্মাদ্ ধর্ম্মরথঃ, ততশ্চিত্ররথঃ । রোমপাদসংজ্ঞো যস্য পুত্রো দশরথো জজ্ঞে । নাস্যৈ অজপুত্রো দশরথঃ শান্তাং নাম কন্যামনপত্যায় দুহিতৃত্বে যুযোজ ॥৩

রোমপাদাচ্চ তুরঙ্গঃ, তস্মাচ্চ পৃথুলাক্ষঃ, ততশ্চম্পঃ । য়শ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥৪

চম্পস্য হর্য্যঙ্গঃ, ততো ভদ্ররথো বৃহদ্রথো বৃহৎকর্ম্মা চ । বৃহৎকর্ম্মণশ্চ বৃহদ্ভানুঃ, তস্মাদ্ বৃহন্মনাঃ, ততো জয়দ্রথঃ । জয়দ্রথস্তু ব্রহ্মক্ষত্রান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥৫

বিজয়শ্চ ধৃতিং পুত্রমবাপ । তস্যাপি ধৃতব্রতঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

[যযাতি পুত্র অনুর বংশবর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর তিনটি পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেষ্ণু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহামনি এবং তৎপুত্র মহামনা। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। উশীনরেরও পাঁচটী পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও ধর্ব্ব। শিবির চারিজন পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপাঃ এবং তৎপুত্র বলি। এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামে ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ও পুণ্ড্র নামে পাঁচজন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপাদন করেন। এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটী দেশের নামও অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে ।১-২

অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ ও তৎপুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ, এই দশরথের আর একটী নাম রোমপাদ ; এই রোমপাদের কোন পুত্র-কন্যা না থাকায় অজপুত্র দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাকে ইঁহার কন্যারূপে প্রদান করেন। পরে রোমপাদের একটী পুত্র হয়, তাহার নাম তুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প ; ইনি চম্পা নাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ ; তৎপুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্ম্মা। বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিজয়

পুত্রোঽভূৎ। ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মণস্তু অধিরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গায়াং গতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপরিত্যক্তং কর্ণং পুত্রমবাপ ॥৬

কর্ণাদ্ বৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥৭

অতশ্চ পুরোর্ব্বংশং শ্রোতুমর্হসীতি ॥৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ধৃতি নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। সেই ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত হন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইঁহারাই অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। অনন্তর পুরুর বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩-৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[পুরুবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

পুরোর্জনমেজয়ঃ পুত্রস্তস্যাপি প্রচিন্বান্, প্রচীন্বতঃ প্রবীরঃ, তস্মান্মনস্যুঃ, মনস্যোশ্চাভয়দস্তস্যাপি সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তস্য সম্পাতিঃ, সম্পাতেরহম্পাতিস্ততো রৌদ্রাশ্বঃ। ঋতেয়ুঃ, কৃতেয়ুঃ, কক্ষেয়ুঃ, স্থণ্ডিলেয়ুর্ধৃতেয়ুঃ, স্থলেয়ুঃ, সন্নতেয়ুর্ধনেয়ুঃ, বনেয়ুর্নামানো রৌদ্রাশ্বস্য দশাপ্সরসো বভূবুঃ ॥১

ঋতেয়ো রন্তিনাবঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুমপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনাবঃ পুত্রানবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরৈনিলঃ, ততো দুষ্মন্তাপ্পাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ, দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ। যন্নামহেতুর্দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে।২

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥৩

রেতোধাঃ পুত্র উদ্ধরতি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বক্কাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

[পুরুবংশকথন।]

পরাশর বলিলেন,—পুরুর পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র সুদ্যুম্ন (সুদ্যু), তৎপুত্র বহুগব (বহুগত), তৎপুত্র সম্পাতি (সংযাতি), তৎপুত্র অহম্পাতি (অহংযাতি), তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের দশজন পুত্র; তাঁহাদের নাম,—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ধৃতেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, বনেয়ু ও বনেয়ু।১

ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামে এক পুত্র হয়। রন্তিনাব তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। তংসুর পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ইঁহার

ভরতস্য চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতাস্তস্মাতরো জঘ্নুঃ পরিত্যাগভয়াৎ ॥৫

ততোঽস্য পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎ-স্তোমযাজিনো দীর্ঘতমসা পার্ষ্ণ্যপাস্তবৃহস্পতিবীর্য্যাদুতথ্যপত্নী-মমতাসমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ পুত্রো মরুদ্ভির্দত্তঃ। তস্যাপি নামনির্ব্বচনশ্লোকঃ পঠ্যতে ॥৬

মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥৭

ইতি। ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ, ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ ॥৮

বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্র-মহাবীর্য্য-নর-গর্গাদ্যাস্তবন্মন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সংকৃতিঃ, সংকৃতে রুচিরধী-রন্তিদেবৌ। গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ ॥৯

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণ-পুষ্করিণ্যৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাদ্ বিপ্রতামুপজগাম। বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। য ইদং হস্তিনাপুর-মারোপয়ামাস। অজমীঢ়-দ্বিমীঢ়-পুরুমীঢ়াত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ, অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাদ্ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ ॥১০

অজমীঢ়স্যান্যঃ পুত্রো বৃহদিষুঃ, বৃহদিষোর্বৃহদ্ধনুঃ, ততশ্চ বৃহৎকর্ম্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ। ততোঽপি

ভরত নাম হইবার কারণস্বরূপ একটী শ্লোক দেবগণ গান করিয়া থাকেন, যথা,—"মাতা কেবল চর্ম্মময় পাত্রের তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ঔরসজাত, সে তাহারই স্বরূপ। হে দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকুন্তলার অবমান করিও না। হে সুরদেব! ঔরসজাত পুত্র পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার করে, তুমি এইপুত্রের আধাতা, শকুন্তলা একথা সত্যই বলিয়াছেন ।২-৪

ভরতের পত্নীগণের গর্ভে যে নয়টী পুত্র হয়, "ইহারা আমার অনুরূপ নহে" ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের জননীগণ "পাছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন" এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করেন। অনন্তর ভরতের পুত্র-জন্মের বৈকল্য হইলে পর তিনি মরুৎস্তোম নামে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই সময় মরুদ্গণ তাঁহাকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন। এই ভরদ্বাজ দীর্ঘতমমুনির পদতলপ্রহারক্ষিপ্ত বৃহস্পতিবীর্য্যে উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরদ্বাজেরও নামকরণ একটী শ্লোক পঠিত হয়, যথা,—এই ভরদ্বাজের জন্মের পর বৃহস্পতি মমতাকে বলিলেন,—হে মূঢ়ে! মমতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরণ কর। তখন মমতা বলিলেন,—হে বৃহস্পতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া পিতা ও মাতা প্রস্থান করিলে এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল ।৫-৭

ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ (ব্যর্থ) হওয়ায় মরুদ্গণ এই ভরদ্বাজকে পুত্র-স্বরূপে প্রদান করেন বলিয়া এই ভরদ্বাজের একটী নাম হইল "বিতথ"। বিতথের ভবন্মন্যু নামে এক পুত্র হয়। ভবন্মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয়। নরের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির দুই পুত্র—রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাবীর্য্যের উরুক্ষয় নামে এক পুত্র হয়। এই উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিনজন পুত্র হয় এবং এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই হস্তিনা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন পুত্র; অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেও কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন ।৮-১০

বিশ্বজিৎ, ততশ্চ সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব-কাশ্য-দৃঢ়-ধনুর্বৎসহনুসংজ্ঞাঃ সেনজিতঃ পুত্রাঃ। রুচিরাশ্বতঃ পৃথুসেনঃ, তস্মাৎ পারঃ, পারাদ্ নীপঃ। তস্যৈক-শতং পুত্রাণাম্, তেষাং প্রধানঃ কাম্পিল্যাধিপতিঃ সমরঃ ॥১১

সমরস্যাপি পার-সম্পার-সদশ্বাত্রয়ঃ পুত্রাঃ। পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুকৃতিঃ, সুকৃতের্বিভ্রাজঃ ততশ্চানুহঃ। স চ শুকদুহিতরং কীর্তিং নামোপযেমে ॥১২

অনুহাদ্ ব্রহ্মদত্তস্ততো বিষ্বক্সেনস্তস্যোদকসেন-স্ততো ভল্লাটঃ, তস্যাত্মজো দ্বিমীঢ়ঃ, দ্বিমীঢ়স্য যবীনর-সংজ্ঞস্তস্যাপি ধৃতিমান্, ততঃ সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ সুপার্শ্বঃ, ততঃ সুমতিঃ, ততশ্চ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ কৃতোঽভূৎ। যঃ হিরণ্য-নাভো যোগমধ্যাপয়ামাস। যশ্চতুর্বিংশতিং প্রাচ্য-সামগানাং চকার সংহিতাঃ ॥১৩

কৃতাজ্ঞোগ্রায়ুধঃ। যেন প্রাচুর্য্যেণ নৃপক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥১৪

উগ্রায়ুধাৎ ক্ষেম্যস্তস্মাৎ সুবীরস্তস্য নৃপঞ্জয়ঃ, ততো বহুরথঃ। ইত্যেতে পৌরবাঃ। অজমীঢ়স্য নীলিনী নাম পত্নী। তস্যাং নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, ততশ্চক্ষুস্ততোঽর্ক্যঃ, তস্মাদ্ মুদ্গল-সৃঞ্জয়-বৃহদিষু-প্রবীর-কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায়ালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভি-হিতাঃ অতস্তে পাঞ্চালাঃ ॥১৫

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ, ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গলাদ্ বৃহদ্রথঃ, বৃহদ্রথাৎ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ। শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো রাজ্ঞে। সত্য-ধৃতেস্তু বরাপ্সরসমুর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শরস্তম্বে পপাত ॥১৬

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ অভবৎ। মৃগয়ামুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্ট্বা কৃপয়া জগ্রাহ ॥১৭

অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম বৃহদিষু, বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ ও বৎসহনু নামে সেনজিতের চারিজন পুত্র হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ। নীপের একশত পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ। সমরের তিন পুত্র—পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃতি, সুকৃতির পুত্র বিভ্রাজ, তৎপুত্র অনুহ; অনুহ শুককন্যা কীর্তিকে বিবাহ করেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র বিষ্বক্সেন, তৎপুত্র উদকসেন, তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তৎপুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র সুপার্শ্ব, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমানের পুত্র কৃত। এই কৃতকে হিরণ্যনাভ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান এবং এই কৃত প্রাচ্য-সামগগণের চতুর্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন ।১১-১৪

উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র নৃপঞ্জয় ও তৎপুত্র বহুরথ। এই ইঁহারাই পুরুবংশীয় নৃপতি। অজমীঢ়ের নীলিনী নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে নীল নামা এক পুত্র জন্মে। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র ঋক্ষ্য, ঋক্ষ্যের পাঁচজন পুত্র—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে 'এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ' এই কথা বলায় উঁহাদের নাম 'পাঞ্চাল' হয়। মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের দিবোদাস নামে পুত্র

ততঃ স কুমারঃ কৃপঃ, কন্যা চাস্বত্থাম্নোজননী কৃপী দ্রোণপত্ন্যভবৎ। দিবোদাসস্য মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়োশ্চ্যবনো নাম রাজা, চ্যবনাৎ সুদাসস্ততঃ সৌদাসঃ সহদেবস্তস্যাপি সোমকস্ততো জন্তুঃ শতপুত্রজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ, পৃষতাদ্ দ্রুপদস্তস্মাদ্ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তস্মাদ্ ধৃষ্টকেতুঃ। অজমীঢ়স্যান্যঋক্ষনামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার ॥১৮

সুধনু-জহ্নু-পরিক্ষিৎ-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ, তস্মাচ্চ্যবনঃ, চ্যবনাৎ কৃতকঃ, ততশ্চোপরিচরো বসুঃ। বৃহদ্রথ-প্রত্যগ্র-কুশাম্ব-মাবেল্লমৎস্যপ্রমুখা বসোঃ পুত্রাঃ সপ্তাজায়ন্ত। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্, তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা, তস্য চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয়জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো নাম, তস্মাৎ সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ। ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ ॥১৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি; এই সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী ছিলেন। এক দিবস অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে দেখিয়া সত্যধৃতির রেতঃ (বীর্য্য) স্খলিত হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হইল ।১৫-১৬

অনন্তর ঐ রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটী পুত্র ও একটী কন্যাতে পরিণত হইল। এই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঐ দুইটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী অশ্বত্থামার জননী এবং দ্রোণপত্নী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং এই একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটী পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু; এই কুরুই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। সুধনু, জহ্নু ও পরিক্ষিৎ-প্রমুখ কুরুর অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর-বসু; উপরিচরবসুর সাত জন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান্, তৎপুত্র সত্যধৃত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর একটী পুত্র হয়, এই পুত্র জন্মকালে দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবাঃ। ইঁহারাই মাগধ নরপতি ।১৭-১৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কুরুবংশবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

পরিক্ষিতো জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥১

জহ্নোস্তু সুরথো নামাত্মজো বভূব ॥২

তস্য বিদূরথঃ, বিদূরথস্য সার্ব্বভৌমঃ, সার্ব্বভৌমাজ্জয়সেনঃ, তস্মাদাবাবী, ততশ্চাযুতায়ুঃ, অযুতায়োরক্রোধনঃ, তস্মাদ্ দেবাতিথিঃ, ততশ্চ ঋক্ষোঽভবৎ ॥৩

ঋক্ষাদ্ ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলীপাৎ প্রতীপস্তস্যাপি দেবাপি-শান্তনু-বাহ্লীক-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। দেবাপির্বাল্য এবারণ্যং বিবেশ ॥৪

শান্তনুরবনীপতিরভবৎ। অয়ঞ্চ তস্য শ্লোকঃ পৃথিব্যাং গীয়তে ॥

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ।
শান্তিঞ্চাপ্নোতি যেনাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥৫

তস্য শান্তনো রাষ্ট্রে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ ॥৬

ততশ্চাশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা ব্রাহ্মণানপৃচ্ছৎ, ভোঃ কস্মাদস্মিন্ রাষ্ট্রে দেবো ন বর্ষতি, কো মমাপরাধ ইতি। তে তমূচুঃ—অগ্রজস্য তেঽয়ঞ্চৈয়নবনিস্থয়া ভুজ্যতে পরিবেত্তা ত্বম্, ইত্যুক্তঃ। স পুনস্তানপৃচ্ছৎ কিং ময়া বিধেয়মিতি। তে তমূচুঃ—যাবদ্ দেবাপির্ন পতনাদিভির্দ্দোষৈরভিভূয়তে তাবত্তস্যার্হং রাজ্যং, তদলমেতেন তস্মৈ দীয়তাম্ ইত্যুক্তে তস্য মন্ত্রিপ্রবরেণাশ্মসারিণা তত্রারণ্যে তপস্বিনে বেদবাদবিরোধবক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥৭

তৈরপ্যতিঋজুমতের্মহীপতিপুত্রস্য বুদ্ধির্বেদবিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ॥৮

বিংশ অধ্যায়

[কুরুবংশের বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—পরিক্ষিতের চারিপুত্র; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জহ্নুর সুরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আবাবী, তৎপুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ। এই ঋক্ষ অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন; শান্তনু রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনু সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয়; যথা,—'রাজা শান্তনু স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা যে যে বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতেন, সেই সেই বৃদ্ধই যৌবন লাভ করিত এবং তাহার স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম শান্তিলাভ করিত। এই কর্ম্ম জন্যই ইঁহার নাম শান্তনু হয়' ॥১-৫

সেই শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। অনন্তর রাজা শান্তনু সমস্ত রাষ্ট্রের বিনাশ দেখিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হে দ্বিজগণ! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?' তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ করিতেছেন, সুতরাং আপনি পরিবেত্তা—এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর আমার কি কর্ত্তব্য পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপি যতদিন পর্য্যন্ত পাতিত্যজনক কোন দোষাচরণ না করেন, ততদিন এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য

রাজা চ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্নপরিবেদনশোকস্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রণীকৃত্য অগ্রজরাজ্যপ্রদানায়ারণ্যং জগাম। তদাশ্রমমুপগতাংশ্চ তমবনীপতিপুত্রং দেবাপিমুপতস্থুঃ। তে ব্রাহ্মণা বেদবাদানুবন্ধানি বচাংসি রাজ্যমগ্রজেন কর্ত্তব্যমিত্যর্থবন্তি তমূচুঃ। অসাবপি বেদবাদবিরোধিযুক্তিদূষিতমনেকপ্রকারং তানাহ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুমূচুঃ, আগচ্ছ ভো রাজন্ অলমত্রাতিনির্বন্ধেন, প্রশান্ত এবাসাবনার্ষ্টিদোষঃ পতিতোঽয়মনাদিকাল-মহিতবেদবচনদূষণোচ্চারণাৎ। পতিতে চাগ্রজে নৈব পরিবেত্তা ভবতি ইত্যুক্তঃ, শান্তনুঃ স্বপুরমাগত্য রাজ্যমকরোৎ। বেদবাদ-বিরোধিবচনোচ্চারণদূষিতে চ জ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাবখিলশস্যনিষ্পত্তয়ে ববর্ষ ভগবান্ পর্জ্জন্যঃ ॥৯

বাহ্লীকস্য সোমদত্তঃ পুত্রোঽভূৎ।

সোমদত্তস্যাপি ভূরি-ভূরিশ্রবঃ-শল্যসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গায়ামুদারকীর্ত্তি-রশেষশাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মঃ পুত্রোঽভূৎ। সত্যবত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য্যৌ পুত্রাবজনয়ৎ শান্তনুঃ। চিত্রাঙ্গদস্তু বাল এব চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্ব্বেণাহবে বিনিহতঃ। বিচিত্রবীর্য্যোঽপি কাশিরাজতনয়ে অম্বিকাম্বালিকে উপযেমে। তদুপভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চত্বমগমৎ। সত্যবতীনিয়োগাচ্চ মৎপুত্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মাতুর্বচনমনতিক্রমণীয়মিতি বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু তৎপ্রহিত-ভুজিষ্যায়াঞ্চ বিদুরমুৎপাদয়ামাস ॥১০

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদিপ্রধানং পুত্রশতং (গান্ধার্য্যাম্) উৎপাদয়ামাস। পাণ্ডো-রপ্যরণ্যে মৃগশাপোপহতপ্রজাজননসামর্থ্যস্য ধর্ম্মবায়ু-

---

তাঁহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি?' ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর শান্তনুর মন্ত্রী অশ্বসাদী বনমধ্যে স্থিত দেবাপির নিকট বেদবাদবিরোধ-বক্তাকে প্রেরণ করিলেন।৬-৭

সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তারাও অতি সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গানুসারিণী করিল। এদিকে রাজা শান্তনু ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদনশোকে আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করত অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ, বনে রাজপুত্র দেবাপির নিকট উপস্থিত হইয়া "অগ্রজেরই রাজ্য করা কর্ত্তব্য", এই প্রকার নানাবিধ বেদবাদ-সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্তিদূষিত ও বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজা শান্তনুকে বলিলেন,—"হে রাজন্! এই বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখাইবার প্রয়োজন নাই, আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদবাক্যের বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেত্তা হয় না।" তাঁহারা এইরূপ বলিলে রাজা শান্তনু নিজপুরে আগমন করত পুনর্ব্বার রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে পর অখিলশস্য নিষ্পত্তির জন্য পর্জন্যদেব বারি বর্ষণ করিলেন।৮-৯

বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত, সোমদত্তের তিন পুত্র—ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল্য। শান্তনুর অমরনদী গঙ্গার গর্ভে উদারকীর্ত্তি ও অশেষ-শাস্ত্রার্থবিৎ ভীষ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যবতী নাম্নী আর এক পত্নীর গর্ভে শান্তনু বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে আরও দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐ কন্যাদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশত ক্ষিন্ন হইয়াই অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর সত্যবতীর নিয়োগানুসারে আমার পুত্র

শক্রৈর্যুধিষ্ঠির-ভীমসেনার্জ্জুনাঃ কুন্ত্যাং, নকুল-সহদেবৌ চ অশ্বিভ্যাং মাদ্র্যাং পঞ্চ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। তেষাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ। যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, ভীমসেনাৎ শ্রুতসোমঃ, শ্রুতকীর্ত্তিরর্জ্জুনাৎ, শতানীকো নকুলাৎ, শ্রুতকর্ম্মা সহদেবাৎ। অপরে চ পাণ্ডবানামাত্মজাঃ। তদ্যথা, যৌধেয়ো যুধিষ্ঠিরাদ্ দেবকং পুত্রমবাপ। হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাৎ পুত্রমবাপ। কাশী চ ভীমসেনাদেব সর্ব্বত্রগং পুত্রমবাপ। সহদেবাচ্চ বিজয়া সুহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্তবতী। করেণুমত্যাঞ্চ নকুলোঽপি নিরমিত্রমজীজনৎ। অর্জ্জুনস্যাপ্যুলূপ্যাং নাগকন্যায়ামিরাবান্ নাম পুত্রোঽভূৎ। মণিপুরপতি-পুত্র্যাঞ্চ পুত্রিকাধর্ম্মেণ বভ্রুবাহনং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥১১

সুভদ্রায়াঞ্চার্জ্জুনেঽপি যোঽসাবতিবলপরাক্রমসমস্তারাতিরথবিজেতা সোঽভিমন্যুরজায়ত। অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষ্বশ্বত্থামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিত-চরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণমানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ জজ্ঞে ॥১২

যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তীতি ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়" এই বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীপ্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন।১-১০

ধৃতরাষ্ট্র (গান্ধারীর গর্ভে) দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। পাণ্ডু অরণ্যে মৃগরূপধারী ঋষির শাপপ্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তৎপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করেন। এই যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র শ্রুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পাণ্ডবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল, যথা—যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে পুত্র লাভ করেন, ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা ঘটোৎকচ নামে পুত্র এবং কাশী সর্ব্বগ নামে পুত্র লাভ করেন। বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনেরও নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্র হয় এবং পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুন মণিপুরাধিপতির কন্যাতে বভ্রুবাহন নামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি বালক হইয়াও অতিবলপরাক্রমশালী, শত্রুপক্ষসকলের বিজয়কারী, সেই অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্যুসুত উত্তরার গর্ভকে ভস্মীভূত করেন; কিন্তু পরে সকল-সুরাসুর যাঁহার চরণযুগল বন্দনা করেন এবং নিজ ইচ্ছাবশতই যিনি মানুষমূর্ত্তিধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ঐ গর্ভে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পরিক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিক্ষিৎ পরবর্ত্তিকালেও শুভময় এই অখিল ভূমণ্ডল সম্প্রতি ধর্ম্মের সহিত শাসন করিতেছেন।১১-১৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ভাবিনৃপতীনাং বিবরণম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে । যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ, তস্যাপি জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি ॥১

তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি । যোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ বেদমধীত্য কৃপাদস্ত্রাণ্যবাপ্য বিষয়-বিরক্তচিত্তবৃত্তিশ্চ শৌনকোপদেশাদাত্মবিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্ব্বাণমবাপ্স্যতি ॥২

শতানীকাদশ্বমেধদত্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধিসীমকৃষ্ণঃ, অধিসীমকৃষ্ণাদ্ নিচক্ষুঃ, যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি । তস্যাপ্যুষ্ণঃ পুত্রো ভবিতা । উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ, ততঃ শুচিরথঃ, তস্মাদ্ বৃষ্টিমান্, ততঃ সুষেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ, সুনীথাদৃচঃ, ততো নৃচক্ষুঃ, তস্যাপি সুখাবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ, ততশ্চ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী, মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ, ততো মৃদুঃ, তস্মাৎ তিগ্মঃ, তিগ্মাদ্ বৃহদ্রথঃ, তস্মাদ্ বসুদানঃ, ততোঽপ্যপরঃ শতানীকঃ ॥৩

তস্মাচ্চ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনরঃ, ততশ্চ খণ্ডপাণিঃ, ততো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষেমকঃ । তত্রায়ং শ্লোকঃ ।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যে যোনির্ব্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

একবিংশ অধ্যায়

[ভাবী নৃপতিগণের বিবরণ ।]

পরাশর বলিলেন,—ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর । যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারিজন পুত্র হইবে ; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন । জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে । ঐ শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন ও কৃপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচিত্ত হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন ।১-২

শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু (নিচক্ষু), নামে এক পুত্র হইবে । এই নিচক্ষুই গঙ্গা কর্তৃক হস্তিনাপুরে অপহৃত হইলে, কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিবেন । তাঁহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে । উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শুচিরথ, তৎপুত্র বৃষ্টিমান, তৎপুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, তৎপুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র মৃদু, তৎপুত্র তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদান, তৎপুত্র শতানীক ; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়ের পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র । তৎপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, তৎপুত্র খণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন । এই ক্ষেমক সম্বন্ধে একটী শ্লোক বলিতেছি ; যথা—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে ।৩-৪

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ভাবি-কালস্যেক্ষ্বাকুবংশীয়নৃপাণাং বর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অতশ্চেক্ষ্বাকবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যন্তে । বৃহদ্বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ ॥১

তস্মাদ্ গুরুক্ষেপঃ, ততো বৎসঃ, বৎসাদ্ বৎসব্যূহঃ, ততঃ প্রতিব্যোমঃ, তস্যাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ ॥২

ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসূনুর্ভানুরথঃ, তস্যাপি সুপ্রতীকঃ, ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চামিত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্ম্মী, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াদ্রণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ শাক্যঃ, শাক্যাৎ শুদ্ধোদনঃ, তস্মাদ্রাহুলঃ, ততঃ প্রসেনজিৎ, ততশ্চ ক্ষুদ্রকঃ, ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি সুরথঃ, ততশ্চ সুমিত্রোঽন্তঃ—ইত্যেতে চেক্ষ্বাকবো বৃহদ্বলান্বয়াঃ । অত্রানুবংশশ্লোকঃ ।

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি ।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থা প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[ভবিষ্যৎকালের ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণের বর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশের ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব । বৃহদ্বলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর, তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুপর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাহুল, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র সুরথ এবং তৎপুত্র সুমিত্র ; এই ইঁহারাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের সন্ততিগণ ভূপতি হইবেন । এই বংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে ; যথা,—"এই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই ; কারণ, ইক্ষ্বাকুবংশে সুমিত্রনামক রাজাকে পাইয়া কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে" ।১-৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[মগধবংশবর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণামনুক্রমং কথয়ামি ॥১

অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধপ্রধানা ভূভুবঃ ॥২

জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান্, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তত্তনয়ঃ সুক্ষত্রস্তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাচ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতাদ্ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমাঃ, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[মগধবংশবর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—ভাবিকালের মগধ দেশীয় বার্হদ্রথ (বৃহদ্রথবংশীয়) নৃপতিগণের অনুক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বংশে মহাবল জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান ছিলেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র শ্রুতবান্, তৎপুত্র নিরমিত্র, তৎপুত্র সুক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র শ্রুতঞ্জয় ও তৎপুত্র বিপ্র। বিপ্রের শুচিনামা এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুব্রত, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র সুশ্রম, তৎপুত্র দৃঢ়সেন, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সুবল। সুবলের সুনীতি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ এবং তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। এই বার্হদ্রথ ভূপতিগণ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন ।১-৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কলিকালস্থিত-নৃপাণাং কলিধর্ম্মস্য চ বর্ণনম্। রাজবংশবর্ণনোপসংহারশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি ॥১

স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি। তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতা। ততশ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নন্দিবর্দ্ধনঃ ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমেকশতং পঞ্চপ্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥২

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্রশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা। তৎপুত্রঃ ক্ষেমধর্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্রো বিম্বসারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দর্ভকঃ, দর্ভকাজ্জোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবর্দ্ধনঃ, ততো মহানন্দী, ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি ত্রিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি ॥৩

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা ॥৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি ॥৫

তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাল্যাদ্যা ভবিতারঃ। তস্য চ মহাপদ্মস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥৬

তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥৭

তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারো ভবিষ্যতি। তস্যাপি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

[কলিকালস্থিত নরপতিগণ এবং কলিধর্ম্মবর্ণন ও রাজবংশবর্ণনার উপসংহার।]

পরাশর বলিলেন,—বৃহদ্রথবংশে রিপুঞ্জয় নামে যে শেষ রাজা, তাঁহার সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে। সে স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। প্রদ্যোতের পালকনামা এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন। প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্র বিম্বসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন এবং তৎপুত্র মহানন্দী। এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে।১-৩

মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মানন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিবে। সেই সময় হইতে শূদ্রগণ ভূমিপাল (রাজা) হইবে। সেই মহাপদ্ম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্মের সুমালী প্রভৃতি আটজন পুত্র হইবে এবং তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্যভোগকাল একশত বৎসর। কৌটিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য

অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ, ততো দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ, ততঃ শালিশুকঃ, তস্মাৎ সোমশর্ম্মা, তস্মাৎ শতধন্বা, তস্যাপ্যসুরূহদ্রথনামা ভবিতা। এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরম্। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি ॥৮

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি ॥৯

অস্যাস্মজোঽগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসুমিত্রঃ, তস্মাদপ্যার্দ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততো ঘোষবসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ, ততো ভাগবতঃ ॥১০

তস্মাদ্ দেবভূতিঃ, ইত্যেতে দশ শুঙ্গা দ্বাদশোত্তরং বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ততঃ কণ্বানেষা ভূর্যাস্যতি ॥১১

দেবভূতিস্তু শুঙ্গরাজানং ব্যসনিনং তস্যৈবামাত্যঃ কণ্বো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্তা। তৎপুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্যাপি নারায়ণঃ, নারায়ণস্য সুশর্ম্মা, এতে কাণ্বায়নাশ্চত্বারঃ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। সুশর্ম্মাণং কশ্চক ভৃত্যো বলাৎ শিপ্রকনামা হত্বা অন্ধ্রজাতীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি। ততশ্চ কৃষ্ণনামা তদ্ভ্রাতা ভূপতির্ভাবী। তস্য শ্রীকান্তকর্ণিঃ, তস্যাপি পূর্ণোৎসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ শাতকর্ণিঃ, তস্যাচ্চ লম্বোদরঃ, তস্মাদ্ বিবিলকঃ, ততো মেঘস্বাতিঃ, ততঃ পটুমান্, ততশ্চ অরিষ্টকর্ম্মা, ততো হালঃ, হালাৎ পুত্তলকঃ, ততঃ প্রবিল্লসেনঃ, ততঃ সুন্দরঃ শাতকর্ণী, তস্যাচ্চকোরঃ শাতকর্ণী ॥১২

ততঃ শিবস্বাতিঃ, ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান্, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্দঃ, ততো যজ্ঞশ্রীঃ, ততো বিজয়ঃ, ততশ্চন্দ্রশ্রীঃ, তস্যাপি পুলোমাচিঃ, এবমেতে ত্রিংশৎ, চত্বার্য্যব্দশতানি সট্‌পঞ্চাশদধিকানি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ভক্ত্র-

---

শূদ্ররাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্যই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।৪-৭

চন্দ্রগুপ্তের বিন্দুসার নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা ও শতধন্বার পুত্র বৃহদ্রথ। এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, ইহারা এক শত সাইত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। তৎপরে শুঙ্গবংশীয় রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। অনন্তর সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র আর্দ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তৎপুত্র ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত এবং তৎপুত্র দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশীয় দশজন ভূপতি একশত বার বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর এই পৃথিবী কণ্ববংশীয় নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে ।৮-১১

দেবভূতিনামা কণ্ববংশীয় একজন শুঙ্গরাজবংশের অমাত্য ব্যসনাসক্ত শুঙ্গবংশীয় রাজাকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। কণ্ববংশীয় এই চারিজন ভূপতি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসম্ভব রাজত্ব করিবে। অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রকনামা একজন ভৃত্য কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া রাজা হইবে। তাহার পর শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হইবে। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, তৎপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র বিবিলক, তৎপুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান্, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হাল, হালের পুত্র পুত্তলক, তৎপুত্র প্রবিল্লসেন, তৎপুত্র সুন্দর শাতকর্ণী; তৎপুত্র চকোর শাতকর্ণী,

ভৃত্যাঃ। সপ্তাভীরা দশগর্দ্দভিলা ভুভুজো ভবিষ্যন্তি ॥১৩

ততঃ ষোড়শ শকা ভুভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ, চতুর্দ্দশ তুখারাঃ, মুণ্ডাশ্চ ত্রয়োদশ, একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি নবনবত্যধিকানি ভোক্ষ্যন্তি ॥১৪

ততশ্চ পৌরা একাদশ ভূপতয়োঽষ্টশতানি ত্রীণি মহীং ভোক্ষ্যন্তি ॥১৫

তেষূচ্ছন্নেষু কৈলকিলা যবনা ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। মুর্দ্ধাভিষিক্তস্তেষাং বিন্ধ্যশক্তিঃ ॥১৬

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাদ্ ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাদ্ বরাঙ্গঃ, কৃতনন্দনঃ, সুবিনন্দিঃ, নন্দিযশাঃ, শিশকপ্রবারী চ। এতে বর্ষশতং ষড়্বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি। ততস্তৎপুত্রাত্রয়োদশৈব, বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, ততঃ পুষ্পমিত্র-পদুমিত্র-পদ্মমিত্রাত্রয়োদশ মেকলাশ্চ সপ্ত কোশলায়াস্তে নবৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নৈষধাস্তু তাবন্ত এব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥১৭

মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দব্রহ্মণ্যান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যন্ উৎসাদ্যাখিলক্ষত্রজাতিম্। নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গা প্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলোড্র-(পৌণ্ড্রক তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি। কলিঙ্গ-মাহিষিকমাহেন্দ্রভৌমা গুহাং ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈষীধিক-কালতোয়ান্ জনপদান্ মণিধারবংশা ভোক্ষ্যন্তি। স্ত্রীরাজ্য (ত্রৈরাজ্য) মূষিকজনপদান্ ঋনকাহ্বয়া ভোক্ষ্যন্তি। সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যশূদ্রানর্ব্বুদমরু-ভূমিবিষয়াংশ্চ ব্রাহ্মা বিজাভীরশূদ্রাদ্যা ভোক্ষ্যন্তি।

তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গৌতমীপুত্র, তৎপুত্র পুলিমান্, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিবস্কন্দ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র চন্দ্রশ্রী, তৎপুত্র পুলোমাচি—এই অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি যথাসম্ভব চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। তৎপরে সাত জন আভীর ও দশজন গর্দ্দভিল রাজা হইবে ।১২-১৩

অনন্তর ষোল জন শকবংশীয় রাজা হইবে। তৎপরে আটজন যবন রাজা হইবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ তুখার, তৎপরে ত্রয়োদশ মুণ্ড ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে এক হাজার তিন শত নিরানব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। পরে তাহারা বিনষ্ট হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে। বিন্ধ্যশক্তি তাহাদের মুখ্য রাজা। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুবিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী উৎপন্ন হইবে। ইহারা যথাসম্ভব এক শত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর ইহাদের ত্রয়োদশ জন পুত্র, পরে বাহ্লীকবংশীয় তিন জন, অনন্তর পুষ্পমিত্র, পদুমিত্র ও পদ্মমিত্র আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকলদেশজাত সাত জন ও নয় জন কোশলাপুরীতে যথাক্রমে রাজা হইবে। পরে নিষধদেশীয় নয় জন রাজা হইবে ।১৪-১৭

অনন্তর মগধাপুরীতে বিশ্বস্ফটিক নামা একজন রাজা অন্য বর্ণ প্রবর্ত্তিত করিবে এবং সমগ্র ক্ষত্র-জাতির উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী কৈবর্ত্ত, কটু ও পুলিন্দগণকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্মাবতীপুরীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কান্তিপুরী ও মথুরায় নাগগণ ও গুপ্তগণ রাজা হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশল, ওড্র ও তাম্রলিপ্ত জনপদসমূহ এবং সমুদ্রতটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিষিক, মাহেন্দ্র ও ভৌমগণ গুহাপুরীকে রক্ষা করিবে। মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, নৈষিধিক ও

সিন্ধুতটদার্ব্বীকোর্ব্বী-চন্দ্রভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছাদয়ঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি। এতে চ তুল্যকালাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি। অল্পপ্রদাদা বৃহৎকোপাঃ সর্ব্বকালমনৃতাধর্ম্মরুচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধকর্ত্তারঃ পরস্বাদানরুচয়োঽল্পসারা উদিতাস্তমিত-প্রায়াঃ স্বল্পায়ুষো মহেচ্ছা অত্যল্পধর্ম্মাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥১৮

তৈশ্চ বিমিশ্রা জনপদাস্তজ্জীলবর্ত্তিনো রাজা-শ্রয়শ্লিণো ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি ॥১৯

ততশ্চানুদিনমল্পাল্পহ্রাসাদ্ ব্যবচ্ছেদাদ্ ধর্ম্মার্থ-য়োর্জ্জগতঃ সংক্ষেপো ভবিষ্যতি ॥২০

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্ধর্ম্মএবাশেষধর্ম্মহেতুরভি-রুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতুঃ রত্নতাম্রভাগিতৈব পৃথিবী-হেতুর্ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুর্লিঙ্গধারণমেবাশ্রম-হেতুরন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ ॥২১-২২

দৌর্ব্বল্যমেব আবৃত্তিহেতুর্ভয়গর্ব্বোচারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ ॥২৩

দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ, আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪

স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ, স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ, সদ্বেশধার্য্যেব পাত্রং দূরায়তনোদকমেব তীর্থমিত্যে-বমনেকদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ব্ববর্ণেষ্বেব যো যো বলবান্ স স ভূপতির্ভবিষ্যতি এবঞ্চাতিলুব্ধকর-ভারাসহাঃ শৈলানামন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মধুশাকমূলফলপত্রপুষ্পাহারাশ্চ ভবিষ্যন্তি, তরুবল্কল-চীরপ্রাবরণাশ্চাতিবহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহা ভবিষ্যন্তি। ন চ কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতিবর্ষাণি

কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়-গণ স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণাদি, আভীর ও শূদ্রাদি জাতি তখন সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র, অর্ব্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করিবে। সিন্ধুতট, দার্ব্বীকোর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশসকলকে ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমানকাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এই সকল নৃপতি সর্বদাই অপ্রসন্ন, অতিকোপশালী, সর্ব্বকালেই মিথ্যা ও অধর্ম্মে স্পৃহাবান্, স্ত্রী, বালক ও গোবধকারী, পরস্বগ্রহণ-প্রয়াসী, অল্পশক্তি এবং উদয় ও অস্তের ন্যায় স্বল্পায়ু হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে। ইহাদের দ্বারা জনপদসকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং রাজস্বভাবানুকারী ও রাজার আশ্রয় লাভে বলবান্ আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল রাজার অধিকারকালে প্রজাক্ষয় করিবে। অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম্মের এবং অর্থের অল্প অল্প হ্রাস ও ক্ষয়হেতু সংসারও নষ্ট অর্থাৎ জগতে ধর্ম্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে ।১৮-২০

তৎপরে অর্থই কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইবে, অভিরুচিমাত্রই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্যাদিবিচার থাকিবে না), রত্ন ও তাম্র (অর্থ) যাহার যত থাকিবে, সে-ই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে। যজ্ঞোপবীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্ন ধারণ মাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং অন্যায়ই জীবিকানির্ব্বাহের কারণ হইবে। দুর্ব্বলতা অবৃত্তির হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক চীৎকারই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। দানই ধর্ম্মের কারণ ও নির্ধনতাই সাধুতার কারণ হইবে। সেইসময় স্নানই বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সদ্বেশধারী তিনিই সৎপাত্র হইবেন এবং দূরবর্ত্তী আয়তন বা জল তীর্থরূপে পরি-গণিত হইবে। এই প্রকার বহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি

জীবিষ্যতি। অনবরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াত্য-খিলমেবৈষ জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥২৫

শ্রৌতস্মার্তধর্ম্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে চ কলাবশেষজগৎস্রষ্টুশ্চরাচরগুরোরাদিময়স্যাখিলময়স্য সর্ব্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেব-স্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণবিষ্ণুযশসো গৃহে অষ্টগুণদ্ধিসমন্বিতঃ কল্কিরূপী জগত্যত্রাবতীর্য্য সকলম্লেচ্ছদস্যুদুষ্টচরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্ন-মাহাত্ম্যশক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥২৬

স্বধর্ম্মেষু চাখিলং জগৎ সংস্থাপয়িষ্যতীতি। অনন্তরকালেশকলেরবসানে প্রবুদ্ধানাং তেষামেব জনপদানামমলস্ফটিকবিশুদ্ধমতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥২৭

তেষাঞ্চ বীজভূতানামশেষমনুষ্যাণাং পরিণতানামপি তৎকালকৃতানামপত্যপ্রসূতির্ভবিষ্যতি ॥২৮

তানি চ তনপত্যানি কৃতযুগধর্ম্মানুসারীণি ভবিষ্য-ন্তীতি ॥২৯

অত্রোচ্যতে

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য-বৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥৩০
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥৩১
যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ॥৩৩

হইবে। প্রজাসকল অতিলোলুপ রাজার করভার সহন করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের কন্দরসমূহে আশ্রয় করিবে ও মধু, শাক, মূল, ফল, পত্র ও পুষ্প আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তরুবল্কল কাপড় ও চাদর করিবে এবং শীত, বায়ু, আতপ (গ্রীষ্ম) ও বর্ষাদি সহ্য করিবে। কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও * জীবিত থাকিবে না। কলিযুগ এইপ্রকার যতই অন্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই সমস্ত লোকও অনবরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত এবং কলি ক্ষীণপ্রায় হইলে, যিনি অখিল জগৎ সৃজন করিয়াছেন, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি অন্তময়, সর্ব্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান্ বাসুদেবের অংশ সম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, অসীমশক্তি ও মাহাত্ম্যশালী কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাদিগের ক্ষয় করিবেন।২১-২৬

ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করিবেন। অনন্তর সম্পূর্ণ কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদের মতি স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইবে। তৎকালজাত সেই সকল বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত (বৃদ্ধ) হইলেও তাঁহাদের অপত্য (পুত্র-কন্যা) প্রসূত হইতে থাকিবে। সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই বিষয়ে কথিত হয় যে, "যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুষ্যনক্ষত্রে আগমন করিবেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে"* ।২৭-৩০

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট এই সকল বংশসমূহের অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর—ইহা জানিবে। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রত্রয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে একটি করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ একশত বৎসর কাল অবস্থান করেন।৩১-৩৩

* যদিও প্রতি দ্বাদশ (১২) বৎসর অন্তর বৃহস্পতি কর্কটরাশিতে গমন করেন এবং সেখানে অমাবাস্যায় পুষ্যা নক্ষত্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতির যোগ হয়, তথাপি 'সমেষ্যন্তি' পদে একই সঙ্গে ঐ তিন গ্রহের আগমনে সত্যযুগ আরম্ভ বুঝিতে হইবে। এটা বৃহস্পতির আগমনে নহে। সেইজন্য এইস্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না।

তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩৪
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তত্রৈব কলিরাগতঃ ॥৩৫
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥৩৬
গতে সনাতনস্যাংশে বিষ্ণোস্তত্র ভুবো দিবম্।
তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭
বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ।
যাতে কৃষ্ণে চকারাথ সোঽভিষেকং পরীক্ষিতে ॥৩৮
প্রযাস্যন্তি যদা তে চ পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩৯
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥৪০
ত্রীণি লক্ষাণি বর্ষাণাং দ্বিজ মানুষসংখ্যয়া।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ ॥৪১

শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যয়া।
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্ ॥৪২
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৩
বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।
পুনরুক্তবহুত্বাৎ তু ন ময়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৪৪
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ ॥৪৫
কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকৌ হি তৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬
এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্বসুন্ধরা।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে ॥৪৭
কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপি-মরূ সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ ॥৪৮
এষ তূদ্দেশতো বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া।
নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি ॥৪৯

হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মঘাবর্ত্তী মঘানক্ষত্রে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কলি কাল প্রবৃত্ত হয়। যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব যত দিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর তৎকালে সনাতন বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজ্য ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক বিপরীত লক্ষণ-সকল দর্শন করিয়া পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। এই মহর্ষিগণ যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেইদিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর ৩৪-৪০

হে দ্বিজ! মনুষ্যসংখ্যানুসারে তিন লক্ষ ষাটি হাজার বৎসর কলি বর্ত্তমান থাকিবে। অনন্তর কলির অবসানে দিব্য সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্যযুগ বর্ত্তমান থাকিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের বহুত্ব ভয়ে ঐ পরিসংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম না। মহাযোগ-বলশালী পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরু—ইঁহারা দুইজনে সত্যযুগে পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইঁহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন।

এতে চান্যে চ ভূপালা যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে।
কৃতং মমত্বং মোহান্ধৈর্নিত্যেঽনিত্যকলেবরৈঃ ॥৫০
কথং মমেয়মচলা মৎপুত্রস্য কথং মহী।
মদ্বংশস্যেতি চিন্তার্তা জগ্মুরন্তমিমে নৃপাঃ ॥৫১
তেভ্যঃ পূর্ব্বতরাশ্চান্যে তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে।
ভবিষ্যাশ্চৈব যাস্যন্তি তেষামন্যে চ মোহপ্যসু ॥৫২
বিলোক্যাত্মজয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যগ্রান্ নরাধিপান্।
পুষ্পপ্রহাসৈঃ শরদি হসতীব বসুন্ধরা ॥৫৩
মৈত্রেয় পৃথিবী গীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥৫৪

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেষ নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন ফেনলধর্মাণোঽপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥৫৫
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্ ॥৫৬
ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যাবিদূরগম্ ॥৫৭
সমুদ্রাবরণং যাতি মম্মণ্ডলমখো বশম্।
কিমেবাত্মজয়ে তস্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥৫৮
উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং মায়ায় গতঃ পিতা।
তাং মমেতি বিমূঢ়াত্মা জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ ॥৫৯
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণামপি বিগ্রহাঃ।
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাধৃতচেতসাম্ ॥৬০
পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা
মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
যো যো মৃতো ঽত্র বভূব রাজা
কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥৬১

যে প্রকারে এক্ষণে দেবাপি ও মরু বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই নৃপতিগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহুল্যরূপে শত জন্মেও কীর্ত্তন করা যায় না। অমিতা-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া কলাস্থায়ী এই ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন ।৪১-৫০

এই পৃথিবী কি প্রকারে অচল হইয়া আমার, মৎপুত্রের অথবা মদীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে সকল মহীপতিই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহীপালগণের পূর্ব্ব পূর্ব্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করত বিলয় প্রাপ্ত হইবেন ।৫১-৫২

প্রতি বৎসর এই সকল নৃপতিগণকে নিজ জয়লাভের জন্য উদ্যোগী হইয়া যুদ্ধযাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বসুন্ধরা শরৎকালে পুষ্পসমূহ বিকসিত করিয়া যেন হাস্য করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! এই বিষয়ে পৃথিবীকর্ত্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক আছে—তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অমিতাত্মা ধর্ম্মধ্বজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়টী বলিয়াছিলেন। পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে, এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান্ হইলেও ইঁহাদের এবম্প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইঁহারা ফেনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন? এই নরপতিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ভৃত্য এবং পুরবাসিগণকে জয় করিয়া পরে রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন। তাঁহারা 'ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব' এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না ।৫৩-৫৭

সমুদ্র পরিবৃত ধরণীমণ্ডল যদি নিজের বশে আসে, তথাপি আত্মজয়ের নিকট উহার কি মূল্য আছে? কারণ

দৃষ্ট্বা মমত্বাদৃতচিত্তমেকং
বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যাত্মজস্থস্য কথং মমত্বং
হৃত্বাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥৬২

পৃথ্বী ময়ৈষাস্তু পরিত্যজৈনাং
বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ
পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥৬৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যেতে ধরণীগীতা শ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতাঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপচ্ছন্নং যথা হিমম্ ॥৬৪

ইত্যেষ কথিতঃ সম্যঙ্মনোর্ব্বংশো ময়া তব।
যত্র স্থিতিপ্রবৃত্তস্য বিষ্ণোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥৬৫

শৃণুয়াদ্ য ইমং ভক্ত্যা মনুবংশমনুক্রমাৎ।
তস্য পাপমশেষং বৈ প্রণশ্যত্যমলাত্মনঃ ॥৬৬
ধনধান্যঋদ্ধিমতুলাং প্রাপ্নোত্যধ্যাহতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রুত্বৈবমখিলং বংশং প্রশস্তং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥৬৭
ইক্ষ্বাকুজহ্নুমান্ধাতৃসগরাবিক্ষিতান্ রঘূন্।
যযাতিনহুষাণ্যাংশ্চ জ্ঞাত্বা নিষ্ঠামুপাগতান্।
মহাবলান্ মহবীর্য্যাননন্তধনসঞ্চয়ান্ ॥৬৮
কৃতান্ কালেন বলিনা কথাশেষান্ নরাধিপান্।
শ্রুত্বা ন পুত্রদারাদৌ গৃহক্ষেত্রাদিকে তথা।
দ্রব্যাদৌ চ কৃতপ্রজ্ঞো মমত্বং কুরুতে নরঃ ॥৬৯
তপ্তং তপো যৈঃ পুরুদপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্বর্ষগণানেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতান্ত কালেন কথাবশেষাঃ ॥৭০

যোজনই আত্মজন্মের (মনোজন্মের) ফল। পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; আহা। নরপতিগণ মূঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন? আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুদ্ধও করিয়া থাকেন।৫৮-৬০

এই পৃথিবীতে যে যে রাজা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, "এই সমস্ত পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে।" এইরূপ আমার প্রতি মমত্বকারী একজনকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্ব্বার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দেয়? "ইহা আমার পৃথিবী (ভূমি); অতএব তুমি ইহাকে সত্বর পরিত্যাগ কর", যাহারা দূতমুখে শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হয়, আবার মূঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে" ।৬১-৬৩

পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয়! ধরণীকর্ত্তৃক গীত এই শ্লোকসমূহ যাহারা শ্রবণ করে, সূর্য্যতাপে বিগলিত হিমের ন্যায় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই মনুর বংশ আমি তোমার নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। মনুবংশের স্থিতিকারক নৃপতিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর অল্প অল্প অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ক্রমশঃ এই মনুবংশ শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে। যে মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের এই মঙ্গলময় অখিল বংশ শ্রবণ করিবে, সে অতুলনীয় ধনধান্য ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। মহাবল-বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, পরম নিষ্ঠাবান্ ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত (মরুত্ত) ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহুষ প্রভৃতি নৃপতিগণ এবং বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্র শেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক অবধান করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ্ঞ হয় এবং পুত্র, স্ত্রী ও গৃহক্ষেত্রাদিতে তাহার আর মমতা থাকে না। যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনেকবর্ষ-কালব্যাপী তপস্যা ও যজ্ঞসমূহ করিয়াছেন, সেই সকল

পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকা-
নব্যাহতো যোঽরিবিদারিচক্রঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ
ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ ॥৭১
যঃ কার্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে স্তুভিধীয়মানঃ
স এব সঙ্কল্পবিকল্পহেতুঃ ॥৭২
দশাননাবিক্ষিতরাঘবাণা-
মৈশ্বর্য্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
ভ্রূভঙ্গপাতেন দিগন্তকস্য ॥৭৩
কথাশরীরত্বমবাপ নৈষ
মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্ত্তী।
শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধু-
র্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ ॥৭৪
ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো
দশাননো রাঘব-লক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক্ব তু তে ন বিদ্মঃ ॥৭৫
যে সাম্প্রতং যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ
প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোগ্রবীর্য্যাঃ।
যে তে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ
সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্ব্বে ॥৭৬
এতদ্বিদিত্বা ন নরেণ কার্য্যং
মমত্বমাত্মন্যপি পণ্ডিতেন।
তিষ্ঠন্তু তাবৎ তনয়াত্মজাদ্যাঃ
ক্ষেত্রাদয়ো যে তু শরীরতোঽন্যে ॥৭৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলবীর্য্যশালী মনুষ্যগণকেও কাল কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে।৬৪-৭০

যে পৃথু রাজা সর্বত্র অব্যাহতগতিতে লোক-সমূহে বিচরণ করিতেন, যাঁহার সৈন্য শত্রুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, তিনিও কালরূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নিরাশি-প্রক্ষিপ্ত শাল্মলি বৃক্ষের তুলার ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন।৭১

যে কার্তবীর্য্যার্জুন আক্রমণ দ্বারা রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকল দ্বীপ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম করিলে মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে এতাদৃশ কেহ ছিলেন কি না ? ৭২

দিঙ্মণ্ডলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দশানন, অবিক্ষিত (মরুত্ত) ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য যমের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণকালমধ্যে ভস্ম হয় নাই বা কিরূপে ? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে) অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্। ৭৩

মান্ধাতানামে সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌ও যখন কথাবশেষ হইয়াছেন, তখন ইহা শুনিয়াও কোন্ মন্দবুদ্ধি মানুষ শরীরে মমত্ব করিতে পারে ? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক্) ।৭৪

ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে ; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায় তাহা জানি না।৭৫

হে বিপ্রবর ! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মহাবীর্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলিয়াছি এবং তদ্ব্যতীত আরও যে সকল ভূপতি হইবেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন ; কেহই চিরস্থায়ী নহেন।৭৬

পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া করিবেন না ; শরীর ভিন্ন যে সকল কন্যা, পুত্র ও ক্ষেত্রাদি আছে, তাহাদের কথা ত দূরে থাকুক।৭৭

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থাংশ সমাপ্ত।

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[বসুদেব-দেবক্যোর্বিবাহঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে পৃথিব্যা গমনম্, বিষ্ণোঃ স্তোত্রম্,
কংসাদীন্ হন্তুং বিষ্ণোরঙ্গীকারশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

নৃপাণাং কথিতঃ সর্ব্বো ভবতা বংশবিস্তরঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥১
অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছামি শংসতঃ ॥২
চকার যানি কর্ম্মাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং তত্র তানি মুনে বদ ॥৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যৎ পৃষ্টোঽহমিদং ত্বয়া।
বিষ্ণোরশাংশ-সম্ভূতি-চরিতং জগতো হিতম্ ॥৪
দেবকস্য সুতাং পূর্ব্বং বসুদেবো মহামুনে।
উপযেমে মহাভাগাং দেবকীং দেবতোপমাম্ ॥৫
কংসস্তস্যোর্ব্বরথং চোদয়ামাস সারথিঃ।
বসুদেবস্য দেবক্যাঃ সংযোগে ভোজবর্দ্ধনঃ ॥৬
অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈঃ কংসমাভাষ্য সাদরম্।
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥৭
যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি ॥৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য সমাদায় খড়্গং কংসো মহাবলঃ।
দেবকীং হন্তুমারব্ধো বসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥৯
ন হন্তব্যা মহাবাহো দেবকী ভবতা তব।
সমর্পয়িষ্যে সকলান্ গর্ভানস্যোদরোদ্ভবান্ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

[বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর গমন,
বিষ্ণুর স্তোত্র ও কংসাদিকে বধ করিতে
বিষ্ণুর অঙ্গীকার।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি রাজগণের সম্পূর্ণ বংশের বিস্তার ও উঁহার চরিতসমূহের ক্রমশঃ যথাযথ বর্ণন করিলেন। হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণুর অংশাবতার, ইঁহার যথার্থ বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে মুনে! ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন ।১-৩

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবংশবর্দ্ধন কংস সারথি হইয়া সস্পতির রথ চালনা করিয়াছিল। সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গম্ভীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, "অরে মূঢ়! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন" ।৪-৮

পরাশর বলিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

পরাশর উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা চ তং কংসো বসুদেবং দ্বিজোত্তম।
ন ঘাতয়ামাস চ তাং দেবকীং তস্য গৌরবাৎ ॥১১
এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥১২
স ব্রহ্মকান্ সুরান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাহ মেদিনী।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং খেদাৎ করুণভাষিণী ॥১৩

পৃথিব্যুবাচ।

অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যঃ পরো গুরুঃ।
মমাপ্যখিললোকানাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ ॥১৪
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাত্মা কালশ্চাব্যক্তমূর্ত্তিমান্ ॥১৫
তদংশভূতঃ সর্ব্বেষাং সমূহো যঃ সুরোত্তমাঃ।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বসুশ্বি-বহ্নয়ঃ ॥১৬
পিতরো যে চ লোকানাং স্রষ্টারোঽত্রিপুরোগমাঃ।
এতৎ তস্যাপ্রমেয়স্য রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥১৭
যক্ষ-রাক্ষস-দৈত্যেয়াঃ পিশাচোরগ-দানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥১৮
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্র-গগনাগ্নিজলানিলাঃ।
অহঞ্চ বিদ্যয়াশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥১৯
তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে ॥২০
তৎ সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ ॥২১
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ ॥২২
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথা ত্র্যগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ ॥২৩
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥২৪
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি ॥২৫

তখন বসুদেব বলিলেন,—হে মহাশয়ে! দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব।৯-১০

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কংস বসুদেবের বাক্যে 'তাহাই হইবে' বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না। এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে প্রপীড়িতা হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে দেবগণের নিকট গমন করেন। পৃথিবী ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।১১-১৩

পৃথিবী বলিলেন,—অগ্নি যেমন সুবর্ণের এবং সূর্য্য যেমন গোসমূহের পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোকসমূহের নারায়ণ পরম গুরু। তিনি প্রজাপতিরও পতি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা, কাষ্ঠা এবং নিমেষরূপে প্রতীত এবং অব্যক্তমূর্ত্তিমান্ কালস্বরূপ। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে উৎপন্ন এবং আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার অগ্নি ও পিতৃগণ এবং লোকসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, সেই অপ্রমেয় মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণচিত্রিত গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিদ্যা-সমূহ, এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়। তথাপি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপসমূহ সাগরে তরঙ্গের ন্যায় দিবারাত্রি একে অপরকে বাধ্য বাধকভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৪-২০

সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজাসমূহকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বে এই কালনেমিকে প্রভাবশীল অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণু বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে

তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥২৬
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মিতি বিহ্বলা ॥২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষং ত্রিদশৈস্ততঃ।
ভূবো ভারাবতারার্থং ব্রহ্মা প্রাহ প্রচোদিতঃ ॥২৮

ব্রহ্মোবাচ।

যথাহ বসুধা সর্ব্বং সত্যমেতদ্দিবৌকসঃ।
অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥২৯
বিভূতয়স্তু যাস্তস্য তাসামেব পরস্পরম্।
আধিক্যন্যূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ত্ততে ॥৩০
তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষীরাব্ধেস্তটমুত্তরম্।
তত্রারাধ্য হরিং তস্মৈ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াম বৈ ॥৩১
সর্ব্বৈরেব জগত্যর্থে স সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ঃ।
স্বল্পাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং ধর্ম্মস্য কুরুতে স্থিতিম্ ॥৩২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ।
সমাহিতমতিশ্চৈবং তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

দ্বে বিদ্যে বেদনাম্নায় পরা চৈবাপরা তথা।
তে এব তবতো রূপে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকে প্রভো ॥৩৪
দ্বে ব্রহ্মণী বণীয়োঽতিস্থূলাস্থূল সর্ব্ব সর্ব্ববিৎ।
শব্দব্রহ্মপরঞ্চৈব ব্রহ্মব্রহ্মময়স্য যৎ ॥৩৫
ঋগ্বেদস্ত্বং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদস্তথর্ব্ব চ।
শিক্ষা কল্পো নিরুক্তঞ্চ ছন্দো জ্যোতিষমেব চ ॥৩৬
ইতিহাস-পুরাণে চ তথা ব্যাকরণং প্রভুঃ।
মীমাংসা ন্যায়তন্ত্রং ত্বং (ক) ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যশেষতঃ ॥৩৭

আর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অত্যুগ্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীর্য্য দুরাত্মগণ নৃপতিগণের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে,—আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহি। হে দিব্যমূর্ত্তিধর সুরগণ! এই সমস্ত মহাবলবান্ ও গর্ব্বিত দৈত্যরাজগণের বহুতর অক্ষৌহিণীসেনা আমার উপর অবস্থান করিতেছে।২১-২৫

হে সুরেশ্বরগণ! তাহাদের প্রভূত ভারে আমি পীড়িতা হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি আর নিজেকে ধারণ করিতে পারিতেছি না; অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার ভারাবতারণ করুন; আমি যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন না করি।২৬-২৭

পরাশর বলিলেন—পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক প্রচোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য; আমি, মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারায়ণস্বরূপ। তাঁহার যে সমস্ত বিভূতি আছে, তাহারা ন্যূনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরতটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি। কারণ, সকলের আত্মরূপী সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য অল্পাংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মের রক্ষা করিয়া থাকেন।২৮-৩২

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতটে গমন করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! হে অনাম্নায়! (অর্থাৎ বেদের অগোচর) পরা এবং অপরা—এই দ্বিবিধ বিদ্যাই তোমার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক রূপ। হে সূক্ষ্ম! হে অতিস্থূলাত্মন্! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বজ্ঞ! শব্দ এবং পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ। তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্ব্বেদ তুমি সামবেদ, তুমিই অথর্ব্ববেদ এবং তুমিই শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। হে অধোক্ষজ!

(ক) পাঠান্তর:—মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রক—।

আত্মাত্মদেহগুণবদ্ বিচারাচারি যদ্বচঃ।
তদপ্যাদিপতে নান্যদধ্যাত্মাত্মস্বরূপবৎ ॥৩৮
ত্বমব্যক্তমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যানামবর্ণবৎ।
অপাণিপাদরূপঞ্চ শুদ্ধং নিত্যং পরাৎপরম্ ॥৩৯
শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্ব-
মচক্ষুরেকো বহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং ন চ সর্ব্ববেদ্যঃ ॥৪০
অণোরণীয়াংসমসৎস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্যস্য বিভর্ত্তি নান্যদ্-
বরেণ্য-রূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্ ॥৪১
ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবাত্মরাণি।
যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ॥৪২
একশ্চতুর্দ্ধা ভগবান্ হুতাশো-
বর্চ্চোবিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষুরনন্তমূর্ত্তে
ত্রেধা পদং সংনিদধে বিধাতঃ ॥৪৩
যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥৪৪
একত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যম্।
ত্বতো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীহ
যদ্বা ভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্ ॥৪৫
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ॥৪৬
অনূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্রমতস্ত্রাভয়ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ ॥৪৭

তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তুমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায়, তর্ক এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। হে আদিপতে! জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ তাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারযুক্ত অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধক যে বেদান্ত বাক্য, তাহা তোমা হইতে ভিন্ন নহে। তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ, নাম ও বর্ণরহিত, পাণি-পাদ ও রূপহীন, শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাৎপর। তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ ।৩৩-৪০

হে পরমাত্মন্! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠতম রূপ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করে না, অণু হইতে অণুতর তোমার অদৃশ্যস্বরূপ দর্শনকারী সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। যেহেতু যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ, তাহা তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অণু হইতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র একমাত্র পুরুষ ।৪১-৪২

তুমিই চতুর্বিধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছ। হে অনন্তমূর্ত্তে! চতুর্দ্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিধাতঃ। তুমিই (ত্রিবিক্রমরূপে) ত্রিপাদ ত্রিলোকে স্থাপন করিয়াছ। হে ঈশ! যেমন অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি বিকারভেদে বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বব্যাপী একরূপ হইয়াও অনন্তরূপ ধারণ করিয়া থাক। যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্মন্! এ জগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত তোমাতেই ।৪৩-৪৫

নিরবদ্যঃ পরপ্রীতঃ নিরনিষ্টোঽক্ষরক্রমঃ।
সর্ব্বেশ্বর পরাধার ধাম্নাং ধামাস্মকোঽক্ষয়ঃ ॥৪৮
সকলাবরণাতীত নিরালম্বন ভাবন।
মহাবিভূতিসংস্থান নমস্তে পুরুষোত্তম ॥৪৯
নাকারণাৎ কারণাদ্ বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্ ॥৫০

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তুতিং শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ।
ব্রহ্মাণমাহ প্রীতাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মন্ ত্বয়া মত্তঃ সহ দেবৈর্যদিষ্যতে।
তদুচ্যতামশেষং বঃ সিদ্ধমেবাবধার্য্যতাম্ ॥৫২

পরাশর উবাচ।

ততো ব্রহ্মা হরেদিব্যং বিশ্বরূপমবেক্ষ্য তৎ।
তুষ্টাব ভূয়ো দেবেষু সাধ্বসাধনতাত্মসু ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রমূর্ত্তে
সহস্রবাহো বহ্বক্ষ্যপাদ।
নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
বিনাশ-সংস্থানকরাপ্রমেয় ॥৫৪
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতিবৃহৎপ্রমাণ
গরীয়সামপ্যতিগৌরবান্বিত।
প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বৎ-প্রধান-
মূলাৎ পরাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ ॥৫৫
এষা মহী দেব মহীপ্রসূতৈ-
র্মহাসুরৈঃ পীড়িত-শৈলবন্ধা।
পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি
ভারাবতারার্থমপারসারম্ ॥৫৬
এতে বয়ং বৃত্রবিপুস্তথান্যং
নাসত্যদস্রৌ বরুণো যমশ্চ।
ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সসূর্য্যাঃ
সমীরণাগ্নিপ্রমুখাস্তথান্যে ॥৫৭

তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের স্রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তোমার হ্রাসতা বা বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসম্পৃক্ত। তুমি নির্ম্মল, পরোপকারী, পরের প্রতিকূলতাশূন্য ও অক্ষরক্রম। হে পরাধার সর্ব্বেশ্বর! তুমিই তেজসমূহের অক্ষয় প্রকাশক। হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! হে নিরালম্বন। হে ভাবন। হে মহাভূতির আশ্রয়। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। অকারণ বা কোন কারণবশতঃ কিংবা কারণাকারণহেতু তোমার শরীরপরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক ॥৪৮-৫০

পরাশর বলিলেন—বিশ্বরূপধর অজ ভগবান্ হরি এই প্রকার স্তবশ্রবণে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই সকল দেবগণ ও তুমি আমার নিকটে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও নিশ্চয় কর ॥৫১-৫২

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে শরীর অবনত করিলে ব্রহ্মা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! হে বহুমুখ ও বহুপাদ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিন্! হে অপ্রমেয়! আপনাকে নমস্কার। হে সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম! হে অতিবৃহৎপ্রমাণ! হে গৌরব-শালিগণেরও অতি গৌরবযুক্ত। হে প্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাত্মন্! হে ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব। এই পৃথিবী পৃথিবীতে উৎপন্ন কতকগুলি মহাসুরের উৎপাতে তাহার পর্ব্বতরূপী মূলবন্ধন শিথিল হওয়ায় ভারবতারণের নিমিত্ত অপার-শক্তিশালী এবং জগতের একমাত্র গতি তোমার নিকট আগমন

সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কার্য্য-
মেভির্ম্ময়া যচ্চ তদীশ সর্ব্বম্।
আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-
স্তথৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ ॥৫৮

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উদ্ধহারাত্মনঃ কেশৌ সিত-কৃষ্ণৌ মহামুনে ॥৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥৬০
সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুদ্ভটৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্মহাসুরৈঃ ॥৬১
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈত্যেয়া ধরণীতলে।
প্রযান্ত্যস্তি ন সন্দেহো মদ্দৃক্‌পাতবিচূর্ণিতাঃ ॥৬২
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যাঃ সপ্তমগর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ ॥৬৩
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দধে হরিঃ ॥৬৪
অদৃশ্যায় ততস্তেঽপি প্রণিপত্য মহাত্মনে।
মেরুপৃষ্ঠং সুরাজগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥৬৫
কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যাং ধরণীধরঃ।
ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্ নারদো মুনিঃ ॥৬৬
কংসোঽপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ ॥৬৭
জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা।
তথৈব বসুদেবোঽপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজ ॥৬৮
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্‌গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ।
বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্ নিদ্রা ক্রমাদ্ গর্ভে ন্যযোজয়ৎ ॥৬৯
যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিজ্ঞয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥৭০

করিয়াছে। হে সুরনাথ। এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই সূর্য্যের সহিত বসুগণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অন্যান্য দেবগণ, ইহাদের এবং আমার যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত তুমি আজ্ঞা কর। হে ঈশ! তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরা সর্ব্বদা নির্দ্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি ।৫৩-৫৮

পরাশর কহিলেন—হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন,—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে, আর দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন ও উদ্ভট মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুক। তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাতমাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই ।৫৯-৬২

হে সুরগণ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে। ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দেবগণও দর্শনপথের অতীত সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন ।৬৩-৬৫

ভগবান্ নারদমুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অমন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস নারদের নিকট তাহা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্তভাবে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। হে দ্বিজ। বসুদেব স্বকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাদিগকে কংসের নিকট সমর্পণ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনা যায় যে, এই ছয়টী গর্ভ প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র * ছিল, বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রা তাহা-

---

* এই ৬ জন বালক পূর্ব্বজন্মে হিরণ্যকশিপুর ভাই কালনেমির পুত্র ছিল, সেইজন্য ইহাদিগকে এখানে হিরণ্যকশিপুর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাক্ষসকুমারগণ হিরণ্যকশিপুকে অনাদর করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তি করিত; সেই কারণে হিরণ্যকশিপু কুপিত হইয়া শাপ দিল যে, তোমরা নিজ পিতার হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ঐ শাপবশেই বসুদেব নিজ ৬টি পুত্রকে মৃত্যুর জন্য কংসের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত হরিবংশ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

নিদ্রে গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতল-সংশ্রয়ান্।
একৈকক্রমেন ষড়্‌গর্ভান্ দেবকীজঠরং নয় ॥৭১

হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৭২

গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যাস্যা রোহিণী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভৃতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্ ॥৭৩

সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্ রোধোপরোধতঃ।
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি ॥৭৪

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞামবাপ্স্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥৭৫

ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্ ॥৭৬

প্রাবৃট্‌কালে চ নবমে কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥৭৭

যশোদাশয়নে মাস্তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি ॥৭৮

কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্বানং সমবাপ্স্যসি ॥৭৯

ততস্ত্বাং শতধৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি ॥৮০

ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥৮১

ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ কান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা ॥৮২

যে ত্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমকরীতি চ ॥৮৩

দিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, সেই অবিদ্যারূপিণী যোগনিদ্রা বিষ্ণুর মহামায়া; ভগবান্ হরি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশে পাতালস্থিত ছয়টী গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর জঠরে স্থাপন কর।৬৬-৭১

সেই গর্ভগুলি কংস কর্ত্তৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তমগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই দেবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে,—দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসঙ্কর্ষণের জন্য শ্বেতপর্ব্বতশিখর-সদৃশ সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবে। তৎপরে আমি দেবকীর শুভজঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও।৭২-৭৬

বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। বসুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে যশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনয়ন করিবেন। হে দেবি! কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার মর্য্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনতমস্তকে তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে। তৎপরে তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া বিন্ধ্য জালন্ধর প্রভৃতি বহুবিধ স্থানসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে।৭৭-৮১

তুমি বিভূতি, তুমি সন্নতি (গুরুশুশ্রূষা), তুমি কীর্ত্তি, তুমি কান্তি, তুমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী, তুমি ধৃতি, তুমি লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুমি উষা এবং যাহা কিছু অন্য আছে, তৎসমস্তই তুমি। যাহারা প্রাতঃ এবং সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা,

প্রাতশ্চৈবাপরাহ্ণে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥৮৪
সুরামাংসোপহারৈস্ত ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ॥৮৫

তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রে মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।
অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥৮৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা অথবা ক্ষেমঙ্করী বলিয়া তোমাকে স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা পূজায় তুমি প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যগণের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে। হে ভদ্রে! তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই কামনাসমূহ আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি! তুমি যথোচিত স্থানে গমন কর ।৮২-৮৬

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[যশোদাগর্ভে যোগমায়ায়া দেবকীগর্ভে ভগবতশ্চ প্রবেশঃ। দেবানাং দেবকীস্তুতিঃ।]

পরাশর উবাচ।
যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ তদা।
ষড়্গর্ভ-গর্ভবিন্যাসং চক্রে চাস্যস্য কর্ষণম্ ॥১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভং ততো হরিঃ।
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥২
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥৩

ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ ॥৪
ন সেহে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা।
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমায়যুঃ ॥৫
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকী দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[যশোদার গর্ভে যোগমায়ার এবং দেবকীগর্ভে ভগবানের প্রবেশ। দেবগণ কর্ত্তৃক দেবকীর স্তব।]

পরাশর বলিলেন,—তখন জগতের ধাত্রী সেই যোগনিদ্রা দেবদেব বিষ্ণু যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ছয়টী গর্ভকে দেবকীর গর্ভে স্থাপন ও সপ্তম গর্ভের কর্ষণ (আকর্ষণ) করিয়াছিলেন। সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ লাভ করিলে পরে, ভগবান্ হরি লোক-ত্রয়ের উপকারের জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ।১-২

সেইদিন সেই সময়ে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে, আকাশে গ্রহগণ সম্যগ্‌রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতুসকল মঙ্গল রূপধারণ করিল ।৩-৪

অত্যন্ততেজে জাজ্বল্যমান দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া

দেবতা ঊচুঃ।

প্রকৃতিস্ত্বং পরা সূক্ষ্মা ব্রহ্মগর্ভাভবঃ পুরা।
ততো বাণী জগদ্ধাতুর্বেদগর্ভাসি শোভনে ॥৭
সূর্য্যস্বরূপগর্ভাদি সৃষ্টিভূতা সনাতনি।
বীজভূতা তু সর্ব্বস্য যজ্ঞভূতাতবত্রয়ী ॥৮
ফলগর্ভা ত্বমেবেজ্যা বহ্নিগর্ভা তথারণিঃ।
অদিতির্দেবগর্ভা ত্বং দৈত্যগর্ভা তথা দিতিঃ ॥৯
জ্যোৎস্না বাসরগর্ভা ত্বং জ্ঞানগর্ভাদি সন্নতিঃ।
নয়গর্ভা পরা নীতির্লজ্জা ত্বং প্রশ্রয়োদ্বহা ॥১০
কামগর্ভা তথেচ্ছা ত্বং তুষ্টিঃ সন্তোষগর্ভিণী।
মেধা চ বোধগর্ভাসি ধৈর্য্যগর্ভোদ্বহা ধৃতিঃ ॥১১
গ্রহর্ক্ষতারকাগর্ভা ত্বং খিলহেতুকী।
এতা বিভূতয়ো দেবি তথান্যাশ্চ সহস্রশঃ ॥১২

তথাদ্যয়া জগদ্ধাত্রি সাম্প্রতং জঠরে তব।
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা ॥১৩
গ্রাম-পর্ব্বট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে।
সমস্তবহ্নয়োঽম্ভাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ ॥১৪
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্কুলম্।
অবকাশমশেষস্য যদ্দদাতি-নভঃ স্থলম্ ॥১৫
ভূর্লোকশ্চ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জ্জনঃ।
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে ॥১৬
তদন্তরে স্থিতা দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বচারণাঃ।
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ ॥১৭
মনুষ্যাঃ পশবশ্চান্যে যে চ জীবা যশস্বিনি।
তৈরন্তঃস্থৈরনন্তোঽসৌ সর্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥১৮

বিপক্ষ(শত্রু)গণের মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ সেখানকার স্ত্রী ও পুরুষগণের অদৃশ্য হইয়া দিবারাত্র বিষ্ণুর গর্ভধারিণী সেই দেবকীর স্তব করিতে লাগিলেন—হে শোভনে! পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপরে জগতের বিধাতার বেদগর্ভা বাণী হইয়াছ। হে সনাতনি! তুমিই সূর্য্যস্বরূপগর্ভ* হইয়া সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং তুমিই সকলের বীজস্বরূপা বেদত্রয়ী যজ্ঞময়ী। তুমি ফলগর্ভা যজ্ঞস্বরূপিণী এবং তুমিই অগ্নিগর্ভা অরণি, তুমিই দেবগর্ভা অদিতি এবং তুমিই দৈত্যগর্ভা দিতি। তুমিই দিনকরী প্রভা, তুমিই জ্ঞানগর্ভা সন্নতি (গুরু শুশ্রূষা), তুমিই ন্যায়ময়ী পরমনীতি এবং তুমিই বিনয়ের মূলভূতা লজ্জাস্বরূপিণী।৭-১০

তুমিই কামময়ী ইচ্ছা, তুমিই সন্তোষগর্ভা তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্য্যধারিণী ধৃতি। তুমিই গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাধারিণী অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী; হে দেবি জগদ্ধাত্রি। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে। হে শুভে! সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ, বন ও পত্তনে বিভূষিত এবং গ্রাম, পর্ব্বট (পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম) ও খেট (কৃষকদিগের গ্রাম) যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ব্বপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত বায়ু, গ্রহনক্ষত্রতারকাচিত্রিত বিমানশত-পূর্ণ এবং সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূর্লোক ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্বর্ত্তী দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহাসর্প, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্বিনি! তোমার মধ্যে স্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভাবন এবং প্রমাণসমূহ যাঁহার তত্ত্ব, লীলা ও মূর্ত্তিনির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা; তুমি সুধা এবং তুমিই আকাশস্থিত জ্যোতিঃ। লোকসমূহের রক্ষার জন্যই

* কোন কোন গ্রন্থে 'সূর্য্যস্বরূপগর্ভাদি' এইস্থলে 'সূক্ষ্মাস্বরূপগর্ভাসি' এই পাঠ দেখা যায়,—সেইখানে এইরূপ অর্থ হইবে,—তুমিই সূক্ষ্মপদার্থসমূহের উৎপাদিকা।

রূপকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানি স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব ॥১৯
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরে।
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥২০

প্রসীদ দেবি সর্ব্বস্য জগতঃ শং শুভে কুরু।
প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

তুমি মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও, হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর।১১-২১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ভগবত আবির্ভাবঃ, যোগমায়াদ্বারা কংসস্য বঞ্চনা চ।]

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানা সা দেবৈর্দেবময়াধারম্।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতত্রাণকারণম্ ॥১
ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকীপূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা ॥২
তজ্জন্মদিবসস্যার্থমাহ্লাদ্যমখিলদ্বিজম্।
বভূব সর্বলোকস্য কৌমুদী শশিনো যথা ॥৩

সন্তঃ সন্তোষমধিকং প্রশশংসুশ্চতুর্মারুতঃ।
প্রসাদং নিম্নগা যাতা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৪
সিষ্কবো নিজশব্দেন বাগ্যং চক্রুর্মনোহরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৫
সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভূব্যন্তরীক্ষগাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৬

তৃতীয় অধ্যায়

[ভগবানের আবির্ভাব ও যোগমায়া দ্বারা কংসকে বঞ্চনা।]

পরাশর বলিলেন,—দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবকী কমললোচন ও জগতের রক্ষাকারণ সেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অখিল জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্য দেবকীরূপ পূর্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সমস্তলোকের আহ্লাদকর হয়, তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকসকলের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস সমস্তদিক্ অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল।১-৩

জনার্দ্দনের জন্মগ্রহণকালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং নদীসকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত (স্বচ্ছ) হইয়াছিল। মেঘসকল নিজশব্দে মনোহর বাদ্য ধ্বনি, গন্ধর্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল। জনার্দ্দনের প্রকটকালীন দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অগ্নিসমূহ

মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দ্বিজ ॥৭
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥৮
অভিষ্টূয় চ তং বাগ্‌ভিঃ প্রসন্নাভির্মহামতিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাদ্ভীতো দ্বিজোত্তম ॥৯

বসুদেব উবাচ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥১০
অন্তৈব দেব কংসোঽয়ং কুরুতে মম ঘাতনম্।
অবতীর্ণ ইতি জ্ঞাত্বা ত্বমস্মিন্ মম মন্দিরে ॥১১

দেবক্যুবাচ।

যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো
গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি।
প্রসীদতামেব স দেবদেবঃ
স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥১২

উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজাশয়ঃ ॥১৩

শ্রীভগবানুবাচ।

ততোঽহং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদস্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যৎ তবোদরাৎ ॥১৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীং বভূব মুনিসত্তম।
বসুদেবোঽপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥১৫

মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ ॥১৬

বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণেনানকদুন্দুভিম্ ॥১৭

যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তসমাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ ॥১৮

শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! মধ্যরাত্রিতে সর্বাধার বিষ্ণুর উৎপত্তিসময়ে মেঘসকল পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল ॥৪-৭

বসুদেব প্রফুল্লকমলদলতুল্য কান্তিমান্, চতুর্ব্বাহু ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহামতি বসুদেব বিশুদ্ধ বাক্যসমূহ দ্বারা জগৎপতির স্তব করত কংসের ভয়ে ভীত হইয়া সেই সময় নিবেদন করিলেন—হে দেবদেবেশ! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধারী এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন। আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অদ্যই আমার সর্ব্বনাশ করিবে ॥৮-১১

দেবকী বলিলেন,—যিনি অনন্তরূপ এবং অখিল-বিশ্বরূপ, নিজদেহে লোকসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় বালকরূপে বিরাজ করত আমাদের উপর প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি এই চতুর্ভুজ রূপ সংহরণ করুন, রাক্ষসের অংশে জন্ম এই কংস* যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্ব্বে পুত্রার্থিনী হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম ॥১২-১৪

পরাশর বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! এই কথা বলিয়া ভগবান্ মৌনভাব অবলম্বন করিলেন এবং বসুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। বসুদেবের গমনকালীন সেখানকার রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে অনকদুন্দুভি বর্ষণশীল

---

* কুমিলনাথে রাক্ষস উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত সংসর্গ করায় এই কংসের জন্ম হয়। এই বৃত্তান্ত হরিবংশে পাওয়া যায়।

কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে।
নন্দাদীন্ গোপবৃন্দাংশ্চ যমুনায়া দদর্শ সঃ ॥১৯
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া।
তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে ॥২০
বসুদেবোঽপি বিন্যস্য বালমাদায় দারিকাম্।
যশোদাশয়নে তূর্ণমাজগামামিতদ্যুতিঃ ॥২১
দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥২২
আদায় বসুদেবোঽপি দারিকাং নিজমন্দিরম্।
দেবকীশয়নে ন্যস্য যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥২৩
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ।
কংসায়াবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং দ্বিজ ॥২৪

কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সমকণ্ঠ্যা নিবারিতঃ ॥২৫
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্।
অবাপ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্ ॥২৬
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ।
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মূঢ় জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি ॥২৭
সর্ব্বসুরভূতো দেবানামাদীশ্বরঃ পুরা স তে।
তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রগ্-গন্ধ-ভূষণা।
পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্বিহায়সি ॥২৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি স্বীয় কণা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন।১৫-১৭

বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করত অতিশয় গভীর ও নানা ঘূর্ণীতে পূর্ণা যমুনা নদী জানুপরিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। হে মৈত্রেয়। সেই সময়েই যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। অতিশয়কান্তিমান্ বসুদেবও যশোদার শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন।১৮-২১

তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বসুদেব সেই কন্যাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ। রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল।২২-২৪

তৎপরে কংস শীঘ্র আগমন করিয়া দেবকী কর্ত্তৃক গদগদকণ্ঠে "ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন" এইরূপে নিবারিত হইয়াও সেই কন্যাকে গ্রহণ করত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই কন্যা কংসকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া আকাশেই রহিলেন এবং অস্ত্রের সহিত অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎরূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করত রুষ্টা হইয়া কংসকে বলিলেন,—রে মূঢ়। আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্ব্বস্বভূত সেই পরমপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই পূর্ব্ব-জন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিতের উপায় কর। ভোজ-রাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন।২৫-২৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[কারাগারাৎ বসুদেব-দেবকোর্মুক্তিলাভঃ।]

পরাশর উবাচ।
কংসস্ততোঽতিমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশিপ্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্ ॥১

কংস উবাচ।
হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন্ ধেনুক পূতনে।
অরিষ্টাদ্যৈস্তথা চান্যৈঃ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥২
মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল দুরাত্মভিঃ।
মদ্বীর্য্যতাপিতৈর্বীরো ন তেষান্ গণয়াম্যহম্ ॥৩
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ কিং হরেরৈকচারিণা।
হরিণা বাপি কিং সাধ্যং ছিন্নেধ্মস্তরঘাতিনা ॥৪
কিমাদিত্যৈঃ কিং বসুভিরল্পবীর্য্যৈঃ কিমগ্নিভিঃ।
কিঞ্চান্যৈরমরৈঃ সর্ব্বৈর্মদ্বাহুবলনির্জ্জিতৈঃ ॥৫
কিং ন দৃষ্টোঽমরপতির্ময়া সংযুগমেত্য সঃ।
পৃষ্ঠেনৈব বহন্ বাণানপাগচ্ছন্ন বক্ষসা ॥৬
মদ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টির্যদা শক্রেণ কিং তদা।
মদ্বাণভিন্নৈর্জ্জলদৈরাপো মুক্তা যথেপ্সিতাঃ ॥৭
কিমুর্ব্ব্যামবনীপালা মদ্বাহুবলভীরবঃ।
ন সর্ব্বে সন্নতিং যাতা জরাসন্ধমৃতে গুরুম্ ॥৮
অমরেষু চ মেঽবজ্ঞা জাতে দৈত্যপুঙ্গবাঃ।
হান্তং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেষ্বপি ॥৯
তথাপি খলু দুষ্টানাং তেষামত্যধিকং ময়া।
অপকারায় দৈত্যেন্দ্রা যতনীয়ং দুরাত্মনাম্ ॥১০
তদ্ যে যশস্বিনঃ কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ বহ্নিনঃ।
কার্য্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্ব্বাত্মনা বধঃ ॥১১
উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্মে ভূতপূর্ব্বঃ স বৈ কিল।
ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥১২
তস্মাদ্বালেষু পরমো যত্নঃ কার্য্যো মহীতলে।
যত্রোদ্রিক্তং বলং বালে স হন্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥১৩

চতুর্থ অধ্যায়

[কারাগার হইতে বসুদেব-দেবকীর মুক্তিলাভ।]

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিগ্নচিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধানগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন্! হে ধেনুক! হে পূতনে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণের সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন।১-২

আমার শক্তি দ্বারা তাপিত হইয়া দুরাত্মা দেবগণ আমাকে মারিবার জন্য যত্ন করিতেছে; কিন্তু আমি বীর, সুতরাং ইহাদিগকে গণ্য করি না। অল্পবীর্য্য ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছিদ্র অন্বেষণে (অনাবধানতার সুযোগ লইয়া) অসুরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুরই বা কি সাধ্য এবং বসুগণের সহিত অল্পবীর্য্য আদিত্যসমূহের বা অগ্নির কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য? ৩-৫

আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমরপতি আমার সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ দ্বারাই বাণসমূহ বহন করত পলায়ন করিয়াছে। ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা ছিন্নভিন্ন মেঘসমূহ হইতে কি প্রয়োজনতুল্য বারিমোচন হয় নাই? গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার নিকট নত হয় নাই? হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ। দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হইতেছে। হে বীরগণ! তাহাদিগকে আমার মৃত্যুতে যত্নপর দেখিয়া আমার হাস্যও আসিতেছে।৬-৯

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! তথাপি সেই দুষ্ট এবং দুরাত্ম-

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসঃ প্রবিশ্যাত্মগৃহং ততঃ।
মুমোচ বসুদেবঞ্চ দেবকীঞ্চ নিরোধতঃ ॥১৪

কংস উবাচ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াধুনা।
কোঽপ্যন্য এব নাশায় বালো মম সমুদ্গতঃ ॥১৫

তদলং পরিতাপেন নূনং তন্ত্রাবিনো হি তে।
অর্ভকা যুবয়োর্দোষাচ্চায়ুষো যধিয়োজিতাঃ ॥১৬
ইত্যাত্মান্য বিমুক্তৌ চ কংসস্তৌ পরিশঙ্কিতঃ।
অন্তর্গৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

গণের অপকারের জন্য আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্তব্য। অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং ধার্মশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ববথা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে। দেবকীগর্ভজাত বালিকা এই কথা বলিয়াছে যে, আমার ভূতপূর্ব্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালকের বলের আধিক্য দেখা যাইবে, তাহাকেই যত্নপূর্ব্বক বধ করিতে হইবে। পরাশর বলিলেন,—কংস অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিল এবং বলিল,—"আমি বৃথাই আপনাদের এই গর্ভসমূহ বিনাশ করিয়াছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আপনারা কোন অনুতাপ করিবেন না; কারণ, আপনাদের বালকগণের অদৃষ্টে সেইরূপই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয়?" হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। কংস, বসুদেব ও দেবকীকে এইরূপে আশ্বাসবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল।১০-১৭

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[পূতনাবধঃ।]

পরাশর উবাচ।

বিমুক্তো বসুদেবোঽস্য নন্দস্য শকটং গতঃ।
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্নন্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥১

বসুদেবোঽপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্।
বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা ॥২

দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ।
যদর্থমাগতাস্তস্মাদাবস্থেয়ং মহাধনাঃ ॥৩

যদর্থমাগতাঃ কার্য্যং তন্নিষ্পন্নং কিমাস্যতে।
ভবদ্ভির্গম্যতাং নন্দ তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্ ॥৪

মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাঃ প্রযযুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দত্ত্বা মহাবলাঃ ॥৬

বসতাং গোকুলে তেষাং পূতনা বালঘাতিনী।
সুপ্তং কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ তস্মৈ দদৌ স্তনম্ ॥৭

যস্যৈ যস্যৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সম্প্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥৮

কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামবপীড়িতম্।
গৃহীত্বা প্রাণসংহিতং রুষ্টো কোপসমন্বিতঃ ॥৯

সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা।
পপাত পূতনা ভূমৌ ত্রিয়মাণাতিভীষণা ॥১০

তন্নাদশ্রুতিসন্ত্রাসাৎ প্রবুদ্ধাস্তে ব্রজৌকসঃ।
দদৃশুঃ পূতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্ ॥১১

আদায় কৃষ্ণং সন্ত্রস্তা যশোদাপি দ্বিজোত্তম।
গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বালদোষমপাকরোৎ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

[পূতনাবধ।]

পরাশর বলিলেন,—বসুদেব কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকটের (গাড়ীর) নিকট গমন করিলেন এবং পুত্র জন্ম লাভ করায় নন্দকে আনন্দিত দর্শন করিলেন। বসুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতি ভাগ্যের কথা। আপনারা যে জন্য আসিয়াছেন, রাজার সেই বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন সুতরাং হে মহাধনগণ! আর অবস্থান করিবেন না।১-৩

যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, আপনারা কেন এখানে বসিয়া রহিয়াছেন? হে নন্দ! আপনারা শীঘ্র নিজ গোকুলে গমন করুন। রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন।৪-৫

পরাশর বলিলেন,—বসুদেব এই প্রকার বলিলে, নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করিবার পর ভাণ্ডসমূহ শকটের উপর রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন গোকুলে বাস করিতেছিলেন, কোন এক রাত্রিতে বালকঘাতিনী পূতনা নিদ্রিত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য প্রদান করে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।৬-৮

কৃষ্ণ কোপান্বিত হইয়া হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে তাহার স্তন ধারণপূর্ব্বক পূতনার প্রাণের সহিত পান করিতে লাগিলেন। তখন স্নায়ুবন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অতিশয়

গোঃ করীষমুপাদায় নন্দগোপোঽপি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ব্বংশ্চৈতদুদীরয়ন্ ॥১৩

নন্দগোপ উবাচ।

রক্ষতু ত্বামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ।
যস্য নাভিসমুদ্ভূতপঙ্কজাদভবজ্জগৎ ॥১৪
যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধারয়ত্যবনী জগৎ।
বরাহরূপধৃগ্ দেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৫
নখাঙ্কুরবিনির্ভিন্ন-বৈরিবক্ষঃস্থলো বিভুঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৬
বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ
ত্রিবিক্রমঃ ক্রমাক্রান্ত-ত্রৈলোক্যঃ সহুরদায়ুধঃ ॥১৭
শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ।
গুহ্যঞ্চ জঠরং বিষ্ণুর্জঙ্ঘা-পাদৌ জনার্দ্দনঃ ॥১৮

মুখং বাহূ প্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১৯

শার্ঙ্গ-চক্র-গদা-খড়্গা-(ক)শঙ্খনাদহতাঃ ক্ষয়ম্।
গচ্ছন্তু প্রেত-কূষ্মাণ্ড-রাক্ষসা যে তবাহিতাঃ ॥২০

ত্বাং পাতু দিক্ষু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ।
হৃষীকেশোঽম্বরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ ॥২১

এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ।
শায়িতঃ শকটস্যাধো বালপর্য্যঙ্কিকাতলে ॥২২

তে চ গোপা মহদ্দৃষ্ট্বা পূতনায়াঃ কলেবরম্।
মৃতায়াঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥২৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভীষণা পূতনা ছিন্নমূলা হইয়া মহাভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। সেই শব্দশ্রবণে ভীত সেই ব্রজবাসিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পূতনার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! তখন যশোদা ভীতভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করত হস্ত দ্বারা গরুর পুচ্ছ ভ্রমণ করাইয়া বালদোষ নিবারণ করিলেন। তখন নন্দও গোময় চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিলেন।১-১৩

নন্দগোপ বলিলেন,—যাঁহার নাভি হইতে উদ্ভূত কমল দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অখিল ভূতের উৎপত্তির কারণ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার দন্তের অগ্রভাগে স্থাপিতা হইয়া ধরণী জগৎকে ধারণ করিতেছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। নখর দ্বারা যিনি শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি ক্ষণমধ্যে পাদক্রমণ দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া অস্ত্রের সহিত বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামনদেব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।১৪-১৭

গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার গুহ্য এবং জঠর রক্ষা করুন, জনার্দ্দন তোমার জঙ্ঘা এবং পদ রক্ষা করুন, অবিনাশী এবং অখণ্ড ঐশ্বর্য্যশালী নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহু, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন। যাহারা তোমার অনিষ্টকারী, সেই প্রেত, কূষ্মাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু), চক্র, গদা, খড়্গ ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা নিহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্‌সমূহে রক্ষা করুন; মধুসূদন বিদিক্‌সমূহে (কোণসমূহে), হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন। নন্দগোপ এইরূপে বালকের স্বস্তিবাচন করিয়া শকটের নিম্নে দোলার উপর তাহাকে শুয়াইয়া দিল। সেই গোপগণ মৃত পূতনার বৃহৎ শরীর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল।১৮-২৩

পাঠান্তর :—(ক) শার্ঙ্গ-চক্র-গদাপাণেঃ—।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[শকটভঞ্জনম্, বলদেব-কৃষ্ণয়োর্নামকরণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

কদাচিচ্ছকটাধস্তাচ্ছয়ানে মধুসূদনঃ।
চিক্ষেপ চরণাবূর্দ্ধং স্তন্যার্থী প্ররুরোদ চ ॥১
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডঃ বৈ বিপরীতং পপাত চ ॥২
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বো গোপগোপীজনো দ্বিজ।
আজগামাথ দদৃশে বালমুত্তানশায়িনম্ ॥৩
গোপাঃ কেনেতি কেনেহং শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
তত্রৈবঃ বালকাশ্চোচুর্বালেনানেন পাতিতম্ ॥৪
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্।
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদস্যস্য চেষ্টিতম্ ॥৫
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ।
নন্দগোপোঽপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ ॥৬
যশোদা শকটারূঢ়ভগ্নভাণ্ডকপালিকাঃ।
শকটং চার্চ্চয়ামাস দধি-পুষ্প-ফলাক্ষতৈঃ ॥৭
গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রণোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপোনাং সংস্কারানকরোৎ তয়োঃ ॥৮
জ্যেষ্ঠস্য রামমিত্যাহ কৃষ্ণাখ্যঞ্চৈব তথাপরম্।
গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্ মহামতিঃ ॥৯
স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে।
সৃষ্টপ্রাণ্যকরৌ তৌ হি বভূবতুরুভাবপি ॥১০
করীষভস্মলিপ্তাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ।
ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী ॥১১
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ।
তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণতৎপরৌ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

[শকটভঞ্জন ও বলদেব এবং কৃষ্ণের নামকরণ।]

পরাশর বলিলেন,—কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুসূদন স্তন্য (মাতৃদুগ্ধ) পান করিবার ইচ্ছায় চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার পাদ-প্রহারে শকট উল্টিয়া পড়িল এবং শকটস্থিত কুম্ভ ও ভাণ্ডসমূহ ভগ্ন হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সমস্ত গোপ ও গোপীজন হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা 'কে শকট উল্টাইল' ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছে।১-৪

আমরা দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে করিতে পা ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়িয়াছে; ইহা আর কেহ করে নাই। তখন গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল এবং নন্দগোপও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন। যশোদা দধি, পুষ্প, ফল ও অক্ষত দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা (ভাণ্ডের অগ্রভাগ) ও শকট পূজা করিতে লাগিলেন। সেই গোকুলে বাসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কারসমূহ নিষ্পন্ন করিলেন। জ্যোতিষিগণশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের 'রাম' এবং কনিষ্ঠের 'কৃষ্ণ' নাম রাখিলেন। অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই জানু ও কর সংঘর্ষণে (হামাগুড়ি দিয়া) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে (এদিকে সেদিকে যাইতে) লাগিলেন।৫-১০

যখন তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গোময় ও ভস্ম লেপন করিয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে

যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্থানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ ॥১৩
যশোদা যষ্টিমাদায় কোপেনানুগতা চ তম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং তর্জ্জয়ন্তী রুষা তদা ॥১৪
দাম্না বদ্ধা তদা মধ্যে নিবধ্যাথ উদূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমাহ ক্ষেমমমিতা ॥১৫
যদি শক্নোসি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিতম্।
ইত্যুক্ত্বা চ নিজং কর্ম্ম সা চকার কুটুম্বিনী ॥১৬
ব্যগ্রায়ামথ তস্যাং স কর্ষমাণ উদূখলম্।
যমলার্জ্জুনমধ্যেন জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭
কর্ষতা বৃক্ষয়োর্মধ্যে তির্য্যগ্‌গতমুদূখলম্।
ভগ্নাবুভূশশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥১৮
ততঃ কটকটাশব্দং সমাকর্ণ্য চ কাতরঃ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাদ্রুমৌ ॥১৯
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মহীতলে।
নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু-স্মিতহাসঞ্চ বালকম্ ॥২০
তয়োর্মধ্যগতং বদ্ধং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে।
ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ ॥২১
গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্না মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥২২
স্থানেনেহ ন নঃ কার্য্যং গচ্ছামোঽন্যন্মহাবনম্।
উৎপাতা বহবো হ্যত্র দৃশ্যন্তে নাশহেতবঃ ॥২৩
পূতনায়া বিনাশশ্চ শকটস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বিনা বাতাদি-দোষেণ দ্রুময়োঃ পতনং তথা ॥২৪
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাৎ তস্মাদ্গচ্ছাম মা চিরম্।
যাবদ্ভৌমমহোৎপাত-দোষো নাভিভবেদ্ ব্রজম্ ॥২৫
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে গমনে তে ব্রজৌকসঃ।
ঊচুঃ স্বং স্বং কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥২৬
ততঃ ক্ষণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা।
যূথশো বৎসবালাংশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ ॥২৭
দ্রব্যাবয়বনির্ম্মুক্তং ক্ষণমাত্রেণ তৎতথা।
কাককাকী-সমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্ দ্বিজ ॥২৮

পারিতেন না। বালকদ্বয় কখন গোগৃহে, কখন বা সদ্যোজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন যখন যশোদা একমাত্র ক্রীড়াপরায়ণ অতি চঞ্চল ঐ বালকদ্বয়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষভরে যষ্টি লইয়া কমললোচন কৃষ্ণের অনুগমন করত তাঁহাকে তৎর্সনাপূর্বক রজ্জুদ্বারা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং নির্দ্দোষকর্ম্মকারী কৃষ্ণকে ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—অরে অতিচঞ্চল! যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, গমন কর।" কুটুম্বিনী যশোদা এই কথা বলিয়া নিজ গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা হইলে কমলনয়ন কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটির মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া বক্রভাবে উদূখল আকর্ষণ করাতে ঊর্দ্ধ শাখাযুক্ত অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ব্রজবাসীরা সেই ভীষণ কটকটা শব্দ শ্রবণ করত কাতরভাবে আগমন করিল এবং ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদ্গত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে শুভ্র হাস্যযুক্ত, ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ সেই বালককে দর্শন করিল। সেই সময় হইতেই দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন-হেতু সেই বালকের দামোদর নাম হইল।১১-২১

তারপর মহা উৎপাতে অতিশয় ভীত নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,—এস্থানে আমাদের বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ, এখানে মৃত্যুর কারণস্বরূপ পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্য্যয় এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষদ্বয়ের পতনরূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া যে পর্য্যন্ত কোন ভূমিসম্বন্ধীয় মহোৎপাত ব্রজকে বিধ্বস্ত না করে, তাহার মধ্যেই আমরা এ স্থান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি।২২-২৫

বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
স্মৃতেন মনসা ধ্যাতং গব্যং বৃদ্ধিমভীপ্সতা ॥২৯
ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম।
প্রাবৃট্‌কাল ইবোদ্ভূতং নবং শস্যং সমন্ততঃ ॥৩০
স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ।
শকটীবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ ॥৩১
বৎসপালৌ চ সংবৃত্তৌ রাম-দামোদরৌ ততঃ।
একস্থানস্থিতৌ গোষ্ঠে চেরতুর্বাললীলয়া ॥৩২
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ।
গোপবেণুকৃতাতোদ্য-পত্রবাদ্যকৃতস্বনৌ ॥৩৩
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকী।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥৩৪
কচিৎ হসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ তথাপরৈঃ।
গোপপুত্রৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥৩৫
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে।
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥৩৬
প্রাবৃট্‌কালস্ততোঽতীব মেঘৌঘস্থগিতাম্বরঃ।
বভূব বারিধারাভিরেকাং কুর্ব্বন্ দিশামিব ॥৩৭
প্ররূঢ়নবশস্যাঢ্যা শক্রগোপাচিতা মহী।
তদা মারকতীবাসীৎ পদ্মরাগবিভূষিতা ॥৩৮
তথা রুন্মার্গবাহীনি নিম্নগাম্ভাংসি সর্ব্বতঃ।
মনাংসি দুর্ব্বিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥৩৯
ন বেজেঽত্যরিতশ্চন্দ্রো নির্ম্মলো মলিনৈর্ঘনৈঃ।
সদ্বাক্যবাদো মূর্খাণাং প্রগল্‌ভাভিরিবোক্তিভিঃ ॥৪০
নির্গুণেনাপি চাপেন শক্রস্য গগনে পদম্।
অব্যাপ্তাবিবেকস্য নৃপস্যেব পরিগ্রহে ॥৪১
মেঘপৃষ্ঠে বলাকানাং বরাজ বিমলা ততিঃ।
দুর্ব্বৃত্তে বুদ্ধিচেষ্টেব কুলীনস্যাতিশোভনা ॥৪২

ব্রজবাসিগণ এইরূপে বুদ্ধি স্থির করিয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে বলিলেন,—শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব করিও না। অনন্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট (গাড়ী) ও গোধনের সহিত দলে দলে গোবৎস ও বালকগণকে চালনা করত গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তখন ব্রজদ্রব্যসমূহের অবশিষ্টাংশে পরিপূর্ণ সেই ব্রজভূমি কাক ও কাকীগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইল। তখন নির্দ্দোষকর্ম্মকারী ভগবান্ কৃষ্ণ গোসমূহের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিশুদ্ধমনে বৃন্দাবনের (নিত্যধামের) চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত রুক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের ন্যায় নূতন শস্যসমূহ উৎপন্ন হইল।২৬-৩০

তখন সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করত বাস করিতে লাগিলেন। বলরাম এবং দামোদর কৃষ্ণ বৎসসমূহের পালক হইয়া একত্র বাল্যলীলা করত গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণে নবজাত পুষ্পধারণ করত গোপোচিত বেণু দ্বারা মৃদঙ্গাদির বাদ্য এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া কাকপক্ষ (চূলসী) ধারণপূর্ব্বক স্কন্ধের অংশচ্যুত শাখ ও বিশাখনামা কুমারদ্বয়ের ন্যায় সহাস্যবদনে ক্রীড়া করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন উভয়ে হাস্যপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য গোপবালকের সহিত গরু চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩১-৩৪

কালক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্বয় বৎসগণের পালক হইয়া উঠিলেন। তারপর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারিধারা দ্বারা দিক্‌সমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। নূতন শস্যে পরিপূর্ণা ও ইন্দ্রগোপ* কীটসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদ্মরাগ-মণিভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নূতন ধনপ্রাপ্ত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জলরাশি উন্মার্গবাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল। মূর্খগণের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির সহিত সদ্বাক্যবাদ

* বর্ষাকালে উৎপন্ন লাল একপ্রকার পোকা দেখা যায়, তাহাকে বলে ইন্দ্রগোপ।

ন ববন্ধাম্বরে স্থৈর্য্যং বিদ্যুদত্যন্তচঞ্চলা।
মৈত্রীব প্রবরে পুংসি দুর্জ্জনেন প্রযোজিতা ॥৩৩

মার্গা বভূবুরস্পষ্টা নবশষ্পচয়াবৃতাঃ।
অর্থান্তরমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজড়ানামিবোক্তয়ঃ ॥৪৪

উন্মত্তশিখিনারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে।
কৃষ্ণ-রামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈশ্চেরতুঃ সহ ॥৪৫

কচিদ্গোপৈঃ সমং রম্যং গেয়নৃত্যকৃতাবুভৌ।
চেরতুঃ কচিদত্যর্থং শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ৌ ॥৪৬

কচিৎ কদম্বস্রক্-চিত্রৌ ময়ূরস্রগ্ধরৌ কচিৎ।
বিচিত্রৌ কচিদাক্তেতাং বিবিধৈর্ধাতুভিঃ ॥৪৭

পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ কচিন্নিদ্রান্তরৈগিণৌ।
কচিদ্গর্জ্জতি জীমূতে হাহাকাররবাদৃতৌ ॥৪৮

গায়তামন্যগোপানাং প্রশংসাপরমৌ কচিৎ।
ময়ূরকেকানুগতৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥৪৯

ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুত্তমপ্রীতিসংযুতৌ।
ক্রীড়াসক্তৌ বনে তস্মিন্ চেরতুঃ প্রীতমানসৌ ॥৫০

বিকালে তু সমং গোভির্গোপবৃন্দসমন্বিতৌ।
আজগ্মতুঃ কৃষ্ণ-বলৌ গোপবেশধরাবুভৌ ॥৫১

বিকালে চ যথা গোষ্ঠং ব্রজমেত্য মহাবলৌ।
গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥৫২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

(সুবাক্যকথন) যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ নির্ম্মল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভাহীন হইলেন ।৩৬-৪০

অবিবেকী রাজার সভায় গুণহীন পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্রূপ গগনমণ্ডলে গুণহীন ইন্দ্রধনুও স্থান লাভ করিল। দুরাচারী পুরুষগণমধ্যে কুলীন ব্যক্তির নিষ্কপট শুভ চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকাশ্রেণী সুশোভিত হইল। সচ্চরিত্র পুরুষের সহিত দুর্জ্জনপুরুষের ক্ষণস্থায়ী মিত্রতার ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যুৎ গগনে স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না। দুর্জ্জনের অর্থান্তর পূর্ণ উক্তিসমূহের ন্যায় পথসকল নূতন শস্যচয়ে আবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই সময়ে উন্মত্ত ময়ূর ও ভ্রমরগণে পরিশোভিত মহাবনমধ্যে রাম ও কৃষ্ণ গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৪১-৪৫

কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত হইয়া, কখন বা শীতলবৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন কদম্বমাল্য, কখন ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ পর্ব্বতীয় ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বেশে উভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কখন নিদ্রাভিলাষে পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন; কখন মেঘের গর্জ্জনে দুই জনে হাহাকার রব করিতে লাগিলেন, কখন বা কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কখন বা ময়ূরের কেকাস্বরের অনুকরণ করত গোপবেণু বাদন করিতে লাগিলেন; এইরূপে নানাপ্রকার ভাবে পরম প্রীতিসহকারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া প্রসন্নমনে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে গো ও গোপগণের সহিত গোপবেশধারী রাম ও কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ব্রজে আগমন করত সমবয়স্ক গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম ও কৃষ্ণ অমরদ্বয়ের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।৪৬-৫২

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[কালিয়দমনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণো বৃন্দাবনং যযৌ ।
বিচচার বৃতো গোপৈর্বন্যপুষ্পস্রগুজ্জ্বলঃ ॥১
স জগামাথ কালিন্দীং লোককল্লোলশালিনীম্ ।
তীরসংলগ্নফেনৌঘৈর্হসন্তীমিব সর্ব্বতঃ ॥২
তস্যাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্নিশ্বসিতবারিণম্ ।
হ্রদং কালিয়নাগস্য দদৃশেঽতীব ভীষণম্ ॥৩
বিষাগ্নিনা বিদগ্ধানাং দগ্ধতীরমহাতরুম্ ।
বাতাহতাম্বুবিক্ষেপ-স্পর্শদগ্ধবিহঙ্গমম্ ॥৪
তমতীব মহারৌদ্রং মৃত্যুবক্ত্রমিবাপরম্ ।
বিলোক্য চিন্তয়ামাস ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥৫
অস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা কালিয়োঽলং বিষায়ুধঃ ।
যো ময়া নির্জ্জিতস্তার্ক্ষ্যাদ্ দুষ্টঃ নষ্টঃ পয়োনিধিম্ ॥৬
তেনেয়ং দূষিতা সর্ব্বা যমুনা সাগরং গতা ।
ন গোপৈর্গোধনৈর্বাপি তৃষার্ত্তৈরুপযুজ্যতে ॥৭
তদস্য নাগরাজস্য কর্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া ।
নিস্ত্রাসাস্তু সুখং যেন চরেয়ুর্ব্রজবাসিনঃ ॥৮
এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তির্দুরাত্মনাম্ ॥৯
তদেনং নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনম্ ।
অধিরুহ্যোৎপতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিন্নিপলাশিনঃ ॥১০

পরাশর উবাচ ।

ইত্থং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ ।
নিপপাত হ্রদে তত্র সর্পরাজস্য বেগিতঃ ॥১১
তেনাপি পততা যত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহ্রদঃ ।
অত্যর্থং দূরজাতাংস্তু সমসিঞ্চন্ মহীরুহান্ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

[কালিয়দমন ।]

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণ রামকে সঙ্গে না লইয়া একদা বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বন-ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে লোলকল্লোলশালিনী (চঞ্চলতরঙ্গযুক্ত) যমুনায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জ দ্বারা যমুনা যেন চারিদিকে হাস্য করিতেছেন। বিষাগ্নি দ্বারা যাহার জল সন্তপ্ত, কালিয় নাগের অতি ভীষণ সেই হ্রদ ঐ যমুনায় দর্শন করিলেন ।১-৩

সেই হ্রদোদ্গত বিষাগ্নি দ্বারা তীরস্থিত বিশাল বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জলস্পর্শে আকাশস্থিত পক্ষিগণ দগ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যে দুষ্ট আমার বিভূতি গরুড় কর্তৃক পরাভূত হইয়া সাগর ত্যাগ করত পলায়ন করিয়াছিল ও যাহার বিষই অস্ত্র, সেই দুরাত্মা কালিয় ইহাতে বাস করিতেছে। ইহার দ্বারা সাগরগামিনী এই যমুনাও দূষিতা হইয়াছে। গো অথবা গোপগণ তৃষ্ণায় পীড়িত হইলেও ইহার জল পান করিতে পারে না। অতএব আমি এই নাগরাজকে দমন করিব, যাহাতে ব্রজবাসীরা নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে। উৎপথগামী এই সমস্ত দুরাত্মাদিগকে শাস্তি প্রদান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। অতএব নিকটস্থ এই কদম্ববৃক্ষের উর্দ্ধতম শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই বায়ুভক্ষী নাগরাজের হ্রদে পতিত হই ।৪-১০

তে হি দৃষ্টবিষজ্বালা তপ্তাম্বুপবনোক্ষিতাঃ।
জ্বলন্তঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাঃ ॥১৩
আস্ফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহ্রদে ভুজম্।
তচ্ছব্দশ্রবণোচ্ছ্রান্তো নাগরাজোঽপ্যুপাগমৎ ॥১৪
আতাম্রনয়নক্রোধাদ্ বিষজ্বালাকুলৈর্মুখৈঃ (ক)।
বৃতো মহাবিষৈশ্চান্যৈঃ করগৈরনিলাশিভিঃ ॥১৫
নাগপত্ন্যশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ।
প্রকম্পিতসুকেশ্যশ্চলৎকুণ্ডলকান্তয়ঃ ॥১৬
ততঃ প্রবেষ্টিতঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনৈঃ।
দদংশুশ্চাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্বালাবিলৈর্মুখৈঃ ॥১৭

পরাশর বলিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি বন্ধন করত বেগের সহিত সর্পরাজের সেই হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কৃষ্ণ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া দূরস্থিত বৃক্ষসকলকে একেবারে প্লাবিত করিল। ঐ সর্পের বিষময় বিষ জ্বালায় সন্তপ্তজলবাহী বায়ু দ্বারা আর্দ্র হইয়া সেই বৃক্ষসমূহ তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল এবং তাহার জ্বালায় সম্পূর্ণ দিক্‌সকল ব্যাপ্ত হইল। তখন কৃষ্ণ নাগের হ্রদমধ্যে বাহু আস্ফোটন (তাড়ন) করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে নাগরাজ তীব্রগতিতে আগমন করিল। তখন উহার নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মুখ হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল এবং মহাবিষাক্ত বায়ুভক্ষী সর্পসকলে নাগরাজ পরিবৃত ছিল। তাহার সহিত মনোহর হার এবং শরীরের প্রকম্পনে হেলিয়া দুলিয়া যাওয়ায় চঞ্চল কুণ্ডলের কান্তিতে বিশোভিত শত শত নাগপত্নীও আগমন করিল। তখন সকলে কুণ্ডলীকৃত দেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজ্বালাপরিপূর্ণ মুখ দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।১১-১৭

তচ্ছ্রুত্বা তে তদা গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
গোপ্যশ্চ ত্বরিতা জগ্মুর্যশোদাপ্রমুখা হ্রদম্ ॥২০
হা হা কাসাবিতি জনো গোপীনামতিবিহ্বলঃ।
যশোদয়া স সত্রাসো দ্রুতং প্রস্খলিতং যযৌ ॥২১
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
ত্বরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥২২
দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবলং গতম্।
নিষ্প্রযত্নীকৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥২৩
নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টৌ ন্যস্ত পুত্রমুখে দৃশৌ।
যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তম ॥২৪
গোপ্যস্তুষ্ণীং রুদন্ত্যশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ।
প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতর্য্যগদ্গদম্ ॥২৫
সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিনামোহত্র মহাহ্রদে।
নাগরাজস্য নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥২৬

গোপগণ হ্রদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও সর্পকুণ্ডলে পীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করত শোকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ কালিয়-হ্রদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে, তোমরা আগমন কর ও দেখ। গোপগণ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ বজ্রপাত সদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিল। যশোদার সহিত গোপীজন উদ্‌ভ্রান্তভাবে "হা হা কোথায় কৃষ্ণ?" এই বলিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে স্খলিতপদে দ্রুতগতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ ও অদ্ভুত বিক্রমশালী রাম কৃষ্ণকে দর্শন করিবার অভিলাষে শীঘ্র যমুনায় গমন করিলেন।১৮-২১

তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশীভূত ও সর্পকুণ্ডলে আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুনিসত্তম! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করত ভয় ও কাতরতায় গদগদস্বরে বলিতে লাগিল যে, আমরা

পাঠান্তর :—(ক) আতাম্রনয়নো দৃষ্টবিষজ্বালাকুলৈঃ কৃষ্ণে।

দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ ॥২৭
বিনাকৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনামেন গোকুলম্।
অরণ্যং নাপি সেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ ॥২৮
যত্র নেন্দীবরদলপ্রখ্যকান্তিবরঃ হরিঃ।
তেনাপি মাতৃর্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ ॥২৯
উৎফুল্ল-পঙ্কজ-দলস্পষ্ট-কান্তিবিলোচনম্।
অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ ॥৩০
অত্যন্তমধুরালাপক্ষতাশেষমনোধনাঃ।
ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্ ॥৩১
ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজেন পশ্যত।
স্মিতশোভিমুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাস্যদ্বিলোকনে ॥৩২

পরাশর উবাচ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
গোপাংশ্চ ত্রাসবিধুরান্ বিলোক্য স্তিমিতেক্ষণঃ ॥৩৩
নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং ন্যস্তদৃষ্টিং স্তুতাননে।
মূর্চ্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাত্মসমংজ্ঞয়া ॥৩৪
কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোঽয়ং মানুষস্ত্বয়া।
ব্যজ্যতেঽত্যন্তমাত্মানং কিমনন্তং ন বেৎসি যৎ ॥৩৫
ত্বমস্য জগতো নাভিরবাণামিব সংশ্রয়ঃ।
কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥৩৬
দেবেন্দ্র-রুদ্রাশ্বিবসুভিরাদিত্যৈর্মরুদগ্নিভিঃ।
চিন্ত্যসে ত্বমচিন্ত্যাত্মন্ সমস্তৈশ্চৈব যোগিভিঃ ॥৩৭
জগত্যর্থং জগন্নাথ ভারাবতরণেচ্ছয়া।
অবতীর্ণোঽত্র মর্ত্ত্যেষু তবাংশশ্চাগ্রজঃ প্রভুঃ ॥৩৮
মনুষ্যলীলাং ভগবন্ ভজতা ভবতা ত্বরাঃ।
বিড়ম্বয়ন্তস্তল্লীলাং সর্ব্ব এব সমাসতে ॥৩৯
অবতার্য্য ভবান্ পূর্ব্বং গোকুলেঽত্র ত্বরান্বিতঃ।
ক্রীড়ার্থমাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোঽসি শাশ্বতঃ ॥৪০

সকলে যশোদার সহিত মাগধরাজের এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি ; আমাদের ব্রজে যাওয়া উচিত নয় ।২২-২৬

সূর্য্য বিনা দিবসের কি মূল্য আছে ? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি সৌন্দর্য্য দেখায় ? বৃষ বিনা গরু কি শোভা পায় ? কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজের সেইরূপ কি থাকিবে ? যেমন জলহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না এবং অরণ্যেও বাস করিব না অর্থাৎ জলহীন সরোবর যেরূপ ব্যবহারের অযোগ্য, সেইরূপ কৃষ্ণহীন গোকুলও আমাদের বসবাসের অযোগ্য। যেখানে ইন্দীবরদলকান্তি শ্যামসুন্দর হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও আসক্তি থাকা অতি বিস্ময়ের কথা। প্রফুল্লপদ্মতুল্য কান্তিমান্ নেত্রধারী হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিবে ? অত্যন্ত মধুর আলাপ দ্বারা যিনি সকলের মনোধন হরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে গমন করিব না। দেখ, সর্পরাজের কণা দ্বারা আবৃত, তথাপি আমাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণের ঈষৎহাস্যপূর্ণ মুখ কেমন শোভা পাইতেছে ।২৭-৩২

পরাশর বলিলেন,—স্তিমিতলোচন মহাবল রৌহিণেয়-পুত্র বলরাম গোপীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে ভয়বিহ্বল, নন্দকে অতিশয় দীন ও কৃষ্ণের মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি এবং যশোদাকে মূর্চ্ছিত দর্শন করত স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিলেন ।৩৩-৩৪

হে দেবদেবেশ ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না ? কেন এই অত্যন্ত মানুষ ভাব ব্যক্ত করিতেছ ? যেমন নাভি যেমন অরসকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি এই জগতের আশ্রয় এবং কর্ত্তা, অপহর্ত্তা ও পালক। তুমি ত্রৈলোক্যস্বরূপ ও তুমিই বেদময়। হে অচিন্ত্যরূপিন্ ! ইন্দ্র, রুদ্র, বসু, আদিত্য, মরুদ্গণ, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এবং সমস্ত যোগিগণ তোমারই চিন্তা করে। হে জগন্নাথ ! পৃথিবীর জন্য ভারাবতারণেচ্ছায় তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি ।৩৫-৩৮

হে ভগবন্ ! তুমি মনুষ্যলীলা করিতেছ ; এই সমস্ত দেবগণ তোমার লীলার অনুকরণ করিতে গোপবেশে

অত্রাবতীর্ণা যে কৃষ্ণ গোপা এব হি বান্ধবাঃ।
গোপ্যশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ ত্বং বন্ধূন্ সমুপেক্ষসে ॥৩১
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচাপলম্।
তদলং দম্যতাং কৃষ্ণ দুরাত্মা দর্পনায়ুধঃ ॥৪২

পরাশর উবাচ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ।
আস্ফোট্য মোচয়ামাস স্বদেহং ভোগবন্ধনাৎ ॥৪৩
আনম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং ফণম্।
আরুহ্যাভুগ্নশিরসঃ প্রননর্ত্তোরুবিক্রমঃ ॥৪৪
ব্রণাঃ ফণেঽভবংস্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিনিকুট্টনৈঃ।
যত্রোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননামাস্য ততঃ শিরঃ ॥৪৫
মূর্চ্ছামুপায়যৌ ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্য রেচকৈঃ।
দণ্ডপাতনিপাতেন বমাস রুধিরং বহু ॥৪৬

তন্নির্ভিন্নশিরোগ্রীবমাস্যেভ্যঃ স্রুতশোণিতম্।
বিলোক্য শরণং কৃষ্ণমুৎপত্ন্যো মধুসূদনম্ ॥৪৭

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ সর্ব্বেশত্বমনুত্তম।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যত্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৮
ন সমর্থাঃ সুরাস্তোতুং যমনন্তভবং প্রভুম্।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥৪৯
যস্যাখিলং মহী-ব্যোম-জলাগ্নি-পবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমল্পকাংশাংশঃ স্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্ ॥৫০
যতস্তো ন বিদুর্নিত্যং যৎস্বরূপং হি যোগিনঃ।
পরমার্থমণোরল্পং স্থূলাৎ স্থূলং নতাঃ স্ম তম্ ॥৫১
ন যস্য জন্মনে ধাতা যস্য নাশায় চান্তকঃ।
স্থিতিকর্ত্তা ন চান্যোঽস্তি যস্য তস্মৈ নমঃ সদা ॥৫২

অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত বাস করিতেছে। তুমি লীলার জন্য গোকুলে দেবোপনাসমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! গোকুলে অবতীর্ণ গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব, কিহেতু তুমি বিষণ্ণ বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ? হে কৃষ্ণ! আর কেন? মানুষ-ভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপলাও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দর্পই যাহার অস্ত্র, এই সেই দুরাত্মাকে দমন কর।৩৯-৪১

পরাশর বলিলেন,—রাম কৃষ্ণকে এইরূপে স্মরণ করাইয়া দিলে কৃষ্ণ সহাস্যবদনে স্বীয় আস্ফালন দ্বারা সর্পবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন এবং উভয় হস্ত দ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা নোয়াইয়া সেই নতমস্তক সর্পের উপর আরোহণ করত প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ফণায় ব্রণ (চরণপ্রহারে ক্ষত) সমূহ উৎপন্ন হইল এবং সে দিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কৃষ্ণের পাদপ্রহারে সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল। কৃষ্ণের ভ্রান্তি, রেচকনামক নৃত্যসম্বন্ধীয় দণ্ডপাতগতিবিশেষ দ্বারা নাগরাজ মূর্চ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল। নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ায় মুখ হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ করুণস্বরে মধুসূদনের নিকট গমন করিল।৪২-৪৭

নাগপত্নীগণ বলিল,—হে দেবদেবেশ্বর! আমরা তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতি, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর। দেবগণ যে স্বয়ম্ভু ও সর্ব্বব্যাপক প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্ত্রীলোক কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অল্পাংশেরও অংশ-স্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব?৪৮-৫০

যোগী ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নশীল হইয়াও যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পরমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি। বিধাতা যাঁহার জন্মের হেতু নহেন ও কালও যাঁহার নাশের হেতু নহেন এবং অন্য কেহও যাঁহার স্থিতিকর্ত্তা নাই, আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি। এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবল

কোপঃ স্বল্পোঽপি তে নাস্তি ক্ষিতিপালনমেব তে।
কারণং কালিয়স্যাস্য দমনে শ্রূয়তামতঃ ॥৫৩

স্ত্রিয়োঽনুকম্প্যাঃ সাধূনাং মূঢ়া দীনাশ্চ জন্তবঃ।
ততস্তত্তোঽস্য দীনস্য ক্ষম্যতাং ক্ষমতাং বর ॥৫৪

সমস্ত-জগদাধারো ভবানন্নবলঃ ফণী।
ত্বয়া চ পীড়িতো জন্তুর্মুহূর্তার্দ্ধেন জীবিতম্ ॥৫৫

ক্ব পন্নগোঽল্পবীর্য্যোঽয়ং ক্ব ভবান্ ভুবনাশ্রয়ঃ।
প্রীতি-দ্বেষৌ সমোৎকৃষ্ট-গোচরৌ চ যতোঽব্যয় ॥৫৬

ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥৫৭*

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বস্ত ক্লান্তদেহোঽদি পন্নগঃ।
প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥৫৮

কালিয় উবাচ।

ভবাংস্তগুণমৈশ্বর্য্যং নাথ স্বাভাবিকং বলম্।
নিরস্তাতিশয়ং যস্য তস্য স্তোষ্যামি কিন্নহম্ ॥৫৯

ত্বং পরস্ত্বং পরস্যাস্যাঃ পরং ত্বত্তঃ পরাত্মক।
পরস্মাৎ পরমো যস্ত্বং ততঃ স্তোষ্যামি কিং বহম্ ॥৬০

যস্মাদ্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রেন্দ্রমরুতোঽগ্নিনৌ।
বসবশ্চ মহাদিত্যাস্তস্য স্তোষ্যামি কিং বহম্ ॥৬১

একাবয়বসূক্ষ্মাংশো যস্যেদমখিলং জগৎ।
কল্পনাবয়বত্বেন তং স্তোষ্যামি কথং বহম্ ॥৬২

সদসদ্রূপিণো যস্য ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ।
পরমার্থং ন জানন্তি তস্য স্তোষ্যামি কিং বহম্ ॥৬৩

ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চ্যতে দিব্যৈর্গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ।
নন্দনাদিসমুদ্ভূতৈঃ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৪

যস্যাবতাররূপাণি দেবরাজঃ সদার্চ্চতি।
ন বেত্তি পরমং রূপং সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৫

বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য সর্ব্বাক্ষাণি চ যোগিনঃ।
সমর্চ্চয়ন্তি ধ্যানেন সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৬

হৃদি সঙ্কল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনার্চ্চন্তি যোগিনঃ।
ভাবপুষ্পাদিনা নাথ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৭

ক্ষিতিপালনই ইহার প্রয়োজন, অতএব শ্রবণ কর,—যেহেতু স্ত্রী, মূঢ় ও দীন জন্তুগণের উপর সাধুগণের কৃপা লক্ষিত হয়, সেইহেতু হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ! এই দীনকে তুমি ক্ষমা কর। তুমি সমস্ত জগতের আধার আর এই সর্প অতি অল্পবল, তোমা দ্বারা পীড়িত হইলে এই মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যেই ইনি জীবন ত্যাগ করিবেন। কোথায় এই অল্পবীর্য্য সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রয় তুমি? হে অব্যয়! সমানে প্রীতি এবং উৎকৃষ্টেই দ্বেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে জগৎস্বামিন্! এই অবসন্ন দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হও, আর বিলম্ব করিও না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন; আমাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান কর।৫১-৫৭

পরাশর বলিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্তদেহেও আশ্বস্ত হইয়া "হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হউন" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। কালিয় আরও বলিল,—হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? আপনি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), আপনি পরেরও পর, হে পরাত্মক। প্রকৃতি আপনা হইতেই পরিচালিত; যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং আদিত্যগণের সহিত বসুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিব? এই সমস্ত জগৎ যাঁহার একটি অবয়বের সূক্ষ্মাংশ, আমি কল্পনা করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব? ৫৮-৬২

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার সদসৎ (কার্য্য-কারণ) স্বরূপের বাস্তবিক রূপ জানেন না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে নন্দনকাননজাত দিব্য পুষ্প এবং অনুলেপন দ্বারা পূজা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার

---

* কোন কোন গ্রন্থে ৫৭ সংখ্যক শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়,—

ভুবনেশ অগন্নাথ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষাং প্রযচ্ছ নঃ ॥
দেবাসুরেন্দ্র দেবেশ দুষ্টৈতন্নিধনং ধ্রুব।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্।

সোঽহং তে দেবদেবেশ নার্চ্চনায়াং স্তুতৌ ন চ।
সামর্থ্যবান্ কৃপামাত্র-মনোবৃত্তিঃ প্রসীদ মে ॥৬৮
সর্পজাতিরিয়ং ক্রূরা যস্যাং জাতোঽস্মি কেশব।
তৎস্বভাবোঽয়মত্রাস্তি নাপরাধো মমাচ্যুত ॥৬৯
সৃজ্যতে ভবতা সর্ব্বং তথা সংহ্রিয়তে জগৎ।
জাতি-রূপ-স্বভাবাশ্চ সৃজ্যন্তে জগতাং ত্বয়া ॥৭০
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥৭১
যদন্যথা প্রবর্ত্তেয়ং দেবদেব ততো ময়ি।
ন্যায্যো দণ্ডনিপাতো বৈ তবৈব বচনং যথা ॥৭২
তথাপি যজ্জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ ময়ি।
সঃ সোঢ়োঽয়ং বরং দণ্ডস্ত্বতো নান্যত্র মে বরঃ ॥৭৩

হতবীর্য্যো হতবিষো দমিতোঽহং ত্বয়াচ্যুত।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥৭৪

শ্রীভগবানুবাচ।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প কদাচিদ্ যমুনাজলে।
সভৃত্যপরিবারস্ত্বং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥৭৫
মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি সাগরে।
গরুড়ঃ পন্নগরিপুর্ন্নহি ন প্রহরিষ্যতি ॥৭৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সর্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ।
প্রণম্য সোঽপি কৃষ্ণায় জগাম পন্নগাং নিধিম্ ॥৭৭
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ।
সমস্তভার্য্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্ ॥৭৮

অবতার সমূহকে অর্চ্চনা করিয়াও পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিব? যোগিগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করিয়া ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? ৬৫-৬৬

হে নাথ! যোগিগণ ধ্যান দ্বারা স্তবদ্বারা যাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া তদ্রূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে দেবদেবেশ! আমি আপনার অর্চ্চনা বা স্তুতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব! আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্পজাতি অতিশয় ক্রূর, তাহাদিগের স্বভাবই এইরূপ; হে অচ্যুত! ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।৬৭-৬৯

আপনিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই সমস্ত সংহার করিতেছেন। জগৎসমূহের সহিত উহার জাতি, রূপ ও স্বভাব সমস্তই আপনিই সৃজন করিয়াছেন।৭০

হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে যে জাতিতে যেরূপে সৃজন করিয়াছেন এবং যেরূপ স্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে দেবদেব! যদি আমি অন্যথাচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারই বাক্যানুসারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্ত্তব্য। হে জগৎপ্রভো! তথাপি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহণ অপেক্ষা এই দণ্ড আমি শ্রেয় বোধ করি। হে অচ্যুত! আপনা দ্বারা দমিত হইয়া আমার শক্তি এবং বিষ নষ্ট হইয়াছে, একমাত্র আমার জীবনভিক্ষা দান করুন; আজ্ঞা করুন,—আমি কি করিব? ৭১-৭৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সর্প! তুমি কখনই এই যমুনাজলে থাকিও না। ভৃত্য এবং পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্রের জলে গমন কর। হে সর্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে না।৭৫-৭৬

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন। নাগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করত ভৃত্য, অপত্য, বান্ধব এবং পত্নীগণের সহিত সমস্ত প্রাণীর সমক্ষে স্বকীয় হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিল। তদনন্তর সমস্ত গোপজন পুনরাগত মৃতের ন্যায় কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত

ততঃ সর্ব্বে পরিষ্বজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্ ।
গোপা মূর্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥৭৯
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমস্তে বিস্মিতচেতসঃ ।
তুষ্টুবুর্মুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্ ॥৮০
গীয়মানঃ স গোপীভিশ্চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতৈঃ ।
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু কৃষ্ণো ব্রজমুপাগমৎ ॥৮১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

নেত্রজল দ্বারা তাঁহার মস্তক সেচন করিয়াছিল। অন্যান্য গোপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করত হর্ষিত হইয়া বিস্মিতচিত্তে লীলাবিহারী কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল। পরে উত্তম কর্মপরায়ণ কৃষ্ণ গোপীগণ কর্তৃক দীপ্ত চরিত গীত ও গোপগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইতে হইতে ব্রজধামে আগমন করিলেন।৭৭-৮১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[ধেনুকাসুরবধঃ।]

পরাশর উবাচ।

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ সহিতৌ বল-কেশবৌ ।
ভ্রমমাণৌ বনে তস্মিন্ রম্যং তালবনং গতৌ ॥১
তত্তু তালবনং দিব্যং ধেনুকো নাম দানবঃ ।
মৃগমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ ॥২
তত্তু তালবনং পক্ক-ফলসম্পৎসমন্বিতম্ ।
দৃষ্ট্বা স্পৃহান্বিতা গোপাঃ ফলদানেঽব্রুবন্ বচঃ ॥৩
হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈব রক্ষ্যতে ।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাৎ পক্কানীমানি সন্তি বৈ ॥৪
ফলানি পশ্য তালানাং গন্ধামোদিতদিঙ্মুখানি চ ।
বয়মত্তুমভীপ্সামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচতে ॥৫
ইতি গোপকুমারাণাং শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণো বচঃ ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস ভুবি তালফলানি বৈ ॥৬
ফলানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্য স দুরাসদঃ ।
আজগাম রুষোদ্ভ্রান্তো কোপাদ্দৈতেয়গর্দ্দভঃ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়

[ধেনুকাসুরবধ।]

পরাশর বলিলেন,—এক দিন গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য মৃগমাংস আহার করত সেই দিব্য তালবনে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। পক্কফলসম্পত্তিসমন্বিত সেই তালবন দর্শন করত ফলগ্রহণে লুব্ধ হইয়া গোপগণ বলিল,—হে রাম! হে কৃষ্ণ! ধেনুকাসুর এই ভূমিপ্রদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে, সেইজন্য ঐ পক্ক তালফলসমূহ রহিয়াছে।১-৪

ঐ দেখ তালফলসকল রহিয়াছে, ইহাদের গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে পাড়িয়া দেও। গোপালদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ

পদ্ভ্যামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং বলী বলম্ ।
জঘানোরসি তাভ্যাঞ্চ স চ তেনাপ্যগৃহ্যত ॥৮

গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব সোঽম্বরে গতজীবিতম্ ।
তস্মিন্নেব চ চিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি ॥৯

ততঃ ফলান্যনেকানি তালাগ্রাদ্বিপতন্ ধরঃ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোঽম্বুদানি চ ॥১০

অন্যানপ্যস্য বৈ জ্ঞাতীনাগতান্ দৈত্যগর্দ্দভান্ ।
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥১১
ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পতৈস্তালফলৈস্তথা ।
দৈত্যগর্দ্দভদেহৈশ্চ মৈত্রেয় শুশুভেঽধিকম্ ॥১২
ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিংস্তালবনে দ্বিজ ।
নবশষ্পং সুখং চেরুর্যত্র ভুক্তমভূৎ পুরা ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। ফলসকলের পতন শব্দ শ্রবণ করত সেই দুরাত্মা দৈত্যগর্দ্দভ ক্রোধভরে আগমন করিল এবং ঐ বলবান্ দৈত্য পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা সবলে বলভদ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। সেই সময় বলভদ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ করত ঘুরাইতে লাগিলেন, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আকাশপথে প্রাণত্যাগ করিল; তখন রাম তাহাকে তালবৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন।৫-৯

তারপর সেই গর্দ্দভ তাল-বৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হইবার সময় মহাবায়ু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় বহুতর তালফল পতিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া আগত ইহার অন্যান্য দৈত্যগর্দ্দভ জ্ঞাতিগণকে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১০-১১

হে মৈত্রেয়! অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর পক্ক তালফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ অলঙ্কৃতা হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দ্দভগণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোভা ধারণ করিল। হে দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ পূর্ব্বে যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নূতন শষ্পসমূহের উপর সুখস্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে বিহার করিতে লাগিল।১২-১৩

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[প্রলম্বাসুরবধঃ।]

পরাশর উবাচ।

তস্মিন্ রামভদৈতেয়ে সানুগে বিনিপাতিতে
সেব্যং গো-গোপ-গোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ ॥১

ততস্তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
হত্বা ধেনুকদৈতেয়ং ভাণ্ডীর-বটমাগতৌ ॥২

ক্ষেড়মানৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্।
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ॥৩

নির্যোগপাশস্কন্ধৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥৪

সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যাং তৌ তদা রুচিতাম্বরৌ।
মহেন্দ্রায়ুধসংযুক্তৌ শ্বেতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥৫

চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরিতরেতরম্।
সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতৌ ভুবং গতৌ ॥৬

মনুষ্যধর্ম্মাভিরতৌ মানয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥৭

ততঃ স্কন্দোলিকাভিশ্চ নিযুদ্ধৈশ্চ মহাবলৌ।
ব্যায়ামং চক্রতুস্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাস্ত্রভিঃ ॥৮

তস্মিন্নন্তরমাত্রে তু হ্যভয়োরমমাগয়োঃ।
আজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেষবিরোহিতঃ ॥৯

সোঽবগাহ্য তু নিঃশঙ্কস্তয়োঃ মধ্যমমানুষঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥১০

নবম অধ্যায়

[প্রলম্ববধ।]

পরাশর বলিলেন,—অনুচরগণের সহিত সেই গর্দ্দভাসুর নিহত হইলে পর গরু, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর আনন্দিত বসুদেবসুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়া ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১-২

সেইখানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভীসমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্কন্ধদেশে গোগণের বন্ধনরজ্জু লম্বিত ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালায় বিভূষিত ছিলেন। তাহাতে নূতন শৃঙ্গ বাহির হইবার সময় বালবৃষভগণ যে প্রকার শোভাশালী হয়, ঐ মহাত্মদ্বয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।৩-৪

সুবর্ণ ও অঞ্জন (কজ্জল) বর্ণ দ্বারা তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দাবনের আকাশে ইন্দ্রধনুসংযুক্ত দুইখানি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদিত হইয়াছে। সমস্ত লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও তাঁহারা ভূতলে গমনপূর্ব্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মে তৎপর হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রীড়া করত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৫-৭

সেই দুই মহাবলবান্ কখন স্কন্দোলিকা (দোলনা) দ্বারা, কখন বাহুযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপণীয় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। উভয়ে সেই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বনামে একজন অসুর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব মনুষ্যদেহ ধারণকরত নির্ভয়ে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়ারত বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল।৮-১০

তয়োশ্ছিদ্রান্তরং প্রেপ্সুরবিষহ্যমমন্যত।
কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হন্তুং চক্রে মনোরথম্ ॥১১
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।
প্রকুর্ব্বন্তো হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥১২
শ্রীদাম্না সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ।
গোপালৈরপরৈশ্চান্যে গোপালাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥১৩
শ্রীদামানং ততঃ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রৌহিণীসুতঃ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপৈরন্যে পরাজিতাঃ ॥১৪
তে বাহয়ন্তস্তু যে তাংস্তং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ।
পুনর্নিবৃত্তাঃ সর্ব্বে যে যৈশ্চাত্র পরাজিতাঃ ॥১৫
সঙ্কর্ষণস্তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
ন তস্থৌ স জগামৈব সচন্দ্র ইব বারিদঃ ॥১৬
অবহন্ রৌহিণেয়স্য স ভারং দানবোত্তমঃ।
বরুধে স্বমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥১৭
সঙ্কর্ষণস্তু তং দৃষ্ট্বা দগ্ধশৈলোপমাকৃতিম্।
স্রগ্দামলম্বাভরণং মুকুটাটোপমস্তকম্ ॥১৮
রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং পাদন্যাস-চলৎক্ষিতিম্।
ব্রিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্রিয়াম্যেষ পর্ব্বতোদগ্রমূর্ত্তিনা।
কেনাপি পশ্য দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্মরূপিণা ॥২০
যদত্র সাম্প্রতং কার্য্যং ময়া মধুনিষূদন।
তৎ কথ্যতাং প্রয়াত্যেষ দুরাত্মা দানবাধমঃ ॥২১

পরাশর উবাচ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা রৌহিণেয়স্য বলবীর্য্যপ্রমাণবিৎ ॥২২
কিমেষ মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে।
সর্ব্বাস্বন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া ॥২৩

উভয়ের অসাবধানতার সুযোগাভিলাষী সেই অসুর কৃষ্ণকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বোধ করিল। অনন্তর সে কোন ছলে রোহিণীপুত্র রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল। তাহার পর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণাক্রীড়নক নামে এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া দ্রুতগতিতে পরস্পর দুই দুইজনে মিলিয়া লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।১১-১২

অনন্তর গোবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের সহিত এবং তদ্ভিন্ন গোপবালকগণও অন্যান্য গোপবালকের সহিত দ্রুতগতিতে দৌড়িতে লাগিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিণীসুত বলরাম প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্য গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন। সেই পরাজিত বালকগণ বিজয়ী বালকগণকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই দানব বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়া চন্দ্রের সহিত জলধরের (মেঘের) ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল; আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব রোহিণীসুত বলদেবের ভার সহন করিতে না পারিয়া বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় অতি বিশাল দেহধারণ করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর দগ্ধপর্ব্বতের ন্যায় শরীরগ্রাহী, মাল্য ও আভরণধারী, মস্তকে মুকুটশোভী, ভয়ঙ্কর শকটচক্রের ন্যায় গোলাকার নেত্রশালী ও পাদক্ষেপে বসুধার কম্পনকারী সেই অসুর কর্ত্তৃক নিজেকে অপহৃত হইতে দেখিয়া বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্ম গোপালরূপী পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতশরীর কোন দৈত্য আমাকে হরণ করিতেছে; তুমি দেখ। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমার যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও; এই দুরাত্মা দানবাধম চলিয়া যাইতেছে।১৩-২১

---

* দুইজন করিয়া বালক একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এক স্থান হইতে দ্রুতগতিতে গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে সেই জয়ী হইবে। পরাজিত বালক বিজয়ীকে স্কন্ধে করিয়া সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে ক্রীড়া করা হয়, তাহার নাম হরিণাক্রীড়ন।

স্মরাশেষজগদ্বীজকারণং কারণাগ্রজম্।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগত্যেকার্ণবে চ যৎ ॥২৪
কিন্ন বেৎসি যথাহঞ্চ ত্বৈকৈকং কারণং ভুবঃ।
ভারাবতারণার্থায় মর্ত্যলোকমুপাগতৌ ॥২৫
নভঃ শিরস্তেঽম্বুময়ী চ মূর্ত্তিঃ
পাদৌ ক্ষিতির্বক্ত্রমনন্ত বহ্নিঃ।
সোমো মনস্তে শ্বসিতং সমীরো
দিশশ্চতস্রোঽব্যয় বাহবস্তে ॥২৬
সহস্রবক্ত্রো ভগবান্ মহাত্মা
সহস্রহস্তাঙ্ঘ্রিশরীরভেদঃ।
সহস্রপদ্মোদ্ভবযোনিরাদ্যঃ
সহস্রশস্ত্বাং মুনয়ো গৃণন্তি ॥২৭
দিব্যং হি রূপং তব বেত্তি নান্যো
দেবৈরশেষৈরবতাররূপম্।
তবার্চ্চ্যতে বেৎসি ন কিং যদন্তে
ত্বয্যেব বিশ্বং লয়মভ্যুপৈতি ॥২৮

ত্বয়া ধৃতেয়ং ধরণী বিভর্ত্তি
চরাচরং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তে।
কৃতাদিভেদৈরয়ন কালরূপো
নিমেষপূর্ব্বো জগদেতদৎসি ॥২৯
অম্ভঃ যথা বাড়বহিনাম্বু
হিমস্বরূপং পরিগৃহ্য কান্তম্।
হিমাচলে ভানুমতোঽংশুসঙ্গা-
দ্দ্রবত্বমভ্যেতি পুনস্তদেব ॥৩০
এবং ত্বয়া সংহরণেঽত্তমেত-
জ্জগৎ সমস্তং পুনরপ্যবশ্যম্।
তবৈব সর্গায় মনুষ্যদেহ
জগন্ময়ত্বোদ্যমকল্পনীশ ॥৩১
ভবানহঞ্চ বিশ্বাত্মন্নেকমেব হি কারণম্।
জগতোঽস্য জগত্যর্থে ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩২
তৎ স্মর্য্যতামমেয়াত্মন্ ত্বয়াত্মা জহি দানবম্।
মানুষ্যমেবাবলম্ব্য বন্ধূনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥৩৩

পরাশর বলিলেন,—তখন বলভদ্রের বলবীর্য্যজ্ঞাতা মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত রামকে কহিলেন,—হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার গুহ্যপদার্থ অপেক্ষা গুহ্যাত্মা হইয়াও এই প্রকার স্পষ্ট মানুষভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন? আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বীজেরও কারণ ও কারণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং প্রলয়কালে একমাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি? ২২-২৫

আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত! ক্ষিতিই আপনার পদদ্বয়, বহ্নিই আপনার মুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিশ্বাস। হে অব্যয়! চারিটী দিক্‌ই আপনার চারিটি বাহু, হে ভগবন্! আপনার সহস্র বক্ত্র; আপনার হস্ত, পদ ও শরীর সবই সহস্র প্রকার; আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুনিগণ সহস্রস্তবেই আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অন্য কোন ব্যক্তিই আপনার দিব্যরূপকে জানে না। অখিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, অন্তকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া থাকে? ২৬-২৮

হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনি যখন করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; হে অজ! আপনি নিমেষাদি কালরূপী, আপনিই সত্য-ত্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন। বাড়বানল কর্ত্তৃক পীত জল যে প্রকার মনোহর হিমস্বরূপ ধারণ করে এবং সেই হিমালয়ে সূর্য্যকিরণসম্পর্কবশতঃ তাহা পুনর্ব্বার সেই জলরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্ব্বার আপনার জগদ্রূপত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! প্রতিকল্পেই আপনি

পরাশর উবাচ ।

ইতি সংস্মারিতো বিপ্র কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ।
বিহস্য পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥৩৪
মুষ্টিনা চাহনন্ মূর্দ্ধি কোপসংরক্তলোচনঃ ।
তেন চাস্য প্রহারেণ বহির্যাতে বিলোচনে ॥৩৫
স নিষ্কাশিতমস্তিষ্কো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্য্যো মমার চ ॥৩৬

প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥৩৭
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু রামো দৈত্যে নিপাতিতে ।
প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥৩৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

এই প্রকার জগতের প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।২৯-৩১

হে বিশ্বাত্মন্! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছি। হে অমেয়াত্মন্! সেইহেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং মনুষ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক এই দানব নিধন করত বন্ধুগণের মঙ্গলসাধন করুন ।৩২-৩৩

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্র! সুমহাত্মা কৃষ্ণ এই প্রকারে বলদেবকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তখন বলবান্ বলদেব হাস্য করত প্রলম্বাসুরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর বলভদ্র মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অসুরের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল ।৩৪-৩৫

সেই সময় তাহার মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল এবং (সঙ্গে সঙ্গে) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অদ্ভুতকর্ম্মা বলদেব কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট গোপবালকগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' এই বাক্য বলিতে লাগিল। প্রলম্বাসুর নিপাতিত হইলে পর, গোপগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতে হইতে বলদেব কৃষ্ণের সহিত পুনর্ব্বার গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন ।৩৬-৩৮

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[শরদ্‌বর্ণনম্‌, গোবর্দ্ধনপূজা চ।]

পরাশর উবাচ।

তয়োর্বিহরতোস্তত্র রাম-কেশবয়োর্ব্রজে।
প্রাবৃট্‌ ব্যতীতা বিকসৎ-সরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥১

অবাপুস্তাপমত্যর্থং শফর্য্যঃ পঙ্কলোদকে।
পুত্রক্ষেত্রাদিসক্তেন মমত্বেন যথা গৃহী ॥২

ময়ূরা মৌনিনস্তস্থুঃ পরিত্যক্তমদা বনে।
অসারতাং পরিজ্ঞায় সংসারস্যেব যোগিনঃ ॥৩

উৎসৃজ্য জলসর্ব্বস্বং নির্ম্মলাঃ সিতমূর্ত্তয়ঃ।
তত্যজুশ্চাম্বরং মেঘা গৃহং বিজ্ঞানিনো যথা ॥৪

শরৎসূর্য্যাংশুতপ্তানি যযুঃ শোষং সরাংসি চ।
বহ্বালম্বি মমত্বেন হৃদয়ানীব দেহিনাম্‌ ॥৫

কুমুদৈঃ শরদস্তাংসি যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ।
অবরোধৈর্ম্মনাংসীব সম্বন্ধমমলাত্মনাম্‌ ॥৬

তারকা বিমলে ব্যোম্নি বরাজাপণ্ডমণ্ডলঃ।
চন্দ্রশ্চরনদেবাত্মা যোগী সাধুকুলে যথা ॥৭

শনৈঃ শনৈস্তীরং তত্যজুশ্চ কলাশয়াঃ।
মমত্বং ক্ষেত্রপুত্রাদিরূঢ়মূলৈর্যথা বুধাঃ ॥৮

পূর্ব্বত্যক্তৈঃ সরোহম্ভোভির্হংসা যোগং পুনর্যযুঃ।
ক্লেশৈঃ কুযোগিনোঽশেষৈরন্তরায়হতা ইব ॥৯

নিভৃতোঽভবদত্যর্থং সমুদ্রঃ স্তিমিতোদকঃ।
ক্রমাবাপ্ত-মহাযোগো নিশ্চলাত্মা যথা যতিঃ ॥১০

দশম অধ্যায়

[শরদ্‌বর্ণন ও গোবর্দ্ধনপূজা।]

পরাশর বলিলেন,—ব্রজে এই প্রকার বিহার করিতে করিতে রাম ও কেশবের বর্ষাকাল অতীত হইল এবং বিকসিত পদ্মসমূহযুক্ত শরৎকাল উপস্থিত হইল।১

পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসঙ্গজনিত মমতায় গৃহিব্যক্তি যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পঙ্কলের (পর্ত্তের) জলে মৎস্যগণ অতিশয় তাপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।২

যেরূপ সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যোগিগণ শান্ত হন, সেইরূপ ময়ূরগণও বনে মদ-পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।৩

জ্ঞানিজন যে প্রকার সর্ব্বপ্রকার মমতা পরিহার করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া আকাশ পরিত্যাগ করিল।৪

বহুপদার্থের প্রতি মমতা করায় দেহিগণের হৃদয় যেরূপ সারহীন হয়, সেইরূপ শরৎকালীন সূর্য্যকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শুষ্ক হইতে লাগিল।৫

নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিগণের মন যে প্রকার জ্ঞানের দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিত যোগ্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইল।৬

তারকাবিমল নভোমণ্ডলে অখণ্ডমণ্ডল (পূর্ণ) চন্দ্র সৎকুলোৎপন্ন চরমদেহাত্মা যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৭

পণ্ডিতগণ যে প্রকার পুত্রাদির উপর বদ্ধিত মমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয়সকল ক্রমে ক্রমে তীর পরিত্যাগ করিতে লাগিল।৮

যে প্রকার কুযোগিগণ অন্তরায় * সমূহে বিচলিত

* অন্তরায় নয় প্রকার, যথা—

"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।" (যো • দ • ১।৩০)

ব্যাধি, ত্যান (সাধনায় অপ্রবৃত্তি), সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি (বৈরাগ্যহীনতা), ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব (লক্ষ্যের উপলব্ধি না হওয়া) এবং অনবস্থিতত্ব (লক্ষ্যে স্থির না হওয়া)—এই নয় প্রকার অন্তরায়।

সর্ব্বত্রাতিপ্রসন্নানি সলিলানি তদাভবন্ ।
জ্ঞাতে সর্ব্বগতে বিষ্ণৌ মনাংসীব সুমেধসাম্ ॥১১
বভূব নির্ম্মলং ব্যোম শরদা ধ্বস্ততোয়দম্ ।
যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশৌঘং যোগিনামিব মানসম্ ॥১২
সূর্য্যাংশুজনিতং তাপং নিন্যে তারাপতিঃ শমম্ ।
অহঙ্কারোদ্ভবং দুঃখং বিবেকঃ সুমহানিব ॥১৩
নভসোঽভ্রান্ ভুবঃ পঙ্কান্ কালুষ্যং চাম্ভসঃ শরৎ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রত্যাহার ইবাহরৎ ॥১৪
প্রাণায়াম ইবাম্ভোভিঃ সরসাং কৃতপূরকৈঃ ।
অভ্যস্যতোঽনুদিবসং রেচকাকুম্ভকাদিভিঃ ॥১৫
বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো রজম্ ।
দদর্শেন্দ্রমহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকসঃ ॥১৬
কৃষ্ণস্তানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা গোপানুৎসবলালসান্ ।
কৌতূহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্ মহামতিঃ ॥১৭
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ ।
প্রাহতং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥১৮
মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।
তেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যস্মদ্ব্রজং রসম্ ॥১৯
তদ্বৃষ্টিজনিতং শস্যং বয়মন্যে চ দেহিনঃ ।
বর্ত্তয়ামোপযুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ ॥২০
ক্ষীরবত্যো ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ ।
তেন সংবর্দ্ধিতৈঃ শস্যৈঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ ॥২১
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ ।
দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥২২

হইয়া পুনর্ব্বার ক্লেশ † যুক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বপরিত্যক্ত সরোবরজলের সহিত হংসগণ পুনর্ব্বার সংযোগপ্রাপ্ত হইল ।৯

ক্রমে ক্রমে মহাযোগ (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি) লাভ করিয়া যতি যেরূপ নিশ্চলাত্মা হন, সেইরূপ জল নিশ্চল হওয়ায় সমুদ্র অতিশয় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইল ।১০

সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারিলে মেধাবী পুরুষের মন যে প্রকার অতিশয় নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইয়াছিল ।১১

শরৎকালাগমে মেঘসকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধক্লেশ যোগিগণের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল হইল ।১২

সুমহান্ বিবেক যে প্রকার অহঙ্কারসম্ভূত দুঃখকে শান্ত (বিনাশ) করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যকিরণজনিত সন্তাপকে শান্ত করিয়াছিল ।১৩

প্রত্যাহার যে প্রকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কর্দ্দমসমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল ।১৪

রেচক ও কুম্ভকাদি দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যে প্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্ত্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকসকলের প্রাণের ধৈর্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল ।১৫

এইপ্রকার সুন্দর আকাশ ও নির্ম্মল নক্ষত্রময় শরৎকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিগণ মহারম্ভে (ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন ।১৬

মহামতি কৃষ্ণ উৎসবলালস বৃদ্ধগোপগণকে অবলোকন করিয়া কৌতূহলসহকারে তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন যে, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞ, যাহার জন্য আপনারা এত হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন? তখন নন্দগোপ জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে অতি আদরের সহিত বলিলেন ।১৭-১৮

যে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ ও জলনিকরের কর্ত্তা, তিনিই মেঘগণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে ।১৯

---

† ক্লেশ পাঁচ প্রকার, যথা—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ । (যো • দ • ২।৩)

অবিদ্যা, অস্মিতা (অহঙ্কার), রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়)—এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ ।

ভৌমমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদঃ।
পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥২৩
তস্মাৎ প্রায়শি রাজানঃ সর্ব্বে শক্রং মুদা যুতাঃ।
মহৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ মানবাঃ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

নন্দগোপস্য বচনং শ্রুত্বেন্দ্রং শক্রপূজনে।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রস্য প্রাহ দামোদরস্তদা ॥২৫
ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বাণিজ্যজীবিনো ন চ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥২৬
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা।
বিদ্যাশ্চতস্রস্তত্রেতং বার্ত্তামত্র শৃণুস মে ॥২৭

অন্যান্য দেহধারিগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শস্যের লাভে প্রাণধারণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকি।২০

এই সকল বৎসবতী গাভীগণ সেই বৃষ্টির জন্য পরিবর্দ্ধিত শস্যসমূহ দ্বারা হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া দুগ্ধ ধারণ করিয়া থাকে এবং তৃপ্ত হয়।২১

যেখানে মেঘসকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, সেই স্থানের ভূমি শস্যরহিতা বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায় না।২২

পর্জ্জন্যদেব (ইন্দ্র) সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত ভূমিরসকে সর্ব্বলোকের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন।২৩

সেই কারণে আমরা, অন্যান্য মনুষ্যবৃন্দ ও রাজগণ সকলেই আনন্দের সহিত বর্ষাকালে সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকি।২৪

পরাশর বলিলেন,—শক্রপূজাবিষয়ে নন্দগোপের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন দামোদর কৃষ্ণ দেবেন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইবার জন্যই বলিলেন।২৫

হে পিতঃ! আমরা কৃষিকর্ত্তা বা বাণিজ্যজীবী নহি, আমরা বনচর; সুতরাং গাভীগণই আমাদের দেবতা।২৬

আন্বীক্ষিকী (তর্কশাস্ত্র), ত্রয়ী (কর্ম্মকাণ্ড), বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চারিপ্রকার বিদ্যা। ইহার মধ্যে বার্ত্তা কাহাকে বলে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন।২৭

কৃষির্বণিজ্যা তত্রত্বং তৃতীয়ং পশুপালনম্।
বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ বার্ত্তা বৃত্তিত্রয়াশ্রয়াঃ ॥২৮
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্।
অস্মাকং গাঃ পরা বৃত্তির্বার্ত্তাভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ ॥২৯
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং মহৎ।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিকা ॥৩০
সোঽন্যস্য ফলমশ্নন্ বৈ পূজয়ত্যপরং নরঃ।
ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩১
কৃষ্যন্তা প্রথিতা সীমা সীমান্তশ্চ পুনর্বনম্।
বনান্তা গিরয়ঃ সর্ব্বে তে চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥৩২
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
সুখিনঃ সকলে লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥৩৩

হে মহাভাগ! তন্মধ্যে বার্ত্তা কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন—এই তিন রকম বৃত্তির আশ্রয়ভূত বলিয়া ত্রিবিধ।২৮

ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি, তাহা কৃষকের অবলম্বন; বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য এবং আমাদের গাভীই মুখ্য অবলম্বন। এই তিন প্রকার বার্ত্তাভেদে বৃত্তি তিন প্রকার।২৯

যে বিদ্যা দ্বারা যে প্রতিপালিত, সেই বিদ্যাই তাহার মহতী দেবতা; অতএব তাহারই পূজা করা উচিত। কারণ, সেই বিদ্যাই তাহার মহা উপকার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক ব্যক্তি দ্বারা ফল লাভ করিয়া (তাহাকে অনাদর করত) অন্যের পূজা করিয়া থাকে, হে পিতঃ! সেই ব্যক্তি ইহকাল বা পরকালে মঙ্গললাভ করিতে পারে না।৩০-৩১

যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, (সাধারণ প্রচারার্থ) ভূমিই তাহার সীমা, (সাধারণ প্রচারার্থ) ভূমিরও সীমা বন, সেই বনের সীমারূপে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্ব্বতসমূহই আমাদের শ্রেষ্ঠ গতি। আমরা দ্বারবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান

শ্রূয়ন্তে গিরিষশ্চামী বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় রমন্তে স্বেষু সানুষু ॥৩৪
যদা চৈতেঽপরাধ্যন্তে তেষাং যে কাননৌকসঃ।
তদা সিংহাদিরূপৈস্তান্ ঘাতয়ন্তি মহীধরাঃ ॥৩৫
গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাদ্ গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৬
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ।
গিরি-গোযজ্ঞশীলাশ্চ বয়মেদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥৩৭
তস্মাদ্ গোবর্দ্ধনঃ শৈলো ভবদ্ভির্বিবিধাহ্বয়ৈঃ।
অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হত্বা বিধানতঃ ॥৩৮
সর্ব্বঘোষস্য সন্দোহো গৃহ্যতাং মা বিচার্য্যতাম্।
ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বিপ্রাস্তথা যে চাভিবাঞ্ছকাঃ ॥৩৯

সমর্চ্চিতে কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু।
শরৎপুষ্পকৃতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্তু গোগণাঃ ॥৪০
এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রত্যাদ্রিয়তে যদি।
ততঃ কৃতা ভবেৎ প্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥৪১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখা বিপ্র সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥৪২
শোভনং তে মতং বৎস যদেতদুদিতং তব।
তৎ করিষ্যামহে সর্ব্বং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥৪৩

পরাশর উবাচ।

তথা চ কৃতবন্তস্তে গিরিযজ্ঞং ব্রজৌকসঃ।
দধি-পায়স-মাংসান্নৈর্দদুঃ শৈলবলিং ততঃ ॥৪৪

করি না এবং গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যেও বিচরণ করি না, সুতরাং চক্রচারী* মুনিগণের ন্যায় আমরা সকললোকেই সুখী ।৩২-৩৩

এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, এই সকল পর্ব্বত কামরূপী এবং ইঁহারা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া এই বনে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করিয়া থাকেন ।৩৪

যাহারা বনবাসী, তাহারা যখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদিরূপ ধারণ করিয়া সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন ।৩৫

সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিযজ্ঞ রূপে প্রবর্ত্তিত করুন। মহেন্দ্রের পূজায় আমাদের কি লাভ হইবে? গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা ।৩৬

বিপ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞনিরত, কৃষকগণ সীতাযজ্ঞময় (হলপূজক) আর পর্বত ও বনাশ্রিত আদৃশ গোপগণ গিরি এবং গোযজ্ঞশীল বলিয়া জানিবেন ।৩৭

সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা এবং অর্চ্চনা করুন। যথাবিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাঁহারই পূজা করুন ।৩৮

সকল ব্রজেরই দুগ্ধাদি সংগ্রহ করুন, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবেন না এবং সেই দুগ্ধাদি দ্বারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান ।৩৯

গোবর্দ্ধনের পূজা ও হোম করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইলে, গোগণ শরৎকালীন পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করুক ।৪০

হে গোপগণ! এই আমার মত যদি আপনারা সকলে সম্প্রতি ইহার আদর (কর্ত্তব্যরূপে বিবেচনা) করেন, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, গাভীগণ এবং আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিব ।৪১

হে বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিতে উৎফুল্লমুখে 'সাধু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।৪২

নন্দগোপ প্রভৃতি বলিলেন,—হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই করিব; গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক ।৪৩

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষ্ণের কথানুসারে গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি (পর্ব্বতের পূজোপহার) প্রদান করিলেন ।৪৪

---

* যে সকল মুনি শকট (গাড়ী) প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন এবং যাঁহাদিগের কোন নিজস্ব বাসস্থান নাই ও যেখানেই সন্ধ্যা হয়, সেখানেই বাস করেন। তাঁহাদিগকে 'চক্রচারী' মুনি বলে। উঁহাদিগের অপর একটি নাম হইল—'সাদ্যঃকৃৎ'।

দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাস্থুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অন্যানপ্যাগতানিত্থং কৃষ্ণেনোক্তং যথা পুরা ॥৪৫
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুশ্চর্চ্চিতাস্তাঃ প্রদক্ষিণম্।
ঋষভাশ্চাপি নর্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব ॥৪৬
গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহু তদা গোপবর্য্যাহৃতং দ্বিজ ॥৪৭

অন্যেন কৃষ্ণো রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ।
অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্ ॥৪৮
অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্ গোপা লব্ধ্বা ততো বরান্।
কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযযুঃ পুনঃ ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শত শত এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন।৪৫

অনন্তর অর্চ্চিত গাভীগণ এবং সজল জলধরের (মেঘের) ন্যায় গর্জ্জনকারী বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল।৪৬

হে দ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ "আমিই শৈল" এই বলিয়া এক বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অন্যরূপবিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তনুকে গোপগণের সহিত শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।৪৭-৪৮

অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে পর সেই গিরিদেব অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে গোপগণও গিরিমহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন।৪৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রস্য ক্রোধঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

মহে প্রতিহৃতে শক্রো মৈত্রেয়াতিরুষান্বিতঃ।
সংবর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥১
ভো ভো মেঘা নিশাম্যেতদ্ বচনং বদতো মম।
আজ্ঞানন্তরমেবাশু ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥২
নন্দগোপঃ সুদুর্ব্বুদ্ধির্গোপৈরন্যৈঃ সহায়বান্।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাদ্গর্ব্বাদ্ মহভঙ্গমচীকরৎ ॥৩
আজ্ঞীবো যঃ পরস্তেষাং যাশ্চ গোপস্বকারণম্।
তা গাবো বৃষ্টিবাতেন পীড্যন্তাং বচনান্মম ॥৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভং তুঙ্গমারুহ্য বারণম্।
দাহায্যং বঃ করিষ্যামি বার্য্যমূৎসর্গযোজিতম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়

[ইন্দ্রের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! অনন্তর এই প্রকারে স্বকীয় যজ্ঞ প্রতিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সংবর্ত্তক নামক মেঘগণকে বলিলেন।১

হে মেঘগণ! আমি আদেশ করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, আমার সেই আজ্ঞা বিচার না করিয়াই শীঘ্র সম্পাদন কর।২

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমুচুস্তে বলাহকাঃ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজ ॥৬
ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোঽম্বরমেব চ।
একং ধারামহাসারপূরণেনাভবন্মুনে ॥৭
বিদ্যুল্লতাকশাঘাতস্তৈরিব ঘনৈর্ঘনম্।
নাদাপূরিতদিক্চক্রৈর্ধারাসারমপাতয়ত ॥৮
অন্ধকারীকৃতে লোকে বর্ষদ্ভিরনিশং ঘনৈঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ জগদাপ্যমিবাভবৎ ॥৯
গাবস্তু তেন পতিতা বর্ষবাতেন বেগিনা।
ধৃতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সদ্যস্ত্রিকসক্থিশিরোধরাঃ ॥১০
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্থুরন্যা মহামুনে।
গাবো বিবৎসাশ্চ কৃতা বারিপুরেণ চাপরাঃ ॥১১
বৎসাশ্চ দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকন্ধরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যনুশব্দাঃ কৃষ্ণমুচুরিবার্ত্তকাঃ ॥১২
ততস্তদ্গোকুলং সর্ব্বং গো-গোপী-গোপসংকুলম্।
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥১৩
এতৎ কৃতং মহেন্দ্রেণ মহত্তঙ্গবিরোধিনা।
তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুনা ময়া ॥১৪
ইমমদ্রিমহং ধৈর্য্যাদুৎপাট্যোরুশিলাঘনম্।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্য পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥১৫

পরাশর উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণো গোবর্দ্ধনমহীধরম্।
উৎপাট্যৈককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৬

অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি নন্দগোপ কৃষ্ণকে আশ্রয় করত তাহার বলে গর্ব্বিত হইয়া অন্যান্য গোপগণের সহিত মিলিতভাবে আমার উৎসবভঙ্গ করিয়াছে।৩

যাহা সেই নন্দগোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে সেই গাভীগণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর।৪

আমি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ঐরাবতে আরোহণ করত বৃষ্টির জল বর্ষণ করিয়া তোমাদের সাহায্য করিব।৫

হে দ্বিজ! ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত মেঘগণ গোগণের বিনাশের জন্য অতিভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ করিল।৬

হে মহামুনে! অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘপরিত্যক্ত মহাজলধারাবর্ষণে ধরণী গগন ও দিক্‌সকল একাকার হইয়া যাইল।৭

মেঘসমূহ বিদ্যুল্লতারূপ কশাঘাতে যেন ত্রস্ত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া নিবিড় বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।৮

নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘসমূহ দ্বারা লোক অন্ধকারময় হইল এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ (কোণ) সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়া উঠিল।৯

গোগণ বেগে পতিত সেই বর্ষবাত দ্বারা কটি, ঊরু ও গ্রীবা অবসন্ন হওয়ায় কম্পিতকলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।১০

হে মুনে! কতকগুলি গরু বৎসগণকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগুলি বারিবর্ষণের দ্বারা বৎসহীনা হইল।১১

দীনবদন বৎসগণের গ্রীবা বায়ুতে কাঁপিতে লাগিল, আর তাহারা যেন কাতর হইয়া দীনস্বরে কৃষ্ণকে "ত্রাহি ত্রাহি" এই কথা বলিতে লাগিল।১২

হে মৈত্রেয়! তখন গো, গোপী ও গোপপরিবৃত সেই গোকুলকে অতিশয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৩

বজ্রভঙ্গবশতঃ শত্রুভাবে ইন্দ্রই এ কার্য্য করিতেছে; যাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করা উচিত।১৪

আমি ধৈর্য্যসহকারে এই শিলাময় পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ধারণ করি।১৫

পরাশর বলিলেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করত এক হস্ত দ্বারাই তাহা অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন।১৬

গোপাংশ্চাহ জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ।
বিশ্রব্ধমত্র ত্বরিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥১৭
সুনির্ব্বাতেষু দেশেষু যথাকোনমিহাস্যতাম্।
প্রবিশ্যতাং ন ভেতব্যং গিরিপাতস্য নির্ভয়ৈঃ ॥১৮
ইত্যুক্তাস্তে ততো গোপা বিবিশুর্গোধনৈঃ সহ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যশ্চাসারপীড়িতাঃ ॥১৯
কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যুন্নিশ্চলম্।
ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাভৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥২০
গোপ-গোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতেক্ষণৈঃ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥২১

সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে।
ইন্দ্রেণ চোদিতা বিপ্র গোপানাং নাশকারিণঃ ॥২২
ততো ধৃতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলভিদ্ বারয়ামাস তান্ ঘনান্ ॥২৩
ব্যভ্রে নভসি দেবেন্দ্র বিতথাস্ত্রবচস্তপ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং সর্ব্বং স্বস্থানে পুনরাগমৎ ॥২৪
মুমোচ কৃষ্ণোঽপি তদা গোবর্দ্ধনমহাচলম্।
স্বস্থানে বিস্মিতনৃপৈর্দৃষ্টস্তৈস্ত্রজৌকসৈঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ গোপগণকে বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র নির্ভয়ে গিরিসঙ্কটে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ করিতেছি।১৭

তোমরা নির্ভয়ে এখানে বজ্রাঘাতহীনপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর, পর্ব্বত পড়িবার ভয় করিও না।১৮

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বারিধারাপীড়িত গোপ ও গোপীগণ গাড়ীতে ভাণ্ড সকল তুলিয়া গোধনের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।১৯

কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক হর্ষবিস্মিতনেত্রে নিরীক্ষিত হইয়া নিশ্চলভাবে সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন।২০

হৃষ্ট এবং প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন যাঁহার চরিতের প্রশংসা করে, সেই কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া রহিলেন।২১

হে বিপ্র! গোপগণের বিনাশকরণে সমর্থ মহামেঘসমূহ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ করিয়াছিল।২২

কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলে, ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হওয়ায় সেই মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘরহিত হওয়ায় ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।২৩-২৪

কৃষ্ণও বিস্মিতমুখ সেই ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া গোবর্দ্ধন মহাপর্ব্বতকে তখন যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।২৫

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রস্যাগমনম্, ইন্দ্রেণ শ্রীকৃষ্ণস্য অভিষেকশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে ।
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্য দর্শনং পাকশাসনঃ ॥১

সোঽধিরুহ্য মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥২

চারয়ন্তং মহাবীর্য্যং গাবো গোপবপুর্দ্ধরম্ ।
কৃষ্ণঞ্চ জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ ॥৩

গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরুপর্দ্ধ্বানগতং দ্বিজঃ ।
কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্ ॥৪

অবরুহ্য স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্ ।
শক্রঃ সস্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ ।
ত্বৎসমীপং মহাভাগ নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা ॥৬

ভারাবতারণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্ ।
অবতীর্ণোঽখিলাধারস্ত্বমেব পরমেশ্বর ॥৭

মদভঙ্গবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ ।
সমাদিষ্টা মহামেঘাস্তেঽপ্যেদং কদনং কৃতম্ ॥৮

ত্রাতাস্তাত ত্বয়া গাবঃ সমুৎপাট্য মহাগিরিম্ ।
তেনাহং তোষিতো বীর কর্ম্মণাত্যদ্ভুতেন তে ॥৯

সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামহং মন্যে প্রয়োজনম্ ।
ত্বয়ায়মদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন যদ্ধৃতঃ ॥১০

দ্বাদশ অধ্যায়

[ইন্দ্রের আগমন ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ।]

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শৈল ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা করিলেন ।১

শত্রুগণের ভয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ।২

ইন্দ্র দেখিলেন,—যিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সেই কৃষ্ণই গোপদেহ ধারণপূর্ব্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভীদকলকে বিচরণ করাইতেছেন ।৩

হে দ্বিজ ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষ দ্বারা ভগবান্ হরির মস্তকে ছায়া প্রদান করিতেছেন ।৪

তখন দেবরাজ হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্জ্জনে মধুসূদনকে প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন ।৫

হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! আমি যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন । হে মহাভাগ ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথা চিন্তা করিবেন না ।৬

হে পরমেশ্বর ! অখিল সংসারের আশ্রয় আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।৭

আমি যজ্ঞভঙ্গের জন্য বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারাই এ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছে ।৮

হে তাত ! আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গো-সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার এই অদ্ভুত কর্ম্মে আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি ।৯

গোভিশ্চ চোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
ত্বয়া ত্রাতাভিরত্যর্থং যুষ্মৎসৎকারকারণাৎ ॥১১
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ।
উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥১২
অথোপবাহ্যাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ।
অভিষেকং তদা চক্রে পবিত্রজলপূর্বয়া ॥১৩
ক্রিয়মাণেঽভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্য তৎক্ষণাৎ।
প্রস্রবোদ্ভূতদুগ্ধার্দ্রং সদ্যশ্চক্রুর্বসুন্ধরাম্ ॥১৪
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদ্দেবেন্দ্রো বৈ জনার্দ্দনম্।
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥১৫
গবামেতৎ কৃতং বাক্যং তথান্যদপি মে শৃণু।
যদ্ব্রবীমি মহাভাগ ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥১৬
মমাংশঃ পুরুষব্যাঘ্র পৃথায়াং পৃথিবীতলে।
অবতীর্ণোঽর্জ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা ॥১৭
ভারাবতারণে সাহ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাত্মা মধুসূদন ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাত্মজম্।
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে ॥১৯
যাবন্মহীতলে শক্র স্থাস্যাম্যহমরিন্দম।
ন তাবদর্জ্জুনং কশ্চিদ্দেবেন্দ্র যুধি জেষ্যতি ॥২০
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোঽরিষ্টস্তথাপরঃ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥২১
হতেষ্বেতেষু দেবেন্দ্র ভবিষ্যতি মহাহবঃ।
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ ভারাবতরণং কৃতম্ ॥২২
স ত্বং গচ্ছ ন পুত্রার্থে সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥২৩

হে কৃষ্ণ! আমি মনে করি,—আপনি যে হস্তে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছেন, সেই হস্ত দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন।১০

হে কৃষ্ণ! (গোবংশ আপনি রক্ষা করায়) আমি গোগণের বাক্যানুসারে আপনার সৎকারের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি গোগণকেই গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন।১১

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি গোগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেন্দ্রত্বে বরণ করিব। আপনি গোগণের ইন্দ্র, সুতরাং আপনার "গোবিন্দ" এই নামও হইবে।১২

অনন্তর ইন্দ্র স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্র জল পূর্ণ করত তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন।১৩

কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভীসকল স্তনক্ষরিত দুগ্ধ দ্বারা বসুন্ধরাকে তৎক্ষণাৎ আর্দ্র করিয়া (ভিজাইয়া) ফেলিল।১৪

গোগণের বাক্যানুসারে ইন্দ্র জনার্দ্দনকে অভিষেক করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।১৫

হে মহাভাগ! গোগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন; তাহাকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। হে মধুসূদন! আপনার ভূভারহরণরূপ কার্য্যে অর্জ্জুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে স্বকীয় শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন।১৬-১৮

অনন্তর ভগবান্ বলিলেন,—ভরতবংশে আপনার পুত্র অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি অবগত আছি। আমি যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব।১৯

হে অরিন্দম শক্র! আমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন পৃথিবীতে অর্জ্জুনকে কেহই জয় করিতে পারিবে না।২০

হে দেবেন্দ্র! কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী,

অর্জ্জুনার্থে হতং সর্ব্বান্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যা দাস্যামি বিক্ষতান্ ॥২৪
ইত্যুক্তঃ সম্পরিষ্বজ্য দেবরাজো জনার্দ্দনম্ ।
আরুহ্যৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥২৫

কৃষ্ণোঽপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজন্ ।
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনা ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বাদশঃ

নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাহু অসুরগণ নিহত হইলে পর একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। হে সহস্রলোচন! সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করিব, ইহা আপনি জানুন ।২১-২২

আপনি গমন করুন, পুত্রের অকুশলচিন্তা করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জ্জুনের শত্রুতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না ।২৩

আমি অর্জ্জুনেরই জন্য ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষতশরীরে কুন্তীর নিকট অর্পণ করিব ।২৪

পরাশর বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া ঐরাবত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন ।২৫

অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টিপাতে পবিত্র পথ আশ্রয় করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিলেন ।২৬

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[গোপানাং শ্রীকৃষ্ণপ্রভাববর্ণনম্, গোপীভিঃ সহ তস্য রাসক্রীড়া চ ।]

পরাশর উবাচ ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ।
ঊচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্ ॥১

বয়মত্রাম্মহাবাহো ভবতা মহতো ভয়াৎ ।
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা ॥২

বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্ ।
দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্ ॥৩
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম ।
যথা ত্বদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্ ॥৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববর্ণন ও গোপীদিগের সহিত তাঁহার রাসক্রীড়া ।]

পরাশর বলিলেন,—ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলে পর গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন ।১

হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন ।২

আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত

প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥৬
বালত্বং চাতিবীর্য্যঞ্চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥৭
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে ॥৮

পরাশর উবাচ।

ক্ষণং ভূত্বা স্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্।
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈঃ কৃষ্ণোঽপ্যাহ মহামুনে ॥৯

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎসম্বন্ধেন তো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে।
শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্ ॥১০
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি।
তদাত্মবন্ধুপক্ষীয়া বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥১১
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা ॥১২

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং বন্ধুমৌনাস্ততো বনম্।
যযুর্গোপা মহাভাগ তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥১৩
কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্ছন্দ্রঞ্চ চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ ॥১৪
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপৈর্ভিন্নশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥১৫

গোপকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম,—এ সকল কি? হে তাত! তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।৩

আপনি যমুনার হ্রদজলে কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়াছে।৪

হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করত আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না।৫

হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণ একত্রিত হইলেও এ কর্ম্ম করিতে পারেন না।৬

হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালকভাব, অথচ এই অতিশয় বীর্য্য, আবার আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি।৭

আপনি দেবই হউন বা দানবই হউন কিংবা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউন, আমাদিগের তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাদের বান্ধব, অতএব আমরা আপনাকে নমস্কার করি।৮

পরাশর বলিলেন,—হে মহামুনে! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে প্রণয়কোপ সহকারে কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন।৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে গোপগণ! আমার সহিত এইরূপ সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন?।১০

আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘা হই, তবে তোমরা আমার প্রতি নিজবন্ধুর ন্যায় বুদ্ধি কর।১১

আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মিয়াছি; ইহা ব্যতীত তোমরা অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না।১২

পরাশর বলিলেন,—হে মহাভাগ! ভগবান্ প্রণয়-

বিনা রামেণ (ক) মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং গৌরির্নাতন্ত্রী-কৃতভূষণম্ ॥১৬

রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সস্ত্যজ্যাবরণাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥১৭

শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ॥১৮

কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥১৯

কাচিদ্বাবসথস্থাস্তঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্।
তস্মৌ তত্রৈব গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥২০

তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ-বিলীনাশেষপাতকা ॥২১

চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥২২

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥২৩

গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বাত্মসমুত্থিয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্ ॥২৪

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোকতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতিনিশম্যতাম্ ॥২৫

কোন সহকারে এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।১৩

অনন্তর কৃষ্ণ নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভ-ভরে দিক্‌সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্লকুসুমিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত রতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন।১৪-১৭

তখন বলভদ্র ব্যতীত কৃষ্ণ অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদ বিন্যাস করত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাদিগের প্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রীস্বরের সুন্দর সম্মিশ্রণ হইয়াছিল।১৬

অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করত যেখানে মধুসূদন বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে সত্বর আগমন করিতে আরম্ভ করিল।১৭

কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিল; কেহ বা তাহাতেই অবধান করত মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল।১৮

কোন গোপী বারংবার "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিতা হইল; আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল।১৯

কোন গোপী বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করত নিমীলিতলোচনে শুদ্ধভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল।২০

অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসভাবে (প্রাণ-পাখীবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া) পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। (তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; এক—ভগবানে চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবান্‌কে লাভ না করায় মহাদুঃখভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয়*)।২১-২২

রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ গোপীগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্র-সুশোভিতা রজনীকে সম্মানিত করিলেন।২৩

পাঠান্তর ঃ—(ক) সহ রামেণ—।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয়, আর দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি হেতু দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত সকল পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসার-স্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখরাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥২৬
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্বীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥২৭
বেণুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী ॥২৮
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমং চেরু রম্যং বৃন্দাবনান্তরম্ ॥২৯
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥৩০
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥৩১
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ ॥৩২
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥৩৩
অত্রোপবিশ্য সা তেন বালা পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া ॥৩৪
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥৩৫
অনুমানেঽদমর্থাস্যা নিঃস্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥৩৬
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥৩৭

সেই সময় ভগবান্ কৃষ্ণ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপীগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীন হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল ।২৪

তখন তাহারা কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী বলিল,—আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি তোমরা অবলোকন কর। অন্য আর এক গোপী বলিতে লাগিল,—আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর ।২৫

কোন গোপী বাহু আস্ফালন করত "আমি কৃষ্ণ; অরে দুষ্ট কালিয়! তুই স্থির হ" এই প্রকার বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল ।২৬

অপর কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "অহে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে অবস্থান কর। তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকিতেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি" ।২৭

কৃষ্ণলীলার অনুকরণকারিণী অন্য কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "হে বন্ধুগণ! তোমরা ইচ্ছানুসারে বিচরণ কর, আমি বেণুকাসুরকে নিক্ষেপ (বিনাশ) করিয়াছি" ।২৮

এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।২৯

কোন প্রফুল্লকমলতুল্য মনোহর নেত্রশোভিনী সুন্দরী গোপবরাঙ্গনা সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ।৩০

হে সখি! এই দেখ, লীলাললিতগামী কৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশপদ্মাঙ্কিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ।৩১

আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল ঘন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ।৩২

সখি! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর কৃষ্ণ উচ্চ হইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, এই সকল স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগেই অঙ্কিত হইয়াছে ।৩৩

পূর্ব্বজন্মে যে ভাগ্যবতী পুষ্প দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইয়াছেন; এই তাহার চিহ্ন দেখ ।৩৪

হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥৩৮
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥৩৯
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥৪০
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ॥৪১
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশিমুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টচেষ্টিতম্ ॥৪২

কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ ॥৪৩
কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥৪৪
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥৪৫
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিৎ ভ্রূভঙ্গবীক্ষণৈঃ।
নিস্নেহমনসস্তাংশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৪৬
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
রন্নাম রাসগোষ্ঠীভিরুদারচরিতো হরিঃ ॥৪৭

এই দেখ, এই পথ অবলম্বন করিয়া মন্দগোপসুত-কৃষ্ণ সেই পুষ্প-বন্ধনরূপ সম্মানলাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।৩৫

সখি! এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাশে আর একজন নারীর পদচিহ্ন। দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নারী নিতম্বভারে মন্থরগমনা, সুতরাং অনুগমনে অসমর্থ হইলেও সত্বরা স্থানে দ্রুতগমন করিয়াছে; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।৩৬

সখি! এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ তাহার অগ্রহস্ত নিম্ন হস্তে ধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছেন; কারণ, উক্ত রমণীর পদক্ষেপ পরাধীনভাবেই হইয়াছে,—ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।৩৭

অহো! এখানে ঐ সেই রমণী ধূর্ত্তের করস্পর্শ মাত্রেই অপমানিতা (পরিত্যক্তা) হইয়াছে; কারণ, নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত (ফিরিয়া যাইবার পদচিহ্ন অঙ্কিত) হইয়াছে। এই স্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে "তুমি এখানে অবস্থিতি কর, (এইখানে একজন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি)"—এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন; কারণ, কৃষ্ণের শীঘ্র ও নিম্ন পদচিহ্ন দেখিয়া ইহাই বোধ হইতেছে।৩৮-৩৯

কৃষ্ণ এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার পদচিহ্ন ও আর লক্ষিত হইতেছে না, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।৪০

তখন এই প্রকারে গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল।৪১

অনন্তর গোপীগণ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা নির্দ্দোষ-কর্ম্মকারী বিকশিতপঙ্কজতুল্য সুন্দর মুখ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল।৪২

তখন কোন গোপী তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই প্রকারই বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না।৪৩

কোন গোপী কৃষ্ণকে অবলোকন করত ললাটফলক ভ্রূভঙ্গুর করিয়া নেত্ররূপ দুই ভ্রমর দ্বারা কৃষ্ণের মুখপঙ্কজের মধুপান করিতে লাগিল।৪৪

কোন গোপী গোবিন্দকে দর্শন করিয়া পরে নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করত যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।৪৫

অনন্তর মাধব কোন গোপীকে মধুর সম্ভাষণ দ্বারা,

রাসমণ্ডলবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমমুঞ্চতাম্ ।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥৪৮

হস্তে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্ ।
চকার তৎকরস্পর্শ-নিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥৪৯

ততঃ স বব্রতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ ।
অনুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরমুক্রমাৎ ॥৫০

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্ ।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥৫১

পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্ ।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥৫২

কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্ ।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্ ॥৫৩

গোপী-কপোল-সংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ ।
পুলকোদ্গমশস্যায় হেলাম্বুনবতাং যযৌ ॥৫৪

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরস্বনিঃ ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা বিগুণং জগুঃ ॥৫৫

গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সম্মুখং যযুঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥৫৬

স তথা সহ গোপীভী রররাম মধুসূদনঃ ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥৫৭

কাহাকেও ভ্রূভঙ্গিপূর্বক দৃষ্টি দ্বারা, কাহাকেও বা করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন ।৪৬

তখন সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদারচরিত কৃষ্ণ সাদরে রাসগোষ্ঠী নির্ম্মাণ করত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।৪৭

কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণপার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করায় রাসোচিত মণ্ডলবদ্ধ হইয়া উঠিল না ।৪৮

তখন হরি নিজ করস্পর্শে নিমীলিতনয়না এক একটী গোপীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন ।৪৯

অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চলবলয়শব্দ অতি মধুর ভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অনুক্রমে শরদ্বর্ণনরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল ।৫০

তখন কৃষ্ণ শারদীয়চন্দ্র, কৌমুদী ও কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার গান করিতে লাগিল ।৫১

অনন্তর কোন গোপী পরিবর্ত্তনজাত শ্রমে চঞ্চলবলয়-শব্দশালিনী স্বীয় বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে অর্পণ করিল ।৫২

গীতস্তুতিচ্ছলে নিপুণা কোন গোপী বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক মধুসূদনকে চুম্বন করিল ।৫৩

শ্রীহরির দুই হস্ত কোন গোপীর কপোলদেশ স্পর্শ করায় পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপত্তির কারণ ঘামরূপ বৃষ্টির জনক মেঘভাব প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম বহির্গত হইল এবং গোপীরও কপোলদেশ পুলকিত হইল। ইহাতে উভয়ের অনুরাগাতিশয় প্রকাশ হইল ।৫৪

কৃষ্ণ অতি উচ্চৈঃস্বরে যখন রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদপেক্ষা দ্বিগুণস্বরে "সাধু, সাধু, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই গানই করিতে লাগিল ।৫৫

কৃষ্ণ গমন করিলে গোপীগণ তাঁহার অনুগমন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ অনুলোম ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ।৫৬

মধুসূদন গোপীগণের সহিত এমন ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্ষণমাত্র বিরহকেও তাঁহারা কোটী বৎসরের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল ।৫৭

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥৫৮

সোঽপি কৈশোরকবপো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাস্ত ক্ষপিতাহিতঃ ॥৫৯

পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া (কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী) গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল ।৫৮

সেই অশুভবিনাশী অমেয়াত্মা মধুসূদনও নিজ কিশোর অবস্থার বয়ঃক্রম সম্মানিত করত সেই সকল রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ।৫৯

তন্তুর্তূষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥৬০
যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥৬১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর পতিসমূহে, গোপীগণে এবং সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন ।৬০

যেমন সর্ব্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকলপদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ।৬১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[বৃষভাসুরবধঃ।]

পরাশর উবাচ।
প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥১
সতোয়-তোয়দচ্ছায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ।
খুরাগ্রপাতৈরত্যর্থং দারয়ন্ বসুধাতলম্ ॥২
লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়োষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ।
সংরম্ভাবিষ্কলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ ॥৩
ঊর্দ্ধাগ্রকুলাভোগঃ প্রমাণাদ্ দুরতিক্রমঃ।
বিণ্মূত্রলিপ্তপৃষ্ঠাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ ॥৪
প্রলম্বকণ্ঠোঽতিমুখস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান্ দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্।
সূদয়ংস্তাপসানুগ্রো বনান্যটতি যঃ সদা ॥৫
ততস্তমতিঘোরাক্ষমবেক্ষ্যাতিভয়াতুরাঃ।
গোপা গোপস্ত্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চুক্রুশুঃ ॥৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[বৃষভাসুর বধ।]

পরাশর বলিলেন,—একদিবস সন্ধ্যাবসানসময়ে, জনার্দ্দন রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্ট নামে এক বৃষভাকৃতি অসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত উপস্থিত হইল ।১

ঐ অরিষ্টের কান্তি সজলজলদের (মেঘের) ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ও নয়ন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। ঐ অসুর ক্ষুরাগ্র-ক্ষেপ দ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদারিত করিতেছিল ।২

অরিষ্টাসুর জিহ্বা দ্বারা স্বকীয় ওষ্ঠদ্বয় সনিষ্পেষে লেহন করিতেছিল; কোপে তাহার লাঙ্গুল উন্নমিত হইতেছিল এবং তাহার স্কন্ধবন্ধন অতিশয় কঠোর ছিল ।৩

সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ গোবিন্দাভিমুখং যযৌ ॥৭
অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকুক্ষি-কৃতেক্ষণঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা কৃষ্ণং বৃষভদানবঃ ॥৮
আয়ান্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো মহাবলঃ।
ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া ॥৯
আদদং চৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুসূদনঃ।
জঘান জানুনা কুক্ষৌ বিষাণগ্রহণাচলম্ ॥১০

তস্য দর্পবলং ভঙ্ক্ত্বা গৃহীত্বা তস্য বিষাণয়োঃ।
অপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং চিন্নমিবাম্বরম্ ॥১১
উৎপাট্য শৃঙ্গমেকস্তু তেনৈবাতাড়য়ৎ ততঃ।
ননাদ স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতবমনম্ ॥১২
তুষ্টুবুর্মুনয়স্তত্র দৈত্যে গোপা জনার্দ্দনম্।
জন্তে হতে সহস্রাক্ষং পুরা দেবগণা যথা ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

তাহার ককুৎ (ষাঁড়ের কুঁটি) উন্নত ও মাংসল; এবং সে এরূপ উচ্চ যে, তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্বেগকারী সেই অসুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত ছিল ।৪

উহার কণ্ঠ লম্বমান, মুখ অতিশয় বিশাল এবং ললাটদেশ বৃক্ষে আঘাত করার চিহ্নে (গাঁটায়) অঙ্কিত ছিল। সেই বৃষভরূপধারী দৈত্য গাভীগণের গর্ভপাত করত এবং তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত ।৫

অনন্তর অতিঘোরনেত্র সেই অসুরকে অবলোকন-পূর্ব্বক গোপ ও গোপস্ত্রীগণ অতি ভয়াতুরভাবে 'কৃষ্ণ' ! 'কৃষ্ণ !' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ।৬

কৃষ্ণ তাহাদের ভয়কাতর শব্দ শুনিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক হস্ততালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাসুরও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল ।৭

ঐ দুষ্টাত্মা বৃষভরূপী দানব শৃঙ্গের অগ্রভাগ সম্মুখে করিয়া কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল ।৮

মহাবলশালী কৃষ্ণ বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন না; পরন্তু অবজ্ঞার সহিত ঈষৎ হাস্য করিলেন ।৯

অনন্তর মধুসূদন নিকটাগত অসুরকে মকরাদি জলজন্তু যেমন অন্য কোন দুর্ব্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গধারণ করায় সে নিশ্চল হইলে, তিনি স্বীয় জানু দ্বারা দুষ্ট অসুরের কুক্ষি প্রদেশে আঘাত করিলেন ।১০

কৃষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া ঐ অসুরের দর্পবলকে বিনষ্ট করত ছিন্ন (পটা) বস্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ পীড়িত করিতে লাগিলেন ।১১

তারপর তাহার একটী শৃঙ্গ উৎপাটন করত তাহা দ্বারাই সেই অসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল ।১২

জন্ত নামক অসুর হত হইলে দেবগণ যে প্রকারে ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপে জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিল ।১৩

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণমানেতুং কংসেনাক্রূরস্য প্রেষণম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে ধেনুকে বিনিপাতিতে ।
প্রলম্বে নিহিতে বীরে ধৃতে গোবর্দ্ধনাচলে ॥১
দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গতরুদ্বয়ে ।
হতায়াং পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্ত্তিতে ॥২
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্ত্তাদশেষতঃ ॥৩
শ্রুত্বা তৎ সকলং কংসো নারদাদ্ দেবদর্শনাৎ ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ ॥৪
সোঽতিকোপাদুপানভ্য সর্ব্বযাদববংশজি ।
জগর্হ যাদবাংশ্চৈব কার্য্যাকৃত্যবিচিন্তয়ন্ ॥৫
যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রাম-কৃষ্ণৌ সুবালকৌ ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যৌ রূঢ়যৌবনৌ ॥৬
চাণূরোঽত্র মহাবীর্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ ।
এতাভ্যাং মল্লযুদ্ধেন ঘাতয়িষ্যামি দুর্ম্মদৌ ॥৭
ধনুর্য্যজ্ঞমহাযাগব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ ।
তথা তথা ঘতিষ্যামি যাস্যেতে সলয়ং যথা ॥৮
শফল্কতনয়ং সোঽহমক্রূরং যদুপুঙ্গবম্ ।
তয়োরানয়নার্থায় প্রেষয়িষ্যামি গোকুলম্ ॥৯
বৃন্দাবনচরং ঘোরমাদেক্ষ্যামি চ কেশিনম্ ।
তৌরেবাসাবতিবলস্তাবুভৌ ঘাতয়িষ্যতি ॥১০
গজঃ কুবলয়াপীড়ো মৎসমীপমুপাগতৌ ।
ঘাতয়িষ্যতি বা গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য কংস কর্ত্তৃক অক্রূরকে প্রেরণ ।]

পরাশর বলিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাসুর, ধেনুক ও প্রলম্বাসুর নিহত হইলে এবং গোবর্দ্ধন পর্বতধারণ, কালিয়-নাগদমন, উন্নত তরুদ্বয় যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, পূতনার বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্তানপরিবর্ত্তন প্রভৃতি অশেষ কর্ম সাধিত হইলে,—এই সকল বৃত্তান্ত নারদ কংসের নিকট ক্রমানুসারে বর্ণনা করিলেন ।১-৩

সুদুর্ম্মতি কংস দেবদর্শন নারদের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইল ।৪

কংস অতিশয় কোপবশতঃ যাদবগণের সভায় বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল ।৫

কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই দুই বালক রাম ও কৃষ্ণ যতদিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য। কারণ, দৃঢ়যৌবন উপস্থিত হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না ।৬

চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুইজন আমার অনুচরই মহাবল পরাক্রমশালী ; এইখানে আমি এই দুইজনের সহিত মল্লযুদ্ধ করাইয়া সেই দুর্জ্জয় রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব ।৭

ধনুর্য্যজ্ঞ নামক এক মহাযজ্ঞের ছলে সেই বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ চেষ্টাই করিব,—যাহাতে এই বালকদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।৮

আমি যদুশ্রেষ্ঠ শফল্কতনয় অক্রূরকে তাহাদের আনয়নের জন্য গোকুলে প্রেরণ করিব ।৯

তারপর বৃন্দাবনবাসী অতিবলবান্ কেশী নামক

বেদসার, সতত উত্থিত, নির্মল, অমৃত, শান্ত, সৎস্বরূপ ও সুধাসদৃশ এই ব্যাকরণ "রাম" (নাম নিত্য জপ করি) ॥

কলাতীতং নির্বয়বং নির্ব্যাপারং মহৎ পরম্ ।
বিশ্বাধারং জগন্মধ্যং কোটিব্রহ্মাণ্ডবীজকম্ ॥
জড়ং শুদ্ধ-ক্রিয়ং বাপি নিরঞ্জনং নিয়ামকম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ক্ষিপ্রং ঘোরসংসারবন্ধনাৎ ॥
বিপ্রভক্ত্যা চ দানেন বিষ্ণুধ্যানেন সিধ্যতি ।
তাসাং মন্ত্রো রামনামমন্ত্রোঽঃ কোট্যধিকো ভবেৎ ॥
রামেতি ব্যক্করো জপঃ সর্ব্বপাপাপনোদকঃ ।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ শয়ানো বা মনুজো রামকীর্ত্তনাৎ ॥
ইহ নির্ব্বর্ত্ততো যাতি প্রান্তে হরিগণো ভবেৎ ।
রামেতি ব্যক্করো মন্ত্রো মন্ত্রকোটিশতাধিকঃ ॥
সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ কথিতঃ পাপনাশকঃ ।
চাতুর্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে সোঽপ্যনন্তফলপ্রদঃ ॥
চাতুর্মাস্যে মহাপুণ্যে লভ্যতে ভক্তিতৎপরৈঃ ।
দেববন্দ্যিফলং তেষাং যমলোকস্য দেবনম্ ॥
ন রামাদধিকং কিঞ্চিৎ পঠনং ভুবনত্রয়ে ।
রামনামাশ্রয়া যে বৈ ন তেষাং যমযাতনা ॥
যে চ দোষা বিঘ্নকরা মৃতকা বিগ্রহাশ্চ যে ।
রামনামৈব বিলয়ং যান্তি নাত্র বিচারণা ॥

কলাতীত, অবয়বর্ত্তী, ব্যাপারবিরহিত, মহৎ, পর, বিশ্বের আধার ও জগতের মধ্যে কোটি ব্রহ্মবীজ রামনাম (জপ করি) ॥

জড় ও শুদ্ধক্রিয়, নিরঞ্জন, নিয়ামক, যাহা জানিয়া দারুণ সংসার বন্ধন হইতে মানব অতি শীঘ্র মুক্ত হয় ।

রাম এই দুইটি অক্ষর জপ নিখিল পাপ দূরীকারক । যাইতে যাইতে, অবস্থিত হইয়া কিংবা শায়িত অবস্থায় মানবের রামনাম কীর্ত্তনে ইহলোকে মানবের সব সম্পাদিত হয় । অন্ন বস্ত্রাদির জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না । দেহান্তে হরিপার্ষদ হইয়া থাকে । 'রাম' এই বর্ণের মন্ত্র শতকোটি মন্ত্রের অধিক ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিগণের পাপনাশক বলিয়া রামনাম কথিত হন। আরও, চাতুর্মাস্যকালের রামনাম রূপ অমৃত ফলপ্রদান করেন ॥

মহাপুণ্যজনক চাতুর্মাস্যে ভক্তিতৎপরগণ এই রামনাম লাভ করেন। তাঁহাদের সমলোকের আশ্রয় দেবতাগণের ন্যায় কলিবিবর্জিত। তাঁহাদের যমালয়ে যাইতে হয় না।

"রাম" নামের অধিক কিছু অধ্যয়ন করিবারও নাই। যাঁহারা রামনাম আশ্রয়কারী, তাঁহাদের যমযাতনা ভোগ করিতে হয় না ॥

যে সকল বিষ্ণুকর দোষ ও যে সমস্ত মরণতুল্য বিপ্রিয়, রামনামের দ্বারা তাহা বিলয় হইয়া যায়। ইহাতে বিচারের কিছু নাই অবশ্যই হয় ॥

রমতে সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
অন্তরাত্মস্বরূপেণ যচ্চ রামেতি কথ্যতে ॥
রামেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভবব্যাধিবিসূদকঃ।
স্মরণে বিজয়দশ্চাপি সর্ব্বকার্য্যার্থসাধকঃ ॥
সর্ব্বতীর্থফলঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামপি কামদঃ।
রামচন্দ্রেতি রামেতি রামেতি সমুদাহৃতঃ ॥
ব্যক্করো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বকার্য্যকরো ভুবি।
দেবা অপি প্রগায়ন্তি রামনাম গুণাকরম্ ॥
তস্মাত্ত্বমপি দেবেশি রামনাম সদা বদ।
রামনাম জপেদ্ যো বৈ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥
সহস্রনামজং পুণ্যং রামনাম্নৈব জায়তে।
চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ তৎপুণ্যং দশধোত্তরম্।
হীনজাতিপ্রজাতানাং মহদ্দহতি পাতকম্ ॥

রামো হ্যয়ং বিশ্বমিদং সমগ্রং
স্বতেজসা ব্যাপ্য জনান্তরাত্মনা।
পুনাতি জন্মান্তরপাতকানি
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি কৃশাচ্চ দগ্ধ্বা ॥

রাম স্থাবর-জঙ্গম-সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মস্বরূপে রমণ করেন বলিয়া কথিত হন ॥

"রাম" এই মন্ত্ররাজ ভবরোগবিনাশক, স্মরণে বিজয়প্রদ, সর্ব্ব কার্য্যার্থসাধক ॥

উত্তমরূপে কথিত 'রামচন্দ্র, রাম রাম' এই নাম সর্ব্বতীর্থের ফল এবং বিপ্রগণেরও কামদ বলিয়া উক্ত হয় ॥

-2 FEB 1966